Contents

তাহকীক

সুনান ইবনু মাজাহ

(বঙ্গানুবাদ)

প্রথম খণ্ড

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

تحقيق سنن ابن ماجة

তাহকীক

সুনান ইবনু মাজাহ

১ম খণ্ড (১-১৬৩৭)

(বঙ্গানুবাদ)

আল-হাফিয আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ
ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ আল-কাযবীনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হ)

তাওহীদ পাবলিকেশন্স অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ কর্তৃক
অনূদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

Contents

তাহ্‌কীক

সুনান ইবনু মাজাহ্‌

১ম খণ্ড

(বঙ্গানুবাদ)

(১-১৬৩৭)

আল-হাফিয আবূ আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ
ইবনু আবদুল্লাহ্‌ ইবনু মাজাহ্‌ আল-কাযবীনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৪, রামাদান ১৪৩৫ হিজরী

প্রকাশনায়:

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন: 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396

ওয়েব: www.tawheedpublications.com

ইমেল: tawheedpp@gmail.com

প্রচ্ছদ: আল-মাসরূর

ISBN: 978-984-90228-3-1

মূল্য: ৭৪০ (সাতশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণ:

হেরা প্রিন্টার্স, ৩০/২, হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা।

Tahqiq Sunan Ibnu Majah by : Imam Abu Abdullah Ibn Yazeed Ibn Abdullah Ibn Majah Al-Qazvini (Rahimahullah). Published by Tawheed Publications, 90, Hazi Abdullah Sarkar Lane, Bangshal, Dhaka-1100, Phone : 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396, Website : www.tawheedpublications.com Email : tawheedpp@gmail.com.

Price : 740 Taka Bangladeshi. 60 Saudi Riyals. 15 US $

প্রকাশকের কথা

যাবতীয় গুণগান আল্লাহ তাআলার নিমিত্তে। যিনি মানুষের জন্য হিদায়াতের জন্য দু'প্রকারের ওয়াহ্য়ী প্রেরণ করেছেন। যার হিফাযতের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

নিশ্চয় আমি যিক্‌র (ওয়াহ্য়ীয়ে মাতলু ও ওয়াহ্য়ীয়ে গায়র মাতলু) অবতীর্ণ করেছি আর তার হিফাযত আমিই করব। (সূরা আল হিজর : ৯ আয়াত)

অনেকেই যিক্‌র দ্বারা শুধু ওয়াহ্য়ীয়ে মাতলু আল-কুরআনকেই উদ্দেশ্য করে থাকেন। কিন্তু সকল মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে, যিক্‌র দ্বারা উভয়টাকে বোঝানো হয়েছে। অপর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

রসূল নিজ প্রবৃত্তি হতে কোন কথা বলেন না, তাঁর উক্তি কেবল ওয়াহ্য়ী যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।

(সূরা আন নাজম : ৩-৪ আয়াত)

তাওহীদ পাবলিকেশন্স এর বহু দিনের চিন্তার প্রতিফলন অবশেষে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পাদিত হলো, আল হামদু লিল্লাহ। তাওহীদ পাবলিকেশন্স অনুবাদ ও গবেষণা বিভাগ এটিকে গতানুগতিক ধারার চেয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে সুবিজ্ঞ পাঠক মহলের করকমলে তুলে ধরার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। দেশে বিদেশে অবস্থিত গবেষকগণ তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কোন স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন পাঠকবৃন্দ এ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে সহজেই অনুমান করতে পারবেন। বিশেষ করে হাদীসের সনদ, তাখরীজ, রাবীর জারহ্ তা'দীল সম্পর্কিত প্রামাণিক আলোচনা, পরিসংখ্যান, সর্বোপরি আরবী বর্ণমালার নতুন উচ্চারণ নীতিমালা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এ গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্টগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করে পাঠকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এ বিশেষ কাজ সম্পাদনে সর্বপ্রথম যার নিকট চির কৃতজ্ঞ তিনি হলে সউদী মন্ত্রণালয় নিয়োগপ্রাপ্ত দক্ষিণ কোরিয়া প্রবাসী শায়ক আকমাল হুসাইন বিন বদীউজ্জামান। অত্র গ্রন্থটির সম্পাদনায় আরো যার অবদানকে খাটো করে দেখার মোটেও সুযোগ নেই তিনি হলেন, তাওহীদ পাবলিকেশন্স-এর প্রতিষ্ঠাতো অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক। পাশাপাশি শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল খাবীর (গোদাগাড়ী) ও শায়খ আল আমীন বিন ইউসুফ হাফিযাহুমাল্লাহ অক্লান্ত পরিশ্রম করে এটিকে চূড়ান্ত রূপদানের ব্যাপারে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাছাড়া এ বৃহৎ প্রকল্প বায়স্তবায়নে যারা প্রেরণা যুগিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা সকলকে এর উত্তম জাযা' দিন। আমীন।

এ কাজটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ রইল এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে আমাদেরকে অবিহত করুন। ইন শা' আল্লাহ আপনাদের সুপরামর্শ সুবিবেচিত হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রকাশনার ক্ষেত্রে তা পাথেয় হয়ে থাকবে।

সুবিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের নিকট দুআ'র আবেদন রইল, যেন আপনাদের প্রিয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্য মৌলিক হাদীসগ্রন্থ; যেমন, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈসহ যুগের চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে আরো সমৃদ্ধ আকারে প্রকাশ করতে পারে। আমাদের গবেষণা বিভাগ যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। ইন শা' আল্লাহ অচিরেই এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে।

হে আল্লাহ! এ কাজটির ওয়াসিলায় তোমার নিকট এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য মাগফিরাত ও দয়া কামনা করছি। আল্লাহ তুমি আমাদের ক্ষমা কর এবং এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল কর। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ ওয়ালিয়্যুল্লাহ

পরিচালক, তাওহীদ পাবলিকেশন্স

তাহকীক সুনান ইবনু মাজাহ এর মুহাক্কিক্ববৃন্দ

মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম, আবূ আবদুল্লাহ আল জু'ফী, আল বুখারী (জন্ম: ১৯৪ হিজরী, মৃত্যু: ২৫৬ হিজরী।)	আবূ বাকর আহমাদ বিন আমর বিন আবদুল খালিক আল বাযযার (২১৫-২৯২ হিজরী)
মুহাম্মাদ নাস্বিরুদ্দীন বিন নূহ বিন নাজাতী, আবূ আবদুর রহমান আল আলবানী (মৃত্যু : ১৪২০ হিজরী)	আবদুল্লাহ বিন আদী বিন আবদুল্লাহ আবূ আহমাদ আল জুরজানী (মৃত্যু: ৩৬৫ হিজরী)
আলী বিন আমর বিন আহমাদ, **আবুল হাসান** আদ দারাকুতনী (মৃত্যু: ৩৮৫ হিজরী)	আহমাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আহমাদ, আবূ নাঈম আল আস্‌বাহানী (মৃত্যু: ৪৩০)
আহমাদ বিন আলী বিন স্নাবিত, **প্রসিদ্ধ নাম,** খাতীব আল বাগদাদী (মৃত্যু: ৪৬৩)	আহমাদ ইবনুল হুসায়ন বিন আলী, আবূ বাকর **বায়হাকী** (মৃত্যু: ৪৫৮)
মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন উস্নমান বিন কায়মায, শামসুদ্দীন আয যাহাবী, আবূ আবদুল্লাহ (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরী)	**আবূ হাতিম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান বিন আহমাদ বিন হিব্বান বিন মুআয** বিন মা'বাদ আত তামীমী **(মৃত্যু: ৩৫৪ হিজরী)**
আবদুর রহমান বিন আলী বিন মুহাম্মাদ, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী আল বাগদাদী (মৃত্যু: ৫৯৭ হিজরী)	আল মুবারাক বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল কারীম আল জাযারী (মৃত্যু: ৬০৬ হিজরী)
আলী বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক, আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান (মৃত্যু: ৬২৮ হিজরী)	আবূ বাকর বিন আয়্যাশ বিন সালিম আল-আসদী আল-কূফী (মৃত্যু: ১৯৪ হিজরী)
আবূ হাফস্ উমার বিন শাহীন	আবূ জা'ফার আল-উকায়লী
আবূ বিশর আদ দাওলানী	আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন নায়সাবূরী
আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী	আবূ যুরআহ আর রাযী
আবূ হাতিম আর রাযী	আবূ দাউদ আস সাজিসতানী
আবূ ঈসা আত তিরমিযী	আহমাদ বিন হাম্বাল
আহমাদ বিন শুআয়ব আন নাসায়ী	আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী
আহমাদ বিন স্বালিহ আল-মিস্‌রী	আলী ইবনুল মাদীনী
আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস	আয়্যূব বিন আবূ তামীমাহ আস সাখতিয়ানী
আবদুর রহমান বিন মাহদী	আল-আজালী
আল-মিযযী	ইমাম দারাকুতনী
ইমাম যাহাবী	ইয়াহইয়া বিন মাঈন
ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী	ইসহাক বিন রহওয়ায়
ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান	ইবনু হাজার আল-আসকালানী
ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান	ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ
নূরুদ্দীন আল-হায়স্নামী	মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ
মাকহূল আশ শামী	মুহাম্মাদ বিন সা'দ
মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী	মুহাম্মাদ ইবনুল কাসিম
মাসলামাহ বিন কাসিম	সুফইয়ান আস্ স্নাওরী
সুলায়মান বিন দাঊদ আত তায়ালাসী	সুলায়মান বিন মূসা
যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস সাজী	

তাহকীক সুনান ইবনু মাজাহ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলী

১। হাদীসের প্রাণ হচ্ছে সনদ। ইন শা' আল্লাহ তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে মৌলিক হাদীসগ্রন্থগুলোর আরবীর পাশাপাশি বাংলায় পূর্ণ সনদ সহকারেই ধারাবাহিকভাবে হাদীসগ্রন্থগুলো প্রকাশিত হবে। এ গ্রন্থেও আরবীর পাশাপাশি বাংলায় পূর্ণ সনদসহ প্রকাশ করা হলো। পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষে রাবীর উপনাম ও উপাধী বা প্রসিদ্ধ নাম বন্ধনীর মধ্যে যোগ করা হয়েছে। কোন রাবীতে সমস্যা থাকলে সনদের নামের পাশেই বন্ধনীর মাধ্যমে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। যেগুলো অত্যন্ত দুর্বল রাবী সেগুলোর নামের নিচে আন্ডারলাইন করে দেয়া আছে। কোন হাদীসের একাধিক সনদ থাকলে তার সবগুলোই আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। সে সকল হাদীসের সনদে দুর্বলতা রয়েছে অথচ হাদীসটির মতন সহীহ সেগুলোর কতগুলো শাওয়াহিদ হাদীস আছে কিংবা কোন কিতাবে আছে তা হাদীস নম্বরসহ উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে করে সাধারণ পাঠক দুর্বল রাবী থাকা সত্ত্বেও শাওয়াহিদ এর ভিত্তিতে হাদীস সহীহ হওয়াটা সহজেই বুঝতে পারে।

৩। প্রতিটি খণ্ডের শেষে হাদীস বর্ণনাকারী দুর্বল রাবীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। রাবী নম্বরসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতির মধ্যে রাবীর পূর্ণ নাম, উপনাম, জন্মস্থান, বাসস্থান, রাবীর স্তর, শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ, কতজনের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর নিকট থেকে কতজন হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার জারাহ তা'দীল বা দোষগুণ সম্পর্কে কতজন মুহাক্কিক পর্যালোচনা করেছেন সেগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ১ম খণ্ডে ৩৩১ জন, ২য় খণ্ডে ২৩৯ জন ও ৩য় খণ্ডে ২৭৩ জন রাবী রয়েছে।

৬। রাবীদের জারাহ তা'দীল বা দোষগুণ বর্ণনাকারী শতাধিক মুহাক্কিকের নামের তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। প্রতিটি হাদীসকে মূলতঃ ৯টি হাদীস গ্রন্থ (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মুয়াত্তা' মালিক, মুসনাদ আহমাদ ও দারিমী)-এর আলোকে তাখরীজ করা হয়েছে। পাশাপাশি শায়খ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর বেশ কয়েকটি গ্রন্থসহ প্রায় ৬০টি গ্রন্থের তাখরীজ সংযোজন করা হয়েছে।

৫। প্রতিটি হাদীসের শেষে যে নম্বরগুলো দেয়া হয়েছে তাতে পাঠক ও গবেষকবৃন্দ একই বিষয়ের উপর কোথায় কতটি হাদীস আছে তা সহজে জানতে পারবেন। মূল হাদীসের সাথে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক মিল থাকা হাদীসগুলোর নাম্বার উল্লেখ করেছি। কোন হাদীসগ্রন্থে এক বিষয়ের একাধিক হাদীস থাকলে তার অধিকাংশ পুনরাবৃত্তি নম্বর উল্লেখ করা হয়েছ।

৬। দঈফ হাদীসগুলোকে চারিদিকে সিঙ্গেল বর্ডার দিয়ে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। (তবে সুনান ইবনু মাজাহ-এর ১ম খণ্ডে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তা ছুটে গেছে। ইন শা' আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা ঠিক করা হবে।) আর প্রতিটি দঈফ বা দুর্বল রাবী চিহ্নিত করে মুহাদ্দিসগণের ১ থেকে প্রায় ২০টি পর্যন্ত পর্যালোচনা উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। হাদীসের নম্বরের ক্ষেত্রে বুখারীর নম্বর ফাতহুল রাবীর সঙ্গে, মুসলিম ও ইবনু মাজাহ ফুওয়াদ আবদুল বাকীর নম্বরের সঙ্গে, তিরমিযীর নম্বর আহমাদ শাকিরের নম্বরের সঙ্গে, আবূ দাউদ মুহাম্মাদ মাহিউদ্দীন আবদুল হামীদের নম্বরের সঙ্গে, মুয়াত্তা' মালিক তার নিজস্ব নম্বরের সঙ্গে, নাসাঈ'র নম্বর আবূ গুদ্দার নম্বরের সঙ্গে মিল রেখে করা হয়েছে।

৮। বাংলা সূচীপত্রের পাশাপাশি আরবী সূচীও উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। আরবী নামের বিকৃত বাংলা উচ্চারণ রোধকল্পে প্রায় প্রতিটি আরবী শব্দ বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে একটি সহজ বানানরীতির মাধ্যমে লেখার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন আয়েশা এর পরিবর্তে আয়িশাহ, জুম্মা এর পরিবর্তে জুমুআহ, লায়স এর পরিবর্তে লায়স্র, নামাজ এর পরিবর্তে স্বলাত, আবু তালিব এর পরিবর্তে আবূ ত্বালিব, সালেহ এর পরিবর্তে স্বালিহ, হাফেয এর পরিবর্তে হাফিয, কুরআন এর পরিবর্তে কুরআন ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচলিত বানানে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। যা "সুনান ইবনু মাজাহ'র কিছু পরিসংখ্যান" এর শেষাংশে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।

১০। সুনান ইবনু মাজাহ'র যত জায়গায় কুরআনের আয়াত এসেছে এমনকি আয়াতের একটি শব্দ আসলেও সেটির সুরার নাম ও আয়াত নম্বরসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

১১। ইন শা' আল্লাহ সমৃদ্ধশালী অধ্যায়ভিত্তিক সূচী নির্দেশিকাসহ প্রতিটি খণ্ডে থাকবে সংক্ষিপ্ত পর্বভিত্তিক বিশেষ সূচী নির্দেশিকা। এতে কোন পর্বে কতটি অধ্যায় ও কতটি হাদীস্র রয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে জানা যাবে।

১২। হাদীস্রে কুদসী চিহ্নিত করে হাদীস্রের নম্বর উল্লেখ।

১৩। মুতাওয়াতির, ১৪। মারফূ', ১৫। মাওকূফ ও ১৬। মাকতূ' হাদীস্র নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে সে হাদীস্রগুলোকে সহজেই চিহ্নিত করা যাবে।

১৭। প্রতিটি খণ্ডের শেষে পরবর্তী খণ্ডের কিতাব/পর্বভিত্তিক সূচী নির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৮। নাবী রাসূল ও ফিরিশতাগণের নাম কতবার এসেছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ অন্য নাবীগণের নাম কতবার এসেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯। সুনান ইবনু মাজাহ্-এ বিভিন্ন স্থানের নাম, ২০। বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠির নাম কতবার এসেছে তাদের নামসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

২১। সুনান ইবনু মাজাহ্-এ যে সকল স্থানে ইরসাল ও ইনকিতা' হয়েছে তার হাদীস্র নম্বর, ইরসাল ও ইনকিতা'কারী রাবীর নাম সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

২২. সুনান ইবনু মাজাহ্-এ কবিতার চরণ কতটি ও কোথায় কোথায় এসেছে তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৩। সুনান ইবনু মাজাহ-এ ইমাম ইবনু মাজাহ ও তার ছাত্রদের বক্তব্য যত স্থানে এসেছে তা পর্বভিত্তিক সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম ইবনু মাজাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যে কয়জন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে, বিশেষ করে কুতুবুস সিত্তাহ (৬টি হাদীসগ্রন্থ) বা কুতুবুত তিসআহ (৯টি) হাদীসগ্রন্থ এর মধ্যে, তাদের মধ্যে ইমাম ইবনু মাজাহ অন্যতম। হাদীস সংকলনে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এখানে সংক্ষেপে তাঁর পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

নাম: আল-ইমামুল মুহাদ্দিস আল হাফিযুস সিকাহ আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ বিন মাজাহ আর রিবঈ আল কাযবীনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)।

জন্ম ও জন্মস্থান: ইমাম ইবনু মাজাহ ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সমুদ্র উপকূলবর্তী আযারবায়যান প্রদেশের কাযবীন শহরে ২০৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। [যাফরুল মুহাসসিলীন, পৃ. ১৩৮]

শিক্ষাজীবন: আব্বাসীয় যুগে বিশেষতঃ খালীফাহ মামূনের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় উৎকর্ষ সাধিত হয়, সে সময় ইমাম ইবনু মাজাহ তার বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। হিজরী তৃতীয় শতকের শুরু হতেই কাযবীন শহরটি হাদীস চর্চায় ব্যাপক খ্যাতি লাভ করে। যে সকল মুহাদ্দিস এ শহরে আগমন ও বসবাস করে একে ধন্য ও প্রসিদ্ধ করেছিলেন, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন সাকিব, হাফিয আলী বিন মুহাম্মাদ আত তানাফাসী। [মৃ. ২৩৩ হি.] আবূ হাজার আমর বিন রাফিঈ আল-বাজালী [মৃ. ২৩৭ হি.] ইসমাঈল বিন তাওবাহ আবূ সাহল কাযবীনী [মৃ. ২৪৭ হি.] হারূন বিন মূসা আত তামীমী [মৃ. ২৪৮ হি.] ও মুহাম্মাদ বিন আবী খালিদ আল-কাযবীনী প্রমুখ। ইমাম ইবনু মাজাহ বাল্যকালেই উল্লিখিত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। [যাফরুল মুহাসসিলীন, পৃ. ১৩৮]

হাদীস অন্বেষণে দেশ ভ্রমণ: ইমাম ইবনু মাজাহ ২১-২২ বছর বয়স পর্যন্ত স্বদেশেই হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। ২৩০ হিজরী **সনে হাদীসের উচ্চতর শিক্ষ লাভের আশায় বিদেশ পরিভ্রমণ করেন।** এ উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, কূফা, বাসরাহ, বাগদাদ, **মক্কা, মাদিনাহ, সিরিয়া, মিসর, খুরাসান ও রায় বলখ প্রভৃতি** দেশের হাদীস চর্চার বৃহৎ কেন্দ্রে পরিভ্রমণ করে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস অধ্যায়ন করেন। [তাহযীবুত তাহযীব খ. ৯, পৃ. ৬৩০; আফিয়াতুল আয়্যান খ. ৪ পৃ. ৬১৪]

শিক্ষক মণ্ডলি: ইমাম ইবনু মাজাহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করতঃ তৎকালীন যুগের অনেক প্রসিদ্ধ হাদীসবিদের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষালাভ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ, আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ বাকর আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ, আবূ সা'দ আবদুল্লাহ আল-সাদা, আবূ মূসা বিন মূসা বিন হিব্বান তামীমী, মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আস সাগানী, মুহাম্মাদ বিন মামূন আল-খায়্যাত, হাম্মাদ বিন ইয়া'কূব প্রমুখ। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা খ. ১৩, পৃ. ২৭৭-২৭৮; মু'জামুল বুলদান খ.৭, পৃ. ৮০]

ছাত্রবৃন্দ: তৎকালীন যুগের অনেক জ্ঞান পিপাসু ইমাম ইবনু মাজাহ এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তার ছাত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। তন্মধ্যে আলী বিন সাঈদ, সুলায়মান বিন ইয়াযীদ, ইবরাহীম বিন দীনার, আহমাদ বিন ইবরাহীম কাযবীনী, আহমাদ বিন রূহ শায়বানী, ইসহাক বিন মুহাম্মাদ, জা'ফার বিন ইদ্রিস, হুসায়ন বিন আলী, ইবনুল কাত্তান, মুহাম্মাদ বিন ঈসা আস সফফা প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। [আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ খ. ১১, পৃ. ৫২; তাহযীবুত তাহযীব খ. ৯, পৃ. ৬৩১]

রচনাবলী: ইমাম ইবনু মাজাহ তার ৬৪ বছর জীবনের ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে মুসলিম উম্মাহর স্মৃতিপটে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

১.আস সুনান: এটি হাদীস শাস্ত্রে তার অনবদ্য কীর্তি, যা কুতুবুস সিত্তাহর অন্তর্গত এক বিরাট হাদীস সংকলন।

২. আত তাফসীর: তিনি হাদীসের ভিত্তিতে আল-কুরআনের একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাফিয ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এ গ্রন্থের ভুয়সী প্রশংসা করেছেন।

৩. আত তারীখ: ইমাম ইবনু মাজাহর অপর অনন্য সৃষ্টি হলো ইতহাস গ্রন্থ।

মৃত্যু: আব্বাসীয়া খালীফাহ মু'তামিদ বিল্লাহ এর খিলাফাতকালে ইমাম ইবনু মাজাহ ২৭৩ হিজরির ২২ শে রমাদান সোমবার মোতাবেক ১৮ই ফেব্রুয়ারি ৮৮৬ খ্রি. ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মুহাম্মাদ বিন আলী কাহরুমান এবং ইবরাহীম বিন দীনার তাকে গোসল করান। তার ভাই আবূ বাকর জানাযার সলাত পড়ান। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা খ.১৩; পৃ. ২৭৯]

সতর্কবাণী!

সম্মানিত পাঠক! সুনান ইবনু মাজাহ'র হাদীসের পাঠ শুরু করার আগে আপনি নিম্নলিখিত কথাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে উপলব্ধি করুন।

আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন ওয়াহয়ীয়ে মাতলূ অর্থাৎ জিবরীল (عليه السلام) কর্তৃক পঠিত হয়ে তাঁর মাধ্যমে নাবী (ﷺ)-কে দেয়া হয়েছে। আর সহীহ হাদীস হল গায়র মাতলূ অর্থাৎ যা পঠিত হয়নি বরং আল্লাহ তাআলা সরাসরি নাবী (ﷺ)-এর অন্তরে সংস্থাপিত করেছেন। কুরআনও ওয়াহয়ী, সহীহ হাদীসও ওয়াহয়ী। আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى (٤)}

আল্লাহর রাসূল নিজের প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না, তাঁর কথা হল ওয়াহী যা তাঁর প্রতি প্রেরিত হয়।
(সূরা আন-নাজম ৫৩/৩-৪)

{وَمَآ اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا}

আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। (সূরা আল-হাশর ৫৯/৭)

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا (٣٦)}

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর ঐ নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোন অধিকার থাকে না, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করল, সে স্পষ্টতঃই পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। (সূরা আল-আহযাব ৩৩/৩৬)

{وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهٗ فَإِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا}

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা আল-জ্বিন ৭২/২৩)

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا (٦٥)}

কিন্তু না, তোমার রব্বের কসম! তারা প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যে পর্যন্ত তারা তাদের যাবতীয় বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে তোমাকে বিচারক সাব্যস্ত না করে এবং তুমি যে ফয়সালা প্রদান কর তা দ্বিধাহীন চিত্তে পরিপূর্ণ আস্থার সঙ্গে গ্রহণ করে না নেয়। (সূরা আন-নিসা ৪/৬৫)

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهٖٓ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (٦٣)}

সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে কিংবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল হয়ে পড়ে। (সূরা আন-নূর ২৪/৬৩)

যারা সহীহ হাদীস বিরোধী টীকা সংযোজন করে বিভিন্ন দোহাই দিয়ে পাঠকদেরকে সহীহ হাদীস না মানার জন্য আহ্বান জানায় তারা ঈমানদার হিসেবে গণ্য হতে পারে কি না এ বিষয়টি উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের আলোকে বিচার্য।

"ওমুক মতে এই, ওমুক মতে এই"- এসব কথা বলে মুসলিমদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? মুসলিমগণ একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস মানতে বাধ্য, ওমুক তমুকের মত মানতে বাধ্য নয়।

অতএব, আসুন! আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতি আমাল করে পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি।

সুনান ইবনু মাজার কিছু পরিসংখ্যান

সুনান ইবনু মাজাহ'য় মোট ১৬৯ স্থানে কুরআনের আয়াত ব্যবহৃত হয়েছে

তন্মধ্যে ভূমিকা পর্বে ২১ বার, পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ পর্বে ৩ বার, স্বলাত পর্বে ২ বার, মাসজিদ ও জামাআত পর্বে ২ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ২২ বার, জানাযাহ পর্বে ৬ বার, স্বিয়াম পর্বে ২ বার, যাকাত পর্বে ৫ বার, বিবাহ পর্বে ৮ বার, তালাক পর্বে ৫ বার, কাফ্‌ফারাসমূহ পর্বে ১ বার, ব্যবসা-বাণিজ্য পর্বে ১ বার, বিচার ও বিধান পর্বে ৫ বার, দিয়াত পর্বে ১ বার, ওস্বিয়াত পর্বে ৩ বার, ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টন পর্বে ২ বার, জিহাদ পর্বে ৮ বার, হজ্জ পর্বে ১১ বার, যবেহ করা পর্বে ২ বার, চিকিৎসা পর্বে ৬ বার, পোশাক-পরিচ্ছদ পর্বে ১ বার, শিষ্টাচার পর্বে ৫ বার, দুআ' পর্বে ৩ বার, স্বপ্নের ব্যাখ্যা পর্বে ১ বার, কলহ-বিপর্যয় পর্বে ১২ বার, পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি পর্বে ৩০ বার।

সুনান ইবনু মাজাহ'য় মোট ২৬টি কুদসী হাদীস্র রয়েছে যার নম্বরগুলো নিম্নরূপঃ

১৪০৩, ১৫৯৭, ১৬৩৮, ২৭০৭, ২৭১০, ২৮০০, ২৮০১, ৩৪৭০, ৩৭৮৪, ৩৭৯২, ৩৭৯৪, ৩৮০১, ৩৮২১, ৩৮২২, ৩৮২৩, ৪১০৭, ৪১৭৪, ৪১৭৫, ৪২০২, ৪২৫৭, ৪২৭৫, ৪২৯৯, ৪৩০০, ৪৩২৮, ৪৩৩৬, ৪৩৩৯

সুনান ইবনু মাজাহ'য় মোট ৩৫৪টি মুতাওয়াতির হাদীস্র রয়েছে যার নম্বরগুলো নিম্নরূপঃ

৬, ৭, ৯, ১০, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৪২, ৪৪,
৪৫, ৪৬, ৫৭, ৫৮, ৬৪, ৭১, ৭২, ৭৬, ১১৫, ১২১, ২৩৩,
২৩৪, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৮৬, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০,
৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮,
৪১৯, ৪২০, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮,
৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৪৯, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪,
৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫৪৩, ৫৪৪,
৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬,
৫৫৭, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৭, ৬০৪, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০,
৬৮১, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৫৮,
৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৭৪,
৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫,
৯০৯, ৯১৪, ৯১৬, ১০১৪, ১০১৫, ১০২২, ১০৩৭, ১০৩৮, ১০৩৯, ১০৪৭, ১০৪৮,
১০৪৯, ১০৫০, ১০৫১, ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩, ১০৬৪, ১০৬৫, ১০৬৭, ১০৬৮, ১০৮৮,
১০৯৭, ১০৯৮, ১১১০, ১১১১, ১১৮০, ১১৯৩, ১১৯৪, ১২২৭, ১২২৮, ১২৩৮, ১২৩৯,
১২৪৮, ১২৫০, ১২৬৩, ১২৬৯, ১২৭০, ১২৭১, ১৩৫২, ১৩৫৫, ১৩৫৬, ১৩৫৭, ১৩৬৩,
১৩৬৫, ১৩৬৬, ১৩৬৭, ১৪০৪, ১৪০৫, ১৪০৬, ১৪০৯, ১৪১০, ১৪১৩, ১৪১৪, ১৪১৫,
১৪১৭, ১৪৬৯, ১৪৭০, ১৪৭১, ১৫২৭, ১৫২৮, ১৫২৯, ১৫৩০, ১৫৩১, ১৫৩২, ১৫৩৩

১৫৫৩, ১৫৯৩, ১৫৯৪, ১৫৯৫, ১৬০৩, ১৬০৪, ১৬০৫, ১৬০৬, ১৬১৫, ১৬৫২, ১৬৫৪, ১৬৫৫, ১৬৬৪, ১৬৬৫, ১৬৮৩, ১৬৮৪, ১৬৮৫, ১৬৯২, ১৬৯৭, ১৬৯৮, ১৭১৯, ১৭২০, ১৭৩৩, ১৭৩৪, ১৭৩৫, ১৭৩৬, ১৭৩৭, ১৭৩৮, ১৯০৯, ১৯২৯, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৮০, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২১৬৭, ২১৭৫, ২১৭৬, ২১৭৭, ২২১৫, ২২১৬, ২২১৭, ২২৬৫, ২২৬৬, ২২৬৭, ২২৬৮, ২২৬৯, ২৩০৫, ২৩১৪, ২৩৬২, ২৪৪৯, ২৫৫১, ২৫৫৩, ২৫৫৪, ২৫৫৫, ২৫৫৬, ২৫৫৭, ২৫৫৮, ২৫৫৯, ২৫৬৫, ২৫৬৬, ২৫৮০, ২৫৮১, ২৫৮২, ২৭৫৫, ২৭৫৬, ২৭৫৭, ২৭৭৫, ২৭৮৬, ২৭৮৭, ২৭৮৮, ২৮৩৩, ২৮৩৪, ২৯৬৮, ২৯৬৯, ২৯৭১, ২৯৭৩, ২৯৭৪, ২৯৭৫, ২৯৯১, ২৯৯২, ২৯৯৩, ২৯৯৪, ২৯৯৫, ৩১১৫, ৩৩৮৩, ৩৩৮৬, ৩৩৮৭, ৩৩৮৮, ৩৩৮৯, ৩৩৯০, ৩৩৯১, ৩৩৯২, ৩৩৯৩, ৩৩৯৪, ৩৪০১, ৩৪৭১, ৩৪৭২, ৩৪৭৩, ৩৪৭৪, ৩৪৭৫, ৩৬৪২, ৩৬৪৩, ৩৬৫৪, ৩৯০০, ৩৯০১, ৩৯০২, ৩৯০৩, ৩৯০৪, ৩৯০৫, ৩৯২৭, ৩৯২৮, ৩৯৩৩, ৩৯৩৬, ৩৯৪২, ৩৯৪৩, ৩৯৫৯, ৪০৪০, ৪০৪১, ৪০৪৭, ৪০৫০, ৪০৫১, ৪০৫২, ৪০৭১, ৪০৭২, ৪০৭৫, ৪০৭৮, ৪১৮৪, ৪১৯৪, ৪২৮৬, ৪৩০১, ৪৩০২, ৪৩০৩, ৪৩০৪, ৪৩০৫, ৪৩০৭, ৪৩১০, ৪৩১১, ৪৩১৫, ৪৩১৭

নিম্নোক্ত নম্বরসমূহের ৭৯ টি হাদীস্র ব্যতীত ইবনু মাজাহ'য় বর্ণিত সবগুলো হাদীস্রই মারফূ'

৪, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩, ৭৩, ৭৪, ১০৬, ১২০, ১২৪, ১৩১, ১৩২, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৬২, ২৬২, ২৯১, ৩২০, ৩৩৭, ৪৫০, ৫৬৫, ৫৯৫, ৬৩০, ৬৪৭, ৭৬০, ৭৮৫, ৮৩৪, ৮৪৩, ৮৪৮, ৯০৬, ৯৫৮, ১০৮২, ১০৯৯, ১১০২, ১১৮৩, ১৩১৭, ১৩৯৩, ১৪০৩, ১৪৫০, ১৪৫৭, ১৪৫৮, ১৪৬৪, ১৫১০, ১৫৯৭, ১৬১২, ১৬৩২, ১৬৩৮, ১৬৬৯, ১৭৮৭, ১৮২২, ১৮৭৮, ১৯২৫, ১৯৪২, ১৯৪৪, ১৯৪৭, ১৯৭৪, ২০২০, ২০২১, ২০২৫, ২০৩০, ২০৭৩, ২১১৩, ২২৭৬, ২২৮৮, ২৩৫০, ২৩৬৫, ২৩৯৩, ২৪৪৫, ২৪৪৭, ২৫২৬, ২৫৪১

ইবনু মাজাহ'য় মোট ৮২টি মাওকূফ হাদীস্র রয়েছে যার নম্বরগুলো নিম্নরূপঃ

৪, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ১০৬, ১২০, ১২৪, ১৩১, ১৩২, ১৫২, ১৫৩, ১৬২, ২৬২, ২৯১, ৫৬৫, ৬৩০, ৬৪৭, ৭৬০, ৭৮৫, ৮৪৩, ৯০৬, ৯৫৭, ১০৮২, ১০৯৯, ১১০২, ১১৮৩, ১৩১৭, ১৩৯৩, ১৪৫৭, ১৪৬৪, ১৫১০, ১৬১২, ১৬৩০, ১৬৩২, ১৬৬৯, ১৭৮৭, ১৮২২, ১৮৭৮, ১৯২৫, ১৯৪২, ১৯৪৪, ১৯৪৭, ১৯৭৪, ২০২০, ২০২১, ২০২৫, ২০৩০, ২০৭৩, ২১১৩, ২২৭৬, ২২৮৮, ২৩৫০, ২৩৬৫, ২৩৯৩, ২৪৪৫, ২৪৪৭, ২৫২৬, ২৬৯৬, ২৭২৭, ২৭৯৩, ২৮০৭, ২৮২৮, ২৮২৯, ২৮৩৫, ২৮৪৭, ২৯৩৯, ২৯৮৫, ৩০১৮, ৩১৪৮, ৩১৭৩, ৩১৯৭, ৩২২০, ৩৩২৪, ৩৭৫৪, ৪১৯২

ইবনু মাজাহ'য় মাত্র ১টি মাকতূ' হাদীস্র রয়েছে যার নম্বর হলো ১৪৫০

নবী, রাসূল ও ফিরিশ্‌তা

মুহাম্মাদ (ﷺ) : শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নাম এসেছে ১৩৫ বার। তন্মধ্যে ইবনু আবদুল মুত্তালিব নামে ১ বার, আবূল কাসিম নামে ৬ বার এবং মুহাম্মাদ নামে ১২৮ বার।

অন্যান্য নবীগণঃ মুহাম্মাদ (ﷺ) ব্যতীত অন্যান্য নবীগণের নাম এসেছে ১৬৯ বারঃ তন্মধ্যে আদম (আলায়হিস সালাম) ৪৮ বার, আয়্যূব (আলায়হিস সালাম) ২ বার, ইবরাহীম ৩৫ বার, ইসহাক ১ বার, ইসমাঈল ৫ বার, দাউদ ৭ বার, যাকারিয়্যা ১ বার, সুলায়মান ২ বার, ঈসা ২৩ বার, লূত ৫ বার, মূসা ২৭ বার, নূহ ৩ বার, হারূন ২ বার, হূদ ১ বার, ইয়া'কূব ১ বার, য়ূসুফ ৪ বার, য়ূনুস ২ বার।

ফিরিশ্‌তাগণঃ ফিরিশ্‌তাগণের নাম এসেছে ৩৮ বার। তন্মধ্যে ইসরাফীল ১ বার, জিবরীল ৩৫ বার এবং মীকাঈল ২ বার।

স্থান, গোত্র বা গোষ্ঠী ও অন্যান্য

স্থানসমূহঃ বিভিন্ন স্থানের নাম এসেছে ৭৪৩ বার। তন্মধ্যে আবতাহ ৩ বার, উবনা ২, আবওয়া ২, উহুদ ৩৩, আয়লাহ ২, বাদিয়াহ ২, বাহরায়ন ৫, বুহায়রাতুত তাবারিয়্যাহ ২, বাদর ১৪, বাস্রাহ ২, বাতহা' ৩, বাতনিল ওয়াদী ৪, বাকী' ১২, বুওয়ানাহ ২, বুওয়ায়রাহ ২, আল-বায়ত ৪০, বায়তুল মাকদিস ১৪, বায়দা' ২, তাবূক ৬, তিহামাহ ২,স্রানিয়্যাহ ২, স্রানিয়্যাতুল ওয়াদা' ২, জুহফাহ ৪, জাযীরাতুল আরাব ২, জি'রানাহ ২, আল-জামরাহ ৩, জামরাতুল আকাবাহ ৪, জামইন ৯, হিজর ৬, হুদায়বিয়াহ ৬, হাররাহ ২, হারাম ৩, হিমস্র ২, হুনায়ন ৫, খানদাক ২, খায়বার ২৫, যুল হুলায়ফাহ ৬, যামযাম ৬, সারিফা ২, শাম ১৬, স্রাফা ১৬, তায়িফ ৭, আদান ৩, ইরাক ৮, আরাফাত ৭, আরাফাহ ২৮, আকাবাহ ১১, আওয়ালী ২, কুবা' ২, কারন ২, কাযবীন ২, কুসতানতীনিয়্যাহ ৩, কা'বাহ ২০, কূফাহ ৭, মুহাস্সাব ২, মাদীনাহ ৮৯, মারওয়াহ ১৬, মুযদালিফাহ ৯, আল-মাসজিদুল আকস্রা ৪, আল-মাসজিদুল হারাম ৯, মাসজিদুন নাবী ৩, মাসজিদু রাসূলিল্লাহ ৩, মাসজিদু কুবা' ৪, মাসজিদী ৭, আল-মাশআরুল হারাম ২, মিস্র ৪, আল-মাকাম ৪, মাকামু ইবরাহীম ১১, মাক্কাহ ৬৪, মিনা ২৪, নাবাওয়াহ ২, নাজদ ৪, নামিরাহ ৩, হাজার ৩, আল-ওয়াদী ৩, ইয়ালামলাম ২, ইয়ামান ১৩ বার এবং আমবার, বি'র যু আরওয়ান, বি'র গারস, বুস্রা, বাতনে আরাফাহ, বাতনে মুহাসসির, বাগদাদ, বানাওয়াহ, বাওয়াযীজ, বাওলা', বায়তুল্লাহ, বায়সান, স্রাবীর, স্রানিয়্যাতুল আযাখির, স্রানিয়্যাতুল সুফলা, স্রানিয়্যাতুল উলয়্যা, স্রানিয়্যাতুল হারশা, জাবিয়াহ, জামরাতুল উলা, জামরাতুস্র স্রানিয়াহ, জামরাতুল কুবরা, জাওফ, জাওফু মুরাদ, হিজায, হিরা', হাররাতু বানী বায়াদাহ, হাযওয়ারাহ, হাফইয়া', খুরাসান, খায়ফ, দিমাশ্‌ক, দায়লাম, যাতু ইরক, রাবাযাহ, রাক্কাহ, শিরাজুল হাররাহ, স্রিরার, স্রানআ', স্রাহবা', তূর, যুরায়বুল আহমার, উযায়ব, আরজ, উসফান, আকীক, আম্মান, উমান, আমওয়াস, আয়নু যুগার, গাবাহ, ফুর', কাদিসিয়্যাহ, কুদায়দ, আল-লুদ্দ, লাফত, মা'রিব, মুহাসসির, মাদীনাতু রাসূলিল্লাহ, মাররুয যাহরান, মারওয়া, মাসজিদু বায়ত, মাসজিদু হুরদান, মাসজিদু দিমাশ্‌ক, মাসজিদু যুল হুলায়ফাহ, আল-মানারাতুল বায়দা', মানহার, আল-মাহ্‌ইয়াআহ, নাজরান, নাকীউল খাদামাত, হাযম, ওয়াদী মুহাসসির, ওয়াদী নামিরাহ, ওয়াদ্দান, ইয়াস্রিব, ইয়ামামাহ, যুনা ইত্যাদি স্থানসমূহ ১ বার করে এসেছে।

গোত্র বা গোষ্ঠী: বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠীর নাম এসেছে মোট ৩৫৪ বার। তন্মধ্যে আসলামিয়্যীন ২, আস্‌হাবুন নাবী বা আস্‌হাবুর রাসূল ১৭, আস্‌হাবি মুহাম্মাদ ২, বানী আস্‌ফার ৩, আল-আনস্বার ৬০, আহলুস্‌ সুফ্‌ফাহ ২, আহলিল কিতাব ১৪, আহলি ফারিস ২, বানী ইসরাঈল ৯, বানী তামীম ২, খাস্‌আম ৩, আল-খাওয়ারিজ ৩, রূম ৯, বানী যুরায়ক ৪, বানু সালামাহ ৪, বানী আমির ২, বানী আবদুল আশহাল ৬, বানী আবদুদ দার ২, বানী আবদুল মুত্তালিব ৩, আল-আরাব ১৭, উরায়নাহ ২, ফারিস ৩, বানী ফাযারাহ ৪, কুরায়শ ১৭, কুরায়যাহ ৩, বানী কিনানাহ ২, বানী লায়স্‌ ৫, মা'জূজ ৯, মাজূস ৩, মুযায়নাহ ২, মুদার ২, বানী আল-মুত্তালিব ৩, মুহাজিরীন ১৩, বানী নাজ্জার ২, নাস্‌রা ৯, বানু নাদর বিন কিনানাহ ২, বানী নাদীর ৩, বানী হাশিম ৬, হুযায়ল ৩, হাওয়াযিন ২, ওয়াফদু স্বাকীফ ২, ইয়া'জূজ ৯, ইয়াহূদ ৩৩ এবং আযদ, বানী আসাদ, আশজা', আশআরিয়্যীন, আস্‌হাবুস্‌ সুফ্‌ফাহ, আহলুস্‌ স্বালীব, বালী, তুরক, স্বা'লাবিয়্যীন, স্বাকীফ, বানী জুশাম, জুমাহিয়্যীন, জামমিয়্যাহ, জাহান্নামিয়্যীন, বানী হারিস্‌ বিন খাযরাজ, হাবাশাহ, হারূরিয়্যাহ, বানী খাতমাহ, খিনদাফ, রাক্কিয়্যীন, রামলিয়্যীন, বানী যুহরাহ, বানী সাইদাহ, বানী সালিম, বানী সা'দ, বানী সা'দ বিন বাকর, বানী সুলায়ম, বানী সূয়াহ, সুদা', আদ, বানী আমির বিন স্বা'স্বাআহ, বানী আমির বিন লুওয়াই, আবদুল কায়স, বানী আবদুল্লাহ বিন কা'ব, বানী কিলাল, বানী আবদু মানাফ, বালইজলান, আজাম, বানী আদী, উমারিয়্যীন, বানী গুবার, বানী ফিহ্‌র, ফাহ্‌ম, বানী লুওয়াই, বানী মালিক, বানী মুদলিজ, মিস্‌রিয়্যীন, বানু মা'মার, বালমুগীরাহ, বানী নাওফাল, বানী হিশাম বিন মুগীরাহ, ওয়াফদু কিনদাহ, ইয়াহূদ বানী যুরায়ক ১ বার করে এসেছে।

পুরুষ লোকের নাম এসেছে মোট ১৭৫০ বার।

মহিলার নাম এসেছে মোট ২২৮ বার।

বিভিন্ন যুদ্ধের নাম এসেছে ৭ বার। তন্মধ্যে তাবূক ৫ বার এবং খায়বার ২ বার।

বিভিন্ন প্রকার হাদীস্‌ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

ইবনু মাজাহ'য় ৩৫৪১টি হাদীস্‌ মুত্তাস্বিল সনদে বর্ণিত হয়েছে।

আর মুত্তাস্বিল নয় এমন হাদীস্বের সংখ্যা ৪৫৬।

স্বহীহ মুসলিমে ৫টি স্থানে মুআল্লাক হাদীস্‌ বর্ণিত হয়েছে।

ইরসাল: ইবনু মাজাহ'য় ৯ স্থানে ইরসাল সংঘটিত হয়েছে- যথা:

ক্রম	হাদীস্‌ নং	যে রাবীর পর ইরসাল সংঘটিত হয়েছে
১	১০১৫	সা'দ বিন ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ
২	১১৩৬	স্বাবিত
৩	১৭৪৪	মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম

৪ ও ৫	২৪৯৭	সাঈদ বিন মুসায়্যাব এর পরে দু'টি
৬	২৫৪৯	শিবল বিন হামিদ
৭	২৫৬৫	শিবল বিন হামিদ
৮	২৮৯৫	উম্মুদ দারদা'
৯	৩১০৭	আলকামাহ বিন নাদলাহ

ইনকিতা': ইবনু মাজাহ'য় ৮৮ স্থানে ইনকিতা' সংঘটিত হয়েছে- যথা:

ক্রম	হাদীস নং	যে রাবীর পর ইনকিতা' সংঘটিত হয়েছে
১.	১৯	আওন বিন আবদুল্লাহ
২.	১৭৩	আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান)
৩.	২৫৮	খালিদ বিন দুরায়ক
৪.	৩২৮	আবূ সাঈদ হিমইয়ারী
৫.	৩৩৯	**মিনহাল বিন আমর**
৬.	৪৪১	**আবূ জা'ফার (মুহাম্মাদ বিন আলী)**
৭.	৫২৭	আমর বিন শুআয়ব
৮.	৬৭০	ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ বিন কায়স
৯.	৭৩৫	উসমান বিন আবদুল্লাহ বিন সুরাকাহ বিন মু'তামির
১০.	৭৫৭	মুসলিম বিন আবূ মারয়াম ইয়াসার
১১.	৭৭১	ফাতিমাহ বিনত হুসায়ন বিন আলী
১২.	৭৯৫	যাবরকান বিন আমর আদ-দামরী
১৩.	৮৪৪	হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার
১৪.	৮৪৫	হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার
১৫.	৮৯০	আওন বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ
১৬.	৮৯৯	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)
১৭.	৯৫৩	হাসান বিন আবদুল্লাহ আল-উরানী
১৮.	১১৭০	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)
১৯.	১২৮২	উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ
২০.	১৩৭৫	আসিম বিন আমর
২১.	১৩৮৯	ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর

Contents

২২.	১৪৪১	মায়মূন বিন মিহরান
২৩.	১৪৭৮	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)
২৪.	১৫৬৩	সুলায়মান বিন মূসা
২৫.	১৬০৬	আবূ উবায়দাহ (নাস্র বিন আলী বিন নাস্র বিন স্হবান
২৬.	১৬৩৩	হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার
২৭.	১৬৭৩	খিলাস বিন আমর
২৮.	১৬৭৯	আবদুল্লাহ বিন বিশর
২৯.	১৬৮১	আবূ কিলাবাহ (আবদুল্লাহ বিন স্বায়দ বিন আমর বিন নাবিল)
৩০.	১৬৮৭	ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ বিন কায়স
৩১.	১৭৪৭	মুস্আব বিন স্বাবিত
৩২.	১৮০৪	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)
৩৩.	১৮২৩	সুলায়মান বিন মূসা
৩৪.	১৮৭৭	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)
৩৫.	১৮৮০	হাজ্জাজ বিন আরতাতা বিন স্রাওর
৩৬.	২০১৩	সালিম বিন আবুল জা'দ
৩৭.	২০২৬	মায়মূন বিন মিহরান
৩৮.	২১২৫	মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন শিহাব
৩৯.	২১৩১	ইয়াযীদ বিন মুসলিম
৪০.	২১৫৩	সাঈদ বিন মুসায়্যিব
৪১.	২১৫৮	আতিয়্যাহ বিন কায়স আল-কালামী
৪২.	২১৯২	মালিক বিন আনাস
৪৩.	২২০২	আতা' বিন ফাররূখ
৪৪.	২২০৪	আবদুল্লাহ বিন উস্মান বিন জুস্রায়ম
৪৫.	২২১৩	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৪৬.	২২৪৫	হাসান বিন আবুল হাসান ইয়াসার
৪৭.	২২৮৮	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)
৪৮.	২৩১০	আবুল বাখতারী (সাঈদ বিন ফায়রুয আবূ ইমরান
৪৯.	২৩৪০	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ

৫০.	২৩৮৪	খিলাস বিন আমর
৫১.	২৪০৪	য়ূনুস বিন উবায়দ
৫২.	২৪৬৩	তাউস বিন কায়সান
৫৩.	২৪৮৩	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৫৪.	২৪৮৮	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৫৫.	২৫৭৫	মূসা বিন ইয়াসার
৫৬.	২৫৯৮	আবদুল জাব্বার বিন ওয়ায়িল
৫৭.	২৬৩৭	উকবাহ বিন সুহবান
৫৮.	২৬৪২	সাঈদ বিন মুসায়্যাব
৫৯.	২৬৪৩	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৬০.	২৬৪৬	আমর বিন শুআয়ব
৬১.	২৬৬৪	ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন
৬২.	২৬৭৫	ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়ালীদ
৬৩.	২৭২৭	মুররাহ বিন শারাহীল
৬৪.	২৭৫২	আবদুল্লাহ বিন মাওহাব
৬৫, ৬৬ ও ৬৭	২৭৬১	হাসান বিন ইয়াসার এর পরে তিনটি সনদে
৬৮.	২৭৬৬	মুসআব বিন স্বাবিত
৬৯.	২৭৬৯	আমর বিন আবদুল আযীয
৭০.	২৮১৬	আসিম বিন বাহদালাহ আবূ নুজূদ
৭১.	৩২৫২	সুলায়মান বিন মূসা
৭২.	৩৩৫৭	দাহহাক বিন মুযাহিম
৭৩.	৩৫১৯	আবূ বাকর বিন আমর বিন হাযম
৭৪.	৩৫৩০	আবদুল্লাহ বিন বিশ্‌র
৭৫.	৩৫৬৩	খালিদ বিন মা'দান
৭৬.	৩৫৬৪	মাহফুয বিন আলকামাহ
৭৭.	৩৫৬৮	শুরায়হ বিন উবায়দ আল-হাদরামী
৭৮.	৩৬৬৭	আলী বিন রাবাহ বিন কায়সার

৭৯.	৩৭০৮	আবদুল্লাহ বিন নুজায়
৮০.	৩৭৫১	হাবীব বিন আবী স্বাবিত
৮১.	৩৭৫২	হাবীব বিন আবী স্বাবিত
৮২.	৩৮৭৭	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)
৮৩.	৩৯২৫	আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান
৮৪.	৩৯৪৫	হাবিস বিন সা'দ আল-ইয়ামানী
৮৫.	৪০০৬	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)
৮৬.	৪১৪৮	আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)
৮৭.	৪১৯৮	আবদুর রহমান বিন সাঈদ আল-হামদানী
৮৮.	৪২৫০	আবূ উবায়দাহ বিন আবদুল্লাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)

সুনান ইবনু মাজায়'য় কবিতার চরণ এসেছে ১২ বার

তন্মধ্যে আযান ও তার সুন্নাত পর্বে ৩ বার, মাসজিদ ও জামাআত পর্বে ১ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ১ বার, বিবাহ পর্বে ২ বার, জিহাদ পর্বে ৩ বার, চিকিৎসা পর্বে ১ বার ও শিষ্টাচার পর্বে ১ বার এসেছে।

সুনান ইবনু মাজায়'য় ইমাম ইবনু মাজাহ'র নিজস্ব বক্তব্য এসেছে ৩৭ বার

তন্মধ্যে পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ পর্বে ৪ বার, স্বলাত পর্বে ১ বার, মাসজিদ ও জামাআত পর্বে ১ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ৪ বার, জানাযাহ পর্বে ১ বার, সিয়াম পর্বে ১ বার, বিবাহ পর্বে ৩ বার, তালাক পর্বে ১ বার, ব্যবসা-বাণিজ্য ৪ বার, বিচার ও বিধান পর্বে ২ বার, দিয়াত পর্বে ১ বার, ওয়ারিস্রী স্বত্ব বণ্টন পর্বে ১ বার, জিহাদ পর্বে ২ বার, হজ্জ পর্বে ২ বার, যবেহ করা পর্বে ২ বার, শিকার পর্বে ১ বার, আহার ও তার শিষ্টাচার পর্বে ২ বার, পানীয় ও পানপাত্র পর্বে ২ বার, চিকিৎসা পর্বে ২ বার।

সুনান ইবনু মাজায়'য় ইমাম ইবনু মাজাহ'র বিভিন্ন ছাত্রের বক্তব্য এসেছে ৫২ বার

তন্মধ্যে মুকাদ্দামাহয় এসেছে ১১ বার, পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ পর্বে ২৫ বার, স্বলাত পর্বে ২ বার, স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন পর্বে ২ বার, সিয়াম পর্বে ২ বার, দিয়াত পর্বে ১ বার, ওয়ারিস্রী স্বত্ব বণ্টন পর্বে ১ বার, জিহাদ পর্বে ১ বার, চিকিৎসা পর্বে ১ বার, দুআ' পর্বে ১ বার, কলহ-বিপর্যয় ৩ বার, পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অনাসক্তি ২ বার।

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলায় আরবী উচ্চারণ পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় আরবী হরফগুলো মাখরাজসহ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। আরবীকে বাংলায় উচ্চারণ করতে গিয়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিকৃত করা হয়েছে, যা আরবী ভাষার জন্য অতিমাত্রায় দূষণীয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণ বিকৃতির কারণে অর্থগত ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়।

আরবী হরফগুলোর বাংলা উচ্চারণ বিশুদ্ধভাবে করার প্রচেষ্টায় নানাভাবে করা হয়েছে। কিন্তু আরবী ২৮ টি বর্ণমালার প্রতিবর্ণ এ পর্যন্ত কেউ-ই পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করেন নি। আলহামদুলিল্লাহ! সম্ভবত আমরাই সর্বপ্রথম ২৮টি বর্ণমালাকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হলাম। একটু চেষ্টা ও খেয়াল করলেই স্বল্পশিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাও এ উচ্চারণ রীতিমালা আয়ত্ব করে মোটামুটি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

আইন অক্ষরের পরে ইয়া সাকিন হলে সেক্ষেত্র ঈ লিখা হবে। ফাতহাহ বা যবারের বাম পাশে ইয়া সাকিন হলে য় ব্যবহৃত হবে। যেমন লায়স্র لَيْث। ওয়াও এর উচ্চারণ ব এর মতো হলে সেক্ষেত্রে উক্ত ব এর উপর বিন্দু অর্থাৎ ব় হবে। ফাতহাহ বা যবারের বাম পাশে হামযাহতে যের হলে সেক্ষেত্রে য়ি ব্যবহৃত হবে। আইন (ع) অক্ষরে সাকিন হলে সেক্ষেত্রে (‘) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (أعمش) আ‘মাশ। হামযাহ সাকিনের ক্ষেত্রে (’) ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন (مؤمن) মু’মিন। অনুরূপভাবে শেষাক্ষরে হামযাহ থাকলেও ওয়াকফের কারণে (’) ব্যবহার করা হয়েছে। খাড়া যাবার বা মাদ্দে আস্লির ক্ষেত্রে (া) এর উপরে খাড়া যাবার-ই ব্যবহার করা হয়েছে।

দা দি দু	ضَ ضِ ضُ
তা তি তু	طَ طِ طُ
যা যি যু	ظَ ظِ ظُ
আ ই উ	عَ عِ عُ
গা গি গু	غَ غِ غُ
ফা ফি ফু	فَ فِ فُ
কা কি কু	قَ قِ قُ
কা কি কু	كَ كِ كُ
লা লি লু	لَ لِ لُ
মা মি মু	مَ مِ مُ
না নি নু	نَ نِ نُ
ওয়া বি বু	وَ وِ وُ
হা হি হু	هَ هِ هُ
ইয়া ই য়ু	يَ يِ يُ
’	ء

আ ই উ	أَ إِ أُ
বা বি বু	بَ بِ بُ
তা তি তু	تَ تِ تُ
স্রা স্রি স্রু	ثَ ثِ ثُ
জা জি জু	جَ جِ جُ
হা হি হু	حَ حِ حُ
খা খি খু	خَ خِ خُ
দা দি দু	دَ دِ دُ
যা যি যু	ذَ ذِ ذُ
রা রি রু	رَ رِ رُ
ঝা ঝি ঝু	زَ زِ زُ
সা সি সু	سَ سِ سُ
শা শি শু	شَ شِ شُ
স্বা স্বি স্বু	صَ صِ صُ
‘	عْ

১ম খণ্ডের পর্বভিত্তিক সূচীপত্র

১নং হাদীস্র থেকে ১৬৩৭নং হাদীস্র পর্যন্ত মোট ১৬৩৭টি হাদীস্র

Contents

অধ্যায়ভিত্তিক সূচীপত্র

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمُقَدِّمَةِ

ভূমিকা পর্ব

١. بَاب اتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

১. অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ।

١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».

১/১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ ইবরাহীম বিন উসমান) শারীক (বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ শারীক) আ'মাশ সুলায়মান বিন মিহরান) আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান) **আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে যা আদেশ দেই, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো।**[1]

٢/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا».

২/২। মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ জারীর (বিন আবদুল হামীদ) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি যে সম্পর্কে তোমাদের বলিনি, সে সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ তাদের নাবীগণের নিকট অধিক প্রশ্নের কারণে এবং তাঁদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়েছে। অতএব আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ের নির্দেশ দিলে তোমরা তা যথাসাধ্য পালন করো এবং কোন বিষয়ে আমি তোমাদের নিষেধ করলে তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।[2]

٣/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ».

৩/৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ ইবরাহীম বিন উসমান) আবূ মুআবিয়াহ (মুহাম্মাদ বিন খাযিম) ও ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)

---

১. বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ১৩৩৭, তিরমিযী ২৬৭৯, আহমাদ ৭৩২০, ৭৪৪৯, ৮৪৫০, ৯২২৯, ৯৪৮৮, ৯৫৭৭, ২৭২৫৮, ৯৮৯০, ২৭৩১২, ১০২২৯, ইবনু মাজাহ ২। ইরওয়াউল গালীল ১৫৫, ৩১৪; স্বহীহাহ ৮৫০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২. বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ১৩৩৭, তিরমিযী ২৬৭৯, আহমাদ ৭৩২০, ৭৪৪৯, ৮৪৫০, ৯২২৯, ৯৪৮৮, ৯৫৭৭, ২৭২৫৮, ৯৮৯০, ২৭৩১২, ১০২২৯, ইবনু মাজাহ ১। তাহকীক ঃ স্বহীহ।

বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করে সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যাচরণ করে সে আল্লাহ্‌রই অবাধ্যাচরণ করে।[৩]

٤/٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا لَمْ يَعْدُهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ.

৪/৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র যাকারিয়্যা বিন আদী (আবদুল্লাহ) ইবনুল মুবারাক মুহাম্মাদ বিন সূকাহ আবূ জা'ফার (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবূ তালিব) তিনি বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট কোন হাদীস্ব শুনলে, তাতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশি করতেন না।[৪]

٥/٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَفْطَسُ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَذْكُرُ الْفَقْرَ وَنَتَخَوَّفُهُ فَقَالَ «آلْفَقْرَ تَخَافُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا صَبًّا حَتَّى لَا يُزِيغَ قَلْبَ أَحَدِكُمْ إِزَاغَةً إِلَّا هِيهْ وَايْمُ اللهِ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ».

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ صَدَقَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرَكَنَا وَاللهِ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ.

৫/৫। হিশাম বিন আম্মার আদ-দিমাশকী মুহাম্মাদ বিন ঈসা বিন সুমায়' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল ও তাদলীস করেন এবং তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী) ইবরাহীম বিন সুলায়মান আল-আফতাস ওয়ালীদ বিন আবদুর রহমান আল-জুরশী জুবায়র বিন নুফায়র আবূদ-দারদা' (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট বের হয়ে আসেন, তখন আমরা দারিদ্র্য সম্পর্কে আলাপরত ছিলাম এবং আমরা সে বিষয়ে শংকিত ছিলাম। তিনি বলেন, তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় করছো? সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই তোমাদের উপর পৃথিবী প্রবল বেগে প্রবাহিত হবে (প্রভাব বিস্তার করবে), এমনকি পৃথিবী তোমাদের অন্তর কেবল তার দিকেই আকৃষ্ট করে ফেলবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন অবস্থায় ছেড়ে গেলাম, যার রাত-দিন ঔজ্জ্বল্যে সমান। আবূদ-দারদা' (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্যই বলেছেন। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি আমাদের পরিচ্ছন্ন অবস্থায়ই ছেড়ে গেছেন, যার রাত ও দিন ঔজ্জ্বল্যে সমান।[৫]

٦/٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

৬/৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ মুআবিয়াহ বিন কুররাহ তার পিতা (কুর্‌রাহ বিন ইয়াস বিন হিলাল (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মাতের

---

৩. বুখারী ২৯৫৭, মুসলিম ১৮৩৫, নাসায়ী ৪১৯৩, ৫৫১০, আহমাদ ৭৩৮৬, ৭৬০০, ২৭৩৫০, ৮৩০০, ৮৭৮৮, ৯১২১, ৯৭৩৯, ১০২৫৯। ইরওয়াউল গালীল ৩৯৪। তাহকীক ঃ সহীহ।

৪. আহমাদ ৫৫২১, দারিমী ৩১৮। তাহকীক ঃ সহীহ।

৫. তাহকীক ঃ হাসান।

একটি দল অব্যাহতভাবে কিয়ামাত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকবে এবং যারা তাদের অপদস্থ করতে চায় তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।[৬]

٧/٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ نَصْرُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَوَّامَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا».

৭/৭। আবূ আবদুল্লাহ্ » হিশাম বিন আম্মার » ইয়াহইয়া বিন হামযাহ » আবূ আলকামাহ নাস্র বিন আলকামাহ (মাকবূল) » উমায়র বিন আসওয়াদ এবং কাসীর বিন মুররাহ আল-হাদরামী » আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা আল্লাহ্‌র নির্দেশের উপর স্থির থাকবে। তাদের বিরোধীরা তাদের ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।[৭]

٨/٨ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ زُرْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيَّ وَكَانَ قَدْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَزَالُ اللهُ يَغْرِسُ فِي هَذَا الدِّينِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ».

৮/৮। আবূ আবদুল্লাহ্ » হিশাম বিন আম্মার » জাররাহ বিন মালীহ্ » বাকর বিন যুরআহ (মাকবূল) » আবূ ইনাবাহ (উতবাহ) আল–খাওলানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে দু' কিবলার দিকেই স্বলাত আদায় করেছেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ সর্বদা এই দীনের মধ্যে একটি গাছ রোপন করতে থাকবেন (এমন লোক সৃষ্টি করতে থাকবেন) যাদের তিনি তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখবেন।[৮]

٩/٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَامَ مُعَاوِيَةُ خَطِيبًا فَقَالَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا وَطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ لَا يُبَالُونَ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ نَصَرَهُمْ».

৯/৯। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব » কাসিম বিন নাফি' » হাজ্জাজ বিন আরতাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু অধিক ভুল করেন) » আমর বিন শুআয়ব » তার পিতা শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ » তিনি বলেন, মুআবিয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমাদের আলিমগণ কোথায়, তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা লোকেদের উপর বিজয়ী থাকবে। তারা তাদের লাঞ্ছিত করতে উদ্যত বা সাহায্য করতে আগ্রহী কারো পরোয়া করবে না।[৯]

---

৬. তিরমিযী ২১৯২, আহমাদ ১৫১৬৯, ১৯৮৫৪। স্বহীহা ১/৩/১৩৫ তাহকীক ঃ স্বহীহ।

৭. আহমাদ ৮০৭৫, ৮২৭৯, ৮৭১১। স্বহীহাহ ১৯৬২ ফাযায়িলিশ শাম ৬ তাহকীক ঃ হাসান স্বহীহ।

৮. আহমাদ ১৭৩৩৩। স্বহীহাহ্ ২৪৪২। তাহকীক ঃ হাসান।

৯. বুখারী ৭১, ৩১১৬, ৩৬৪১, ৭৪৬০; মুসলিম ১০৩৭, আহমাদ ১৬৪০০, ১৬৪৩৮, ১৬৪৬৭, ২৭৫৮০। স্বহীহাহ ১১৬৫, ১৯৫৮, ১৯৭১। তাহকীক ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতাহ সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয় এবং তিনি আমর থেকে তাদলীস করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযি বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু দুর্বলদের থেকে তাদলীস করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।

١٠/١٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

১০/১০। হিশাম বিন আম্মার মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব সাঈদ বিন বাশীর (দঈফ বা দুর্বল) কাতাদাহ (বিন দাআমাহ) আবূ কিলাবাহ (আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আমর বিন নাবিল) আবূ আসমা' (আমর বিন মারসাদ) আর-রাহাবী সাওবান (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কিয়ামাত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একটি দল সত্যের উপর স্থির থাকবে এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হতে থাকবে। মহামহিম আল্লাহ্র নির্দেশ (কিয়ামাত) আসা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১০]

١١/١١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَالِدًا يَذْكُرُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ «هَذَا سَبِيلُ اللهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾».

১১/১১। আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) (সুলায়মান বিন হায়্যান) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) মুজালিদ বিন সাঈদ (তিনি মজবুত রাবী নন) (আমির বিন শুরাহীল) আশ-শা'বী জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি একটি সরল রেখা টানলেন এবং তাঁর ডান দিকে দু'টি সরল রেখা টানলেন এবং বাম দিকেও দু'টি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী রেখার উপর তাঁর হাত রেখে বলেন, এটা আল্লাহ্র রাস্তা। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "এবং এ পথই আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে।"[১১] (সূরাহ আনআম ৬ ঃ ১৫৩)

٢. بَاب تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ

২. অধ্যায় ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার বিরুদ্ধবাদীর প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ।

---

১০. মুসলিম ১৯২০, ২৮৮৯, তিরমিযী ২১৭৬, ২২২৯; আবূ দাউদ ৪২৫২, আহমাদ ২১৮৮৮, ২১৮৯৭, ২১৯৪৬; দারিমী ২০৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন বাশীর সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন তিনি দুর্বল, ইবনু আদী তার সম্পর্কে বলেন, আমি তার হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা দেখিনা তবে তিনি কখনো কখনো হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। বায্যার বলেন, তিনি স্বালিহ তার হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস্বের ব্যাপারে সত্যবাদী। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১১. আহমাদ ১৪৮৫৩। যিলালুল জান্নাহ ১৬। তাহকীক ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে দঈফ বা দুর্বল বলেছেন। ইবনু মাঈন বলেন, তার থেকে দলীল গ্রহণ করা যাবে না অন্যত্রে তিনি বলেন, দঈফ বা দুর্বল। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

Contents

١٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ».

১/১২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব মুআবিয়াহ বিন সালিহ হাসান বিন জাবির আল-মিকদাম বিন মা'দীকারিব আল-কিনদী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, অচিরেই কোন ব্যক্তি তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং তার সামনে আমার হাদীস থেকে বর্ণনা করা হবে, তখন সে বলবে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে মহামহিম আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট। আমরা তাতে যা হালাল পাবো তাকেই হালাল মানবো এবং তাতে যা হারাম পাবো তাকেই হারাম মানবো। (মহানাবী বলেন) সাবধান! নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (ﷺ) যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার অনুরূপ।[১২]

١٣/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي بَيْتِهِ أَنَا سَأَلْتُهُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ثُمَّ مَرَّ فِي الْحَدِيثِ قَالَ أَوْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ».

২/১৩। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী সুফইয়ান বিন উয়াইনাহ সালিম আবূ নাদর যায়দ বিন আসলাম উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' তার পিতা (আবূ রাফি' (রাঃ) রাসূল (ﷺ) এর মুক্ত করা দাস) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমি যেন তোমাদের কাউকে এরূপ না পাই যে, সে তার আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকবে এবং (এই অবস্থায়) আমার প্রদত্ত কোন আদেশ অথবা আমার প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা তার নিকট পৌঁছলে সে বলবে, আমি কিছু জানি না, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে যা পাবো তার অনুসরণ করবো।[১৩]

١٤/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

৩/১৪। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী ইবরাহীম বিন সাঈদ বিন ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ তার পিতা (সাঈদ বিন ইবরাহীম) কাসিম বিন মুহাম্মাদ আয়িশাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যদি কেউ আমাদের এই দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[১৪]

---

১২. তিরমিযী ২৬৬৪, আবূ দাঊদ ৪৬০৪, দারিমী ৫৮৬। তাখরীজুল মিশকাত ১৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৩. তিরমিযী ২৬৬৩, আবূ দাঊদ ৪৬০৫, আহমাদ ২৩২৪৯। তাখরীজুল মিশকাত ১৬২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪. বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮, আবূ দাঊদ ৪৬০৬, আহমাদ ২৩৯২৯, ২৪৬০৪, ২৪৯৪৪, ২৫৫০২, ২৫৬৫৯, ২৫৭৯৭। গয়াতুল মারাম ৫, ইরওয়াউল গালীল ৮৮। তাহকীক ঃ সহীহ।

١٥/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ قَالَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾».

৪/১৫। মুহাম্মাদ বিন রুমহ ইবনুল মুহাজির আল-মিসরী লায়স বিন সাঈদ ইবনু শিহাব উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র এক আনসারি ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে যুবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে হাররার পানির নালা নিয়ে বিবাদ করে, যার দ্বারা তারা খেজুর বাগানে পানি সেচ করতেন। আনসারী বললো, তুমি পানি ছেড়ে দাও যাতে তা প্রবাহিত হতে পারে। কিন্তু যুবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা অস্বীকার করেন। তাই তারা বিবাদ করতে করতে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে যুবায়র! তোমার বাগানে পানি সিঞ্চন করো, অতঃপর তোমার প্রতিবেশির দিকে তা পাঠিয়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার ফুফাতো ভাই তো (তাই এরূপ ফয়সালা দিলেন)। এ কথায় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বলেন, হে যুবায়র! (তোমার বাগানে) পানি সিঞ্চন করো, অতঃপর তা প্রতিরোধ করে রাখো, যাবত না তা আইল বরাবর হয়। রাবী আবদুল্লাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যুবায়র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমার মতে এ আয়াত উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ তারা তাদের বিবাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার প্রদত্ত সিদ্ধান্তে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তারা তা মেনে নেয়।" (সূরাহ নিসা ৪ ঃ ৬৫)[১৫]

١٦/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ» فَقَالَ ابْنٌ لَهُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَقُولُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ.

৫/১৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া নায়সাবূরী আবদুর রায্‌যাক মা'মার যুহরী (ইবনু শিহাব) সালিম (বিন আবদুল্লাহ বিন উমার ইবনুল খাত্তাব) ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র বাঁদীদেরকে আল্লাহ্‌র মাসজিদে সলাত আদায় করতে (যেতে) বাধা দিও না। ইবুন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এক পুত্র বললো, আমরা অবশ্যই তাদেরকে বাধা দিবো। রাবী বলেন, এতে তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, আমি তোমার নিকট রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস বর্ণনা করছি, আর তুমি বলছো, আমরা অবশ্যই তাদের বাধা দিবো![১৬]

---

১৫. বুখারী ২৩৬০, মুসলিম ২৩৫৭, তিরমিযী ১৩৬৩, ৩০২৭; নাসায়ী ৫৪০৭, ৫৪১৬; আবূ দাঊদ ৩৬৩৭, আহমাদ ১৪২২। তাহকীক ঃ সহীহ।

১৬. বুখারী ৮৬৫, ৮৭৩, ৮৯৯, ৯০০, ৫২৩৮; মুসলিম ৪৪২/১-৪৪৭/৭, তিরমিযী ৫৭০, নাসায়ী ৭০৬, আবূ দাঊদ ৫৬৬-৬৮, আহমাদ ৪৬৪১, ৪৯১৩, ৫০২৫, ৫০৮২, ৫১৮৯, ৫৪৪৫, ৪৬০৮, ৬০৬৬, ৬২১৬, ৬২৬০, ৬২৮২, ৬৩৫১, ৬৪০৮; দারিমী ৪৪২। ইরওয়া' ৫১৫, গায়াতুল মারাম ২০৬। তাখরীজুল মুখতারাহ ১৮৩, তালাক, ইবনু খুযাইমাহ ১৬৮৪। তাহকীক ঃ সহীহ।

١٧/٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخٍ لَهُ فَخَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْهَا فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكِي عَدُوًّا وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» قَالَ فَعَادَ ابْنُ أَخِيهِ فَخَذَفَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا.

৬/১৭। আহমাদ বিন স্নাবিত আল-জাহদারী ও আবূ আমর হাফস্ব বিন উমার আবদুল ওয়াহ্হাব আস্র-স্নাকাফী আয়্যূব (বিন আবূ তামীমাহ কায়সান) সাঈদ বিন জুবায়র আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল (রাঃ) তার পাশে তার এক ভ্রাতুষ্পুত্র বসা ছিল। সে কংকর নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে নিষেধ করেন এবং বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেন, এতে না শিকার ধরা যায়, না শত্রুকে আহত করা যায়, বরং তা দাঁত ভেঙ্গে দেয় এবং চোখ ফুঁড়ে দেয়। রাবী বলেন, তার ভাইপো পুনরায় কংকর নিক্ষেপ করলে আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফ্ফাল (রাঃ) বলেন, আমি তোমাকে হাদীস্র শুনাচ্ছি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন, তারপরও তুমি কংকর নিক্ষেপ করলে! আমি তোমার সাথে কখনও কথা বলবো না।[১৭]

١٨/٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِيَّ النَّقِيبَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزَا مَعَ مُعَاوِيَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَنَظَرَ إِلَى النَّاسِ وَهُمْ يَتَبَايَعُونَ كِسَرَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيرِ وَكِسَرَ الْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ الرِّبَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِرَةً» فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا أَرَى الرِّبَا فِي هَذَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَظِرَةٍ فَقَالَ عُبَادَةُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ رَأْيِكَ لَئِنْ أَخْرَجَنِي اللهُ لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ لَكَ عَلَيَّ فِيهَا إِمْرَةٌ فَلَمَّا قَفَلَ لَحِقَ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ وَمَا قَالَ مِنْ مُسَاكَنَتِهِ فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِلَى أَرْضِكَ فَقَبَحَ اللهُ أَرْضًا لَسْتَ فِيهَا وَأَمْثَالُكَ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ لَا إِمْرَةَ لَكَ عَلَيْهِ وَاحْمِلْ النَّاسَ عَلَى مَا قَالَ فَإِنَّهُ هُوَ الْأَمْرُ.

৭/১৮। হিশাম বিন আম্মার ইয়াহইয়া বিন হামযাহ বুরদ বিন সিনান ইসহাক বিন কাবীস্রাহ তার পিতা কাবীস্রাহ (বিন যুআয়ব) উবাদাহ ইবনুস্র-স্রামিত আনস্রারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহাবী ও তাঁর মুখপাত্র উবাদাহ ইবনুস্র-স্রামিত (রাঃ) মুআবিয়াহ (রাঃ)-এর সাথে রোম (বায়যান্টাইন) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লোকেদের লক্ষ্য করলেন যে, তারা সোনার টুকরা স্বর্ণ মুদ্রার সাথে এবং রূপার টুকরা রৌপ্য মুদ্রার সাথে ক্রয়-বিক্রয় (বিনিময়) করছে। তিনি বলেন, হে লোক সকল! তোমরা তো (এরূপ বিনিময়ে) সুদ খাচ্ছো। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা সোনার বিনিময়ে সোনা বিক্রয় করো না, তবে পরিমাণে সমান সমান হলে, বাড়তি না হলে এবং লেনদেন বাকীতে না হলে করতে পারো। তখন মুআবিয়াহ (রাঃ) তাকে বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আমি তো এরূপ লেনদেনে সুদের কিছু দেখছি না, যদি না লেনদেন বাকীতে হয়। উবাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি তোমার নিকট

১৭. বুখারী ৪৮৪২, ৫৪৭৯, ৬২২০; মুসলিম ১৯৫৪/১-৩, নাসায়ী ৪৮১৫, আবূ দাউদ ৫২৭০, আহমাদ ১৬৩৫২, ২০০১৭, ২০০২৮, ২০০৩৮, ২০০৫০; দারিমী ৪৩৯, ৪৪০। গয়াতুল মারাম ৫১। তাহকীক ঃ স্নহীহ।

Contents

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস্র বর্ণনা করছি। আর তুমি আমার নিকট তোমার অভিমত ব্যক্ত করছো। আল্লাহ যদি আমাকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দেন তাহলে আমি এমন এলাকায় বসবাস করবো না, যেখানে আমার উপর তোমার কর্তৃত্ব চলে। অতএব তিনি (যুদ্ধ থেকে) প্রত্যাবর্তন করে মাদীনাহ্য় পৌঁছলে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাকে বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি কেন ফিরে এসেছেন? তখন তিনি তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন এবং সেখানে তার বসবাস না করার কথাও ব্যক্ত করেন। উমার (রাঃ) বলেন, হে আবুল ওয়ালীদ! আপনি আপনার এলাকায় ফিরে যান। কেননা যে এলাকায় আপনি ও আপনার মত মানুষ থাকবে না সেখানে আল্লাহ গযব নাযিল করবেন। তিনি মুআবিয়াহ (রাঃ)-কে লিখে পাঠান, উবাদাহ (রাঃ)-এর উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব চলবে না এবং তিনি যা বলেন জনসাধারণকে তদনুযায়ী পরিচালনা করো। কারণ এটাই আদেশ।[১৮]

١٩/٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ أَنْبَأَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَظُنُّوا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ.

৮/১৯। ◄ আবূ বাক্‌র ইবনুল খাল্লাদ আল-বাহিলী ✘ ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ ✘ (মুহাম্মাদ) বিন আজলান ✘ আওন বিন আবদুল্লাহ ✘ .... ✘ আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) ► তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস্র বর্ণনা করলে তোমরা তার যুহ্দ (সাধনা), ধার্মিকতা ও তাকওয়ার কথা স্মরণে রেখে তা মেনে নাও (এবং নিজের মত খাটানো ত্যাগ করো)।[১৯]

٢٠/٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْنَاهُ وَأَهْدَاهُ وَأَتْقَاهُ.

৯/২০। ◄ মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ✘ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ✘ শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) ✘ আমর বিন মুররাহ ✘ আবূল বাখতারী (সাঈদ বিন ফায়রূয) ✘ আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী ✘ আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) ► তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস্র বর্ণনা করলে তোমরা মনে রাখবে যে, তিনি ছিলেন সর্বাধিক ধার্মিক, হিদায়াতপ্রাপ্ত ও আল্লাহ্ভীরু।[২০]

٢١/١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا أَعْرِفَنَّ مَا يُحَدَّثُ أَحَدُكُمْ عَنِّي الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ اقْرَأْ قُرْآنًا مَا قِيلَ مِنْ قَوْلٍ حَسَنٍ فَأَنَا قُلْتُهُ».

১০/২১। ◄ আলী ইবনুল মুনযির ✘ মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মাতাবম্বী) ✘ (আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ) আল-মাকবুরী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) ✘ তার দাদা (আবূ সাঈদ কায়সান) ✘ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ► নাবী (ﷺ) বলেন, আমি এমন লোকের পরিচয়

---

১৮. মুসলিম ১৫৮৭/১-২, তিরমিযী ১২৪০, নাসায়ী ৪৫৬০-৬৪, ৪৫৬৬; আবূ দাউদ ৩৩৪৯, আহমাদ ২২১৭৫, ২২২১৭, ২২২২০; দারিমী ২৫৭৯। তাহকীক ঃ সহীহ।

১৯. আহমাদ ৩৬৩৭, ৩৯৩০, দারিমী ৫৯১। তাহকীক ঃ দঈফ মুনকাতি'।

২০. আহমাদ ৯৮৮, ১০৪২, ১০৮৩, ১০৯৫; দারিমী ৫৯২। তাহকীক ঃ সহীহ।

তুলে ধরছি যার নিকট তোমাদের কেউ আমার হাদীস্র বর্ণনা করবে, আর সে তার আসনে হেলান দেয়া অবস্থায় বলবে, কুরআন পাঠ করো। কোন উত্তম কথা বলা হলে (মনে করবে যে) আমিই তা বলেছি।[২১]

١١/٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح و حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْكَرَابِيسِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ مِثْلَ حَدِيثِ عَلِيٍّ ﷺ.

১১/২২। মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ বিন আদাম (মাকবূল) আমার পিতা (আব্বাদ বিন আদাম) (মাজহুল বা অপরিচিত) শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ মুহাম্মাদ বিন আমর আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হান্নাদ ইবনুস-সারিয়্যী আবদাহ বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন আমর আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে (ইবনু আব্বাসকে) বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তোমার নিকট রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস্র বর্ণনা করলে তুমি তার বিপরীতে কোন দৃষ্টান্ত পেশ করো না।[২২]

٣. بَاب التَّوَقِّي فِي الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ

৩. অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস্র বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করা।

١/٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ الْبَطِينُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا أَتَيْتُهُ فِيهِ قَالَ فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ بِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ فَنَكَسَ قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلَّلَةً أَزْرَارُ قَمِيصِهِ قَدْ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ قَالَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ.

১/২৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) মুআয বিন মুআয (আবদুল্লাহ) বিন আওন মুসলিম (বিন ইমরান) আল-বাতীন ইবরাহীম (বিন ইয়াযীদ) আত-তায়মী তার পিতা (ইয়াযীদ বিন শারীক) আমর বিন মায়মূন তিনি বলেন, প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হতে আমার ভুল হতো না। কিন্তু আমি কখনও তাঁকে "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন" এভাবে কিছু বলতে শুনিনি। এক রাতে তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন"। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি মাথা নিচু করলেন। রাবী বলেন, আমি তার দিকে তাকিয়ে

---

২১. আহমাদ ৫৮৮৩, ৯৮৯৯। জামি' সগীর ৬১৭৫, দঈফা ১০৮৪ দঈফ জিল্দান। তাহকীক ঃ মুনকার। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেয়। ২. আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ) আল-মাকবুরী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তার মাজলিসে বসে জানতে পেরেছি যে, তার মাঝে মিথ্যাবাদীতা রায়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখানযোগ্য। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ যুরআহ তাকে দুর্বল সব্যস্ত করেছেন। আমর ইবনুল ফাল্লাস তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রে আব্বাদ বিন আদাম সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

দেখলাম, তিনি এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন যে, তার জামার বোতাম খোলা, তার চক্ষুদ্বয় অশ্রু বিগলিত এবং এর শিরাগুলো ফুলে গেছে। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি (ﷺ) এই বলেছেন অথবা এর অধিক বা কম বলেছেন অথবা এর কাছাকাছি বা এর অনুরূপ বলেছেন (অর্থাৎ তিনি যা বলেছেন তা আমার হুবহু মনে নেই)।[২৩]

٢٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِذَا حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا فَفَرَغَ مِنْهُ قَالَ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

২/২৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ **শায়বাহ (আবদুল্লাহ** বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) মুআয বিন মুআয (আবদুল্লাহ) বিন **আওন মুহাম্মাদ বিন সীরীন** তিনি বলেন, আনাস বিন মালিক (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর **হাদীস বর্ণনাকালে ভীত-শংকিত হতেন** এবং বলতেন, অথবা রসূলুল্লাহ (ﷺ) অনুরূপ বলেছেন।[২৪]

٢٥/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ كَبِرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَدِيدٌ.

৩/২৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ গুনদার (মুহাম্মাদ বিন জা'ফার) শু'বাহ আমর বিন মুররাহ আবদুর রহমান বিন আবূ লাইলা যায়দ বিন আরকাম (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবদুর রহমান বিন মাহদী শু'বাহ আমর বিন মুররাহ আবদুর রহমান বিন আবূ লাইলা তিনি বলেন, আমরা যায়দ বিন আরকাম (রাঃ) কে বললাম, আমাদের নিকট রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং (অনেক কিছুই) ভুলে গেছি। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস বর্ণনা করা খুবই কঠিন দায়িত্ব।[২৫]

٢٦/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا.

৪/২৬। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবূ নাদর (হাশিম বিন কাশিম) শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) আবদুল্লাহ বিন আবূ সাফার (আমির বিন শুরাহীল) আশ-শা'বী ইবনু উমার (রাঃ) (আবদুল্লাহ বিন আবূ সাফার) বলেন, আমি (আমির বিন শুরাহীল) আশ-শা'বীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি ইবনু উমার (রাঃ) এর সাথে একটি বছর যাবত উঠাবসা করেছি, কিন্তু আমি তাকে কখনও রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বরাতে কিছুই বর্ণনা করতে শুনিনি।[২৬]

٢٧/٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا إِذَا رَكِبْتُمْ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ فَهَيْهَاتَ.

---

২৩. আহমাদ ৪৩০৯, ২৭০। তাহকীক ঃ সহীহ।

২৪. দারিমী ২৭৬। তাহকীক ঃ সহীহ।

২৫. আহমাদ ১৮৮১৭। তাহকীক ঃ সহীহ।

২৬. দারিমী ২৭২। তাহকীক ঃ সহীহ।

৫/২৭। আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী (আবূল ফাদ্বল) আবদুর রায্যাক মা'মার (বিন রাশিদ) (আবদুল্লাহ) বিন তাঊস তার পিতা (তাঊস বিন কায়সান) ইবনু আব্বাস (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, আমরা হাদীস্ব মুখস্থ করতাম। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছেই হাদীস্ব মুখস্থ করা হতো। কিন্তু এখন তোমরা প্রতিটি কষ্টকর ও আরামদায়ক স্থানে (পর্যালোচনা ব্যতীত) উঠতে শুরু করেছ। তোমাদের জন্য আফসোস হয়![২৭]

٢٨/٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الْكُوفَةِ وَشَيَّعَنَا فَمَشَى مَعَنَا إِلَى مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ صِرَارٌ فَقَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ مَشَيْتُ مَعَكُمْ قَالَ قُلْنَا لِحَقِّ صُحْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلِحَقِّ الْأَنْصَارِ قَالَ لَكِنِّي مَشَيْتُ مَعَكُمْ لِحَدِيثٍ أَرَدْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِهِ وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْفَظُوهُ لِمَمْشَايَ مَعَكُمْ إِنَّكُمْ تَقْدَمُونَ عَلَى قَوْمٍ لِلْقُرْآنِ فِي صُدُورِهِمْ هَزِيزٌ كَهَزِيزِ الْمِرْجَلِ فَإِذَا رَأَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ وَقَالُوا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ فَأَقِلُّوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا شَرِيكُكُمْ.

৬/২৮। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ মুজালিদ (বিন সাঈদ) (আমির বিন শুরাহীল) আশ-শা'বী কারাযাহ বিন কা'ব তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আমাদেরকে কূফার উদ্দেশে পাঠালেন। তিনি আমাদের বিদায় দিতে আমাদের সাথে সিরার নামক স্থান পর্যন্ত হেঁটে আসেন। তিনি বলেন, তোমরা কি জানো আমি কেন তোমাদের সাথে চলে এসেছি? রাবী বলেন, আমরা বললাম, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহচর্যের কর্তব্য এবং আনসারদের প্রতি কর্তব্যের কারণে। উমার (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি বিশেষ কথা বলার উদ্দেশে তোমাদের সঙ্গে চলে এসেছি। আমি আশা করি তোমাদের সাথে আমার চলে আসার প্রতি খেয়াল রেখে তোমরা তা মনে রাখবে। তোমারা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো, যাদের বক্ষস্থলে ফুটন্ত হাঁড়ির মত কুরআনের আওয়াজ হবে। তারা তোমাদেরকে দেখে তোমাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের গর্দান এগিয়ে দিবে এবং বলবে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বহাবীগণ এসেছেন। তোমরা তাদের নিকট রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কম সংখ্যক হাদীস্ব বর্ণনা করবে। তাহলে আমি তোমাদের সাথে আছি।[২৮]

٢٩/٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِحَدِيثٍ وَاحِدٍ.

৭/২৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবদুর রহমান (বিন মাহদী) হাম্মাদ বিন যায়দ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ সায়িব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) সা'দ বিন (আবূ ওয়াক্কাস্ব) মালিক (রাঃ) (সায়িব) বলেন, আমি মাদীনাহ থেকে মাক্কা পর্যন্ত সা'দ বিন (আবূ ওয়াক্কাস্ব) মালিক (রাঃ)- এর সাহচর্যে ছিলাম। কিন্তু আমি তাকে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি হাদীস্বও বর্ণনা করতে শুনিনি।[২৯]

---

২৭. মুস্বান্নিফ হাদীস্বটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক ঃ স্বহীহ।

২৮. দারিমী ২৭৯। তাহকীক ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বে মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

২৯. বুখারী ২৮২৪, দারিমী ২৭৮। তাহকীক ঃ স্বহীহ।

٤. بَاب التَّغْلِيظِ فِي تَعَمُّدِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

৪. অধ্যায় : স্বেচ্ছায় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপের ভয়ানক পরিণতি।

٣٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

১/৩০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ও আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ ও ইসমাঈল বিন মূসা শারীক (বিন আবদুল্লাহ) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু অধিক ভুল করেন) সিমাক (বিন হারব) আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামকে তার আবাস বানালো।[৩০]

٣١/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّ الْكَذِبَ عَلَيَّ يُولِجُ النَّارَ».

২/৩১। আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ ও ইসমাঈল বিন মূসা শারীক (বিন আবদুল্লাহ) মানসূর (বিন মু'তামির) রিবঈ বিন হিরাশ আলী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করো না। কেননা আমার প্রতি মিথ্যারোপ জাহান্নামে প্রবেশ করাবে।[৩১]

٣٢/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ حَسِبْتُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

৩/৩২। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিসরী লায়স বিন সা'দ ইবনু শিহাব আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার আবাস জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।[৩২]

٣٣/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

৪/৩৩। আবূ খায়সামাহ যুহায়র বিন হারব হুশায়ম (বিন বুশায়র) আবূ যুবায়র (মুহাম্মাদ বিন মুসলিম) জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করলো, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।[৩৩]

---

৩০. তিরমিযী ২২৫৭, ২৬৫৯। মুতাওয়াতির হাদীস, রওযুন নাসীর ৭০৭, ৮৮৫, সহীহাহ ১৩৮৩। তাহকীক ঃ সহীহ।

৩১. বুখারী ১০৬, মুসলিম ১, তিরমিযী ২৬৬০, আহমাদ ৫৮৫, ৬৩০ ১০০৩, ১০৭৮, ১২৯৪। তাহকীক ঃ সহীহ।

৩২. বুখারী ১০৮, মুসলিম ২, তিরমিযী ২৬৬১, আহমাদ ১১৫৩১, ১১৭০০, ১১৭৪৪, ১২২৯১, ১২৩৫৩, ১২৩৮৯, ১২৬৮৭, ১২৭৭৭, ১২৯১৯, ১৩৫৪৯, ১৩৫৫৮, ১৩৫৬৮; দারিমী ২৩৫-৩৬, ২৩৮। রওযুন নাসীর ৭০৭, বুখারী মুসলিম। তাহকীক ঃ সহীহ।

٣٤/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

৫/৩৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ (আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে মনগড়া কথা রচনা করলো, যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।[৩৪]

٣٥/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

৬/৩৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ শায়বাহ) ইয়াহইয়া বিন ইয়া'লা আত-তায়মী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) মা'বাদ বিন কা'ব আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এই মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি ঃ **তোমরা আমার থেকে অধিক হাদীস্ব বর্ণনার ব্যাপারে সাবধান হও। কেউ আমার সম্পর্কে বলতে চাইলে সে যেন হক কথা বা সত্য কথাই বলে। যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলে যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো।**[৩৫]

٣٦/٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مَا لِيَ لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَفُلَانًا وَفُلَانًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً يَقُولُ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

৭/৩৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার (উপাধি) গুনদার শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) জামি' বিন শাদ্দাদ আবূ স্বখরাহ আমির বিন আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র (রাঃ) তিনি বলেন, আমি (আমার পিতা) যুবায়র ইবনুল আওওয়াম (রাঃ)-কে বললাম, আমি যেমন বিন মাসউদ (রাঃ) ও অমুক অমুক সহাবীকে হাদীস্ব বর্ণনা করতে শুনি তদ্রূপ আপনাকে কেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস্ব

---

৩৩. আহমাদ ১৩৮৪৩, দারিমী ২৩১। তাহকীক ঃ স্বহীহ।

৩৪. বুখারী ১১০, মুসলিম ৩, আহমাদ ৮০৬৭, ৮৫৫৮, ৯০৬১, ৯০৮৬, ৯৭১৩, ১০১৩৫, ১০৩৫০। মিশকাত ৫৯৪০। তাহকীক ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি স্বালিহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কখনো হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্ব বর্ণনায় সমস্যা নেই। ইমাম নাসায়ী তাকে স্বিকাহ বলেছেন।

৩৫. আহমাদ ২২০৩২, দারিমী ২৩৭। স্বহীহাহ ১৭৫৩। তাহকীক ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্ব। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ।

বর্ণনা করতে শুনি না? তিনি বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কখনও আমি তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হইনি। কিন্তু আমি তাঁকে একটি কথা বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করলো।[৩৬]

٣٧/٨ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

৮/৩৭। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির মুতারিরফ আতিয়্যাহ (বিন সাঈদ) তিনি সত্যবাদি কিন্তু তিনি অধিক ভুল করেন আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করলো, সে যেন জাহান্নামে তার আবাস নির্ধারণ করলো।[৩৭]

٥. بَاب مَنْ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি সজ্ঞানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে মিথ্যা বর্ণনা করে।

٣٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ».

১/৩৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) আলী বিন হাশিম (মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান) ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল) হাকাম আবদুর রহমান বিন আবূ লাইলা আলী (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমার নামে হাদীস্র বর্ণনা করলো, অথচ সে মনে করে যে, সে মিথ্যা বলেছে, সেও মিথ্যাবাদীদের একজন।[৩৮]

٣٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ».

২/৩৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) ওয়াকী‘ (ইবনুল জাররাহ) শু‘বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) হাকাম (বিন উতায়বাহ) আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার মুহাম্মাদ বিন জা‘ফার শু‘বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) হাকাম (বিন উতায়বাহ) আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার নামে মিথ্যা বর্ণনা করলো, সেও মিথ্যাবাদীদের একজন।[৩৯]

---

৩৬. বুখারী ১০৭, আবূ দাঊদ ৩৬৫১, আহমাদ ১৪১৬, ১৪৩১; দারিমী ২৩৩। তাহকীক ঃ সহীহ।

৩৭. মুসলিম ৩০০৪, আহমাদ ১০৯৫১, ১১০১১, ১১০৩২, ১১১৪২। তাহকীক ঃ সহীহ।

৩৮. তিরমিযী ২৬৬২, আহমাদ ৯০৫। তাহকীক ঃ সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া‘কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ। শু‘বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই।

৩৯. তিরমিযী ২৬৬২, আহমাদ ১৯৬৫০, ১৯৭০৯, ১৯৭১২। তাহকীক ঃ সহীহ।

٤٠/٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ».

٣/٤٠ (١)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ.

৩/৪০। উসমান বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদয়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মাতাবলম্বী) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) হাকাম (বিন উতায়বাহ) আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা আলী (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমার নামে কোন মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করলো, সে অন্যতম মিথ্যাবাদী।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো]:

৩/৪০। (১) মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ হাসান বিন মূসা আল-আশয়াব শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) হাকাম বিন উতায়বাহ আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ)[৪০]

٤١/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ».

৪/৪১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) সুফইয়ান (বিন সাঈদ) হাবীব বিন আবূ সাবিত মায়মূন বিন আবূ শাবীব মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ ধারণা মতে আমার বরাতে কোন (মিথ্যা) হাদীস বর্ণনা করলো সে অন্যতম মিথ্যাবাদী।[৪১]

٦. بَاب اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

৬. অধ্যায় : হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ি রাশিদীনের সুন্নাতের অনুসরণ।

٤٢/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي الْمُطَاعِ قَالَ سَمِعْتُ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ فَقَالَ «عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ».

---

৪০. তিরমিযী ২৬৬২, আহমাদ ৯০৫। তাহকীক ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদয়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান তার সিকাহ হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

৪১. তিরমিযী ২৬৬২, আহমাদ ১৭৭৩৭, ১৭৭৩। তাহকীক ঃ সহীহ।

১/৪২। আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন বাশীর বিন যাকওয়ান আদ-দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনুল আলা' ইয়াহইয়া বিন আবূল মুতা' ইরবাদ বিন সারিয়াহ (রাঃ) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের নাসীহাত করেন, যাতে অন্তরসমূহ ভীত হলো এবং চোখগুলো অশ্রু বর্ষণ করলো। তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি তো বিদায় গ্রহণকারীর উপদেশ দিলেন। অতএব আমাদের নিকট থেকে একটি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন (একটি সুনির্দিষ্ট আদেশ দিন)। তিনি বলেন, তোমরা আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন করো, শ্রবণ করো ও আনুগত্য করো (নেতৃ-আদেশ), যদিও সে কাফ্রী গোলাম হয়। আমার পরে অচিরেই তোমরা মারাত্মক মতভেদ লক্ষ্য করবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অবশ্যই অবলম্বন করবে, তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই তোমরা বিদআত কাজ পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা।[৪২]

٤٣/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا قَالَ «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ».

২/৪৩। ইসমাঈল বিন বিশর বিন মানসূর ও ইসহাক বিন ইবরাহীম আস-সাওওয়াক আবদুর রহমান বিন মাহদী মুআবিয়াহ বিন সালিহ দমরাহ বিন হাবীব আবদুর রহমান বিন আমর আস-সুলামী ইরবাদ বিন সারিয়াহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এমন হৃদয়গ্রাহী নাসীহাত করেন যে, তাতে (আমাদের) চোখগুলো অশ্রু ঝরালো এবং অন্তরসমূহ প্রকম্পিত হলো। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! এতো যেন নিশ্চয়ই বিদায়ী ভাষণ। অতএব আপনি আমাদের থেকে কি প্রতিশ্রুতি নিবেন (আদেশ দিবেন)? তিনি বলেন, আমি তোমাদের আলোকিত দীনের উপর রেখে যাচ্ছি, তার রাত তার দিনের মতই (উজ্জ্বল)। আমার পরে নিজেকে ধ্বংসকারীই কেবল এ দীন ছেড়ে বিপথগামী হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব তোমাদের উপর তোমাদের নিকট পরিচিত আমার আদর্শ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের আদর্শ অনুসরণ করা অবশ্য কর্তব্য। তোমরা তা শক্তভাবে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে। তোমরা অবশ্যই আনুগত্য করবে, যদি হাবশী গোলামও (তোমাদের নেতা নিযুক্ত) হয়। কেননা মু'মিন ব্যক্তি হচ্ছে নাসারন্ধ্রে লাগাম পরানো উটতুল্য। লাগাম ধরে যে দিকেই তাকে টানা হয়, সে দিকেই যেতে বাধ্য হয়।[৪৩]

٤٤/٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৪২. তিরমিযী ২৬৭৬, আবূ দাউদ ৪৬০৭, আহমাদ ১৬৬৯২, দারিমী ৯৫। ইরওয়া' ২৪৫৫, মিশকাত ১৬৫, ফিলাল ২৪-২৬, সলাতুত তারাবীহ ৮৮-৮৯। তাহকীক ঃ সহীহ।

৪৩. সহীহাহ ৯৩৭। তাহকীক ঃ সহীহ।

Contents

৩/৪৪। হ ইয়াহইয়া বিন হাকীম আবদুল মালিক ইবনুস-সাব্বাহ আল-মিসমাঈ স্নাওর বিন ইয়াযীদ খালিদ বিন মা'দান আবদুর রহমান বিন আমর ইরবাদ বিন সারিয়াহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের ফাজ্রের স্বলাত আদায় করালেন, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে আমাদের উদ্দেশে মর্মস্পর্শী ওয়ায করেন .... অবশিষ্ট বিবরণ পূর্ববৎ (৪৩ নং হাদীস্নের অনুরূপ)।[৪৪]

٧. بَاب اجْتِنَابِ الْبِدَعِ وَالْجَدَلِ

৭. অধ্যায় : বিদআত ও ঝগড়াঝাটি হতে বেঁচে থাকা।

٤٥/١ – حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ «فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ».

১/৪৫। হ সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ও আহমাদ বিন স্নাবিত আল-জাহদারী আবদুল ওয়াহ্হাব আস্ন-স্নাকাফী জা'ফার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব) জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ভাষণ দিতেন তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেতো, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো, তাঁর ক্রোধ বৃদ্ধি পেতো, যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন ঃ তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আক্রান্ত হতে পারো (অথবা তোমাদের সকাল-সন্ধ্যা কল্যাণময় হোক)। তিনি আরো বলতেন ঃ আমার প্রেরণ ও কিয়ামাত এ দু'টি আঙ্গুলের অবস্থানের মত পরস্পর নিকটবর্তী। তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে দেখান। অতঃপর তিনি বলেন, সবচেয়ে উত্তম নির্দেশ হলো আল্লাহ্র কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রদর্শিত পথ। দীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজ। প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা। তিনি আরো বলেন, কোন ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে (মারা) গেলে তা তার পরিবারবর্গের এবং কোন ব্যক্তি দেনা অথবা অসহায় সন্তান রেখে (মারা) গেলে তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার এবং তার সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বভারও আমার যিম্মায়।[৪৫]

٤٦/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ الْكَلَامُ وَالْهَدْيُ فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ أَلَا لَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ أَلَا إِنَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ وَإِنَّمَا الْبَعِيدُ مَا لَيْسَ بِآتٍ أَلَا إِنَّمَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ أَلَا إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ

---

৪৪. তিরমিযী ২৬৭৬, আবূ দাউদ ৪৬০৭, আহমাদ ১৬৬৯২, দারিমী ৯৫। যিলাল ৩২। তাহকীক ঃ স্বহীহ।

৪৫. মুসলিম ৮৬৭, নাসায়ী ১৫৭৮, ১৯৬২; আবূ দাউদ ২৯৫৪, আহমাদ ১৩৭৪৪, ১৩৯২৪, ১৪০২২, ১৪২১৯, ১৪৫৬৬; দারিমী ২০৬। ইরওয়া' ৬০৮। তাহকীক ঃ স্বহীহ।

كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ بِالْجِدِّ وَلَا بِالْهَزْلِ وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صَدَقَ وَبَرَّ وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ أَلَا وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا».

২/৪৬। মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন মায়মূন আল-মাদানী আবূ উবায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) আমার পিতা (উবায়দ বিন মায়মূন) (মাসতূর বা অপরিচিত) মুহাম্মাদ বিন জা'ফার বিন আবূ কাস্বীর মূসা বিন উকবাহ আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ) আবূল আহওয়াস্ব (আওফ বিন মালিক) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, বস্তুত বিষয় দু'টি ঃ কালাম ও হিদায়াত। অতএব সর্বোত্তম কালাম (কথা) হলো আল্লাহ্‌র কালাম এবং সর্বোত্তম হিদায়াত (পথ নির্দেশ) হলো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হিদায়াত। শোন! তোমরা নতুনভাবে উদ্ভাবিত নিকৃষ্ট বিষয় সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। কেননা নিকৃষ্ট কাজ হলো দীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবিত বিষয়। প্রতিটি নতুন নিকৃষ্ট উদ্ভাবন হচ্ছে বিদআত এবং প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা। সাবধান! (শয়তান) যেন তোমাদের অন্তরে দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে না পারে, অন্যথায় তা তোমাদের অন্তরাত্মাকে শক্ত করে দিবে। সাবধান! নিশ্চয় যা কিছু আসার তা নিকটবর্তী এবং যা দূরবর্তী তা আসার নয়। জেনে রাখো! অবশ্যই সেই ব্যক্তি দুর্ভাগা যে তার মায়ের পেট থেকেই দুর্ভাগা। খোশনসীব সেই ব্যক্তি যে অপরকে দেখে নাসীহাত গ্রহণ করে। সাবধান! ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করা (বা তার সাথে সশস্ত্র সংঘাত করা) কুফরী এবং তাকে গালমন্দ করা পাপ। কোন মুসলিমের পক্ষে তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের অধিক (কথা না বলে) ত্যাগ করা হালাল নয়। সাবধান! তোমরা মিথ্যাচারিতা থেকে দূরে থাকো। কেননা মিথ্যাচারিতা দ্বারা না সফলতা অর্জন করা যায়, না অর্থহীন অপলাপ থেকে বাঁচা যায়। নিজ সন্তানের সাথে ওয়াদা করে তা পূরণ না করা কোন লোকের জন্যই শোভনীয় নয়। কেননা মিথ্যা (মানুষকে) পাপাচারের দিকে চালিত করে এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে চালিত করে। পক্ষান্তরে সততা (মানুষকে) পুণ্যের পথে চালিত করে এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে চালিত করে। সত্যবাদী সম্পর্কে বলা হয়, সে সত্য বলেছে ও পুণ্যের কাজ করেছে। আর মিথ্যবাদী সম্পর্কে বলা হয়, সে মিথ্যা বলেছে ও পাপাচার করেছে। জেনে রাখো! কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহ্‌র নিকট ডাহা মিথ্যাবাদী হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়।[৪৬]

٤٧/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ إِلَى قَوْلِهِ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ «إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ فَهُمُ الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ».

---

৪৬. বুখারী ৬০৯৪, মুসলিম ২৬০৬, ২৬০৭/১-৩; তিরমিযী ১৯৭১, আবূ দাউদ ৪৯৮৯, আহমাদ ৩৬৩১, ৩৭১৯, ৩৮৩৫, ৪০১২, ৪০৮৪, ৮০৯৪, ২৭৮৪০, ৪১৭৬; দারিমী ২৭১৫। জামি সগীর ২০৬৩ দঈফ ফিলুল জান্নাহ ২৫। তাহকীক ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন মায়মূন আল-মাদানী আবূ উবায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তার স্বিকাহ হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করলেও অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ২. উবায়দ বিন মায়মূন সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযি বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

Contents

৩/৪৭। ◊(মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন খিদাশ)X(ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ্)X(আয়্যুব)X(আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলাইকাহ্)X(আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা))◊ ◊(আহমাদ বিন স্নাবিত আল-জাহ্‌দারী ও ইয়াহ্ইয়া বিন হাকীম)X(আবদুল ওয়াহ্হাব)X(আয়্যুব)X(আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলাইকাহ্)X(আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা))◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন (অনুবাদ) ঃ "তিনি তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলো কিতাবের মূল অংশ, আর অন্যগুলো রূপক। যাদের অন্তরে সত্য লঙ্ঘন প্রবণতা আছে শুধু তারাই বিশৃঙ্খলা ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তার ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে, আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম, সমস্তই আমাদের রবের নিকট থেকে আগত। বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না"– (সূরাহ আলে-ইমরান ২ ঃ ৭)। অতঃপর তিনি বলেন, হে আয়িশাহ! যখন তুমি তাদেরকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাদানুবাদ করতে দেখবে, তখন মনে করবে যে, এরা সেই লোক যাদের আল্লাহ অপদস্থ করেন। তোমরা তাদের পরিহার করো।[৪৭]

٤٨/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ح و حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ الْآيَةَ».

৪/৪৮। ◊(আলী ইবনুল মুনযির)X(মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদয়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী))X(হাজ্জাজ বিন দীনার)X(আবূ গালিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন))X(আবূ উমামাহ (স্নাদী বিন আজলান) (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ ◊(হাওস্নারাহ বিন মুহাম্মাদ)X(মুহাম্মাদ বিন বিশর)X(হাজ্জাজ বিন দীনার)X(আবূ গালিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন))X(আবূ উমামাহ (স্নাদী বিন আজলান) (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত লোক তখনই পথভ্রষ্ট হবে, যখন তারা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "বরং এরা তো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়।" (সূরাহ যুখরুফ ৪৩ ঃ ৫৮)[৪৮]

٤٩/٥ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو هَاشِمِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَقْبَلُ اللهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا صَلَاةً وَلَا صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعَرَةُ مِنْ الْعَجِينِ».

৫/৪৯। ◊(দাউদ বিন সুলায়মান আল-আস্নকারী)X(মুহাম্মাদ বিন আলী আবূ হাশিম বিন আবূ খিদাশ আল-মাওস্নিলী)X(মুহাম্মাদ বিন মিহস্নান (তিনি মিথ্যুক))X(ইবরাহীম বিন আবূ আবলাহ)X(আবদুল্লাহ বিন (ফায়রূয) দায়লামী)X(হুযায়ফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু))◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ বিদআতী ব্যক্তির

৪৭. বুখারী ৪৫৪৭, মুসলিম ২৬৬৫, তিরমিযী ২৯৯৪, আবূ দাউদ ৪৫৯৮, আহমাদ ২৩৬৯০, ২৪৪০৮, ২৪৪৮৩, ২৫৬৬৫; দারিমী ১৪৫। যিলালুল জান্নাহ ৫। তাহকীক ঃ স্নহীহ।

৪৮. তিরমিযী ৩২৫৩। স্নহীহ তাগীব ১৩৭। তাহকীক ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্নের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদয়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি স্নিকাহ। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান তার স্নিকাহ হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

স্বওম, স্বলাত, যাকাত বা দান-খয়রাত, হাজ্জ, উমরাহ, জিহাদ, ফিদ্‌য়া, ন্যায়বিচার ইত্যাদি কিছুই কবূল করবেন না। সে ইসলাম থেকে এমনভাবে খারিজ হয়ে যায় যেভাবে আটা থেকে চুল টেনে বের করা হয়।[৪৯]

٥٠/٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ الْحَنَّاطُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَبَى اللهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ».

৬/৫০। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিশর বিন মানসূর আল-হান্নাত আবূ যায়দ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবুল মুগীরাহ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বিদআতী ব্যক্তির নেক আমাল কবূল করবেন না, যতক্ষণ না সে তার বিদআত পরিহার করে।[৫০]

٥١/٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا».

৭/৫১। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ও হারূন বিন ইসহাক বিন আবূ ফুদাইক (মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন মুসলিম বিন আবূ ফুদাইক) সালামাহ বিন ওরদান (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যাকে বাতিল মনে করে পরিহার করলো তার জন্য জান্নাতের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করলো তার জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। যে ব্যক্তি তার চরিত্র সুন্দর করলো তার জন্য জান্নাতের উচ্চতর স্থানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।[৫১]

٨. بَاب اجْتِنَابِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ

৮. অধ্যায় : কিয়াস ও মনগড়া মতামত হতে বেঁচে থাকা।

٥٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح و حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ

---

৪৯. তিরমিযী ৩২৫৩। জামি সগীর ৬৩৬০ মাওযূ, দঈফ তারগীব তারহীব ৪০, দঈফা পৃঃ ৬৮৪-হাঃ ১৪৯৩। তাহকীক ঃ মাওযূ'। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন মিহসান সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম আর-রাযি তাকে মাজহুল ও মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস বানায়োটভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ হাদীসের বিপরিতে হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন।

৫০. জামি সগীর ২৯ দঈফ, দঈফা ১৪৯২ মুনকার, জিলালি জান্নাত ৩৮ দঈফ। তাহকীক ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ যায়দ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, আমি তাকে চিনি না। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল। ২. আবূল মুগীরাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, আমি তাকে চিনি না। ইমাম যাহাবী বলেন, তাকে কেউ চিনে না।

৫১. তিরমিযী ১৯৯৩। সহীহাহ ২৭৩, দঈফাহ ১০৫৬। তাহকীক ঃ সানাদ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী সালামাহ বিন ওরদান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও আল-আজালী তাকে দুর্বল বলেছেন।

Contents

انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

১/৫২। আবূ কুরায়ব (মুহাম্মাদ বিন আজলান বিন কুরায়ব) আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ও আবদাহ (বিন সুলায়মান) ও আবূ মুআবিয়াহ ও আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও মুহাম্মাদ বিন বিশর হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাঃ) সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির, মালিক বিন আনাস, হাফস্‌ বিন মায়সারাহ ও শুআয়ব বিন ইসহাক হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তর থেকে ইল্‌মকে বিলুপ্ত করার মাধ্যমে তা কেড়ে নিবেন না, বরং তিনি আলিমদেরকে (দুনিয়া থেকে) তুলে নেয়ার মাধ্যমে ইল্‌মকেও তুলে নিবেন। অতএব যখন কোন আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন জনগণ অজ্ঞ ও মূর্খদেরকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং তাদের কাছে (দ্বীনী বিষয়ে) জিজ্ঞেস করা হলে তারা (সেই বিষয়ে) কোন ইল্‌ম না থাকা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত দিবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং জনগণকেও পথভ্রষ্ট করবে।[৫২]

٥٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا غَيْرَ ثَبَتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ».

২/৫৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ সাঈদ বিন আবূ আয়্যূব আবূ হানী হুমায়দ বিন হানী আল-খাওলানী আবূ উসমান মুসলিম বিন ইয়াসার (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দলীল-প্রমাণ ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ব্যতীত কাউকে সিদ্ধান্ত (ফাতাওয়া) দেয়া হলে তার পাপের বোঝা ফাতাওয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে।[৫৩]

٥٤/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ هُوَ الْإِفْرِيقِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ».

৩/৫৪। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' আল-হামদানী রিশদীন বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল) ও জা'ফার বিন আওন (আবদুর রহমান বিন যিয়াদ) ইবনু আনউম আল-ইফরীকী (দঈফ বা দুর্বল) আবদুর রহমান বিন রাফি' (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, অত্যাবশ্যকীয় ইল্‌ম (জ্ঞান) তিন প্রকার, এ ছাড়া অবশিষ্টগুলো অতিরিক্ত ঃ আল-কুরআনের বিধান

৫২. বুখারী ১০০, ৭৩০৭; মুসলিম ২৬৭৩/১-২, তিরমিযী ২৬৫২, আহমাদ ৬৪৭৫, ৬৭৪৮; দারিমী ২৩৯। রওযুন নাযীর ৫৭৯। তাহকীক ঃ সহীহ।

৫৩. আবূ দাউদ ৩৬৫৭, আহমাদ ৮০৬৭, ৮৫৫৮; দারিমী ১৫৯। মিশকাত ২৪২। তাহকীক ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ উসমান মুসলিম বিন ইয়াসার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান ও ইমাম যাহাবী সিকাহ বলেছেন।

সম্পর্কিত (মুহকাম) আয়াতসমূহ অথবা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ (হাদীস্র) অথবা ইনসাফভিত্তিক ফারায়েজের জ্ঞান (ওয়ারিস্রী স্বত্ব ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টনের জ্ঞান)।[৫৪]

٥٥/٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ «لَا تَقْضِيَنَّ وَلَا تَفْصِلَنَّ إِلَّا بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقِفْ حَتَّى تَبَيَّنَهُ أَوْ تَكْتُبَ إِلَيَّ فِيهِ».

৪/৫৫। হাসান বিন হাম্মাদ সাজ্জাদাহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-উমাবী মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন হাস্সান (তিনি মিথ্যুক) উবাদাহ বিন নুসায় আবদুর রহমান বিন গানাম মুআয বিন জাবাল (রাঃ) তিনি বলেন, **রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে ইয়ামানে পাঠানোর সময় বলেন,** যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান আছে কেবল সেই বিষয়ে তুমি সিদ্ধান্ত বা রায় প্রদান করবে। কোন বিষয় তোমার জন্য কঠিন হলে (অজ্ঞাত থাকলে) তুমি অপেক্ষা করবে, যতক্ষণ না তোমার নিকট স্পষ্ট হয় (বা তোমাকে বলে দেয়া হয়) অথবা তুমি লিখিতভাবে সে সম্পর্কে আমাকে জানাবে।[৫৫]

٥٦/٥ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَمْ يَزَلْ أَمْرُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُعْتَدِلًا حَتَّى نَشَأَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا».

৫/৫৬। সুওয়াইদ বিন সাঈদ (আবদুর রহমান) ইবনু আবূ রিজাল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কখনো কখনো হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) আবদুর রহমান বিন আমর আল-আওযাঈ আবদাহ বিন আবূ লুবাবাহ আবদুল্লাহ্ বিন আম্র ইবনুল আস্ (রাঃ) আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ বানী ইসরাঈলের যাবতীয় কাজকর্ম যথার্থভাবেই হচ্ছিল, যতক্ষণ তাদের মধ্যে যথার্থ সন্তান জন্মেছে। অতঃপর তাদের মধ্যে বিজাতীয় বা লুণ্ঠনকৃত নারীর সন্তান যুক্ত হলে তারা নিজেদের মত অনুযায়ী রায় প্রদান করে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করে।[৫৬]

---

৫৪. আবূ দাঊদ ২৮৮৫। মিশকাত ২৩৯। তাহকীক ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. রিশদীন বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তার থেকে কোন হাদীস্র লিপিবদ্ধ করেন নি। আমর ইবনুল ফাল্লাস ও আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী মুনকারুল হাদীস্র ও তার মাঝে অমনযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। ২. (আবদুর রহমান বিন যিয়াদ) ইবনু আনউম আল-ইফরীকী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ বর্জনীয়। ইবনু মাহদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা উচিত নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার থেকে হাদীস্র লিপিবদ্ধ করিনি। ৩. আবদুর রহমান বিন রাফি' সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী এবং ইমাম যাহাবী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। আস-সাজী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে।

৫৫. দঈফাহ ২/২৭৫-২৭৬। তাহকীক ঃ মওদূ'। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন হাস্সান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেনে, তার হাদীস্র বানায়োট। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেছেন মুনকারুল হাদীস্র। আমর ইবনুল ফাল্লাস বলেন, তিনি একধিক হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইমাম নাসায়ী তাকে মিথ্যুক বলেছেন ও তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস্র বর্ণনা করেন।

৫৬. জামি সগীর ৪৭৬০ দঈফ, দঈফা ৪৩৩৬ দঈফ। তাহকীক ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী (আবদুর রহমান) ইবনু আবূ রিজাল সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সলিহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন। দারাকুতনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই।

٩. بَاب فِي الْإِيمَانِ

৯. অধ্যায় : ঈমানের বিবরণ

١/٥٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ».

١/٥٧ (١) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১/৫৭। আলী বিন মুহাম্মাদ আত-তনাফিসী ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) সুফইয়ান (বিন সাঈদ) সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিলো) আবদুল্লাহ বিন দীনার আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ঈমানের ষাট বা সত্তরের অধিক স্তর আছে। তার সাধারণ বা নিম্নতর স্তর হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। সর্বোচ্চ স্তর হলো কালিমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই) বলা এবং লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

১/৫৭ (১)। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) (মুহাম্মাদ) ইবনু আজলান আবদুল্লাহ বিন দীনার আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) আম্‌র বিন রাফি' জারীর সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিলো) আবদুল্লাহ বিন দীনার আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)[৫৭]

٢/٥٨ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ «إِنَّ الْحَيَاءَ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ».

২/৫৮। সাহল বিন আবূ সাহল ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ সুফইয়ান (বিন উয়ায়নাহ) যুহরী (ইবনু শিহাব) সালিম তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে লজ্জাশীলতা সম্পর্কে তার ভাইকে নাস্বীহাত (তিরস্কার) করতে শুনলেন। তখন তিনি বলেন, নিশ্চয় লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।[৫৮]

---

৫৭. বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫/১-২, তিরমিযী ২৬১৪, নাসায়ী ৫০০৪-৬, আবূ দাউদ ৪৬৭৬, আহমাদ ৭০৯৭, ৯৪১৭। স্বহীহাহ ১৭৬৯, বিন আবী শাইরাহ ২১/৬৭। তাহকীক ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্বিকাহ। সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র স্বহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। ২. আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন।

৫৮. বুখারী ২৪, ৬১১৮; মুসলিম ৩৬, তিরমিযী ২৬১৫, নাসায়ী ৫০৩৩, আবূ দাউদ ৪৭৯৫, আহমাদ ৫১৬১, ৬৩০৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৬৭৯। রওযুন নাযীর ৫১৩, ৭৪৩। তাহকীক ঃ স্বহীহ।

Contents

٥٩/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ».

১/৫৯। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহীর আ'মাশ ইবরাহীম (বিন ইয়াযীদ) আলকামাহ (বিন কায়স) আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) ... আলী বিন মায়মূন আর-রাকিয়্যু সাঈদ বিন মাসলামাহ (দঈফ বা দুর্বল) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) ইবরাহীম (বিন ইয়াযীদ) আলকামাহ (বিন কায়স) আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) ... তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, যার অন্তরে সরিষার দানা (সামান্যতম) পরিমাণও অহংকার আছে, সে (প্রথম পর্যায়েই) জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং যার অন্তরে সরিষার দানা (সামান্যতম) পরিমাণ ঈমান আছে সে জাহান্নামে (স্থায়ীভাবে) প্রবেশ করবে না।[৫৯]

٦٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَلَّصَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ النَّارِ وَأَمِنُوا فَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمْ النَّارَ فَيَقُولُ «اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرَجْنَا مَنْ قَدْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنْ الْإِيمَانِ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ».

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ هَذَا فَلْيَقْرَأْ ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.

২/৬০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক (বিন হিশাম বিন নাফি') মা'মার (বিন রাশিদ) যায়দ বিন আসলাম আতা' বিন ইয়াসার আবূ সাঈদ আল-খুদরী ... তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা (কিয়ামাতের দিন) মু'মিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং তারা নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন ঈমানদারগণ তাদের জাহান্নামী ভাইদের ব্যাপারে তাদের প্রতিপালকের সাথে এত প্রচণ্ড তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে যে, তারা দুনিয়াতে অবস্থানকালে তাদের কেউ তার বন্ধুর পক্ষে ততটা প্রচণ্ড বিতর্কে লিপ্ত হয়নি। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ ভাইয়েরা তো আমাদের সাথে সলাত আদায় করতো, সওম রাখতো এবং হাজ্জ করতো। অথচ আপনি

---

৫৯. মুসলিম ৯১, তিরমিযী ১৯৯৮-৯৯, আবূ দাউদ ৪০৯১, আহমাদ ৩৭৭৯, ৩৯০৩, ৩৯৩৭, ৪২৯৮। ইসলালুল মাসজিদ ১১৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন মাসলামাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, সিকাহ তবে তিনি অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস ও তার হাদীসের ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু আদী বলেন, তাকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না আবার নির্ভর করাও যায় না। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

তাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছেন। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন ঃ তোমরা যাও এবং তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা চিনতে পারো, তাদের বের করে নিয়ে এসো। অতএব তারা তাদের কাছে যাবে এবং তাদের আকৃতি দেখে তাদের চিনতে পারবে। জাহান্নামের আগুন তাদের দৈহিক গঠনাকৃতি ভক্ষণ (নষ্ট) করবে না। আগুন তাদের কারো পদদ্বয়ের জংঘার অর্ধাংশ পর্যন্ত এবং কারো পদদ্বয়ের গোছা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তারা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে এনে বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে যাদের বের করে আনার নির্দেশ দিয়েছেন আমরা তাদের বের করে এনেছি। অতঃপর আল্লাহ বলবেন ঃ যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, অতঃপর যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান আছে, অতঃপর যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান আছে, তোমরা তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, যার এ কথা বিশ্বাস না হয় সে যেন তিলাওয়াত করে (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ অণু পরিমাণও যুল্ম করেন না। কোন উত্তম কাজ হলে আল্লাহ তা দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার প্রদান করেন"– (সূরাহ নিসা' ৪ ঃ ৪০)।[৬০]

٦١/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ وَكَانَ ثِقَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ «فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا».

৩/৬১। ◊[আলী বিন মুহাম্মাদ]✕[ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ)]✕[হাম্মাদ বিন নাজীহ]✕[আবূ ইমরান আল-জাওনী]✕[জুনদুব বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তার দ্বারা আমাদের ঈমান বেড়ে যায়।[৬১]

٦٢/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نِزَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صِنْفَانِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ».

৪/৬২। ◊[আলী বিন মুহাম্মাদ]✕[মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদ্বয়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মাতাবলম্বী)]✕[আলী বিন নিযার (দঈফ বা দুর্বল)]✕[তার পিতা (নিযার বিন হায়্যান) (দঈফ বা দুর্বল)]✕[ইকরামাহ]✕[ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, এ উম্মাতের দু'টি শ্রেণীর জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই- মুরজিয়া ও কাদারিয়া সম্প্রদায়।[৬২]

٦٣/٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ شَعَرِ الرَّأْسِ لَا

---

৬০. বুখারী ২২, ৬৫৬০, ৭৪৪০; মুসলিম ১৮৩, ১৮৪। সহীহাহ ৩০৫৪, যিলালুল জান্নাহ ৭৫৭। তাহকীক ঃ সহীহ।

৬১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক ঃ সহীহ।

৬২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। দঈফ মিশকাত ১০৫, যিলালুল জান্নাহ ৩২৪/৩২৫। তাহকীক ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদ্বয়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান তার সিকাহ হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। ২. আলী বিন নিযার সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। আল-আযদী তাকে খুবই দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দঈফ বা দুর্বল বলেছেন।

يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ سَفَرٍ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَهُ إِلَى رُكْبَتِهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ فَقَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَمَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَمَا أَمَارَتُهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي تَلِدُ الْعَجَمُ الْعَرَبَ وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ قَالَ ثُمَّ قَالَ فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِينِكُمْ».

৫/৬৩। ‹আলী বিন মুহাম্মাদ› ‹ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ)› ‹কাহমাস ইবনুল হাসান› ‹আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ› ‹ইয়াহইয়া বিন ইয়া'মার› ‹(আবদুল্লাহ) বিন উমার› ‹উমার (ইবনুল খাত্তাব) (রাঃ)›
তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিত ও মাথায় গাঢ়ো কালো চুলবিশিষ্ট এক ব্যক্তি এসে হাযির হন। তার চেহারায় সফরের কোন ছাপ দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের কেউই তাকে চিনে না। রাবী বলেন, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে বসলেন, তার হাঁটুদ্বয় মহানাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাঁটুদ্বয়ের সাথে লাগিয়ে এবং তার দু' হাত তাঁর দু' উরুর উপর রেখে, তারপর জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ইসলাম কী? তিনি বলেন, এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহ্র রসূল, স্বলাত আদায় করা, যাকাত দেয়া, রমাযানের সওম পালন করা এবং আল্লাহ্র ঘরের হাজ্জ করা। তিনি (আগন্তুক) বলেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন। আমরা তার এ কথায় অবাক হলাম যে, তিনিই জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনিই তা সত্যায়ন করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ঈমান কী? তিনি বলেন, তুমি ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, তাঁর মালায়িকার, তাঁর রসূলগণের, তাঁর কিতাবসমূহে, আখিরাতের দিনে এবং তাকদীরে ও তার ভালো-মন্দে। আগন্তুক বলেন, আপনি সত্য কথা বলেছেন। আমরা এবারও তার কথায় অবাক হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করছেন এবং তিনিই তা সত্যায়ন করছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে মুহাম্মাদ! ইহসান কী? তিনি বলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদাত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছো, যদি তুমি তাঁকে না দেখো তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন। তিনি বলেন, মুহূর্তটি (কিয়ামাত) কখন আসবে? তিনি বলেন, এ সম্পর্কে উত্তরদাতা প্রশ্নকর্তার চেয়ে অধিক কিছু জানে না। তিনি বলেন, তাহলে এর আলামত কী? তিনি বলেন, ক্রীতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। ওয়াকী' (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ অনারবদের ঔরসে আরবরা জন্মগ্রহণ করবে। তুমি দেখতে পাবে নগ্নদেহ, নগ্নপদ ও অভাবগ্রস্ত মেষ চারকরা সুউচ্চ ইমারতের মালিক হয়ে অহংকারে ফেটে পড়বে। উমার (রাঃ) বলেন, এ ঘটনার তিন দিন পর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, লোকটি কে, তুমি কি তা জানো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বলেন, ইনি হলেন জিবরীল (আলাইহিস সালাম), দীনের বিষয়াদি শিক্ষা দেয়ার জন্য তোমাদের নিকট এসেছেন।[৬৩]

---

৬৩. মুসলিম ৮, তিরমিযী ২৬১০, নাসায়ী ৪৯৯০, ৪৬৯৫; আহমাদ ১৮৫, ৩৬৯, ৩৭৬। ফিলাল ১২০-১২৭ ইরওয়া' ৩৩-৩৪। তাহকীক ঃ সহীহ।

٦٤/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ فَتَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾» الْآيَةَ.

৬/৬৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) ইসমাঈল (বিন ইবরাহীম) [উপাধি] ইবনু উলাইয়্যাহ আবূ হায়্যান (ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বিন হায়্যান) আবূ যুরআহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকবেষ্টিত থাকা অবস্থায় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ঈমান কী? তিনি বলেন, তুমি ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর মালায়িকাহ, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রসূলগণের, তার সাথে সাক্ষাতে এবং তুমি আরো ঈমান আনবে পুনরুত্থান দিবসে। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ইসলাম কী? তিনি বলেন, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শারীক করবে না, ফারদ সলাত আদায় করবে, ফারদ যাকাত প্রদান করবে এবং রমাদানের সওম পালন করবে। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ইহসান কী? তিনি বলেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করো যেন তুমি তাকে দেখছো। যদি তুমি তাকে দেখতে সক্ষম না হও, তবে তিনি নিশ্চয় তোমাকে দেখছেন। সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! মুহূর্তটি (কিয়ামাত) কখন আসবে? তিনি বলেন, এ বিষয়ে উত্তরদাতা প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক কিছু জানে না। তবে আমি তোমাকে তার কতিপয় শর্ত (আলামত) সম্পর্কে বলছি। ক্রীতদাসী যখন তার মনিবকে প্রসব করবে, সেটা কিয়ামাতের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। যখন মেষ চারকরা সুউচ্চ দালান-কোঠার (মালিক হয়ে) অহংকারে ফেটে পড়বে, এটাও তার শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তারপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল (বা ভবিষ্যতে) সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে সে মরবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত"– (সূরাহ লোকমান ঃ ৩৪)।[৬৪]

٦٥/٧ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ قَالَ أَبُو الصَّلْتِ لَوْ قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ».

৬৪. বুখারী ৫০, ৪৭৭৭; মুসলিম ৯-১০, নাসায়ী ৪৯৯১, আহমাদ ৯২১৭। তাহকীক ঃ সহীহ।

৭/৬৫। সাহল বিন আবূ সাহল ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আবদুস সালাম বিন স্বালিহ আবূস্‌-স্বালত আল-হারাবী (তিনি শীয়া মাতালম্বী) আলী বিন মূসা আর-রিদা তার পিতা (মূসা বিন জা'ফার) জা'ফার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী) আলী বিন হুসায়ন তার পিতা (হুসায়ন বিন আলী) আলী বিন আবূ তালিব বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং দীনের রোকনসমূহের (অপরহার্য বিধানসমূহ) বাস্তবায়ন। আবূস্‌-স্বালত বলেন, এ সানাদ কোন পাগলের নিকট পাঠ করা হলে সেও নিরাময় লাভ করবে।[৬৫]

٦٦/٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

৮/৬৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) ক্বাতাদাহ (বিন দাআমাহ) আনাস বিন মালিক রসূলুল্লাহ বলেন, তোমাদের কেউ (পূর্ণ) মু'মিন হবে না, যাবৎ না সে তার ভাইয়ের জন্য (বা তার প্রতিবেশির জন্য) তাই পছন্দ করবে, যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।[৬৬]

٦٧/٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

৯/৬৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) ক্বাতাদাহ (বিন দাআমাহ) আনাস বিন মালিক বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, আমি তোমাদের কারো কাছে তার সন্তান-সন্ততি, তার পিতা-মাতা ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হওয়া পর্যন্ত সে (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারবে না।[৬৭]

٦٨/١٠ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ «لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ».

১০/৬৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) ও আবূ মুআবিয়াহ (মুহাম্মাদ বিন খাযিম) আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ

---

৬৫. দঈফাহ ২২৭০। তাহকীক ঃ মওদূ'। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুস সালাম বিন স্বালিহ আবূস্‌-স্বালত আল-হারাবী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, আমি তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করিনি। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দাবিত। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ ও সত্যবাদী।

৬৬. বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, তিরমিযী ২৫১৫, নাসায়ী ৫০১৬, ৫০১৭, ৫০৩৯; আহমাদ ১২৩৯০, ১২৭৩৪, ১৩২১৭, ১৩৪৬২, ১৩৫৪৭, ১৩৬৬৮; দারিমী ২৭৪০। সহীহাহ ৭৩, রওযুননাযীর ১২৯। তাহকীক ঃ সহীহ।

৬৭. বুখারী ১৫, মুসলিম ৪৪/১-২, নাসায়ী ৫০১৩-১৪, আহমাদ ১২৭৩৯, ১৩৪৯৯, ১৩৫৪৭; দারিমী ২৭৪১। তাহকীক ঃ সহীহ।

( ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ ( ) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তোমরা পরস্পরকে মহব্বত না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় নির্দেশ করবো না, যা করলে তোমরা পরস্পরকে মহব্বত করবে? তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।[৬৮]

٦٩/١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

১০/৬৯। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আফ্ফান (বিন মুসলিম) শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) আবূ ওয়ায়িল (শাকীক বিন সালামাহ) আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) ( ) হিশাম বিন আম্মার ঈসা বিন য়ূনুস আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) আবূ ওয়ায়িল (শাকীক বিন সালামাহ) আবদুল্লাহ (বিন মাসঊদ) ( ) বলেন, রসূলুল্লাহ ( ) বলেছেন, মুসলিমকে গালি দেয়া গর্হিত কাজ এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরী।[৬৯]

٧٠/١٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلهِ وَحْدَهُ وَعِبَادَتِهِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ مَاتَ وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ» قَالَ أَنَسٌ وَهُوَ دِينُ اللهِ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَبَلَّغُوهُ عَنْ رَبِّهِمْ قَبْلَ هَرْجِ الْأَحَادِيثِ وَاخْتِلَافِ الْأَهْوَاءِ وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ يَقُولُ اللهُ ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾.

قَالَ خَلْعُ الْأَوْثَانِ وَعِبَادَتِهَا ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ﴾ وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخْرَى ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ .

٧٠/١٣ (١) - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلَهُ.

১২/৭০। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী আবূ আহমাদ (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র বিন উমার বিন দিরহাম) আবূ জা'ফার আর-রাযী (ঈসা বিন আবূ ঈসা) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) রাবী' বিন আনাস (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন ও শীয়া মতাবলম্বী) আনাস বিন মালিক ( ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ ( ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এক আল্লাহ্‌র প্রতি নিষ্ঠাবান অবস্থায়, তাঁর ইবাদাতরত অবস্থায় যাঁর কোন শারীক নাই, স্বলাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, সে এমন অবস্থায় মারা গেল যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট।

আনাস ( ) বলেন, এটা হলো আল্লাহ্‌র সেই দীন, যা নিয়ে রসূলগণ এসেছেন এবং তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তা মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন ফিতনা-ফাসাদ এবং মনগড়া মতবিরোধ সৃষ্টির পূর্বেই। এর সমর্থন রয়েছে কুরআনের শেষের দিকে অবতীর্ণ আয়াতে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, "যদি তারা

৬৮. মুসলিম ৫৪, তিরমিযী ২৬৮৮, আহমাদ ৮৮৪১, ৯৪১৬, ২৭৩১৪, ১০২৭২। ইরওয়া' ৭৭৭। তাহকীক ঃ সহীহ।

৬৯. বুখারী ৪৮, মুসলিম ৬৪, তিরমিযী ১৯৮৩, ২৬৩৪-৩৫; নাসায়ী ৪১০৫-১৩, আহমাদ ৩৬৩৯, ৩৮৯৩, ৩৯৪৭, ৪১১৫, ৪১৬৭, ৪২৫০, ৪৩৩২। সহীহ জামি' ৩৫৯৫। তাহকীক ঃ সহীহ।

তাওবাহ করে, স্বলাত আদায় করে এবং যাকাত দেয়"– (সূরাহ তাওবাহ ৯ ঃ ৫)। আনাস (রাঃ) বলেন, তারা তাওবাহ করার পর মূর্তিগুলো ও সেগুলোর পূজা ত্যাগ করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যদি তারা তাওবাহ করে, স্বলাত আদায় করে এবং যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই"– (সূরাহ তওবা ৯ ঃ ১১)।

১৩/৭০। (১)। ∝আবূ হাতিম ✕ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা আল-আবসী ✕ আবূ জা'ফার আর-রাযী ✕ রাবী' বিন আনাস (রাঃ) ∝ [৭০]

৭১/١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ».

১৪/৭১। ∝আহমাদ ইবনুল আযহার ✕ আবূন নাদর (হাশিম ইবনুল কাসিম) ✕ আবূ জা'ফার (ঈসা বিন আবূ ঈসা) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) ✕ য়ূনুস (বিন উবায়দ বিন দীনার) ✕ হাসান (বিন আবূল হাসান ইয়াসার) ✕ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ∝ বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আমি লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র রসূল এবং তারা স্বলাত আদায় করে এবং যাকাত দেয়। [৭১]

৭২/١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ».

১৫/৭২। ∝আহমাদ ইবনুল আযহার ✕ মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ ✕ আবদুল হামীদ বিন বাহরাম ✕ শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভূল ও ইরসাল করেন) ✕ আবদুর রহমান বিন গানাম ✕ মুআয বিন জাবাল (রাঃ) ∝ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌র রসূল এবং তারা স্বলাত আদায় করে ও যাকাত দেয়। [৭২]

---

৭০. তা'লীকুরগীব ১/২৩। তাহকীক ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. আবূ জা'ফার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আলী বিন মাদীনী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম তাকে সত্যবাদী বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, হাদীস্ব বর্ণনায় তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, মুগীরাহ কর্তৃক হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। ২. রাবী' বিন আনাস সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও আল-আজালী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী হওয়ায় হাদীস্ব বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করেছেন।

৭১. বুখারী ১৪০০, ২৯৪৬, ৬৯২৪, ৭২৮৫; মুসলিম ২০, ২১/১-৩; তিরমিযী ২৬০৬-৭, নাসায়ী ২৪৪৩, ৩০৯০-৯৩, ৩০৯৫, ৩৯৭০-৭৮; আবূ দাউদ ২৬৪০, আহমাদ ৬৮, ১১৮, ৩৩৭, ২৭৩৮০, ৮৩৩৯, ৮৬৮৭, ৯১৯০, ২৭২১৪, ৯৮০২, ২৭২৮৪, ১০১৪০, ১০৪৪১, ১০৪৫৯। স্বহীহাহ ৪০৭। তাহকীক ঃ স্বহীহ মুতাওয়াত্বির। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবূ জা'ফার সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন, মুগীরাহ থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আলী ইবনুল মাদীনী এবং ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ।

৭২. আহমাদ ২১৬১৭। তাহকীক ঃ স্বহীহ মুতাওয়াত্বির। উক্ত হাদীস্বের রাবী শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই।

٧٣/١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الرَّازِيُّ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا نِزَارُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ أَهْلُ الْإِرْجَاءِ وَأَهْلُ الْقَدَرِ».

حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ سَعِيدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ .

حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ أَظُنُّهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ الْإِيمَانُ يَزْدَادُ وَيَنْقُصُ.

১৬/৭৩ ◇ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আর-রাযী ✕ য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ ✕ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ লায়সী (মাজহুল বা অপরিচিত) ✕ নিযার বিন হায়্যান (দঈফ বা দুর্বল) ✕ ইকরামাহ ✕ ইবনু আব্বাস ও জাবির বিন আবদুল্লাহ্ ◇ তারা বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, আমার উম্মাতের দু' শ্রেণীর লোকের ইসলামে কোন অংশ নেই- মুরজিয়া সম্প্রদায় ও কাদারিয়া সম্প্রদায়।

১৭/৭৪। ◇ আবূ উসমান আল-বুখারী সাঈদ বিন সা'দ ✕ হায়সাম বিন খারিজাহ ✕ ইসমাঈল অর্থাৎ ইবনু আয়্যাশ ✕ আবদুল ওয়াহ্হাব বিন মুজাহিদ ✕ মুজাহিদ ✕ আবূ হুরায়রাহ ও ইবনু আব্বাস ◇ তারা বলেন, ঈমান বাড়ে ও কমে।

১৮/৭৫। ◇ আবূ উসমান আল-বুখারী ✕ হায়সাম (বিন খারিজাহ) ✕ ইসমাঈল (বিন আয়্যাশ) ✕ হারীয বিন উসমান ✕ হারিস ✕ মুজাহিদ ✕ আবূদ-দারদা' ◇ বলেন, ঈমান বাড়ে ও কমে।[৭৩]

١٠. بَابٌ فِي الْقَدَرِ

১০. অধ্যায় : তাকদীর ভাগ্যলিপির বর্ণনা

٧٦/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّهُ «يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا».

৭৩. মিশকাত ১০৫, যিলালুল জান্নাহ ৩৩৪, ৩৩৫, ৯৪৮। দঈফাহ ১১২৩। তাহকীক ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ লায়সী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অপরিচিত।

১/৭৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ্) ও মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদয়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মাতালম্বী) ও আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) যায়দ বিন ওয়াহব আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ আলী বিন মায়মূন আর-রাকিয়্যু আবূ মুআবিয়াহ ও মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) যায়দ বিন ওয়াহব আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেন, রসূলুল্লাহ্ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে সমর্থিত ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি কার্যক্রম এভাবে অগ্রসর হয় যে, তার মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত (শুক্ররূপে) জমা রাখা হয়, তারপর অনুরূপ সময়ে তা জমাট রক্ত পিণ্ডের রূপ ধারণ করে, তারপর অনুরূপ সময়ে তা মাংসপিণ্ডের রূপ ধারণ করে, তারপর আল্লাহ তাআলা তার নিকট একজন ফেরেশ্‌তা পাঠান। তাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়। অতএব তিনি (আল্লাহ্) বলেন, তার কার্যকলাপ, তার আয়ুষ্কাল, তার রিয্‌ক এবং সে দুর্ভাগা না ভাগ্যবান তা লিখে দাও। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তোমাদের কেউ অবশ্যই জান্নাতীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত পরিমাণ দূরত্ব থাকে, তখন তার দিকে তার তাকদীরের লেখা অগ্রসর হয় এবং সে জাহান্নামীদের কাজ করে, ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ অবশ্যই জাহান্নামীদের কাজ করতে থাকে, এমনকি তার ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, তখন তার দিকে তার তাকদীরের লেখা অগ্রসর হয় এবং সে জান্নাতীদের কাজ করে, ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।[৭৪]

٢/٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سِنَانٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ الْحِمْصِيِّ عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ خَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْرِي فَأَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ فَخَشِيتُ عَلَى دِينِي وَأَمْرِي فَحَدِّثْنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ «لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قُبِلَ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ أَخِي عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ فَسَأَلْتُهُ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا قَالَ أُبَيٌّ وَقَالَ لِي وَلَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ حُذَيْفَةَ فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَا وَقَالَ ائْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَاسْأَلْهُ فَأَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّكَ إِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ».

---

৭৪. বুখারী ৩২০৮, ৩৩৩২, ৬৫৯৪, ৭৪৫৪; মুসলিম ২৬৪৩, তিরমিযী ২১৩৭, আবূ দাউদ ৪৭০৮, আহমাদ ৩৬১৭, ৩৯২৪, ৪০৮০। যিলালুল জান্নাহ ১৭৫, ১৭৬, ইরওয়া' ২১৪৩। তাহকীক ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদয়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান তার সিকাহ হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন।

২/৭৭। ০(আলী বিন মুহাম্মাদ)(ইসহাক বিন সুলায়মান)(আবূ সিনান)(ওয়াহব বিন খালিদ আল-হিমস্রী)((আবদুল্লাহ বিন ফাইরূয) ইবনুদ দায়লামী)(উবাই বিন কা'ব, আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ, হুযায়ফাহ ও যায়দ বিন সাবিত (রাঃ))০ (ইবনুদ দায়লামী) বলেন, আমার মনে এই তাকদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ দানা বাঁধে। তাই আমি এই ভেবে শংকিত হই যে, তা আমার দীন ও অন্যান্য কার্যক্রম নষ্ট করে দেয় কিনা। তাই আমি উবাই বিন কা'ব (রাঃ) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আবুল মুনযির! আমার মনে এই তাকদীর সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ দানা বেঁধেছে, তাই আমি এই ভেবে শংকিত হই যে, তা আমার দীন ও অন্যান্য কার্যক্রমকে নষ্ট করে দেয় কিনা। অতএব এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। আশা করি আল্লাহ তা দ্বারা আমার উপকার করবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা উর্ধলোকের ও ইহলোকের সকলকে শাস্তি দিতে চাইলে তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারেন। তথাপি তিনি তাদের প্রতি যুল্মকারী নন। আর তিনি তাদেরকে দয়া করতে চাইলে তাঁর দয়া তাদের জন্য তাদের কাজকর্মের চেয়ে কল্যাণময়। যদি তোমাদের নিকট উহূদ পাহাড় পরিমাণ বা উহূদ পাহাড়ের মত সোনা থাকতো এবং তুমি তা আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করতে থাকো, তবে তোমার সেই দান কবূল করা হবে না, যাবৎ না তুমি তাকদীরের উপর ঈমান আনো। অতএব তুমি জেনে রেখো! যা কিছু তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা তোমার উপর আপতিত হতে কখনো ভুল হতো না এবং যা তোমার উপর আপতিত হওয়ার ছিল না তা ভুলেও কখনো তোমার উপর আপতিত হবে না। তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও, তাহলে তুমি জাহান্নামে যাবে। আমি মনে করি, তুমি আমার ভাই আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। (ইবনুদ দাইলামী বলেন), অতঃপর আমি আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও উবাই (রাঃ)-এর অনুরূপ বললেন। তিনি আরো বললেন, তুমি হুযাইফাহ (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তোমার ক্ষতি নেই। অতঃপর আমি হুযাইফাহ (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও তাদের দু'জনের অনুরূপ বলেন। তিনি আরও বলেন, তুমি যায়দ বিন সাবিত (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাকেও জিজ্ঞেস করো। অতএব আমি যায়দ বিন সাবিত (রাঃ)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা উর্ধলোক ও ইহলোকের সকল অধিবাসীকে শাস্তি দিতে চাইলে অবশ্যই তাদের শাস্তি দিতে পারবেন এবং তিনি তাদের প্রতি যুল্মকারী নন। আর তিনি তাদের প্রতি দয়া করতে চাইলে তাঁর দয়া তাদের সমস্ত সৎ কাজের চাইতেও তাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। তোমার নিকট উহূদ পাহাড় পরিমাণ সোনা থাকলেও এবং তুমি তা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলেও তিনি তা কবূল করবেন না, যাবৎ না তুমি সম্পূর্ণরূপে তাকদীরের উপর ঈমান আনো। অতএব তুমি জেনে রাখো! তোমার উপর যা কিছু আপতিত হওয়ার আছে তা তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা কখনো ভুলেও এড়িয়ে যেত না এবং যা তোমার উপর আপতিত হওয়ার ছিল না, তা তোমার উপর ভুলেও কখনো আপতিত হত না। তুমি যদি এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে মারা যাও তাহলে তুমি জাহান্নামে যাবে।[৭৫]

٧٨/٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

৭৫. আবূ দাঊদ ৪৬৯৯, আহমাদ ২১০৭৯, ২১১০২, ২১১৪৪। ফিলালুল জান্নাহ ১৪৫, মিশকাত ১১৫, তাখরীজুত তাহরীয়াহ্ ৪৪৭। তাহকীক ঃ সহীহ।

وَبِيَدِهِ عُودٌ فَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ لَا اعْمَلُوا وَلَا تَتَّكِلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ.

{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى}».

৩/৭৮। উসমান (বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম) (উপাধি) ইবনু আবূ শায়বাহ, ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ), আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান), সা'দ বিন উবায়দাহ, আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী (আবদুল্লাহ বিন হাবীব বিন রাবীআহ), আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) ◊ আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ মুআবিয়াহ ও ওয়াকী', আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান), সা'দ বিন উবায়দাহ, আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী (আবদুল্লাহ বিন হাবীব বিন রাবীআহ), আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) ◊ তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তাঁর হাতে ছিল এক টুকরা কাঠ। তা দিয়ে তিনি মাটির উপর রেখা টানলেন, অতঃপর মাথা তুলে বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্য জান্নাতে তার একটি আসন অথবা জাহান্নামে তার নিকট আসন নির্ধারিত করা হয়নি। বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাহলে আমরা কি ভরসা করব না? তিনি বলেন, না, তোমরা সৎ কাজ করতে থাকো এবং (এর উপর) ভরসা করো না। কারণ যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজসাধ্য করা হয়েছে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ। আর কেউ কার্পণ্য করলে, নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দিব কঠোর পথ।" (সূরাহ লায়ল ৯২ ঃ ৫-১০)[৭৬]

٧٩/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ».

৪/৭৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আত-তনাফিসী, আবদুল্লাহ বিন ইদরীস, রাবীআহ বিন উসমান, মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হিব্বান, আ'রাজ, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য চাও এবং কখনও অক্ষমতা প্রকাশ করো না। তোমার কোন ক্ষতি হলে বলো না, যদি আমি এভাবে করতাম, বরং তুমি বল, আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। কেননা "লাও" (যদি) শব্দটি শয়তানের তৎপরতার দ্বার খুলে দেয়।[৭৭]

---

৭৬. বুখারী ১৩৬২, ৪৯৪৫-৪৯, ৬২১৭, ৬৬০৫, ৭৫৫২; মুসলিম ২৬৪৭/১-২, তিরমিযী ২১৩৬, ৩৩৪৪; আবূ দাঊদ ৪৬৯৪, আহমাদ ৬২২, ১০৭০, ১১১৩, ১১৮৫, ১৩৫২। যিলালুল জান্নাহ ১৭১, রওযুন নাযীর ৭০১। তাহকীক ঃ সহীহ।

৭৭. মুসলিম ২৬৬৪, আহমাদ ৮৫৭৩, ৮৬১১। যিয়াল ৩৫৬। তাহকীক ঃ হাসান।

٨٠/٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فَقَالَ لَهُ مُوسَى يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ فَقَالَ لَهُ آدَمُ يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ثَلَاثًا».

৫/৮০। হিশাম বিন আম্মার ও ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ আমর বিন দীনার তাউস (বিন কায়সান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর সাথে (আত্মার জগতে) বিতর্ক করেন। মূসা (আঃ) তাঁকে বলেন, হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদের হতাশ করেছেন এবং আপনার ভুলের মাশুল স্বরূপ আমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিস্কার করেছেন। আদম (আঃ) তাঁকে বলেন, হে মূসা! আল্লাহ তোমাকে তাঁর প্রত্যক্ষ কালামের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি স্বহস্তে তোমাকে তাওরাত কিতাব লিখে দিয়েছেন। তুমি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপারে দোষারোপ করছো, যা আল্লাহ তাআলা আমাকে সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বে আমার জন্য নির্ধারিত করেন? অতএব আদাম (আঃ) বিতর্কে মূসা (আঃ)-এর উপর বিজয়ী হন, আদাম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হন, আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর সাথে বিতর্কে বিজয়ী হন। কথাটি তিনি তিনবার বলেন।[৭৮]

٨١/٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ بِاللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدَرِ».

৬/৮১। আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ শারীক (বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ শারীক) মানসূর (ইবনুল মু'তামির) রিবঈ (বিন হিরাশ) আলী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন বান্দাহ চারটি বিষয়ের উপর ঈমান না আনা পর্যন্ত মু'মিন হবে না। একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনবে, যাঁর কোন শারীক নেই, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র রসূল, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান এবং তাকদীরের ভালোমন্দে।[৭৯]

٨٢/٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جِنَازَةِ غُلَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ قَالَ «أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ».

---

৭৮. বুখারী ৩৪০৯, ৪৭৩৮; মুসলিম ২৬৫২/১-৪, তিরমিযী ২১৩৪, আবূ দাউদ ৪৭০১, আহমাদ ৭৩৪০, ৭৫৩৪, ৭৫৭৯, ৭৭৯৬, ২৭৩৭৫, ৮৮৫১, ৮৫২৫, ৯৫০০, ৯৬৬৪; মুওয়াত্তা মালিক ১৬৬০। ফিলাল ১৪৫। তাহকীক ঃ সহীহ।

৭৯. তিরমিযী ২১৪৫। মিশকাত ১০৪ ফিলাল ১৩০, তাখরীজ মুখতারাহ্ ৪১৬-৪২০। তাহকীক ঃ সহীহ।

Contents

৭/৮২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) তালহাহ বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) তার ফুফূ আয়িশাহ বিনতে তালহাহ উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে আনসারের সম্প্রদায়ের এক বালকের জানাযাহ পড়ার জন্য ডাকা হলো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তার জন্য সুসংবাদ, সে জান্নাতের চড়ুই পাখিদের মধ্যে এক চড়ুই যে পাপ কাজ করেনি এবং তা তাকে স্পর্শও করেনি। তিনি বলেন, হে আয়িশাহ! এর ব্যতিক্রমও কি হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা একদল লোককে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদেরকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি জাহান্নামের জন্যও একদল সৃষ্টি করেছেন। তারা তাদের পিতাদের মেরুদণ্ডে অবচেতন থাকতেই তিনি তাদের জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[৮০]

٨٣/٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُخَاصِمُونَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْقَدَرِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾».

৮/৮৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) সুফইয়ান স্রাওরী যিয়াদ বিন ইসমাঈল আল-মাখযূমী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ বিন জা'ফার আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, কুরায়শ মুশরিকরা নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে তাকদীরের ব্যাপারে ঝগড়া করার উদ্দেশে উপস্থিত হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে, (সেদিন বলা হবে) জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন করো। আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।" (সূরাহ আল-ক্বামার ৫৪ ঃ ৪৮, ৪৯)[৮১]

٨٤/٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَهَا شَيْئًا مِنْ الْقَدَرِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ».

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَاهُ حَازِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

---

৮০. মুসলিম ২৬৬২/১-২, নাসায়ী ১৯৪৭, আবূ দাঊদ ৪৭১৩, আহমাদ ২৩৬১২, ২৫২১৪। স্রহীহাহ্ ৪/৪৪৮, ফিলাল ২৫১, আহ্‌কাম ৮১। তাহকীক ঃ স্রহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী তালহাহ বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সলিহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্রিকাহ।

৮১. মুসলিম ২৬৫৬, তিরমিযী ২১৫৭, ৩২৯০; আহমাদ ৯৪৫৩, ৯৮০৯। ফিলাল ৩৪৭। তাহকীক ঃ স্রহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী যিয়াদ বিন ইসমাঈল আল-মাখযূমী সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মা'রূফ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করেছেন।

৯/৮৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মালিক বিন ইসমাঈল আবূ বাক্‌র এর মুক্ত করা দাস ইয়াহইয়া বিন উসমান (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলাইকাহ (লাইয়েনুল হাদীস অর্থাৎ তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যাচাই-বাচাই ছাড়া বর্ণনা করেন) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উবায়দল্লাহ) তিনি আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে তাকদীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে কিছু বলবে, কিয়ামাতের দিন তাকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। আর যে ব্যক্তি এ বিষয়ে কিছু বলবে না তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করা হবে না।

আবুল হাসান আল-কাত্তান হাকিম বিন ইয়াহইয়া আবদুল মালিক বিন শায়বান ইয়াহইয়া বিন উসমান[৮২]

٨٥/١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ فَقَالَ «بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ بِهَذَا هَلَكَتْ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ» قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَتَخَلُّفِي عَنْهُ.

১০/৮৫। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ দাউদ বিন আবূ হিনদ আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আম্‌র ইবনুল আস্‌ (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সহাবীদের নিকট বের হয়ে এলেন। তখন তারা তাকদীর সম্পর্কে বাদানুবাদ করছিল। ফলে রাগে তাঁর চেহারা লাল বর্ণ ধারণ করে, যেন ডালিমের দানা তাঁর মুখমণ্ডলে ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে অথবা এর জন্য কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরাও কুরআনের কতকাংশকে কতকাংশের বিরুদ্ধে পেশ করছো। এ কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতগণ ধ্বংস হয়েছে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাঃ) বললেন, আমি এই মাজলিসে উপস্থিত না থাকায় যে লজ্জা পেলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আর কোন মাজলিসে আমি উপস্থিত না হওয়ায় এতটা লজ্জা পাইনি।[৮৩]

٨٦/١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ أَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الْبَعِيرَ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُجْرِبُ الْإِبِلَ كُلَّهَا قَالَ ذَلِكُمْ الْقَدَرُ فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ».

১১/৮৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) ইয়াহইয়া বিন আবূ হাইয়াহ আবু জানাবিল কালবী (অধিক তাদলিস করার জন্য তাকে দঈফ

---

৮২. মিশকাত ১১৪। তাহকীক ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইয়াহইয়া বিন উসমান সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন এবং ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন। আল-উকায়লী বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ২. ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলাইকাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

৮৩. আহমাদ ৬৮৩০, ৬৮০৬। মিশকাত ৯৮, ৯৯, ২৩৭, ফিলাল ৪০৬। তাহকীক ঃ সহীহ।

বা দুর্বল বলা হয়েছে।) তার পিতা (আবূ হায়্যাহ) (মাকবূল) (আবদুল্লাহ) বিন উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ছোঁয়াচে বলতে কোন রোগ নেই, অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই এবং হামাহ (পেঁচার ডাক) বলতে কিছুই নেই। তখন তার সামনে এক বেদুঈন দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার কী মত যে, চর্মরোগে আক্রান্ত একটি উট সুস্থ উটের সংস্পর্শে এসে সকল উটকে আক্রান্ত করে? তিনি বলেন, এটাই তোমাদের তাকদীর। আচ্ছা প্রথম উটটিকে কে সংক্রামিত করেছিল?[৮৪]

৮৭/১২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الْجَرَّارُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي الْمُسَاوِرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ ابْنُ حَاتِمٍ الْكُوفَةَ أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا عَدِيَّ ابْنَ حَاتِمٍ أَسْلِمْ تَسْلَمْ قُلْتُ وَمَا الْإِسْلَامُ فَقَالَ «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا خَيْرِهَا وَشَرِّهَا حُلْوِهَا وَمُرِّهَا».

১২/৮৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া বিন ঈসা আল-জাররার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আ'লা বিন আবূল মুসাবির (তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন।) শা'বী (আমির বিন শুরাহীল) তিনি বলেন, আদী বিন হাতিম (রাঃ) কূফায় এলে আমরা কূফার একদল ফকীহ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। আমরা তাকে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট যা শুনেছেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর নিকট এলে তিনি বলেন, হে আদী বিন হাতিম! তুমি ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি পাবে। আমি বললাম, ইসলাম কী? তিনি বলেন, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই, আমি আল্লাহ্‌র রসূল এবং তুমি তাকদীরের ভাল-মন্দ, স্বাদ-তিক্ততা সব কিছুর উপর ঈমান আনবে।[৮৫]

৮৮/১৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الرِّيشَةِ تُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ بِفَلَاةٍ».

১৩/৮৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আসবাত বিন মুহাম্মাদ আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) ইয়াযীদ (বিন আবান) আর-রিকাশী (দঈফ বা দুর্বল) গুনায়ম বিন কায়স আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, অন্তর হলো পালকতুল্য, উন্মুক্ত মাঠে বাতাস তাকে যেদিকে ইচ্ছা উল্টাতে-পাল্টাতে থাকে।[৮৬]

---

৮৪. আহমাদ ৪৭৬১, ৬৩৬৯। স্বহীহাহ ৭৮২, দঈফাহ ৪৮০৮। তাহকীক ঃ এটাই তোমাদের তাকদীর এ কথা ব্যতীত স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইয়াহইয়া বিন আবূ হাইয়াহ আবূ জানাবিল কালবী সম্পর্কে ইয়াযীদ বিন হারূন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় তাদলীস করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় তাদলীস করেন। ইবনু মাঈন অন্যত্র বলেন, তিনি দুর্বল।

৮৫. আহমাদ ১৭৭৯৬, ১৮৮৮৮। যিলালুল জান্নাহ ১৩৫। তাহকীক ঃ খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল আ'লা বিন আবূল মুসাবির সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। ইবনু আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল ও তার থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি খুবই দুবল। আবূ হাতিম বলেন, তিনি দুর্বল এবং তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৮৬. আহমাদ ২৭৮৫৯, ১৯২৫৮। ফিলাল ২২৭-২২৮, মিশকাত ১০৩। তাহকীক ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইয়াযীদ (বিন আবান) আর-রিকাশী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনার চেয়ে রাস্তা কেটে বসে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনিয়। আমর ইবনুল ফাল্লাস বলেন, হাদীস্ব বর্ণায় নির্ভরযোগ্য

٨٩/١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جَارِيَةً أَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ «سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَأَتَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ حَمَلَتْ الْجَارِيَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قُدِّرَ لِنَفْسٍ شَيْءٌ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ».

১৪/৮৯। ◊[আলী বিন মুহাম্মাদ]X[আমার খালু ইয়া'লা বিন উবায়দ]X[আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান)]X[সালিম বিন আবূল জা'দ]X[জাবির (বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার একটি দাসী আছে। আমি কি তার সাথে (সঙ্গমকালে) আযল করতে পারি? তিনি বলেন, তার জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অবশ্যই সে লাভ করবে। পরে আবার সেই আনসারই তাঁর নিকট এসে বলেন, দাসীটি গর্ভধারণ করেছে। নাবী (সাঃ) বলেন, যার জন্য যা নির্ধারিত করা হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে?[৮৭]

٩٠/١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا».

১৫/৯০। ◊[আলী বিন মুহাম্মাদ]X[ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ)]X[সুফইয়ান (বিন সাঈদ)]X[আবদুল্লাহ বিন ঈসা]X[আবদুল্লাহ বিন আবূল জা'দ (মাকবূল)]X[সাওবান (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কেবল সৎ কর্মই আয়ু বৃদ্ধি করে এবং দু'আ ব্যতীত অন্য কিছুতে তাকদীর রদ হয় না। মানুষের অসৎ কর্মই তাকে রিয্‌ক বঞ্চিত করে।[৮৮]

٩١/١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الْعَمَلُ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ أَمْ فِي أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ قَالَ «بَلْ فِيمَا جَفَّ بِهِ الْقَلَمُ وَجَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ».

১৬/৯১। ◊[হিশাম বিন আম্মার]X[আতা' বিন মুসলিম আল-খাফ্‌ফাফ]X[আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান)]X[মুজাহিদ]X[সুরাকাহ বিন জু'শুম (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কার্যকলাপ কী তাই যা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তদনুযায়ী তাকদীর নির্ধারিত হয়েছে, না ভবিষ্যতে যা করা হবে তা? তিনি বলেন, বরং তাই যা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং তদনুযায়ী তাকদীর নির্দিষ্ট হয়েছে। যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্য তা সহজসাধ্য করা হয়েছে।[৮৯]

নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৮৭. আবূ দাঊদ ২১৭৩, আহমাদ ১৩৯৩৬, ১৩৯৫৩, ১৪৭২০, ১৪৭৫৪। যিলাল ৩৬২, সহীহাহ ৩/৩২২। তাহকীক ঃ সহীহ।

৮৮. আহমাদ ২১৮৮১, ২১৯০৭, ২১৯৩২। সহীহাহ ১৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ وَإِنَّ الرَّجُلَ কথাটি ছাড়া হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন আবূল জা'দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি অপরিচিত। কেউ বলেছেন, তার নাম সালিম ইবনু আবুল জা'দ। আর কেউ বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনুল আবুল জা'দ। যদি সে প্রথম জন হয় তাহলে বর্ণনাটি মুনকাত্তি', কেনানা সালিম সাওবান হতে শুনেনি। আর যদি দ্বিতীয় জন হয় তাহলে সে অপরিচিত। যেমনটি ইবনু কাত্তান বলেছেন। যদিও ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী আল- মীযান গ্রন্থে সেদিকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন। আবদুল্লাহকে যদিও সিকাহ বলো হয়েছে কিন্তু তার মাঝে জাহালাত রায়েছে।

৮৯. তাহকীক ঃ সহীহ।

٩٢/١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمُكَذِّبُونَ بِأَقْدَارِ اللهِ إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِنْ لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ فِي فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

১৭/৯২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ আওযাঈ (আবদুর রহমান বিন আমর) (আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয) ইবনু জুরায়জ আবূ যুবায়র (মুহাম্মাদ বিন মুসলিম আল-আসদী) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, এ উম্মাতের তারাই মাজুসী (অগ্নিপূজক) যারা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত তাকদীরকে অস্বীকার করে। এরা রোগাক্রান্ত হলে তোমরা তাদের দেখতে যেও না। তারা মারা গেলে তোমরা তাদের জানাযাহয় হাজির হয়ো না। এদের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হলে তোমরা এদের সালাম দিও না।[৯০]

أَبْوَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবীগণের মর্যাদার বিবরণ সম্বলিত অধ্যায়সমূহ

١١. بَاب فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

১১. অধ্যায় : আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ)-এর সম্মান

٩٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى كُلِّ خَلِيلٍ مِنْ خُلَّتِهِ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللهِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي نَفْسَهُ».

১/৯৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) আবদুল্লাহ বিন মুররাহ আবুল আহওয়াস (আওফ বিন মালিক) আবদুল্লাহ্ (বিন মাসউদ (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, জেনে রাখো! আমি প্রত্যেক বন্ধুর বন্ধুত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছি। যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম তবে আবূ বাক্‌রকেই অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম। নিশ্চয় তোমাদের এই সাথী আল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওয়াকী' (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ তিনি নিজে।[৯১]

٩٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ هَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ».

২/৯৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) ও আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ (মুহাম্মাদ বিন খাযিম) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) আবূ সালিহ

৯০. মিশকাত ১০৭, যিলাল ৩২৮। তাহকীক ঃ সালাম অংশ কথাটি ছাড়া হাসান।

৯১. মুসলিম ২৩৮৩/১-৩, তিরমিযী ৩৬৫৫, আহমাদ ৩৫৭০, ৩৬৮১, ৩৮৬৮, ৪১১০, ৪১২৫, ৪১৫০, ৪১৭১, ৪৩৪১। তাহকীক ঃ সহীহ।

(যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আবূ বাক্‌রের ধন-সম্পদ আমার যতটুকু উপকারে এসেছে অন্য কারো ধন-সম্পদ আমার তত উপকারে আসেনি। রাবী বলেন, এ কথায় আবূ বাক্‌র (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি ও আমার ধন-সম্পদ আপনারই।[৯২]

٩٥/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ مَا دَامَا حَيَّيْنِ».

৩/৯৫। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান (বিন উইয়াইনাহ) হাসান বিন উমারাহ (তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) ফিরাস (বিন ইয়াহইয়া) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কখনো কখনো সন্দেহ করেন) শা'বী (আমির বিন শুরাহীল) হারিস (বিন আবদুল্লাহ) (শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আলী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আবূ বাক্‌র ও উমার নাবী-রসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর (সর্বকালের) সকল বয়স্ক জান্নাতীর নেতা হবে। হে আলী! তাদের জীবদ্দশায় তুমি তা তাদেরকে অবহিত করো না।[৯৩]

٩٦/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الْأُفُقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا».

৪/৯৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) আতিয়্যাহ বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু অধিক ভুল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, (জান্নাতে) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে, তাদের তুলনায় নিম্ন মর্যাদার লোকেরা দেখতে পাবে, যেমন আকাশের দিগন্তে আলোকোজ্জ্বল তারকারাজি দেখা যায়। আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ) তাদের অন্তর্ভুক্ত, বরং তাদের মাঝে অধিক মর্যাদাবান।[৯৪]

---

৯২. তিরমিযী ৩৬৬১। সহীহাহ ২৭১৮। তাহকীক ঃ সহীহ।

৯৩. তিরমিযী ৩৬৬৫-৬৬, আহমাদ ৬০৩। সহীহাহ ৮২৪। তাহকীক ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. হাসান বিন উমারাহ সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী এবং মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ২. ফিরাস সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম নাসায়ী বলেন তিনি সিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ কিন্তু তার হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি মুত্তকিন। ৩. হারিস (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন সালিহ আল-মিসরী বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। হাদীসটির শতাধিক শাহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে তিরমিযীতে ৩টি ইবনু মাজাহ ২টি, আহাদীসুল মুখতারায় ৫টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে। সুতরাং সহীহ শাহিদ এর ভিত্তিতে হাদীসটি সহীহ।

৯৪. তিরমিযী ৩৬৫৮, ৩৬৬২; আবূ দাউদ ৩৯২৭। রাওম ৯৭০। তাহকীক ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আতিয়্যাহ বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি লায়্যিন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার উপর নির্ভর করা যায় না।

٩٧/٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مَوْلًى لِرِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ».

৫/৯৭। ◊[আলী বিন মুহাম্মাদ]X[ওয়াকী']X[সুফইয়ান (বিন সাঈদ)]X[আবদুল মালিক বিন উমায়র]X[রিবঈ বিন হিরাশ এর মুক্ত করা দাস (হিলাল) মাকবূল]X[রিবঈ বিন হিরাশ]X[হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)]◊ ◊[মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার]X[মুআম্মাল (বিন ইসমাঈল) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল)]X[সুফইয়ান (বিন সাঈদ)]X[আবদুল মালিক বিন উমায়ির]X[রিবঈ বিন হিরাশ এর মুক্ত করা দাস (হিলাল) মাকবূল]X[রিবঈ বিন হিরাশ]X[হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি জানি না আমি তোমাদের মাঝে আর কতকাল জীবিত থাকবো। অতএব আমার অবর্তমানে তোমরা আমার পরে অবশিষ্ট লোকের অনুসরণ করবে এবং (এ কথা বলে) তিনি আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করেন।[৯৫]

٩٨/٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِيرِهِ اكْتَنَفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ أَوْ قَالَ يُثْنُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِي وَأَخَذَ بِمَنْكِبِي فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ ثُمَّ قَالَ مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَايْمُ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ أَنْ أَسْمَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَكُنْتُ أَظُنُّ لَيَجْعَلَنَّكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ».

৬/৯৮। ◊[আলী বিন মুহাম্মাদ]X[ইয়াহইয়া বিন আদাম]X[(আবদুল্লাহ) ইবনুল মুবারাক]X[আমর বিন সাঈদ বিন আবূ হুসায়ন]X[(আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ) বিন আবূ মুলায়কাহ]X[তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◊-কে বলতে শুনেছি: উমার (রাঃ)-এর লাশ জানাযাহর খাটিয়ায় রাখা হলে উপস্থিত লোকজন, তার চারপাশে ভীড় করে দুআ-কালাম ও স্বলাত শুরু করে দেয়, তখনো স্বলাত আদায়ের জন্য লাশ উঠানো হয়নি। আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তির সাথে আমার ধাক্কা লাগলো এবং তিনি আমার কাঁধ ধরলেন। আমি তাকিয়ে দেখি যে, তিনি আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ)। তিনি উমার (রাঃ)-এর প্রতি করুণা প্রকাশ করে আফসোস করলেন, অতঃপর বলেন, আমার নিকট আপনার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কেউ নেই, আপনি যে নেক আমালসহ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেছেন তার তুলনা নেই। আল্লাহ্‌র শপথ! অবশ্যই আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার দু'জন সাথীর সাথে মিলিত করবেন। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রায়ই বলতে শুনতাম ঃ আমি, আবূ বাক্‌র ও উমার

---

৯৫. তিরমিযী ৩৬৬৩, আহমাদ ২২৭৩৪, ২২৭৬৫, ২২৮৭৭, ২২৯১০। মিশকাত ৬০৫২, সহীহাহ ১২৩৩। তাহকীক ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুআম্মাল (বিন ইসমাঈল) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইসহাক বিন রাহওয়ায় বলেন তিনি সিকাহ। মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন তিনি সিকাহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল ও সন্দেহ করেন। ইবনু কানি' বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন।

গিয়েছিলাম। আমি আবূ বাক্‌র ও উমার প্রবেশ করলাম। আমি, আবূ বাক্‌র ও উমার বের হলাম। তাই আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ আপনাকে আপনার দু' মহান বন্ধুর সাথে একত্র করবেন।[৯৬]

٩٩/٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ «هَكَذَا نُبْعَثُ».

৭/৯৯। ◊[আলী বিন মায়মূন আর-রাকিয়্যু]✕[সাঈদ বিন মাসলামাহ (দঈফ বা দুর্বল)]✕[ইসমাঈল বিন উমায়্যাহ]✕[নাফি']✕[ইবনু উমার (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ)-এর মাঝখান দিয়ে বের হয়ে চললেন, অতঃপর বললেন ঃ এভাবেই আমরা (কিয়ামাতের দিন) উত্থিত হবো।[৯৭]

١٠٠/٨ - حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ صَالِحُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ».

৮/১০০। ◊[আবূ শুআয়ব সালিহ বিন হায়সাম আল-ওয়াসিতী]✕[আবদুল কুদ্দূস বিন বাক্‌র বিন খুনাইস]✕[মালিক বিন মিগওয়াল]✕[আওন বিন আবূ জুহাইফাহ]✕[তার পিতা আবূ জুহাইফাহ (ওয়াহব বিন আবদুল্লাহ) (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আবূ বাক্‌র ও উমার নাবী-রসূলগণ ব্যতীত পূর্বাপর সকল যুগের বয়স্ক জান্নাতীদের নেতা হবে।[৯৮]

١٠١/٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ «عَائِشَةُ قِيلَ مِنْ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا».

৯/১০১। ◊[আহমাদ বিন আবদাহ ও হুসায়ন ইবনুল হাসান আল-মারওয়াযী]✕[মু'তামির বিন সুলায়মান]✕[হুমায়দ]✕[আনাস (বিন মালিক) (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কোন্ ব্যক্তি আপনার নিকট অধিক প্রিয়? তিনি বলেন, আয়িশাহ। আবার বলা হলো, পুরুষদের মধ্যে? তিনি বলেন, তার পিতা।[৯৯]

١٢. بَاب فَضْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

১২. অধ্যায় ঃ উমার (রাঃ)-এর সম্মান

١٠٢/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ «أَيُّ أَصْحَابِهِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ قَالَتْ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ قَالَتْ عُمَرُ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّهُمْ قَالَتْ أَبُو عُبَيْدَةَ».

---

৯৬. বুখারী ৩৬৭৭, মুসলিম ২৩৮৯, আহমাদ ৯০০। তাহকীক ঃ সহীহ।

৯৭. তিরমিযী ৩৬৬৯। মিশকাত ৬০৫৪, সহীহাহ ৮২৪, তাখরীজুল আহাদীসুল মুখতারাহ ৫১৯-৫২০। তাহকীক ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন মাসলামাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীসে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তাকে প্রত্যাখ্যান করাও যায়না আবার নির্ভর করাও যায় না।

৯৮. তাহকীক ঃ সহীহ।

৯৯. তিরমিযী ৩৮৯০। তাহকীক ঃ সহীহ।

১/১০২। ০(আলী বিন মুহাম্মাদ)X(আবূ উসামাহ)X(জুরাইরী (সাঈদ বিন ইয়াস))X(আবদুল্লাহ বিন শাকীক)X(বলেন, আমি আয়িশাহ (رضي الله عنها)-কে বললাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট তাঁর কোন্ সাহাবী সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন? তিনি বলেন, আবূ বাক্র (رضي الله عنه)। আমি আবার বললাম, তারপর তাদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, উমার (رضي الله عنه)। আমি আবার বললাম, অতঃপর তাদের মধ্যে কে? তিনি বলেন, আবূ উবায়দাহ (رضي الله عنه)।[১০০]

١٠٣/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ خِرَاشٍ الْحَوْشَبِيُّ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ».

২/১০৩। ০(ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আত-তলহী)X(আবদুল্লাহ বিন খিরাশ আল-হাওশাবী (তিনি দঈফ বা দুর্বল))X(আওওয়াম বিন হাওশাব)X(মুজাহিদ)X(ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما))০ তিনি বলেন, উমার (رضي الله عنه) ইসলাম গ্রহণ করলে জিবরীল (عليه السلام) অবতরণ করে বলেন, হে মুহাম্মাদ! 'উমারের ইসলাম কবূল করার সুসংবাদে ঊর্ধ্ব জগতের বাসিন্দারা আনন্দিত হয়েছে।[১০১]

١٠٤/٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُهُ الْحَقُّ عُمَرُ وَأَوَّلُ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَأَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ».

৩/১০৪। ০(ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আত-তলহী)X(দাঊদ বিন আত্বা আল-মাদীনী (তিনি যাঈফ))X(সালিহ বিন কায়সান)X(ইবনু শিহাব)X(সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব)X(উবাই বিন কা'ব (رضي الله عنه))০ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মহাসত্যবাদী সত্তা (আল্লাহ্) সর্বপ্রথম 'উমারের সাথে মুসাফাহা করবেন, তাকে সর্বপ্রথম সালাম করবেন এবং তার হাত ধরে সর্বপ্রথম তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১০২]

١٠٥/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ قَالَ حَدَّثَنِي الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً».

৪/১০৫। ০(মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আবূ উবায়দুল্লাহ আল-মাদীনী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন))X(আবদুল মালিক ইবনুল মাজিশূন (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করে দেন))X(যানজী বিন খালিদ (মুসলিম বিন খালিদ), তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন)X(হিশাম বিন উরওয়াহ)X(তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র))X(আয়িশাহ (رضي الله عنها))০ তিনি বলেন,

১০০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক ঃ সহীহ।

১০১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক ঃ খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন খিরাশ হাওশাবী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম বুখারী ও আবূ যুর'আহ আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নয়। ইবনু আম্মার বলেন, তিনি মিথ্যুক।

১০২. দঈফাহ ২৪৮৫। তাহকীক ঃ মুনকার। উক্ত হাদীসের রাবী দাঊদ বিন আত্বা আল-মাদীনী সম্পর্কে ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। আবূ হাতিম বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুর'আহ আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, হে আল্লাহ বিশেষভাবে উমার ইবনুল খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করুন।[১০৩]

١٠٦/٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَخَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ.

৫/১০৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শু'বাহ আমর বিন মুররাহ আবদুল্লাহ বিন সালামাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হলেন আবূ বাক্‌র (রাঃ) এবং আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর পরে উত্তম লোক হলেন উমার (রাঃ)।[১০৪]

١٠٧/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ فَقَالَتْ لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَبَكَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ أَعَلَيْكَ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ أَغَارُ».

৬/১০৭। মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস আল-মিসরী লায়স বিন সা'দ উকায়ল (বিন খালিদ) ইবনু শিহাব সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর দরবারে বসা ছিলাম। তিনি বলেন, একদা আমি স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতের মধ্যে দেখলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, এক মহিলা একটি প্রাসাদের নিকট বসে উদূ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রাসাদটি কার? মহিলা বললো, উমার (রাঃ)-এর। তখন 'উমারের আত্মমর্যাদাবোধের কথা আমার স্মরণ হলো এবং আমি সেখান থেকে পেছনে ফিরে এলাম। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, (এ কথা শুনে) উমার (রাঃ) কেঁদে দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আমি আপনার উপর কিভাবে আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করতে পারি।[১০৫]

١٠٨/٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ اللهَ وَضَعَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ».

৭/১০৮। আবূ সালামাহ ইয়াহইয়া বিন খালফ আবদুল আ'লা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) মাকহুল গুযাইফ ইবনুল হারিস আবূ যার (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা 'উমারের মুখে সত্যকে স্থাপন করেছেন এবং সেই সত্যের সাহায্যে সে কথা বলে।[১০৬]

---

১০৩. মিশকাত ৬০৩৬। তাহকীক ঃ খাস্‌সাহ শব্দটি ছাড়া সহীহ। উক্ত হাদীসে রাবী মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আবূ উবায়দুল্লাহ আল-মাদীনী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ২. আবদুল মালিক ইবনুল মাজিশূন সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীসের উপর নির্ভর করা যায় না। আস-সাজী বলেন, তার হাদীস দুর্বল।

১০৪. বুখারী ৩৬৭১, আবূ দাউদ ৪৬২৯। তাহকীক ঃ সহীহ।

১০৫. বুখারী ৩২৪২, মুসলিম ৪৩৯৫, আহমাদ ৮২৬৫। তাহকীক ঃ সহীহ।

১০৬. আহমাদ ২৯৬২ মিশকাত ৬০৩৪। তাহকীক ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু নুমায়র তাকে হাসান বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

١٣. بَاب فَضْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

১৩. অধ্যায় : উসমান (রাঃ)-এর সম্মান

١٠٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ».

১/১০৯। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ উসমান বিন খালিদ (তার হাদীস প্রত্যাখানযোগ্য) আবদুর রহমান বিন আবূ যিনাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তুবাগদাদ আগমনের পর তার স্মৃতি শক্তি পরিবর্তন হয়ে যায়) তার পিতা (আবূ যিনাদ) আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, জান্নাতে প্রত্যেক নাবীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে। সেখানে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হবে উসমান বিন আফ্‌ফান।[১০৭]

١١٠/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عُثْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ هَذَا جِبْرِيلُ أَخْبَرَنِي «أَنَّ اللهَ قَدْ زَوَّجَكَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِمِثْلِ صَدَاقِ رُقَيَّةَ عَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا».

২/১১০। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ উসমান বিন খালিদ (তার হাদীস প্রত্যাখানযোগ্য) আবদুর রহমান বিন আবূ যিনাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু বাগদাদ আগমনের পর তার স্মৃতি শক্তি পরিবর্তন হয়ে যায়) তার পিতা (আবূ যিনাদ) আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) মাসজিদের দরজায় উসমান (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ পেয়ে বলেন, হে উসমান! এই যে, জিবরীল (আঃ)। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে উম্মু কুলসুমের বিবাহ দিয়েছেন এবং তার মোহরও রুকাইয়ার মোহরের সমান।[১০৮]

---

১০৭. জামি সগীর দঈফ, দঈফা ২২৯২ দঈফ, যিলালিল জান্নাহ ১২৮৯। তাহকীক ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ উসমান বিন খালিদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি দুর্বল, তার অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা আছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আস-সাজী বলেন, তার নিকট তার বর্ণিত একাধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস সংরক্ষিত নয়। আল-উকায়লী বলেন, হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ ও আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি মালিক ও অন্যদের সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণেনা করে থাকেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। হাফিয বলেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। ২. আবদুর রহমান বিন আবূ যিনাদ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস।

১০৮. তিরমিযী ৩৩৭৯ সহীহ, দঈফাহ ৪৮২৪। তাহকীক ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ উসমান বিন খালিদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি দুর্বল, তার অনেক মুনকার হাদীস বর্ণনা আছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আস-সাজী বলেন, তার নিকট তার বর্ণিত একাধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস সংরক্ষিত নয়। আল-উকায়লী বলেন, হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ ও আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি মালিক ও অন্যদের সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণেনা করে থাকেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। হাফিয বলেন, সে হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। ২. আবদুর রহমান বিন আবূ যিনাদ সম্পর্কে

١١١/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى فَوَثَبْتُ فَأَخَذْتُ بِضَبْعَيْ عُثْمَانَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ هَذَا قَالَ هَذَا».

৩/১১১। ◊(আলী বিন মুহাম্মাদ)(আবদুল্লাহ বিন ইদরীস)(হিশাম বিন হাসসান)(মুহাম্মাদ বিন সীরীন)(কা'ব বিন উজরাহ (রাঃ))◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) অচিরেই সংঘটিতব্য একটি বিপর্যয়ের উল্লেখ করেন। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি মাথা নিচু করে চলে গেল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তখন এ ব্যক্তি সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আমি দ্রুত হেঁটে গিয়ে তার দু' কাঁধে হাত রাখতেই দেখলাম যে, তিনি উসমান (রাঃ)। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ফিরে এসে বললাম, ইনি কি সেই ব্যক্তি? তিনি বলেন, ইনিই সেই ব্যক্তি।[১০৯]

١١٢/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا عُثْمَانُ «إِنْ وَلَّاكَ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ يَوْمًا فَأَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تَخْلَعَ قَمِيصَكَ الَّذِي قَمَّصَكَ اللهُ فَلَا تَخْلَعْهُ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» قَالَ النُّعْمَانُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا مَنَعَكِ أَنْ تُعْلِمِي النَّاسَ بِهَذَا قَالَتْ أُنْسِيتُهُ.

৪/১১২। ◊(আলী বিন মুহাম্মাদ)(আবূ মুআবিয়াহ (মুহাম্মাদ বিন খাযিম))(ফারাজ বিন ফাদালাহ (তিনি দঈফ))(রাবীআহ বিন ইয়াযীদ দিমাশকী)(নু'মান বিন বাশীর (রাঃ))(আয়িশাহ (রাঃ))◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, হে উসমান! তোমাকে আল্লাহ তাআলা একদিন এই কাজের (খিলাফতের) দায়িত্বশীল করবেন। মুনাফিকরা ষড়যন্ত্র করে আল্লাহ প্রদত্ত তোমার এই জামা (খিলাফতের দায়িত্ব) তোমার থেকে খুলে ফেলতে চাইবে। তুমি কখনও তা খুলবে না। তিনি এ কথা তিনবার বলেন। নু'মান (রাঃ) বলেন, আমি আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, (বিদ্রোহ চলাকালে) জনসম্মুখে এ হাদীস বর্ণনা করতে আপনাকে কিসে বিরত রেখেছে? তিনি বলেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।[১১০]

١١٣/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلَا نَدْعُو لَكَ عُمَرَ فَسَكَتَ قُلْنَا أَلَا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ قَالَ نَعَمْ فَجَاءَ فَخَلَا بِهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَلِّمُهُ وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ» قَالَ قَيْسٌ فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ يَوْمَ الدَّارِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ وَقَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ قَالَ قَيْسٌ فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস।

১০৯. তিরমিযী ৩৭০৪। মিশকাত ৬০৬৭। তাহকীক ঃ সহীহ।

১১০. তিরমিযী ৩৭০৫। মিশকাত ৬০৬৮। তাহকীক ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ফারাজ বিন ফাদালাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, হাদীস বর্ণনায় তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বলেন, মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৫/১১৩। ◇[মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ]X[ওয়াকী']X[ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ]X[কায়স বিন আবূ হাযিম]X[আয়িশাহ (রাঃ)]◇ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর রোগশয্যায় বললেন ঃ আমি আশা করি যে, এ সময় আমার কোন সহাবী আমার নিকট উপস্থিত থাকুক। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি আপনার কাছে আবূ বাক্‌রকে ডেকে আনবো? তিনি নীরব থাকলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনার কাছে উমারকে ডেকে আনবো? তিনি এবারও নীরব থাকলেন। আমরা বললাম, আমরা কি আপনার নিকট উস্‌মানকে ডেকে আনবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর উস্‌মান (রাঃ) এলেন। তিনি তার সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন। উস্‌মান (রাঃ)-এর চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। কায়স (রহঃ) বলেন, আমার নিকট 'উসমানের মুক্ত দাস আবূ সাহ্‌লাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, উস্‌মান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকাকালে বললেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করবো। আলী বিন মুহাম্মাদ (রহঃ) তার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, উস্‌মান (রাঃ) বলেছেন, আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করবো। কায়স (রহঃ) বলেন, সহাবীদের মতে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে এটাই ছিল তাঁর একান্ত আলাপ।[১১১]

١٤. بَاب فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

১৪. অধ্যায় : আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)-এর সম্মান

١١٤/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ «عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ ﷺ أَنَّهُ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ».

১/১১৪। ◇[আলী বিন মুহাম্মাদ]X[ওয়াকী' ও আবূ মুআবিয়াহ এবং আবদুল্লাহ বিন নুমায়র]X[আ'মাশ]X[আদী বিন সাবিত]X[যিররি বিন হুবায়শ]X[আলী (রাঃ)]◇ তিনি বলেন, উম্মী নাবী (সাঃ) আমাকে অবগত করলেন যে, মু'মিন ব্যক্তিরাই আমাকে ভালবাসবে এবং মুনাফিকরাই আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে।[১১২]

١١٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ «أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى».

২/১১৫। ◇[মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার]X[মুহাম্মাদ বিন জা'ফার]X[শু'বাহ]X[সা'দ বিন ইবরাহীম]X[ইবরাহীম বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস]X[সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)]◇ নাবী (সাঃ) আলী (রাঃ)-কে বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার নিকট তুমি এরূপ স্থানের অধিকারী যেরূপ মূসা (আঃ)-এর নিকট হারূন (আঃ)-এর স্থান (মর্যাদা)?[১১৩]

---

১১১. আহমাদ ২৫২৬৯। মিশকাত ৬০৭০। তাহকীক ঃ সহীহ।

১১২. মুসলিম ৭৮, তিরমিযী ৩৭৩৬, নাসায়ী ৫০১৮, ৫০২২, আহমাদ ৬৪৩, ৭৩৩, ১০৬৫। সহীহাহ ১৮২০। তাহকীক ঃ সহীহ।

১১৩. বুখারী ৩৭০৬, মুসলিম ৩৪০৪/১-২, তিরমিযী ৩৭৩১, আহমাদ ১৪৬৬, ১৪৯৩, ১৫০৮, ১৫১২, ১৫৩৫, ১৫৫০, ১৫৮৭, ১৬০৩, ১৬১১; ইবনু মাজাহ ১২১। তাহকীক ঃ সহীহ।

١١٦/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَمَرَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ «أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ أَلَسْتُ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَذَا وَلِيُّ مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ».

৩/১১৬। ◇[আলী বিন মুহাম্মাদ]X[আবূল হুসায়ন (যায়দ ইবনুল হুবাব) তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্নাওরীর হাদীস্নের ক্ষেত্রে তিনি ভুল করেছেন]X[হাম্মাদ বিন সালামাহ্]X[আলী বিন যায়দ বিন জুদআন (দঈফ বা দুর্বল)]X[আদী বিন স্নাবিত]X[আল-বারা' বিন আযিব (রাঃ)]◇ তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে বিদায় হাজ্জে উপস্থিত ছিলাম। তিনি পথিমধ্যে এক স্থানে অবতরণ করেন, অতঃপর স্নলাতের জামাআতে একত্র হওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি আলী (রাঃ)-এর হাত ধরে বলেন, আমি কি মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের চাইতে অধিক ঘনিষ্ঠতর নই? তারা বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি আবার বলেন, আমি কি প্রত্যেক মু'মিনের নিকট তার নিজের চাইতে অধিক ঘনিষ্ঠতর নই? তারা বলেন, হ্যাঁ অবশ্যই। তিনি বলেন, আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু। হে আল্লাহ্! যে তাকে ভালোবাসে আপনি তাকে ভালোবাসুন। হে আল্লাহ! যে তার সাথে শত্রুতা করে আপনিও তার সাথে শত্রুতা করুন।[১১৪]

١١٧/٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ أَبُو لَيْلَى يَسْمُرُ مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ يَلْبَسُ ثِيَابَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ وَثِيَابَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ فَقُلْنَا لَوْ سَأَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ إِلَيَّ وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْمَدُ الْعَيْنِ «فَتَفَلَ فِي عَيْنِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ قَالَ فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلَا بَرْدًا بَعْدَ يَوْمِئِذٍ وَقَالَ لَأَبْعَثَنَّ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ لَيْسَ بِفَرَّارٍ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ».

৪/১১৭। ◇[উস্নমান বিন (মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম) লাকব আবূ শায়বাহ্]X[ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ্)]X[(মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান) ইবনু আবূ লাইলা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল)]X[হাকাম (বিন উতাইবাহ)]X[আবদুর রহমান বিন আবূ লাইলা]X[আলী (রাঃ)]◇ বলেন, আবূ লাইলা (রহঃ) আলী (রাঃ)-এর সাথে নৈশ আলাপ করতেন। আলী (রাঃ) শীতকালে গ্রীষ্মকালীন পোশাক এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন পোশাক পরিধান করতেন। আমরা বললাম, আপনি যদি তাকে জিজ্ঞেস করতেন! তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) খায়বারের যুদ্ধ চলাকালে আমাকে ডেকে পাঠান। তখন আমি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত। তিনি তাঁর মুখের লালা আমার চোখে লাগিয়ে দিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্! তার থেকে গরম ও ঠাণ্ডা দূরীভূত করে দাও। তিনি বলেন, সেদিন থেকে আমি না গরম অনুভব করছি, না ঠাণ্ডা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ নিশ্চয় আমি এমন এক ব্যক্তিকে অভিযানে পাঠাবো যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলও

---

১১৪. আহমাদ ১৮০১১। স্নহীহাহ ১৭৫০। তাহকীক ঃ স্নহীহ। উক্ত হাদীস্নের রাবী আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস্ন প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি স্নিকাহ স্নালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই।

তাকে ভালোবাসেন এবং সে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীও নয়। লোকেদের এই মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা হলো। তিনি আলী (ﷺ)-কে ডেকে পাঠান এবং তাকেই (সেনাবাহিনীর) পতাকা দান করেন।[১১৫]

١١٨/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا».

৫/১১৮। ❮মুহাম্মাদ বিন মূসা আল-ওয়াসিতী❯❮মুআল্লা বিন আবদুর রহ্মান (তিনি রাফিজি)❯❮বিন আবূ যি'ব❯❮নাফি'❯❮ইবনু উমার (ﷺ)❯ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, হাসান ও হুসায়ন জান্নাতী যুবকদের নেতা এবং তাদের পিতা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে।[১১৬]

١١٩/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا عَلِيٌّ».

৬/১১৯। ❮আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও সুওয়াইদ বিন সাঈদ ও ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন এবং পরে রাফেজী হয়ে যান)❯❮শারীক (বিন আবদুল্লাহ)❯❮আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ)❯❮হুবশী বিন জুনাদাহ (ﷺ)❯ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি আলী আমার থেকে এবং আমি তার থেকে। আলীই আমার পক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করতে পারে।[১১৭]

١٢٠/٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَأَخُو رَسُولِهِ ﷺ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ.

৭/১২০। ❮মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আর-রাযী❯❮উবায়দুল্লাহ বিন মূসা❯❮আলা' বিন স্বালিহ❯❮মিনহাল (বিন আমর) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)❯❮আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ❯বলেন, আলী (ﷺ)❯ বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর ভাই। আমি পরম সত্যবাদী। আমার পরে কেবল মিথ্যাবাদীই এই (খেতাব) দাবি করবে। আমি লোকেদের সাত বছর পূর্বেই স্বলাত আদায় করেছি।[১১৮]

---

১১৫. আহমাদ ৭৮০। তাহকীক ঃ হাসান। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে আল-আজালী বলেন, তিনি সত্যবাদী। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে অধিক দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।

১১৬. স্বহীহাহ ৯৭৯। তাহকীক ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআল্লা বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার হাদীস্র দুর্বল এবং তার ব্যাপারে হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। ইবনু আদী বলেন, আশা করি তেমন কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল ও মিথ্যুক। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১১৭. তিরমিযী ৩৭১৯। মিশকাত ৬০৮৩। স্বহীহাহ ১৭৮০। তাহকীক ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী। আবূ হাতিম ও মুতায়্যান তাকে সত্যবাদী বলেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন।

১১৮. দঈফা ৪৯৪৭ মাওযু, যিলাযিল জান্নাহ ১৩২৪। তাহকীক ঃ বাতিল। উক্ত হাদীস্রের রাবী মিনহাল সম্পর্কে ইবনু মাঈন, ইমাম নাসায়ী ও আল-আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি সত্যবাদী। জাওযুজানী বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।

١٢١/٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ».

৮/১২১। ◊(আলী বিন মুহাম্মাদ)(আবূ মুআবিয়াহ)(মূসা বিন মুসলিম)(আবদুর রহমান) বিন সাবিত)(সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)) ◊ তিনি বলেন, মুআবিয়াহ (রাঃ) একবার হাজ্জ করতে আসেন। সা'দ (রাঃ) তার নিকট উপস্থিত হলে লোকেরা আলী (রাঃ) সম্পর্কে (অশোভন) উক্তি করে। এতে সা'দ (রাঃ) অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, তোমরা এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি করলে যার সম্পর্কে আমি রসূলূল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি যার বন্ধু, আলী তার বন্ধু। আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আরো বলতে শুনেছি ঃ তুমি আমার কাছে ঐরূপ যেরূপ ছিলেন হারূন (আলাইহিস সালাম) মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট। তবে আমার পরে কোন নাবী নেই। আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আরো বলতে শুনেছি ঃ আজ (খায়বার যুদ্ধের দিন) আমি অবশ্যই এমন ব্যক্তির হাতে (যুদ্ধের) পতাকা অর্পণ করবো, যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে।[১১৯]

١٥. بَاب فَضْلِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

১৫. অধ্যায় : যুবায়র (রাঃ)-এর সম্মান

١٢٢/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا فَقَالَ مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّ وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ».

১/১২২। ◊(আলী বিন মুহাম্মাদ)(ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ))(সুফইয়ান (বিন সাঈদ))(মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির)(জাবির (রাঃ)) ◊ তিনি বলেন, বনূ কুরায়যার যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ কে আমাদের নিকট (কাফির) সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে? যুবায়র (রাঃ) বলেন, আমি। তিনি পুনরায় বলেন, কে আমাদের নিকট (কাফির) সম্প্রদায়ের তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে? যুবায়র (রাঃ) বলেন, আমি। এভাবে তিনবার এ কথার পুনরাবৃত্তি হয়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, প্রত্যেক নাবীর হাওয়ারী (জানবাজ সহচর) ছিল, আমার হাওয়ারী হলো যুবায়র।[১২০]

١٢٣/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ لَقَدْ «جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ».

২/১২৩। ◊(আলী বিন মুহাম্মাদ)(আবূ মুআবিয়া)(হিশাম বিন উরওয়াহ)(তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র)(আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র)(যুবায়র (ইবনুল আওওয়াম) (রাঃ)) ◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদের যুদ্ধের দিন তাঁর পিতামাতাকে আমার জন্য একত্র (উল্লেখ) করেন।[১২১]

---

১১৯. বুখারী ৩৭০৬, মুসলিম ৩৪০৪/১-২, তিরমিযী ৩৭৩১, আহমাদ ১৪৬৬, ১৪৯৩, ১৫০৮, ১৫১২, ১৫৩৫, ১৫৫০, ১৫৮৭, ১৬০৩, ১৬১১; ইবনু মাজাহ ১১৫। সহীহাহ ৪/৩৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১২০. বুখারী ২৮৪৬, মুসলিম ২৪১৫, তিরমিযী ৩৭৪৫, আহমাদ ১৩৮৮৫, ১৩৯৬৫, ১৪২২৩, ১৪৫১৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১২১. বুখারী ৩৭২০, মুসলিম ২৪১৬, তিরমিযী ৩৭৪৩, আহমাদ ১৪১১, ১৪২৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٢٤/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَهَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عُرْوَةُ كَانَ أَبَوَاكَ مِنْ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ أَبُو بَكْرٍ وَالزُّبَيْرُ.

৩/১২৪। হিশাম বিন আম্মার ও হাদিয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহহাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয্-যুবায়র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশাহ আমাকে বললেন, হে উরওয়াহ! তোমার দু'জন পিতৃপুরুষ সেই লোকেদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ঃ "যারা ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে" (সূরাহ আল ইমরান ঃ ১৭২)। অর্থাৎ আবূ বাক্র ও যুবায়র।[১২২]

١٦. بَاب فَضْلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

১৬. অধ্যায় : তালহাহ্ বিন উবায়দুল্লাহ -এর সম্মান

١٢٥/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ طَلْحَةَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ».

১/১২৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ আল-আওদী ওয়াকী' সালত (বিন দীনার) আল-আযদী (তিনি মাতরূক অর্থাৎ প্রত্যাখানযোগ্য) আবূ নাদরাহ (মুনযির বিন মালিক) জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তালহাহ নাবী -এর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বলেন, একজন শহীদ যমীনের বুকে বিচরণ করছে।[১২৩]

١٢٦/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ «نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى طَلْحَةَ فَقَالَ هَذَا مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ».

২/১২৬। আহমাদ ইবনুল আযহার আমর বিন উস্মান (তিনি দঈফ) যুহায়র বিন মুআবিয়াহ ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ (তিনি দঈফ) মূসা বিন তালহাহ মুআবিয়াহ বিন আবূ সুফ্ইয়ান তিনি বলেন, নাবী তালহাহহ্ -এর দিকে তাকিয়ে বলেন, যারা নিজেদের মানৎ পূর্ণ করেছে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।[১২৪]

---

১২২. বুখারী ৪০৭৭, মুসলিম ২৪১৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হাদীয়্যাহ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে আবূ বাকর বিন আবূ আসিম ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সিকাহ তবে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র তিনি তার ব্যাপারে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন।

১২৩. তিরমিযী ৩৭৩৯। সহীহাহ ১২৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী সালত বিন দীনার সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য এবং মানুষেরা তার হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দীলল গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান ও আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। হাদীসটির ৭৪টি শাহিদ হাদীস্র রয়েছে তন্মধ্যে তিরমিযীতে ৫টি ইবনু মাজাহয় ৩টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত রয়েছে।

১২৪. তিরমিযী ৩২০২, সহীহাহ ১২৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আমর বিন উস্মান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু আদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। ইমাম নাসায়ী

١٢٧/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْحَقُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ».

৩/১২৭। [আহমাদ বিন সিনান] [ইয়াযীদ বিন হারূন] [ইসহাক (বিন ইয়াহইয়া) (তিনি দঈফ)] মূসা বিন তলহাহ্ [বলেন, আমরা মুআবিয়াহ (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যারা নিজেদের মানৎ পূর্ণ করেছে, তালহাহহ তাদের অন্তর্ভুক্ত।[১২৫]

١٢٨/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ «رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقَى بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ».

৪/১২৮। [আলী বিন মুহাম্মাদ] [ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ)] [ইসমাঈল (বিন আবূ খালিদ)] কায়স (বিন আবূ হাযিম)] [বলেন, আমি তালহাহহ্ (রাঃ)-এর কর্তিত হাত দেখেছি, যা দ্বারা তিনি উহূদের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর (প্রতি আক্রমণ) প্রতিহত করেছিলেন।[১২৬]

١٧. بَاب فَضْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

১৭. অধ্যায় : সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর সম্মান

١٢٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ يَوْمَ أُحُدٍ «ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

১/১২৯। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার] [মুহাম্মদ বিন জা'ফার] [শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ)] [সা'দ বিন ইবরাহীম] [আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ] [আলী (রাঃ)] তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সা'দ বিন মালিক ব্যতীত অপর কারো জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্রে উল্লেখ করতে দেখিনি। তিনি উহূদের যুদ্ধ চলাকালে তাকে বলেন, হে সা'দ! তীর নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।[১২৭]

বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-আযদী বলেন, তার হাদীস দুর্বল। ২. ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, মুনকারুল হাদীস ও তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। হাদীসটির ৭৪টি শাহিদ হাদীস রয়েছে তন্মধ্যে তিরমিযীতে ৫টি ইবনু মাজাহয় ৩টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত রয়েছে।

১২৫. তিরমিযী ৩২০২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ইসহাক (বিন ইয়াহইয়া) সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে আমরা কেউ হাদীস বর্ণনা করিনি। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, মুনকারুল হাদীস ও তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি স্যাথাবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। হাদীসটির ৭৪টি শাহিদ হাদীস রয়েছে তন্মধ্যে তিরমিযীতে ৫টি ইবনু মাজাহয় ৩টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

১২৬. বুখারী ৩৭২৪, আহমাদ ১৩৮৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১২৭. বুখারী ২৯০৫, মুসলিম ২৪১১, তিরমিযী ২৮২৮-২৯, ২৭৫৩, ৩৭৫৫; আহমাদ ৭১১, ১০২০, ১১৫১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٣٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ لَقَدْ جَمَعَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَبَوَيْهِ فَقَالَ «ارْمِ سَعْدُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

২/১৩০। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস্ব (রাঃ) হিশাম বিন আম্মার হাতিম বিন ইসমাঈল ও ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস্ব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ (ﷺ) উহুদের দিন যুদ্ধ চলাকালে আমার জন্য তাঁর পিতা-মাতাকে একত্র করেছেন। তিনি বলেন, হে সা'দ! তীর নিক্ষেপ করো, আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত হোক।[১২৮]

١٣١/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَخَالِي يَعْلَى وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ إِنِّي لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ.

৩/১৩১। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ও আমার খালু ইয়া'লা এবং ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ ইসমাঈল কায়স (বিন আবূ হাযিম) বলেন, আমি সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস্ব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমিই আল্লাহ্‌র রাস্তায় তীর বর্ষণকারী প্রথম আরব।[১২৯]

١٣٢/٤ - حَدَّثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ.

৪/১৩২। মাসরূক বিন মারযুবান ইয়াহইয়া বিন আবূ যায়িদাহ হাশিম বিন হাশিম সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস্ব (রাঃ) বলেছেন, যেদিন আমি ইসলাম গ্রহণ করি, সেদিন আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু আমি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সাত দিন যাবৎ গোপন রাখি। আমি ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় ব্যক্তি।[১৩০]

١٨. بَاب فَضَائِلِ الْعَشَرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

১৮. অধ্যায় : জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবা (রাঃ)-দের সম্মান

١٣٣/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو الْمُثَنَّى النَّخَعِيُّ عَنْ جَدِّهِ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَاشِرَ عَشَرَةٍ فَقَالَ «أَبُو

---

১২৮. বুখারী ৩৭২৫, মুসলিম ২৪১২, তিরমিযী ২৮৩০, ৩৭৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল।

১২৯. বুখারী ৩৭২৮, ৬৪৫৩, মুসলিম ২৯৬৬, তিরমিযী ২৩৬৫-৬৬, আহমাদ ১৫৭০, ১৬২১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩০. বুখারী ৩৭২৬-২৭, ৩৭৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ مَنْ التَّاسِعُ قَالَ أَنَا».

১/১৩৩। হিশাম বিন আম্মার ঈসা বিন যূনুস সাদাকাহ বিন মুসান্না আবূল মুসান্না আন-নাখঈ তার দাদা রিয়াহ ইবনুল হারিস সাঈদ বিন যায়দ বিন আমর বিন নুফাইল (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দশ ব্যক্তির মধ্যে দশম জন। তিনি বলেন, আবূ বাক্র জান্নাতী, উমার জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহাহ্ জান্নাতী, যুবায়র জান্নাতী, সা'দ জান্নাতী ও আবদুর রহমান বিন আওফ জান্নাতী। সাঈদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, আমি।[১৩১]

١٣٤/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ظَالِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ «اثْبُتْ حِرَاءُ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ أَوْ شَهِيدٌ وَعَدَّهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ».

২/১৩৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার (মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম) বিন আবূ আদী শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) হুসায়ন (বিন আবদুর রহমান) হিলাল বিন ইয়াসাফ আবদুল্লাহ বিন যালিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল বলেছেন) সাঈদ বিন যায়দ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দেই যে, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ হে হেরা (পর্বত)! স্থির হও। কেননা তোমার উপর একজন নাবী, একজন পরম সত্যবাদী ও একজন শহীদ রয়েছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের নাম ধরে গণনা করেন ঃ আবূ বাক্র, উমার, উসমান, আলী, তালহাহ্, যুবায়র, সা'দ, বিন আওফ ও সাঈদ বিন যায়দ।[১৩২]

١٩. بَاب فَضْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

১৯. অধ্যায় : আবূ উবায়দাহ্ বিন জাররাহ (রাঃ)-এর সম্মান

١٣٥/١ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ «سَأَبْعَثُ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينٍ قَالَ فَتَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ».

১/১৩৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) সুফইয়ান (বিন সাঈদ) আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ) সিলাহ বিন যুফার হুযাইফাহ (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ) সিলাহ বিন যুফার হুযায়ফাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) নাজরানবাসীদের বলেন, আমি অচিরেই

---

১৩১. তিরমিযী ৩৭৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৩২. তিরমিযী ৩৭৫৭, আবূ দাউদ ৪৬৪৮, আহমাদ ১৬৩৪। সহীহাহ ৮৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন যালিম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান ও আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী ও আল-আকালী তাকে দুর্বল বলেছেন।

তোমাদের সাথে একজন আমানাতদার (বিশ্বস্ত) লোক পাঠাচ্ছি, যে সত্যিকারের আমানাতদার (বিশ্বস্ত)। (রাবী বলেন), লোকেরা এই মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করছিল। অতঃপর তিনি আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে পাঠান।[১৩৩]

١٣٦/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ «هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ».

২/১৩৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া বিন আদাম ইসরায়ীল (বিন য়ূনুস) আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ) সিলাহ বিন যুফার আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে **বললেন** : এ ব্যক্তি হলো এ উম্মাতের আমানাতদার (পরম বিশ্বস্ত ব্যক্তি)।[১৩৪]

٢٠. بَاب فَضْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২০. অধ্যায় : আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর সম্মান

١٣٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْ كُنْتُ مُسْتَخْلِفًا أَحَدًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَاسْتَخْلَفْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ».

১/১৩৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) আবূ ইসহাক হারিস (আবদুল্লাহ) (শা'বী তার রেওয়ায়তে উক্ত রাবীকে মিথ্যুক বলেছেন) আলী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি যদি পরামর্শ না করেই কাউকে খলীফা নিযুক্ত করতাম, তাহলে বিন উম্মে আব্দকেই খলীফা নিযুক্ত করতাম।[১৩৫]

١٣٨/٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَشَّرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ».

২/১৩৮। হাসান বিন আলী খাল্লাল ইয়াহইয়া বিন আদাম আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ আসিম (বিন বাহদালাহ) যির (বিন হুবায়শ) আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ) তাকে সুসংবাদ দেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে চায়, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে, সে যেন ইবনু উম্মে আব্দ-এর পাঠ মোতাবেক তিলাওয়াত করে।[১৩৬]

---

১৩৩. বুখারী ৩৭৪৫, মুসলিম ২৪২০, তিরমিযী ৩৭৯৬, আহমাদ ২২৭৬১, ২২৮৬৮, ২২৮৮৮, ২২৮৯৮। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

১৩৪. আহমাদ ৩৯২০। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

১৩৫. তিরমিযী ৩৮০৮, আহমাদ ৫৬৭, ৫৪৮, ৫৫৪। মিশকাত ৬২২২, দঈফাহ ২৩২৭। তাহকীক আলবানী : দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী হারিস (আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে সিকাহ বললেও আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়।

১৩৬. আহমাদ ৩৬, ১৭৬। সহীহাহ ২৩০১। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

١٣٩/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَأَنْ تَسْمَعَ سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاكَ».

৩/১৩৯। ০(আলী বিন মুহাম্মাদ)(আবদুল্লাহ বিন ইদরীস)(হাসান বিন উবায়দুল্লাহ)(ইবরাহীম বিন সুওয়ায়দ)(আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ)(আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ))০ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তোমার জন্য পর্দা (বাধা) তুলে নেয়া হয়েছে। তাই তুমি আমার নিকট এসে আমার গোপন কথা শুনতে পারো, যাবত না আমি তোমাকে নিষেধ করি।[১৩৭]

٢١. بَاب فَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২১. অধ্যায় : আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-এর সম্মান

١٤٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنَّا نَلْقَى النَّفَرَ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَأَوْا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُمْ وَاللهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّهُمْ لِلهِ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي».

১/১৪০। ০(মুহাম্মাদ বিন তরীফ)(মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মাতাবলম্বী))(আ'মাশ)(আবূ সাবরাহ আন-নাখঈ (মাকবূল))(মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী)(আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ))০ তিনি বলেন, আমরা কুরায়শ গোত্রের লোকেদের সমাবেশে তাদের পারস্পরিক আলোচনাকালে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা তাদের আলোচনা বন্ধ করে দিত। আমরা বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, লোকেদের কী হলো যে, তাদের পারস্পরিক আলোচনাকালে আমার আহ্লে বাইতের কোন লোককে দেখলে তারা তাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়? আল্লাহ্র শপথ! কোন ব্যক্তির অন্তরে ঈমান প্রবেশ করতে পারে না যতক্ষণ না সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার সাথে তাদের আত্মীয় সম্পর্কের কারণে তাদেরকে ভালোবাসবে।[১৩৮]

١٤١/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَمَنْزِلِي وَمَنْزِلُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُجَاهَيْنِ وَالْعَبَّاسُ بَيْنَنَا مُؤْمِنٌ بَيْنَ خَلِيلَيْنِ».

২/১৪১। ০(আবদুল ওয়াহহাব বিন দহহাক (তিনি মাতরূক অর্থাৎ প্রত্যাখানযোগ্য))(ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন))(স্রফওয়ান বিন আমর)(আবদুর রহমান ইবনুয-যুবায়র বিন নুফায়র)(কাস্রীর বিন মুররাহ আল-হাদরামী)(আবদুল্লাহ্

---

১৩৭. মুসলিম ২১৬৯, আহমাদ ৩৬৭৫, ৩৭২৪, ৩৮২৩। স্রহীহাহ ১৪২৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্রহীহ।

১৩৮. আহমাদ ১৭৭৫। দঈফা ৪৪৩০ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী।

বিন আম্‌র (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রিয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, যেমন ইবরাহীম (আঃ)-কে তিনি বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিয়ামাতের দিন জান্নাতে আমি ও ইবরাহীম (আঃ) সামনাসামনি আসনে উপবিষ্ট থাকবো এবং আব্বাস (রাঃ) আমাদের দু'জনের মাঝে একজন মু'মিন হিসাবে অবস্থান করবেন।[১৩৯]

٢٢. بَاب فَضْلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

২২. অধ্যায় : হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-এর সম্মান

١٤٢/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلْحَسَنِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ وَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ».

১/১৪২। আহমাদ বিন আবদাহ > সুফয়ান বিন উয়ায়নাহ > উবায়দুল্লাহ বিন আবূ ইয়াযীদ > নাফি' ইবনুয-যুবায়র > আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) হাসান (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, হে আল্লাহ্! আমি অবশ্যই হাসানকে ভালোবাসি। অতএব আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং যারা তাকে ভালোবাসে আপনি তাদেরও ভালোবাসুন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরেন।[১৪০]

١٤٣/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ أَبِي الْجَحَّافِ وَكَانَ مَرْضِيًّا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي».

২/১৪৩। আলী বিন মুহাম্মাদ > ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) > সুফইয়ান (বিন সাঈদ) > দাঊদ বিন আবূ আওফ আবূল জাহ্হাফ (শা'বী তাকে সত্যবাদী বলেছেন কিন্তু কখনো কখনো তিনি ভুল করেন) > আবূ হাযিম > আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি হাসান ও হুসায়নকে ভালোবাসে, সে আমাকেই ভালোবাসে এবং যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করে।[১৪১]

---

১৩৯. জামি সগীর ১৫৩০, ১৫৩১, ২৪৪৫, ২৭৪৫; দঈফা ১৬০৫, ৩০৩৪; আস সহীহ্ ৭৬। তাহকীক আলবানী ঃ মওযূ'। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুল ওয়াহহাব বিন দহহাক সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার নিকট আশ্চর্য ধরনের হাদীস সমুহ পাওয়া যায়। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। সালিহ জাযারাহ বলেন, মুনকারুল হাদীস অন্যত্র বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন, তার হাদীস প্রত্যাখনযোগ্য। মুহাম্মাদ বিন আওফ বলেন, তিনি একাধিক হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন তার কিছু হাদীসের ব্যাপারে অনুসরণ করা যাবে না। ২. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

১৪০. বুখারী ২১২২, ৫৮৮৪; মুসলিম ২৪২১, আহমাদ ৭৩৫০, ৮১৮০, ১০৫১০। সহীহাহ ২৮০৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪১. আহমাদ ৭৮১৬, ১০৪৯১। আহকামুল জানায়িয ১০১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী দাঊদ বিন আবূ আওফ আবূল জাহ্হাফ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন।

١٤٤/٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَ الْقَوْمِ وَبَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ «حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ».

١٤٤/٣ (١) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ مِثْلَهُ.

৩/১৪৪। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম (তিনি সত্যবাদী কিন্তুস্মৃতি শক্তি দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন উস্রমান বিন খুসাইম সাঈদ বিন আবূ রাশিদ (মাকবূল) ইয়ালা বিন মুররাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তাঁরা নাবী (সাঃ)-এর সাথে তাঁকে প্রদত্ত এক আহারের দাওয়াতে রওনা হন। তখন হুসায়ন (রাঃ) গলির মধ্যে খেলাধূলা করছিলেন। রাবী বলেন, নাবী (সাঃ) লোকেদের অগ্রভাগে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর দু' হাত বিস্তার করে দিলেন। বালকটি এদিক ওদিক পালাতে থাকলো এবং নাবী (সাঃ) তাকে হাসাতে হাসাতে ধরে ফেলেন। **এরপর তিনি তাঁর এক হাত ছেলেটির চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অপর হাত তার মাথার তালুতে রাখলেন, অতঃপর তাকে চুমা দিলেন এবং বললেন ঃ হুসায়ন আমার থেকে এবং আমি হুসায়ন থেকে। যে ব্যক্তি হুসায়নকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসেন। হুসায়ন আমার নাতিদের একজন।**

১৪৪ (ক)। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফ্ইয়ান (রহঃ) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস্রের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১৪২]

١٤٥/٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ صُبَيْحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَنَا «سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ».

৪/১৪৫। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল ও আলী ইবনুল মুনযির আবূ গাসসান আসবাত বিন নাস্র (তিনি সত্যবাদী কিন্তু অধিক ভূল করেন) সুদ্দী (ইসমাঈল বিন আবদুর রহমান) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) উম্মু সালামাহ এর 'মাওলা' সুবায়হ (মাকবূল) যায়দ বিন আরকাম (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলী, ফাতিমাহ, হাসান ও হুসায়ন (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, যারা তোমাদের শান্তি ও স্বস্তিতে রাখবে, আমিও তাদের শান্তিতে রাখবো এবং যারা তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, আমিও তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো।[১৪৩]

---

১৪২. তিরমিযী ৩৭৭৫, আহমাদ ১৭১১১। সহীহাহ ১২১৮। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে স্রিকাহ বললেও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি উবায়দুল্লাহ থেকে মুনকারভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ ও আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ।

১৪৩. তিরমিযী ৩৮৭০। মিশকাত ৬১৪৫, দঈফাহ ৬০২৮। তাহকীক আলবানী ঃ দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আসবাত বিন নাস্র সম্পর্কে মূসা বিন হারূন বলেন, তেমন কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ২. সুদ্দী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বললেও ইবনু আদী

٢٣. بَاب فَضْلِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ

২৩. অধ্যায় : আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)-এর সম্মান

١٤٦/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «ائْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ».

১/১৪৬। উসমান বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান (বিন সাঈদ) আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ) হানী বিন হানী (মাজহুল বা অপরিচিত) আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) প্রবেশানুমতি চাইলেন। নাবী (সাঃ) বলেন, তাকে অনুমতি দাও। এই পাক ও পবিত্র ব্যক্তিকে স্বাগতম।[১৪৪]

١٤٧/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ دَخَلَ عَمَّارٌ عَلَى عَلِيٍّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالطَّيِّبِ الْمُطَيَّبِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مُلِئَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ».

২/১৪৭। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহ্‌দমী আস্‌সাম বিন আলী আ'মাশ আবূ ইসহাক হানী বিন হানী (মাজহুল বা অপরিচিত) আলী (রাঃ) (হানী) বলেন, আম্মার (রাঃ) আলী (রাঃ) এর নিকট প্রবেশ করলে তিনি বলেন, এই পাক-পবিত্র ব্যক্তিকে স্বাগতম। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আম্মার এমন একটি পাত্র যার গলা পর্যন্ত ঈমানে ভরপুর।[১৪৫]

١٤٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَمَّارٌ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلَّا اخْتَارَ الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا».

৩/১৪৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা আবদুল আযীয বিন সিয়াহ হাবীব বিন আবূ সাবিত আতা' বিন ইয়াসার আয়িশাহ (রাঃ) আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) আবদুল আযীয বিন সিয়াহ হাবীব বিন আবূ সাবিত আতা' বিন ইয়াসার আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আম্মার এমন ব্যক্তি, যাকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হলে সে অধিকতর হিদায়াতপূর্ণ বিষয়টি গ্রহণ করে।[১৪৬]

বলেন, হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস দুর্বল। ৩. সুবায়হ সম্পর্কে অনেকে তাকে অপরিচিত বললেও ইমাম যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

১৪৪. তিরমিযী ৩৭৯৮, আহমাদ ৭৮১। মিশকাত ৬২২৬, সহীহা ২/৪৬৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হানী বিন হানী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও ইমাম শাফিঈ বলেন, তার পরিচয় জানা যায়নি। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম নাসায়ী বলেন তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৪৫. তিরমিযী ৩৭৯৮, আহমাদ ৭৮১। সহীহা ৮০৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হানী বিন হানী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও ইমাম শাফিঈ বলেন, তার পরিচয় জানা যায়নি। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম নাসায়ী বলেন তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই।

১৪৬. তিরমিযী ৩৭৯৯। সহীহাহ ৮৩৫, মিশকাত ৬২২৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٢٤. بَاب فَضْلِ سَلْمَانَ وَأَبِي ذَرٍّ وَالْمِقْدَادِ

২৪. অধ্যায় : সালমান, আবূ যার ও মিকদাদ (রাঃ)-এর সম্মান

١٤٩/١ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِحُبِّ أَرْبَعَةٍ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ قَالَ عَلِيٌّ مِنْهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَأَبُو ذَرٍّ وَسَلْمَانُ وَالْمِقْدَادُ».

১/১৪৯। ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) ও সুওয়াইদ বিন সাঈদ শারীক (বিন আবদুল্লাহ) তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন আবূ রাবীআহ আল-আইদী (মাকবূল) (আবদুল্লাহ) বিন বুরাইদাহ তার পিতা (বুরাইদাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা চার ব্যক্তিকে ভালোবাসতে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাকে অবহিত করেছেন যে, তিনিও তাদের ভালোবাসেন। বলা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল! তারা কারা? তিনি বলেন, আলী তাদের অন্তর্ভুক্ত। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন। (অপর তিনজন) আবূ যার, সালমান ও মিকদাদ।[১৪৭]

١٥٠/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ «كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَظْهَرَ إِسْلَامَهُ سَبْعَةٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأُمُّهُ سُمَيَّةُ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ وَالْمِقْدَادُ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَنَعَهُ اللهُ بِعَمِّهِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللهُ بِقَوْمِهِ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذَهُمْ الْمُشْرِكُونَ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَاعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا إِلَّا بِلَالًا فَإِنَّهُ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللهِ وَهَانَ عَلَى قَوْمِهِ فَأَخَذُوهُ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ».

২/১৫০। আহমাদ বিন সাঈদ দারিমী ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র যায়িদাহ বিন কুদামাহ আসিম বিন আবূন নাজূদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যির বিন হুবায়শ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তিনি বলেন, সর্বপ্রথম সাত ব্যক্তি তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। তারা হলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ), আবূ বাক্র (রাঃ), আম্মার (রাঃ), তার মাতা সুমাইয়্যাহ (রাঃ), সুহায়ব (রাঃ), বিলাল (রাঃ) ও মিকদাদ (রাঃ)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা আবূ তালিবের মাধ্যমে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা আবূ বাক্র (রাঃ)-এর নিরাপত্তার

---

১৪৭. তিরমিযী ৩৭১৮, আহমাদ ২২৪৫৯, ২২৫০৫; দঈফাহ ১৫৪৯। জামি সগীর ১৫৬৬, তিরমিযী ৩৭১৮ দঈফ, মিশকাত ৬২৪৯, দঈফা ৪/১৫৪৯, ৭/৩১২৮। তাহকীক আলবানী ঃ দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী, আবূ হাতিম আর-রাযী ও মুতায়্যান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। ২. শারীক সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু যখন তার হাদীস্র স্নিকাহ রাবীর বিপরীত হয় তখন তিনি তার মত পরিবর্তন করে নেন এটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি স্নিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তাকে হাদীস্রে সংমিশ্রণ করতে দেখেছি। ৩. আবূ রাবীআহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ব্যবস্থা করেন তার স্বগোত্রীয়দের দ্বারা। অবশিষ্ট সকলকে মুশরিকরা আটক করে। তারা তাদেরকে লৌহবর্ম পরিধান করিয়ে প্রখর রোদের মাঝে চিৎ করে শুইয়ে দিত। তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যাকে দিয়ে তারা তাদের ইচ্ছানুসারে স্বীকারোক্তি করায়নি। কেবল বিলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজেকে আল্লাহ্র রাস্তায় অপমানিত করেন এবং লোকেরাও তাকে অপমানিত করে। তারা তাকে আটক করে বালকদের হাতে তুলে দেয়। তারা তাকে নিয়ে মাক্কাহ্র অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতো এবং তিনি শুধু আহাদ আহাদ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) বলতেন।[১৪৮]

١٥١/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا مَا وَارَى إِبِطُ بِلَالٍ».

৩/১৫১। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', হাম্মাদ বিন সালামাহ, সাবিত (বিন আসলাম), আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **অবশ্যই আল্লাহ্র পথে আমাকে যতটা নির্যাতন করা হয়েছে, অপর কাউকে সেরূপ নির্যাতন করা হয়নি এবং আমাকে আল্লাহ্র পথে যতটা ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়েছে, অপর কাউকে সেরূপ ভীত-সন্ত্রস্ত করা হয়নি। আমার ও বিলালের উপর দিয়ে তিন তিনটি রাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বিলালের বগলের নিচে দাবিয়ে রাখা সামান্য খাদ্য ছাড়া এমন কোন খাদ্য ছিল না যা কোন প্রাণী খেতে পারে।**[১৪৯]

٢٥. بَاب فَضَائِلِ بِلَالٍ

২৫. অধ্যায় : বিলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সম্মান

١٥٢/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ شَاعِرًا مَدَحَ بِلَالَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ خَيْرُ بِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَبْتَ لَا بَلْ بِلَالُ رَسُولِ اللهِ خَيْرُ بِلَالٍ.

১/১৫২। আলী বিন মুহাম্মাদ, আবূ উসামাহ (হাম্মাদ বিন উসামাহ), উমার বিন হামযাহ (দুর্বল), সালিম (বিন আবদুল্লাহ বিন উমার ইবনুল খাত্তাব), ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) (সালিম) বলেন, জনৈক কবি বিলাল বিন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর প্রশংসা করে বলেন, বিলাল বিন আবদুল্লাহ হলেন সর্বোত্তম বিলাল। তখন ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, তুমি মিথ্যা বলছো। না, বরং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিলালই হলেন সর্বোত্তম বিলাল।[১৫০]

٢٦. بَاب فَضَائِلِ خَبَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

২৬. অধ্যায় : খাব্বাব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সম্মান

১৪৮. আহমাদ ৩৮২২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আসিম বিন আবূন নাজূদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ তবে অধিক ভুল করেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই।

১৪৯. তিরমিযী ২৪৭২। মিশকাত ৫২৫৩, সহীহাহ ২২২২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫০. তাহকীক আলবানী ঃ দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী উমার বিন হামযাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

١٥٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ جَاءَ خَبَّابٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ ادْنُ فَمَا أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَذَا الْمَجْلِسِ مِنْكَ إِلَّا عَمَّارٌ فَجَعَلَ خَبَّابٌ يُرِيهِ آثَارًا بِظَهْرِهِ مِمَّا عَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ.

১/১৫৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) সুফয়ান (বিন সাঈদ) আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ) আবূ লায়লা আল-কিন্দী (সালামাহ বিন মুআবিয়াহ) বলেন, খাব্বাব (ইবনুল আরাত) উমার -এর নিকট এলে তিনি বলেন, কাছে এসো। তোমার চেয়ে উপযুক্ত এই মজলিসে যোগদানকারী আর কেউ নেই, আম্মার ব্যতীত। খাব্বাব তার পিঠে মুশরিকদের বীভৎস শাস্তির দাগসমূহ তাঁকে দেখাতে লাগলেন।[১৫১]

١٥٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ».

২/১৫৪। **মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবদুল ওয়াহহাব বিন আবদুল মাজীদ খালিদ (বিন মিহরান) আল-হাযযা' আবূ কিলাবাহ (আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আমর) আনাস বিন মালিক** রসূলুল্লাহ বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে আমার উম্মাতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ার্দ্র ব্যক্তি আবূ বাক্র। তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা কঠোর মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি উমার। তাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যিকার লজ্জাশীল ব্যক্তি উসমান। তাদের মধ্যে সর্বাধিক বিচক্ষণ বিচারক আলী বিন আবূ তালিব। তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাবের সর্বোত্তম পাঠকারী উবাই বিন কা'ব। তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি মুআয বিন জাবাল। তাদের মধ্যে ফারায়িয (দায়ভাগ) সম্পর্কিত বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী যায়দ বিন সাবিত। শোন! প্রত্যেক উম্মাতের একজন আমীন (বিশস্ত ব্যক্তি) থাকে। আর এ উম্মাতের আমীন হলো আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ।[১৫২]

١٥٥/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مِثْلَهُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي حَقِّ زَيْدٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْفَرَائِضِ.

৩/১৫৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান খালিদ (বিন মিহরান) আল-হাযযা' আবূ কিলাবাহ (আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আমর) আনাস বিন মালিক তবে এ সূত্রে আরো আছে যে, তিনি যায়দ বিন সাবিত সম্পর্কে বলেন, তাদের মধ্যে তিনি ফারায়িদ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।[১৫৩]

٢٧. بَاب فَضْلِ أَبِي ذَرٍّ

২৭. আবূ যার -এর সম্মান

১৫১. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫২. বুখারী ৩৭৪৪, মুসলিম ২৪১৯, তিরমিযী ৩৭৯০-৯১, আহমাদ ১১৮৫২, ১১৯৪৯, ১২০৭২, ১২৩৭৮, ১২৪৯৩, ১২৫৫৪, ১২৮০৫, ১৩১৫১, ১৩৫৭৮, ১৩৬৩৪। সহীহাহ ১২২৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৩. বুখারী ৩৭৪৪, মুসলিম ২৪১৯, তিরমিযী ৩৭৯০-৯১, আহমাদ ১১৮৫২, ১১৯৪৯, ১২০৭২, ১২৩৭৮, ১২৪৯৩, ১২৫৫৪, ১২৮০৫, ১৩১৫১, ১৩৫৭৮, ১৩৬৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٥٦/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَا أَقَلَّتْ الْغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتْ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍّ».

১/১৫৬। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আ'মাশ উসমান বিন উমায়র তিনি দুর্বল ও হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবূ হারব বিন আবূল আসওয়াদ আদ-দীলী আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ বাচনিক সত্যবাদিতায় আবূ যারের চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তিকে আসমান ছায়াদান করেনি এবং পৃথিবী তার বুকে ধারণ করেনি।[১৫৪]

٢٨. بَاب فَضْلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

২৮. অধ্যায় : সা'দ বিন মুআয (রাঃ)-এর সম্মান

١٥٧/١ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا فَقَالُوا لَهُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هَذَا».

১/১৫৭। হান্নাদ বিন সিররী আবুল আহওয়াস (সালাম বিন সালিম) আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ) আল-বারা' বিন আযিব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এক টুকরা সাদা রেশমী কাপড় উপহার দেয়া হলো। উপস্থিত লোকজন একের পর এক তা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমরা কি এটি দেখে অবাক হচ্ছো! তারা তাঁকে বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বলেন সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতে সা'দ বিন মুআয-এর রুমাল এর চাইতেও উত্তম হবে।[১৫৫]

١٥٨/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اهْتَزَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ».

২/১৫৮। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) আবূ সুফইয়ান (তালহাহ বিন নাফি') জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সা'দ বিন মুআয-এর মৃত্যুতে মহান আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল।[১৫৬]

٢٩. بَاب فَضْلِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ

২৯. অধ্যায় : জারীর বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ)-এর সম্মান

১৫৪. তিরমিযী ৩৮০১। মিশকাত ৬২২৯, ৬২৩০, সহীহাহ ২৩৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী উসমান বিন উমায়র সম্পর্কে ইমমা বুখারী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইবনু মাহদী তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস দুর্বল। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৫৫. বুখারী ৩২৪৯, মুসলিম ২৪৬৮, তিরমিযী ৩৮৪৭, আহমাদ ১৭০৭৩, ১৮১২২, ১৮২১০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৬. বুখারী ৩৮০৩, মুসলিম ২৪৬৬, তিরমিযী ৩৮৪৮, আহমাদ ২৭৫১৯, ১৩৯৯১। ইরওয়া ৩/১৬৬-১৬৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٥٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ «فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا».

১/১৫৯। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ কায়শ বিন আবূ হাযিম জারীর বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রাঃ) তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের দিন থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ঘরে প্রবেশে আমাকে কখনো বাধা দেননি এবং তিনি যখনই আমাকে দেখেছেন আমার সামনে হেসে দিয়েছেন। আমি তাঁর নিকট অভিযোগ করি যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। তিনি তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে বলেন, হে আল্লাহ! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) স্থির রাখো এবং তাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও।[১৫৭]

٣٠. بَاب فَضْلِ أَهْلِ بَدْرٍ

৩০. অধ্যায় : বাদ্‌র যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী

١٦٠/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ أَوْ مَلَكٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «مَا تَعُدُّونَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا فِيكُمْ قَالُوا خِيَارَنَا قَالَ كَذَلِكَ هُمْ عِنْدَنَا خِيَارُ الْمَلَائِكَةِ».

১/১৬০। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আবূ কুরায়ব (মুহাম্মাদ ইবনুল আলা বিন কুরায়ব) ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) সুফইয়ান (বিন সাঈদ) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আবায়াহ বিন রিফাআহ তার দাদা রাফি' বিন খাদীজ (রাঃ) তিনি বলেন, জিবরীল (আঃ) অথবা একজন ফেরেশ্‌তা নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বলেন, আপনাদের মধ্যে যারা বাদ্‌র যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে আপনারা তাদের কেমন গণ্য করেন? তাঁরা বলেন, তারা আমাদের মধ্যে উত্তম লোক। ফেরেশ্‌তা বলেন, অনুরূপভাবে তারাও আমাদের মধ্যে উত্তম ফেরেশ্‌তা (যারা বাদ্‌র যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছিল)।[১৫৮]

١٦١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ».

২/১৬১। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ জারীর (বিন আবদুর রহমান) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) আবূ কুরায়ব (মুহাম্মাদ ইবনুল আলা') আবূ মুআবিয়াহ (মুহাম্মাদ বিন খাযিম) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ

---

১৫৭. বুখারী ৩০২০, মুসলিম ২৪৭৫/১-২, ২৪৭৬; তিরমিযী ৩৮২০-২১, আহমাদ ১৮৬৯২, ১৯৬৯৭, ১৮৭২৬, ১৮৭৬৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৮. আহমাদ ১৫৩৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

(ﷺ) বলেছেন, তোমরা আমার স্বহাবীদের গালি দিও না। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের কেউ যদি উহূদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও দান-খয়রাত করে তবে তা তাদের কারো এক মুদ্দ বা অর্ধ মুদ্দ দান-খয়রাত করার সমান মর্যাদাসম্পন্নও হবে না।[১৫৯]

١٦٢/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ.

৩/১৬২। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' সুফইয়ান নুসায়র বিন যু'লূক বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) বলতেন, তোমরা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর স্বহাবীদের গালি দিও না। অবশ্যই তাদের কারো এক মুহূর্তের সৎকাজ তোমাদের কারো সারা জীবনের সৎকাজের চেয়েও উত্তম।[১৬০]

٣١. بَاب فَضْلِ الْأَنْصَارِ

৩১. অধ্যায় : আনস্বারদের ফাদীলাত

١٦٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنْصَارَ أَبْغَضَهُ اللهُ قَالَ شُعْبَةُ لِعَدِيٍّ أَسَمِعْتَهُ مِنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ إِيَّايَ حَدَّثَ».

১/১৬৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) আদী বিন স্বাবিত আল-বারা' বিন আযিব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আনস্বারদের ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এবং যে ব্যক্তি আনস্বারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। শু'বাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি আদী (রহিমাহুল্লাহ)-কে বললাম, আপনি কি এটি বারা' বিন আযিব (রাঃ)-এর নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, অবশ্যই তিনি বর্ণনা করেছেন।[১৬১]

١٦٤/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ اسْتَقْبَلُوا وَادِيًا أَوْ شِعْبًا وَاسْتَقْبَلَتْ الْأَنْصَارُ وَادِيًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الْأَنْصَارِ».

২/১৬৪। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম বিন আবূ ফুদাইক (মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন মুসলিম বিন আবূ ফুদায়ক) আবদুল মুহায়মিন ইবনু আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ (তিনি দুর্বল) তার পিতা আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ তার দাদা সাহল বিন সা'দ সাহল বিন সা'দ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আনস্বারগণ যেন দেহের আভরণ এবং অন্যরা তার উপরিভাগের (শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন)

---

১৫৯. মুসলিম ২৫৪০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৬০. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৬১. বুখারী ৩৭৮৩, মুসলিম ৭৫, তিরমিযী ৩৯০০, আহমাদ ১৮০৩০, ১৮১০৪। স্বহীহাহ ৯৯১, ১৬৭২, ১৯৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

আভরণ। আনসারগণ যদি কোন গিরি সংকটে বা গিরিখাদে প্রবেশ করে এবং অন্য লোকেরা অন্য গিরিখাদে বা গিরি সংকটে প্রবেশ করে, তবে আমি আনসারদের গিরি সংকটেই যাবো। হিজরতের ঘটনা না ঘটলে আমি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।[১৬২]

١٦٥/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «رَحِمَ اللهُ الْأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ».

৩/১৬৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ কাসীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ (তিনি দুর্বল, অনেকে তাকে মিথ্যুকও বলেছেন) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ) তার দাদা (আম্‌র বিন আওফ) (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আনসারদের প্রতি দয়াপরবশ হোন, তাদের সন্তানদের প্রতি দয়াপরবশ হোন, তাদের সন্তানদের প্রতি দয়াপরবশ হোন এবং তাদের সন্তানদের সন্তানগণের প্রতিও দয়াপরবশ হোন।[১৬৩]

٣٢. بَاب فَضْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

৩২. অধ্যায় : ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সম্মান

١٦٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِ وَقَالَ «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ».

১/১৬৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ও আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী আবদুল ওয়াহহাব খালিদ (বিন মিহরান) আল-হাযযা' (ইবনু আব্বাসের 'মাওলা') ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে তাঁর বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ হে আল্লাহ! তাকে প্রজ্ঞা ও কুরআনের তাৎপর্য জ্ঞান দান করুন।[১৬৪]

٣٣. بَاب فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ

৩৩. অধ্যায় : খারিজীর আলোচনা

১৬২. সহীহাহ ১৭৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল মুহায়মিন ইবনু আব্বাস সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনুল জুনায়দ বলেন, তার হাদীস দুর্বল। আস-সাজী বলেন, তার নিকট তার পিতা ও দাদার সূত্রে একটি নুসখা রয়েছে, যাতে একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। ইবনুল বুরাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৬৩. জামি সগীর ৩০৯৯, নাসাঈ ৩৬৮৮, মিশকাত ৬২১৪ সহীহ, দঈফা ৮/৩৬৪০, সহীহা ১/৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাদীসের শব্দগুলো খুব দুর্বল। সহীহ শব্দে আছে اللّهمّ اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار। উক্ত হাদীসের রাবী কাসীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন অথবা মিথ্যার একটি রুকন। আমহাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৬৪. বুখারী ৭৫, ১৪৩; মুসলিম ২৪৭৭, তিরমিযী ৩৮২৪, আহমাদ ২৩৯৩, ২৪১৮, ২৮৭৪, ৩০১৪, ৩০২৪, ৩০৯২, ৩৩৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٦٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ وَذَكَرَ الْخَوَارِجَ فَقَالَ «فِيهِمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ أَوْ مَوْدُونُ الْيَدِ أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ وَلَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثْتُكُمْ بِمَا وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

১/১৬৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ আয়্যূব (বিন আবূ তামীমাহ কায়সান) মুহাম্মাদ বিন সীরীন উবায়দাহ (বিন আমর) আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) তিনি খারিজীদের উল্লেখ করে বলেন, তাদের মাঝে খাটো হাতবিশিষ্ট এক ব্যক্তির উদ্ভব হবে। যদি তোমরা স্বেচ্ছায় সৎকাজ ছেড়ে না দিতে, তবে আমি তোমাদের নিকট সেই হাদীস্র বর্ণনা করতাম যাতে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যবানিতে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। অধস্তন রাবী উবায়দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি বললাম, আপনি কি এ কথা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ কা'বার প্রভুর শপথ! তিনি তিনবার এ কথা বলেন।[১৬৫]

١٦٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ النَّاسِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَمَنْ لَقِيَهُمْ فَلْيَقْتُلْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ عِنْدَ اللهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ».

২/১৬৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ আস্বিম (বিন বাহদালাহ) তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন যির (বিন হুবায়শ) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, শেষ যমানায় ক্ষুদ্র দাঁতবিশিষ্ট ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে। তারা মানুষকে ভালো ভালো কথা বলবে, কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ইসলাম থেকে এত দ্রুত বেগে খারিজ হয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর দ্রুত বেগে শিকারের দিকে ছুটে যায়। অতএব যে ব্যক্তি তাদের সাক্ষাৎ পাবে সে যেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্‌র নিকট তাদের জন্য তার বিনিময় রয়েছে।[১৬৬]

١٦٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي الْحَرُورِيَّةِ شَيْئًا فَقَالَ «سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ قَوْمًا يَتَعَبَّدُونَ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ أَخَذَ سَهْمَهُ فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي رِصَافِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي قِدْحِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا فَنَظَرَ فِي الْقُذَذِ فَتَمَارَى هَلْ يَرَى شَيْئًا أَمْ لَا».

---

১৬৫. মুসলিম ১০৬৬, আবূ দাউদ ৪৭৬৩, আহমাদ ৬৭৪, ৭৩৭, ৮৫০, ৯০৬, ৯৮৫, ১১৯২, ১২২৮, ১২৫৮, ১৩৮১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৬৬. তিরমিযী ২১৮৮, আহমাদ ৩৮২১, দারিমী ২০৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩/১৬৯। ∝(আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ)✗(ইয়াযীদ বিন হারূন)✗(মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন))✗(আবূ সালামাহ (আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ))✗(বলেন, আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ))∝-কে বললাম, আপনি কি (খারিজী) হারূরিয়াদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি তাঁকে একটি সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করতে শুনেছি যারা হবে অত্যধিক ইবাদাতকারী এবং তাদের স্বলাত-স্বওমের তুলনায় তোমাদের নিকট তোমাদের স্বলাত-স্বওম খুবই নগণ্য মনে হবে। তারা দীন থেকে দ্রুত গতিতে বের হয়ে যাবে, যেমন ধনুক থেকে তীর শিকারের দিকে দ্রুত গতিতে চলে যায়। সে তার তীর তুলে নিয়ে তার **ফলার অগ্রভাগ পরখ করবে কিন্তু কিছুই দেখতে পাবে না, অতঃপর তার তীরের (ফলা সংলগ্ন) কাঠ পরখ করবে তাতেও কোন চিহ্ন দেখতে পাবে না। অতঃপর তীরের ফলা পরখ করে তাতেও কিছু দেখতে পাবে না, অতঃপর তীরের পালক পরখ করে তার সন্দেহ হবে যে, সে কিছু চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে কিনা।**[১৬৭]

٤/١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ» قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَافِعِ بْنِ عَمْرٍو أَخِي الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فَقَالَ وَأَنَا أَيْضًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

৩/১৭০। ∝(আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ)✗(আবূ উসামাহ (হাম্মাদ বিন উসামাহ বিন যায়দ))✗(সুলায়মান ইবনুল মুগীরাহ)✗(হুমায়দ বিন হিলাল)✗(আবদুল্লাহ ইবনুস্‌-স্বামিত)✗(আবূ যার (রাঃ))∝ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার পরে আমার উম্মাতের মধ্যে অচিরেই একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা এত দ্রুতবেগে ধর্মচ্যুত হবে, যেমন তীর ধনুক থেকে শিকারের দিকে দ্রুত ছুটে যায়, অতঃপর তারা দীনের পথে ফিরে আসবে না। এরা হলো সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। আবদুল্লাহ ইবনুস্‌-স্বামিত (রাঃ) বলেন, আমি বিষয়টি হাকাম বিন আম্‌র আল-গিফারীর ভাই রাফি' বিন আম্‌র (রাঃ)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বলেন, আমিও হাদীস্বটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট শুনেছি।[১৬৮]

٤/١٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».

৪/১৭১। ∝(আবূ বাক্‌র বিন শায়বাহ ও সুওয়াইদ বিন সাঈদ)✗(আবূল আহ্‌ওয়াস্ব (সালাম বিন সালিম))✗(সিমাক (বিন হারব))✗(ইকরামাহ (ইবনু আব্বাসের 'মাওলা'))✗(ইবনু আব্বাস (রাঃ))∝ তিনি

---

১৬৭. বুখারী ৩৬১০, ৪৩৫১, ৪৬৬৭, ৫০৫৮, ৬০৬৩, ৬৯৩১, ৬৯৩৩, ৭৪৩২, ৭৫৬২; মুসলিম ১০৬৪/১-৪, ১০৬৫/১-৫; নাসায়ী ২৫৭৮, ৪১০১; আবূ দাঊদ ৪৭৬৪, আহমাদ ১০৬২৫, ১১০৯৬, ১১১৮৫, ১১২৫৪, ১১২৯৮; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন।

১৬৮. মুসলিম ১০৬৭, আহমাদ ২১০২১, দারিমী ২৪৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, অবশ্যই আমার উম্মাতের একটি দল কুরআন পড়বে, কিন্তু তারা ইসলাম থেকে দ্রুত বিচ্যুত হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে দ্রুত শিকারের দিকে বেরিয়ে যায়।[১৬৯]

١٧٢/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَهُوَ يَقْسِمُ التِّبْرَ وَالْغَنَائِمَ وَهُوَ فِي حِجْرِ بِلَالٍ فَقَالَ رَجُلٌ اعْدِلْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ فَقَالَ «وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ بَعْدِي إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ حَتَّى أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ هَذَا فِي أَصْحَابٍ أَوْ أُصَيْحَابٍ لَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».

৫/১৭২। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ (তিনি সত্যবাদী) সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ আবূ যুবায়র (মুহাম্মাদ বিন মুসলিম) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) জি'রানাহ নামক স্থানে গনীমাতের মাল ও সোনারূপা বণ্টন করছিলেন। এগুলো বিলাল (রাঃ)-এর কোলে ছিল। এক ব্যক্তি বললো, হে মুহাম্মাদ! ইনসাফ করুন। কেননা, আপনি ইনসাফ করছেন না। তিনি বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, আমিই যদি ইনসাফ না করি, তবে আমার পরে কে ইনসাফ করবে? উমার (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এই মুনাফিকের ঘাড় উড়িয়ে দেই। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দলের উদ্ভব হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা এমনভাবে ধর্মচ্যুত হবে, যেমন ধনুক থেকে তীর শিকারের দিকে দ্রুত ছুটে যায়।[১৭০]

١٧٣/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْخَوَارِجُ كِلَابُ النَّارِ».

৬/১৭৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইসহাক আল-আযরাক্ব আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) .... ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, খারিজীরা হলো জাহান্নামের কুকুর।[১৭১]

١٧٤/٧- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمُ الدَّجَّالُ».

৭/১৭৪। হিশাম বিন আম্মার ইয়াহইয়া বিন হামযাহ আওযাঈ (আবদুর রহমান বিন আমর) নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, একটি দল আবির্ভূত হবে, যারা কুরআন পড়বে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। যখনই তারা আবির্ভূত হবে, তখনই তাদের হত্যা করা হবে। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যখনই এক দল আবির্ভূত

---

১৬৯. আহমাদ ২৭৭৭৪। সহীহাহ ২২০১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৭০. বুখারী ৩১৩৮, মুসলিম ১০৬৩, আহমাদ ১৪৩৯০, ১৪৪০৫। যিলাল ৯৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৭১. মিশকাত ৩৫৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

হবে তখনই তাদের ধ্বংস করা হবে। এভাবে বিশের অধিক বার তা ঘটবে, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে।[১৭২]

١٧٥/٨ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ أَوْ حُلُوقَهُمْ سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ أَوْ إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ».

৮/১৭৫। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর আবদুর রায্যাক মা'মার (বিন রাশিদ) কাতাদাহ (বিন দাআমাহ) আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শেষ যমানায় এ উম্মাতের মধ্যে একটি সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে, যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নিচে যাবে না। তাদের চিহ্ন হবে মুণ্ডিত মাথা। তোমরা তাদের দেখতে পেলেই কিংবা তাদের সাক্ষাৎ পেলেই তাদের হত্যা করবে।[১৭৩]

١٧٦/٩ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَقُولُ «شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ وَخَيْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوا كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ قَدْ كَانَ هَؤُلَاءِ مُسْلِمِينَ فَصَارُوا كُفَّارًا قُلْتُ يَا أَبَا أُمَامَةَ هَذَا شَيْءٌ تَقُولُهُ قَالَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

৯/১৭৬। সাহল বিন আবূ সাহল সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আবূ গালিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ উমামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আসমা'নের নিচে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি তারা, যারা জাহান্নামের কুকুর (খারিজীরা) এবং সর্বোত্তম নিহত তারা যারা তাদের হত্যা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। এরা (খারিজীরা) ছিল মুসলিম, পরে কাফির হয়ে যায়। (আবূ গালিব বলেন) আমি বললাম, হে আবূ উমামাহ! এটা কি আপনার মন্তব্য? তিনি বলেন, বরং আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তা বলতে শুনেছি।[১৭৪]

٣٤. بَاب فِيمَا أَنْكَرَتْ الْجَهْمِيَّةُ

৩৪. অধ্যায় : জাহমিয়াহ্ সম্প্রদায় যা অমান্য করে

١٧٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى وَوَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾».

---

১৭২. স্বহীহাহ ২৪৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৭৩. আবূ দাঊদ ৪৭৬৫। মিশকাত ৩৫৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৭৪. তিরমিযী ৩০০০। মিশকাত ৩৫৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবূ গালিব সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী তাকে স্বিকাহ বললেও মুহাম্মাদ বিন সাঈদ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, কোন সমস্যা নেয়। মূসা বিন হারূন তাকে স্বিকাহ বলেছেন।

১/১৭৭। ∝মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র✘আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) ও আবূ ওয়াকী'✘ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ✘কায়স বিন আবূ হাযিম✘জারীর বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ)✘ ∝আলী বিন মুহাম্মাদ✘আমার খালু ইয়া'লা ও ওয়াকী' এবং আবূ মুআবিয়াহ✘ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ✘কায়স বিন আবূ হাযিম✘জারীর বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ)✘ তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেন, অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এই চাঁদ দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ফাজ্‌র ও আসরের স্বলাতে তোমরা পরাভূত না হয়ে সামর্থ্যবান হলে তাই করো (স্বলাত কাযা করো না)। অতঃপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "এবং তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে"– (সূরাহ কাফ ৫০ ঃ ৩৯)।[১৭৫]

١٧٨/٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لَا قَالَ فَكَذَلِكَ لَا تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

২/১৭৮। ∝মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র✘ইয়াহইয়া বিন ঈসা রামলিয়্যু (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন)✘আ'মাশ✘আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান)✘আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)✘ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়? তারা বলেন, না। তিনি বলেন, অদ্রূপ কিয়ামাতের দিন তোমাদের প্রভুর দর্শন লাভে তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না।[১৭৬]

١٧٩/٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَنَرَى رَبَّنَا قَالَ «تَضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ قُلْنَا لَا قَالَ فَتَضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ قَالُوا لَا قَالَ إِنَّكُمْ لَا تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ إِلَّا كَمَا تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا».

৩/১৭৯। ∝মুহাম্মদ ইবনুর আলা' আল-হামদানী✘আবদুল্লাহ বিন ইদরীস✘আ'মাশ✘আবূ স্বালিহ আস-সাম্মান✘আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)✘ তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাবো? তিনি বলেন, তোমরা কি ঠিক দুপুরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে বাধাগ্রস্ত হও? আমরা বললাম, না। তিনি আবার বলেন, পূর্ণিমার রাতে মেঘমুক্ত আকাশে

---

১৭৫. বুখারী ৫৫৪, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৫, ৭৫৩৬; মুসলিম ৬৩৩, তিরমিযী ২৫৫১, আবূ দাউদ ৩৭২৯, আহমাদ ১৮৭০৮, ১৮৭২৩, ১৮৭২৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৭৬. বুখারী ৮০৬, ৬৫৭৪, ৭৪৩৮, মুসলিম ১৮২, ২৯৬৮, তিরমিযী ২৫৪৯, ২৫৫৪, ২৫৫৭, আবূ দাউদ ৪৭৩০, আহমাদ ৭৬৬০, ১০৫২৩, দারিমী ২৮০১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইয়াহইয়া বিন ঈসা সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বললেও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোনো সমস্যা নেয়।

Contents

তোমাদের চাঁদ দেখতে কি অসুবিধা হয়? তারা বলেন, না। তিনি বলেন, ঐ দু'টি দেখতে তোমাদের যেমন কোন কষ্ট হয় না, তদ্রূপ তাঁর দর্শন লাভেও তোমাদের কোন কষ্ট হবে না।[১৭৭]

١٨٠/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَرَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ قَالَ يَا أَبَا رَزِينٍ «أَلَيْسَ كُلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ مُخْلِيًا بِهِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَاللهُ أَعْظَمُ وَذَلِكَ آيَةٌ فِي خَلْقِهِ».

৪/১৮০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হাম্মাদ বিন সালামাহ ইয়া'লা বিন আতা ওয়াকী' বিন হুদুস (মাকবূল) তার চাচা আবূ রযীন (রাঃ) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবো এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে এর নিদর্শন কী? তিনি বলেন, হে আবূ রযীন! তোমাদের প্রত্যেকে কি চাঁদকে পৃথকভাবে দেখতে পায় না? তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, আল্লাহ অতীব মহান এবং এটাই হলো তাঁর সৃষ্টির মাঝে (তাঁর) নিদর্শন।[১৭৮]

١٨١/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ يَضْحَكُ الرَّبُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبٍّ يَضْحَكُ خَيْرًا».

৫/১৮১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হাম্মাদ বিন সালামাহ ইয়া'লা বিন আতা ওয়াকী' বিন হুদুস (মাকবূল) তার চাচা আবূ রযীন (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ্‌র বান্দারা (সামান্য বিপদেই) হতাশ হয় এবং (বিপদ কেটে উঠার জন্য) আল্লাহ ভিন্ন অপরের নৈকট্য অন্বেষী হয়, তখন আমাদের প্রভু তার এ আচরণে হাসেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! মহান প্রভু কি হাসেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, আমরা কখনো পুণ্যের কাজ ত্যাগ করবো না, যাতে আমাদের প্রভু হাসেন।[১৭৯]

١٨٢/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ «أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا ثَمَّ خَلْقٌ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ».

৬/১৮২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হাম্মাদ বিন সালামাহ ইয়া'লা বিন আতা' ওয়াকী' বিন হুদুস তার চাচা আবূ রাযীন (রাঃ) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের প্রতিপালক তাঁর সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার পূর্বে

১৭৭. আহমাদ ১০৭৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৭৮. আবূ দাউদ ৭৪৩১, আহমাদ ১৫৭৫৩, ১৫৭৬৩। যিলাল ৪৫৯, ৪৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৭৯. আহমাদ ১৫৭৫৪, ১৫৭৬৮। জামি সগীর ৩৫৮৫ দঈফ জিদ্দান, যিলালিল জান্নাহ ৫৫৪ দঈফ, সহীহা ৬/২৮১০ সহীহ। তাহকীক আলবানী ঃ দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী ওয়াকী' বিন হুদুস সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়নি। ইমাম যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

কোথায় ছিলেন? তিনি বলেন, মেঘমালার মধ্যে, যার নিচেও বায়ু ছিল না এবং উপরেও বায়ু পানি ছিল না। অতঃপর পানির উপর তিনি তাঁর আরশ সৃষ্টি করেন।[১৮০]

١٨٣/٧ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ فِي النَّجْوَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ ثُمَّ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَعْرِفُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مِنْهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ قَالَ إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ قَالَ ثُمَّ يُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ أَوْ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ قَالَ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ» قَالَ خَالِدٌ فِي الْأَشْهَادِ شَيْءٌ مِنْ انْقِطَاعٍ.

﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾.

৭/১৮৩। হুমায়দ বিন মাসআদাহ খালিদ ইবনুল হারিস সাঈদ (বিন আবূ আরূবাহ মিহরান) কাতাদাহ সফওয়ান বিন মুহ্‌রিয আল-মাযিনী বলেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলেন, হে ইবনু উমার! আপনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে একান্তে কথা বলা সম্পর্কে কিভাবে বলতে শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের দিন ঈমানদার ব্যক্তিকে তার প্রতিপালক প্রভুর খুব নিকটবর্তী করা হবে, এমনকি তিনি তার থেকে পর্দা সরিয়ে নিবেন, অতঃপর তার থেকে তার গুনাহসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। তিনি বলবেন ঃ তুমি কি চিনতে পেরেছ? সে বলবে, হে প্রভু! হ্যাঁ, আমি চিনতে পেরেছি, এমনকি আল্লাহ্‌র মর্জিমাফিক সে স্বীকার করতে থাকবে। তিনি বলবেন, আমি তোমার এ গুনাহসমূহ দুনিয়াতে লুকিয়ে রেখেছি এবং আজ তোমার সেই গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার ডান হাতে তার সৎকাজের হিসাব সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রদান করা হবে। অপরদিকে কাফের ও মুনাফিকদেরকে উপস্থিত সকলের সামনে ডাক দিয়ে বলা হবে, "এরাই তাদের প্রতিপালক প্রভুর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। সাবধান! যালিমদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত"– (সূরাহ হূদ ১১ ঃ ১৮)।[১৮১]

١٨٤/٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ فَرَفَعُوا رُءُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾ قَالَ فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ».

---

১৮০. তিরমিযী ৩১০৯, আহমাদ ১৫৭৫৫, ১৫৭৬৭। তিরমিযী ৩১০৯ দঈফ, মিশকাত ৫৭২৫ দঈফ, যিলালুল জান্নাহ ৬১২। তাহকীক আলবানী ঃ দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী ওয়াকী' বিন হুদুস সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়নি। ইমাম যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

১৮১. বুখারী ২৪৪১, মুসলিম ২৭৬৮, আহমাদ ৫৪১৩, ৫৭৯১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৮/১৮৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূশ শাওয়ারিব আবূ আসিম আল-আব্বাদানী (আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ) (তাকে দুর্বল বলা হয়েছে) ফাদলুর রুক্কাশী (মুনকারুল হাদীস) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীরা তাদের ভোগ-বিলাসে মশগুল থাকবে, এমতাবস্থায় তাদের সামনে একটি নূরের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হবে। তারা তাদের মাথা তুলে দেখতে পাবে যে, তাদের মহান প্রভু তাদের উপর দিক থেকে উদ্ভাসিত হয়েছেন। তিনি বলবেন ঃ হে জান্নাতবাসীগণ! আস্‌সালাম আলাইকুম (তোমাদের উপর অনন্ত শান্তি বর্ষিত হোক)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এটাই হলো আল্লাহ্‌র বাণীর প্রমাণ (অনুবাদ) ঃ **"সালাম (অনন্ত শান্তি), পরম দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে সম্ভাষণ"**– (সূরাহ ইয়াসিন ৩৬ ঃ ৫৮)। **রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,** আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি তাকাবেন এবং তারাও তাঁর প্রতি অপলক নেত্রে তাকাবে। জান্নাতীরা যতক্ষণ আল্লাহ্‌র দীদারে মশগুল থাকবে ততক্ষণ তারা অন্য কোন ভোগ-বিলাসের প্রতি ফিরেও তাকাবে না। অবশেষে তিনি তাদের দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হবেন এবং তাঁর নূর ও বারাকাত তাদের জন্য তাদের আবাসে অবারিত থাকবে।[১৮২]

١٨٥/٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ مِنْ عَنْ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ مِنْ عَنْ أَيْسَرَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْئًا قَدَّمَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ أَمَامَهُ فَتَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ».

৯/১৮৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) খায়সামাহ (বিন আবদুর রহমান) আদী বিন হাতিম (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই তার মহান প্রভু কথা বলবেন এবং তার ও প্রভুর মধ্যখানে কোন দোভাষী থাকবে না। সে তার ডান দিকে তাকালে তার কৃতকর্ম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। সে তার বাম দিকে তাকালে তার কৃতকর্ম ব্যতীত কিছুই দেখবে না। সে তার সামনের দিকে তাকালে জাহান্নাম তাকে অভ্যর্থনা জানাবে। অতএব কারো জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন এক টুকরা খেজুর দান করে হলেও তাই করে।[১৮৩]

١٨٦/١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

---

১৮২. জামি সগীর ২৩৬৩ দঈফ, মিশকাত ৫৬৬৪ দঈফ, দঈফ তারগীব তারহীব মুনকার; তাখরীজুত তহাবীয়াহ ১৮২। তাহকীক আলবানী ঃ দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূ আসিম আল-আব্বাদানী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, আমি তাকে চিনি না। ২. ফাদলুর রুক্কাশী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস ও তার হাদীসে সন্দেহ রয়েছে। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি পরিত্যাজ্য।

১৮৩. বুখারী ১৪১৩, ১৪১৭, ৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫২৯, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২; মুসলিম ১০১৬/১,২,৩,৪; নাসায়ী ২৫৫২-৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১০/১৮৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আবদুস্ সামাদ আবদুল আযীয বিন আবদুস্ সামাদ আবূ ইমরান আল-জাওনী (আবদুল মালিক বিন হাবীব) আবূ বাক্র বিন আবদুল্লাহ বিন কায়স আল-আশআরী তার পিতা (আবদুল্লাহ্ বিন কায়স আল-আশআরী (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, দু'টি জান্নাত এবং তার পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সব কিছুই হবে রূপার তৈরি। আরও দু'টি জান্নাত এবং তার পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সব কিছুই হবে সোনার তৈরি। আদন নামক জান্নাতে জান্নাতীগণ ও তাদের বারাকাতময় মহান প্রভুর দীদার লাভের মাঝখানে তাঁর চেহারার উপর তাঁর গৌরবের চাদর ব্যতীত আর কোন প্রতিবন্ধক থাকবে না।[১৮৪]

١٨٧/١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ «﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾ وَقَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمْ يُثَقِّلْ اللهُ مَوَازِينَنَا وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِنَا مِنْ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمْ اللهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ يَعْنِي إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ».

১১/১৮৭। আবদুল কুদ্দূস বিন মুহাম্মাদ হাজ্জাজ (ইবনুল মিনহাল) হাম্মাদ (বিন সালামাহ বিন দীনার) সাবিত (বিন আসলাম) আল-বুনানী আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা সুহায়ব (বিন সিনান) (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং আরো অধিক"– (সূরাহ য়ূনুস ১০ ঃ ২৬)। অতঃপর তিনি বলেন, জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর এক ঘোষণাকারী ডেকে বলবে ঃ জান্নাতবাসীগণ! নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে যা তিনি এখন পূর্ণ করবেন। তারা বলবে, তা কী? আল্লাহ তাআলা কি আমাদের (সৎ কর্মের) পাল্লা ভারী করেননি, আমাদের চেহারাগুলো আলোকিত করেননি, আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল করেননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তখন আল্লাহ তাআলা আবরণ উন্মুক্ত করবেন এবং তারা তাঁর দিকে তাকাবে। আল্লাহ্র শপথ! আল্লাহ তাদেরকে তার দীদারের চাইতে অধিক প্রিয় ও অধিক নয়নপ্রীতিকর আর কিছু দান করেননি।[১৮৫]

١٨٨/١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ لَقَدْ جَاءَتْ الْمُجَادِلَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَشْكُو زَوْجَهَا وَمَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فَأَنْزَلَ اللهُ «﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾».

১২/১৮৮। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ (মুহাম্মাদ বিন খাযিম) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) তামীম বিন সালামাহ উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি সব রকমের ডাক শুনেন। এক মহিলা তার অভিযোগ নিয়ে নাবী (ﷺ)-এর কাছে আসে। তখন আমি ঘরের এক কোণে অবস্থানরত ছিলাম। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে,

---

১৮৪. বুখারী ৪৮৭৮, মুসলিম ১৮০, তিরমিযী ২৫২৮, আহমাদ ১৯১৮৩, ১৯২৩২; দারিমী ২৮২২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।
১৮৫. মুসলিম ১৮১, তিরমিযী ২৫৫২, ৩১০৫; আহমাদ ১৮৪৫৬, ১৮৪৬২, ২৩৭০৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

কিন্তু আমি তার বক্তব্য শুনতে পাইনি। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ অবশ্যই সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে..."- (সূরাহ মুজাদালা ৫৮ ঃ ১)।[১৮৬]

١٨٩/١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي».

১৩/১৮৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া সফওয়ান বিন ঈসা (মুহাম্মাদ) বিন আজলান তার পিতা (ফাতিমাহ বিনতে উতবাহ এর 'মাওলা' আজলান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রতিপালক সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টির পূর্বেই তাঁর হাতে তাঁর নিজের ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করেন ঃ আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর অগ্রবর্তী হয়েছে।[১৮৭]

١٩٠/١٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ الْأَنْصَارِيُّ الْحَرَامِيُّ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا جَابِرُ أَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لِأَبِيكَ وَقَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ يَا جَابِرُ مَا لِي أَرَاكَ مُنْكَسِرًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتُشْهِدَ أَبِي وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا قَالَ أَفَلَا أُبَشِّرُكَ بِمَا لَقِيَ اللهُ بِهِ أَبَاكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «مَا كَلَّمَ اللهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأُقْتَلُ فِيكَ ثَانِيَةً فَقَالَ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ قَالَ يَا رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾».

১৪/১৯০। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী ও ইয়াহইয়া বিন হাবীব বিন আরাবী মূসা বিন ইবরাহীম বিন কাস্রীর আল-আনসারী আল-হারামী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) তালহাহ্ বিন খিরাস বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ উহুদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ বিন আম্র বিন হারাম (রাঃ) শহীদ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, হে জাবির! আল্লাহ তাআলা তোমার পিতা সম্পর্কে যা বলেছেন, আমি কি তোমাকে তা অবহিত করবো না? ইয়াহইয়া (রহঃ)-এর বর্ণনায় আছে ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হে জাবির! আমার কী হলো, আমি তোমাকে ভগ্ন হৃদয় দেখছি কেন? জাবির (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার পিতা শহীদ হয়েছেন এবং তিনি অনেক সন্তান ও ঋণের বোঝা রেখে গেছেন। তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে সুসংবাদ দিবো না যে, আল্লাহ তাআলা তোমার পিতার সাথে কিভাবে সাক্ষাৎ করেছেন? তিনি বলেন, অবশ্যই, হে আল্লাহ্র রসূল! তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা কখনো অন্তরাল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেননি, কিন্তু তোমার পিতার সাথে অন্তরাল ছাড়াই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, হে আমার বান্দা! আমার কাছে কামনা করো, আমি তোমাকে দান করবো। তোমার পিতা বললো, হে প্রভু! আমাকে জীবন দান করুন, যাতে আমি আপনার রাস্তায় পুনরায় শহীদ হতে পারি। মহান ও পবিত্র

---

১৮৬. নাসায়ী ৩৪৬০। ফিলাল ৬২৫, ইরওয়া' ৭/১৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৮৭. বুখারী ৩১৯৪, মুসলিম ২৭৫১/১,২; তিরমিযী ৩৫৪৩, আহমাদ ৭৪৪৮, ৭৪৭৬, ২৭৩৪৩, ৮৪৮৫, ৮৭৩৫, ৮৯১৪, ৯৩১৪। স্বহীহাহ ১৬২৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

প্রতিপালক আল্লাহ বলেন, আমি তো আগেই লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, লোকেরা (মৃত্যুর পর) (পৃথিবীতে) ফিরে যাবে না। তোমার পিতা বললো, হে প্রভু! তাহলে আমার পশ্চাদবর্তীদের কাছে (আমার সৌভাগ্যের) এ খবর পৌঁছে দিন.। তিনি বলেন, তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে, তোমরা তাদের কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রভুর নিকট থেকে জীবিকাপ্রাপ্ত"– (সূরাহ্ আল ইমরান ঃ ৩ ১৬৯)।[১৮৮]

١٩١/١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ يَضْحَكُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى قَاتِلِهِ فَيُسْلِمُ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُسْتَشْهَدُ».

১৫/১৯১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) সুফয়ান (বিন সাঈদ) আবূ যিনাদ (আবদুল্লাহ বিন যাকওয়ান) আ'রাজ (আবদুর রহমান বিন হুরমুয) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা দু' ব্যক্তিকে দেখে হাসবেন, যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করার পর দু'জনই জান্নাতবাসী হবে। তাদের একজন আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা হত্যাকারীর তওবাহ কবূল করবেন, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হবে।[১৮৯]

١٩٢/١٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ».

১৬/১৯২। হারমালা বিন ইয়াহইয়া ও য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব য়ূনুস (বিন ইয়াযীদ) ইবনু শিহাব সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলতেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন যমীন ও আসমানকে গুটিয়ে তাঁর ডান হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে বলবেন ঃ আমিই রাজাধিরাজ, পৃথিবীর রাজা-বাদশারা (আজ) কোথায়?[১৯০]

١٩٣/١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَطْحَاءِ فِي عِصَابَةٍ وَفِيهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَرَّتْ بِهِ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ «مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ قَالُوا السَّحَابُ قَالَ وَالْمُزْنُ قَالُوا وَالْمُزْنُ قَالَ وَالْعَنَانُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالُوا وَالْعَنَانُ قَالَ كَمْ تَرَوْنَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ قَالُوا لَا نَدْرِي قَالَ فَإِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا إِمَّا وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ سَنَةً وَالسَّمَاءُ فَوْقَهَا كَذَلِكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ثُمَّ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بَحْرٌ

১৮৮. বুখারী ৭৪৪৪, তিরমিযী ৩০১০, দারিমী ২৮২২। ফিলাল ৬০২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন ইবরাহীম সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তাকে সমর্থন করলেও ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন।

১৮৯. বুখারী ২৮২৬, মুসলিম ১৮৯০/১,২; নাসায়ী ৩১৬৫-৬৬, আহমাদ ৭২৮২, ২৭৪৪৬, ৯৬৫৭, ১০২৫৮, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১০০০। সহীহাহ ১০৭৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৯০. বুখারী ৪৮১২, ৭৩৮২, ৭৪১৩; মুসলিম ২৭৮৭, আহমাদ ৮৬৪৬, দারিমী ২৭৯৯। যিলাল ৫৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالٍ بَيْنَ أَظْلَافِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِنَّ الْعَرْشُ بَيْنَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ كَمَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ اللهُ فَوْقَ ذَلِكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»

১৭/১৯৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুহাম্মদ ইবনুস-স্বাব্বাহ ওয়ালীদ বিন আবূ স্বাওর আল হামদানী (তিনি দুর্বল) সিমাক (বিন হারব) আবদুল্লাহ বিন আমীরাহ (মাকবূল) আহনাফ বিন কায়স (দহ্হাক বিন কায়স) আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (رضي الله عنه) তিনি বলেন, আমি বাতহা নামক স্থানে একদল লোকের সাথে ছিলাম এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)ও তাদের সাথে ছিলেন। তখন একখণ্ড মেঘ তাঁকে অতিক্রম করে। তিনি মেঘখণ্ডের দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমরা এটাকে কী নামে অভিহিত করো? তারা বলেন, মেঘ। তিনি বলেন, এবং মুয্ন। তারা বলেন, মুয্নও বটে। তিনি বলেন, আনানও। আবূ বাক্র (رضي الله عنه) বলেন, তারা সবাই বললেন, আনানও বটে। তিনি বলেন, তোমাদের ও আসমা'নের মাঝে তোমরা কত দূরত্ব মনে করো? তারা বলেন, আমরা অবগত নই। তিনি বলেন, তোমাদের এবং আসমা'নের মাঝে ৭১ বা ৭২ বা ৭৩ বছরের দূরত্ব রয়েছে। এক আসমান থেকে তার উর্ধ্বের আসমা'নের দূরত্বও তদ্রূপ। এভাবে তিনি সাত আসমা'নের সংখ্যা গণনা করেন। অতঃপর সপ্তম আকাশের উপর একটি সমুদ্র আছে যার শীর্ষভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যকার ব্যবধান (গভীরতা) দু' আসমা'নের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তার উপর রয়েছেন আটজন ফেরেশ্তা, যাদের পায়ের পাতা ও হাঁটুর মধ্যকার ব্যবধান দু' আসমা'নের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তাদের পিঠের উপরে আল্লাহ্র আরশ অবস্থিত, যার উপর ও নিচের ব্যবধান (উচ্চতা) দু' আসমা'নের মধ্যকার দূরত্বের সমান। তার উপরে রয়েছেন বরকতময় মহান আল্লাহ্।[১৯১]

١٩٤/١٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا قَضَى اللهُ أَمْرًا فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَ ﴿إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا إِلَى الَّذِي تَحْتَهُ فَيُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ الْكَاهِنِ أَوْ السَّاحِرِ فَرُبَّمَا لَمْ يُدْرَكْ حَتَّى يُلْقِيَهَا فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَتَصْدُقُ تِلْكَ الْكَلِمَةُ الَّتِي سُمِعَتْ مِنْ السَّمَاءِ».

১৮/১৯৪। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ আমর বিন দীনার ইকরামাহ আবূ হুরায়রাহ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তাআ'লা আসমা'নে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা জারী করলে মালায়িকাহ বিনয়াবনত হয়ে তাদের পাখাসমূহ দোলাতে থাকেন। ফলে তা থেকে মসৃণ পাথরের উপর জিঞ্জিরের আঘাতের আওয়াজের অনুরূপ আওয়াজ হতে থাকে। "অতঃপর তাদের অন্তরের ভীতিকর অবস্থা দূরীভূত

---

১৯১. তিরমিযী ৩৩২০, আবূ দাউদ ৪৭২৩। আবূ দাউদ ৪৭২৩ দঈফ, মিশকাত ৫৭২৬ দঈফ, দঈফা ১২৪৭, যিলালুল জান্নাহ ৫৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ওয়ালীদ বিন আবূ স্বাওর আল হামদানী সম্পর্কে ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন ও মুনকারুল হাদীস্র। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান ও স্বালিহ জাযারাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে যাচাই করে হাদীস্র লিখা যায়।

Contents

হলে তারা পরস্পর জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের রব কী বলেছেন? তারা বলেন, তিনি সত্যই বলেছেন, তিনি সমুচ্চ মহান"– (সূরাহ সাবা ৩৪ ঃ ২৩)। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তাদের পারস্পরিক আলোচনা শয়তান ওৎ পেতে শোনে এবং ভূপৃষ্ঠে অবস্থানকারী তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। কখনো তা নিম্নে অবস্থানকারীদের কাছে পৌঁছানোর পূর্বে তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। শ্রুত কথা তারা পৃথিবীতে এসে গণক অথবা যাদুকরের মুখে ঢেলে দেয়। আবার কখনো তারা কিছুই শুনতে পায় না, বরং (নিজেদের পক্ষ থেকে) তা গণক ও যাদুকরের মুখে তাদের কথার সাথে শত মিথ্যা যোগ করে ঢেলে দেয়। তাই কেবল সত্য সেটিই হয় যা তারা আসমান থেকে শোনে।[১৯২]

١٩٥/١٩ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

১৯/১৯৫। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ আমর বিন মুররাহ আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ) আবূ মূসা (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঁচটি বিষয় নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্য সঙ্গতও নয়। তিনি মীযান (তুলাদণ্ড) নীচু করেন এবং উঁচু করেন। রাতের কর্মকাণ্ড দিনের কর্মকাণ্ডের পূর্বেই এবং দিনের কর্মকাণ্ড রাতের কর্মকাণ্ডের পূর্বেই তাঁর নিকট পৌঁছানো হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে নূর (জ্যোতি)। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি বা মহিমা তাঁর সৃষ্টির দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত সব কিছু ভস্মীভূত করে দিত।[১৯৩]

١٩٦/٢٠ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ» ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ ﴿أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

২০/১৯৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) আল-মাসঊদী (আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ) তিনি সত্যবাদী কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন আমর বিন মুররাহ আবূ উবায়দাহ (আমির বিন আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ) আবূ মূসা (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ ঘুমান না এবং ঘুমানো তাঁর জন্য শোভাও পায় না। তিনি দাঁড়িপাল্লা উঠা-নামা করান। তাঁর পর্দা হলো নূর। তিনি তাঁর পর্দা তুলে নিলে তাঁর চেহারার জ্যোতি বা (মহিমা) মানুষের দৃষ্টিসীমার সব কিছুকে জ্বালিয়ে দিত। অধস্তন রাবী আবূ

১৯২. বুখারী ৪৭০১, ৪৮০০, ৭৪৮১; তিরমিযী ৩২২৩, আবূ দাঊদ ৩৯৮৯। সহীহাহ ৩/২৮৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, কোন সমস্যা নেই।

১৯৩. মুসলিম ১৭৯/১,২; আহমাদ ১৯০৩৬, ১৯০৯০, ১৯১৩৫; ইবনু মাজাহ ১৯৫। যিলাল ৬১৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

উবায়দাহ (রাঃ) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ "ধন্য তারা যারা আছে এ আলোর মাঝে এবং যারা আছে তার চারপাশে। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত" (সূরাহ নামল ঃ ৮)।[১৯৪]

١٩٧/٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ «يَمِينُ اللهِ مَلْأَى لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْمِيزَانُ يَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُ قَالَ أَرَأَيْتَ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَمْ يَنْقُصْ مِمَّا فِي يَدَيْهِ شَيْئًا».

২১/১৯৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) আবূ যিনাদ (আবদুল্লাহ বিন যাকওয়ান) আ'রাজ (আবদুর রহমান বিন হুরমুয) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ্‌র ডান হাত পরিপূর্ণ, কোন কিছুই তার পূর্ণতাকে হ্রাস করতে পারে না। তিনি রাত-দিন অবারিত দান করেন। তাঁর অপর হাতে রয়েছে তুলাদণ্ড। তিনি তুলাদণ্ড উঠানামা করান। নাবী (ﷺ) বলেন, তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির সূচনা থেকে অবাধে খরচ করছেন, তারপরও তাতে তাঁর হাতে যা আছে তার সামান্যও কমেনি![১৯৫]

١٩٨/٢٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ «يَأْخُذُ الْجَبَّارُ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضَهُ بِيَدِهِ وَقَبَضَ بِيَدِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَيَبْسُطُهَا ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْجَبَّارُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ قَالَ وَيَتَمَيَّلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّي أَقُولُ أَسَاقِطٌ هُوَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ».

২২/১৯৮। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আমার পিতা (আবূ হাযিম সালামাহ বিন দীনার) উবায়দুল্লাহ বিন মিকসাম আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি ঃ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ (কিয়ামাতের দিন) আসমান ও যমীনসমূহকে ধরে তাঁর হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে নিবেন। তিনি তাঁর হাত সংকুচিত করবেন এবং সম্প্রসারিত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ আমি মহাপ্রতাপশালী। দাম্ভিকরা কোথায়? রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ডানদিক ও বামদিকে ঝুঁকতে থাকলেন, এমনকি আমি দেখলাম যে, মিম্বারটি নিচে থেকে আন্দোলিত হচ্ছে। আমি ভাবলাম, মিম্বারটি রসূলুল্লাহ (ﷺ) সমেত উল্টে পড়ে যাবে না তো![১৯৬]

---

১৯৪. মুসলিম ১৭৯/১,২; আহমাদ ১৯০৩৬, ১৯০৯০, ১৯১৩৫; ইবনু মাজাহ ১৯৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আল-মাসউদী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি সিকাহ তবে শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ তবে বাগদাদে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে সিকাহ বলেছেন।

১৯৫. বুখারী ৪৬৮৪, মুসলিম ৯৯৩, তিরমিযী ৩০৪৫, আহমাদ ৭২৫৬, ২৭৩৫৭, ১০১২২। যিলাল ৭৮০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে সিকাহ বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে সালিহ বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১৯৬. বুখারী ৭৪১৩, মুসলিম ২৭৮৮/১,২; আবূ দাঊদ ৪৭৩২, দারিমী ২৭৯৯। যিলাল ৫৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٩٩/٢٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي النَّوَّاسُ بْنُ سَمْعَانَ الْكِلَابِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ أَزَاغَهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ قَالَ وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمَنِ يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَخْفِضُ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

২৩/১৯৯। হিশাম বিন আম্মার সাদাকাহ বিন খালিদ (আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ) ইবনু জাবির বুসর বিন উবায়দুল্লাহ আবূ ইদরীস আল-খাওলানী আন-নাওওয়াস বিন সামআন আল-কিলাবী (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিটি অন্তঃকরণ দয়াময় আল্লাহ্‌র দু' আঙ্গুলের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি চাইলে তা সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং তিনি চাইলে তা বক্র পথে চালিত করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন ঃ "হে অন্তরসমূহের স্থিরতাদানকারী! আমাদের অন্তরসমূহকে আপনার দীনের উপর স্থির রাখুন"। তিনি আরো বলেন, তুলাদণ্ডও দয়াময় আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি কিয়ামাত পর্যন্ত কোন সম্প্রদায়কে উন্নত করবেন এবং কোন সম্প্রদায়কে অবনত করবেন।[১৯৭]

٢٠٠/٢٤- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ لَيَضْحَكُ إِلَى ثَلَاثَةٍ لِلصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ وَلِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَلِلرَّجُلِ يُقَاتِلُ أُرَاهُ قَالَ خَلْفَ الْكَتِيبَةِ».

২৪/২০০। আবু কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আবদুল্লাহ বিন ইসমাঈল (মাজহুল বা অপরিচিত বা অপরিচিত) মুজালিদ (বিন সাঈদ বিন উমায়র) (তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নন তাছাড়া শেষ বয়সে তার স্মৃতি শক্তি পরিবর্তন হয়েছিল) আবূল ওয়াদ্দাক (জাবার বিন নাওফ) তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তিনটি বিষয়ে হাসেন (আনন্দিত হন) ঃ স্বলাতের কাতারের জন্য যে ব্যক্তি গভীর রাতে স্বলাতরত থাকে এবং যে ব্যক্তি সৈন্যবাহিনীকে পিছু হটতে দেখেও জিহাদরত থাকে।[১৯৮]

٢٠١/٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ فِي الْمَوْسِمِ فَيَقُولُ «أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي».

২৫/২০১। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন রাজা' ইসরায়ীল (বিন য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক) উস্রমান ইবনুল মুগীরাহ আস্র-স্রাকাফী সালিম বিন আবূল জা'দ জাবির বিন আবদুল্লাহ

১৯৭. আহমাদ ১৭১৭৮। স্বহীহাহ ২০৯১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৯৮. দঈফাহ ৩১০৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীরে রাবী ১. আবদুল্লাহ বিন ইসমাঈল সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম যাহাবী বলেন তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ২. মুজালিদ (বিন সাঈদ বিন উমায়র) সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী তাকে স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তেমন সমস্যা নেয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন।

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ হাজ্জের মৌসুমে নিজেকে লোকেদের সামনে পেশ করতেন এবং বলতেন ঃ কুরায়শরা আমাকে আমার প্রভুর কালাম প্রচারে বাধা দিচ্ছে। তোমাদের মাঝে এমন কে আছে যে আমাকে তার গোত্রের কাছে নিরাপদে নিয়ে যাবে?[১৯৯]

٢٠٢/٢٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَزِيرُ بْنُ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَلْبَسٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ قَالَ «مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَرِّجَ كَرْبًا وَيَرْفَعَ قَوْمًا وَيَخْفِضَ آخَرِينَ».

২৬/২০২। হিশাম বিন আম্মার আল-ওয়াযীর বিন সাবীহ (মাকবূল) য়ূনুস (বিন মাইসারাহ) বিন হালবাস উম্মু দারদা (হুজাইমাহ বিনতু হুয়াই) আবূদ-দারদা' (উওয়াইমির বিন মালিক) থেকে বর্ণিত। নাবী আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "তিনি প্রতিদিন গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত"–(সূরাহ আর-রহমান ৫৫ ঃ ২৯) সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্‌র কাজের মধ্যে তিনি গুনাহ ক্ষমা করেন, বিপদাপদ দূর করেন, এক দলকে উন্নীত করেন এবং অপর দলকে অবনমিত করেন।[২০০]

٣٥. بَاب مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً

৩৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি কোন উৎকৃষ্ট নীতি বা নিন্দনীয় নীতির প্রচলন করে।

٢٠٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».

১/২০৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক ইবুন আবূ শাওয়ারিব আবূ আওয়ানাহ (ইয়াযীদ বিন আতা' এর 'মাওলা' ওয়াদাহ বিন আবদুল্লাহ) আবদুল মালিক বিন উমায়র মুনযির বিন জারীর (মাকবূল) তার পিতা (জারীর বিন আবদুল্লাহ বিন জাবির) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থার প্রচলন করলো এবং লোকে তদনুযায়ী কাজ করলো, তার জন্য তার নিজের পুরস্কার রয়েছে, উপরন্তু যারা তদনুযায়ী কাজ করেছে তাদের সমপরিমাণ পুরস্কারও সে পাবে, এতে তাদের পুরস্কার মোটেও হ্রাস পাবে না। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ প্রথার প্রচলন করলো এবং লোকেরা তদনুযায়ী কাজ করলো, তার জন্য তার নিজের পাপ তো আছেই, উপরন্তু যারা তদনুযায়ী কাজ করেছে, তাদের সমপরিমাণ পাপও সে পাবে, এতে তাদের পাপ থেকে মোটেও হ্রাস পাবে না।[২০১]

٢٠٤/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَحَثَّ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا بَقِيَ

১৯৯. তিরমিযী ২৯২৫, আবূ দাউদ ৪৭৩৪, আহমাদ ১৪৭৭০, দারিমী ৩৩৫৪। সহীহাহ ১৯৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২০০. যিলাল ৩০১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আল-ওয়াযীর বিন সাবীহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। দুহায়ম বলেন, কোন সমস্যা নেই।

২০১. মুসলিম ১০১৭, তিরমিযী ২৬৭৫, নাসায়ী ২৫৫৪, আহমাদ ১৮৬৭৫, ১৮৬৯৩, ১৮৭০১; দারিমী ৫১২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

فِي الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ اسْتَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَّ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلًا وَمِنْ أُجُورِ مَنْ اسْتَنَّ بِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ اسْتَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَاسْتُنَّ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ كَامِلًا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِي اسْتَنَّ بِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».

২/২০৪। আবদুল ওয়ারিস্র বিন আবদুস্ সামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস্র আমার পিতা (আবদুস্ সামাদ) বলেন আমার পিতা (আবদুল ওয়ারিস্র বিন সাঈদ বিন যাকওয়ান) আয়্যূব (বিন আবূ তামীমাহ বিন কায়সান) মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (সাহায্যের জন্য) নাবী (সাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তাকে সাহায্য করার জন্য (লোকেদের) উৎসাহিত করলেন। এক ব্যক্তি বললো, আমার পক্ষ থেকে এই এই পরিমাণ। রাবী বলেন, উক্ত মজলিসে এমন কেউ অবশিষ্ট রইল না, যে কম বেশি কিছু ঐ ব্যক্তিকে দান করেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি কোন উত্তম পন্থার প্রচলন করলে এবং তদনুযায়ী কাজ করা হলে সে তার পূর্ণ প্রতিদান পাবে এবং যারা সেই পন্থা অনুসরণ করে তাদের সমপরিমাণ পুরস্কারও ঐ ব্যক্তি পাবে, এতে তাদের প্রতিদানে কোন ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি কোন মন্দ পন্থার প্রচলন করলে এবং তদানুযায়ী কাজ করা হলে পূর্ণ পাপের বোঝা তার উপর বর্তাবে এবং যারা উক্ত পন্থার অনুসরণ করবে তাদের সমপরিমাণ পাপও ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে, এতে তাদের পাপের বোঝা মোটেও হালকা হবে না।[২০২]

٢٠٥/٣ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَاتُّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا وَأَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا».

৩/২০৫। ঈসা বিন হাম্মাদ আল-মিস্রী লায়স্র বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব সা'দ বিন সিনান আনাস বিন মালিক (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে কোন আহ্বানকারী ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করলে তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ পাপ তার উপর বর্তাবে এবং তাতে তার অনুসরণকারীদের পাপের বোঝা মোটেও হালকা হবে না। আবার যে কোন ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহ্বান করলে সে তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে এবং এতে তাদের সাওয়াব মোটেই হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না।[২০৩]

٢٠٦/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَعَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

৪/২০৬। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-উস্রমানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আলা' বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী

২০২. তা'লাকুর রগীর ১/৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২০৩. তিরমিযী ৩২২৮, দারিমী ৫১৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী।

কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে ডাকে, সে তার অনুসারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে এবং তাতে তার অনুসারীদের পুরস্কারে কোনরূপ ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তার জন্য তার অনুসারীদের সমপরিমাণ গুনাহ হয় এবং এতে তার অনুসারীদের পাপের বোঝা কিছুমাত্র কমবে না।[২০৪]

٢٠٧/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا».

৫/২০৭। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ নুআয়ম (ফাদল বিন দাকওয়ান) ইসরাঈল (বিন য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক) হাকাম (বিন উতাইবাহ) আবূ জুহাইফাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি কোন ভালো প্রথার প্রচলন করলে এবং তার পরে তদনুসারে কাজ করলে তার জন্য এ কাজের পুরস্কার রয়েছে, অধিকন্তু তার অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ পুরস্কারও রয়েছে। অবশ্য তাতে তাদের পুরস্কারে কোন ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি কোন মন্দ প্রথার প্রচলন করলে এবং তার পরে তদনুযায়ী কাজ করা হলে তার জন্য এ কাজের গুনাহ রয়েছে এবং যারা তদনুসারে কাজ করবে তাদের গুনাহের সমপরিমাণ তার উপর বর্তাবে, এতে তাদের গুনাহের পরিমাণ কিছুই কমবে না।[২০৫]

٢٠٨/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى شَيْءٍ إِلَّا وُقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَازِمًا لِدَعْوَتِهِ مَا دَعَا إِلَيْهِ وَإِنْ دَعَا رَجُلٌ رَجُلًا».

৬/২০৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ (আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ শায়বাহ) আবূ মুআবিয়াহ (মুহাম্মাদ বিন খাযিম) লায়স্ব (বিন আবূ সুলায়ম) তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন বিশর বিন নাহীক আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের (মতবাদের) দিকে আহ্বান করলে কিয়ামাতের দিন তাকে সেই আহ্বানসহ দাঁড় করানো হবে, সে মাত্র এক ব্যক্তিকে আহ্বান করে থাকলেও।[২০৬]

٣٦. بَاب مَنْ أَحْيَا سُنَّةً قَدْ أُمِيتَتْ

৩৬. অধ্যায় : যে ব্যক্তি কোন বিলুপ্ত সুন্নাতকে পুনর্জীবিত করে তার বিনিময় যা পাবে

---

২০৪. মুসলিম ২৬৭৪, তিরমিযী ২৬৭৪, আবূ দাঊদ ৪৬০৯, দারিমী ৫১৩। সহীহাহ ৮৬৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আলা' বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ তার খারপি সম্পর্কে কারো থেকে কোনো কিছু শুনিনি। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস্ব বিশারদদের নিকট তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোনো সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন।

২০৫. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

২০৬. তারগীব ৪৩ দঈফ, তা'লাকুল রগীব ১/৫০, যিলালুল জান্নাহ ১১২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী লায়স সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস্ব। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ হাতিম এবং আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন।

২০৯/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا».

১/২০৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ স্বায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্রাওরীর হাদীসে ভূল করেছেন) কাস্রীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ আল-মুযনী (তিনি দঈফ অর্থাৎ দুর্বল অনেকে তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আমর) মাকবূল আমার দাদা (আম্‌র বিন আওফ আল-মুযানী) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার একটি (মৃত) সুন্নাত জীবিত করলো এবং লোকেরা তদনুযায়ী আমাল করলো, সেও আমালকারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার পাবে এবং তাতে আমালকারীদের পুরস্কার আদৌ হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি বিদআতের প্রচলন করলে এবং তদনুযায়ী আমাল করা হলে তার উপর আমালকারীদের সমপরিমাণ পাপ বর্তাবে এবং তাতে আমালকারীদের পাপের বোঝা আদৌ হালকা হবে না।[২০৭]

২১০/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِ النَّاسِ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِثْلَ إِثْمِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْقُصُ مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا».

২/২১০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইসমাঈল বিন (আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু) আবূ উওয়ায়স (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) কাস্রীর বিন আবদুল্লাহ (বিন আমর বিন আওফ আল-মুযানী) (তিনি দঈফ অর্থাৎ দুর্বল অনেকে তাকে মিথ্যুক বলেছেন) থেকে তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ) মাকবূল তার দাদা (আমর বিন আওফ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমার (মৃত্যুর) পরে বিলুপ্ত হওয়া আমার কোন সুন্নাত জীবিত করলো, সে তদনুযায়ী আমালকারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে এবং তাতে আমালকারীদের সাওয়াবের সামান্যও হ্রাস পাবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এমন কোন বিদআতের প্রচলন করলো, যার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রসূল সন্তুষ্ট নন, তার উপর বিদআত অনুসরণকারীদের সমপরিমাণ গুনাহ বর্তাবে এবং তাতে অনুসরণকারীদের পাপের পরিমাণ কিছুই হ্রাস পাবে না।[২০৮]

---

২০৭. তিরমিযী ২৬৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্রের রাবী স্বায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে স্রিকাহ বললেও আহমাদ বিন স্বালিহ আল-মিস্রী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২০৮. তিরমিযী ২৬৭৭। জামি সগীর ৯৬৫ দঈফ, ৫৩৫৯ দঈফ জিদ্দান, তিরমিযী ২৬৭৭ দঈফ, মিশকাত ১৬৮ দঈফ, তারগীব ৩ ,৪২ দঈফ জিদ্দান, যিলালুল জান্নাহ ৪২ মিশকাত ১৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আবূ উওয়ায়স সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনার ব্যাপারে অমনোযোগী। ২. কাস্রীর বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে

٣٧. بَاب فَضْلِ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

৩৭. অধ্যায় : যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং তা শিক্ষা দেয় তার সম্মান

٢١١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ شُعْبَةُ خَيْرُكُمْ وَقَالَ سُفْيَانُ «أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

১/২১১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) ও সুফইয়ান (বিন সাঈদ) আলকামা বিন মারস্রাদ সা'দ বিন উবায়দাহ আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী উস্‌মান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম ও অধিক মর্যাদাবান।[২০৯]

٢١٢/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

২/২১২। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) সুফয়ান (বিন সাঈদ) আলকামাহ বিন মারস্রাদ আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী উস্‌মান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়, সেই তোমাদের মধ্যে অধিক মর্যাদাবান।[২১০]

٢١٣/٣ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ قَالَ وَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا أُقْرِئُ».

৩/২১৩। আযহার বিন মারওয়ান হারিস্ বিন নাবহান (তিনি মাতরূক অর্থাৎ প্রত্যাখানযোগ্য) আসিম বিন বাহদালাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুসআব বিন সা'দ তার পিতা (সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং তা অপরকে শিক্ষা দেয়, সেই তোমাদের মধ্যে উত্তম। রাবী বলেন, তিনি আমার হাত ধরে আমাকে এই স্থানে বসালেন এবং বললেন, ইনি সর্বাপেক্ষা বড় কারী।[২১১]

ইমাম শাফিঈ বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন অথবা মিথ্যার একটি রুকন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের অন্যতম সদস্য।

২০৯. বুখারী ৫০২৭-২৮, তিরমিযী ২৯০৭-৮, আবূ দাউদ ১৪৫২, আহমাদ ৪০৭, ৪১৪, ৫০২; দারিমী ৩৩৩৮, ইবনু মাজাহ ২১২, সহীহাহ্ ১১৭৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৩০৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২১০. বুখারী ৫০২৭-২৮, তিরমিযী ২৯০৭-৮, আবূ দাউদ ১৪৫২, আহমাদ ৪০৭, ৪১৪, ৫০২; দারিমী ৩৩৩৮, ইবনু মাজাহ ২১১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২১১. দারিমী ৩৩৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হারিস্ বিন নাবহান সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্র লিখা হয়না। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম বুখারী বলেন,

٢١٤/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا».

৪/২১৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রান্না, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ, শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ), কাতাদাহ (বিন দাআমাহ), আনাস বিন মালিক, আবূ মূসা আল-আশআরী নাবী বলেন, কুরআন তিলাওয়াতকারী মু'মিন ব্যক্তি কমলালেবু তুল্য, যা খেতে সুস্বাদু এবং সুগন্ধিযুক্ত। যে মু'মিন ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না সে খেজুরতুল্য, যা খেতে সুস্বাদু কিন্তু সুগন্ধিবিহীন। কুরআন তিলাওয়াতকারী মুনাফিক ব্যক্তি সুগন্ধি গুল্মের সাথে তুলনীয়; যা খুব সুগন্ধিযুক্ত কিন্তু খেতে তিক্ত। যে মুনাফিক ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে না সে মাকাল ফলতুল্য, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধিও নেই।[২১২]

٢١٥/٥ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِلهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ».

৫/২১৫। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর, আবদুর রহমান বিন মাহদী, আবদুর রহমান বিন বুদায়ল, তার পিতা (বুদায়ল বিন মায়সারাহ), আনাস বিন মালিক তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, কতক লোক আল্লাহ্‌র পরিজন। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তারা কারা? তিনি বলেন, কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ আল্লাহ্‌র পরিজন এবং তাঁর বিশেষ বান্দা।[২১৩]

٢١٦/٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَفِظَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ».

৬/২১৬। আমর বিন উস্রমান বিন সাঈদ বিন কাস্রীর বিন দীনার আল-হিমস্রী, মুহাম্মাদ বিন হারব, আবূ উমার (হাফস্র বিন সুলায়মান) তার হাদীস্র প্রত্যাখানযোগ্য, কাস্রীর বিন যাযান (তিনি অপরিচিত), আস্রিম বিন দমরাহ, আলী বিন আবূ তালিব তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা কণ্ঠস্থ করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন

মুনকারুল হাদীস্র। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২১২. বুখারী ৫০২০, ৫০৫৯, ৫৪২৭, ৭৫৬০; মুসলিম ৭৯৭, তিরমিযী ২৮৬৫, নাসায়ী ৫০৩৮, আবূ দাউদ ৪৮২৯, আহমাদ ১৯০৫৫, ২৯১৭৭, ১৯১৬৫; দারিমী ৩৩৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২১৩. আহমাদ ১১৮৭০, ১৩১৩০; দারিমী ৩৩২৬। দঈফাহ ১৫৮২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

এবং তাকে তার পরিবারের এমন দশজন লোকের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন যাদের সকলের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে।[২১৪]

٢١٧/٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَءُوهُ وَارْقُدُوا فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكٍ».

৭/২১৭। ◊ আমর বিন আবদুল্লাহ আল-আইদী ✕ আবূ উসামাহ (হাম্মাদ বিন উসামাহ বিন যায়দ) ✕ আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ✕ মাকবুরী (সাঈদ বিন আবূ সাঈদ কায়সান) ✕ আবূ আহমাদ এর 'মাওলা' আতা' (মাকবূল) ✕ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা কুরআন শিক্ষা করো, তা তিলাওয়াত করো এবং তা নিয়ে রাত জাগো। কেননা কুরআন এবং যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে হলো (মুখ খোলা) মৃগনাভিপূর্ণ থলেবৎ, যার সুবাস চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে তা পেটে ভর্তি করে ঘুমিয়ে রাত কাটায়, সে হলো মুখ বাঁধা মৃগনাভিপূর্ণ থলের মত।[২১৫]

٢١٨/٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي قَالَ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنَ أَبْزَى قَالَ وَمَنْ ابْنُ أَبْزَى قَالَ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا قَالَ عُمَرُ فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ».

৮/২১৮। ◊ আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্মান আল-উস্মানী ✕ ইবরাহীম বিন সা'দ ✕ ইবনু শিহাব ✕ আমির বিন ওয়াস্লিলাহ আবূ তুফায়ল ✕ উমার (রাঃ) ◊, নাফি' বিন আবদুল হারিস্র তিনি উস্ফান নামক স্থানে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। উমার (রাঃ) তাকে মাক্কাহ্র গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। উমার (রাঃ) বলেন, গ্রামবাসী বেদুঈনদের জন্য তুমি কাকে প্রশাসক নিয়োগ করেছ? তিনি বলেন, আমি বিন আবযা (রাঃ)-কে তাদের প্রশাসক নিয়োগ করেছি। উমার (রাঃ) বলেন, বিন আবযা কে? তিনি বলেন, সে আমাদের একজন মুক্তদাস। উমার (রাঃ) বলেন, তুমি একজন মুক্তদাসকে কেন

---

২১৪. তিরমিযী ২৯০৫, আহমাদ ১২৭১। মিশকাত ২১৪১, তা'লীকুল রগীব ২/২১০। তাহকীক আলবানী ঃ খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ উমার সম্পর্কে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ স্রিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ২. কাস্রীর বিন যাযান সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আমি তাকে চিনি না। আবূ হাতিম ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-আযদী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

২১৫. তিরমিযী ২৮৭৬। তা'লীকুল রগীব ২/২০৬, তা'লাক, স্রহীহ বিন মুযাইমাহ ১৫০৯, মিশকাত ২১৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল হামীদ বিন জা'ফার সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে স্রিকাহ বললেও ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন।

জনগণের প্রশাসক নিয়োগ করলে? তিনি বলেন, সে তো মহান আল্লাহ্‌র কিতাবের বিশেষজ্ঞ আলিম, ফারায়িয সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং উত্তম ফয়সালাকারী। উমার বলেন, শোন! তোমাদের নাবী বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের দ্বারা কতক লোককে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং কতককে অবনমিত করেন।[২১৬]

٢١٩/٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ غَالِبٍ الْعَبَّادَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ الْبَحْرَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرٍّ «لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ».

৯/২১৯। আব্বাস বিন আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিতী আবদুল্লাহ বিন গালিব আল-আব্বাদনী (মাসতুর বা অপরিচিত) আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ আল-বাহরানী (মাজহুল বা অপরিচিত) আলী বিন যায়দ (তিনি দঈফ বা দুর্বল) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ যার তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আমাকে বললেন ঃ হে আবূ যার! সকালবেলা কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশত রাকআত (নফল) স্বলাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। সকালবেলা জ্ঞানের কিছু অংশ শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকআত স্বলাত আদায়ের চেয়ে উত্তম, তদনুযায়ী কাজ করা হোক বা না হোক।[২১৭]

٣٨. بَاب فَضْلِ الْعُلَمَاءِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ

৩৮. অধ্যায় : আলিমদের মর্যাদা এবং জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা।

٢٢٠/١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».

১/২২০। বাক্‌র বিন খালাফ আবূ বিশর আবদুল আ'লা মা'মার (বিন রাশিদ) যুহরী (ইবনু শিহাব) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।[২১৮]

٢٢١/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ وَمَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».

---

২১৬. মুসলিম ৮১৭, আহমাদ ২৩৩, দারিমী ৩৩৬৫। সহীহাহ ২২৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২১৭. জামি সগীর ৬৩৭৩ দঈফ, তারগীব ৫৪, ৮৬৯ দঈফ, তা'লাকুল রগীব (১/৫৬) (২/২১১)। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুল্লাহ বিন গালিব আল-আব্বাদনী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি খুব দুর্বল নয়। ২. আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ আল-বাহরানী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, সে কে? এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। ৩. আলী বিন যায়দ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু যে বিষয়ে নিরবতা রয়েছে, সেগুলোয় তিনি অতিরিক্ত করেছেন। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই।। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। বুসায়রী তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

Contents

২/২২১। হিশাম বিন আম্মার ওয়ালীদ বিন মুসলিম মারওয়ান বিন জানাহ ইউনুস বিন মায়সারাহ বিন হালবাস মুআবিয়াহ বিন আবূ সুফ্য়ান (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'কল্যাণ' হলো সুস্বভাব এবং 'মন্দ' হলো প্রবৃত্তির তাড়না থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।[২১৯]

٢٢٢/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ جَنَاحٍ أَبُو سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ».

৩/২২২। হিশাম বিন আম্মার ওয়ালীদ বিন মুসলিম রাওহ বিন জানাহ আবূ সাঈদ (তিনি দঈফ বা দুর্বল) মুজাহিদ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, একজন **ফকীহ (শারীআতের বিধানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি)** শয়তানের জন্য এক হাজার ইবাদাতকারীর চেয়ে অধিক শক্ত।[২২০]

٢٢٣/٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَيْتُكَ مِنْ الْمَدِينَةِ مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ».

৪/২২৩। নাস্র বিন আলী আল-জাহদামী আবদুল্লাহ বিন দাউদ আসিম বিন রজা' বিন হায়্যাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) দাউদ বিন জামীল (দঈফ) কাস্রীর বিন কায়স (দঈফ) তিনি বলেন, আমি দামিশকের মাসজিদে আবূদ-দারদা' (রাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবূদ-দারদা'! আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শহর মাদীনাহ থেকে আপনার নিকট একটি হাদীস্ব শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাবী (সাঃ) থেকে তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তুমি কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশে আসোনি তো? সে বললো, না। তিনি বলেন, অন্য কোন উদ্দেশেও তুমি আসোনি? সে বললো, না। তিনি বলেন, আমি অবশ্যাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি পথ সুগম করে দেন। ফেরেশ্তাগণ জ্ঞান অন্বেষীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের

---

২১৯. বুখারী ৭১, ৩১১৬, ৭৩১২; মুসলিম ১০৩৭, আহমাদ ১৬৩৯২, ১৬৪০০, ১৬৪১৮, ১৬৪৩২, ১৬৪৩৮, ১৬৪৫১, ১৬৭৬৭, ২৭৫৮০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৬৬৭। সহীহাহ ৬৫১৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

২২০. তিরমিযী ২৬৮১। জামি সগীর ৩৯৮৭ মাওযূ, মিশকাত ২১৭ মাওযূ, তারগীব ৬৬ দঈফ জিদ্দান, মিশকাত, ২১৭, তালীকুতা, রগীয় ১/৬১, তামামুল মিন্নাহ, ১১৫। তাহকীক আলবানী ঃ মওযূ'। উক্ত হাদীস্বের রাবী রাওহ বিন জানাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নয় এবং তার থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন। আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্ব যাচায়কৃত নয়।

পাখাসমূহ অবনমিত করেন। আর জ্ঞান অন্বেষীর জন্য আসমান ও যমীনবাসী আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যের মাছও। নিশ্চয় ইবাদাতকারীর উপর আলিমের মর্যাদা তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদার সমতুল্য। আলিমগণ নাবীগণের ওয়ারিস্র। আর নাবীগণ দীনার ও দিরহাম (নগদ অর্থ) ওয়ারিস্রী স্বত্ব হিসাবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা ওয়ারিস্রী স্বত্বরূপে রেখে গেছেন ইল্‌ম (জ্ঞান)। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো, সে যেন একটি পূর্ণ অংশ লাভ করলো।[২২১]

٢٢٤/٥ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ».

৫/২২৪। হিশাম বিন আম্মার হাফস্র বিন সুলায়মান (তার হাদীস্র প্রত্যাখানযোগ্য) কাস্রীর বিন শিনযীর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) মুহাম্মাদ বিন সীরীন আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফার্‌য। অপাত্রে জ্ঞান দানকারী শুকরের গলায় মণিমুক্তা ও সোনার হার পরানো ব্যক্তির সমতুল্য।[২২২]

٢٢٥/٦ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمْ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ».

৬/২২৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের পার্থিব বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করলো, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার পারলৌকিক বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করবেন। কোন ব্যক্তি অপর মুসলিমের দোষ গোপন রাখলে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কষ্ট-কাঠিন্য

---

২২১. তিরমিযী ২৬৮২। স্বহীহ তারগীব ১/৩৩/৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী দাউদ বিন জামীল সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্রিকাহ বললেও ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন এবং অন্যত্রে মাজহুল বা অপরিচিত বলেছেন। আল-আযদী তাকে দুর্বল ও অপরিচিত বলেছেন। ২. কাস্রীর বিন কায়স সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সমর্থন করলেও ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। দুহায়ম তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেন নি। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২২২. মিশকাত ২১৮, তা'লীকুল রগীব ১/৫৪ দঈফাহ ৪১৬; স্বহীহ- মুশকিলাতুল ফিকার ৮৬, ফিকহুস, সীরাহ ৭। তাহকীক আলবানী ঃ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ কথাটি ছাড়া হাদীস্রটি স্বহীহ, কেননা উক্ত কথাগুলো খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী হাফস্র বিন সুলায়মান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার হাদীস্র দুর্বল। ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উক্ত হাদীস্রের মাতান প্রসিদ্ধ কিন্তু সানাদ দুর্বল। এ হাদীস্রটি একধিক সানাদে বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলোই দুর্বল।

সহজ করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার কষ্ট সহজ করে দিবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতায় রত থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়তায় রত থাকেন। কোন ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করলে, আল্লাহ এই উসীলায় তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সুগম করে দেন। যখন কোন লোকসমষ্টি আল্লাহ্‌র ঘরসমূহের মধ্যকার কোন ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পর তা শিক্ষা করে, তখন মালায়িকাহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, দয়া ও অনুগ্রহ তাদের আবৃত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটে অবস্থানকারীদের (মালায়িকাহ্‌র) সাথে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেন। (পৃথিবীতে) যার সৎকর্ম কম হবে (আখিরাতে) তার বংশমর্যাদা কোন উপকারে আসবে না।[২২৩]

২২৬/٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ أُنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ خَارِجٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ.

৭/২২৬। মুহাম্মদা বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্‌যাক মা'মার (বিন রাশিদ) আসিম বিন আবূ নাজূদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) যির বিন হুবায়শ বলেন, আমি স্বফওয়ান বিন আসসাল আল-মুরাদী (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, তোমাকে কিসে নিয়ে এসেছে? আমি বললাম, জ্ঞানার্জনের জন্য। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তিই জ্ঞানার্জনের জন্য তার ঘর থেকে রওনা হয়, তার এই মহৎ উদ্যোগের জন্য মালায়িকাহ তাদের পাখা বিস্তার করেন।[২২৪]

২২৭/٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ».

৮/২২৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাতিম বিন ইসমাঈল হুমায়দ বিন সখর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মাকবূরী (সাঈদ বিন আবূ সাঈদ কায়সান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমার এই মাসজিদে কোন উত্তম বিষয় শিক্ষা দানের জন্য বা শিক্ষা লাভের জন্য আসে, সে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদরত ব্যক্তির মর্যাদাসম্পন্ন স্থানীয়। আর যে ব্যক্তি ভিন্নতর উদ্দেশে আসে, সে অপরের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর তুল্য।[২২৫]

---

২২৩. মুসলিম ২৬৯৯, তিরমিযী ১৪২৫, ১৯৩০, ২৬৪৬, ২৯৪৫; আবূ দাউদ ১৪৫৫, ৩৬৪৩, ৪৯৪৬; আহমাদ ৭৩৭৯, ৭৮৮২, ৮১১৭, ১০১১৮, ১০২৯৮; দারিমী ৩৪৪, স্বহীহ্ তারগীব ১/৩১/৬৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২২৪. আহমাদ ১৭৬২৩, ১৭৬২৮, ১৭৬৩৪; দারিমী ৩৫৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আসিম বিন আবূন নাজূদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অধিক ভূল করেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই।

২২৫. আহমাদ ৯১৩৮। স্বহীহ তারগীব ৮৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী হুমায়দ বিন স্বখর সম্পর্কে দারাকুতনী স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তিনি একধিক হাদীস্রের ব্যাপারে ইনকার করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই।

٢٢٨/٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عَاتِكَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقَبْضُهُ أَنْ يُرْفَعَ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ الْعَالِمُ وَالْمُتَعَلِّمُ شَرِيكَانِ فِي الْأَجْرِ وَلَا خَيْرَ فِي سَائِرِ النَّاسِ».

৯/২২৮। হিশাম বিন আম্মার সাদাকাহ বিন খালিদ উসমান বিন আবূ আতিকাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু আল-হানীর সূত্রে তাকে দঈফ বলা হয়েছে) আলী বিন ইয়াযীদ (দঈফ) কাসিম (বিন আবদুর রহমান) আবূ উমামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, এই জ্ঞান জব্দ করে নেয়ার পূর্বেই তোমরা তা ধারণ করো। তা জব্দ করার অর্থ তুলে নেয়া। অতঃপর তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে বলেন, এভাবে। অতঃপর তিনি বলেন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী প্রতিদানে সমান অংশীদার। অবশিষ্ট লোকের মধ্যে কোন সৌন্দর্য ও কল্যাণ নেই।[২২৬]

٢٢٩/٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ بَعْضِ حُجَرِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللهَ وَالْأُخْرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «كُلٌّ عَلَى خَيْرٍ هَؤُلَاءِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَدْعُونَ اللهَ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ».

২/২২৯। বিশর বিন হিলাল আস-সওয়াফ দাঊদ বিন যিবরিকান (তিনি মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) বাকর বিন খুনাইস (তিনি সত্যবাদী কিন্তুহাদীসে সংমিশ্রণ করেন) আবদুর রহমান বিন যিয়াদ (তার স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আবদুল্লাহ্ বিন আম্র ইবনুল আস (রাঃ) তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কোন এক হুজরা থেকে বের হয়ে এসে মাসজিদে প্রবেশ করেন। তখন সেখানে দু'টি সমাবেশ চলছিল। একটি সমাবেশে লোকজন কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহ্‌র যিক্‌রে মশগুল ছিল এবং অপর সমাবেশে লোকজন শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে রত ছিল। নাবী (সাঃ) বলেন, সকলেই কল্যাণকর তৎপরতায় রত আছে। এই সমাবেশের লোকজন কুরআন তিলাওয়াত করছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট দুআ' করছে। তিনি চাইলে তাদের দান করতেও পারেন আবার চাইলে নাও দিতে পারেন। অন্যদিকে এই সমাবেশের লোকেরা শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদানে রত আছে। আর আমি শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তিনি এদের সমাবেশে বসলেন।[২২৭]

---

২২৬. দারিমী ২৪০। জামি সগীর ৩৭৯২ দঈফ, তারগীব ৫৯ দঈফ, তা'লীকুল রগীব ১/৫৯, ইরওয়া' ২/১৪৩, মিশকাত ২৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. উসমান বিন আবূ আতিকাহ সম্পর্কে দুহায়ম বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ২. আলী বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস ও দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

২২৭. দারিমী ৩৪৯। দঈফাহ ১১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী দাঊদ বিন যিবরিকান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার কথাবার্তা ভালো। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ২. আবদুর রহমান বিন যিয়াদ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার থেকে হাদীস

Contents

٣٩. بَاب مَنْ بَلَّغَ عِلْمًا

৩৯. অধ্যায় : জ্ঞানের প্রচারক

٢٣٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَلَاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلهِ وَالنُّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ».

১/২৩০। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদয়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মাতাবলম্বী) লায়স বিন আবূ সুলায়ম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন এমনকি তিনি হাদীস বর্ণনায় পৃথক করেন না সুতরাং তিনি প্রত্যাখানযোগ্য) ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ আবূ হুবাইরাহ আনসারী তার পিতা (আব্বাদ বিন শায়বান) যায়দ বিন সাবিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, **যে ব্যক্তি আমার বক্তব্য শুনেছে, অতঃপর তার প্রচার করেছে, আল্লাহ তাকে হাস্যোজ্জ্বল ও সতেজ করুন। এমন কতক জ্ঞানের বাহক আছে যারা নিজেরাই জ্ঞানী নয়। আবার এমন কতক জ্ঞানের বাহক আছে, তারা যাদের নিকট তা** বয়ে নিয়ে যায় তারা এই বাহকদের চেয়ে অধিক সমঝদার। আলী বিন মুহাম্মাদ -এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনটি বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তির অন্তর যেন প্রতারিত না হয় ঃ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা, মুসলিম নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ দেয়া এবং তাদের (নেক কাজের) সাথে সম্পৃক্ত থাকা।[২২৮]

٢٣١/٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَقَالَ «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».

٢٣١/٢ (١) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

২/২৩১। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্ব) আবদুস সালাম (বিন আবূল জুনুব) (দঈফ) যুহরী (ইবনু শিহাব) মুহাম্মাদ বিন জুবায়র বিন মুত্ইম তার পিতা (জুবায়র বিন

প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু মাহদী বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করিনি।

২২৮. তিরমিযী ২৬৫৬, আবূ দাউদ ৩৬৬০, আহমাদ ২১০৮০, দারিমী ২২৯। সহীহাহ ৪০৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদয়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেয়। লায়স বিন আবূ সুলায়ম সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতরাবুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল।

Contents

মুতঈম)) এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ মিনার আল-খায়ফ নামক উচ্চ ভূমিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে আমার বক্তব্য শোনার পর তা প্রচার করলো (বা অপরের নিকট পৌঁছে দিল)। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয়। জ্ঞানের এমন বাহকও আছে যে, তারা যাদের নিকট তা বয়ে নিয়ে যায় তারা তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী।

২/২৩১ (১)। আলী বিন মুহাম্মাদ আমার খালু ইয়া'লা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতালম্বী) যুহরী মুহাম্মাদ বিন তার পিতা (জুবায়র বিন মুত্ইম)) হিশাম বিন আম্মার সাঈদ বিন ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতালম্বী) যুহরী মুহাম্মাদ বিন তার পিতা (জুবায়র বিন মুত্ইম))[২২৯]

٣/٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ».

৩/২৩২। মুহাম্মাদ ইবনুল বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ সিমাক (বিন হারব) আব্দুর রহমান বিন আবদুল্লাহ তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ)) নাবী বলেন, যে ব্যক্তি আমার নিকট হতে একটি হাদীস শুনে তা অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়, আল্লাহ তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। কখনো শ্রোতার চেয়ে প্রচারক অধিকতর স্মৃতিধর হয়ে থাকে।[২৩০]

٤/٢٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ «لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يَبْلُغُهُ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ».

৪/২৩৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান কুররাহ বিন খালিদ মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবদুর রহমান বিন আবূ বাকরাহ তার পিতা (আবূ বাক্রাহ) তিনি বলেন, নাবী কুরবানীর দিন তাঁর ভাষণে বলেন, উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়। এমনও হতে পারে যে, যাদের নিকট জ্ঞানের কথা পৌঁছানো হয় তারা শ্রোতাদের চাইতে অধিক স্মৃতিধর।[২৩১]

٥/٢٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

---

২২৯. আহমাদ ১৬২৯৬, ১৬৩১২; দারিমী ২১৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রবী আবদুস সালাম (বিন আবূল জুনুব) সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, মাতরূকুল হাদীস। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখাযোগ্য। ইবনু হিব্বান তাকে দুর্বল উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী বলেন, মুনকারুল হাদীস। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২৩০. তিরমিযী ২৬৫৭। মিশকাত ৩২৩০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৩১. বুখারী ৫৫৫০, মুসলিম ১৬৭৯, আহমাদ ১৯৮৮৩, ১৯৮৯৪, ১৯৯০৬, ১৯৯৮৫; দারিমী ১৯১৬। ইরওয়া' ৫/২৭৮/১৪৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ فَإِنَّهُ শব্দটি ব্যতীত সহীহ।

৫/২৩৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ (হাম্মাদ বিন উসামাহ বিন যায়দ) বাহয বিন হাকীম তার পিতা (হাকীম বিন মুআবিয়াহ) তার দাদা মুআবিযাহ আল-কুশাইরী (রাঃ) ইসহাক বিন মানসূর আন-নাদর বিন শুমায়ল বাহয বিন হাকীম তার পিতা (হাকীম বিন মুআবিয়াহ) দাদা মুআবিযাহ আল-কুশায়রী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শোন! উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার কথা) পৌঁছিয়ে দেয়।[২৩২]

٢٣٥/٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ».

৬/২৩৫। আহমাদ বিন আবদাহ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী কুদামাহ বিন মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন আত-তামীমী (মাজহুল বা তিনি অপরিচিত) ইবনু আব্বাসের 'মাওলা' আবূ আলকামাহ ইবনু উমার (রাঃ) এর 'মাওলা' ইয়াসার ইবনু উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাদের উপস্থিতরা যেন তোমাদের অনুপস্থিতদের নিকট (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়।[২৩৩]

٢٣٦/٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».

৭/২৩৬। মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী (মুনকারুল হাদীস) মুবাশ্‌শির বিন ইসমাঈল আল-হালাবী মুআন বিন রিফাআহ (লায়্যেনুল হাদীস) আবদুল ওয়াহব বিন বুখত আল-মাক্কী আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ সেই বান্দাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন যে আমার বক্তব্য শুনে তা স্মৃতিতে ধারণ করেছে, অতঃপর আমার পক্ষ থেকে তা (অন্যদের নিকট) প্রচার করেছে। কতক জ্ঞানের বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয় এবং কতক জ্ঞানের বাহক যাদের নিকট তা পৌঁছে দেয় তারা তাদের চেয়ে অধিক সমঝদার হতে পারে।[২৩৪]

٤٠. بَاب مَنْ كَانَ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ

৪০. অধ্যায় : কল্যাণের চাবিকাঠি যেসব লোক

---

২৩২. আহমাদ ১৯৫৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৩৩. আবূ দাউদ ১২৭৮, আহমাদ ৫৭৭৭। ইরওয়া' ২/২৩৩-২৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন আত-তামীমী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২৩৪. আহমাদ ১২৯৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, মুনকারুল হাদীস ও তার নিকট হাদীস সংরক্ষিত নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মিথ্যুক। হাকিম বলেন, তিনি একাধিক হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। ২. মুআন বিন রিফাআহ সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন আওফ ও আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

٢٣٧/١- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ».

১/২৩৭। হুসাইন ইবনুল হাসান আল-মারওয়াযী মুহাম্মাদ বিন (ইবরাহীম ইবনু) আবূ আদী মুহাম্মাদ বিন আবূ হুমায়দ (দঈফ) হাফস্ব বিন উবায়দুল্লাহ্ বিন আনাস আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় কতক লোক আছে, যারা কল্যাণের চাবিকাঠি এবং অকল্যাণের দ্বার রুদ্ধকারী। পক্ষান্তরে এমন কতক লোকও আছে যারা অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী। সেই লোকের জন্য সুসংবাদ যার দু' হাতে আল্লাহ কল্যাণের চাবি রেখেছেন এবং সেই লোকের জন্য ধ্বংস যার দু' হাতে আল্লাহ অকল্যাণের চাবি রেখেছেন।[২৩৫]

٢٣٨/٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ».

২/২৩৮। হারূন বিন সাঈদ আল-আইলী আবূ জা'ফার আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম (দঈফ) আবূ হাযিম (সালামাহ বিন দীনার) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, নিশ্চয় এই কল্যাণ কোষাগারস্বরূপ এবং এই কোষাগারের রয়েছে কিছু সংখ্যক চাবি। সুসংবাদ সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ কল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী ও অকল্যাণের পথ রুদ্ধকারী বানিয়েছেন। ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ অকল্যাণের দ্বার উন্মোচনকারী এবং কল্যাণের পথ রুদ্ধকারী বানিয়েছেন।[২৩৬]

٤١. بَاب ثَوَابِ مُعَلِّمِ النَّاسَ الْخَيْرَ

৪১. অধ্যায় : লোকজনকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদাতার সাওয়াব।

٢٣٩/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ».

---

২৩৫. সহীহাহ ১৩৩২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন আবূ হুমায়দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। হাদীসটির ২৯টি শাহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে ইবনু মাজাহ ২টি, ইবনু আবূ আসিম এর আস-সুন্নাহ কিতাবে ৩টি, শুআবুল ঈমানে ২ ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

২৩৬. সহীহ তারগীব ৬৬, যিলালু জান্নাহ ২৮৮, ২৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আলী ইবনুল মাদীনী ও মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

Contents

১/২৩৯। হিশাম বিন আম্মার হাফস্ব বিন আমর (মাজহুল বা অপরিচিত) উস্মান বিন আতা' (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আতা বিন আবূ মুসলিম) আবূদ-দারদা' (উয়াইমির বিন মালিক) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় আসমান ও যমীনের অধিবাসীগণ জ্ঞানীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি সমুদ্রের মাছরা পর্যন্ত।[২৩৭]

٢/٢٤٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ».

২/২৪০। আহমাদ বিন ঈসা আল-মিস্রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইয়াহইয়া বিন আয়্যূব (তিনি সত্যবাদী কিন্তুকখনো কখনো ভূল করেন) সাহল বিন মুআয বিন আনাস তার পিতা (মুআয বিন আনাস) নাবী বলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেয়, সে তদনুসারে কর্মসম্পাদনকারীর সমান পুরস্কার পাবে, এতে কর্মসম্পাদনকারীর পুরস্কারে কোনরূপ ঘাটতি হবে না।[২৩৮]

٣/٢٤١ – حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ».

٣/٢٤١ (١) – قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ يَعْنِي أَبَاهُ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৩/২৪১। ইসমাঈল বিন আবূ কারীমাহ আল-হাররানী মুহাম্মাদ বিন সালামাহ আবূ আবদুর রহমান (খালিদ বিন আবূ ইয়াযীদ) যায়দ বিন আবূ উনায়সাহ যায়দ বিন আসলাম আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ তার পিতা (আবূ কাতাদাহ হারিস বিন রিবঈ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, মানুষ তার (মৃত্যুর) পরে যা কিছু রেখে যায়, তার মধ্যে তিনটি জিনিস কল্যাণকর ঃ সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, যে তার জন্য দুআ' করে, সদাকায়ে জারিয়া যার সাওয়াব তার কাছে পৌঁছে এবং এমন জ্ঞান যা তার মৃত্যুর পরও কাজে লাগানো যায়।

৩/২৪১ (১)। আবুল হাসান আবূ হাতিম মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন সিনান আর-রাহাবী তার পিতা ইয়াযীদ বিন সিনান যায়দ বিন আবূ উনায়সাহ ফুলায়হ্ বিন সুলায়মান যায়দ বিন আসলাম আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ তার পিতা (আবূ কাতাদাহ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি...... (পূর্বোক্ত) (২৪১ নং) হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[২৩৯]

২৩৭. আহমাদ ২১২০৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. হাফস্ব বিন আমর সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও আবূ হাতিম আর রাযী বলেন, তিনি অপরিচিত। ২. উস্মান বিন আতা' সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আল-জাওযুজানী বলেন, হাদীস বর্ণনায় তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২৩৮. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

২৩৯. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

Contents

٢٤٢/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَغَرُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».

৪/২৪২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ বিন ওয়াহব বিন আতিয়্যাহ ওয়ালীদ বিন মুসলিম মারযূক বিন আবূ হুযায়ল (লাইয়েনুল হাদীস) যুহরী (ইবনু শিহাব) আবূ আবদুল্লাহ আল-আগাররু আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব কাজ ও তার যেসব পুণ্য তার সাথে যুক্ত হয় তা হলো ঃ যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, কুরআন যা সে ওয়ারিসী সূত্রে রেখে গেছে অথবা মাসজিদ যা সে নির্মাণ করিয়েছে অথবা পথিক-মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় তার মাল থেকে যে দান-খয়রাত করেছে তা তার মৃত্যুর পরও তার সাথে (তার আমালনামায়) যুক্ত হবে।[২৪০]

٢٤٣/٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ».

৫/২৪৩। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব আল-মাদানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ইসহাক বিন ইবরাহীম (লাইয়েনুল হাদীস) সফওয়ান বিন সুলাইম উবায়দুল্লাহ বিন তালহাহ (মাকবূল) হাসান বাসরী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, কোন মুসলিমের ইল্‌ম শিক্ষা করা, অতঃপর তা তার মুসলিম ভাইকে শিক্ষা দেয়া সর্বোত্তম দানরূপে গণ্য।[২৪১]

٤٢. بَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوطَأَ عَقِبَاهُ

৪২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি তার পেছনে পেছনে অন্যের চলাকে অপছন্দ করে।

٢٤٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ «مَا رُئِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقِبَيْهِ رَجُلَانِ ».

---

২৪০. মুসলিম ১৬৩১, তিরমিযী ১৩৭৬, নাসায়ী ৩৬৫১, আবূ দাঊদ ২৮৮০, আহমাদ ৮৬২৭, দারিমী ৫৫৯। ইরওয়া' ৬/২৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী মারযূক বিন আবূ হুযায়ল সম্পর্কে ইমাম বুখারী তাকে তা'রিফ ও তানকির বলেছেন। ইবনু আবূ খায়সামাহ তাকে সিকাহ বলেছেন। আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২৪১. জামি সগীর ১০১৬ দঈফ, দঈফ তারগীব ৫৭, তা'লীকুররগীব ১/৫৭, ইরওয়া' ৬/২৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ সম্পর্কে মাসলামাহ বিন কাসিম তাকে সিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ২. ইসহাক বিন ইবরাহীম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস। আবূ বাকর আল-বাগিন্দী বলেন, তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

Contents

١/٢٤٤ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ صَاحِبُ الْقَفِيزِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

১/২৪৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুওয়াইদ বিন আমর হাম্মাদ বিন সালামাহ সাবিত (বিন আসলাম) শুআয়ব বিন (মুহাম্মাদ ইবনু) আবদুল্লাহ বিন আমর তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আম্‌র) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ -কে কখনো গদিতে হেলান দিয়ে আহার করতে দেখা যায়নি এবং দু'জন লোকও তার পেছনে চলতো না।

১/২৪৪ (১)। আবুল হাসান বলেন হাযিম বিন ইয়াহইয়া ইবরাহীম ইবনুল হাজ্জাজ আস-সামী হাম্মাদ বিন সালামাহ সাবিত (বিন আসলাম) শুআয়ব বিন (মুহাম্মাদ ইবনু) আবদুল্লাহ বিন আমর তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আম্‌র) আবুল হাসান বলেন ইবরাহীম বিন নাস্‌র হামদানী সাহিবুল কাফীয মূসা বিন ইসমাঈল হাম্মাদ বিন সালামাহ সাবিত (বিন আসলাম) শুআয়ব বিন (মুহাম্মাদ ইবনু) আবদুল্লাহ বিন আমর তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আম্‌র)[২৪২]

٢/٢٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ وَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَ النِّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ «فَجَلَسَ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ لِئَلَّا يَقَعَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ».

২/২৪৫। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূল মুগীরাহ (আবদুল কুদ্দূস ইবনুল হাজ্জাজ) মুআন বিন রিফাআহ (লাইয়েনুল হাদীস) আলী বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল) কাসিম বিন আবদুর রহমান আবূ উমামাহ (সাদী বিন ঈজলান) তিনি বলেন, নাবী এক প্রচণ্ড গরমের দিনে 'বাকীউল গারকাদ' নামক স্থানের দিকে বের হলেন। লোকেরা তাঁর পেঁছনে হেঁটে যাচ্ছিল। তিনি জুতার আওয়াজ শুনতে পেলে বিষয়টি তাঁর মনে অপ্রিয় লাগলো। তিনি বসে পড়লেন, যাতে লোকেরা তাঁর আগে চলে যায়, যাতে তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র অহমিকা জাগ্রত না হয়।[২৪৩]

٣/٢٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا مَشَى مَشَى أَصْحَابُهُ أَمَامَهُ وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ».

৩/২৪৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' (ইবনুল জাররাহ) সুফইয়ান (বিন সাঈদ) আসওয়াদ বিন কায়স নুবায়হ (বিন আবদুল্লাহ) আল-আনাযী (মাকবূল) জাবির বিন আবদুল্লাহ তিনি

---

২৪২. আবূ দাঊদ ৩৭৭০ সহীহাহ ১২৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৪৩. দঈফ তারগীব ১২১, ১৬৭৩; তা'লীকুর রগীব ১/৮৭ ও ৩/২৯৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুআন বিন রিফাআহ সম্পর্কে আলী বিন মাদীনী তাকে সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন আওফ ও আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ২. আলী বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস ও দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

বলেন, নাবী (ﷺ) যখন হাঁটতেন তখন তাঁর সহাবীগণ তাঁর আগে আগে চলতেন এবং তাঁর পেছনের দিকে মালায়িকার জন্য ছেড়ে দিতেন।[২৪৪]

٤٣. بَاب الْوَصَاةِ بِطَلَبَةِ الْعِلْمِ

৪৩. অধ্যায় : জ্ঞানার্জনকারীদের নাসীহাত করা

٢٤٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَاشِدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدَةَ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاقْنُوهُمْ» قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا اقْنُوهُمْ قَالَ عَلِّمُوهُمْ.

১/২৪৭। মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস বিন রাশিদ আল-মিস্‌রী হাকাম বিন আবদাহ (মাজহুল) আবূ হারূন আল-আবদী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, অচিরেই তোমাদের নিকট ইল্‌ম শিক্ষার জন্য দলে দলে লোক আসবে। তোমরা তাদের দেখলেই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপদেশের সুসংবাদ জানাবে এবং তাদের তালকীন দিবে (জ্ঞানদান করবে)। আমি হাকাম (রহঃ)-কে বললাম, আমরা তাদের কী তালকীন দিব? তিনি বলেন, তাদের ইল্‌ম শিক্ষা দিবে।[২৪৫]

٢٤٨/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ هِلَالٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى الْحَسَنِ نَعُودُهُ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ نَعُودُهُ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ فَقَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى مَلَأْنَا الْبَيْتَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ لِجَنْبِهِ فَلَمَّا رَآنَا قَبَضَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ أَقْوَامٌ مِنْ بَعْدِي يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَحَيُّوهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ قَالَ فَأَدْرَكْنَا وَاللهِ أَقْوَامًا مَا رَحَّبُوا بِنَا وَلَا حَيَّوْنَا وَلَا عَلَّمُونَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ كُنَّا نَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَيَجْفُونَا».

২/২৪৮। আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ মুআল্লা বিন হিলাল (তার মিথ্যুক হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত) ইসমাঈল (বিন মুসলিম) দঈফ বা দুর্বল হাসান (বিন আবুল হাসান ইয়াসার) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) (ইসমাঈল) বলেন, আমরা অসুস্থ হাসান (রহঃ) কে দেখতে গেলাম, এমনকি আমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তিনি তার পদদ্বয় গুটিয়ে নিলেন, অতঃপর বলেন, আমরা অসুস্থ আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে দেখতে গেলাম। এমনকি আমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তখন তিনি তাঁর পদদ্বয় গুটিয়ে নিলেন, অতঃপর বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট প্রবেশ করলাম এবং আমাদের উপস্থিতিতে ঘর ভর্তি হয়ে গেল। তিনি তখন কাত হয়ে শায়িত ছিলেন। তিনি আমাদের দেখে তাঁর পদদ্বয় গুটিয়ে নিলেন, অতঃপর বলেন, অচিরেই আমার পরে তোমাদের নিকট দলে দলে লোক আসবে জ্ঞানার্জনের জন্য। তোমরা তাদের স্বাগত জানাবে, তাদের সালাম দিবে এবং

---

২৪৪. আহমাদ ১৩৮২৪। সহীহাহ ৩৪৭, ১৫৫৭, ২০৮৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৪৫. তিরমিযী ২৬৫০-৫১, মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৪৯। সহীহাহ ২৮০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ১. হাকাম বিন আবদাহ সম্পর্কে আল-আযদী তাকে দুর্বল বলেছেন। ২. আবূ হারূন আল-আবদী সম্পর্কে শু'বাহ ইবনু হাজ্জাজ তাকে দুর্বল বলেছেন। হাম্মাদ বিন যায়দ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন বরং তিনি মিথ্যুক। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বলেন, তিনি দুর্বল।

ইল্‌ম শিক্ষা দিবে। অধস্তন রাবী হাসান বলেন, আমরা তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাদের নিকট গেলে তারা আমাদের স্বাগত জানায়নি, আমাদের সালাম করেনি এবং আমাদের ইল্‌ম শিক্ষা দেয়নি, বরং আমরা তাদের কাছে পৌঁছলে তারা আমাদের উপর যুল্‌ম করেছে।[২৪৬]

٢٤٩/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَنَا «إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّهُمْ سَيَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا».

৩/২৪৯। আলী বিন মুহাম্মাদ আমর বিন মুহাম্মাদ আল-আনকাযী সুফইয়ান (বিন সাঈদ) আবূ হারূন আল-আবদী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) তিনি বলেন, আমরা আবূ সাঈদ আল খুদরী -এর কাছে এলেই তিনি বলতেন ঃ তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ -এর ওসিয়াত অনুযায়ী স্বাগতম। রসূলুল্লাহ আমাদের বলেন, লোকেরা অবশ্যই তোমাদের অনুগামী। অচিরেই পৃথিবীর আনাচে-কানাচে থেকে লোকেরা তোমাদের নিকট দীন শিক্ষার জন্য আসবে। তারা তোমাদের নিকট আসলে তোমরা তাদের ভালো কাজের উপদেশ দিবে।[২৪৭]

٤٤. بَاب الِانْتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِهِ

৪৪. অধ্যায় : জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং তদনুযায়ী আমাল করা।

٢٥٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ».

১/২৫০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ (সুলায়মান বিন হায়্যান) আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) (মুহাম্মাদ) বিন আজলান সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, নাবী -এর একটি দুআ' এই যে, "হে আল্লাহ্‌! আমি সেই জ্ঞান থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই যা কোন উপকারে আসে না, এমন দুআ' থেকে যা শোনা হয় না, সেই অন্তর থেকে যা ভীত হয় না এবং সেই দেহ থেকে যা তৃপ্ত হয় না।[২৪৮]

---

২৪৬. দঈফাহ ৩৩৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ মওযূ'। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুআল্লা বিন হিলাল সম্পর্কে সুফইয়ান আস-সাওরী তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ করেছেন। সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি পরিস্কার মিথ্যুক। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও তিনি মিথ্যুক। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন বরং তিনি মিথ্যুক। ইমাম বুখারী বলেন, তাকে সকলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ২. ইসমাঈল (বিন মুসলিম) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় না। আমর ইবনুল ফাল্লাস বলেন, তিনি সত্যবাদী হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল।

২৪৭. তিরমিযী ২৬৫০-৫১, মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৪৭। মিশকাত ২১৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ হারূন আল-আবদী সম্পর্কে শু'বাহ ইবনু হাজ্জাজ তাকে দুর্বল বলেছেন। হাম্মাদ বিন যায়দ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন বরং তিনি মিথ্যুক। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বলেন, তিনি দুর্বল।

২৪৮. নাসায়ী ৫৫৩৬-৩৭, আবূ দাউদ ১৫৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ

٢٥١/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ».

২/২৫১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন সাবিত (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি যে জ্ঞান আমাকে শিখিয়েছো তার দ্বারা আমাকে উপকৃত করো, আমাকে এমন জ্ঞান দান করো যা আমার উপকারে আসে, আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দাও এবং সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য"।[২৪৯]

٢٥٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ أَبِي طُوَالَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৩/২৫২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ ও সুরায়জ বিন নু'মান ফুলায়হ বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু অধিক ভূল করেন) আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহ্মান বিন মা'মার আবূ তুয়ালাহ সাঈদ বিন ইয়াসার আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা হয়, যদি কেউ সেই জ্ঞান পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামাতের দিন জান্নাতের সুবাসও পাবে না।[২৫০]

٢٥٣/٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِبٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ».

৪/২৫৩। হিশাম বিন আম্মার হাম্মাদ বিন আবদুর রহ্মান (দঈফ বা দুর্বল) আবূ কুরায়ব আল-আয্দী (মাজহুল বা অপরিচিত) নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি

হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন।

২৪৯. তিরমিযী ৩৫৯৯। মিশকাত ৩৪৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাম্‌দ ছাড়া সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ তবে হুজ্জাহ নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস।

২৫০. আবূ দাঊদ ৩৬৬৪, আহমাদ ৮২৫২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীরে রাবী ফুলায়হ বিন সুলায়মান সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু আদী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ নয়।

নির্বোধের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা আলিমদের উপর বাহাদুরি প্রকাশের জন্য অথবা তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জ্ঞানার্জন করে, সে জাহান্নামী।[২৫১]

٢٥٤/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ».

৫/২৫৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (সাঈদ) ইবনু আবূ মারয়াম ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব (তিনি সত্যবাদী **কিন্তু হাদীস্র** বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) (আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয) বিন **জুরাইজ** **আবূ যুবায়র** জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, তোমরা **আলিমদের** উপর বাহাদুরী প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং জনসভার উপর **বড়ত্ব প্রকাশ** করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন।[২৫২]

٢٥٥/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَقُولُونَ نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْخَطَايَا.

৬/২৫৫। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ্ ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান আল-কিন্দী উবায়দুল্লাহ বিন আবূ বুরদাহ (মাকবূল) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, আমার উম্মাতের কতক লোক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করবে, তারা কুরআন পড়বে এবং বলবে, আমরা শাসকদের নিকট যাবো তাদের নিকট থেকে পার্থিব স্বার্থ প্রাপ্ত হবো এবং আমাদের দীন থেকে তাদের সরিয়ে রাখবো। এরূপ কখনো হতে পারে না। যেমন কাঁটাদার গাছ থেকে ফল আহরণের সময় হাতে কাঁটা ফুটবেই, তদ্রূপ তারা তাদের কাছে গিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ গুনাহ ব্যতীত তারা কিছুই লাভ করতে পারে না।[২৫৩]

٢٥٦/٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا يَا رَسُولَ

---

২৫১. তিরমিযী ২৬৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হাম্মাদ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, দুর্বল। ২. আবূ কুরায়ব আল-আযদী সম্পর্কে আবূ হাতিম ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

২৫২. সহীহ তারগীব ১০২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী

২৫৩. মিশকাত ২৬২ দঈফ, দঈফা ৩/১২৫০ দঈফ, তা'লীকুর গীব১/৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী উবায়দুল্লাহ বিন আবূ বুরদাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

Contents

اللهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ تَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ يَدْخُلُهُ قَالَ أُعِدَّ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللهِ الَّذِينَ يَزُورُونَ الْأُمَرَاءَ ».

٢٥٦/٧ (١) - قَالَ الْمُحَارِبِيُّ الْجَوْرَةَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حَازِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ وَكَانَ ثِقَةً ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ بِإِسْنَادِهِ.

٢٥٦/٧ (٢) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَيْفٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ قَالَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ عَمَّارٌ لَا أَدْرِي مُحَمَّدٌ أَوْ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ.

৭/২৫৬। ❮আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল❯❮আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ আল-মুহারিবী❯❮আম্মার বিন সায়ফ (দঈফ বা দুর্বল)❯❮আবূ মুআয (সুলায়মান বিন আরকাম) আল-বাসরী (দঈফ বা দুর্বল)❯ ❮আলী বিন মুহাম্মাদ❯❮ইসহাক বিন মানসূর❯❮আম্মার বিন সায়ফ (দঈফ বা দুর্বল)❯❮আবূ মুআয (সুলায়মান বিন আরকাম) আল-বাসরী(দঈফ বা দুর্বল)❯❮বিন সীরীন❯❮আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)❯ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা 'জুব্বুল হুযন' থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! 'জুব্বুল হুযন' কী? তিনি বলেন, জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যা থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নাম দৈনিক চার শতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি বলেন, যারা প্রদর্শনেচ্ছার বশবর্তী হয়ে কাজ করে সেসব কুরআন পাঠকের জন্য তা তৈরি করা হয়েছে। যে সকল কুরআন পাঠক (বিশেষজ্ঞ) শাসক গোষ্ঠীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে তারা আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ক্বারী। মুহারিবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এর দ্বারা যালিম ও অত্যাচারী শাসকদের বুঝানো হয়েছে।

৭/২৫৬ (১)। ❮মুহারিবী আল-জাওয়ারাহ❯❮আবুল হাসান❯❮হাযিম বিন ইয়াহইয়া❯❮আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ বিন নুমায়র❯❮বিন নুমায়র❯❮মুআবিয়াহ আন-নাসরী❯ তিনি সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী। তিনি এই সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৭/২৫৬ (২)। ❮ইবরাহীম বিন নাস্‌র❯❮আবূ গাস্‌সান মালিক বিন ইসমাঈল❯❮আম্মার বিন সায়ফ❯❮আবূ মুআয❯❮মালিক বিন ইসমাঈল❯❮বলেন, আম্মার (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)❯ বলেছেন, রাবী আবূ মুআয-এর পর মুহাম্মাদ ছিলেন নাকি আনাস বিন সীরীন ছিলেন তা আমি অবগত নই।[২৫৪]

٢٥٧/٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ نَهْشَلٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ

২৫৪. তিরমিযী ২৩৮৩ তিরমিযী ৪/২৩৮৩, মিশকাত ২৭৫, দঈফ তারগীব ১৬, ২১৪১; দঈফা ১১/৫১৫৫ দঈফ জিদ্দান, ম'লাকুর রগীব ১/৩৩, দঈফাহ ৫০২৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আম্মার বিন সায়ফ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন সিকাহ বললেও আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস তার হাদীসের ব্যাপারে অনুসরণ করা যাবে না। ২. আবূ মুআয সম্পর্কে আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি সিকাহ নন বরং মুনকারুল হাদীস। ইমাম বুখারী বলেন, তাকে সকলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, মুনকারুল হাদীস। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

يَقُولُ «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكَ».

৮/২৫৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ও হুসাইন বিন আবদুর রহমান (মাকবূল) আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মুআবিয়াহ (বিন সালামাহ) নাসরী (মাকবূল) নাহশাল (বিন সাঈদ ওয়ারদান) মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য, ইসহাক বিন রাহওয়াই তাকে মিথ্যুক বলেছেন যহহাক আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আলিমরা যদি জ্ঞানার্জনের পর তা সংরক্ষণ করে এবং তা যোগ্য আলিমদের সামনে রেখে দেয়, তাহলে অবশ্যই তারা নিজ যুগের জনগণের নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তারা তা দুনিয়াদারদের নিকট পেশ করেছে পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্য। ফলে তারা তাদের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে। আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তোমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার সমস্ত চিন্তাকে একই চিন্তায় অর্থাৎ আখিরাতের চিন্তায় কেন্দ্রীভূত করেছে, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট। অপর দিকে যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে সে যে কোন উন্মুক্ত মাঠে ধ্বংস হোক, তাতে আল্লাহ্‌র কিছু আসে যায় না।[২৫৫]

٢٥٨/٩ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَأَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

৯/২৫৮। যায়দ বিন আখযাম ও আবূ বদর আব্বাদ ইবনুর ওয়ালীদ মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ আল-হুনায়ী আলী ইবনুল মুবারাক আল-হুনায়ী আয়্যূব আস-সাখতিয়ানী খালিদ বিন দুরাইক .... ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য জ্ঞানার্জন করে অথবা জ্ঞানার্জনের দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু লাভের ইচ্ছা করে, সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান বানিয়ে নিল।[২৫৬]

٢٥٩/١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَشْعَثَ بْنَ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِتَصْرِفُوا وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ».

১০/২৫৯। আহমাদ বিন আসিম আল-আব্বাদানী বাশীর বিন মায়মূন (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আশআস বিন সাওওয়ার (দঈফ বা দুর্বল) (মুহাম্মাদ) বিন সীরীন হুযায়ফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আলিমগণের উপর বাহাদুরি জাহির করার জন্য অথবা নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য অথবা সাধারণ মানুষের মনোযোগ তোমাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করো না। যে তা করবে সে জাহান্নামী।[২৫৭]

---

২৫৫. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

২৫৬. তিরমিযী ২৬৫৫ জামি সগীর ৫৬৮৭ দঈফ, দঈফাহ ৫০১৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

২৫৭. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী বাশীর বিন মায়মূন সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী ও আমর ইবনুল ফাল্লাস বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল

٢٦٠/١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُجَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ جَهَنَّمَ».

১১/২৬০। ❮মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল❯❮ওয়াহব বিন ইসমাঈল আল-আসদী❯❮আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-মাকবূরী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য)❯❮তার দাদা (আবূ সাঈদ কায়সান)❯❮আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)❯ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলিমদের উপর বাহাদুরি জাহির করার জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া করার জন্য এবং নিজের দিকে সাধারণ মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন।[২৫৮]

٤٥. بَاب مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ

৪৫. অধ্যায় : জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে যে ব্যক্তি তা গোপন করে

٢٦١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ النَّارِ».

٢٦١/١ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَيِ الْقَطَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عِمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/২৬১। ❮আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ❯❮আসওয়াদ বিন আমির❯❮ইমারাহ বিন যাযান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন)❯❮আলী ইবনুল হাকাম❯❮আতা (বিন আবূ রাবাহ আসলাম)❯❮আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)❯ থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি (দীনের) জ্ঞানের কথা শিক্ষা করার পর তা গোপন করে রাখলে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে।

১/২৬১ (১)। ❮আবুল হাসান❯❮আল-কাত্তান❯❮আবূ হাতিম❯❮আবুল ওয়ালীদ❯❮ইমারাহ বিন যাযান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন)❯[২৫৯]

হাদীস্র ও তার ব্যাপারে হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ২. আশআস্র বিন সাওওয়ার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন স্রিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্র দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, স্বালিহুল হাদীস্র।

২৫৮. আহমাদ ৮২৫২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (বিন আবূ সাঈদ) আল-মাকবুরী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তার মাজলিসে বসে জানতে পেরেছি যে, তার মাঝে মিথ্যবাদীতা রয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখানযোগ্য। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ যুরআহ তাকে দুর্বল সব্যস্ত করেছেন। আমর ইবনুল ফাল্লাস তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

২৫৯. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইমারাহ বিন যাযান সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে স্রিকাহ বলেছেন।

٢٦٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ وَاللهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى مَا حَدَّثْتُ عَنْهُ يَعْنِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَوْلَا قَوْلُ اللهِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ الْكِتَابِ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ.

২/২৬২। আবূ মারওয়ান আল-উস্রমানী মুহাম্মাদ বিন উস্রমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ যুহরী (ইবনু শিহাব) আবদুর রহমান বিন হুরমুয আল-আ'রাজ তিনি আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যদি মহান আল্লাহ্‌র কিতাবে (কুরআন মজীদ) দু'টি আয়াত না থাকতো, তাহলে আমি কখনো নাবী (সাঃ) থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করতাম না। যদি আল্লাহ্‌র এই বাণী না থাকতো (অর্থ) ঃ "আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন যারা তা গোপন রাখে এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া আর কিছুই ভরে না। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। এরাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে। আগুন সহ্য করতে এরা কতই না ধৈর্যশীল"। (সূরাহ বাকারা ঃ ১৭৪-১৭৫)[২৬০]

٢٦٣/٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا لَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَمَنْ كَتَمَ حَدِيثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا أَنْزَلَ اللهُ».

৩/২৬৩। হুসায়ন বিন আবূ সারিয়্যী আল-আসকালানী (দঈফ বা দুর্বল) খালফ বিন তামীম আবদুল্লাহ বিন সারিয়্যী মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, এই উম্মাতের পরবর্তীকালের লোকেরা যখন তাদের পূর্ববর্তীকালের লোকেদের অভিশাপ দিবে, তখন কেউ একটি হাদীস্র গোপন করলে, সে যেন আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত কিতাবকেই গোপন করলো।[২৬১]

٢٦٤/٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ».

৪/২৬৪। আহমাদ ইবনুল আযহার হাইস্রাম বিন জামীল উমার বিন সুলায়ম (তিন সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইউসুফ বিন ইবরাহীম (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি (তার জানা) জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসিত হয়ে সে তা গোপন করলে কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।[২৬২]

---

২৬০. বুখারী ১১৮, ২৩৫০; আহমাদ ৭২৩৩, ৭৬৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৬১. জামি সগীর ৬৮৭ দঈফ জিদ্দান, দঈফ তারগীব ৯৬, দঈফা ৪/১৫০৭; দঈফাহ ১৫০৭ তা'লীকুল রগীব ১/৭৪। তাহকীক আলবানী ঃ খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী হুসায়ন বিন আবূ সারিয়্যী আল-আসকালানী সম্পর্কে আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বললেও অন্যত্রে তিনি বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন।

২৬২. মিশকাত ২২৩-২২৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. উমার বিন সুলায়ম সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ। আল-উকায়লী বলেন, তিনি প্রশিদ্ধ নয়। ২. ইউসুফ বিন ইবরাহীম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, মুনকারুল হাদীস্র ও তার থেকে আশ্চর্য আশ্চর্য ধরনের হাদীস্র

٢٦٥/٥ – حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ حِبَّانَ بْنِ وَاقِدٍ الثَّقَفِيُّ أَبُو إِسْحَقَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا مِمَّا يَنْفَعُ اللهُ بِهِ فِي أَمْرِ النَّاسِ أَمْرِ الدِّينِ أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنَ النَّارِ».

৫/২৬৫। ইসমাঈল বিন হিব্বান বিন ওয়াকিদ আস্র-স্রাকাফী আবূ ইসহাক আল-ওয়াসিতী আবদুল্লাহ বিন আস্রিম মুহাম্মাদ বিন দাব (আবূ ষুরআহ তাকে মিথ্যুক বলেছেন) স্রফওয়ান বিন সুলায়ম আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ আল-খুদরী আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দীনের এমন জ্ঞান গোপন করে, যার দ্বারা আল্লাহ মানুষের কাজে, দীনের কাজে উপকৃত করে থাকেন, আল্লাহ তাকে কিয়ামাতের দিন আগুনের লাগাম পরাবেন।[২৬৩]

٢٦٦/٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرَابِيسِيُّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ.»

৬/২৬৬। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাফস্র বিন হিশাম বিন ষায়দ বিন আনাস বিন মালিক আবূ ইবরাহীম ইসমঈল বিন ইবরাহীম আল-কারাবীসী (লায়্যিনুল হাদীস্র) ইবনু আওন মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার জানা জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসিত হয়ে তা গোপন করলে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে।[২৬৪]

শুনা যায়। ইবনু হিব্বান বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা বৈধ হবে না। আল-উকায়লী তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২৬৩. জামি সগীর ৫৮১৪ দঈফ, দঈফ তারগীব ৯৬, দঈফা ৪/১৫০৭। তাহকীক আলবানী ঃ খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন দাব সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল এবং মিথ্যুক।

২৬৪. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ ইবরাহীম ইসমঈল বিন ইবরাহীম আল-কারাবীসী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বলেছেন।

(١) : كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا

পর্ব (১) : পবিত্রতা ও তার সুন্নাতসমূহ

١/١. بَاب مَا جَاءَ فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ

১/১. অধ্যায় : নাপাকী হতে উদূ ও গোসলের জন্য প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ।

٢٦٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ».

১/২৬৭। (আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ)(ইসমাঈল বিন ইবরাহীম)(আবূ রায়হানাহ)(সাফীনাহ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ এক মুদ্দ পানি দিয়ে উদূ করতেন এবং এক সা' পানি দিয়ে গোসল করতেন।[২৬৫]

٢٦٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ».

২/২৬৮। (আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ)(ইয়াযীদ বিন হারূন)(হাম্মাম (বিন ইয়াহইয়া) তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)(কাতাদাহ)(সাফিয়্যাহ বিনতু শায়বাহ)(আয়িশাহ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ এক মুদ্দ পানি দিয়ে উদূ করতেন এবং এক সা' পানি দিয়ে গোসল করতেন।[২৬৬]

٢٦٩/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ».

৩/২৬৯। (হিশাম বিন আম্মার)(রাবী' বিন বাদর (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য))(আবূ যুবায়র)(জাবির) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ এক মুদ্দ পানি দিয়ে উদূ করতেন এবং এক সা' পানি দিয়ে গোসল করতেন।[২৬৭]

٢٧٠/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَعَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَبَّانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُجْزِئُ مِنْ الْوُضُوءِ مُدٌّ وَمِنْ الْغُسْلِ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ لَا يُجْزِئُنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ يُجْزِئُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَكْثَرُ شَعَرًا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ».

---

২৬৫. মুসলিম ৩২৬, তিরমিযী ৫৬, আহমাদ ২১৪২৩, দারিমী ৬৮৮, স্বহীহ আবূ দাঊদ ৮২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২৬৬. আবূ দাঊদ ৯২, আহমাদ ২৪৪৯৪, ২৫৪৪৩, ২৫৫৮৯, ২৫৮৬১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২৬৭. বুখারী ২৫২, নাসায়ী ২৩০, আবূ দাঊদ ৯৩, আহমাদ ১৩৮৩৮, ১৪৫৫৭। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৮৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী রাবী' বিন বাদর সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও উস্বমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাদীস্বটি শতাধিক শাহিদ হাদীস্ব রয়েছে, তন্মধ্যে স্বহীহ বুখারীতে ৩টি স্বহীহ মুসলিমে ৪টি তিরমিযী ১টি আবূ দাঊদ ৩টি ইবনু মাজাহ ৪টি মুসনাদ আহমাদ ২১টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

৪/২৭০। মুহাম্মাদ ইবুন মুআম্মাল ইবনুস্র-স্রাব্বাহ ও আব্বাদ ইবনুল ওয়ালীদ বাকর বিন ইয়াহইয়া বিন যাব্বান (মাকবূল) হিব্বান বিন আলী (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল বিন আবূ তালিব তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আকীল (মাকবূল) তার দাদা আকীল বিন আবূ তালিব তিনি বলেন, রাসসূলুল্লাহ্ বলেছেন, উদূতে এক মুদ্দ এবং গোসলে এক সা' পানি যথেষ্ট। এক ব্যক্তি বললো, আমাদের জন্য (এ পরিমাণ পানি) যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, এ পরিমাণ পানি তো তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির জন্যও যথেষ্ট ছিল, যাঁর মাথার চুলও বেশি অর্থাৎ নাবী।[২৬৮]

٢/١. بَاب لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ

১/২. অধ্যায় : আল্লাহ পবিত্রতা ব্যতীত স্বলাত কবূল করেন না।

٢٧١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ خَتَنُ الْمُقْرِئِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ وَلَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ».

٢٧١/١ (١) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَشَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ.

১/২৭১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও মুহাম্মাদ বিন জা'ফার বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর খাতান আল-মুকরী ইয়াযীদ বিন যুরায়' শু'বাহ কাতাদাহ আবূল মালীহ বিন উসামাহ তার পিতা উসামাহ বিন উমায়র আল-হুযালী তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ পবিত্রতা ব্যতীত স্বলাত কবূল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবূল করেন না।

১/২৭১ (১)। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ও শাবাবাহ বিন সাওওয়ারাহ শু'বাহ কাতাদাহ আবূল মালীহ বিন উসামাহ তার পিতা উসামাহ বিন উমায়র আল-হুযালী।[২৬৯]

٢٧٢/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ».

---

২৬৮. সহীহাহ ১৯১৯১, ২৪৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. হিব্বান বিন আলী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন আল-আজালী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ২. ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ তাকে সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। হাদীসটি শতাধিক শাহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে সহীহ বুখারীতে ৩টি সহীহ মুসলিমে ৪টি তিরমিযী ১টি আবূ দাউদ ৩টি ইবনু মাজাহ ৪টি মুসনাদ আহমাদ ২২টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

২৬৯. নাসায়ী ১৩৯, আবূ দাউদ ৫৯। সহীহ আবূ দাউদ ৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/২৭২। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ইসরায়ীল সিমাক মুসআব বিন সা'দ ইবনু উমার মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ওয়াহব বিন জারীর শু'বাহ সিমাক বিন হারব মুসআব বিন সা'দ ইবনু উমার তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া স্বলাত কবূল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবূল করেন না।[২৭০]

٢٧٣/٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ».

৩/২৭৩। সাহল বিন আবূ সাহল আবূ যুহায়র মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব সিনান বিন সা'দ আনাস মালিক তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া স্বলাত কবূল করে না এবং হারাম পন্থায় অর্জিত মালের দান-খয়রাতও কবূল করেন না।[২৭১]

٢٧٤/٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ.»

৪/২৭৪। মুহাম্মাদ বিন আকীল খালীল বিন যাকারিয়্যা (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) হিশাম বিন হাস্সান হাসান আবূ বাক্‌রাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ পবিত্রতা ছাড়া স্বলাত কবূল করেন না এবং হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের দান-খয়রাত কবূল করেন না।[২৭২]

٣/١. بَاب مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

১/৩. অধ্যায় : পবিত্রতা স্বলাতের চাবি

٢٧٥/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

১/২৭৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফয়ান আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল মুহাম্মাদ বিন (আলী বিন আবূ তালিব) আল-হানাফিয়্যাহ তার পিতা আলী তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, পবিত্রতা হলো স্বলাতের চাবি, তার তাকবীর হলো হারামকারী এবং তার সালাম হলো হালালকারী।[২৭৩]

٢٧٦/٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفٍ السَّعْدِيِّ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».

---

২৭০. মুসলিম ২২৪, তিরমিযী ১, আহমাদ ৪৬৮৬, ৪৯৪৯, ৫১০২, ৫১৮৩, ৫৩৯৬। ইরওয়া' ১২০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৭১. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৭২. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী খালীল বিন যাকারিয়্যা সম্পর্কে সালিহ জাযারাহ বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহনযোগ্য নয়। আল-আযদী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আস-সাজী বলেন, তিনি কিছু হাদীসে বিরোধিতা করেছেন। ইবনু আদী বলেন, মুনকারুল হাদীস। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২৭৩. তিরমিযী ৩, আবূ দাউদ ৬১, ৬১৮; আহমাদ ১০০৯, ১০৭৫; দারিমী ৬৮৭। মিশকাত ৩১২, ইরওয়া' ৩০১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

২/২৭৬। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির আবূ সুফইয়ান তরীফ আস-সা'দী (দঈফ বা দুর্বল) আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আ'লা আবূ মুআবিয়াহ আবূ সুফইয়ান আস-সা'দী (দঈফ বা দুর্বল) আবূ নাদরাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, পবিত্রতা হলো স্বলাতের চাবি, তাকবীর হলো তার হারামকারী এবং সালাম হলো তার হালালকারী।[২৭৪]

١/٤. بَاب الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

১/৪. অধ্যায় : উদূর সংরক্ষণ

٢٧٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ».

১/২৭৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফয়ান মানসূর সালিম বিন আবূল জা'দ স্নাওবান (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা (দীনের উপর) অবিচল থাকো, যদিও তোমরা আয়ত্তে রাখতে পারবে না। জেনে রাখো, তোমাদের আমালসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো স্বলাত। কেবল মু'মিন ব্যক্তিই যত্ন সহকারে উদূ করে।[২৭৫]

٢٧٨/٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ».

২/২৭৮। ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন হাবীব বিন শাহীদ মু'তামীর বিন সুলায়মান লায়স্র (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেছেন) মুজাহিদ আবদুল্লাহ্ বিন আম্র (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা (দীনের উপর) স্থির থাকো, যদিও তোমরা তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। জেনে রাখো! তোমাদের সর্বোত্তম আমাল হলো স্বলাত। কেবল মু'মিন ব্যক্তিই যত্ন সহকারে উদূ করে।[২৭৬]

٢٧٩/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ أَسِيدٍ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ «اسْتَقِيمُوا وَنِعِمَّا إِنْ اسْتَقَمْتُمْ وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ».

৩/২৭৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবূ মারয়াম ইয়াহইয়া বিন আয়্যুব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ইসহাক বিন আসীদ (তার মধ্যে দুর্বলতা আছে) আবূ হাফস্র দিমাশকী (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ

---

২৭৪. তিরমিযী ২৩৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ সুফইয়ান তরীফ আস-সা'দী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়হাইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২৭৫. আহমাদ ২১৮৮৩, ২১৯২৭; দারিমী ৬৫৫। মিশকাত ২৯২, ইরওয়া। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২৭৬. ইরওয়া' ২/১৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী লায়স্র সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল।

(ﷺ) বলেন, তোমরা দীনের উপর স্থির থাকো। তোমরা দীনের উপর অবিচল থাকলে তা কল্যাণকর। তোমাদের কার্যাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম কাজ হলো স্বলাত আদায় করা। মু'মিন ব্যক্তিই যত্ন সহকারে উদূ করে।[২৭৭]

١/٥. بَاب الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

১/৫. অধ্যায় : ঈমানের অর্ধেক উদূ

١/٢٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَخِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءُ الْمِيزَانِ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا».

১/২৮০। [আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম দিমাশকী] [মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব ইবনু শাবূর] [মুআবিয়াহ বিন সাল্লাম] [তার ভাই (যায়দ বিন সাল্লাম)] [দাদা আবূ সাল্লাম] [আবদুর রহমান বিন গানাম] [আবূ মালিক আল-আশআরী (রাঃ)] রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সুষ্ঠুভাবে উদূ করা ঈমানের অর্ধেক। আল-হামদুলিল্লাহ (নেকীর) পাল্লা পূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী ভরে দেয়। স্বলাত হলো নূর, যাকাত হলো দলীল, ধৈর্য হলো আলোকমালা এবং কুরআন হলো তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষের প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উপনীত হয়ে নিজেকে বিক্রয় করে, এতে সে হয় তাকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।[২৭৮]

١/٦. بَاب ثَوَابِ الطُّهُورِ

১/৬. অধ্যায় : পবিত্রতা অর্জনের প্রতিফল

١/٢٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ».

১/২৮১। [আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ] [আবূ মুআবিয়াহ] [আ'মাশ] [আবূ স্বালিহ] [আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উদূ করে কেবল স্বলাত আদায়ের জন্য মাসজিদে রওয়ানা হলে তার মাসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার একধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মাফ করেন।[২৭৯]

---

২৭৭. জামি' সগীর ৯৫৩ স্বহীহ, ইরওয়াউল গালীল ২/১৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. ইসহাক বিন আসীদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও তিনি অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিন প্রশিদ্ধ নন। আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আল-আযদী বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব ও তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ২. আবূ হাফস্ব দিমাশকী সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন, তিন মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু আবদুল বার বলেন, তার হাদীস্ব মুনকার। ইমাম যাহবী বলেন, তার সম্পর্কে জানা যায়নি।

২৭৮. মুসলিম ২২৩, তিরমিযী ৩৫১৭, আহমাদ ২২৩৯৫, ২২৪০১; দারিমী ৬৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২৭৯. আহমাদ ৭৩৮২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٢٨٢/٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ وَأَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً».

২/২৮২। সুওয়াইদ বিন সাঈদ হাফস্ বিন মায়সারাহ যায়দ বিন আসলাম আতা' বিন ইয়াসার আবদুল্লাহ্ আস-সুনাবিহী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি উদূ করে কুলি করলো এবং নাকে পানি পৌছালো, তার গুনাহ্সমূহ তার মুখ ও নাক থেকে বের হয়ে যায়। সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করলে তার গুনাহসমূহ তার মুখমণ্ডল থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু' চোখের ভ্রূর নিম্নাংশ থেকেও গুনাহসমূহ বেরিয়ে যায়। সে তার উভয় হাত ধৌত করলে তার দু' হাত থেকে গুনাহসমূহ বেরিয়ে যায়। সে তার মাথা মাসহ করলে তার মাথা থেকে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু' কান থেকেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। সে তার উভয় পা ধৌত করলে তার পদদ্বয় থেকেও গুনাহসমূহ ঝরে যায়, এমনকি তার পদদ্বয়ের নখের নিম্নভাগ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। এরপর তার সলাত ও তার মাসজিদে যাতায়াতের সাওয়াব (উল্লিখিত বিষয়ের) অতিরিক্ত।[২৮০]

٢٨٣/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ».

৩/২৮৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার গুনদার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ ইয়া'লা বিন আতা ইয়াযীদ বিন তলক (মাজহুল বা অপরিচিত) আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী (দঈফ বা দুর্বল) আম্র বিন আবাসাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বান্দা যখন উদূ করে এবং তার উভয় হাত ধৌত করে, তখন তার দু' হাত থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। যখন সে তার মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। যখন সে তার উভয় হাত ধৌত করে এবং তার মাথা মাসহ করে, তখন তার দু' হাত ও মাথা থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়। এরপর যখন সে তার পদদ্বয় ধৌত করে তখন তার পদদ্বয় থেকে তার গুনাহসমূহ নির্গত হয়ে যায়।[২৮১]

---

২৮০. নাসায়ী ১০৩, আহমাদ ১৮৫৮৫, ১৮৮৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৬২। সহীহ তারগীব ১/৭৬/১৮০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৮১. মুসলিম ৮৩২, নাসায়ী ১৪৭, আহমাদ ১৬৫৭১, ১৬৫৮০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইয়াযীদ বিন তলক সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ২. আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। সালিহ জাযারাহ বলেন, তার হাদীস মুনকার। ইমাম দুরাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আল–আযদী বলেন, মুনকারুল হাদীস। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

٢٨٤/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ «غُرٌّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ».

٢٨٤/٤ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৪/২৮৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আন-নায়সাবূরী আবূল ওয়ালীদ হিশাম বিন আবদুল মালিক হাম্মাদ আসিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যির বিন হুবায়শ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আপনার উম্মাতের যেসব লোককে দেখেননি তাদের কিভাবে চিনবেন? তিনি বলেন, উদূর কারণে তাদের মুখমণ্ডল ও তাদের উদূর অন্যান্য অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর সাহায্যে।

৪/২৮৪ (১) আবুল হাসান আল আল-কাত্তান আবূ হাতিম আবুল ওয়ালীদ (রহঃ)[২৮২]

٢٨٥/٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي حُمْرَانُ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَقْعَدِي هَذَا تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ «مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا تَغْتَرُّوا».

٢٨٥/٥ (١) - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي حُمْرَانُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৫/২৮৫। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম শাকীক বিন সালামাহ উস্রমান বিন আফ্ফান (রাঃ)-এর মুক্তদাস হুমরান বলেন, আমি উস্রমান বিন আফ্ফান (রাঃ)-কে এক স্থানে উপবিষ্ট দেখলাম। তিনি উদূর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং উদূ করলেন, অতঃপর বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমার এ স্থানে বসে আমার ন্যায় উদূ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার উদূর ন্যায় উদূ করবে, তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেন, কিন্তু তোমরা তাতে আত্মতুষ্টির ধোঁকায় পড়ো না।

৫/২৮৫ (১)। হিশাম বিন আম্মার আবদুল হামীদ বিন হাবীব আওযাঈ ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ‘ঈসা বিন তালহাহ হুমরান উস্রমান (রাঃ) নাবী (ﷺ) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস্রের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[২৮৩]

١/٧. بَاب السِّوَاكِ

১/৭. অধ্যায় : মিসওয়াকের বর্ণনা

---

২৮২. আহমাদ ৩৮১০, ৪৩১৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

২৮৩. বুখারী ১৬০, ১৬৪; মুসলিম ২২৬/১-২, ২২৯; নাসায়ী ৮৪, ৮৫, ১১৬; আবূ দাউদ ১০৬, ১০৮, ১১০; আহমাদ ৪২০, ৪৬১, ৪৭৪, ৪৯১; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৬১, দারিমী ৬৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٢٨٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ».

১/২৮৬। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবূ মুআবিয়াহ ও আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) আ'মাশ আবূ ওয়ায়িল হুযায়ফাহ (রাঃ) আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান বিন সাঈদ মানসূর ও হুসায়ন আবূ ওয়ায়িল হুযায়ফাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতে যখন তাহাজ্জুদের স্বলাত আদায় করতে উঠতেন, তখন তিনি মিসওয়াক দিয়ে তাঁর মুখ পরিষ্কার করতেন।[২৮৪]

٢٨٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

২/২৮৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ ও আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবদুল্লাহ বিন উমার সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল-মাকবুরী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রতি ওয়াক্ত স্বলাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।[২৮৫]

٢٨٨/٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَسْتَاكُ».

৩/২৮৮। সুফইয়ান বিন ওয়াকী' আস্‌সাম বিন আলী আ'মাশ হাবীব বিন আবূ স্বাবিত সাঈদ বিন জুবায়ির ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতে দু' দু' রাকআত করে (নফল) স্বলাত আদায় করতেন এবং (স্বলাত থেকে) অবসর হয়ে মিসওয়াক করতেন।[২৮৬]

٢٨٩/٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ مَا جَاءَنِي جِبْرِيلُ إِلَّا أَوْصَانِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُهُ لَهُمْ وَإِنِّي لَأَسْتَاكُ حَتَّى لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُحْفِيَ مَقَادِمَ فَمِي».

---

২৮৪. বুখারী ২৪৬, ৮৮৯, ১১৩৬; মুসলিম ২৫৫/১-২, নাসায়ী ২, ১৬২১, ১৬২২, ১৬২৩; আবূ দাউদ ৫৫, আহমাদ ২২৭৩১, ২২৮০২, ২২৮৫৭, ২২৯০৬, ২২৯৪৮; দারিমী ৬৮৫। ইরওয়া' ৭১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৮৫. বুখারী ৮৮৭, ৭২৪০; মুসলিম ২৫২, তিরমিযী ২২, নাসায়ী ৭, আবূ দাউদ ৪৬, আহমাদ ৭২৯৪, ৭৩৬৪, ৭৪৫৭, ৭৭৯৪, ৮৯২৮, ৮৯৪১, ৯২৬৪, ৯৩০৮, ৯৬১২, ১০২৪০, ১০৩১৮, ১০৪৮৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৪৭, ১৪৮; দারিমী ৬৮৩, ১৪৮৪। ইরওয়া' ৭০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৮৬. মুসলিম ২৫৬, আবূ দাউদ ৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

Contents

৪/২৮৯। ◦(হিশাম বিন আম্মার)X(মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব)X(উস্‌মান বিন আবূল আতিকাহ)X(আলী বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল))X(কাসিম)X(আবূ উমামাহ ﷺ)◦ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা মিসওয়াক করো। কেননা মিসওয়াক মুখ পবিত্র ও পরিষ্কার করে এবং মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপায়। আমার কাছে যখনই জিবরাঈল ﷺ এসেছেন তখনই আমাকে মিসওয়াক করার উপদেশ দিয়েছেন। শেষে আমার আশঙ্কা হয় যে, তা আমার ও আমার উম্মাতের জন্য ফার্‌দ করা হবে। আমি যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে তাদের জন্য তা ফার্‌দ করে দিতাম। আমি এত বেশি মিসওয়াক করি যে, আমার মাড়িতে ঘা হওয়ার আশঙ্কা হয়।[২৮৭]

٢٩٠/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ قُلْتُ أَخْبِرِينِي بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ قَالَتْ كَانَ إِذَا دَخَلَ يَبْدَأُ بِالسِّوَاكِ.

৫/২৯০। ◦(আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ)X(শারীক)X(মিকদাম বিন শুরায়হ বিন হানী)X(তার পিতা (শুরায়হ্ বিন হানী))X(বলেন, আমি আয়িশাহ ﷺ)◦-কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী ﷺ আপনার নিকট এসে প্রথমে কোন্ কাজটি করতেন তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তিনি প্রবেশ করেই প্রথমে মিসওয়াক করতেন।[২৮৮]

٢٩١/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ كَنِيزٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِنَّ أَفْوَاهَكُمْ طُرُقٌ لِلْقُرْآنِ فَطَيِّبُوهَا بِالسِّوَاكِ.

৬/২৯১। ◦(মুহাম্মাদ বিন আবদুল আযীয)X(মুসলিম বিন ইবরাহীম)X(বাহ্‌র বিন কানীয (দঈফ বা দুর্বল))X(উস্‌মান বিন সাজ (দঈফ বা দুর্বল))X(সাঈদ বিন জুবায়র)X.................X(আলী বিন আবূ তালিব ﷺ)◦ তিনি বলেন, তোমাদের মুখ হলো কুরআনের রাস্তা। অতএব তোমরা দাঁতন করে তা পবিত্র ও সুগন্ধযুক্ত করো।[২৮৯]

٨/١. بَاب الْفِطْرَةِ

১/৮. অধ্যায় : ফিতরাত বা স্বভাবজাত কার্যের

---

২৮৭. আহমাদ ২১৭৬৬। দঈফ তারগীব ১৪৪, তা'লীকুর রগীব ১/১০১, ১০২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস ও দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

২৮৮. মুসলিম ২৫৩/১-২, নাসায়ী ৮, আবূ দাউদ ৫১, আহমাদ ২৭৬০১, ২৪২৭৪, ২৪৯৫৮, ২৫২০, ২৫৬৪, ২৫৪৬৬। ইরওয়া' ৭২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৮৯. সহীহাহ ১২১৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. বাহ্‌র বিন কানীয সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেননি। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন এবং তার থেকে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ২. উস্‌মান বিন সাজ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও আল-আযদী বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে নয়।

٢٩٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ».

১/২৯২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফয়ান বিন উয়ায়নাহ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ফিতরাত পাঁচটি অথবা পাঁচটি জিনিস স্বভাবজাত ঃ খতনা করা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, নখসমূহ কাটা, বগলের পশম তুলে ফেলা এবং মোচ কাটা।[২৯০]

٢٩٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالِاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ».

২/২৯৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' যাকারিয়্যা বিন আবূ যায়িদাহ মুসআব বিন শায়বাহ (লায়্যিনুল হাদীস) তলক বিন হাবীব আবূ যুবায়র আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দশটি জিনিস ফিতরাত বা স্বভাবজাত। মোচ কাটা, দাড়ি বাড়ানো, মিসওয়াক করা, নাকের ছিদ্র পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, নখ কাটা, আঙ্গুলের সংযোগ স্থলের ময়লা ধুয়ে ফেলা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা ও পানি দিয়ে শৌচ করা। যাকারিয়্যা (রহঃ) বলেন, মুসআব (রহঃ) বলেছেন, আমি দশম জিনিসের কথা ভুলে গেছি, সেটি হয়তো কুলি করা।[২৯১]

٢٩٤/٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مِنْ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَالِاسْتِحْدَادُ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَالِانْتِضَاحُ وَالِاخْتِتَانُ».

٢٩٤/٣ (١) - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ.

৩/২৯৪। সাহল বিন আবূ সাহল ও মুহাম্মাদ বিন আবু ইয়াহইয়া আবূল ওয়ালীদ হাম্মাদ আলী বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল) সালামাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আম্মার বিন ইয়াসার (মাজহুল বা অপরিচিত) আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কুলি করা, নাকের ছিদ্রপথে পানি

---

২৯০. বুখারী ৫৮৮৯, ৫৮৯১, ৬২৯৭; মুসলিম ২৫৭/১-২, তিরমিযী ২৭৫৬, নাসায়ী ৯১০১১, ৫২২৫; আবূ দাউদ ৪১৯৮, আহমাদ ৭০৯২, ৭২২০, ৭৭৫৪, ৯০৬৬, ৯৯৬৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৭০৯। ইরওয়া' ৭৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৯১. তিরমিযী ২৭৫৭, নাসায়ী ৫০৪০, আবূ দাউদ ৫৩, আহমাদ ২৪৫৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী মুসআব বিন শায়বাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইমাম যাহাবী সিকাহ বলেছেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসায়ী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন।

পৌঁছানো, মিসওয়াক করা, মোচ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, আঙ্গুলের সংযোগ স্থলগুলো ধৌত করা, শৌচ করা, খতনা করা ইত্যাদি মানব স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

৩/২৯৪। (ক) [জাফর ইবন আহমাদ ইবন উমার] [আফ্ফান ইবন মুসলিম] [হাম্মাদ ইবন সালামাহ] [আলী ইবনে যায়দ] থেকে উপর্যুক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[২৯২]

٢٩٥/٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

৪/২৯৫। [বিশর বিন হিলাল আস্‌-সওয়াফ] [জা'ফার বিন সুলায়মান] [আবু ইমরান আল-জাওনী] [আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, মোচ কাটা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, বগলের লোম উপড়ে ফেলা ও নখ কাটার ব্যাপারে আমাদের চল্লিশ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। আমরা যেন তা বেশি সময় ছেড়ে না দেই।[২৯৩]

١/٩. بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

১/৯. অধ্যায় : পায়খানায় প্রবেশকালে যা লোকের বলা কর্তব্য

٢٩٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

٢٩٦/١ (١) - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ح و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

১/২৯৬। [মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার] [মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ও আবদুর রহমান বিন মাহদী] [শু'বাহ] [কাতাদাহ] [নাদর বিন আনাস] [যায়দ বিন আরক্বাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, (পায়খানায়) এসব শয়তান উপস্থিত হয়। অতএব তোমাদের কেউ (পায়খানায়) প্রবেশকালে যেন বলে : "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট অপবিত্রতা ও শয়তানের চক্রান্ত থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"

১/২৯৬ (১)। [জামীল ইবনুল হাসান আতাকী] [আবদুল আ'লা বিন আবদুল আ'লা] [সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ] [কাতাদাহ] [হারূন বিন ইসহাক] [আবদাহ] [সাঈদ] [কাতাদাহ] [কাসিম বিন আওফ শায়বানী] [যায়দ বিন আরক্বাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু)][২৯৪]

---

২৯২. আবূ দাঊদ ৫৩, আহমাদ ১৭৮৬৩। তাহকীক আলবানী : হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী১. আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ স্বালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ২. সালামাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আম্মার বিন ইয়াসার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তার হাদীস থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

২৯৩. মুসলিম ২৫৮, তিরমিযী ২৭৫৮, ২৭৫৯; নাসায়ী ১৪, আবূ দাঊদ ৪২০০, আহমাদ ১১৮২৩, ১২৬৯৮, ১৩২৬৫। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

২৯৪. আবূ দাঊদ ৬, আহমাদ ১৮৮০০, ১৮৮৪৪। সহীহাহ ১০৭০, মিশকাত ৩৫৭। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

٢٩٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا خَلَّادٌ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَكَمِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «سِتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللهِ» .

২/২৯৭। মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ (দঈফ বা দুর্বল) হাকাম বিন বাশীর বিন সালমান খাল্লাদ আস-সাফফার হাকাম আন-নাসরী (মাকবূল) আবূ ইসহাক আবূ জুহাইফাহ (রাঃ) আলী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জিন ও মানুষের গোপন অঙ্গের মাঝখানের পর্দা হলো পায়খানায় প্রবেশকালে তার 'বিসমিল্লাহ' বলা।[২৯৫]

٢٩٨/٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

৩/২৯৮। আমর বিন রাফি ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ আবদুল আযীয বিন সুহায়ব আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন ঃ "আমি আল্লাহ্‌র নিকট অপবিত্রতা ও শয়তানর অশুভ চক্রান্ত থেকে পানাহ চাই।"[২৯৬]

٢٩٩/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَعْجِزْ أَحَدُكُمْ إِذَا دَخَلَ مِرْفَقَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

٢٩٩/٤ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ إِنَّمَا قَالَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

৪/২৯৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইবনু আবূ মারইয়াম ইয়াহইয়া বিন আয়্যূব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) উবায়দুল্লাহ বিন যাহর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) আলী বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল) কাসিম আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশকালে যেন এ কথা বলতে অপারগ না হয় ঃ "হে আল্লাহ্! আমি কদর্যতা, অপবিত্রতা, কদাকার ও ক্ষতিকর বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় চাই"।

৪/২৯৯ (১)। আবুল হাসান আবূ হাতিম ইবনু আবূ মারইয়াম ইয়াহইয়া বিন আয়্যূব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) উবায়দুল্লাহ বিন যাহর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) আলী বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল) কাসিম আবূ উমামাহ (রাঃ)

---

২৯৫. তিরমিযী ৬০৬। মিশকাত ৩৫৮, ইরওয়া' ৫০। তাহক্বীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন স্রিকাহ বললেও ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার হাদীস্রে অধিক মুনকার হাদীস্র রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও ইবনু খিরাশ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২৯৬. বুখারী ১৪২, ৬৩২২; মুসলিম ৩৭৫, তিরমিযী ৫, ৬; নাসায়ী ১৯, আহমাদ ৪, আহমাদ ১১৫৩৬, ১১৫৭২, ১৩৫৮৭; দারিমী ৬৬৯। ইরওয়া' ৫১। তাহক্বীক আলবানী ঃ সহীহ।

তবে এ বর্ণনায় الرِّجْسِ النَّجِسِ (কদর্যতা অপবিত্রতা থেকে) কথাটির উল্লেখ নাই, বরং এ বর্ণনায় الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (কদর্য কুৎসিত বিতাড়িত শয়তানের কবল থেকে) কথাটি উল্লেখ আছে।[২৯৭]

١/١٠. بَاب مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ

১/১০. অধ্যায় : পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলবে

١/٣٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ».

١/٣٠٠ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ النَّهْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ نَحْوَهُ.

১/৩০০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র ইসরায়ীল ইউসুফ বিন আবূ বুরদাহ আবূ বুরদাহ বলেন, আমি আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট প্রবেশ করে তাকে বলতে শুনলাম রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন, غُفْرَانَكَ (গুফরানাকা) অর্থাৎ "আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি"।

১/৩০০ (১)। আবুল হাসান বিন সালামাহ আবূ হাতিম আবূ গাস্সান নাহ্দী ইসরাঈল ইউসুফ বিন আবূ বুরদাহ আবূ বুরদাহ আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)[২৯৮]

٢/٣٠١- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْخَلَاءِ قَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي».

২/৩০১। হারূন বিন ইসহাক আবদুর রহমান আল-মুহারিবী ইসমাঈল বিন মুসলিম (দঈফ বা দুর্বল) হাসান কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য যিনি আমার থেকে কষ্ট দূর করেছেন এবং স্বস্তি দান করেছেন"।[২৯৯]

١/١١. بَاب ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْخَاتَمِ فِي الْخَلَاءِ

১/১১. অধ্যায় : পায়খানায় অবস্থানকালে মহান আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা এবং আংটি খোলা।

---

২৯৭. দঈফাহ ২১৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস ও দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

২৯৮. তিরমিযী ৭, আবূ দাউদ ৩০, দারিমী ৬৮০। ইরওয়া' ৫২, মিশকাত ৩৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২৯৯. ইরওয়ায়িল গালীল ৫৩, জামি সগীর ৪৭১, ৪৩৭৮, ৪৩৮৮; মিশকাত ৩৭৪, ইরওয়া' ৫৩ দঈফাহ্ ৫৬৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন মুসলিম সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইবনু মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আমর ইবনুল ফাল্লাস বলেন, হাদীস বর্ণনায় তিনি দুর্বল তাছাড়া তিনি হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন।

٣٠٢/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ».

১/৩০২। সুওয়াইদ বিন সাঈদ ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবূ যায়িদাহ তার পিতা (যাকারিয়্যা বিন আবূ যায়িদাহ খালিদ বিন সালামাহ আবদুল্লাহ আল-বাহী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন) উরওয়াহ আয়িশাহ রসূলুল্লাহ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিক্র করতেন।[৩০০]

٣٠٣/١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ».

১/৩০৩। নাস্র বিন আলী আল-জাহদামী আবূ বাক্র আল-হানাফী হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া বিন জুরাইজ যুহরী আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত। নাবী পায়খানায় প্রবেশের আগে তার আংটি খুলে রাখতেন।[৩০১]

١٢/١. بَاب كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

১/১২. অধ্যায় : গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ।

٣٠٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ».

٣٠٤/١ (١) - قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ بْن مَاجَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ إِنَّمَا هَذَا فِي الْحَفِيرَةِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا فَمُغْتَسَلَاتُهُمْ الْجِصُّ وَالصَّارُوجُ وَالْقِيرُ فَإِذَا بَالَ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَا بَأْسَ بِهِ.

১/৩০৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক মা'মার আশআস বিন আবদুল্লাহ হাসান আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার গোসলখানায় পেশাব না করে। কেননা তা থেকেই যাবতীয় সন্দেহের উদ্রেক হয়।

১/৩০৪ (১)। আবদুল্লাহ্ ইবনু মাজাহ বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ -কে বলতে শুনেছি, তিনি আলী বিন মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী কে বলতে শুনেছেন, এ নির্দেশ সেই সময়ের যখন গোসলখানা কাঁচা ছিল। যেহেতু বর্তমানকালে গোসলখানা ইট ও চুনা দ্বারা নির্মিত হয়। তাই যদি কেউ পেশাব করার পর সে সেখানে পানি ঢেলে দেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। এটা পূর্ণটিই দঈফ এর প্রথম অংশ সহীহ।[৩০২]

---

৩০০. মুসলিম ৩৭৩, তিরমিযী ৩৩৮৪, আবূ দাউদ ১৮, আহমাদ ২৩৮৮৯, ২৪৬৭৪, ২৫৮৪৪। সহীহাহ ৪০৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩০১. তিরমিযী ১৭৪৬, নাসায়ী ৫২১৩, আবূ দাউদ ১৯। আবূ দাউদ ১৯ মুনকার, জামি সগীর ৪৩৯০ দঈফ, নাসায়ী ৫২১৩ দঈফ, তিরমিযী ১৭৪৬ দঈফ, মিশকাত ৩৪৩ দঈফ, মিশকাত ৩৪৩, দঈফ আবী দাউদ ৪, মুতখাসার শামায়িল মুহাম্মাদিয়া ৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

৩০২. বুখারী ৪৮৪২, তিরমিযী ২১, নাসায়ী ৩৬, আবূ দাউদ ২৭। আবূ দাউদ ২৭ দঈফ, জামি সগীর ৭৫৯৭ সহীহ, নাসায়ী ৩৬ সহীহ, মিশকাত ৩৫৩ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ কিন্তু পূর্বশর্ত হিসেবে সহীহ।

١/١٣. بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا

১/১৩. অধ্যায় : দাঁড়িয়ে পেশাব করা প্রসঙ্গ

١/٣٠٥ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَهُشَيْمٌ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا».

১/৩০৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শারীক ও হুশায়ম ও ওয়াকী' আ'মাশ আবূ ওয়ায়িল হুযাইফাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক গোত্রের ময়লা-আবর্জনার নিকট পৌঁছে সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।[৩০৩]

٢/٣٠٦ – حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا».

٢/٣٠٦ (١) – قَالَ شُعْبَةُ قَالَ عَاصِمٌ يَوْمَئِذٍ وَهَذَا الْأَعْمَشُ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَمَا حَفِظَهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ مَنْصُورًا فَحَدَّثَنِيهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

২/৩০৬। ইসহাক বিন মানসূর আবূ দাঊদ শু'বাহ আসিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ ওয়ায়িল মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক গোত্রের ময়লা-আবর্জনার নিকট পৌঁছে তথায় দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।

২/৩০৬ (১)। শু'বাহ (রহঃ) বলেন, আসিম সে সময় এ হাদীস মুগীরাহ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। আ'মাশ (রহঃ) ও আবূ ওয়ায়িল (রহঃ)-এর সূত্রে হুযাইফাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আসিম তা ভুলে যান। এরপর আমি মানসূর (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনিও সেটি আবূ ওয়ায়িল (রহঃ)-এর সূত্রে হুযাইফাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকেদের ময়লা-আর্বনার স্তূপের নিকট পৌঁছে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন।[৩০৪]

١/١٤. بَاب فِي الْبَوْلِ قَاعِدًا

১/১৪. অধ্যায় : বসে পেশাব করা

١/٣٠٧ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْهُ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا».

১/৩০৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ও ইসমাঈল বিন মূসা আস-সুদ্দী শারীক মিকদাম বিন শুরায়হ বিন হানী তার পিতা শুরায়হ বিন হানী আয়িশাহ (রাঃ) তিনি

---

৩০৩. বুখারী ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৪৭১; মুসলিম ২৭৩/১-২, তিরমিযী ১৩, নাসায়ী ১৮, ২৬, ২৭, ২৮; আবূ দাঊদ ২৩, আহমাদ ২২৭৩০, ২২৮৩৪, ২২৯০৫; দারিমী ৬৬৮। ইরওয়া' ৫৭, সহীহাহ ২০১। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

৩০৪. আহমাদ ১৭৬৮৪। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

Contents

বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না। আমি তাঁকে বসে পেশাব করতে দেখেছি।[৩০৫]

٣٠٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ يَا عُمَرُ «لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ».

২/৩০৮। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া] [আবদুর রায্যাক] [বিন জুরাইজ] [আবদুল কারীম বিন আবূ উমায়্যাহ (দঈফ বা দুর্বল)] [নাফি'] [ইবনু উমার (রাঃ)] [উমার (রাঃ)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বলেন, হে উমার! তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। এরপর থেকে আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।[৩০৬]

٣٠٩/٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا».

٣٠٩/٣ (١) - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا قَالَ الرَّجُلُ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنْهَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ مِنْ شَأْنِ الْعَرَبِ الْبَوْلُ قَائِمًا أَلَا تَرَاهُ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ يَقُولُ قَعَدَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ.

৩/৩০৯। [ইয়াহইয়া ইবনুল ফাদ্ল] [আবূ আমির] [আদী ইবনুল ফাদল (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য)] [আলী ইবনুল হাকাম] [আবূ নাদরাহ] [জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

৩/৩০৯ (১)। [ইবনু মাজাহ (রহঃ)] [বলেন, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ (রহঃ)] কে বলতে শুনেছি, আমি আহমাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখযূমীকে [বলতে শুনেছি সুফ্ইয়ান স্নাওরী] [আয়িশাহ (রাঃ)]-এর এ হাদীস্র "আমি তাঁকে (ﷺ) বসে পেশাব করতে দেখেছি" বর্ণনা করলে এক ব্যক্তি বললো, একজন পুরুষ এ ব্যাপারে তার তুলনায় অধিক জ্ঞাত। আহমাদ বিন আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, দাঁড়িয়ে পেশাব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তুমি কি আবদুর রহমান বিন হাসানা (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীস্রে দেখোনি, যাতে তিনি বলেছেন, "তিনি মহিলাদের মত বসেই পেশাব করেন"? এটা স্বহীহ হাদীস্রের অন্তর্ভুক্ত।[৩০৭]

١٥/١. بَاب كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

১/১৫. অধ্যায় : ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা ও শৌচ করা মাকরূহ্।

---

৩০৫. তিরমিযী ১২, নাসায়ী ২৯। স্বহীহাহ ২০১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩০৬. তিরমিযী ১২। তিরমিযী ১২ স্বহীহ, মিশকাত ৩৬৩ দঈফ, দঈফাহ ৯৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল কারীম বিন আবূ উমায়্যাহ সম্পর্কে আয়্যুব আস-সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসায়ী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল।

৩০৭. দঈফাহ ৬৩৮। তাহকীক আলবানী ঃ খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী আদী ইবনুল ফাদল সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করেন নি। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন।

١/٣١٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ».

١/٣١٠ (١) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

১/৩১০। হিশাম বিন আম্মার আবদুল হামীদ বিন হাবীব বিন আবূল ঈশরীন (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ আমার পিতা আবূ কাতাদাহ (রাঃ) তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন পেশাব করাকালে তার ডান হাত দিয়ে তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে এবং তার ডান হাত দিয়ে শৌচ না করে।

১/৩১০ (১)। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ আমার পিতা আবূ কাতাদাহ (রাঃ)।[৩০৮]

٢/٣١١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ «مَا تَغَنَّيْتُ وَلَا تَمَنَّيْتُ وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ».

২/৩১১। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সালত বিন দীনার (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) উকবাহ বিন সুহবান উস্রমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) বলেন, আমি কখনো গান গাইনি, মিথ্যা কথাও বলিনি এবং রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট বায়আত হওয়ার পর থেকে ডান হাতে আমার লিঙ্গও স্পর্শ করিনি।[৩০৯]

٣/٣١٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ».

৩/৩১২। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান ও আবদুল্লাহ বিন রাজা আল-মাক্কী মুহাম্মাদ বিন আজলান ক'কা'' বিন হাকীম আবূ স্রালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)

---

৩০৮. বুখারী ১৫৩, ১৫৪, ২৬৩০; মুসলিম ২৬৭/১-২, তিরমিযী ১৫, নাসায়ী ২৪, ২৫, ৪৭; আবূ দাউদ ৩১, আহমাদ ২২০১৬, ২২০২৮, ২২০৫৯, ২২১২৮, ২২১৪১, ২২১৪৯; দারিমী ৬৭৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল হামীদ বিন হাবীব বিন আবূল ঈশরীন সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী ও আবূ হাতিম আর-রাযী স্রিকাহ বললেও ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন।

৩০৯. তাহকীক আলবানী ঃ অত্যন্ত দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী সালত বিন দীনার সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখানযোগ্য ও মানুষেরাও তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যান করেছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার ডান হাতে শৌচ না করে, বরং সে যেন তার বাম হাতে শৌচ করে।[৩১০]

١٦/١. بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ وَالنَّهْيِ عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ

১/১৬. অধ্যায় : পাথর বা ঢিলা দিয়ে শৌচ করা এবং শুকনা ও কাঁচা গোবর দিয়ে শৌচ না করা।

٣١٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ».

১/৩১৩। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ্‌ ⟶ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ্‌ ⟶ ইবনু আজলান ⟶ ক'কা' বিন হাকীম ⟶ আবূ স্বালিহ্‌ ⟶ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ⟶ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য সন্তানের পিতার সমতুল্য। আমি তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি যে, তোমরা পায়খানায় এসে কিবলাহ্‌কে সামনে রেখেও বসবে না এবং পেছনেও রাখবে না। তিনি তিনটি পাথর বা ঢিলা (শৌচকার্যে) ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং তিনি শুকনা ও কাঁচা গোবর (শৌচকার্যে) ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। উপরন্তু তিনি মানুষকে তার ডান হাত দিয়ে শৌচ করতে নিষেধ করেন।[৩১১]

٣١٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْخَلَاءَ فَقَالَ «ائْتِنِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هِيَ رِجْسٌ».

২/৩১৪। আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ⟶ ইয়াহ্‌ইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান ⟶ যুহায়র ⟶ আবূ ইসহাক ⟶ আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ ⟶ আসওয়াদ ⟶ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) ⟶ রসূলুল্লাহ (ﷺ) পায়খানায় যেতে (আমাকে) বলেন, আমার জন্য তিনটি পাথর (ঢিলা) নিয়ে এসো। আমি তাঁর জন্য দু'টি পাথর ও একটি শুকনা গোবরের টুকরা নিয়ে এলাম। তিনি পাথর দু'টি গ্রহণ করেন এবং গোবরের টুকরাটি ফেলে দিয়ে বলেন, এটি অপবিত্র।[৩১২]

٣١٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي «الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ».

---

৩১০. বুখারী ১৫৫, ৩৮৬০; নাসায়ী ৪০, আবূ দাঊদ ৮, আহমাদ ৭৩২১, ৭৩৬১; দারিমী ৬৭৩, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩১৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৩১১. বুখারী ১৫৫, ৩৮৬০; নাসায়ী ৪০, আবূ দাঊদ ৮, আহমাদ ৭৩২১, ৭৩৬১; দারিমী ৬৭৩, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩১২। মিশকাত ২৪১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৩১২. বুখারী ১৫৬, তিরমিযী ১৭, নাসায়ী ৪২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

৩/৩১৫। ∝মুহাম্মাদ ইবনুস্স-সাব্বাহ ⨯ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ ⨯ হিশাম বিন উরওয়াহ ⨯ আবূ খুযায়মাহ (মাকবূল) ⨯ উমারাহ বিন খুযায়মাহ ⨯ খুযায়মাহ বিন স্নাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∝ ∝আলী বিন মুহাম্মাদ ⨯ ওয়াকী' ⨯ হিশাম বিন উরওয়াহ ⨯ আবূ খুযায়মাহ (মাকবূল) ⨯ উমারাহ বিন খুযায়মাহ ⨯ খুযায়মাহ বিন স্নাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∝ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শৌচ করা সম্পর্কে বলেছেন, তিনটি পাথর টুকরা হতে হবে, যার সাথে কোন নাপাক জিনিস নেই।[৩১৩]

٣١٦/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ قَالَ أَجَلْ «أَمَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ».

৪/৩১৬। ∝আলী বিন মুহাম্মাদ ⨯ ওয়াকী' ⨯ আ'মাশ ⨯ ইবরাহীম ⨯ আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ ⨯ সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∝ ∝মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ⨯ আবদুর রহমান ⨯ সুফইয়ান ⨯ মানসূর ও আ'মাশ ⨯ ইবরাহীম ⨯ আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ ⨯ সালমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∝ তিনি বলেন, কতিপয় মুশরিক তাকে উপহাস করে বললো, আমি তোমাদের এই সাথীকে (মুহাম্মাদ) দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি তোমাদের সব বিষয়ে শিক্ষা দেন, এমনকি পায়খানা-পেশাব সম্পর্কেও। তিনি বলেন, হাঁ। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন কিবলাহ্‌মুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব না করি, ডান হাতে যেন শৌচ না করি এবং (শৌচে) তিনটি পাথরের কম যেন ব্যবহার না করি, যার সাথে পশুর গোবর ও হাড় যেন না থাকে।[৩১৪]

١٧/١. بَاب النَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

১/১৭. অধ্যায় : পেশাব-পায়খানায় কিবলামুখী হয়ে বসা নিষেধ।

٣١٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيَّ يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بِذَلِكَ».

১/৩১৭। ∝মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্রী ⨯ লায়স্র বিন সা'দ ⨯ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব ⨯ আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিস্র বিন জায্য়িয-যুবায়দী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∝ বলেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছে ঃ "তোমাদের কেউ যেন কিবলাহমুখী হয়ে পেশাব না করে' এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যে লোকেদের নিকট এ হাদীস্র বর্ণনা করেছে।[৩১৫]

٣١٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَى الْغَائِطِ الْقِبْلَةَ وَقَالَ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».

---

৩১৩. আবূ দাঊদ ৪১, আহমাদ ২১৩৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্নহীহ।

৩১৪. মুসলিম ২৬২/১-২, তিরমিযী ১৬, নাসায়ী ৪১, আবূ দাঊদ ৭, আহমাদ ২৩১৯১, ২৩২০১, ২৩২০৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্নহীহ।

৩১৫. আহমাদ ১৭২৪৭, ১৭২৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্নহীহ।

২/৩১৮। আবূ তাহির আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব য়ূনুস ইবনু শিহাব আতা' বিন ইয়াযীদ আবূ আয়্যূব আল-আনসারী তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় তাকে রসূলুল্লাহ কিবলামুখী হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, তোমরা পূর্ব অথবা পশ্চিমমুখী হয়ে বসো।[৩১৬]

٣١٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى الثَّعْلَبِيِّينَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ وَقَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ».

৩/৩১৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ সুলায়মান বিন বিলাল আমর বিন ইয়াহইয়া আল-মাযিনী স্রা'লাবীন এর 'মাওলা' আবূ যায়দ (মাজহুল বা অপরিচিত) মা'কিল বিন আবূ মা'কিল আল-আসাদী তিনি নাবী -এর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আমাদেরকে দু' কিবলাহ্‌র দিকে মুখ করে পায়খানা অথবা পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।[৩১৭]

٣٢٠/٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بِبَوْلٍ».

৪/৩২০। আব্বাস বিন ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ ইবনু লাহীআহ আবূ যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী তিনি রসূলুল্লাহ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি আমাদেরকে কিবলাহ্‌র দিকে মুখ করে পায়খানা ও পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।[৩১৮]

٣٢١/٥ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَاهُ عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ الدَّوْنَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَحْيَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَانِي أَنْ أَشْرَبَ قَائِمًا وَأَنْ أَبُولَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

৫/৩২১। আবূল হাসান বিন সালামাহ ও উমায়র বিন মিরদাস দাওনাকী আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আবূ ইয়াহইয়া আল-বাসরী ইবনু লাহীআহ আবূ যুবায়র জাবির আবূ সাঈদ আল-খুদরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সাঈদ খুদরী -কে বলতে শুনেছেন ঃ রসূলুল্লাহ আমাকে দাঁড়িয়ে পানীয় পান করতে এবং কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।[৩১৯]

---

৩১৬. বুখারী ১৪৪, ৩৯৪; মুসলিম ২৬৪, তিরমিযী ৮, নাসায়ী ২০, ২১, ২২; আবূ দাউদ ৯; আহমাদ ২৩০০৩, ২৩০০৮, ২৩০১৩, ২৩০২৫, ২৩০৪৭, ২৩০৬৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৫৩, দারিমী ৬৬৫। স্বহীহ আবূ দাউদ ৭, ইরওয়া' ২৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩১৭. আবূ দাউদ ১০, আহমাদ ১৭৩৮৩, ২৬৭৮৪। দঈফ আবূ দাউদ ২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ যায়দ সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীন বলেন, তিনি পরিচিত নন।

৩১৮. স্বহীহ আবূ দাউদ ১০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩১৯. স্বহীহ আবূ দাউদ ১০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٨/١. بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ فِي الْكَنِيفِ وَإِبَاحَتِهِ دُونَ الصَّحَارِي

১/১৮. অধ্যায় : ঘরের মধ্যে কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করার অনুমতি আছে এবং তা মুবাহ, কিন্তু খোলা স্থানে নয়।

٣٢٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ يَقُولُ أُنَاسٌ إِذَا قَعَدْتَ لِلْغَائِطِ فَلَا تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ هَذَا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ».

১/৩২২। হিশাম বিন আম্মার আবদুল হামীদ বিন হাবীব আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-আনসারী মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হিব্বান ওয়াসি' বিন হিব্বান আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) আবূ বাক্র বিন খাল্লাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইয়াযীদ বিন হারূন ইয়াহইয়া বিন সাঈদ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হিব্বান ওয়াসি' বিন হিব্বান আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) তিনি বলেন, লোকেরা বলে, তুমি পায়খানায় কিবলাহমুখী হয়ে বসো না। কিন্তু একদিন আমি আমাদের ঘরের ছাদের উপর উঠে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দু'টি ইটের উপর উপবিষ্ট দেখতে পাই। তাঁর মুখমণ্ডল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ছিল। এটা হচ্ছে ইয়াযীদ বিন হারূনের বর্ণিত হাদীস।[৩২০]

٣٢٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي كَنِيفِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ» قَالَ عِيسَى فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ فِي الصَّحْرَاءِ لَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ .

٣٢٣/٢ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

২/৩২৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়হইয়া উবায়দুল্লাহ বিন মূসা ঈসা আল-হান্নাত (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তাঁর পায়খানায় কিবলাহমুখী হয়ে বসতে দেখেছি। রাবী 'ঈসা বলেন, আমি বিষয়টি শা'বী (রহঃ)-কে বললে তিনি বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) ও আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) সত্য বলেছেন। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর উক্তি উন্মুক্ত ময়দানের বেলায় প্রযোজ্য ঃ "(পায়খানা-পেশাবে) কেউ কিবলাহ্র দিকে মুখ করবে না এবং কিবলাহ্কে পিছনেও রাখবে না।" আর ইবনু উমার (রাঃ)-এর উক্তি প্রাচীর ঘেরা পায়খানা গৃহের বেলায় প্রযোজ্য ঃ "সেখানে কোন কিবলাহ নাই। সেখানে তুমি যে দিকে ইচ্ছা মুখ ফিরিয়ে (পায়খানা পেশাব) করতে পারো।"

---

৩২০. বুখারী ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ৩১০২; মুসলিম ২৬৬/১-২, তিরমিযী ১১, নাসায়ী ২৩, আবূ দাউদ ১২, আহমাদ ৪৫৯২, ৪৬০৩, ৪৯৭১, ৪৭০৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৫৫, দারিমী ৬৬৭। সহীহ আবূ দাউদ ৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/৩২৩ (১)। ৹(আবুল হাসান বিন সালামাহ ✕ আবূ হাতিম ✕ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা ✕ ঈসা আল-হান্নাত (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) ✕ নাফি' ✕ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা))৹ [৩২১]

٣٢٤/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمْ الْقِبْلَةَ فَقَالَ «أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ».

٣٢٤/٣ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مِثْلَهُ.

৩/৩২৪। ৹(আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ✕ ওয়াকী' ✕ হাম্মাদ বিন সালামাহ ✕ খালিদ আল-হাযযা' ✕ খালিদ বিন আবুস্‌ স্বালত (মাকবূল) ✕ ঈরাক বিন মালিক ✕ আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা))৹ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একদল লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো যারা তাদের লজ্জাস্থানকে কিবলাহ্‌মুখী করতে অপছন্দ করে। তিনি বলেন, আমার মনে হয় তারা এরূপ করতে শুরু করে দিয়েছে। তোমরা আমার পায়খানা কিবলাহ্‌র দিকে ঘুরিয়ে দাও।

৩/৩২৪ (১)। ৹(আবুল হাসান আল-কাত্তান ✕ ইয়াহইয়া বিন উবায়দ ✕ আবদুল আযীয বিন মুগীরাহ ✕ খালিদ আল-হাজ্জ ✕ খালিদ বিন আবুস্‌-স্বালত (মাকবূল) ✕ ঈরাক বিন মালিক ✕ আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা))৹ [৩২২]

٣٢٥/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا».

৪/৩২৫। ৹(মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ✕ ওয়াহব বিন জারীর ✕ আমার পিতা (জারীর বিন হাযিম) ✕ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) ✕ আবান বিন স্বালিহ ✕ মুজাহিদ ✕ জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু))৹ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কিবলাহ্‌মুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আমি তাঁকে তাঁর ইনতিকালের এক বছর আগে কিবলাহমুখী (পায়খানা-পেশাবে) হতে দেখেছি।[৩২৩]

١٩/١. بَاب الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ

১/১৯. অধ্যায় : পেশাব করার পর পবিত্রতা অর্জন করা

---

৩২১. আহমাদ ৫৬৮২, ৫৭০৭, ৫৯০৫। তাহকীক আলবানী ঃ অত্যন্ত দুর্বল। উক্ত হাদীসে রাবী ঈসা আল-হান্নাত সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই তবে তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও তিনি খুবই দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৩২২. আহমাদ ২৫০৭১। দঈফা ২/৯৪৭ মুনকার। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী খালিদ বিন আবুস্‌-স্বালত সম্পর্কে ইমাম যাহাবী স্বিকাহ বললেও ইবনু হাজার তাকে অপরিচিত বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, ভালো না।

৩২৩. তিরমিযী ৯, আবূ দাউদ ১৩, আহমাদ ১৪৪৫৮। স্বহীহ আবূ দাউদ ১০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

٣٢٦/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

٣٢٦/١ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/৩২৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' যামআহ বিন স্বালিহ (দঈফ বা দুর্বল) ঈসা বিন ইয়াযদাদ আল-ইয়ামানী (মাজহূল বা অপরিচিত) তার পিতা (ইয়াযদাদ আল-ইয়ামানী) মাজহূল বা অপরিচিত মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ নুআইম যামআহ বিন স্বালিহ (দঈফ বা দুর্বল) ঈসা বিন ইয়াযদাদ আল-ইয়ামানী (মাজহূল বা অপরিচিত) তার পিতা (ইয়াযদাদ আল-ইয়ামানী) মাজহূল বা অপরিচিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ পেশাব করার পর যেন তার লজ্জাস্থান তিনবার ঝাড়ে।

১/৩২৬ (১)। আবুল হাসান বিন সালামাহ আলী বিন আবদুল আযীয আবূ নুআয়ম যামআহ (দঈফ বা দুর্বল) ঈসা বিন ইয়াযদাদ আল-ইয়ামানী (মাজহূল বা অপরিচিত) তার পিতা (ইয়াযদাদ আল-ইয়ামানী) মাজহূল বা অপরিচিত [৩২৪]

٢٠/١. بَاب مَنْ بَالَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً

১/২০. অধ্যায় : যে ব্যক্তি পেশাব করার পর 'উদূ করেনি।

٣٢٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى التَّوْأَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ يَبُولُ فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِمَاءٍ فَقَالَ «مَا هَذَا يَا عُمَرُ قَالَ مَاءٌ قَالَ مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً».

১/৩২৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া আত-তাওআম (দঈফ বা দুর্বল) বিন আবূ মুলাইকাহ তার মাতা (মায়মূনাহ বিনতু ওয়ালীদ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) পেশাব করতে গেলেন এবং উমার (রাঃ) পানি নিয়ে তাঁর পিছে পিছে গেলেন। তিনি বলেন, হে উমার! এটা কী? উমার বলেন, পানি। তিনি বলেন, যখনই আমি পেশাব করবো তখনই আমাকে উদূ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। আমি তাই করলে তা সুন্নাত (বাধ্যতামূলক) হয়ে যেত।[৩২৫]

٢١/١. بَاب النَّهْيِ عَنْ الْخَلَاءِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

১/২১. অধ্যায় : যাতায়াতের রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ

---

৩২৪. আহমাদ ১৮৫৭৪, ১৮৫৭৫। দঈফাহ ১৬২১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. যামআহ বিন স্বালিহ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি স্বহীহ হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেন। ২. ঈসা বিন ইয়াযদাদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস বিশুদ্ধ নয়। ৩. ইয়াযদাদ আল-ইয়ামানী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইবনু আবদুল বার বলেন, তিনি পরিচিত নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি অপরিচিত।

৩২৫. আবূ দাউদ ৪২, আহমাদ ২৪১২২। মিশকাত ৩৬৮, দঈফ আবূ দাউদ ৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া আত-তাওআম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইমাম নাসায়ী ও আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন।

٣٢٨/١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يَتَحَدَّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَسْكُتُ عَمَّا سَمِعُوا فَبَلَغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ فَقَالَ وَاللهِ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا وَأَوْشَكَ مُعَاذٌ أَنْ يَفْتِنَكُمْ فِي الْخَلَاءِ فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَلَقِيَهُ فَقَالَ مُعَاذٌ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّ التَّكْذِيبَ بِحَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نِفَاقٌ وَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَالظِّلِّ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ».

১/৩২৮। হারমালা বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব নাফি' বিন ইয়াযীদ হায়ওয়াহ বিন শুরায়হ আবূ সাঈদ আল-হিময়ারী (মাজহুল বা অপরিচিত) .... বলেন, মুআয বিন জাবাল (রাঃ) এমন হাদীস বর্ণনা করতেন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অপর সহাবীগণ শুনেননি এবং তারা যে হাদীস শুনেছেন তা তিনি বর্ণনা করতেন না। আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাঃ) তার বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে অবহিত হয়ে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ হাদীস বলতে শুনিনি। মুআয (রাঃ) যেন পায়খানা-পেশাবের ব্যাপারে তোমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না ফেলে। মুআয (রাঃ) উক্ত মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাঃ)-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং বলেন, হে আবদুল্লাহ্ বিন আমর! রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা হাদীস আরোপ করা মুনাফিকী এবং তার গুনাহ মিথ্যা আরোপকারীর উপর বর্তায়। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা তিনটি অভিশপ্ত জিনিস থেকে দূরে থাকো ঃ ব্যবহার্য পানি বা পানির উৎসে, ছায়াদার বৃক্ষতলে ও লোক চলাচলের পথে পেশাব পায়খানা করা।[৩২৬]

٣٢٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَاعِنِ».

২/৩২৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আমর বিন আবূ সালামাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যুহায়র (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) সালিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তুস্মৃতি শক্তি দুর্বল) হাসান .... জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা রাস্তার উপর রাত যাপন করা ও সলাত আদায় করা থেকে বিরত থাকো। কেননা তা (রাতে) সাপ ও হিংস্র জন্তুর যাতায়াত পথ। তোমরা রাস্তায় পেশাব-পায়খানা করা থেকেও বিরত থাকো। কারণ তা অভিশপ্ত আচরণের অন্তর্ভুক্ত।[৩২৭]

---

৩২৬. আবূ দাউদ ২৬। মিশকাত ৩৫৫, ইরওয়া' ৬২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ সাঈদ আল-হিময়ারী সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অপস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে? তা কিছু জানা যায়নি।

৩২৭. আহমাদ ১৩৮৬৫। ইরওয়া' ১/১০১, সহীহাহ ২৪৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ সলাত আদায়ের কথাটি ছাড়া হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী সালিম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার মাঝে কোন সমস্যা দেখি না। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই।

٣٣٠/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا أَوْ يُبَالَ فِيهَا».

৩/৩৩০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া › আমর বিন খালিদ › বিন লুহায়আহ › কুররাহ (মানাকীর) › ইবনু শিহাব › সালিম (বিন আবদুল্লাহ বিন উমার) › তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)) নাবী (সাঃ) চলাচলের পথের উপর সলাত আদায় করতে এবং পায়খানা-পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।[৩২৮]

١/٢٢. بَاب التَّبَاعُدِ لِلْبَرَازِ فِي الْفَضَاءِ

১/২২. অধ্যায় : পায়খানা-পেশাব করতে দূরে যাওয়া।

١/٣٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ».

১/৩৩১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ › ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ › মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) › আবূ সালামাহ › মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে যেতেন।[৩২৯]

٢/٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ «فَتَنَحَّى لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ».

২/৩৩২। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র › মুহাম্মাদ বিন উবায়দ › মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না › আতা আল-খুরাসানী › আনাস (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে এক সফরে **ছিলাম। তিনি** প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে যান। অতঃপর ফিরে এসে তিনি উদূর পানি নিয়ে ডাকেন এবং উদূ করেন।[৩৩০]

٣/٣٣٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ أَبْعَدَ».

৩/৩৩৩। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব › ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম › বিন খুসায়ম › য়ূনুস বিন খাব্বাব › ইয়া'লা বিন মুররাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরবর্তী স্থানে যেতেন।[৩৩১]

---

৩২৮. ইরওয়া' ১/১০১, ১০২ ও ৩১৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী কুররাহ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তার চেয়ে অন্য কাউকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি অধিক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন।

৩২৯. তিরমিযী ২০, নাসায়ী ১৭, আবূ দাউদ ১, দারিমী ৬৬০। সহীহাহ ১১৫৯। সহীহ, আবূ দাউদ ১২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

৩৩০. সহীহ আবূ দাউদ ৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৩১. সহীহাহ ১১৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٣٣٤/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْمُهُ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ قَالَ «حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَأَبْعَدَ».

৪/৩৩৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান আবূ জা'ফার আল-খাতমী, (আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ বলেন তার নাম "উমায়র বিন ইয়াযীদ") হারিস ইবনুল ফুদায়ল আবদুর রহমান বিন আবূ কুরাদ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-এর সঙ্গে হাজ্জ করেছি। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরবর্তী স্থানে চলে যেতেন।[৩৩২]

٣٣٥/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى».

৫/৩৩৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা ইসমাঈল বিন আবদুল মালিক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন) আবূ যুবায়র জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সফরে বের হলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে এতটা দূরে যেতেন যে, তাঁকে দেখা যেত না।[৩৩৩]

٣٣٦/٦ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ».

৬/৩৩৬। আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী আবদুল্লাহ বিন কাসীর বিন জা'ফার (মাকবূল) কাসীর বিন আবদুল্লাহ আল-মুযানী (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ) মাকবূল তার দাদা (আমর বিন আওফ) (রাঃ) বিলাল ইবনুল হারিস আল-মুযানী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে দূরে চলে যেতেন।[৩৩৪]

٢٣/١. بَابُ الِارْتِيَادِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

১/২৩. অধ্যায় : পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা

٣٣٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْخَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ

---

৩৩২. নাসায়ী ১৬। সহীহ আবূ দাউদ ২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৩৩. আবূ দাউদ ২, দারিমী ১৭। সহীহ আবূ দাউদ ২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৩৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীসের রাবী কাসীর বিন আবদুল্লাহ আল-মুযানী সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন অথবা মিথ্যার একটি রুকন। আমহাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

وَمَنْ تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَنْ لَاكَ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْخَلَاءَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَمْدُدْهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ ابْنِ آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ».

১/৩৩৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবদুল মালিক ইবনুস-সাব্বাহ সাওর বিন ইয়াযীদ হুসায়ন আল-হিময়ারী (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ সাঈদ আল-খায়র (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত। নাবী বলেন, যে ব্যক্তি ঢিলা দ্বারা শৌচ করতে চায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি তাই করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে তা (বেজোড়) করলো না তার কোন দোষ নেই। কেউ খিলাল করলে সে যেন দাঁতের ফাঁক থেকে নির্গত জিনিস বাইরে ফেলে দেয়। যার মুখ থেকে লালা বের হয়, সে যেন তা ফেলে দেয়। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে তা করলো না, তার কোন দোষ নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় যায় সে যেন আড়াল করে। এজন্য কিছু না পেলে সে যেন বালু স্তুপ করে তার দ্বারা আড়াল করে। কেননা শয়তান আদম সন্তানের পশ্চাদদ্বার নিয়ে খেলা করে। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো, আর যে তা করলো না, তার কোন দোষ নেই।[৩৩৫]

٣٣٨/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ وَمَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ لَاكَ فَلْيَبْتَلِعْ.

২/৩৩৮। আবদুর রহমান বিন উমার আবদুল মালিক ইবনুস-সাব্বাহ সাওর বিন ইয়াযীদ হুসায়ন আল-হিময়ারী (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ সাঈদ আল-খায়র (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ থেকে এই সানাদ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ যে ব্যক্তি সুরমা লাগায়, সে যেন বেজোড় সংখ্যকবার লাগায়। যে ব্যক্তি এরূপ করলো, সে উত্তম কাজ করলো এবং যে এরূপ করেনি তার কোন দোষ নেই। কারো মুখ থেকে কোন কিছু বের হলে সে যেন তা উদগীরণ করে ফেলে দেয়।[৩৩৬]

٣٣٩/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَقَالَ «لِي ائْتِ تِلْكَ الْأَشَاءَتَيْنِ قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي النَّخْلَ الصِّغَارَ فَقُلْ لَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمَا أَنْ تَجْتَمِعَا فَاجْتَمَعَتَا فَاسْتَتَرَ بِهِمَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ لِي ائْتِهِمَا فَقُلْ لَهُمَا لِتَرْجِعْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا إِلَى مَكَانِهَا فَقُلْتُ لَهُمَا فَرَجَعَتَا».

---

৩৩৫. আবূ দাঊদ ৩৫ দঈফ, জামি সগীর ৪৫৬৮ দঈফ, মিশকাত ৩৫২ দঈফ, দঈফা ৩/১০২৮ দঈফ, কিন্তু বিজোড় সংখ্যক ঢিলা নেয়ার কথা সহীহ্। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। কিন্তু বিজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করার বিধনটি সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. হুসায়ন আল-হিময়ারী সম্পর্কে ইবনু হিব্বন সিকাহ বললেও ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। ২. আবূ সাঈদ আল-খায়র সম্পর্কে ইবনু হিব্বন সিকাহ বললেও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, আমি তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানি না।

৩৩৬. বুখারী ১৬১, ১৬২ মুসলিম ২৩৭/১-২,৩; নাসায়ী ৮৬, ৮৮; আবূ দাঊদ ৩৫, ১৪০ আ, ৭১৮০,৭৪০৩, ৭৬৭৩, ৭৬৮৮, ৮০১৬, ২৭৩৮২, ৮৩৯৯, ৮৪৬২, ৮৫০৮, ৮৬২১, ৮৭৯৬, ৮৯৫৭, ৯৬৫৩, ২৭২৮২; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩, ৩৪; দারিমী ৬৬২,৭০৩। তাহকীক আলবানী ঃ যে ব্যক্তি সুরমা লাগায় সে যেন বিজোড় লাগায় এ কথা ব্যতীত দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. হুসায়ন আল-হিময়ারী সম্পর্কে ইবনু হিব্বন সিকাহ বললেও ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। ২. আবূ সাঈদ আল-খায়র সম্পর্কে ইবনু হিব্বন সিকাহ বললেও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, আমি তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানি না।

৩/৩৩৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আ'মাশ মিনহাল বিন আমর .... ইয়া'লা বিন মুর্‌রাহ তার পিতা (মুররাহ বিন ওয়াহব) বলেন, আমি নাবী -এর সাথে সফরে ছিলাম। তিনি পায়খানা করার ইচ্ছা করলে আমাকে বলেন, এই গাছ দু'টিকে ডেকে আনো। ওয়াকী' -এর বর্ণনায় আছে, তা ছিল দু'টি ছোট খেজুর গাছ। তুমি গাছ দু'টিকে বলো, রসূলুল্লাহ তোমাদের উভয়কে একত্র হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। অতএব গাছ দু'টি একত্র হলে তিনি তাদের দ্বারা আড়াল করলেন এবং তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলেন। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, তুমি ওদের কাছে গিয়ে বলো, তারা যেন স্বস্থানে ফিরে যায়। অতএব আমি (গাছ দু'টির নিকট) গিয়ে তাই বললাম এবং এরা স্বস্থানে ফিরে গেল।[৩৩৭]

٣٤٠/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ «أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ».

৪/৩৪০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ নু'মান মাহদী বিন মায়মূন মুহাম্মাদ বিন আবূ ইয়া'কূব হাসান বিন সা'দ আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফার তিনি বলেন, নাবী পায়খানা করার সময় উঁচু টিলা অথবা ঘন খেজুর বিথীর আড়ালে বসতে পছন্দ করতেন।[৩৩৮]

٣٤١/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «عَدَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الشِّعْبِ فَبَالَ حَتَّى أَنِّي آوِي لَهُ مِنْ فَكِّ وَرِكَيْهِ حِينَ بَالَ».

৫/৩৪১। মুহাম্মাদ বিন আকীল বিন খুওয়ায়লীদ হাফস্ বিন আবদুল্লাহ ইবরাহীম বিন তুহমান মুহাম্মাদ বিন যাকওয়ান (দঈফ বা দুর্বল) ইয়া'লা বিন হাকীম সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ পেশাব করতে গিরিপথে চলে যেতেন। তিনি যখন পেশাব করতেন, তখন আমি তাঁর পিছন দিকে আড় হয়ে থাকতাম।[৩৩৯]

٢٤/١. بَاب النَّهْيِ عَنْ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْخَلَاءِ وَالْحَدِيثِ عِنْدَهُ

১/২৪. অধ্যায় : একত্রে বসে পায়খানা করা এবং পরস্পর কথা বলা নিষেধ।

٣٤٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».

---

৩৩৭. আহমাদ ১৭০৯৭, ১৭১০৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৩৮. মুসলিম ৩৪২ আবূ দাউদ ২৫৪৯, আহমাদ ১৭৪৭। সহীহ তারগীব ১৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৩৯. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন যাকওয়ান সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও অধিক ভুল করেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন তবে তার হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আস-সাজী বলেন, তার নিকট একাধিক মুনকার হাদীস রয়েছে। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও যুআফাহ গ্রন্থে বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

١/٣٤٢ (١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ الصَّوَابُ .

١/٣٤٢ (٢) - و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ نَحْوَهُ.

১/৩৪২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ⇐ আবদুল্লাহ বিন রাজা' ⇐ ইকরামাহ বিন আম্মার ⇐ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর ⇐ হিলাল বিন ইয়াদ (মাজহূল বা অপরিচিত) ⇐ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, দু' ব্যক্তি যেন এমনভাবে পায়খানায় না বসে যে, একে অপরের আবরণীয় অঙ্গ দেখতে পায় এবং এ অবস্থায় পরস্পর বাক্যালাপ না করে। কারণ তাতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

১/৩৪২ (১)। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ⇐ সালম বিন ইবরাহীম (দঈফ বা দুর্বল) ⇐ ইকরিমাহ, ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর ⇐ ইয়াদ বিন হিলাল ⇐ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

১/৩৪২ (২)। মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ ⇐ আলী বিন আবূ বাক্‌র ⇐ সুফ্‌ইয়ান সাওরী ⇐ ইকরিমাহ বিন আম্মার ⇐ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর ⇐ ইয়াদ বিন আবদুল্লাহ ⇐ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)[৩৪০]

١/٢٥. بَاب النَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

১/২৫. অধ্যায় : বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ।

١/٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ».

১/৩৪৩। মুহাম্মাদ বিন রুমহ ⇐ লায়স বিন সা'দ ⇐ আবূ যুবায়র ⇐ জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪১]

٢/٣٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ».

২/৩৪৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ⇐ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন) ⇐ ইবনু আজলান ⇐ তার পিতা (আজলান) ⇐ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে।[৩৪২]

٣/٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ».

---

৩৪০. আবূ দাউদ ১৫, আহমাদ ১০৯১৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী সালম বিন ইবরাহীম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

৩৪১. মুসলিম ২৮১, নাসায়ী ৩৫, আহমাদ ১৪২৫, ১৪৩৬৩। দঈফাহ ৫২২৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৪২. বুখারী ২৩৯, মুসলিম ২৮২/১,২; তিরমিযী ৬৮, নাসায়ী ৫৭, ৫৮, ২২১, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০; আবূ দাউদ ৬৯, ৭০; আ, ৭৪৭৩, ৭৫৪৮, ৭৮০৮, ২৭৪০৩, ৮৩৫৩, ৮৫২৩, ৮৮৭১, ৯৩১৩, ২৭০৮৩২, ১০১২, ১০৪৬০, ১০৫১১; দারিমী ৭৩০। সহীহ আবূ দাউদ ৬২-৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩/৩৪৫। ∞ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ⨯ মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারাক ⨯ ইয়াহইয়া বিন হামযাহ ⨯ ইবনু আবূ ফারওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) ⨯ নাফি' ⨯ ইবনু উমার (রাঃ) ∞ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন পরিষ্কার পানিতে পেশাব না করে।[৩৪৩]

٢٦/١. بَاب التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

১/২৬. অধ্যায় : পেশাবের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা।

٣٤٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «وَيْحَكَ أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ».

٣٤٦/١ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/৩৪৬। ∞ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ⨯ আবূ মুআবিয়াহ ⨯ আ'মাশ ⨯ যায়দ বিন ওয়াহব ⨯ আবদুর রহমান বিন হাসানাহ (রাঃ) ∞ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি ঢাল। তিনি সেটিকে (সামনে) রেখে বসেন এবং সে দিকে ফিরে পেশাব করেন। তাদের কোন এক ব্যক্তি বললো, তাঁকে দেখ! তিনি মহিলাদের মত পেশাব করছেন। নাবী (সাঃ) তার কথা শুনে ফেলেন এবং বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। তোমার কি জানা নেই যে, বানী ইসরাঈলের সেই ব্যক্তির কী দশা হয়েছিল? তাদের শরীরের কোন অংশে পেশাব লাগলে তারা তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতো। সে তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে। ফলে তাকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হয়।

১/৩৪৬ (১)। ∞ আবুল হাসান বিন সালামাহ ⨯ আবূ হাতিম ⨯ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা ⨯ আ'মাশ ⨯ যায়দ বিন ওয়াহব ⨯ আবদুর রহমান বিন হাসানাহ (রাঃ) ∞[৩৪৪]

٣٤٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَبْرَيْنِ جَدِيدَيْنِ فَقَالَ «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ».

২/৩৪৭। ∞ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ⨯ আবূ মুআবিয়াহ ও ওয়াকী' ⨯ আ'মাশ ⨯ মুজাহিদ (ইবনু জাবার) ⨯ তাউস (বিন কায়সান) ⨯ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ∞ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'টি নতুন

---

৩৪৩. য়হীহ দঈফাহ ৪৮১৪। তাহকীক আলবানী : فِي الْمَاءِ الدائم শব্দ দ্বারা য়হীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ ফারওয়াহ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমার মতে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন বরং তিনি মিথ্যুক। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখাযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তাকে সকলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৩৪৪. নাসায়ী ৩০, আহমাদ ১৭৩০৪। মিশকাত ৩৭১। তাহকীক আলবানী : য়হীহ।

কবর অতিক্রম করাকালীন বলেন, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এদেরকে কোন কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাব থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতো না এবং অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াতো।[৩৪৫]

٣٤٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ».

৩/৩৪৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আফ্‌ফান (বিন মুসলিম) আবূ আওয়ানাহ (ওয়াদাহ বিন আবদুল্লাহ) আ'মাশ আবূ স্বালিহ (যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বেশির ভাগ কবরে আযাব পেশাব থেকে অসতর্কতার কারণেই হয়ে থাকে।[৩৪৬]

٣٤٩/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنِي بَحْرُ بْنُ مَرَّارٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَذَّبُ فِي الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ».

৪/৩৪৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' আসওয়াদ বিন শায়বান বাহর বিন মাররার তার দাদা আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) দু'টি কবর অতিক্রম করার সময় বলেন, নিশ্চয় এই দু' কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে কোন কঠিন অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এদের একজনকে পেশাবের (অসতর্কতার) কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে এবং অপরজনকে গীবত করার কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।[৩৪৭]

٢٧/١. بَاب الرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ

১/২৭. অধ্যায় : পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া প্রসঙ্গে

٣٥٠/١ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ وَعْلَةَ أَبِي سَاسَانَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جُدْعَانَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ».

٣٥٠/١ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/৩৫০। ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আত-ত্বলহী ও আহমাদ বিন সাঈদ দারিমী রাওহ বিন উবাদাহ সাঈদ কাতাদাহ হাসান হুদায়ন ইবনুল মুনযির ইবনুল হারিস্র বিন ওয়া'লাহ আবূ সাসান

---

৩৪৫. বুখারী ৩১৬, ৩১৮, ১৩৬১, ১৩৭৮, ৬০৫২, ৬০৫৫; মুসলিম ২৯২, তিরমিযী ৭০, নাসায়ী ৩১, ২০৬৮; আবূ দাউদ ২০, আহমাদ ১৯৮১, দারিমী ৭৩৯। ইরওয়া ১৭৮, ২৮৩, সহীহ আবূ দাউদ ১৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৪৬. আহমাদ ৮১৩১, ৮৮০০। ইরওয়া' ২৮০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৪৭. আহমাদ ১৯৮৬০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

আর-রাকাশী মুহাজির বিন কুনফুয বিন আমর বিন জুদআন তিনি বলেন, আমি নাবী -এর নিকট আসলাম। তিনি উদূ করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি তাঁর উদূ সমাপনান্তে বলেন, আমি এজন্য তোমার সালামের উত্তর দেইনি যে, তখন আমি 'উদূবিহীন ছিলাম।

১/৩৫০ (১)। আবুল হাসান বিন সালামাহ আবূ হাতিম আল-আনসারী সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ হাসান হুদায়ন ইবনুল মুনযির ইবনুল হারিস বিন ওয়া'লাহ আবূ সাসান আর-রাকাশী মুহাজির বিন কুনফুয বিন আমর বিন জুদআন [৩৪৮]

٣٥١/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ «ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ».

২/৩৫১। (আবুল ওয়ালীদ) হিশাম বিন আম্মার মাসলামাহ বিন আলী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী -এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি পেশাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলে তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন না। তিনি পেশাব শেষ করে তাঁর দু' হাতের তালু মাটিতে মারেন এবং তায়াম্মুম করেন, অতঃপর তার সালামের উত্তর দেন।[৩৪৯]

٣٥٢/٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ».

৩/৩৫২। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ঈসা বিন য়ূনুস হাশিম ইবনুল বারীদাহ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল জাবির বিন আবদুল্লাহ্ এক ব্যক্তি নাবী -এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন পেশাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলো। রসূলুল্লাহ তাকে বলেন, তুমি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেলে আমাকে সালাম করবে না। কারণ তুমি তা করলে আমি তোমার সালামের উত্তর দিতে পারবো না।[৩৫০]

٣٥٣/٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ».

৪/৩৫৩। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ও হুসায়ন বিন আবূ সারিয়্যী আল-আসকালানী (দঈফ বা দুর্বল) আবূ দাউদ সুফয়ান দহহাক বিন উসমান নাফি' ইবনু উমার তিনি বলেন, এক

---

৩৪৮. নাসায়ী ৩৮, আবূ দাউদ ১৭, আহমাদ ১৮৫৫৫, ২০২৩৬; দারিমী ২৬৩১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৪৯. সহীহ্ আবূ, দাউদ ২৫৬। তাহকীক আলবানী ঃ الأرض এর স্থানে الجدار শব্দ দ্বারা সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মাসলামাহ বিন আলী সম্পর্কে ইমাম বুকারী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ নন, আবার দোষত্রুটি থেকে মুক্তও নন।

৩৫০. সহীহাহ ১৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি তখন পেশাবরত ছিলেন। সে তাঁকে সালাম করলে তিনি তার সালামের উত্তর দেননি।[৩৫১]

١/٢٨. بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

১/২৮. অধ্যায় : পানি দিয়ে শৌচ করা

٣٥٤/١ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً».

১/৩৫৪। হান্নাদ ইবনুস সারিয়্যী আবূল আহওয়াস্ মানসূর ইবরাহীম আসওয়াদ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি দেখেছি যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো পানি ব্যবহার না করে পায়খানা থেকে বের হননি।[৩৫২]

٣٥٥/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ «إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ فَمَا طُهُورُكُمْ قَالُوا نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ قَالَ فَهُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُوهُ».

২/৩৫৫। হিশাম বিন আম্মার স্বাদাকাহ বিন খালিদ উতবাহ বিন আবূ হাকীম তালহাহ বিন নাফি' আবূ সুফইয়ান আবূ আয়্যূব আল-আনসারী, জাবির বিন আবদুল্লাহ ও আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলে (অনুবাদ) ঃ "সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন"– (সূরাহ আত্-তাওবাহ ঃ ১০৮)। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, হে আনসার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে প্রশংসা করেছেন। তোমরা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করো? তারা বলেন, আমরা সলাতের জন্য উদূ করি, জানাবাতের (শারীরিক অপবিত্রতা দূরীকরণের) জন্য গোসল করি এবং পানি দিয়ে শৌচ করি। তিনি বলেন, এটাই (প্রশংসার) কারণ। অতএব তোমরা এটাকে অপরিহার্যরূপে ধারণ করো।[৩৫৩]

٣٥٦/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ ثَلَاثًا» قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً وَطُهُورًا.

٣٥٦/٣ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ نَحْوَهُ.

---

৩৫১. তিরমিযী ৯০, ২৭২০। স্বহীহ আবূ দাউদ ১২, ১৩, ইরওয়া' ৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হুসায়ন বিন আবূ সারিয়্যী আল-আসকালানী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

৩৫২. তিরমিযী ১৯, নাসায়ী ৪৬, আহমাদ ২৪১১৮, ২৪৩১৫, ২৪৩৬৯, ২৪৪৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩৫৩. স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৪, মিশকাত ৩৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩/৩৫৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শারীক জাবির বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল ও রাফেজী ছিলেন) যায়দ আল-আম্মী (দঈফ বা দুর্বল) আবূ সিদ্দীক আন-নাজী আয়িশাহ (রাঃ) নাবী ﷺ পায়খানা করে তাঁর পশ্চাদদ্বার তিনবার ধৌত করতেন। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আমরাও তাই করেছি এবং এটাকে নিরাময় ও পবিত্রতার উপায় হিসেবে পেয়েছি।

৩/৩৫৬ (১)। আবুল হাসান বিন সালামাহ আবূ হাতিম ও ইবরাহীম বিন সুলায়মান আল-ওয়াসিতী আবূ নুআয়ম শারীক জাবির বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল ও রাফিদী ছিলেন) যায়দ আল-আম্মী (দঈফ বা দুর্বল) আবূ সিদ্দীক আন-নাজী আয়িশাহ (রাঃ)[৩৫৪]

٣٥٧/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَاءَ ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ».

৪/৩৫৭। আবূ কুরায়ব মুআবিয়াহ বিন হিশাম য়ূনুস ইবনুল হারিস (দঈফ বা দুর্বল) ইবরাহীম বিন আবূ মায়মূনাহ (মাজহূল বা অপরিচিত) আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিম্নোক্ত আয়াত কুবাবাসী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে (অনুবাদ) ঃ "সেখানে এমন লোকও আছে যারা পবিত্রতা অর্জন করতে ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন"– (সূরাহ আত্-তাওবাহ ঃ ১০৮)। রাবী বলেন, তারা পানি দিয়ে শৌচ করতো। তাই তাদের প্রশংসায় এ আয়াত নাযিল হয়।[৩৫৫]

١/٢٩. بَاب مَنْ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ

১/২৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি ইসতিনজা' করার পর মাটিতে হাত ঘষলো।

٣٥٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ».

٣٥٨/١ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ عَنْ شَرِيكٍ نَحْوَهُ.

---

৩৫৪. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী জাবির বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ তাকে সিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ২. যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী সালিহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

৩৫৫. তিরমিযী ৩১০০। সহীহ আবূ দাউদ ৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী১. মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ২. ইউনুস ইবনুল হারিস সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। অন্যত্র তিনি বলেন, আমরা তাকে খুবই দুর্বল পেয়েছি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। তার হাদীস গ্রহণ করা যায়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস। ৩. ইবরাহীম বিন আবূ মায়মূনাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১/৩৫৮। ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][শারীক][ইবরাহীম বিন জারীর][আবূ যুরআহ বিন আমর বিন জারীর][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]◊ নাবী (সাঃ) পায়খানা করার পর বদনার পানি দিয়ে শৌচ করতেন, অতঃপর তাঁর হাত মাটিতে ঘষতেন।

১/৩৫৮ (১)। ◊[আবুল হাসান বিন সালামাহ][আবূ হাতিম][সাঈদ বিন সুলায়মান আল-ওয়াসিতী][শারীক][ইবরাহীম বিন জারীর][আবূ যুরআহ বিন আমর বিন জারীর][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]◊[৩৫৬]

٣٥٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ «دَخَلَ الْغَيْضَةَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَأَتَاهُ جَرِيرٌ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجَى مِنْهَا وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ».

২/৩৫৯। ◊[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][আবূ নুআয়ম][আবান বিন আবদুল্লাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল)][ইবরাহীম বিন জারীর][তার পিতা (জারীর) (রাঃ)]◊ নাবী (সাঃ) ঝোপের মাঝে প্রবেশ করেন এবং তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করেন। জারীর (রাঃ) তাঁর নিকট এক পাত্র পানি নিয়ে আসেন। তা দিয়ে তিনি শৌচ করেন এবং তাঁর হাত মাটিতে ঘষেন।[৩৫৭]

٣٠/١. بَاب تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ

১/৩০. অধ্যায় : পানপাত্র ঢেকে রাখা

٣٦٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُوكِيَ أَسْقِيَتَنَا وَنُغَطِّيَ آنِيَتَنَا».

১/৩৬০। ◊[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][ইয়া'লা বিন উবায়দ][আবদুল মালিক বিন আবূ সুলায়মান][আবূ যুবায়র][জাবির (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) আমাদেরকে পানির মশকের মুখ বন্ধ করতে এবং পানপাত্রসমূহ ঢেকে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৫৮]

٣٦١/٢ - حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً إِنَاءً لِطَهُورِهِ وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ».

২/৩৬১। ◊[ইস্‌মাহ ইবনুল ফাদল ও ইয়াহইয়া বিন হাকীম][হারামী বিন উমারাহ বিন আবূ হাফস্ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ বর্ণনায় সন্দেহ করেন)][হারীশ ইবনুল খিররীত (দঈফ বা দুর্বল)][বিন আবূ মুলাইকাহ][আয়িশাহ (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, আমি রাতের বেলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য তিনটি পানির পাত্র মুখ বন্ধ করে রেখে দিতাম, একটি তাঁর উদূর জন্য, একটি তাঁর মিসওয়াকের জন্য এবং একটি তাঁর পান করার জন্য।[৩৫৯]

---

৩৫৬. নাসায়ী ৫০, আবূ দাউদ ৪৫। মিশকাত ৩৬০, সহীহ আবূ দাউদ ৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৩৫৭. নাসায়ী ৫১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান লিগাইরিহী।

৩৫৮. মুসলিম ২০১২। সহীহাহ ৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৫৯. আবূ দাউদ ৫৬, ১৩৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. হারামী বিন উমারাহ বিন আবূ হাফস্ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী । আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ বর্ণনায় অমনোযোগী।

٣٦٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ».

৩/৩৬২। আবূ বদর আব্বাদ ইবনুল ওয়ালীদ মুতাহহার বিন হায়স্রাম (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আলকামাহ বিন জামরাহ আদ-দুবাঈ (মাজহূল বা অপরিচিত) তার পিতা আবূ জামরাহ আয-যুবাঈ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর উদূর পানি ও তাঁর দান-খয়রাত করার মাল কারো নিকট গচ্ছিত রাখতেন না এবং সেই মালও সোপর্দ করতেন না, যা তিনি সদাক্বাহ করতেন। তিনি নিজের তত্ত্বাবধানেই তা সংরক্ষণ করতেন।[৩৬০]

٣١/١. بَاب غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ

১/৩১. অধ্যায় : কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র ধোয়া সম্পর্কে

٣٦٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيَكُونَ لَكُمْ الْمَهْنَأُ وَعَلَيَّ الْإِثْمُ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

১/৩৬৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ আবূ রাযীন বলেন, আমি আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) কে দেখেছি যে, তিনি তার কপালে হাত মেরে বলেছেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা মনে করো যে, আমি (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করছি, যাতে তোমরা সাওয়াবের অধিকারী হও এবং আমি গুনাহ্‌র ভাগী হই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে।[৩৬১]

٣٦٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

ইমাম যাহাবী তাকে সিকাহ বলেছেন। আল-উকায়লী তার দুর্বলতার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে সিকাহ বলেছেন। ২. হারীশ ইবনুল খিররীত সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনয়া কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, আমি আশা করি তিনি ভালো তিনি অন্যত্র বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৬০. জামি সগীর ৪৫০৪ দঈফ জিদ্দান, দঈফাহ ৪২৫০। তাহকীক আলবানী ঃ অত্যন্ত দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুতাহহার বিন হায়স্রাম সম্পর্কে ইবনু য়ূনুস বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। ইমাম যাহাবী বলেন তিনি দুর্বল। ২. আলকামাহ বিন জামরাহ আদ-দুবাঈ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি অপরিচিত।

৩৬১. বুখারী ১৭২, মুসলিম ২৭৯/১-৪, তিরমিযী ৯১, নাসায়ী ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৩৯; আবূ দাউদ ৭৩, আহমাদ ৭৩০০, ৭৩৯৮, ৭৫৪৯, ৭৬১৬, ২৭৩৬৫, ৮৫০৮, ২৭৫৬৯, ২৭৯২৮, ৯২২৭, ৯৬১৩, ২৭৯৩৩, ২৭২৮২; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৪। ইরওয়া' ১/৬১, ১৭৭ সহীহ আবূ দাউদ ৬৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/৩৬৪। ০(মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া)(রাওহ বিন উবাদাহ)(মালিক বিন আনাস)(আবূ যিনাদ)(আ'রাজ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))০ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত কর।[৩৬২]

٣٦٥/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ».

৩/৩৬৫। ০(আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ)(শাবাবাহ)(শু'বাহ)(আবূ তায়্যাহ)(মুতাররিফ)(আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাঃ))০ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তোমরা তা সাতবার ধৌত করো এবং অষ্টমবারে তা মাটি দিয়ে মাজো।[৩৬৩]

٣٦٦/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

৪/৩৬৬। ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে সে যেন তা সাতবার ধৌত করে।[৩৬৪]

٣٢/١. بَاب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ وَالرُّخْصَةِ فِيهِ

১/৩২. অধ্যায় : বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে উদূ করা এবং তা জায়িয।

٣٦٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ وَكَانَتْ تَحْتَ بَعْضِ وَلَدِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهَا صَبَّتْ لِأَبِي قَتَادَةَ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَةَ أَخِي أَتَعْجَبِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ أَوْ الطَّوَّافَاتِ».

১/৩৬৭। ০(আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ)(যায়দ ইবনুল হুবাব)(মালিক বিন আনাস)(ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ তালহাহ আল-আনসারী)(হুমায়দাহ বিনতু উবায়দ বিন রিফাআহ)(কাবশাহ বিনতু কা'ব (রাঃ))(আবূ কাতাদাহ (রাঃ))০ (কাবশাহ ছিলেন, আবূ কাতাদাহ এর পুত্রবধূ) তিনি আবূ কাতাদাহ (রাঃ)-এর উদূর পানি ঢেলে দেন। তখন একটি বিড়াল এসে সেই পানি পান করে। আবূ কাতাদাহ (রাঃ) পানির পাত্রটি তার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলেন এবং আমি তার দিকে তাকাতে লাগলাম। তিনি

---

৩৬২. বুখারী ১৭২, মুসলিম ২৭৯/১-৪, তিরমিযী ৯১, নাসায়ী ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৩৯; আবূ দাউদ ৭৩, আহমাদ ৭৩০০, ৭৩৯৮, ৭৫৪৯, ৭৬১৬, ২৭৩৬৫, ৮৫০৮, ২৭৫৬৯, ২৭৯২৮, ৯২২৭, ৯৬১৩, ২৭৯৩৩, ২৭২৮২; মুওয়াত্তা মালিক ৬৭, ইবনু মাজাহ ৩৬৩। ইরওয়া' ২৪, ১৬৭ সহীহ আবূ দাউদ। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৬৩. মুসলিম ২৮০, নাসায়ী ৬৭, ৩৩৬, ৩৩৭; আবূ দাউদ ৭৪, আহমাদ ১৬৩৫০, ২০০৩৯; দারিমী ৭৩৭। ইরওয়া' ১/৬২, ৬৭, সহীহ আবূ দাউদ-৬৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৬৪. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

বলেন, হে ভাতিজী! তুমি কি বিস্ময়বোধ করছো! রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, বিড়াল অপবিত্র নয়। এটা তো তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী।[৩৬৫]

٣٦٨/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ أَبُو حَجَرٍ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَبْلَ ذٰلِكَ».

২/৩৬৮। আমর বিন রাফি' আবূ হাজার ও ইসমাঈল তাওবাহ ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবু যায়িদাহ হারিসাহ (দঈফ বা দুর্বল) আমরাহ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি ও রসূলুল্লাহ (ﷺ) একই পাত্রের পানি দিয়ে উদূ করেছি, যা থেকে ইতোপূর্বে বিড়াল পানি পান করেছিল।[৩৬৬]

٣٦٩/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ الْحَنَفِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْهِرَّةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ».

৩/৩৬৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল মাজীদ অর্থাৎ আবূ বাক্র আল-হানাফী আবদুর রহমান বিন আবূ যিনাদ (বাগদাদ আসার পর তার স্মৃতি শক্তি পরিবর্তন হয়েগিয়েছিল) তার পিতা (আবূ যিনাদ) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বিড়াল স্বলাত বিনষ্ট করে না। কারণ তা ঘরের জিনিসপত্রের অন্তর্ভুক্ত।[৩৬৭]

٣٣/١. بَاب الرُّخْصَةِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

১/৩৩. অধ্যায় : নারীর উদূর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উদূ করা জায়িয

٣٧٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا قَالَ «الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ».

১/৩৭০। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস সিমাক বিন হারব ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর এক স্ত্রী একটি বড় পাত্রের পানি দিয়ে গোসল

---

৩৬৫. তিরমিযী ৯২, নাসায়ী ৬৮, আবূ দাউদ ৭৫, আহমাদ ২২০২২, ২২০৭৪, ২২১৩০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৪, দারিমী ৭৩৬। ইরওয়া' ১৭৩, মিশকাত ৪৮৩, স্বহীহ আবূ দাউদ ৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩৬৬. স্বহীহ আবূ দাউদ ৬৯, ৭০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হারিসাহ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৩৬৭. জামি সগীর ৬১০৬ দঈফ, দঈফা ১৫১২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন আবূ যিনাদ সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মদীনায় যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলো স্বহীহ তবে বাগদাদ আসার পর তার হাদীসে সমস্যা দেখা যায়। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ কিন্তু তার হাদীস দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস।

করেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) গোসল অথবা উদূ করতে আসলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অপবিত্র ছিলাম (এবং এই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেছি)। তিনি বলেন, পানি অপবিত্র হয় না।[৩৬৮]

٣٧١/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّأَ أَوْ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا».

২/৩৭১। {আলী বিন মুহাম্মাদ}{ওয়াকী'}{সুফইয়ান}{সিমাক বিন হারব}{ইকরামাহ}{ইবনু আব্বাস (রাঃ)} নাবী (ﷺ)-এর এক স্ত্রী নাপাকির গোসল করেন। অতঃপর নাবী (ﷺ) তার গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উদূ ও গোসল করেন।[৩৬৯]

٣٧٢/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ».

৩/৩৭২। {মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্নান্না ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও ইসহাক বিন মানসূর}{আবূ দাঊদ}{শারীক}{সিমাক}{ইকরামাহ}{ইবনু আব্বাস (রাঃ)}{নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী মায়মূনাহ (রাঃ)} তার নাপাকির গোসলের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে নাবী (ﷺ) উদূ করেন।[৩৭০]

٣٤/١. بَاب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

১/৩৪. অধ্যায় : এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা/নিষিদ্ধ বিষয়।

٣٧٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ».

১/৩৭৩। {মুহাম্মাদ বিন বাশশার}{আবূ দাঊদ (সুলায়মান বিন দাঊদ)}{শু'বাহ}{আসিম আল-আহওয়াল}{আবূ হাজিব}{হাকাম বিন আম্‌র (রাঃ)} রসূলুল্লাহ (ﷺ) পুরুষকে নারীর উদূর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উদূ করতে নিষেধ করেছেন।[৩৭১]

٣٧٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلَكِنْ يَشْرَعَانِ جَمِيعًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْن مَاجَةَ الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَهْمٌ».

٣٧٤/٢ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو عُثْمَانَ الْمُحَارِبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ نَحْوَهُ.

---

৩৬৮. তিরমিযী ৬৫, নাসায়ী ৩২৫, আবূ দাঊদ ৬৮, আহমাদ ২১০১, ২৫৬২, ২৮০২, ৩১১০; দারিমী ৭৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৭১। ইরওয়া' ২৭, সহীহ আবূ দাঊদ ৬১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৬৯. তিরমিযী ৬৫, নাসায়ী ৩২৫, আবূ দাঊদ ৬৮, আহমাদ ২১০১, ২৫৬২, ২৮০২, ৩১১০; দারিমী ৭৩৪, ইবনু মাজাহ ৩৭০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৭০. আহমাদ ২৬২৬১। মিশকাত ৩৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৭১. তিরমিযী ৬৪, আবূ দাঊদ ৮২, আহমাদ ১৭৪০৭, ২০১৩২। ইরওয়া' ১১, সহীহ আবূ দাঊদ ৭৫, মিশকাত ৪৭১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/৩৭৪। ◊[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][মুআল্লা বিন আসাদ][আবদুল আযীয বিন মুখতার][আসিম আল-আহওয়াল][আবদুল্লাহ বিন সারজিস (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষকে নারীর উদূর উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে এবং নারীকে পুরুষের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে উদূ-গোসল করতে নিষেধ করেছেন। তবে তারা (স্বামী-স্ত্রী) একত্রে গোসল করতে পারে। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ ইবনু মাজাহ (রহঃ) বলেন, প্রথমোক্ত বক্তব্যই সঠিক এবং শেষোক্ত বক্তব্য ধারণামাত্র।

২/৩৭৪ (১)। ◊[আবুল হাসান বিন সালামাহ][আবূ হাতিম ও আবূ উসমান আল-মুহারিবী][আল মুআল্লা বিন আসাদ][আবদুল আযীয বিন মুখতার][আসিম আল-আহওয়াল][আবদুল্লাহ বিন সারজিস (রাঃ)]◊ [৩৭২]

٣٧٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ».

৩/৩৭৫।◊[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][উবায়দুল্লাহ][ইসরাঈল][আবূ ইসহাক][হারিস (বিন আবদুল্লাহ (শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন)][আলী (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর স্ত্রী এ পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন। তবে তাদের একজন অপরজনের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন না।[৩৭৩]

٣٥/١. بَاب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

১/৩৫. অধ্যায় : স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করা।

٣٧٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

১/৩৭৬। ◊[মুহাম্মাদ বিন রুমহ][লায়স বিন সা'দ][ইবনু শিহাব][উরওয়াহ][আয়িশাহ (রাঃ)]◊ ◊[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ][সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ][যুহরী][উরওয়াহ][আয়িশাহ (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, আমি ও রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।[৩৭৪]

٣٧٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

---

৩৭২. মিশকাত ৪৭৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৭৩. আহমাদ ৫৭৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী হারিস (বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন সালিহ আল-মিসরী বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়।

৩৭৪. বুখারী ২৫০, ২৬১, ২৬৩, ২৭৩, ৩০১; মুসলিম ৩২১/১-৫, ৩৩১; তিরমিযী ১৭৫৫, নাসায়ী ২২৮, ২৩১-২৩৫, ৪১০-৪১৪, ৪১৬; আবূ দাউদ ৭৭, ২৩৮; আহমাদ ২৩৪৯৪, ২৩৫৬৯, ২৩৬৪০, ২৩৮২৮, ২৪০৭৮, ২৪১৯৮, ২৪৩৪৫, ২৪৩৯৪, ২৪৪৩২, ২৪৪৫৭, ২৪৪৭০, ২৪৭০৭, ২৪৭৪৯, ২৪৮২৫, ২৪৮৪১, ২৪৮৫২, ২৪৮৬১, ২৪৮৭৭, ২৫০৩৫, ২৫০৫৫, ২৫০৮০, ২৫১০৬, ২৫২৩৬, ২৫৩৯৪, ২৫৪১০, ২৫৪৪৯, ২৫৬৪৫, ২৫৭৫৬, ২৭৬৫৯; দারিমী ৭৪৯-৫০, ইবনু মাজাহ ৬০৪। সহীহ আবূ দাউদ ৭০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/৩৭৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ আমর বিন দীনার জাবির বিন যায়দ ইবনু আব্বাস তার খালা মায়মূনাহ তিনি বলেন, আমি ও রসূলুল্লাহ একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম।[৩৭৫]

٣٧٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ».

৩/৩৭৮। আবূ আমির আশআরী আবদুল্লাহ বিন আমির (মাকবূল) ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র ইবরাহীম বিন নাফি' ইবনু আবূ নাজীহ মুজাহীদ উম্মু হানী নাবী ও মায়মূনাহ একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করেন, যাতে আটার দাগ লেগেছিল।[৩৭৬]

٣٧٩/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

৪/৩৭৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-আসদী শারীক আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল জাবির বিন আবদুল্লাহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ ও তাঁর স্ত্রীগণ একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন।[৩৭৭]

٣٨٠/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّهَا كَانَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

৫/৩৮০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ী ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ যায়নাব বিনতু উম্মু সালামাহ উম্মু সালামাহ তিনি ও রসূলুল্লাহ একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন।[৩৭৮]

٣٦/١. بَاب الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَتَوَضَّآنِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

১/৩৬. অধ্যায় : স্বামী-স্ত্রীর একই পাত্রের পানিতে উদূ করা।

٣٨١/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ».

১/৩৮১। হিশাম বিন আম্মার মালিক বিন আনাস নাফি' ইবনু উমার তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ -এর যুগে নারী ও পুরুষেরা একই পাত্রের পানি দিয়ে উদূ করতো।[৩৭৯]

---

৩৭৫. মুসলিম ৩২২, তিরমিযী ৬২, নাসায়ী ২৩৬, আহমাদ ২৬২৫৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৭৬. নাসায়ী ২৪০, আহমাদ ২৬৩৫৬। ইরওয়া' ১/৬৪, মিশকাত ৪৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৭৭. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৭৮. বুখারী ৩২২, মুসলিম ৩২৪, আহমাদ ২৬০২৬, ২৬১০৬, ২৬১৬৩, ২৬১৬৭; দারিমী ১০৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৭৯. বুখারী ১৯৩, নাসায়ী ৭১, আবূ দাউদ ৭৯-৮০, আহমাদ ৪৪৬৭, ৫৭৬৫, ৫৮৯২, ৬২৪৭; মুওয়াত্তা মালিক ৪৬। সহীহ আবূ দাউদ ৭২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٣٨٢/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ النُّعْمَانِ وَهُوَ ابْنُ سَرْجٍ عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ «رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ بْن مَاجَةَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ أُمُّ صُبَيَّةَ هِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ فَذَكَرْتُ لِأَبِي زُرْعَةَ فَقَالَ صَدَقَ.

২/৩৮২। ∝আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ✕ আনাস বিন ইয়াদ ✕ উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ✕ সালিম বিন নু'মান তার নাম ইবনুস সারহ ✕ উম্মু সুবায়্যাহ আল-জুহানিয়্যা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ∞ তিনি বলেন, একই পাত্রের পানি দিয়ে উদূ করার কারণে কখনো কখনো আমার হাতের সাথে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতের স্পর্শ লাগতো। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ ইবনু মাজাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আল-বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-কে বলতে শুনেছি যে, উম্মু সুবায়্যাহ হলেন খাওলা বিনতু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। আমি বিষয়টি আবূ যুরআহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর নিকট উত্থাপন করলে তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সত্য বলেছেন।[৩৮০]

٣٨٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمَا «كَانَا يَتَوَضَّآنِ جَمِيعًا لِلصَّلَاةِ».

৩/৩৮৩। ∝মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ✕ দাউদ বিন শাবীব ✕ হাবীব বিন আবূ হাবীব ✕ আমর বিন হারাম ✕ ইকরামাহ ✕ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ∞ তিনি ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাতের জন্য একত্রে উদূ করতেন।[৩৮১]

٣٧/١. بَاب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

১/৩৭. অধ্যায় : নাবীয নামক শরবত দিয়ে উদূ করা।

٣٨٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِيهِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ الْعَبْسِيِّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ «عِنْدَكَ طَهُورٌ قَالَ لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ نَبِيذٍ فِي إِدَاوَةٍ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ فَتَوَضَّأَ هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ».

১/৩৮৪। ∝আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ✕ ওয়াকী' ✕ তার পিতা জাররাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ✕ আবূ ফাযারাহ আল-আবসী ✕ আমর বিন হুরায়স এর মাওলা আবূ যায়দ (মাজহুল বা অপরিচিত) ✕ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ ∝মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ✕ আবদুর রায্যাক ✕ সুফইয়ান ✕ আবূ ফাযারাহ আল-আবসী ✕ আমর বিন হুরায়স এর মাওলা আবূ যায়দ (মাজহুল বা অপরিচিত) ✕ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ∞ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লাইলাতুল জিন্ন-এ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথে উদূর পানি আছে কি? তিনি বলেন, না, তবে

৩৮০. আবূ দাউদ ৭৮। সহীহ আবূ দাউদ ৭১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।
৩৮১. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

Contents

একটি পাত্রে কিছু নাবীয আছে। তিনি বলেন, খেজুরও পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। অতঃপর তিনি উদূ করলেন।[৩৮২]

٣٨٥/٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ «مَعَكَ مَاءٌ» قَالَ لَا إِلَّا نَبِيذًا فِي سَطِيحَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ صُبَّ عَلَيَّ قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ بِهِ».

২/৩৮৫। আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ দিমাশকী মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ ইবনু লাহীআহ (তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) কায়স ইবনুল হাজ্জাজ হানাশ আস্-সনআনী আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিন মাসউদ (রাঃ)-কে লাইলাতুল জিন্ন-এ বলেন, তোমার সাথে পানি আছে কি? তিনি বলেন, না, তবে একটি পাত্রে নাবীয আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, খেজুরও পবিত্র এবং পানিও পবিত্র। আমাকে তা ঢেলে দাও। রাবী বলেন, আমি তাঁকে নাবীয ঢেলে দেই এবং তিনি তা দিয়ে উদূ করেন।[৩৮৩]

٣٨/١. بَاب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

১/৩৮. অধ্যায় : সমুদ্রের পানি দিয়ে উদূ করা।

٣٨٦/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ هُوَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

১/৩৮৬। হিশাম বিন আম্মার মালিক বিন আনাস সফওয়ান বিন সুলায়ম সাঈদ বিন সালামাহ মুগীরাহ বিন আবূ বুরদাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা সমুদ্রে যাতায়াত করে থাকি এবং আমাদের সাথে খুব কম পানি থাকে। যদি আমরা তা দিয়ে উদূ করি, তাহলে পিপাসার্ত হবো। আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উদূ করতে পারি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।[৩৮৪]

---

৩৮২. তিরমিযী ৮৮, আহমাদ ৩৭৭৩, ৪২৮৪। দঈফ আবূ দাউদ ১০, মিশকাত ৪৮০। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ যায়দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি অপরিচিত, তার হাদীস বিশুদ্ধ নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীস বিশারদদের নিকট তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার পারিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, তিনি অপরিচিত। আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কে? তা জানা যায় না।

৩৮৩. আবূ দাউদ ৮৪ দঈফ, তিরমিযী ৮৮, মিশকাত ৪৮০ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল।

৩৮৪. তিরমিযী ৬৯, নাসায়ী ৫৯, ৩৩২, ৪৩৫০; আবূ দাউদ ৮৩, আহমাদ ৭১৯২, ৮৫১৮, ৮৬৯৫, ৮৮৫৫; মুওয়াত্তা মালিক ৪৩, দারিমী ৭২৮-২৯। সহীহ আবূ দাউদ ৭১, মিশকাত ৪৭৯, সহীহাহ ৪৮০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٣٨٧/٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ قَالَ كُنْتُ أَصِيدُ وَكَانَتْ لِي قِرْبَةٌ أَجْعَلُ فِيهَا مَاءً وَإِنِّي تَوَضَّأْتُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

২/৩৮৭। «সাহল বিন আবূ সাহল» ইয়াহইয়া বিন বুকায়র» লায়স বিন সা'দ» জা'ফার বিন রাবীআহ» বাকর বিন সাওয়াদাহ» মুসলিম বিন মাখশী (মাকবূল)» ইবনুল ফিরাসী (রাঃ)» তিনি বলেন, আমি শিকারে যেতাম এবং আমার একটি পানির মশক ছিল, তাতে (পানের) পানি নিতাম এবং সমুদ্রের পানি দ্বারা উদূ করতাম। আমি বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বলেন, তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।[৩৮৫]

٣٨٨/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

٣٨٨/٣ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهَسْتَجَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৩/৩৮৮। «মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া» আহমাদ বিন হাম্বাল» আবূল কাসিম বিন আবূ যিনাদ» ইসহাক বিন হাযিম» উবায়দুল্লাহ বিন মিকসাম» জাবির (রাঃ)» নাবী (সাঃ)-কে সমুদ্রের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণীও হালাল।

৩/৩৮৮ (১)। «আবুল হাসান বিন সালামাহ» আলী ইবনুল হাসান আল-হাসতাজানী» আহমাদ বিন হাম্বল» আবুল কাসিম বিন আবূ যিনাদ» ইসহাক বিন হাযিম» উবায়দুল্লাহ বিন মিকসাম» জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)»[৩৮৬]

٣٩/١. بَاب الرَّجُلِ يَسْتَعِينُ عَلَى وُضُوئِهِ فَيَصُبُّ عَلَيْهِ

১/৩৯. অধ্যায় : উদূ করতে অপরের সাহায্য গ্রহণ এবং তার পানি ঢেলে দেয়া।

٣٨٩/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ «خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا».

১/৩৮৯। «হিশাম বিন আম্মার» ঈসা বিন য়ূনুস» আ'মাশ» মুসলিম বিন সুবায়হ» মাসরূক» মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ)» তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) তাঁর কোন প্রয়োজনে (পায়খানায়) বের হয়ে গেলেন। তিনি ফিরে এলে আমি পানির পাত্রসহ তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে পানি ঢেলে দিতে

---

৩৮৫. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী।

৩৮৬. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

লাগলাম। তিনি তাঁর দু' বাহু ধৌত করলেন, তারপর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। তিনি তাঁর বাহুদ্বয় ধৌত করতে চাইলে তাঁর জুব্বার হাত দুটো সংকীর্ণ হওয়াতে তাঁর দু' হাত জুব্বার নিম্নভাগ দিয়ে বের করলেন এবং তা ধুলেন, অতঃপর তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মাসহ করলেন, তারপর আমাদের সাথে স্বলাত আদায় করলেন।[৩৮৭]

٣٩٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمِيضَأَةٍ فَقَالَ «اسْكُبِي فَسَكَبْتُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا».

২/৩৯০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, হায়সাম বিন জামীল, শারীক, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল, আর-রুবায়' বিনতু মুআব্বিয (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য উদূর পানি নিয়ে এলাম। তিনি বলেন, পানি ঢালতে থাকো। আমি পানি ঢাললাম। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও দু' হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। তিনি পুনরায় পানি নিয়ে তা দিয়ে তাঁর মাথা সম্মুখ ও পেছনভাগসহ মাসহ করলেন এবং তাঁর উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন।[৩৮৮]

٣٩١/٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ أَبِي حُذَيْفَةَ الْأَزْدِيُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ «صَبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ فِي الْوُضُوءِ».

৩/৩৯১। বিশর বিন আদাম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে), যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্নাওরীর হাদীসে ভুল করেছেন), ওয়ালীদ বিন উকবাহ (মাজহুল বা অপরিচিত), হুযাইফাহ বিন আবূ হুযাইফাহ আল-আযদী (মাকবূল), সফ্ওয়ান বিন আস্সাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সফরে ও বাড়িতে থাকাকালে আমি তাঁর উদূর পানি ঢেলে দিয়েছি।[৩৮৯]

٣٩٢/٤ - حَدَّثَنَا كُرْدُوسُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ رَوْحٍ حَدَّثَنَا أَبِي رَوْحُ بْنُ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أُمِّ عَيَّاشٍ وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ «كُنْتُ أُوَضِّئُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ».

৪/৩৯২। কুরদুস বিন আবূ আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিতী, আবদুল কারীম বিন রাওহ (দঈফ বা দুর্বল), আমার পিতা রাওহ বিন আম্বাসাহ বিন সাঈদ বিন আবূ আয়্যাশ উস্মান বিন আফফানের মাওলা' (মাজহুল বা অপরিচিত), তার পিতা আম্বাসাহ বিন সাঈদ (মাজহুল বা অপরিচিত), তার দাদী

---

৩৮৭. বুখারী ১৮২, ২০৩, ৩৬৩, ৫৭৯৮; মুসলিম ২৭৪/১-৩, তিরমিযী ৯৭, ৯৮, ১০০; নাসায়ী ৭৯, ৮২, ১২৩-২৫; আবূ দাঊদ ১৪৯-৫১, আহমাদ ১৭৬৬৮, ১৭৬৭৫, ১৭৬৭৯, ১৭৬৯২, ১৭৭০৫, ১৭৭১০, ১৭৭২৫, ১৭৭২৮, ১৭৭৪১, ১৭৭৫৫, ১৭৭৬০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৭৩, দারিমী ৭১৭, ইবনু মাজাহ ৫৪৫। ইরওয়া' ৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩৮৮. তিরমিযী ৩৩, ৩৪; আবূ দাঊদ ১২৬, ১২৯, ১৩১; আহমাদ ২৬৪৭৫, ইবনু মাজাহ ৪১৮, ৪৩৮, ৪৪০, ৪৪১। স্বহীহ আবূ দাঊদ ১১৭-১২২। তাহকীক আলবানী ঃ مَاءً جَدِيدً কথাটি ছাড়া হাসান।

৩৮৯. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. বিশর বিন আদাম সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ২. যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্মান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ৩. ওয়ালীদ বিন উকবাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কন্যা রুকাইয়াহ (রাঃ)-এর দাসী উম্মু আইয়্যাশ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে উদূ করাতাম। আমি দাঁড়িয়ে পানি ঢালতাম (এবং তিনি বসে উদূ করতেন)।[৩৯০]

١/٤٠. بَاب فِي الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ مِنْ مَنَامِهِ هَلْ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

১/৪০. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে তার হাত না ধুয়ে তা পানির পাত্রে প্রবেশ করাবে না।

٣٩٣/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ».

১/৩৯৩। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলতেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ রাতের ঘুম থেকে জেগে তার হাত দু' অথবা তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত যেন পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়। কেননা তোমাদের কেউ জানে না যে, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে।[৩৯১]

٣٩٤/٢ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا».

২/৩৯৪। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবনু লাহীআহ ও জাবির বিন ইসমাঈল (মাকবূল) উকাইল ইবনু শিহাব সালিম তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ তার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তার হাত ধোয়ার পূর্বে যেন পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়।[৩৯২]

٣/ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا».

---

৩৯০. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুল কারীম বিন রাওহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেন ও হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি অপরিচিত, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম দরাকুতনী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ২. রাওহ বিন আম্বাসাহ বিন সাঈদ বিন আবূ আয়্যাশ সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি অপরিচিত। ৩. আম্বাসাহ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিতি সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

৩৯১. বুখারী ১৬২, মুসলিম ২৭৮/১-২, তিরমিযী ২৪, নাসায়ী ১, ১৬১, ৪৪১; আবূ দাউদ ১০৩, ১০৫; আহমাদ ৭২৪০, ৭৩৯০, ৭৪৬৫, ৭৫৪৬, ৭৬১৭, ৭৭৫৬, ২৭৩৯৯, ৮৩৮০, ৮৭৪১, ৮৮৯৪, ৮৯৮৫, ৯৫৫৯, ৯৬৭১, ৯৭৪১, ১০১১৯, ১০২১১; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৪, দারিমী ৭৬৬। ইরওয়া' ১৬৪, সহীহ্ আবূ দাউদ ৯২, ৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩৯২. সহীহ আবূ দাউদ ৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩/৩৯৫। ❮ইসমাঈল বিন তাওবাহ❯❮যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ আল-বাক্কায়ী❯❮আবদুল মালিক বিন আবূ সুলায়মান❯❮আবূ যুবায়র❯❮জাবির (রাঃ)❯ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ ঘুম থেকে উঠে উদূ করার ইচ্ছা করলে সে যেন তার হাত ধোয়ার আগে তা তার উদূর পানিতে প্রবেশ না করায়। কেননা সে জানে না যে, তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে এবং সে তার হাত কিসের উপর রেখেছিল।[৩৯৩]

٣٩٦/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ قَالَ «دَعَا عَلِيٌّ بِمَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ».

৪/৩৯৬। ❮আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ❯❮আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ❯❮আবূ ইসহাক❯❮আল-হারিস (বিন আবদুল্লাহ) শা'বী তাকে মিথ্যুক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন❯থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রাঃ)❯ পানি নিয়ে ডাকলেন। তিনি তার দু' হাত পাত্রে ঢুকানোর পূর্বেই ধুয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছি।[৩৯৪]

٤١/١. بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ

১/৪১. অধ্যায় : উদূ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা।

٣٩٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ».

১/৩৯৭। ❮আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা'❯❮যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্রাওরীর হাদীসে ভূল করেছেন)❯ ❮মুহম্মাদ ইবনুল বাশ্‌শার❯❮আবূ আমির আল-আকাদী❯ ❮আহমাদ বিন মানী'❯❮আবূ আহমাদ আয-যুবায়রী❯❮কাস্রীর বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন)❯❮রুবাইহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ (মাকবূল)❯❮তার পিতা (আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ❯❮তার দাদা (আবূ সাঈদ খুদরী) (রাঃ)❯ থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উদূর সময় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করেনি তার উদূ হয়নি।[৩৯৫]

٣٩٨/٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو ثِفَالٍ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ تَذْكُرُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ».

---

৩৯৩ স্বহীহ আবূ দাউদ ৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا মুসলিমে এ শব্দগুলো নেই। "সে তার হাত কিসের উপর রেখেছিল" এ অতিরিক্ত অংশ মুনকার বাকী স্বহীহ।

৩৯৪. স্বহীহ আবূ দাউদ ৯৪-৯৭, ১০১, ১০৬, ১০৯, ১১১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আল-হারিস সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন স্রিকাহ বললেও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৩৯৫. দারিমী ৬৯১। ইরওয়া' ৮১, মিশকাত ৪০৪, স্বহীহ আবূ দাউদ ৯০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ৩. ওয়ালীদ বিন উকবাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত।

২/৩৯৮। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল ইয়াযীদ বিন হারূন ইয়াযীদ বিন ইয়াদ (মালিক ও অন্যান্য মুহাদ্দীসগণ তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আবূ সিফাল (মাকবূল) রবাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ সুফইয়ান (মাকবূল) তার দাদী (আসমা') বিনতু সাঈদ বিন যায়দ তিনি তার পিতা সাঈদ বিন যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যার উদূ হয়নি তার স্বলাত হয়নি এবং যে ব্যক্তি উদূর সময় 'বিসমিল্লাহ' বলেনি তার উদূ হয়নি।[৩৯৬]

٣٩٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ».

৩/৩৯৯। আবূ কুরায়ব ও আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম বিন আবূ ফুদাইক মুহাম্মাদ বিন মূসা বিন আবূ আবদুল্লাহ ইয়াকূব বিন সালামাহ আল-লায়সী (মাজহুল বা অপরিচিত) তার পিতা (সালামাহ আল-লায়সী)-লাইয়েনুল হাদীস আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যার উদূ হয়নি তার স্বলাত হয়নি এবং যে ব্যক্তি উদূর সময় 'বিসমিল্লাহ' বলেনি তার উদূ হয়নি।[৩৯৭]

٤٠٠/٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ».

٤٠٠/٤ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَرْحُومٍ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৪/৪০০। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম বিন আবূ ফুদাইক আবদুল মুহায়মিন ইবনু আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আব্বাস বিন সাহল) তার দাদা সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, যার উদূ হয়নি তার স্বলাত হয়নি এবং যে ব্যক্তি উদূর সময় বিসমিল্লাহ বলেনি তার উদূ হয়নি।

৪/৪০০ (১)। আবুল হাসান বিন সালামাহ আবূ হাতিম 'ঈসা ('উবায়স) বিন মারহূম আল-আত্তার আবদুল মুহায়মিন ইবনু আব্বাস (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আব্বাস বিন সাহল) দাদা সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী (রাঃ)

যে ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ পড়েনি তার স্বলাত এবং যে ব্যক্তি আনসারদের ভালোবাসে না তার স্বলাত হয় না।[৩৯৮]

---

৩৯৬. তিরমিযী ২৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ বিন ইয়াদ সম্পর্কে মালিক বিন আনাস ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক দুর্বল। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-মিসরী বলেন, আমার ধারণা তিনি হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার।

৩৯৭. আবূ দাউদ ১০১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াকূব বিন সালামাহ আল-লায়সী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৯৮. দঈফাহ ২১৬৬, ৪৮০৬। তাহকীক আলবানী ঃ দ্বিতীয় শর্তে মুনকার। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল মুহায়মি সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনুল বুরাকী তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

١/٤٢. بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ

১/৪২. অধ্যায় : ডান থেকে উদূ আরম্ভ করা।

٤٠١/١ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ح و حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي الطُّهُورِ إِذَا تَطَهَّرَ وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ».

১/৪০১। হান্নাদ ইবনুস সারিয়্যী আবূল আহওয়াস আশআস বিন আবূ শা'সা' তার পিতা (আবূ শা'সা') মাসরূক আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) সুফয়ান বিন ওয়াকী' উমার বিন উবায়দ তনাফিসী আশআস বিন আবূ শা'সা' তার পিতা (আবূ শা'সা') মাসরূক আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদূ করাকালে ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পছন্দ করতেন। একইভাবে তিনি মাথার চুল আঁচড়ানো ও জুতা পরিধানও ডান থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।[৩৯৯]

٤٠٢/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ».

٤٠٢/٢ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ صَالِحٍ وَابْنُ نُفَيْلٍ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

২/৪০২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ জা'ফার আন-নুফায়লী যুহায়র বিন মুআবিয়াহ আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা উদূ করার সময় তোমাদের ডান থেকে শুরু করবে।

২/৪০২ (১)। আবুল হাসান বিন সালামাহ আবূ হাতিম ইয়াহইয়া বিন সালিহ ও বিন নুফায়ল যুহায়র আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)[৪০০]

١/٤٣. بَاب الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

১/৪৩. অধ্যায় : এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা।

٤٠٣/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ».

---

৩৯৯. বুখারী ১৬৮, ৪২৬, ৫৩৮০, ৫৮৫৪, ৫৯২৬; মুসলিম ২৬৮/১-৩, নাসায়ী ১১২, ৪২১, ৫২৪০; আবূ দাউদ ৪১৪০, আহমাদ ২৪১০৬, ২৪৪৬৯, ২৪৬২০, ২৪৭৯৩, ২৪৮৪৫, ২৫০১৮, ২৫১৩৬, ২৫২৩৫, ২৫৭৫১। ইরওয়া' ৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী সুফয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে অনেক সমালোচনা রয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন।

৪০০. আবূ দাউদ ৪১৪১, আহমাদ ৮৪৩৮। মিশকাত ৪০১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১/৪০৩। আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ ও আবূ বাক্‌র ইবনুল খাল্লাদ আল-বাহিলী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ যায়দ বিন আসলাম আতা' বিন ইয়াসার ইবনু আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করতেন ও নাক পরিষ্কার করতেন।[৪০১]

٤٠٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ».

২/৪০৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শারীক খালিদ বিন আলকামাহ আবদু খায়র আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) উদূ করলেন এবং এক আঁজলা পানি দিয়ে তিনবার কুলি করেন ও তিনবার নাক পরিষ্কার করেন।[৪০২]

٤٠٥/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَنَا وَضُوءًا فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ «فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ».

৩/৪০৫। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূল হুসায়ন আল-উক্‌লী খালিদ বিন আবদুল্লাহ আমর বিন ইয়াহইয়া তার পিতা (ইয়াহইয়া বিন উমারাহ) আবদুল্লাহ্ বিন ইয়াযীদ আল-আনসারী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিকট এসে উদূর পানি চান। আমি পানি নিয়ে তাঁর নিকট এলাম। তিনি এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করলেন এবং নাক পরিষ্কার করলেন।[৪০৩]

٤٤/١. بَاب الْمُبَالَغَةِ فِي الِاسْتِنْشَاقِ وَالِاسْتِنْثَارِ

১/৪৪. অধ্যায় : নাকের ভিতর পানি পৌছানো এবং নাক উত্তমরূপে পরিষ্কার করা

٤٠٦/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ».

১/৪০৬। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ মানসূর হিলাল বিন ইয়াসাফ সালামাহ বিন কায়স (রাঃ) আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস মানসূর হিলাল বিন ইয়াসাফ সালামাহ বিন কায়স (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেন ঃ তুমি যখন উদূ করবে তখন নাক ভালোভাবে পরিষ্কার করবে। আর যখন তুমি ইসতিনজা' করবে, তখন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করবে।[৪০৪]

---

৪০১. বুখারী ১৪০, নাসায়ী ১০১-২, আবূ দাউদ ১৩৭, আহমাদ ২৪১২, দারিমী ৬৯৭। সহীহ আবূ দাউদ ১২৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪০২. নাসায়ী ৯১-৯৫। সহীহ আবূ দাউদ ১০০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪০৩. বুখারী ১৫৮, ১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ১৯৯; মুসলিম ২৩৫-৩৬, তিরমিযী ২৮, ৩২, ৩৫; নাসায়ী ৯৭, ৯৮; আবূ দাউদ ১১৮, ১২০; আহমাদ ১৫৯৯৬, ১৬০০৩, ১৬০১৭, ১৬০২৪, ১৬০৩৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩২, দারিমী ৬৯৪, ৭০৯; ইবনু মাজাহ ৪৩৪। মিশকাত ১১২, সহীহ আবূ দাউদ ১১০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪০৪. তিরমিযী ২৭, আহমাদ ১৮৩৩৮, ১৮৫০৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٤٠٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ «أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

২/৪০৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম তায়িফী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) ইসমাঈল বিন কাস্বীর আসিম বিন লাকীত বিন স্বরাহ্ তার পিত (লাকীত বিন স্বরাহ) তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে উদূ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তুমি পরিপূর্ণরূপে উদূ করো এবং নাকের ভেতর উত্তমরূপে পানি পৌঁছাও। কিন্তু তুমি সায়িম হলে তা করবে না।[৪০৫]

٤٠٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا».

৩/৪০৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ ইসহাক বিন সুলায়মান (মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান ইবনুল মুগীরাহ ইবনুল হারিস্ব) ইবনু আবূ যি'ব কারিয বিন শায়বাহ্ আবূ গাতফান আল-মুররী ইবনু আব্বাস আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ইবনু আবূ যি'ব কারিয বিন শায়বাহ্ আবূ গাতফান আল-মুররী ইবনু আব্বাস তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমরা দুই বা তিনবার পানি দিয়ে উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করো।[৪০৬]

٤٠٩/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».

৪/৪০৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্ যায়দ ইবনুল হুবাব ও দাঊদ বিন আবদুল্লাহ্ মালিক বিন আনাস ইবনু শিহাব আবূ ইদরীস আল-খাওলানী আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি উদূ করে, সে যেন উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করে এবং যে ব্যক্তি শৌচ করে, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে।[৪০৭]

٤٥/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

১/৪৫. অধ্যায় : একবার করে উদূর অঙ্গসমূহ ধৌত করা।

---

৪০৫. তিরমিযী ৩৭, ৭৮৮; নাসায়ী ৮৭, ১১৪; আবূ দাঊদ ১৪২, ২৩৬৬; আহমাদ ১৫৯৪৫, ১৫৯৪৬; দারিমী ৭০৫। স্বহীহ আবূ দাঊদ ১৩০, মিশকাত ৪১৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪০৬. আবূ দাঊদ ১৪১। স্বহীহ আবূ দাঊদ ১২৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪০৭. বুখারী ১৬১-৬২, মুসলিম ২৩৭/১-৩, নাসায়ী ৮৬, ৮৮; আবূ দাঊদ ৩৫, ১৪০; আহমাদ ৭১৮০, ৭৪০৩, ৭৬৭৩, ৭৬৮৮, ৮০১৬, ২৭৩৮২, ৮৩৯৯, ৮৪৬২, ৮৫০৮, ৮৬২১, ৮৭৯৬, ৮৯৫৭, ৯৬৫৩, ২৭২৮২; মুওয়াত্তা মালিক ৩৩, ৩৪; দারিমী ৬৬২, ৭০৩। সহীদ আবূ দাঊদ ১২৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٤١٠/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ قُلْتُ لَهُ حُدِّثْتَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ نَعَمْ».

১/৪১০। ০(আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ)(শারীক বিন আবদুল্লাহ আন-নাখঈ)(সাবিত বিন আবূ সাফিয়্যাহ আস-সুমালী (দঈফ বা দুর্বল ও রাফিযী))(বলেন, আমি আবূ জা'ফার)......... .... (কে জিজ্ঞেস করে বললাম, আমার নিকট জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ)০ থেকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, নাবী (সাঃ) একবার করে উদূর অঙ্গ ধৌত করতেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি বললাম, তিনি কি দু'বার অথবা তিনবার করে উদূ অঙ্গ ধৌত করেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।[৪০৮]

٤١١/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ غُرْفَةً غُرْفَةً».

২/৪১১। ০(আবূ বাক্র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী)(ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কত্তান)(সুফইয়ান)(যায়দ বিন আসলাম)(আতা' বিন ইয়াসার)(ইবনু আব্বাস (রাঃ)০ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এক এক আঁজলা পানি দিয়ে উদূর এক একটি অঙ্গ ধৌত করতে দেখেছি।[৪০৯]

٤١٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ أَنْبَأَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً».

৩/৪১২। ০(আবূ কুরায়ব)(রিশিদীন বিন সা'দ)(দহহাক বিন শুরাহবীল)(যায়দ বিন আসলাম)(তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার))(উমার (রাঃ)০ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাবূক অভিযানকালে উদূর প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধৌত করতে দেখেছি।[৪১০]

٤٦/١. بَاب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

১/৪৬. অধ্যায় : উদূর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা।

٤١٣/١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ «رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَتَوَضَّآنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَيَقُولَانِ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/৪১৩। ০(মুহাম্মাদ বিন খালিদ আদ-দিমাশকী)(ওয়ালীদ বিন মুসলিম দিমাশকী)(ইবনু সাওবান)(আবদাহ বিন আবূ লুবাবাহ)(শাকীক বিন সালামাহ)(বলেন, আমি উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ)০-কে

৪০৮. তিরমিযী ৪৫। মিশকাত ৪২২ দঈফ, সহীহাহ ৫/২১২২ সহীহ, মিশকাত ৪২২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী সাবিত বিন আবূ সাফিয়্যাহ আস-সুমালী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন।

৪০৯. বুখারী ১৪০, ১৫৭; তিরমিযী ৪২, নাসায়ী ৮০, ১০১-২; আবূ দাউদ ১৩৭-৩৮, আহমাদ ২৪১২, দারিমী ৬৯৬-৯৭। সহীহ আবূ দাউদ ১২৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪১০. আহমাদ ১৫০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

তিনবার করে উদূর অঙ্গসমূহ ধৌত করতে দেখেছি এবং তারা দু'জন বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উদূ এরূপই ছিল।[৪১১]

٤١٤/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ «تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ».

২/৪১৪। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম দীমাশকী, ওয়ালীদ বিন মুসলিম, আওযাঈ, মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ বিন হানতাব, ইবনু উমার (রাঃ) তিনি তিনবার করে উদূর অংঙ্গসমূহ ধৌত করেন এবং বলেন যে, এটি নাবী (ﷺ)-এর উদূ।[৪১২]

٤١٥/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا».

৩/৪১৫। আবূ কুরায়ব, খালিদ বিন হায়্যান, সালিম আবূল মুহাজির, মায়মূন বিন মিহরান, আয়িশাহ ও আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) উদূর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করতেন।[৪১৩]

٤١٦/٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً».

৪/৪১৬। সুফয়ান বিন ওয়াকী', ঈসা বিন য়ূনুস, ফায়িদ বিন আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে উদূর অঙ্গসমূহ তিন তিনবার করে ধৌত করতে দেখেছি এবং তিনি তাঁর মাথা একবার মাসহ করেন।[৪১৪]

٤١٧/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا».

৫/৪১৭। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ, সুফইয়ান, লায়স, শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল ও ইরসাল করেন), আবূ মালিক আল-আশআরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) উদূর অঙ্গগুলো তিন তিনবার করে ধৌত করতেন।[৪১৫]

٤١٨/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا».

---

৪১১. তিরমিযী ৪৪, আবূ দাউদ ১১১। ইরওয়া' ৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪১২. নাসায়ী ৮১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪১৩. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪১৪. সহীহ আবূ দাউদ ১০০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. সুফয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে অনেক সমালোচনা রয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ২. ফায়িদ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। বরং তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমামা বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্রে মিথ্যা রয়েছে। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৪১৫. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬/৪১৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল রুবায়' বিনতু মুআব্বায বিন আফরা' রসূলুল্লাহ তিন তিনবার করে উদূর অঙ্গগুলো ধৌত করতেন।[৪১৬]

٤٧/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا

১/৪৭. অধ্যায় : উদূর অঙ্গসমূহ একবার দু'বার বা তিনবার করে ধৌত করা।

٤١٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَقَالَ هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً إِلَّا بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ فَقَالَ هَذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنْ الْوُضُوءِ وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ وَهُوَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

১/৪১৯। আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী মারহূম বিন আবদুল আযীয আল-আত্তার আবদুর রহীম বিন যায়দ আল-আম্মী (মাতরূক বা প্রত্যাখনযোগ্য) তার পিতা যায়দ আল-আম্মী (দঈফ বা দুর্বল) মুআবিয়াহ বিন কুররাহ ইবনু উমার তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ একবার করে উদূর অঙ্গগুলো ধৌত করার পর বলেন, এটা হলো সেই উদূ, যা ছাড়া আল্লাহ কারো সলাত কবূল করেন না। অতঃপর তিনি দু'বার করে উদূর অঙ্গগুলো ধৌত করেন এবং বলেন, এই উদূই যথেষ্ট। অতঃপর তিনি তিনবার করে উদূর অঙ্গগুলো ধৌত করেন এবং বলেন, এটা হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ উদূ। এটা আমার উদূ এবং আল্লাহ্‌র অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম -এর উদূ। যে ব্যক্তি এভাবে উদূ করলো এবং উদূর শেষে বললো ঃ (কালিমা শাহাদাত) "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর (প্রেরিত) বান্দা ও রসূল," তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে এবং সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৪১৭]

٤٢٠/٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ «هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ أَوْ قَالَ وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللهُ كِفْلَيْنِ مِنْ الْأَجْرِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي».

---

৪১৬. তিরমিযী ৩৩, ৩৪; আবূ দাঊদ ১২৬, ১২৯, ১৩১; আহমাদ ২৬৪৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৯০, ৪৩৮, ৪৪০, ৪৪১। সহীহ আবূ দাঊদ ১১৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

৪১৭. দঈফাহ ৪৭৩৫, ইরওয়া' ৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ অত্যন্ত দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহীম বিন যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি জঘন্যতম মিথ্যাবাদী। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তাকে সকল হাদীস বিশারদগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতীম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস প্রত্যখান করা হয়েছে, এমনকি তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। ২. যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী সালিহ বললেও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা হলেও তিনি দুর্বল।

২/৪২০। জা'ফার বিন মুসাফির (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ইসমাঈল বিন কা'নাব আবূ বিশর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল্লাহ বিন আরাদাহ আশ-শায়বানী (দঈফ বা দুর্বল) যায়দ বিন হাওয়ারী (দঈফ বা দুর্বল) মুআবিয়াহ বিন কুররাহ উবায়দ বিন উমায়র উবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পানি নিয়ে ডাকলেন এবং উদূর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করলেন, অতঃপর বলেন, এটা হচ্ছে উদূর আবশ্যকীয় রূপ অথবা তিনি বলেন,এটা হলো সেই ব্যক্তির উদূ যে উদূ করেনি এবং যা ব্যতীত আল্লাহ তার স্বলাত কবূল করেন না। অতঃপর তিনি উদূর অঙ্গগুলো দু'বার করে ধৌত করে বলেন, এটা এমন উদূ, যে ব্যক্তি এভাবে উদূ করবে, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। অতঃপর তিনি উদূর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেন, এটা হলো আমার উদূ এবং আমার পূর্ববর্তী নাবী-রসূলগণের উদূ।[৪১৮]

١/٤٨. بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَصْدِ فِي الْوُضُوءِ وَكَرَاهَةِ التَّعَدِّي فِيهِ

১/৪৮. অধ্যায় : সঠিকভাবে উদূ করা এবং তাতে সীমাতিরিক্ত কিছু করা মাকরূহ।

١/٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ».

১/৪২১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ দাউদ খারিজাহ বিন মুস্ব্আব (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) য়ূনুস বিন উবায়দ হাসান উতাই বিন দমরাহ আস-সা'দী উবাই বিন কা'ব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় উদূর জন্য 'ওয়ালাহান' নামের একটি শয়তান আছে। অতএব তোমরা পানি প্রসূত সন্দেহ থেকে দূরে থাকো।[৪১৯]

٢/٤٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ «هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ».

২/৪২২। আলী বিন মুহাম্মাদ আমার খালু ইয়া'লা সুফইয়ান মূসা বিন আবূ আয়িশাহ আম্‌র বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) তার দাদার (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল

---

৪১৮. দঈফাহ, ইরওয়া' ৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন আরাদাহ আশ-শায়বানী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু আদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ ও তার হাদীস্রের অনুসরণ করা ঠিক নয়। আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন।

৪১৯. তিরমিযী ৫৭। জামি সগীর ১৯৭০ দঈফ জিদ্দান, স্বহীহা ৫/২১২২ স্বহীহ, মিশকাত ৪১৯। তাহকীক আলবানী ঃ অত্যন্ত দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী খারিজাহ বিন মুস্ব্আব সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলেন না। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি গিয়াস থেকে হাদীস্র তাদলীস করেছেন এবং অন্যদের থেকে দুর্বলভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল।

আম্র তিনি বলেন, এক বেদুঈন নাবী -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে উদূ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাকে তিনবার করে 'উদূর অঙ্গগুলো ধৌত করে দেখান, তারপর বলেন, এই হলো উদূ। যে ব্যক্তি এর চাইতে বেশি করলো সে অবশ্যই মন্দ কাজ করলো অথবা সীমালঙ্ঘন করলো অথবা যুল্ম করলো।[৪২০]

٤٢٣/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ كُرَيْبًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ «فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنَّةٍ وُضُوءًا يُقَلِّلُهُ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ».

৩/৪২৩। আবূ ইসহাক আশ-শাফিঈ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস সুফইয়ান আমর কুরায়ব ইবনু আব্বাস বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনাহ -এর ঘরে রাত কাটালাম। নাবী (ঘুম থেকে উঠে) দাঁড়ান এবং মশক থেকে অল্প অল্প পানি নিয়ে উদূ করেন। তখন আমিও উঠলাম এবং তিনি যেরূপ করলেন আমিও তদ্রূপ করলাম।[৪২১]

٤٢٤/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ «لَا تُسْرِفْ لَا تُسْرِفْ».

৪/৪২৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বাক্বীয়্যাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল (তাকে মিথ্যুক বলা হয়েছে) তার পিতা (ফাদল বিন আতিয়্যাহ) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) সালিম ইবনু উমার তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ এক ব্যক্তিকে উদূ করতে দেখে বলেন, অপচয় করো না, অপচয় করো না।[৪২২]

٤٢٥/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ «مَا هَذَا السَّرَفُ فَقَالَ أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ».

৫/৪২৫। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া কুতাইবাহ ইবনু লাহীআহ হুইয়ায় বিন আবদুল্লাহ আল-মুআফিরী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ আবদুর রহমান আল-হুবলী আবদুল্লাহ্ বিন আম্র রসূলুল্লাহ সা'দ -কে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি উদূ

---

৪২০. আবূ দাউদ ১৩৫, আহমাদ ৬৬৪৬। মিশকাত ৪১৯, সহীহ আবূ দাউদ ১২৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

৪২১. বুখারী ১৩৮, মুসলিম ৭৬৩। ইরওয়া' ৩০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪২২. দঈফাহ ৪৭৮২। তাহকীক আলবানী ঃ মওযূ'। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমমা নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ২. মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস মিথ্যুকদের হাদীসের মতই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক কখনো সিকাহ হতে পারে না। আলী ইবনু মাদীনী বলেন, তার থেকে আশ্চর্য আশ্চর্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও তিনি মিথ্যুক। সালিহ জাযারাহ বলেন, তিনি হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুকারী তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন অর্থৎ কিছু বলেন নি।

করছিলেন। তিনি বলেন, এই অপচয় কেন? সা'দ (রাঃ) বলেন, উদূতেও কি অপচয় আছে? তিনি বলেন, হাঁ যদিও তুমি প্রবহমান নদীতে থাকো।[৪২৩]

٤٩/١. بَاب مَا جَاءَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

১/৪৯. অধ্যায় : পূর্ণাঙ্গভাবে উদূ করা।

٤٢٦/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَالِمٍ أَبُو جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ».

১/৪২৬। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ মূসা বিন সালিম আবূ জাহ্দাম **আবদুল্লাহ বিন** উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের পূর্ণাঙ্গরূপে উদূ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪২৪]

٤٢٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ».

২/৪২৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র যুহায়র বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের পথ দেখাবো না যার দ্বারা আল্লাহ তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দিবেন এবং পুণ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিবেন? তারা বলেন, হাঁ, হে আল্লাহ্র রসূল! তিনি বলেন, কষ্টের সময় পূর্ণাঙ্গভাবে উদূ করা, মাসজিদের দিকে ঘন ঘন যাতায়াত করা এবং এক ওয়াক্তের সলাত আদায়ের পর পরবর্তী ওয়াক্তের সলাতের জন্য অপেক্ষারত থাকা।[৪২৫]

٤٢٨/٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «كَفَّارَاتُ الْخَطَايَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ».

৩/৪২৮। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) সুফইয়ান বিন হামযাহ কাসীর বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল

৪২৩. আহমাদ ৭০২৫। ইরওয়া ১৪০ দঈফ, মিশকাত ৪২৭ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পার হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার পুরাতন হাদীসগুলো সহীহ। ২. হুইয়ায় বিন আবদুল্লাহ আল-মুআফিরী সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নান। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি একাধিক হাদীস মুনকারভাবে বর্ণনা করেছেন।

৪২৪. নাসায়ী ১৪১। সহীহ আবূ দাউদ ৭৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪২৫. আহমাদ ১০৬১১। সহীহ তারগীব ১৮৮, ৩০৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

করেন)ওয়ালীদ বিন রাবাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, কষ্টের সময় পূর্ণাঙ্গভাবে উদূ করা, মাসজিদে যাতায়াত করা এবং এক ওয়াক্তের সলাত আদায়ের পর পরবর্তী ওয়াক্তের সলাতের জন্য অপেক্ষারত থাকা (এই তিনটি কাজ) গুনাহসমূহের কাফফারাস্বরূপ।[৪২৬]

١/٥٠. بَاب مَا جَاءَ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

১/৫০. অধ্যায় : দাড়ি খিলাল করা।

١/٤٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ».

১/৪২৯। মুহাম্মাদ বিন আবূ উমার আল-আদানী সুফইয়ান আবদুল কারীম আবূ উমায়্যাহ (দঈফ বা দুর্বল) হাস্সান বিন বিলাল আম্মার বিন ইয়াসার ইবনু আবূ উমার সুফইয়ান সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ হাসসান বিন বিলাল আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি।[৪২৭]

٢/٤٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ الْقَزْوِينِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ».

২/৪৩০। মুহাম্মাদ বিন আবূ খালিদ আল-কাযবীনী (মাকবূল) আবদুর রায্যাক ইসরায়ীল আমির বিন শাকীক আল-আসদী আবূ ওয়ায়িল উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) উদূ করলেন এবং তাঁর দাড়ি খিলাল করলেন।[৪২৮]

٣/٤٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو النَّضْرِ صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ».

৩/৪৩১। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন হাফস্ বিন হিশাম বিন যায়দ বিন আনাস বিন মালিক ইয়াহইয়া বিন কাসীর আবূ নাদর (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াযীদ আর-রকাশী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন উদূ করতেন, তখন তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন এবং তাঁর আঙ্গুলের ফাঁকসমূহও দু'বার খিলাল করতেন।[৪২৯]

---

৪২৬. মুসলিম ২৫১, তিরমিযী ৫১, নাসায়ী ১৪৩, আহমাদ ৭১৬৮, ৭৬৭২, ৭৯৩৫, ৭৯৬১, ৭৩৬১; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৮৬। সহীহ তারগীব ১৮৭, ৩০৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪২৭. তিরমিযী ২৯। রওয ৪৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্তহাদীসের রাবী আবদুল কারীম আবূ উমায়্যাহ সম্পর্কে আয়্যূব আস-সাখতিয়ানী বলেন, তিনি সিকাহ নন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসায়ী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৪২৮. তিরমিযী ৩১, দারিমী ৭০৪। সহীহ আবূ দাউদ ৯৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪২৯. আবূ দাউদ ১৪৫। সহীহ ইরওয়া ৯২, সহীহ আবূ দাউদ ১৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ দু'বার শব্দ ছাড়া সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াহইয়া বিন কাসীর আবূ নাদর সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেন না। তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল ও সন্দেহ করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী

٤٣٢/٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا».

৪/৪৩২। হিশাম বিন আম্মার আবদুল হামীদ বিন হাবীব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) আওযাঈ আবদুল ওয়াহিদ বিন কায়স (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন উদূ করতেন, তখন তাঁর কপালের দু'পাশ আস্তে আস্তে মলতেন। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে নিচের দিক থেকে তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন।[৪৩০]

٤٣٣/٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَبِي سَوْرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ».

৫/৪৩৩। ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ আর-রাকীয়্যু মুহাম্মাদ বিন রাবীআহ আল-কিলাবী ওয়াস্বিল বিন সায়িব আর-রাকাশী (দঈফ বা দুর্বল) আবূ সাওরাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবূ আইয়ূব আল-আনস্বারী (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উদূ করার সময় তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি।[৪৩১]

٥١/١. بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ

১/৫১. অধ্যায় : মাথা মাসহ করা।

٤٣٤/١ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ «فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ

বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আস-সাজী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক দুর্বল, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ২. ইয়াযীদ আর-রকাশী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তার থেকে হাদীস্র বর্ণনার চেয়ে রাস্তা কেটে বসে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনিয়। আমর ইবনুল ফাল্লাস বলেন, হাদীস্র বর্ণায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই।

৪৩০. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল হামীদ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল স্বিকাহ বললেও ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন।

৪৩১. জামি সগীর ৪৩৬৩ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ওয়াস্বিল বিন সায়িব আর-রাকাশী সম্পর্কে ইবনু আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী, আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণবনায় দুর্বল। ২. আবূ সাওরাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী ও আস-সাজী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী তাকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল হিসেবে আখ্যয়িত করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি অপরিচিত। হাদীস্রটির শতাধিক শাহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে স্বহীহ বুখারীতে ১৪টি, স্বহীহ মুসলিমে ৬টি, তিরমিযী ১৭টি, আবূ দাউদে ২৭টি ইবনু মাজাহয় ১১টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

Contents

تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ».

১/৪৩৪। ◊(রাবী' বিন সুলায়মান ও হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া)X(মুহাম্মাদ বিন ইদরীস আশ-শাফিঈ)X(মালিক বিন আনাস)X(আমর বিন ইয়াহইয়া)X(তার পিতা ইয়াহইয়া)X(তিনি আবদুল্লাহ্ বিন যায়দ (রাঃ))◊-কে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে উদূ করতেন তা আপনি আমাকে দেখাতে পারেন কি? আবদুল্লাহ বিন যায়দ (রাঃ) বলেন, হাঁ। তিনি উদূর পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তিনি তার হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত দু'বার ধৌত করলেন, অতঃপর তিনবার কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, অতঃপর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন, অতঃপর দু' হাত কনুইসহ দু'বার করে ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি উভয় হাত দিয়ে সামনের দিক থেকে পেছনের দিক পর্যন্ত তার মাথা মাসহ করলেন। তিনি তাঁর মাথার সামনের দিক থেকে শুরু করলেন এবং দু' হাত ঘাড় পর্যন্ত নিলেন, অতঃপর পেছন দিক থেকে দু' হাত যেখান থেকে মাসহ শুরু করেন সেখানে নিয়ে আসেন, অতঃপর তার দু' পা ধৌত করেন।[৪৩২]

٤٣٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً».

২/৪৩৫। ◊(আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ)X(আব্বাদ ইবনুল আওওয়াম)X(হাজ্জাজ)X(আতা')X(উসমান বিন আফ্‌ফান (রাঃ))◊ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উদূ করতে দেখলাম এবং তিনি তাঁর মাথা একবার মাসহ করেন।[৪৩৩]

٤٣٦/٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً».

৩/৪৩৬। ◊(হান্নাদ ইবনুস সারিয়্যী)X(আবূল আহওয়াস)X(আবূ ইসহাক)X(আবূ হায়্যাহ (মাকবূল))X(আলী (রাঃ))◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মাথা একবার মাসহ করেন।[৪৩৪]

٤٣٧/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً».

৪/৪৩৭। ◊(মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস আল-মিসরী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু অপরিচিত))X(ইয়াহইয়া বিন রাশিদ আল-বাসরী (দঈফ বা দুর্বল))X(সালামাহ এর মাওলা ইয়াযীদ)X(সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রাঃ))◊ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উদূ করতে দেখেছি। তিনি তাঁর মাথা একবার মাসহ করেন।[৪৩৫]

---

৪৩২. বুখারী ১৫৮, ১৮৫, ১৮৬, ১৯১, ১৯২, ১৯৭, ১৯৯; মুসলিম ২৩৫-৩৬, তিরমিযী ২৮, ৩২, ৩৫; নাসায়ী ৯৭, ৯৮; আবূ দাউদ ১১৮, ১২০; আহমাদ ১৫৯৯৬, ১৬০০৩, ১৬০১৭, ১৬০২৪, ১৬০৩৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩২, দারিমী ৬৯৪, ৭০৯; ইবনু মাজাহ ৪০৫। সহীহ আবূ দাউদ ১০৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৩৩. আবূ দাউদ ১০৮। সহীহ আবূ দাউদ ৯৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৩৪. নাসায়ী ৯৬, আবূ দাউদ ১১৫। সহীহ আবূ দাউদ ১০৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৩৫. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস আল-মিসরী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি অপরিচিত। ২. ইয়াহইয়া বিন রাশিদ আল-বাসরী ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ

- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ».

৫/৪৩৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল আর-রুবায়' বিনতু মুআব্বিয বিন আফরা' (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) উদূ করেন এবং তিনি তাঁর মাথা দু'বার মাসহ করেন।[৪৩৬]

١/٥٢. بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ

১/৫২. অধ্যায় : উভয় কান মাসহ করা।

١/٤٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا».

১/৪৩৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ইবনু আজলান যায়দ বিন আসলাম আতা' বিন ইয়াসার ইবনু আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর উভয় কান মাসহ করেন। তিনি তাঁর তর্জনীদ্বয় তাঁর দু' কানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করান এবং তাঁর বুড়ো আঙ্গুলদ্বয় দু' কানের বাইরের অংশে রাখেন। এভাবে তিনি দু' কানের ভেতরের ও বাইরের অংশ মাসহ করেন।[৪৩৭]

٢/٤٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَوَضَّأَ فَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا».

২/৪৪০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শারীক আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল আর-রুবায়' (রাঃ) নাবী (সাঃ) উদূ করেন এবং তাঁর উভয় কানের ভেতর ও বাইরের অংশ মাসহ করেন।[৪৩৮]

٣/٤٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ «فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ».

৩/৪৪১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হাসান বিন স্বালিহ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল আর-রুবায়' বিনতু মুআব্বিয বিন আফরা' (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) উদূ করেন এবং তাঁর দু'টি আঙ্গুল তাঁর দু' কানের ছিদ্রপথে প্রবেশ করান।[৪৩৯]

বললেও অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৪৩৬. তিরমিযী ৩৩, ৩৪; আবূ দাউদ ১২৬, ১২৯, ১৩১; আহমাদ ২৬৪৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৯০, ৪১৮, ৪৪০, ৪৪১। সহীহ আবূ দাউদ ১২১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৪৩৭. তিরমিযী ৩৬, নাসায়ী ১০২, আবূ দাউদ ১৩৭। ইরওয়া' ৯০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

৪৩৮. তিরমিযী ৩৩, ৩৪; আবূ দাউদ ১২৬, ১২৯, ১৩১; আহমাদ ২৬৪৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৯০, ৪১৮, ৪৩৮, ৪৪১। আবূ দাউদ ১১৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

٤٤٢/٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا».

৪/৪৪২। হিশাম বিন আম্মার, ওয়ালীদ, হারীয বিন উসমান, আবদুর রহমান বিন মাইসারাহ, মিকদাম বিন মা'দীকারিব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) উদূ করেন, তাঁর মাথা মাসহ করেন এবং দু' কান ভেতর ও বাইরের অংশসহ মাসহ করেন।[৪৪০]

٥٣/١. بَاب الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ

১/৫৩. অধ্যায় : কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত।

٤٤٣/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ».

১/৪৪৩। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ, ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবূ যায়িদাহ, শু'বাহ, হাবীব বিন যায়দ, আব্বাদ বিন তামীম, আবদুল্লাহ বিন যায়দ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত।[৪৪১]

٤٤٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ وَكَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ».

২/৪৪৪। মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন), হাম্মাদ বিন যায়দ, সিনান বিন রাবীআহ, শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল ও ইরসাল করেন), আবূ উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁর মাথা একবার মাসহ করতেন এবং নাক সংলগ্ন চোখের কোটরদ্বয়ও মাসহ করতেন।[৪৪২]

٤٤٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ».

৩/৪৪৫। মুহম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, আমর বিন হুসায়ন (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য), মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন উলাসাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন), আবদুল কারীম আল-

---

৪৩৯. তিরমিযী ৩৩, ৩৪; আবূ দাউদ ১২৬, ১২৯, ১৩১; আহমাদ ২৬৪৭৫, ইবনু মাজাহ ৩৯০, ৪১৮, ৪৩৮, ৪৪০। সহীহ আবূ দাউদ ১২২, মিশকাত ৪১৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৪৪০. আবূ দাউদ ১২১। সহীহ আবূ দাউদ ১১২, ১১৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৪১. ইরওয়া' ৮৪, সহীহাহ ৩৬, সহীহ আবূ দাউদ, ১৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৪২. তিরমিযী ৩৭, আবূ দাউদ ১৩৪। মিশকাত ৪১৬, সহীহ আবূ দাউদ ১২৩, সহীহাহ ৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ চোখের কোটরদ্বয় ব্যতীত সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু মিনদাহ বলেন, তিনি দুর্বল। ২. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান সিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

জাযারী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত।[৪৪৩]

١/٥٤. بَاب تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ

১/৫৪. অধ্যায় : আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।

٤٤٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ».

٤٤٦/١ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا خَازِمُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/৪৪৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসত্বফা আল-হিমসী মুহাম্মাদ বিন হিময়ার ইবনু লাহিআহ ইয়াযীদ বিন আমর আল-মাআফিরী আবূ আবদুর রহমান আল-হুবলী মুসতাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তাঁর হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে তাঁর পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করেন।

[উপরোক্ত হাদীসে মোট ২টি সানাদের ১টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদ টি হলো:]

১/৪৪৬ (১)। আবুল হাসান বিন সালামাহ খাল্লাদ বিন ইয়াহইয়া আল-হুলওয়ানী কুতায়বাহ ইবনু লাহীআহ ইয়াযীদ বিন আমর আল-মাআফিরী আবূ আবদুর রহমান আল-হুবলী মুসতাওরিদ বিন শাদ্দাদ (রাঃ)[৪৪৪]

٤٤٧/٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَاجْعَلْ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ».

২/৪৪৭। ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী সা'দ বিন আবদুল হামীদ বিন জা'ফার বিন আবূ যিনাদ মূসা বিন উকবাহ তাওআমাহ এর মাওলা স্বালিহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তুমি স্বলাত আদায় করতে দাঁড়াতে চাইলে পূর্ণরূপে উযূ করবে এবং তোমার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের আঙ্গুলসমূহের মাঝখানে পানি পৌঁছাবে।[৪৪৫]

٤٤٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ».

---

৪৪৩. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আমর বিন হুস্বায়ন সম্পর্কে আল-আযদী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৪৪৪. তিরমিযী ৪০, আবূ দাউদ ১৪৮, আহমাদ ১৭৫৪৯। সহীহ আবূ দাউদ ১৩৫, মিশকাত ৪০৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৪৫. তিরমিযী ৩৯। সহীহাহ ১৩০৬, মিশকাত ৪০৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

৩/৪৪৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া ইবন সুলায়ম আত-তায়িফী ইসমাঈল বিন কাস্বীর আসিম বিন লাকীত বিন সবরাহ তার পিতা (লাকীত বিন সাবরাহ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা পূর্ণরূপে উদূ করো এবং আঙ্গুলসমূহের মধ্যখান খিলাল করো।[৪৪৬]

٤٤٩/٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ».

৪/৪৪৯। আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আর-রকাশী মা'মার বিন মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' (মুনকারুল হাদীস্র) আমার পিতা (মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ) (দঈফ বা দুর্বল) আবূ উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' তার পিতা (আবদুল্লাহ্ বিন আবূ রাফি' রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাওলা আসলাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উদূ করার সময় তাঁর হাতের আংটি নাড়াচাড়া করতেন।[৪৪৭]

٥٥/١. بَاب غَسْلِ الْعَرَاقِيبِ

১/৫৫. অধ্যায় : পায়ের গোড়ালি ধৌত করা

٤٥٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ».

১/৪৫০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান মানসূর হিলাল বিন ইয়াসাফ আবূ ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদল লোককে উদূ করতে দেখলেন, কিন্তু তাদের পাঁয়ের গোড়ালি (না ভেজায়) চমকাচ্ছিল। তিনি বলেন, পাঁয়ের গোড়ালিসমূহের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে উদূ করো।[৪৪৮]

٤٥١/٢ – قَالَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

২/৪৫১। কাত্তান আবূ হাতিম আবদুল মু'মিন বিন আলী আবদুস সালাম বিন হারব হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, পাঁয়ের গোড়ালিসমূহের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।[৪৪৯]

---

৪৪৬. তিরমিযী ৩৮, ৭৮৮; নাসায়ী ৮৭, ১১৪; আবূ দাউদ ১৪২, ২৩৬৬; আহমাদ ১৫৯৪৫-৪৬, দারিমী ৭০৫। সহীহ আবূ দাউদ ১৩০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৪৭. জামি সগীর ৪৩৬১ দঈফ, মিশকাত ৪২৯ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের ১. রাবী আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আর-রকাশী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু সানাদে অধিক ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ২. মা'মার বিন মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ৩. মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও তার মাঝে একাধিক মুনকার হাদীস্র পাওয়া যায়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৪৪৮. সহীহ আবূ দাউদ ৮৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৪৯. আহমাদ ৬৪৯২, ইবনু মাজাহ ৪৫২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٤٥٢/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَتْ عَائِشَةُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ أَسْبِغْ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّارِ».

৩/৪৫২। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কী ইবনু আজলান আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন আজলান সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আবূ সালামাহ বলেন, আয়িশাহ আবদুর রহমান-কে উদূ করতে দেখে বলেন, পূর্ণাঙ্গরূপে উদূ করুন। আমি রসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি ঃ পাঁয়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।[৪৫০]

٤٥٣/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ».

৪/৪৫৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূ শাওয়ারিব আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিলো) তার পিতা (আবূ সালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ নাবী বলেন, পাঁয়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।[৪৫১]

٤٥٤/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّارِ».

৫/৪৫৪। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস আবূ ইসহাক সাঈদ বিন আবূ কুরায়ব জাবির বিন আবদুল্লাহ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি ঃ পাঁয়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।[৪৫২]

٤٥٥/٦ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ وَعُثْمَانُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ بْنُ الْأَحْنَفِ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْأَشْعَرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَشُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «أَتِمُّوا الْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ».

৬/৪৫৫। আব্বাস বিন উসমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ও উসামান বিন ইসমাঈল দিমাশকী (মাকবূল) ওয়ালীদ বিন মুসলিম শায়বাহ ইবনুল আহনাফ (মাকবূল) আবূ

---

৪৫০. আহমাদ ৬৪৯২, ইবনু মাজাহ ৪৫১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৫১. বুখারী ১৬৫, মুসলিম ২৪২, তিরমিযী ৪১, নাসায়ী ১১০, আহমাদ ৭০৮২, ৭৭৩২, ৭৭৫৭, ৯০১২, ৯০৩০, ৯০৪৯, ৯২৬৯, ২৭২৫৪, ৯৭৪২, ৯৮৮৮, ১০০৮১; দারিমী ৭০৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৫২. আহমাদ ১৩৯৮৩, ১৪৫৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

সাল্লাম আল-আসওয়াদ আবূ স্বালিহ আল-আশআরী (মাকবূল) আবূ আবদুল্লাহ আশআরী খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, ইয়াযীদ বিন আবূ সুফ্ইয়ান, শুরাহবীল বিন হাসানাহ ও আম্‌র ইবনুল আস্ব (রাঃ) তারা সকলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা পূর্ণরূপে উদূ করো। পায়ের গোড়ালিসমূহের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।[৪৫৩]

٥٦/١. بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ

১/৫৬. অধ্যায় : দু' পাঁয়ের পাতা ধৌত করা।

٤٥٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ «رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ نَبِيِّكُمْ ﷺ».

১/৪৫৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস আবূ ইসহাক আবূ হাইয়্যাহ (মাকবূল) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে উদূ করতে দেখেছি। তিনি তার উভয় পাঁয়ের পাতা গোছা পর্যন্ত ধৌত করেন; অতঃপর বলেন, আমি তোমাদেরকে তোমাদের নাবী (সাঃ)-এর উদূ দেখাতে চাই।[৪৫৪]

٤٥٧/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا».

২/৪৫৭। হিশাম বিন আম্মার ওয়ালীদ বিন মুসলিম হারীয বিন উসমান আবদুর রহমান বিন মায়সারাহ মিকদাম বিন মা'দীকারিব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) উদূ করেন এবং তাঁর দু'পাঁ তিনবার করে ধৌত করেন।[৪৫৫]

٤٥٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبَيِّعِ قَالَتْ أَتَانِي ابْنُ عَبَّاسٍ فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْنِي حَدِيثَهَا الَّذِي ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّاسَ أَبَوْا إِلَّا الْغَسْلَ وَلَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَّا الْمَسْحَ.

৩/৪৫৮ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইবনু উলায়্যাহ রাওহ ইবনুল কাসিম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল আর-রুবায়' (রাঃ) তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমার নিকটে এলেন এবং আমাকে এ হাদীস্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন অর্থাৎ যে হাদীস্ব আমি বর্ণনা করি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) উদূ করেন এবং তাঁর দু'পা ধৌত করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা তো পা ধৌত করা ব্যতীত অন্য কিছু মেনে নিতে অস্বীকার করে। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র কিতাবে মাসহ ব্যতীত কিছুই পাই না।[৪৫৬]

٥٧/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى

১/৫৭. অধ্যায় : আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় উদূ করা।

---

৪৫৩. দারিমী ৭০৬। স্বহীহাহ ৮৭২। তাহক্বীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৫৪. আবূ দাউদ ১১৬। স্বহীহ আবূ দাউদ ১০৫। তাহক্বীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৫৫. আহমাদ ১৬৭৩৭। স্বহীহ আবূ দাউদ ১১২। তাহক্বীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৫৬. আহমাদ ২৬৪৭৫। স্বহীহ আবূ দাউদ ১১৭। তাহক্বীক আলবানী ঃ ইবনু আব্বাসের কথাটি ছাড়া হাসান, কেননা সেটি মুনকার।

٤٥٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يُحَدِّثُ أَبَا بُرْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ فَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ».

১/৪৫৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ জামি' বিন শাদ্দাদ আবূ সখরাহ হুমরান উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশমত পূর্ণরূপে উদূ করবে, **তার ফার্য স্বলাতসমূহ এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা হবে।**[৪৫৭]

٤٦٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ».

২/৪৬০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া হাজ্জাজ হাম্মাম ইসহাক বিন আবদুল্লহ বিন আবূ তালহাহ আলী বিন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ তার পিতা (ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া বিন খাল্লাদ) তার চাচা রিফাআহ বিন রাফি' (রাঃ) তিনি নাবী (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্র নির্দেশ মত পূর্ণাঙ্গরূপে উদূ না করলে কারো স্বলাত পরিপূর্ণ হবে না। সে তার মুখমণ্ডল ও দু' হাত কনুইসহ ধৌত করবে, তার মাথা মাসহ করবে এবং দু'পা গোছা পর্যন্ত ধৌত করবে।[৪৫৮]

٥٨/١. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

১/৫৮. অধ্যায় : উদূ করার পর পানি ছিটানো।

٤٦١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ».

১/৪৬১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার যাকারিয়্যা বিন আবূ যায়িদাহ মানসূর মুজাহিদ আল-হাকাম বিন সুফ্ইয়ান আস্-সাকাফী (রাঃ) তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উদূ করতে দেখেন। তিনি উদূ শেষে এক আঁজলা পানি নিয়ে তা তাঁর লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দেন।[৪৫৯]

٤٦٢/٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ».

---

৪৫৭. মুসলিম ২২৭/১-২, ২২৮, ২২৯, ২৩১/১-২; নাসায়ী ১৪৫-৪৬, আহমাদ ৫০৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৫৮. তিরমিযী ৩০২, নাসায়ী ১০৫৩, ১১৩৬, ১৩১৩, ১৩১৪; আবূ দাউদ ৮৫৬, দারিমী ১৩২৯। স্বহীহ তারগীব ১/৯৩, স্বহীহ আবূ দাউদ, ৮০৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৫৯. আবূ দাউদ ১৬৬। মিশকাত ৩৬১, স্বহীহ আবূ দাউদ ১৫০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٤٦٢/٢ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

২/৪৬২।ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আল-ফিরইয়াবী হাসসান বিন আবদুল্লাহ ইবনু লাহীআহ উকায়ল যুহরী উরওয়াহ উসামাহ বিন যায়দ ইবনুল হারিসাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জিবরাঈল (আঃ) আমাকে উদূ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তিনি আমাকে আমার কাপড়ের নিচে পানি ছিটানোর নির্দেশ দিয়েছেন, উদূ করার পর পেশাব বের হওয়ার সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য।

২/৪৬২ (১)। আবুল হাসান বিন সালামাহ আবূ হাতিম উকায়ল যুহরী উরওয়াহ উসামাহ বিন যায়দ ইবনুল হারিসাহ (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আত-তিন্নীসী ইবনু লাহীআহ উকায়ল যুহরী উরওয়াহ উসামাহ বিন যায়দ ইবনুল হারিসাহ (রাঃ) [৪৬০]

٤٦٣/٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ الْيَحْمِدِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ».

৩/৪৬৩। হুসায়ন বিন সালামাহ আল-হুমায়দী সালাম বিন কুতায়বাহ হাসান বিন আলী আল-হাশিমী (দঈফ বা দুর্বল) আবদুর রহমান আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তুমি উদূ করার পর (তোমার লজ্জাস্থানে) পানি ছিটিয়ে দিও।[৪৬১]

٤٦٤/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَضَحَ فَرْجَهُ».

৪/৪৬৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আসিম বিন আলী কায়স ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল) আবূ যুবায়র জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) উদূ করার পর তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেন।[৪৬২]

٥٩/١. بَاب الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

১/৫৯. অধ্যায় : উদূ ও গোসলের পর রুমাল ব্যবহার করা।

٤٦٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ «قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ»

---

৪৬০. আহমাদ ২১২৬৪। মিশকাত ৩৬৬, দঈফাহ ১৩১২, সহীহাহ ৮৪১, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৯, দ্বিতীয় বাক্য দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ নির্দেশ দেয়ার কথা ব্যতীত হাসান।

৪৬১. তিরমিযী ৫০। জামি সগীর ৪৪৩, ২৬২২ দঈফ, মিশকাত ৩৬৭ গবেষণা অসম্পূর্ণ, দঈফাহ ৩/১৩১২ মুনকার, দঈফাহ ১৩১২, সহীহাহ ২/৫১৯, ৫২০। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী হাসান বিন আলী আল-হাশিমী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয় ও হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল।

৪৬২. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে আল-আজালী বলেন, তিনি সত্যবাদী। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে অধিক দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল।

১/৪৬৫। ◊ মুহাম্মাদ বিন রুমহ ✕ লায়স বিন সা'দ ✕ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব ✕ সাঈদ বিন আবূ হিন্দ ✕ আকীল এর 'মাওলা' আবূ মুররাহ ✕ উম্মু হানী বিনতু আবূ তালিব (রাঃ) ◊ তিনি বলেন, মাক্কাহ বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোসল করতে দাঁড়ালেন। ফাতিমাহ (রাঃ) তাকে আড়াল করে রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁর কাপড় নিয়ে তা শরীরে পেচান (গা মোছেন)।[৪৬৩]

٤٦٦/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ «أَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعْنَا لَهُ مَاءً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ بِمِلْحَفَةٍ وَرْسِيَّةٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ».

২/৪৬৬। ◊ আলী বিন মুহাম্মাদ ✕ ওয়াকী' ✕ ইবনু আবূ লাইলা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল) ✕ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আসআদ বিন যুরারাহ ✕ মুহাম্মাদ বিন শুরাহীল (মাজহুল) ✕ কায়স ইবন সা'দ (রাঃ) ◊ তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) আমাদের নিকট এলে আমরা তাঁর গোসলের পানি রাখলাম এবং তিনি গোসল করেন। অতঃপর আমি তাঁর জন্য একটি রঙ্গীন চাদর নিয়ে এলাম। তিনি তাঁর শরীরে সেটি পেচালেন। আমি যেন তাঁর পেটের উপর ওয়ারস ঘাসের বর্ণের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি।[৪৬৪]

٤٦٧/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ «أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِثَوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ».

৩/৪৬৭। ◊ আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ✕ ওয়াকী' ✕ আ'মাশ ✕ সালিম বিন আবূল জা'দ ✕ কুরায়ব ✕ ইবনু আব্বাস ✕ তার খালা মায়মূনাহ (রাঃ) ◊ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট একটি কাপড় নিয়ে এলাম, তখন তিনি নাপাকির গোসল করছিলেন। তিনি সেটি ফেরত দেন এবং তাঁর শরীর থেকে পানি ঝাড়তে থাকেন।[৪৬৫]

٤٦٨/٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ السِّمْطِ حَدَّثَنَا الْوَضِينُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ فَقَلَبَ جُبَّةَ صُوفٍ كَانَتْ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ».

---

৪৬৩. বুখারী ২৮০, ৩৫৭, ১১০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮; মুসলিম ৩৩৬/১-৫, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪; নাসায়ী ২২৫, ৪১৫; আবূ দাউদ ১২৯০-৯১, আহমাদ ২৬৩৪৮, ২৬৩৫৬, ২৬৩৬৪, ২৬৮৩৩, ২৬৮৪০, ২৬৮৪২; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৮-৫৯, দারিমী ১৪৫২-৫৩, মাজা ৬১৪,১৩২৩, ১৩৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৬৪. আবূ দাউদ ৫১৮৫, আহমাদ ১৫০৫০, ২৩৩৩২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে আল-আজালী বলেন, তিনি সত্যবাদী। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে অধিক দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি দেখি নি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ২. মুহাম্মাদ বিন শুরাহীল সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

৪৬৫. বুখারী ২৪৯, ২৫৭, ২৫৯-৬০, ২৬৫-৬৬, ২৭৪, ২৭৬, ২৮১; মুসলিম ৩১৭/১-৩, ৩৩৭; তিরমিযী ১০৩, নাসায়ী ৩৫৩, ৪১৮-১৯; আবূ দাউদ ২৪৫, আহমাদ ২৬২৫৮, ২৬৩০২, ২৬০১৬; দারিমী ৭১২, ৭৪৭; ইবনু মাজাহ ৫৭৩। সহীহ আবূ দাউদ ২৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪/৪৬৮। ০(আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ ও আহমাদ ইবনুল আযহার)X(মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ X(ইয়াযীদ বিন সিমত)X(ওয়াদীন বিন আতা' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল))X মাহফূয বিন আলকামাহ)X(সালমান আল-ফারিসী (রাঃ))০ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) উদূ করেন এবং তাঁর পরিধানের পশমী জুব্বা উল্টিয়ে তা দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল মাসহ করেন।[৪৬৬]

٦٠/١. بَاب مَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

১/৬০. অধ্যায় : উদূ করার পর যে দুআ' পড়বে।

٤٦٩/١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ أَبُو سُلَيْمَانَ النَّخَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ».

٤٦٩/١ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوِهِ.

১/৪৬৯। ০(মূসা বিন আবদুর রহমান)X(হুসায়ন বিন আলী ও যায়দ ইবনুল হুবাব)X(আবূ আমর বিন আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আবু সুলায়মান আন-নাখঈ)X(যায়দ আল-আম্মী (দঈফ বা দুর্বল))X(আনাস বিন মালিক (রাঃ))০ ০(মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া)X(আবূ নুআইম)X(আবূ আমর বিন আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আবু সুলায়মান আন-নাখঈ)X(যায়দ আল-আম্মী (দঈফ বা দুর্বল))X(আনাস বিন মালিক (রাঃ))০ থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেছেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে উদূ করার পর তিনবার বলে (কালিমা শাহাদাত) ঃ "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাঁর কোন শারীক নাই, তিনি একক এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল, "তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে।

[উপরোক্ত হাদীসটি মোট ৪টি সানাদের ৩টি বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদটি হলো:]

১/৪৬৯ (১)। ০(আবুল হাসান ইবুন সালামাহ আল-কাত্তান)X(ইবরাহীম বিন নাসর)X(আবূ নুআয়ম)X(আবূ আমর বিন আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আবু সুলায়মান আন-নাখঈ)X(যায়দ আল-আম্মী (দঈফ বা দুর্বল))X(আনাস বিন মালিক (রাঃ))০[৪৬৭]

٤٧٠/٢ - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

---

৪৬৬. রওয ৩৪১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৪৬৭. আহমাদ ১৩৩৮১। আবূ দাউদ ১০৫০ সহীহ, জামি সগীর ৬১৬৮, ইবনু মাজাহ ১০৯০ সহীহ, তিরমিযী ৪৯৮ সহীহ, মিশকাত ১৩৮৩ সহীহ, ইরওয়া' ৯৬, সহীহ আবূ দাউদ ১৬২, সহীহ তারগীব ২১৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী স্বালিহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

২/৪৭০। আলকামাহ বিন আমর দারিমী আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ আবূ ইসহাক আবদুল্লাহ বিন আতা' আল-বাজালী উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে উদূ করার পর বলে (কালিমা শাহাদাত) ঃ "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তাঁর কোন শারীক নাই, তিনি একক এবং আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল, "তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করবে।[৪৬৮]

٦١/١. بَاب الْوُضُوءِ بِالصُّفْرِ

১/৬১. অধ্যায় ঃ পিতলের পাত্রে উদূ করা।

٤٧١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ».

১/৪৭১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আহমাদ বিন আবদুল্লাহ আবদুল আযীয আল-মাজিশূন আমর বিন ইয়াহইয়া তার পিতা (ইয়াহইয়া বিন উমারাহ) নাবী (সাঃ)-এর সহাবী আবদুল্লাহ বিন যায়দ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট এলেন। আমরা একটি পিতলের পাত্রে তাঁর জন্য পানি পেশ করি। তিনি তা দিয়ে উদূ করেন।[৪৬৯]

٤٧٢/٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ «أَنَّهُ كَانَ لَهَا مِخْضَبٌ مِنْ صُفْرٍ قَالَتْ فَكُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ».

২/৪৭২। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী উবায়দুল্লাহ বিন উমার ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহাশ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহাশ) যায়নাব বিনতু জাহ্‌শ (রাঃ) তার পিতলের একটি পাত্র ছিল। তিনি বলেন, আমি তাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চুল আঁচড়াতাম।[৪৭০]

৩/৪৭৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَوَضَّأَ فِي تَوْرٍ».

৩/৪৭৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শারীক ইবরাহীম বিন জারীর আবূ যুরআহ বিন আমর বিন জারীর আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) পিতলের একটি পাত্রে উদূ করেন।[৪৭১]

৪৬৮. তিরমিযী ৫৫, নাসায়ী ১৪৮, আহমাদ ১৬৯৪২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।
৪৬৯. বুখারী ১৯৭, আবূ দাউদ ১০০, দারিমী ৬৯৪। ইরওয়া' ২৮, সহীহ আবূ দাউদ ৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।
৪৭০. আহমাদ ২৬২১২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।
৪৭১. আবূ দাউদ ৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

١/٦٢. بَاب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

১/৬২. অধ্যায় : ঘুম থেকে উঠে উদূ করা।

٤٧٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ» قَالَ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ وَكِيعٌ تَعْنِي وَهُوَ سَاجِدٌ.

১/৪৭৪। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আ'মাশ ইবরাহীম আসওয়াদ আয়িশাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতো। অতঃপর তিনি ঘুম থেকে উঠে স্বলাত আদায় করতেন এবং উদূ করতেন না। আত-তানাফিসী বলেন, ওয়াক্বী বলেছেন, অর্থাৎ তিনি সাজদাহরত অবস্থায় (কখনো) ঘুমিয়ে যেতেন।[৪৭২]

٤٧٥/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى».

২/৪৭৫। আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবূ যায়িদাহ হাজ্জাজ ফুদায়ল বিন আমর ইবরাহীম আলকামাহ আবদুল্লাহ্ (বিন মাসউদ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ঘুমাতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকতো। অতঃপর তিনি উঠে স্বলাত আদায় করতেন।[৪৭৩]

٤٧٦/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ أَبِي مَطَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ أَبِي هُبَيْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَانَ نَوْمُهُ ذَلِكَ وَهُوَ جَالِسٌ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ».

৩/৪৭৬। আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ বিন আবূ যায়িদাহ হুরায়স বিন আবূ মাতার (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ আবূ হুবাইর আল-আনসারী সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী -এর এ ঘুম ছিল বসা অবস্থায়।[৪৭৪]

٤٧٧/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ».

৪/৪৭৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বাক্বিয়্যাহ ওয়াদীন বিন আতা' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) মাহফূয বিন আলকামা আবদুর রহমান বিন আয়েয আল-আযদী আলী বিন আবূ তালিব থেকে বর্ণিত।

---

৪৭২. আহমাদ ২৪৫১৫। সহীহাহ ২৯২৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৭৩. আহমাদ ৪০৪১। সহীহাহ ২৯২৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৭৪. সহীহ আবূ দাউদ ১২২৯। তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীসের রাবী হুরায়স বিন আবূ মাতার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও ২টি হাদীস মুনকার ভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নান।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, চোখ হলো পশ্চাদদ্বারের বন্ধনস্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমায় সে যেন উদূ করে (যদি স্বলাত আদায় করতে চায়)।[৪৭৫]

٤٧٨/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ».

৫/৪৭৮। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ্ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ্ আস্বিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যির্ সাফওয়ান বিন আস্সাল (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে নাপাকির গোসল ব্যতীত তিন দিন পর্যন্ত মোজা না খোলার নির্দেশ দিয়েছেন, পায়খানা, পেশাব হলেও এবং ঘুমালেও।[৪৭৬]

٦٣/١. بَاب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

১/৬৩. অধ্যায় : লিঙ্গ স্পর্শ করলে উদূ করতে হবে কিনা।

٤٧٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».

১/৪৭৯। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবদুল্লাহ বিন ইদরীস হিশাম বিন উরওয়াহ্ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয্-যুবায়র) মারওয়ান ইবনুল হাকাম বুস্রাহ বিনতু স্বফ্ওয়ান (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কেউ তার লিঙ্গ স্পর্শ করলে সে যেন উদূ করে।[৪৭৭]

٤٨٠/٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ».

২/৪৮০। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী মা'ন বিন ঈসা ইবনু আবূ যি'ব উকবাহ বিন আবদুর রহমান (মাজহুল বা অপরিচিত) মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন স্বাওবান জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম দিমাশকী আবদুল্লাহ বিন নাফি' ইবনু আবূ যি'ব উকবাহ বিন আবদুর রহমান (মাজহুল বা অপরিচিত) মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন

---

৪৭৫. আবূ দাউদ ২০৩, আহমাদ ৮৮৯। মিশকাত ৩১৬, ইরওয়া' ১১৩। স্বহীহ্ আবূ, দাউদ ১৯৮। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বাফ্ফা আল-হিমস্বী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন।

৪৭৬ তিরমিযী ৯৬, ৩৫৩৫; নাসায়ী ১২৬-২৭, ১৫৮-৫৯; আহমাদ ১৭৬২৩, ১৭৬২৮। ইরওয়া' ১০৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্বের রাবী আস্বিম সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অধিক ভুল করেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই।

৪৭৭. তিরমিযী ৮২, নাসায়ী ১৬৩-৬৪, আবূ দাউদ ১৮১, আহমাদ ২৬৭৪৯, ২৭৭৪৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৯১, দারিমী ৭২৪-২৫। মিশকাত ৩১৯, ইরওয়া' ১১৬, স্বহীহ আবূ দাউদ ১৭৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

স্নাওবান)(জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ তার লিঙ্গ স্পর্শ করলে সে যেন অবশ্যই উদূ করে।[৪৭৮]

٤٨١/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».

৩/৪৮১। (আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ)(মুআল্লা বিন মানসূর)(হায়স্রাম বিন হুমায়দ)(আলা' ইবনুল হারিস্র)(মাকহুল)(আম্বাসাহ বিন আবূ সুফইয়ান)(উম্মু হাবীবাহ (রাঃ)) (আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন বাশীর বিন যাকওয়ান দিমাশকী)(মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ)(হায়স্রাম বিন হুমায়দ)(আলা' ইবনুল হারিস্র)(মাকহুল)(আম্বাসাহ বিন আবূ সুফইয়ান)(উম্মু হাবীবাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলো সে যেন উদূ করে।[৪৭৯]

٤٨٢/٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».

৪/৪৮২। (সুফইয়ান বিন ওয়াকী')(আবদুস সালাম বিন হারব)(ইসহাক বিন আবূ ফরওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য))(যুহরী)(আবদুর রহমান বিন আবদুল ক্বারী)(আবূ আয়্যুব (রাঃ)) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করলো সে যেন উদূ করে।[৪৮০]

١/٦٤. بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

১/৬৪. অধ্যায় : লিঙ্গ স্পর্শ করলে উদূ করা জরুরী নয়।

٤٨٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ طَلْقٍ الْحَنَفِيَّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ «لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ».

১/৪৮৩। (আলী বিন মুহাম্মাদ)(ওয়াকী')(মুহাম্মাদ বিন জাবির)(কায়স বিন তালক আল-হানাফী)(তার পিতা তালক আল-হানাফী (রাঃ)) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট পুরুষাঙ্গ

---

৪৭৮. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্রের রাবী উকবাহ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্রিকাহ বললেও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু আবদুল বার বলেন, তিনি ইলমিয়াতের দিকথেকে প্রশিদ্ধ নন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৪৭৯. ইরওয়া' ১১৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী।

৪৮০. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ২. ইসহাক বিন আবূ ফারওয়াহ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমার মতে তার থেকে হাদীস্র বর্ণনা করা বৈধ নয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্রিকাহ নন বরং তিনি মিথ্যুক। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখাযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তাকে সকলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

Contents

স্পর্শ করার বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি বলেন, তাতে উদূর প্রয়োজন নেই। কেননা তা তোমার দেহের একটি অঙ্গ।[৪৮১]

٤٨٥/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ «إِنَّمَا هُوَ جِذْيَةٌ مِنْكَ».

২/৪৮৪। আমর বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ জা'ফার ইবনুয-যুবায়র (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) কাসিম আবূ উমামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, এটা তোমার শরীরের একটি অঙ্গমাত্র।[৪৮২]

١/٦٥. بَاب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ

১/৬৫. অধ্যায় : আগুনের তাপে পরিবর্তিত জিনিস আহারের পর উদূ করা।

٤٨٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَوَضَّأُ مِنْ الْحَمِيمِ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ.

১/৪৮৫। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর তোমরা উদূ করো। ইবনু আব্বাস (রাঃ) (আবূ হুরায়রাহ্কে) বলেন, আমরা কি গরম পানি পানের পরও উদূ করবো? তিনি তাকে বলেন, হে ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস শুনলে তার সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করো না।[৪৮৩]

٤٨٦/٢ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ».

২/৪৮৬। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া ইবনু ওয়াহব য়ূনুস বিন ইয়াযীদ ইবনু শিহাব উরওয়াহ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আগুন যাকে স্পর্শ করেছে তা খাওয়ার পর তোমরা উদূ করো।[৪৮৪]

---

৪৮১. তিরমিযী ৮৫, নাসায়ী ১৬৫, আবূ দাউদ ১৮২, আহমাদ ১৫৮৫৭। মিশকাত ৩২০, সহীহ আবূ দাউদ ১৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪৮২. তাহকীক আলবানী ঃ খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী জা'ফার ইবনুয-যুবায়র সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি মানুষের মাঝে বড় মিথ্যুক। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন, এমনকি তিনি তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৪৮৩. মুসলিম ৩৫২, তিরমিযী ৭৯, নাসায়ী ১৭১-৭৫, আবূ দাউদ ১৯৪, আহমাদ ৭৫৫০, ৭৬১৮, ৯২৩৫, ৯৭২১। তাহকীক আলবানী ঃ تَوَضَّئُوا শব্দটি ছাড়া হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন।

৪৮৪. মুসলিম ৩৫৩, আহমাদ ২৪০৫৯। সহীহ আবূ দাউদ ১৮৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

Contents

٤٨٧/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَيَقُولُ صُمَّتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ».

৩/৪৮৭। হিশাম বিন খালিদ আল-আযরাক খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন আবূ মালিক (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (ইয়াযীদ বিন আবূ মালিক) তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি তার দু' কানে তার দু' হাত রেখে বলতেন, এই দু'কান বধির হয়ে যাক! যদি আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে না শুনে থাকি যে, "আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর তোমরা উদূ করো'।[৪৮৫]

٦٦/١. بَاب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

১/৬৬. অধ্যায় : আগুনে রান্না করা জিনিস খাওয়ার পর উদূর প্রয়োজন নেই।

٤٨٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَيْهِ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى».

১/৪৮৮। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস্র সিমাক বিন হারব ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বকরীর কাঁধের গোশত খাওয়ার পর তাঁর নিচে বিছানো কাপড়ে তাঁর উভয় হাত মোছেন, অতঃপর স্বলাতে দাঁড়ান এবং স্বলাত আদায় করেন।[৪৮৬]

٤٨٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ «أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ خُبْزًا وَلَحْمًا وَلَمْ يَتَوَضَّئُوا».

২/৪৮৯। মুহাম্মাদ ইবনুস্র-স্বাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ও আমর বিন দীনার ও আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ), আবূ বাক্র ও উমার (রাঃ) রুটি ও গোশত খেলেন এবং তাঁরা উদূ করেননি।[৪৮৭]

٤٩٠/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَضَرْتُ عَشَاءَ الْوَلِيدِ أَوْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَلَمَّا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ قُمْتُ لِأَتَوَضَّأَ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «أَكَلَ طَعَامًا مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» و قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِي بِمِثْلِ ذَلِكَ.

---

৪৮৫. আবূ দাউদ ১৯৫ স্বহীহ, নাসায়ী ১৭১, ১৭২, ১৭৪ স্বহীহ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন আবূ মালিক সম্পর্কে আবূ যুরআহ আদ-দিমাশকী স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৪৮৬. বুখারী ২০৭, ৫৪০৫; মুসলিম ৩৫৪/১-২, ৩৫৯; নাসায়ী ১৮৪, আবূ দাউদ ১৮৭, ১৮৯-৯০; আহমাদ ১৯৮৯, ২১৫৪, ২১৮৯, ২২৮৬, ২৩৩৫, ২৩৭৩, ২৪০২, ২৪৫৭, ২৪৬৩, ২৫২০, ২৫৪১, ২৯৩৩, ৩০০৫, ৩২৭৭, ৩৩৯৩, ৩৪৪৩, ৩৪৫৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৫০। স্বহীহ আবূ দাউদ, ১৮১, ১৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৮৭. বুখারী ৫৪৫৭, তিরমিযী ৮০, আবূ দাউদ ১৯১-৯২, আহমাদ ১৪০৪৪, ১৪৬০২। স্বহীহ আবূ দাউদ ১৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩/৪৯০। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ যুহরী জা'ফার বিন আম্‌র বিন উমাইয়্যাহ তার পিতা আম্‌র বিন উমাইয়্যাহ (যুহরী) বলেন, আমি ওয়ালীদ অথবা আবদুল মালিকের সামনে রাতের খাবার পেশ করলাম। ইত্যবসরে স্বলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে আমি উদূ করতে উঠে দাঁড়ালাম। তখন জা'ফার বিন আম্‌র বিন উমাইয়্যাহ বলেন, আমি আমার পিতা (আম্‌র বিন উমাইয়্যাহ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি রসূলুল্লাহ -এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। নাবী আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর স্বলাত আদায় করেন কিন্তু উদূ করেননি। আলী বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, আমিও আমার পিতার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনিও তাই করেছেন।[৪৮৮]

٤٩١/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً».

৪/৪৯১। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ হাতিম বিন ইসমাঈল জা'ফার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী) আলী ইবনুল হুসায়ন যায়নাব বিনতু উম্মু সালামাহ উম্মু সালামাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ -এর সামনে বকরীর রানের গোশত পরিবেশন করা হলো। তিনি তা থেকে খেলেন, অতঃপর স্বলাত আদায় করলেন, কিন্তু পানি স্পর্শ করেননি।[৪৮৯]

٤٩٢/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنْبَأَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ «صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِأَطْعِمَةٍ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِسَوِيقٍ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ».

৫/৪৯২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বুশায়র বিন ইয়াসার সুওয়াইদ বিন নু'মান আল-আনসারী তাঁরা রসূলুল্লাহ -এর সাথে খায়বারের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তারা আস-সাহ্‌বা নামক স্থানে পৌঁছে আসরের স্বলাত আদায় করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ খাবার নিয়ে ডাকলে ছাতু ছাড়া আর কিছুই পরিবেশন করা গেলো না। তাঁরা সকলে পানাহার করলেন। অতঃপর তিনি পানি নিয়ে ডাকলেন এবং মুখে পানি নিয়ে কুলি করলেন, তারপর দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সাথে নিয়ে মাগরিবের স্বলাত আদায় করেন।[৪৯০]

٤٩٣/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَمَضْمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَصَلَّى».

৬/৪৯৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূ শাওয়ারিব আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিলো) তার পিতা (আবূ

---

৪৮৮. বুখারী ২০৮, মুসলিম ৩৫৫/১-২, তিরমিযী ১৮৩৬, আহমাদ ১৬৭৯৭, ১৭১৬১, ২১৯৭৩, ২১৯৭৮; দারিমী ৭২৭। ইরওয়া' ১৯৬২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৮৯. আহমাদ ২৫৯৬৩। মিশকাত ৩২৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৯০. বুখারী ২০৯, ২১৫, ২৯৮১, ৪১৭৫, ২১৯৫, ৫৩৮৪, ৫৩৯০, ৫৪৫৫; নাসায়ী ১৮৬, আহমাদ ১৫৩৭২, ১৫৫৬০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৫১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

স্বালিহ যাকওয়ান) ⟩⟨ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ⟩ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বকরীর কাঁধের গোশত খেলেন, অতঃপর কুলি করেন এবং তাঁর উভয় হাত ধোয়ার পর স্বলাত আদায় করেন।[৪৯১]

٦٧/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

১/৬৭. অধ্যায় : উটের গোশত খাওয়ার পর উদূ করা।

٤٩٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ «تَوَضَّئُوا مِنْهَا».

১/৪৯৪। ⟨ আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ⟩⟨ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ও আবূ মুআবিয়াহ ⟩⟨ আ'মাশ ⟩⟨ আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ⟩⟨ আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা ⟩⟨ আল-বারা' বিন আযিব (রাঃ) ⟩ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উটের গোশত খেয়ে উদূ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন ঃ তোমরা তা খেয়ে উদূ করবে।[৪৯২]

٤٩٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ».

২/৪৯৫। ⟨ মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ⟩⟨ আবদুর রহমান বিন মাহদী ⟩⟨ যায়িদাহ ও ইসরায়ীল ⟩⟨ আশআস্ব বিন আবূ শা'স্বা' ⟩⟨ জা'ফার বিন আবূ স্বাওর (মাকবূল) ⟩⟨ জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) ⟩ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে উটের গোশত খেয়ে উদূ করার এবং ছাগলের গোশত খেয়ে উদূ না করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৯৩]

٤٩٦/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَكَانَ ثِقَةً وَكَانَ الْحَكَمُ يَأْخُذُ عَنْهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ».

৩/৪৯৬। ⟨ আবূ ইসহাক আল-হারাবী ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হাতিম ⟩⟨ আব্বাদ ইবনুল আওওয়াম ⟩⟨ হাজ্জাজ ⟩⟨ বানী হাশিম এর মাওলা আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ⟩⟨ আবদুর রহমান বিন আবূ লাইলা ⟩⟨ উসায়দ বিন হুদায়র (রাঃ) ⟩ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা বকরীর দুধ পান করার পর উদূ করবে না এবং উটের দুধ পান করার পর উদূ করবে।[৪৯৪]

---

৪৯১. আহমাদ ২৭৪৮৬। মুখতাসার শামাইল ১৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৯২. তিরমিযী ৮১, আবূ দাউদ ১৮৪, আহমাদ ১৮০৬৭। ইরওয়া' ১/১৫২, স্বহীহ্ আবূ দাউদ, ১৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৯৩. মুসলিম ৩৬০, আহমাদ ২০২৮৭, ২০৩০৪, ২০৩৫৬, ২০৩৬৪, ২০৪০৩, ২০৪৪৭, ২০৪৬৬, ২০৫০৪, ২০৫৩৯। ইরওয়া' ১১৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৯৪. আহমাদ ১৮৬১৭। স্বহীহ আবূ দাউদ ১৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٤٩٧/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ».

৪/৪৯৭। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া, ইয়াযীদ বিন আবদু রব, বাকিয়্যাহ, খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন উমার বিন হুবাইরাহ আল-ফাযারী (মাজহুল বা অপরিচিত), আতা বিন সায়েব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন), মুহারিব বিন দিসার, আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা উটের গোশত খেয়ে উদূ করো, বকরীর গোশত খেয়ে উদূ করো না এবং ছাগলের দুধপান করে উদূ করো না। তোমরা বকরীর খোঁয়াড়ে স্বলাত আদায় করতে পারো, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে স্বলাত আদায় করবে না।[৪৯৫]

٦٨/١. بَاب الْمَضْمَضَةِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

১/৬৮. অধ্যায় : দুধপান করার পর কুলি করা।

٤٩٨/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَضْمِضُوا مِنْ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا».

১/৪৯৮। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী, ওয়ালীদ বিন মুসলিম, আওযাঈ (আবদুর রহমান বিন আমর), যুহায়রী, আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, তোমরা দুধ পান করে কুলি করবে। কেননা তাতে চর্বি আছে।[৪৯৬]

٤٩٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا شَرِبْتُمْ اللَّبَنَ فَمَضْمِضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا».

২/৪৯৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ, খালিদ বিন মাখলাদ, মূসা বিন ইয়াকূব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার স্মৃতি শক্তি দুর্বল), আবূ উবায়দাহ বিন আবদুল্লাহ বিন যামআহ (মাকবূল), তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন যামআহ), নাবী (সাঃ)-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা দুধ পান করার পর কুলি করবে। কেননা তাতে চর্বি আছে।[৪৯৭]

٥٠٠/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَضْمِضُوا مِنْ اللَّبَنِ فَإِنَّ لَهُ دَسَمًا».

---

৪৯৫. স্বহীহ আবূ দাঊদ ১৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন উমার বিন হুবাইরাহ আল-ফাযারী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে।

৪৯৬. বুখারী ২১১, ৫৬১০; মুসলিম ৩৫৮, তিরমিযী ৮৯, নাসায়ী ১৮৭, আবূ দাঊদ ১৯৬, আহমাদ ১৯৫২, ২০০৮, ৩০৪২, ৩১১৩। স্বহীহাহ ১৩৬১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪৯৭. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৩/৫০০। আবূ মুসআব আবদুল মুহায়মীন ইবনু আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী) তার দাদা সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা দুধ পান করার পর কুলি করবে। কারণ তাতে চর্বি আছে।[৪৯৮]

٥٠١/٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ السَّوَّاقُ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَلَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَاةً وَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ فَاهُ وَقَالَ «إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

৪/৫০১। ইসহাক বিন ইবরাহীম আস-সাওয়াক দহ্হাক বিন মাখলাদ যামআহ বিন স্বালিহ (দঈফ বা দুর্বল) ইবনু শিহাব আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি বকরী দোহন করে তার দুধ পান করেন, অতঃপর পানি চেয়ে নিয়ে তা দিয়ে কুলি করেন এবং বলেন, তাতে চর্বি আছে।[৪৯৯]

٦٩/١. بَاب الْوُضُوءِ مِنْ الْقُبْلَةِ

১/৬৯. অধ্যায় : চুমা দেয়ার পর উদূ করা।

٥٠٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْتُ مَا هِيَ إِلَّا أَنْتِ فَضَحِكَتْ».

১/৫০২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আ'মাশ হাবীব বিন আবূ স্বাবিত উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর এক স্ত্রীকে চুমা দিলেন, অতঃপর স্বলাত আদায়ের জন্য বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু উদূ করেননি। আমি (উরওয়াহ) বললাম, আপনিই সেই ব্যক্তি। এতে তিনি (আয়িশাহ) হাসলেন।[৫০০]

٥٠٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ وَرُبَّمَا فَعَلَهُ بِي».

---

৪৯৮. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল মুহায়মীন ইবনু আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনুল বুরাকী তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৪৯৯. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। আনাসের বর্ণিত হাদীস দঈফ, তাঁর হতে বিপরীত প্রমাণিত রয়েছে কিন্তু ইবনু আব্বাসের বর্ণিত হাদীস স্বহীহ। স্বহীহাহ ৫০৩। উক্ত হাদীসের রাবী যামআহ বিন স্বালিহ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি স্বহীহ হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেন।

৫০০. তিরমিযী ৮৬, নাসায়ী ১৭০, আবূ দাউদ ১৭৮-৭৯, আহমাদ ২৫২৩৮। মিশকাত ৩২৩, স্বহীহ আবূ দাউদ ১৭১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/৫০৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মাতাবলম্বী) হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন) আমর বিন শুআয়ব যায়নাব আস-সাহমিয়্যাহ (তার অবস্থা বা পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না) আয়িশাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ উদূ করার পর চুমা দিতেন, অতঃপর উদূ না করেই স্বলাত আদায় করতেন। বহুবার তিনি আমার সাথে এরূপ করেছেন।[৫০১]

١/٧٠. بَاب الْوُضُوءِ مِنْ الْمَذْيِ

১/৭০. অধ্যায় : মযী নির্গত হলে উদূ করা।

١/٥٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمَذْيِ فَقَالَ «فِيهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ».

১/৫০৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হুশায়ম ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুর রহমান বিন আবূ লাইলা আলী তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ-কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তা নির্গত হলে উদূ করতে হবে এবং বীর্য নির্গত হলে গোসল করতে হবে।[৫০২]

٢/٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يَدْنُو مِنْ امْرَأَتِهِ فَلَا يُنْزِلُ قَالَ «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ يَعْنِي لِيَغْسِلْهُ وَيَتَوَضَّأْ».

২/৫০৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার উসমান বিন উমার মালিক বিন আনাস সালিম আবূ নাদর সুলায়মান বিন ইয়াসার মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ তিনি নাবী-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, যে তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হয়েছে কিন্তু বীর্যপাত হয়নি। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কারো এরূপ হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং উদূ করে।[৫০৩]

---

৫০১. আহমাদ ২৩৮০৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদয়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেয়। ২. হাজ্জাজ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি আমর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বওেলন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তুহাদীস্র বর্ণনায় দুর্বলদের থেকে তাদলীস করেন। ৩. যায়নাব আস-সাহমিয়্যাহ সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী ও ইবনু আবদুল বার বলেন, তিনি অপরিচিত।

৫০২. বুখারী ১২৩, ১৭৮, ২৬৯; মুসলিম ৩০৩/১-৩, তিরমিযী ১১৪, নাসায়ী ১৫২-৫৪, ১৫৭, ১৯৩-৯৪, ৪৩৫-৩৯, আবূ দাউদ ২০৬-৭, আহমাদ ৬০৭, ৬১৯, ৬৬৪, ৮৪৯, ৮৫৮, ৮৭০, ৮৭২, ৮৯২, ৯৮০, ১০১২, ১০২৯, ১০৭৪, ১২৪২। স্বহীহ আবূ দাউদ ২০০ ইরওয়া' ৪৭, ১২৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন স্বালিহ তাকে স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৫০৩. নাসায়ী ১৫৬, আহমাদ ১৬২৮৪, ২৩৩০৭, ২৩৩১৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৮৬। স্বহীহ আবূ দাউদ ২০১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٥٠٦/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً فَأُكْثِرُ مِنْهُ الاِغْتِسَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ».

৩/৫০৬। আবূ কুরায়ব আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ও আবদাহ বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) সাঈদ বিন উবায়দাহ বিন সাব্বাক তার পিতা (উবায়দাহ বিন সাব্বাক) সাহল বিন হুনায়ফ (রাঃ) তিনি বলেন, আমার প্রচুর মযী নির্গত হতো, তাই বহুবার গোসল করতাম। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে তোমার জন্য উদূই যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তা আমার কাপড়ে লেগে গেলে কী করতে হবে? তিনি বলেন, তোমার কাপড়ের যে অংশে তা লাগে দেখবে সেই অংশ এক আঁজলা পানি নিয়ে তা দ্বারা ধৌত করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট।[৫০৪]

٥٠٧/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي حَبِيبِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَتَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَمَعَهُ عُمَرُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ «إِنِّي وَجَدْتُ مَذْيًا فَغَسَلْتُ ذَكَرِي وَتَوَضَّأْتُ فَقَالَ عُمَرُ أَوَ يُجْزِئُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ».

৪/৫০৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর মিসআর <u>মুস্‌আব বিন শায়বাহ</u> (লাইয়েনুল হাদীস্র) <u>আবূ হাবীব বিন ইয়া'লা বিন মুনইয়াহ</u> (মাজহুল বা অপরিচিত) ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি উমার (রাঃ)-কে সাথে করে উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-এর নিকট এলেন। তিনি তাদের সামনে বেরিয়ে এসে বলেন, আমার মযী নির্গত হয়েছিল, তাই আমার লজ্জাস্থান ধৌত করলাম এবং উদূ করলাম। উমার (রাঃ) বললেন, তাই কি যথেষ্ট? তিনি বলেন, হাঁ। উমার (রাঃ) বললেন, আপনি কি তা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।[৫০৫]

٧١/١. بَاب وُضُوءِ النَّوْمِ

১/৭১. অধ্যায় : ঘুমানোর পূর্বে উদূ করা।

٥٠٨/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ لِزَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ يَا أَبَا الصَّلْتِ هَلْ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئًا فَقَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَدَخَلَ الْخَلَاءَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ ثُمَّ نَامَ».

---

৫০৪. তিরমিযী ১১৫, আবূ দাঊদ ২১০, আহমাদ ১৫৫৪৩, দারিমী ৭২৩। সহীহ আবূ দাঊদ ২০৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ।

৫০৫. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী <u>মুস্‌আব বিন শায়বাহ</u> ইয়াহইয়া বিন মাঈন স্বিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। ইমাম দরাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয় এবং স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ২. <u>আবূ হাবীব বিন ইয়া'লা বিন মুনইয়াহ</u> সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি অপরিচিত।

٥٠٨/١ (١) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ أَنْبَأَنَا بُكَيْرٌ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ فَلَقِيتُ كُرَيْبًا فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/৫০৮। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আম্র-ম্রাওরী যায়িদাহ বিন কুদামাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাবী (সাঃ) রাতে উঠলেন, অতঃপর পায়খানায় গেলেন, তারপর প্রয়োজন পূরণ করে মুখমণ্ডল ও দু'হাত ধৌত করে ঘুমালেন।

১/৫০৮ (১)। আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ শু'বাহ সালামাহ বিন কুহায়ল বুকায়র কুরায়ব ইবনু আব্বাস (রাঃ)[৫০৬]

٧٢/١. بَاب الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

১/৭২. অধ্যায় : প্রতি ওয়াক্তের স্বলাতের জন্য উদূ করা এবং একই উদূতে কয়েক ওয়াক্তের স্বলাত আদায় করা।

٥٠٩/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكُنَّا نَحْنُ نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ».

১/৫০৯। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ শারীক আমর বিন আমির আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি ওয়াক্তের স্বলাতের জন্য উদূ করতেন এবং আমরা একই উদূতে কয়েক ওয়াক্তের স্বলাত পড়তাম।[৫০৭]

٥١٠/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ».

২/৫১০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান মুহারিব বিন দিস্রার সুলায়মান বিন বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) (রাঃ) নাবী (সাঃ) প্রতি ওয়াক্তের স্বলাতের জন্য উদূ করতেন। তবে মাক্কাহ বিজয়ের দিন তিনি একই উদূতে কয়েক ওয়াক্তের স্বলাত আদায় করেছেন।[৫০৮]

٥١١/٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ «يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ هَذَا فَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ».

---

৫০৬. মুসলিম ৩০৪, ৭৬৩/১-৩; আবূ দাউদ ৫০৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫০৭. বুখারী ২১৪, তিরমিযী ৫৮৬০, নাসায়ী ১৩১, আবূ দাউদ ১৭১, আহমাদ ১১৯৩৭, ১২১৫৫, ১৩৩২৩; দারিমী ৭২০। স্বহীহ আবূ দাউদ ১৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫০৮. মুসলিম ২৭৭, তিরমিযী ৬১, নাসায়ী ১৩৩, আবূ দাউদ ১৭২, আহমাদ ২২৪৫৭, ২২৫২০; দারিমী ৬৫৯। স্বহীহ আবূ দাউদ ১৬৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩/৫১১। ইসমাঈল বিন তাওবাহ্ যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ্ ফাদল বিন মুবাশ্শির (তার মাঝে দুর্বলতা আছে) বলেন, আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-কে একই উদূতে কয়েক ওয়াক্তের স্বলাত আদায় করতে দেখেছি। আমি বললাম, একি ব্যাপার? তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এরূপ করতে দেখেছি। তাই রসূলুল্লাহ (ﷺ) যেরূপ করেছেন, আমিও তদ্রূপ করলাম।[৫০৯]

٧٣/١. بَاب الْوُضُوءِ عَلَى الطَّهَارَةِ

১/৭৩. অধ্যায় : উদূ থাকা অবস্থায় পুনরায় উদূ করা।

٥١٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي مَجْلِسِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْ الْمَغْرِبُ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَى مَجْلِسِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللهُ أَفَرِيضَةٌ أَمْ سُنَّةٌ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قَالَ أَوَ فَطِنْتَ إِلَيَّ وَإِلَى هَذَا مِنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا لَوْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ بِهِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ أُحْدِثْ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى كُلِّ طُهْرٍ فَلَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَإِنَّمَا رَغِبْتُ فِي الْحَسَنَاتِ».

১/৫১২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আল-মুকরী আবদুর রহমান বিন যিয়াদ (হাদীস হিফয করায় সে খুবই দুর্বল) আবূ গুতায়ফ আল-হুযালী (মাজহুল) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট মাসজিদে তার বৈঠক শুনেছি ঃ যখন স্বলাতের সময় উপস্থিত হলো তিনি উঠে গিয়ে উদূ করেন এবং স্বলাত আদায় করেন, অতঃপর তার মাজলিসে ফিরে আসেন। অতঃপর আস্বরের স্বলাতের সময় হলে তিনি উঠে গিয়ে উদূ করেন এবং স্বলাত আদায় করেন, অতঃপর তার মজলিসে ফিরে আসেন। পুনরায় মাগরিবের স্বলাতের সময় হলে তিনি উঠে গিয়ে উদূ করেন এবং স্বলাত আদায় করেন, অতঃপর তার মাজলিসে ফিরে আসেন। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। প্রতি ওয়াক্ত স্বলাতের জন্য (নতুনভাবে) উদূ করা ফারয না সুন্নাত? তিনি বলেন, তুমি কি ধারণা করেছ যে, এটা আমার নিজের থেকে করেছি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, না। যদি আমি ফাজ্‌রের স্বলাতের জন্য উদূ করতাম, তাহলে অবশ্যই তা দিয়ে সকল ওয়াক্তের স্বলাত আদায় করতাম, যাবত না আমার উদূ ভঙ্গ হয়। কিন্তু আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি উদূ থাকা অবস্থায় প্রতি ওয়াক্ত স্বলাতের জন্য উদূ করবে, তার জন্য রয়েছে দশটি নেকী"। আমি নেকীর প্রতিই আগ্রহী।[৫১০]

---

৫০৯. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীসের রাবী ফাদল বিন মুবাশ্শির সম্পর্কে ইয়হইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও ইবনু মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। এ হাদীসের ৭৯টি শাহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে স্বহীহ মুসলিম ১টি, তিরমিযী ২টি, আবূ দাউদ ২টি, আহমাদ ৭টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

৫১০. তিরমিযী ৫৯, আবূ দাউদ ৬২। মিশকাত ২৯৩, দঈফ আবূ দাউদ ৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন যিয়াদ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ বর্জনীয়। ইবনু মাহদী বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি। ২. আবূ গুতায়ফ আল-হুযালী সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

١/٧٤. بَاب لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ

১/৭৪. অধ্যায় : উদূ ভঙ্গ হলেই কেবল উদূ করা জরুরী।

٥١٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ «لَا حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا».

১/৫১৩। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী সাঈদ ও আব্বাদ বিন তামীম তার চাচা (আবদুল্লাহ বিন যায়দ) বলেন, নাবী ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করা হলো যে, কোন ব্যক্তি তার স্বলাতের মধ্যে কিছু পাওয়ার (বায়ু নির্গত হওয়ার) আশঙ্কা করছে। তিনি বলেন, (উদূ ভঙ্গ হয় না) যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গত হওয়ার গন্ধ পায় অথবা শব্দ শোনে।[৫১১]

٥١٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

২/৫১৪। আবূ কুরায়ব মুহারিবী মা'মার বিন রাশিদ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে স্বলাতের মধ্যে (বায়ু নির্গত হওয়ার) সন্দেহ হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, সে শব্দ না শোনা অথবা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত স্বলাত ত্যাগ করবে না।[৫১২]

٥١٥/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ».

৩/৫১৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শু'বাহ সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিলো) তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ও আবদুর রহমান শু'বাহ সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিলো) তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ কিংবা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত উদূ নষ্ট হয় না বা পুনরায় উদূ করতে হয় না।[৫১৩]

٥١٦/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَشُمُّ ثَوْبَهُ فَقُلْتُ مِمَّ ذَلِكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ».

---

৫১১. বুখারী ১৩৭, ১৭৭, ২০৫৬; মুসলিম ৩৬১, নাসায়ী ১৬০, আবূ দাউদ ১৭৬। ইরওয়া' ১০৭ স্বহীহ, আবূ দাউদ ১৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫১২. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী।

৫১৩. তিরমিযী ৭৪, আহমাদ ৯০৫৭, ৯৩৩১, ৯৭৪৩। ইরওয়া' ১/১৪৫ মিশকাত ৩১০, স্বহীহ আবূ দাউদ ১৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪/৫১৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবদুল আযীয বিন উবায়দুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন আম্‌র বিন আতা তিনি বলেন, আমি সায়িব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) কে তার কাপড় শুঁকতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এরূপ করছেন কেন? তিনি বলেন, অবশ্যই আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি : বায়ুর দুর্গন্ধ পাওয়া বা আওয়াজ শোনা ব্যতীত (পুনরায়) উদূ করতে হবে না।[৫১৪]

٧٥/١. بَاب مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجَّسُ

১/৭৫. অধ্যায় : যে পরিমাণ পানি হলে অপবিত্র হয় না।

٥١٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ».

٥١٧/١ (١) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১/৫১৭। আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ইয়াযীদ বিন হারূন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ইবনুয-যুবায়র উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমার তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট জঙ্গলের কুয়ার পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, যা থেকে হিংস্র প্রাণী ও গৃহপালিত পশু পানি পান করে এবং তাতে নামে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, পানি দু' কুল্লা পরিমাণ হলে তাকে কোন কিছুই অপবিত্র করে না।

১/৫১৭ (১)। আম্‌র বিন রাফি' আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন জা'ফার উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)[৫১৫]

٥١٨/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ».

---

৫১৪. আহমাদ ১৫০৮০। তাহকীক আলবানী : সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ২. আবদুল আযীয বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুদতারাব ও মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন এবং তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৫১৫. তিরমিযী ৬৭, আবূ দাউদ ৬৩, ৬৫; আহমাদ ৪৫৯১, ৪৭৩৯, ৪৯৪১, ৫৮২১; দারিমী ৭৩১, ইবনু মাজাহ ৫১৮। মিশকাত ৪৭৭, ইরওয়া' ২৩, সহীহ আবূ দাউদ ৫৬, ৫৭। তাহকীক আলবানী : সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ।

٥١٨/٢ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو سَلَمَةَ وَابْنُ عَائِشَةَ الْقُرَشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

২/৫১৮। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হাম্মাদ বিন সালামাহ আসিম ইবনুল মুনযির উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন **উমার** তার পিত (আবদুল্লাহ বিন উমার) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, **পানি দু' বা তিন কুল্লা পরিমাণ হলে, একে কোন কিছু অপবিত্র করে না।**

২/৫১৮ (১)। **আবুল হাসান বিন সালামাহ আবূ হাতিম আবুল ওয়ালীদ** আবূ সালামাহ ও বিন আয়িশাহ **আল-কুরাশী** **হাম্মাদ বিন সালামাহ**[৫১৬]

٧٦/١. بَاب الْحِيَاضِ

১/৭৬. অধ্যায় : কূপ বা জলাশয়।

٥١٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ وَعَنْ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طَهُورٌ».

১/৫১৯। আবূ মুসআব আল-মাদানী আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (যায়দ বিন আসলাম) আতা' বিন ইয়াসার আবূ সাঈদ আল-খুদরী মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত কূপ বা জলাশয়, যা থেকে হিংস্র প্রাণী, কুকুর ও গাধা পানি পান করে এবং তার পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে নাবী -কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, সেগুলো যা তাদের পেটে পুরেছে তা সেগুলোর জন্যই এবং তাছাড়া যা আছে তা আমাদের জন্য পবিত্র।[৫১৭]

٥٢٠/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ طَرِيفِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ انْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ فَإِذَا فِيهِ جِيفَةُ حِمَارٍ قَالَ فَكَفَفْنَا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» فَاسْتَقَيْنَا وَأَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا».

২/৫২০। আহমাদ বিন সিনান ইয়াযীদ বিন হারূন শারীক তরীফ ইবনু শিহাব (দঈফ বা দুর্বল) আবূ নাদরাহ জাবির বিন আবদুল্লাহ্ তিনি বলেন, আমরা একটি পুকুরের পাড়ে গিয়ে পৌঁছলাম, যাতে একটি গাধার লাশ পতিত ছিল। তিনি বলেন, আমরা তার পানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকি, যাবত না রসূলুল্লাহ আমাদের নিকট এসে পৌঁছেন। তিনি বললেন ঃ "কোন জিনিস পানিকে অপবিত্র করে না"। আমরা পানি পান করলাম পরিতৃপ্ত হলাম এবং তা আমাদের সাথে করে নিলাম।[৫১৮]

---

৫১৬. তিরমিযী ৬৭, আবূ দাউদ ৬৩, ৬৫; আহমাদ ৪৫৯১, ৪৭৩৯, ৪৯৪১, ৫৮২১; দারিমী ৭৩১, ইবনু মাজাহ ৫১৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫১৭. দঈফাহ ১৬০৯, মিশকাত ৪৮৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্নের রাবী আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে কোন হাদীস্ন গ্রহণযোগ্য নয়। আলী ইবনুল মাদীনী ও মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস্ন বর্ণনায় দুর্বল।

৫১৮. মিশকাত ৪৭৮, স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৯, ইরওয়া' ১৪। তাহকীক আলবানী ঃ গাধার লাশ এর ঘটনা মুনকার, আর বাকী অংশ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্নের রাবী তরীফ ইবনু শিহাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই কিন্তু তার

٥٢١/٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ أَنْبَأَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ».

৩/৫২১। মাহমূদ বিন খালিদ দিমাশকী ও আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ দিমাশকী মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ রিশদীন (দঈফ বা দুর্বল) মুআবিয়াহ বিন সালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) রাশিদ বিন সা'দ আবূ উমামাহ আল-বাহিলী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন জিনিস পানিকে অপবিত্র করে না, যতক্ষণ না তার ঘ্রাণে, স্বাদে ও রং-এ পরিবর্তন আসে।[৫১৯]

٧٧/١. بَاب مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يُطْعَمْ

১/৭৭. অধ্যায় : যে শিশু শক্ত খাবার ধরেনি তার পেশাব সম্পর্কে।

٥٢٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى».

১/৫২২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস সিমাক বিন হারব কাবূস ইবনুল মুখারিক লুবাবাহ বিনতুল হারিস (রাঃ) তিনি বলেন, আলী (রাঃ)-এর পুত্র হুসায়ন (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর কোলে পেশাব করে দিলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার পরিধেয় বস্ত্রটি আমাকে দিন এবং এটা ছাড়া অন্য একটি বস্ত্র পরে নিন। তিনি বললেন ঃ দুগ্ধপোষ্য বালকের পেশাবের উপর পানি ছিটালেই চলবে কিন্তু বালিকার পেশাব ধুতে হবে।[৫২০]

٥٢٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ».

২/৫২৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর নিকট একটি (দুগ্ধপোষ্য) শিশু আনা হলো। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দেয়। তিনি তাতে পানি ছিটিয়ে দেন এবং তা ধৌত করেননি।[৫২১]

থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বিশারদদের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নন বরং হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

৫১৯. দঈফাহ ২৬৪৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. রিশদীন বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তার থেকে কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করেন নি। আমর ইবনুল ফাল্লাস ও আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী মুনকারুল হাদীস ও তার মাঝে অমনযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন।

৫২০. আবূ দাউদ ৩৭৫। মিশকাত ৫০১, সহীহ আবূ দাউদ ৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

৫২১. বুখারী ২২২, ৫৪৬৮, ৬০০২, ৬৩৫৫; মুসলিম ২৮৬/১-২, নাসায়ী ৩০৩, আহমাদ ২৩৭৩৫, ২৫২৪০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৪২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٣/٥٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ «دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ».

৩/৫২৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুস-স্বাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ উম্মু কায়স বিনতু মিহ্‌স্বান (রাঃ) তিনি বলেন, আমি আমার (দুগ্ধপোষ্য) শিশু পুত্রকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট গেলাম। সে তখনও শক্ত খাবার ধরেনি। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দেয়। তিনি পানি নিয়ে ডাকেন এবং তা তাতে ছিটিয়ে দেন।[৫২২]

٤/٥٢٥ - حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ أَنْبَأَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ».

٤/٥٢٥ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَعْقِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْمِصْرِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ يُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَالْمَاءَانِ جَمِيعًا وَاحِدٌ قَالَ لِأَنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ ثُمَّ قَالَ لِي فَهِمْتَ أَوْ قَالَ لَقِنْتَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضِلْعِهِ الْقَصِيرِ فَصَارَ بَوْلُ الْغُلَامِ مِنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَصَارَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ مِنَ اللَّحْمِ وَالدَّمِ قَالَ قَالَ لِي فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لِي نَفَعَكَ اللهُ بِهِ.

৪/৫২৫। হাওস্বারাহ বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন ইয়াযীদ বিন ইবরাহীম মুআয বিন হিশাম আবূ কাতাদাহ আবূ হারব বিন আবূল আসওয়াদ আদ-দীলী তার পিতা (আবূল আসওয়াদ আদ-দীলী) আলী (রাঃ) নাবী (ﷺ) বলেন, দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবে পানি ছিটালেই চলবে, কিন্তু কন্যা সন্তান হলে তার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে।

৪/৫২৫ (১)। আবূল হাসান বিন সালামাহ আহমাদ বিন মূসা বিন মা'কিল আবুল ইয়ামান আল-মিস্‌রী তিনি বলেন, আমি ইমাম শাফিঈ (রহঃ)-কে নাবী (ﷺ)-এর হাদীস্ব "দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবে পানি ছিটাতে হবে এবং কন্যা সন্তান হলে তার পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে" সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এখানে উভয়ের পানি (পেশাব হিসাবে) একই পর্যায়ের। তিনি বলেন, কেননা পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ও মাটি থেকে নির্গত এবং কন্যা সন্তানের পেশাব গোশত ও রক্ত থেকে নির্গত। অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ অথবা তিনি বলেন, তোমার কি বোধগম্য হয়েছে? আল-মিস্‌রী বলেন, আমি বললাম, না। শাফিঈ (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা আদাম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর পাঁজরের ক্ষুদ্র হাড় থেকে হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। এ হিসাবে পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ও মাটি থেকে তৈরি হয় এবং কন্যা সন্তানের পেশাব গোশত ও রক্ত

---

৫২২. বুখারী ২২৩, ৫৬৯৩; মুসলিম ২৮৭/১-৩, ২২১৪, তিরমিযী ৭১, নাসায়ী ৩০২, আবূ দাউদ ৩৭৪, আহমাদ ২৬৪৫৬, ২৬৪৬০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৪৩, দারিমী ৭৪১। সহীহ আবূ দাউদ ৩৯৮, ইরওয়া' ১৬৯। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

থেকে নির্গত হয়। আল-মিস্‌রী বলেন, শাফিঈ (রহঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, এবার তুমি কি বুঝতে পেরেছ? আমি বললাম, হাঁ। তিনি আমাকে বললেন, আল্লাহ এই জ্ঞান দ্বারা তোমাকে উপকৃত করুন।[৫২৩]

٥٢٦/٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ خَادِمَ النَّبِيِّ ﷺ فَجِيءَ بِالْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَأَرَادُوا أَنْ يَغْسِلُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «رُشَّهُ فَإِنَّهُ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ».

৫/৫২৬। ◊আমর বিন আলী ও মুজাহীদ বিন মূসা ও আব্বাস বিন আবদুল আযীম⟩আবদুর রহমান বিন মাহদী⟩ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ⟩মুহিল্লা বিন খালীফাহ⟩আবূ সাম্‌হ (রাঃ)◊ বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খাদিম ছিলাম। তাঁর নিকট হাসান অথবা হুসায়ন (রাঃ)-কে নিয়ে আসা হলো। সে তাঁর বুকের উপর পেশাব করে দেয়। উপস্থিত লোকেরা তা ধোয়ার উদ্যোগ নিলে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তাতে পানি ছিটিয়ে দাও। কেননা শিশু কন্যা সন্তান হলে তার পেশাব ধৌত করতে হয় এবং পুত্র সন্তান হলে তার পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট।[৫২৪]

٥٢٧/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ».

৬/৫২৭। ◊মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার⟩আবূ বাক্‌র আল-হানাফী⟩উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সান্দেহ করেন)⟩আমর বিন শুআয়ব⟩......................⟩উম্মু কুর্‌য (রাঃ)◊ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, (দুগ্ধপোষ্য শিশু) বালকের পেশাবের উপর পানি ছিটাতে হবে এবং বালিকার পেশাব ধুতে হবে।[৫২৫]

١/٧٨. بَاب الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ كَيْفَ تُغْسَلُ

১/৭৮. অধ্যায় : পেশাবে সিক্ত মাটি কিভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

٥٢٨/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَوَثَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ».

১/৫২৮। ◊আহমাদ বিন আবদাহ⟩হাম্মাদ বিন যায়দ⟩সাবিত⟩আনাস (রাঃ)◊ এক বেদুঈন মাসজিদে (নাববীতে) পেশাব করে দিল। কতক লোক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো।

---

৫২৩. তিরমিযী ৬১০, আবূ দাঊদ ৩৭৭, আহমাদ ৫৬৪, ৭৫৯, ১১৫২। ইরওয়া' ১৬৬, সহীহ আবূ দাঊদ ৪০২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫২৪. আবূ দাঊদ ৩৭৬। মিশকাত ৫০২, সহীহ আবূ দাঊদ, ৪০০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫২৫. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীসের রাবী উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমমা নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন ঃ তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি নিয়ে ডাকলেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।[৫২৬]

٥٢٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ «لَقَدْ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا ثُمَّ وَلَّى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ يَبُولُ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فَقَامَ إِلَيَّ بِأَبِي وَأُمِّي فَلَمْ يُؤَنِّبْ وَلَمْ يَسُبَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بُنِيَ لِذِكْرِ اللهِ وَلِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَمَرَ بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأُفْرِغَ عَلَى بَوْلِهِ».

২/৫২৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সান্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, এক বেদুইন মাসজিদে (নাববীতে) প্রবেশ করলো, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাসজিদে বসা ছিলেন। সে বললো, হে আল্লাহ্! আমাকে ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে ক্ষমা করুন এবং আমাদের সাথে অপর কাউকে ক্ষমা না করুন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) হেসে দিয়ে বললেন ঃ তুমি একটি প্রশস্ত বিষয়কে সংকীর্ণ করে দিলে। অতঃপর সে ফিরে মোড় ঘুরে মাসজিদের এক কোণায় গিয়ে পেশাব করতে লাগলো। বেদুঈন তার অশিষ্ট আচরণ উপলব্ধি করে আমার নিকট দাঁড়িয়ে বললো, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তিনি তাকে ধমকও দেননি এবং গালি-গালাজও করেননি। তিনি শুধু বললেন ঃ এই মাসজিদে, এতে পেশাব করা সংঙ্গত নয়, বরং তা নির্মাণ করা হয়েছে আল্লাহ্র যিকির ও স্বলাতের জন্য। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনার নির্দেশ দেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দেয়া হয়।[৫২৭]

٥٣٠/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْهُذَلِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ عِنْدَنَا ابْنُ أَبِي حُمَيْدٍ أَنْبَأَنَا أَبُو الْمَلِيحِ الْهُذَلِيُّ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِي رَحْمَتِكَ إِيَّانَا أَحَدًا فَقَالَ «لَقَدْ حَظَرْتَ وَاسِعًا وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ قَالَ فَشَجَ يَبُولُ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مَهْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَعُوهُ ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ».

৩/৫৩০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ উবায়দুল্লাহ আল-হুযালী (মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বলেন, উবায়দুল্লাহ আল-হুযালী আমাদের নিকট বিন আবূ হুমায়দ নামেই পরিচিত ছিলেন) তার হাদীস্র প্রত্যাখানযোগ্য আবূল মালীহ আল-হুযালী ওয়াসিলাহ ইবনুল আসক্বা' (রাঃ) তিনি বলেন, এক বেদুঈন নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্! আমার উপর ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং বিশেষ করে আমাদের সাথে আপনার রহমতের মধ্যে অন্য কাউকে যোগ না করুন। নাবী (ﷺ) বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়! তুমি প্রশস্তকে সংকীর্ণ করে

---

৫২৬. বুখারী ২১৯, ২২১, ৬০২৫; মুসলিম ২৮৪/-১২; ২৮৫; তিরমিযী ১৪৭, নাসায়ী ৫৩-৫৫, ৩২৯; আহমাদ ১১৬৭২, ১১৭২২, ১২২৯৮, ১২৫৭২, ১২৯৫৫; দারিমী ৭৪০। ইরওয়া' ১/১৯১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫২৭. বুখারী ২২০, ৬০১০, ৬১২৮; তিরমিযী ১৪৭, নাসায়ী ৫৬, ৩৩০, ১২১৬-১৭; আবূ দাঊদ ৩৮০, ৮৮২; আহমাদ ৭২১৪, ৭৭৪০, ১০১৫৫। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৪০৪, ৮৮৫, ইরওয়া' ১৭১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি স্বালিহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কখনো হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্র বর্ণনায় সমস্যা নেই। ইমাম নাসায়ী তাকে স্বিকাহ বলেছেন।

ফেলেছ। রাবী বলেন, এরপর সে সরে গিয়ে পেশাব করতে লাগলো। নাবী (ﷺ)-এর সহাবীগণ বলেন, থামো! রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমরা তাকে ত্যাগ করো। অতঃপর তিনি এক বালতি পানি আনালেন এবং তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।[৫২৮]

٧٩/١. بَاب الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

১/৭৯. অধ্যায় : মাটির একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করে।

٥٣١/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ».

১/৫৩১। ◊ হিশাম বিন আম্মার ✕ মালিক বিন আনাস ✕ মুহাম্মাদ বিন উমারাহ বিন আমর বিন হাযম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) ✕ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল হারিস্ব আত-তায়মী ✕ আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ)-এর উম্মু ওয়ালাদ ✕ তিনি নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ (রাঃ) ◊-কে বললেন, আমার পরিধেয় বস্ত্রের আঁচল বেশ লম্বা। এ অবস্থায় আমি আবর্জনার স্থান দিয়ে যাতায়াত করি। উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তার পরের স্থান একে পবিত্র করে দেয়।[৫২৯]

٥٣٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرِيدُ الْمَسْجِدَ فَنَطَأُ الطَّرِيقَ النَّجِسَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْأَرْضُ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا».

২/৫৩২। ◊ আবূ কুরায়ব ✕ <u>ইবরাহীম বিন ইসমাঈল আল-ইয়াশকুরী</u> (মাজহুল বা অপরিচিত) ✕ <u>ইবনু আবূ হাবীবাহ</u> (দঈফ বা দুর্বল) ✕ দাউদ বিন হুসায়ন ✕ আবূ সুফইয়ান ✕ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ◊ তিনি বলেন, বলা হলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা মাসজিদে যাতায়াতকালে আবর্জনার স্থানও অতিক্রম করি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ভূমির একাংশ অপরাংশকে পবিত্র করে।[৫৩০]

٥٣٣/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا قَذِرَةً قَالَ «فَبَعْدَهَا طَرِيقٌ أَنْظَفُ مِنْهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ».

---

৫২৮. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্বের রাবী <u>উবায়দুল্লাহ আল-হুযালী</u> সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষেরা তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যান করেছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান ও দুহায়ম বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে মুনকার ও দুর্বল বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৫২৯. তিরমিযী ১৪৩, আবূ দাউদ ৩৮৩, আহমাদ ২৫৯৪৯, ২৬১৪৬; মুওয়াত্তা মালিক ৪৭, দারিমী ৭৪২। মিশকাত ৫০৪, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৩০. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. <u>ইবরাহীম বিন ইসমাঈল আল-ইয়াশকুরী</u> সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। ২. <u>ইবনু আবূ হাবীবাহ</u> সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে সালিহ বললেও অন্যত্র তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

৩/৫৩৩। ∞আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ✖শারীক✖আবদুল্লাহ বিন ঈসা✖মূসা বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ✖আবদুল আশহাল গোত্রের এক মহিলা (ইসমু মুবহাব বা নাম অস্পষ্ট)∞ তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট জানতে চেয়ে বললাম, আমার ও মাসজিদের মাঝখানে আবর্জনাপূর্ণ কিছু পথ আছে। তিনি বলেন, তার পরবর্তী পথ হয়ত পরিচ্ছন্ন হবে? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, এই অংশ ঐ অংশের সমান বা পরিপূরক।[৫৩১]

٨٠/١. بَاب مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

১/৮০. অধ্যায় : নাপাক ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা।

٥٣٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ».

১/৫৩৪। ∞আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ✖ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ✖হুমায়দ✖বাকর বিন আবদুল্লাহ✖আবূ রাফি'✖আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)∞ মাদীনাহ্‌র কোন এক পথে নাবী (ﷺ)-এর সাথে নাপাক অবস্থায় তার সাক্ষাৎ হয়। তিনি নিজেকে লুকিয়ে ফেলেন এবং নাবী (ﷺ) তাকে হারিয়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলে নাবী (ﷺ) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ হুরায়রাহ! তুমি কোথায় ছিলে? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি যখন আমাকে দেখেছেন তখন আমি নাপাক ছিলাম। এমতাবস্থায় গোসল না করে আপনার সাথে বসা আমি সঙ্গত মনে করিনি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি নাপাক হয় না।[৫৩২]

٥٣٥/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَقِيَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَحِدْتُ عَنْهُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ «مَا لَكَ قُلْتُ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ».

২/৫৩৫। ∞আলী বিন মুহাম্মাদ✖ওয়াকী'✖মিসআর✖ওয়াসিল আল-আহদাব✖আবূ ওয়ায়িল✖হুযায়ফাহ (রাঃ)∞ ∞ইসহাক বিন মানসূর✖ইয়াহইয়া বিন সাঈদ✖মিসআর✖ওয়াসিল আল-আহদাব✖আবূ ওয়ায়িল✖হুযায়ফাহ (রাঃ)∞ তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বের হয়ে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমি নাপাক অবস্থায় ছিলাম। তাই আমি তাঁকে পাশ কাটিয়ে গোসল করতে গেলাম। অতঃপর আমি ফিরে এলে তিনি বলেন, তোমার কী হলো? আমি বললাম, আমি নাপাক ছিলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি নাপাক হয় না।[৫৩৩]

---

৫৩১. আবূ দাউদ ৩৮৪। মিশকাত ৫১২, সহীহ আবূ দাউদ ৪০৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৩২. বুখারী ২৮৩, ২৮৫; মুসলিম ৩৭১, তিরমিযী ১২১, নাসায়ী ২৬৯, আবূ দাউদ ২৩১, আহমাদ ৭১৭০, ৮৭৪৫, ৯৭৩৫। ইরওয়া' ৪৭৪, সহীহ আবূ দাউদ ২২৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৩৩. মুসলিম ৩৭২, নাসায়ী ২৬৭-৬৮, আবূ দাউদ ২৩০, আহমাদ ২২৭৫৩, ২২৯০৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। সহীহাহ ২২৪।

١/٨١. بَاب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

১/৮১. অধ্যায় : পরিধেয় বস্ত্রে বীর্য লাগলে।

١/٥٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْمَنِيُّ أَنَغْسِلُهُ أَوْ نَغْسِلُ الثَّوْبَ كُلَّهُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصِيبُ ثَوْبَهُ فَيَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي ثَوْبِهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أَرَى أَثَرَ الْغَسْلِ فِيهِ».

১/৫৩৬। ∘(আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ)(আবদাহ বিন সুলায়মান)(আম্‌র বিন মায়মূন)(সুলায়মান বিন ইয়াসার)(আয়িশাহ)∘ (আম্‌র বিন মায়মূন) বলেন, আমি সুলায়মান বিন ইয়াসারকে বীর্য লেগে যাওয়া পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি যে, আমরা কি শুধু বীর্য লেগে যাওয়া অংশ ধৌত করবো, না গোটা কাপড়টিই ধৌত করবো? সুলায়মান বলেন, আয়িশাহ বলেছেন যে, নাবী-এর পরিধেয় বস্ত্রে বীর্য লেগে গেলে তিনি তা পরিহিত অবস্থায় ধুয়ে ফেলতেন, অতঃপর ঐ কাপড় পরেই স্বলাত আদায় করতে বেরিয়ে যেতেন এবং আমি তাতে ধোয়ার চিহ্ন দেখতে পেতাম।[৫৩৪]

١/٨٢. بَاب فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنْ الثَّوْبِ

১/৮২. অধ্যায় : কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলা।

١/٥٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدِي».

১/৫৩৭। ∘(আলী বিন মুহাম্মাদ)(আবূ মুআবিয়াহ)(আ'মাশ)(ইবরাহীম)(হাম্মাম ইবনুল হারিস)(আয়িশাহ)∘ ∘(মুহাম্মাদ বিন তরীফ)(আবদাহ বিন সুলায়মান)(আ'মাশ)(ইবরাহীম)(হাম্মাম ইবনুল হারিস)(আয়িশাহ)∘ বলেন, কখনো কখনো আমি নিজ হাতে রসূলুল্লাহ-এর কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলতাম।[৫৩৫]

٢/٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ «نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ فَاحْتَلَمَ فِيهَا فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِإِصْبَعِهِ رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِصْبَعِي».

২/৫৩৮। ∘(আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ)(আবূ মুআবিয়াহ)(আ'মাশ)(ইবরাহীম)(হাম্মাম ইবনুল হারিস)(তিনি বলেন, আয়িশাহ)∘-এর ঘরে একজন মেহমান আসলে

---

৫৩৪. বুখারী ২২৯-৩২, মুসলিম ২৮৯, তিরমিযী ১১৭, নাসায়ী ২৯৫, আবূ দাঊদ ৩৭৩, আহমাদ ২৩৬৮৭, ২৪৫৭৪, ২৪৭৬৫। ইরওয়া' ১৮০, স্বহীহ আবূ দাঊদ ৩৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫৩৫. মুসলিম ২৮৮/১-২, ২৯০; তিরমিযী ১১৬, নাসায়ী ২৯৬-৩০১, আবূ দাঊদ ৩৭১-৭২, আহমাদ ২৩৫৪৪, ২৩৬৩৮, ২৩৮৫৭, ২৪১৩৮, ২৪৪১৫, ২৪৪৮৭, ২৪৫১৩, ২৫২৫০, ২৫৪৯৩, ২৫৬৫৪, ২৫৭৩৩, ২৫৮৬৩; ইবনু মাজাহ ৫৩৮-৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

তিনি তার জন্য একটি হলুদ বর্ণের তোষক বিছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাতে মেহমানের স্বপ্নদোষ হলো এবং স্বপ্নদোষের চিহ্ন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সে তোষকটি ফেরত পাঠাতে লজ্জাবোধ করে। তাই সে তা পানিতে ডুবিয়ে ধৌত করার পর সেটি তাকে ফেরত পাঠায়। তখন আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সে আমাদের কাপড়টি কেন নষ্ট করলো? তার জন্য তো আঙ্গুল দিয়ে তা খুঁটে ফেলাই যথেষ্ট ছিল। কখনো কখনো আমি আমার আঙ্গুল দ্বারা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে তুলে ফেলেছি।[৫৩৬]

٥٣٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحُتُّهُ عَنْهُ».

৩/৫৩৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ > হুশায়ম > মুগীরাহ > ইবরাহীম > আসওয়াদ > আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি স্বচক্ষে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাপড়ে বীর্যের চিহ্ন দেখে তা নিজ হাতে খুঁটে তুলে ফেলেছি।[৫৩৭]

٨٣/١. بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ

১/৮৩. অধ্যায় : সহবাসকালের পরিধেয় বস্ত্রে স্বলাত আদায় করা।

٥٤٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ «أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى».

১/৫৪০। মুহাম্মাদ বিন রুমহ > লায়স বিন সা'দ > ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব > সুওয়ায়দ বিন কায়স > মুআবিয়াহ বিন হুদায়জ > মুআবিয়াহ বিন আবূ সুফ্ইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) > তিনি তার বোন এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে কাপড় পরে সহবাস করতেন তা পরেই কি তিনি স্বলাতও আদায় করতেন? তিনি বলেন, হাঁ, যদি তাতে নাপাকী না লাগতো।[৫৩৮]

٥٤١/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُشَنِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ «نَعَمْ أُصَلِّي فِيهِ وَفِيهِ أَيْ قَدْ جَامَعْتُ فِيهِ».

---

৫৩৬. মুসলিম ২৮৮/১-২, ২৯০; তিরমিযী ১১৬, নাসায়ী ২৯৬-৩০১, আবূ দাউদ ৩৭১-৭২, আহমাদ ২৩৫৪৪, ২৩৬৩৮, ২৩৮৫৭, ২৪১৩৮, ২৪৪১৫, ২৪৪৮৭, ২৪৫১৩, ২৫২৫০, ২৫৪৯৩, ২৫৬৫৪, ২৫৭৩৩, ২৫৮৬৩; ইবনু মাজাহ ৫৩৭, ৫৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫৩৭. মুসলিম ২৮৮/১-২, ২৯০; তিরমিযী ১১৬, নাসায়ী ২৯৬-৩০১, আবূ দাউদ ৩৭১-৭২, আহমাদ ২৩৫৪৪, ২৩৬৩৮, ২৩৮৫৭, ২৪১৩৮, ২৪৪১৫, ২৪৪৮৭, ২৪৫১৩, ২৫২৫০, ২৫৪৯৩, ২৫৬৫৪, ২৫৭৩৩, ২৫৮৬৩; ইবনু মাজাহ ৫৩৭-৩৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫৩৮. নাসায়ী ২৯৪, আবূ দাউদ ৩৬৬। স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৯০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/৫৪১। হিশাম বিন খালিদ আল-আয্রাক হাসান বিন ইয়াহইয়া আল-খুশানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভূল করেন) য্বায়দ বিন ওয়াকিদ বুসর বিন উবায়দুল্লাহ আবূ ইদরীস আল-খাওলানী আবূদ-দারদা' (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মাথা থেকে পানির ফোঁটা পতিত হওয়া অবস্থায় আমাদেরকে নিকট বের হয়ে আসেন। তিনি আমাদের এক কাপড়ে স্বলাত আদায় করালেন, যার দু' প্রান্ত দু' (কাঁধে) বিপরীত দিকে ছিল। তিনি স্বলাত শেষ করলে পর উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আমাদের সাথে এক কাপড়ে স্বলাত আদায় করালেন। তিনি বলেন, হাঁ, তাতেই স্বলাত আদায় করেছি এবং এই কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমি সহবাস করেছি।[৫৩৯]

٥٤٢/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ أَهْلَهُ قَالَ «نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَرَى فِيهِ شَيْئًا فَيَغْسِلَهُ».

৩/৫৪২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইয়াহইয়া বিন ইউসুফ আয-যিমিয়্যু উবায়দুল্লাহ বিন আমর আবদুল মালিক বিন উমায়র জাবির বিন সামুরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আহমাদ বিন উস্‌মান বিন হাকীম সুলায়মান বিন উবায়দুল্লাহ আর-রাক্কী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু দুর্বল) উবায়দুল্লাহ বিন আমর আবদুল মালিক বিন উমায়র জাবির বিন সামুরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন ব্যক্তি যে কাপড় পরে সহবাস করেছে সে কাপড় পরেই কি সে স্বলাত আদায় করতে পারে? তিনি বলেন, হাঁ, তবে তাতে নাপাকী দৃষ্টিগোচর হলে তা ধুয়ে নিতে হবে।[৫৪০]

٨٤/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

১/৮৪. অধ্যায় : চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করা।

٥٤٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ «بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ أَتَفْعَلُ هَذَا قَالَ وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيرٍ لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

১/৫৪৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আ'মাশ ইবরাহীম হাম্মাম ইবনুল হারিস্ব বলেন, জারীর বিন আবদুল্লাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পেশাব করার পর উদূ করলেন এবং তার চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করলেন। তাকে বলা হলো, আপনিও কি এরূপ করেন? তিনি বলেন, আমাকে কোন্ জিনিস তাতে বাধা দিবে? অথচ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম বলেন, জারীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস্ব

---

৫৩৯. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্বের রাবী হাসান বিন ইয়াহইয়া আল-খুশানী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল ও দুহায়ম বলেন, কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইবনু মাঈন তাকে দুর্বলও বলেনছেন।

৫৪০. আহমাদ ২০৩১৪। সহীহ আবূ দাউদ ৩৯০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

শুনে লোকেরা বিস্মিত হতো। কারণ তিনি সূরাহ আল-মায়িদাহ নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[৫৪১]

٥٤٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».

২/৫৪৪। «মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আলী বিন মুহাম্মাদ» ওয়াকী' » আ'মাশ » আবূ ওয়ায়িল » হুযাইফাহ (রাঃ) » «আবূ হাম্মাম আল-ওয়ালীদ বিন শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ » আমার পিতা **শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ** ও বিন উইয়াইনাহ ও বিন আবূ যায়িদাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র **বর্ণনায় সন্দেহ করেন)** » আ'মাশ » আবূ ওয়ায়িল » হুযায়ফাহ (রাঃ) » রসূলুল্লাহ (সাঃ) উদূ করলেন এবং **তার চামড়ার** মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করলেন।[৫৪২]

٥٤٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ».

৩/৫৪৫। «মুহাম্মাদ বিন রুমহ্ » লায়স্র বিন সা'দ » ইয়াহইয়া বিন সাঈদ » সা'দ বিন ইবরাহীম » নাফি' ইবনুয-যুবায়র » উরওয়াহ ইবনুল মুগীরাহ বিন শু'বাহ » তার পিতা (মুগীরাহ বিন শু'বাহ) (রাঃ) » রসূলুল্লাহ (সাঃ) পায়খানায় যেতে বের হলেন। মুগীরাহ (রাঃ) এক পাত্র পানিসহ তাঁর অনুসরণ করেন। শেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রয়োজন সেরে উদূ করেন এবং তাঁর চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করেন।[৫৪৩]

٥٤٦/٤ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ سَعْدٌ لِعُمَرَ أَفْتِ ابْنَ أَخِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ «كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَمْسَحُ عَلَى خِفَافِنَا لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنْ جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ قَالَ نَعَمْ».

৪/৫৪৬। «ইমরান বিন মূসা আল-লায়স্রী » মুহাম্মাদ বিন সাওয়া' » সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ » আয়্যুব » নাফি' » ইবনু উমার (রাঃ) » তিনি সা'দ বিন মালিক (রাঃ)-কে চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করতে দেখে বলেন, আপনারাও এটা করছেন! এরপর তারা উভয়ে উমার (রাঃ)-এর এর নিকট একত্র

---

৫৪১. বুখারী ৩৮৭, মুসলিম ২৭২, তিরমিযী ৯৩-৯৪, ৬১১; নাসায়ী ১১৮, আবূ দাউদ ১৫৪, আহমাদ ১৮৬৮৭, ১৮৭১৯, ১৮৭৩৬। ইরওয়া' ৯৯, সহীহ্ আবূ দাউদ ১৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৪২. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৪৩. বুখারী ১৮২, ২০৩, ৩৬৩, ৫৭৯৮; মুসলিম ২৭৪/১-৩, তিরমিযী ৯৭, ৯৮, ১০০; নাসায়ী ৭৯, ৮২, ১২৩-২৫; আবূ দাউদ ১৪৯-৫১, আহমাদ ১৭৬৬৮, ১৭৬৭৫, ১৭৬৭৯, ১৭৬৯২, ১৭৭০৫, ১৭৭১০, ১৭৭২৫, ১৭৭২৮, ১৭৭৪১, ১৭৭৫৫, ১৭৭৬০; মুওয়াত্তা মালিক ৭৩, দারিমী ৭১৭, ইবনু মাজাহ ৩৮৯। ইরওয়া' ৯৭, সহীহ আবূ দাউদ ১৩৬, ১৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

হলেন। সা'দ (রাঃ) উমার (রাঃ)-কে বলেন, আমার এই ভাতিজাকে চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ সম্পর্কে ফতওয়া দিন। উমার (রাঃ) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে থাকাকালে আমাদের চামড়ার মোজার উপর মাসহ করতাম। আমরা একে আপত্তিকর দেখতে পাইনি। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, আর যদি সে পায়খানা সেরে আসে? তিনি বলেন, হাঁ (সে ক্ষেত্রেও)।[৫৪৪]

٥٤٧/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ».

৫/৫৪৭। আবূ মুসআব আল-মাদানী আবদুল মুহায়মিন ইবনুল আব্বাস বিন সাহ্‌ল আস্-সাইদী (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আব্বাস বিন সাহ্‌ল আস্-সাইদী) দাদা (সাহ্‌ল আস্-সাইদী (রাঃ)) রসূলুল্লাহ (সাঃ) চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করেছেন এবং আমাদেরকেও মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৪৫]

٥٤٨/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ «هَلْ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ لَحِقَ بِالْجَيْشِ فَأَمَّهُمْ».

৬/৫৪৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আমর বিন উবায়দ আত-তনাফিসী আমর ইবনুল মুস্রান্না (মাজহুল বা অপরিচিত) আতা আল-খুরাসানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সান্দেহ করেন) আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, আমি সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বলেন, পানি আছে কি? তিনি উদূ করেন এবং তাঁর চামড়ার মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করেন, অতঃপর সেনাবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে তাদের স্বলাতে ইমামাত করেন।[৫৪৬]

٥٤٩/٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِنْدِيِّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا».

৭/৫৪৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' দালহাম বিন স্বালিহ আল-কিন্দী (দঈফ বা দুর্বল) হুজায়র বিন আবদুল্লাহ আল-কিন্দী (মাকবূল) ইবনু বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ (রাঃ)) (হাবশা-রাজ) নাজাশী নাবী (সাঃ) কে কালো রংয়ের একজোড়া চামড়ার মোজা উপহার পাঠান। তিনি তা পরিধান করেন, অতঃপর উদূ করেন এবং মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করেন।[৫৪৭]

---

৫৪৪. মুওয়াত্ত্বা মালিক ৭৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫৪৫. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল মুহায়মিন ইবনু আব্বাস সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনুল জুনায়দ বলেন, তার হাদীস্র দুর্বল। আস-সাজী বলেন, তার নিকট তার পিতা ও দাদার সূত্রে একটি নুসখা রয়েছে, যাতে একধিক মুনকার হাদীস্র রয়েছে। ইবনুল বুরাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৫৪৬. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আমর ইবনুল মুস্রান্না সম্পর্কে আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্র সংরক্ষিত নয়।

৫৪৭. আবূ দাউদ ১৫৫। স্বহীহ আবূ দাউদ ১৪৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী দালহাম বিন স্বালিহ আল-কিন্দী সম্পর্কে আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম নাসায়ী তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

١/٨٥. بَاب مَا جَاءَ فِي مَسْحِ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ

১/৮৫. অধ্যায় : মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসহ করা।

٥٥٠/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ».

১/৫৫০। **হিশাম বিন আম্মার** **ওয়ালীদ বিন মুসলিম** স্রাওর বিন ইয়াযীদ রাজা' বিন হায়ওয়াহ **মুগীরাহ বিন শু'বাহ এর কাতিব (সচিব)** মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) **মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসহ করেন।**[৫৪৮]

٥٥١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ دَفَعَهُ «إِنَّمَا أُمِرْتَ بِالْمَسْحِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ هَكَذَا مِنْ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ وَخَطَّطَ بِالْأَصَابِعِ».

২/৫৫১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্তফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সান্দেহ করেন) বাকিয়্যাহ জারীর বিন ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল) মুনযির (মাজহুল) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন সে উদূ করছিল এবং তার চামড়ার মোজাদ্বয় ধৌত করছিল। তিনি তাকে হাতের ইশারায় নিষেধ করেন এবং বলেন, আমাকে মাসহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হাত দিয়ে দেখিয়ে বলেন, এভাবে আঙ্গুলের মাথা থেকে নলার মূল পর্যন্ত এবং তিনি তাঁর আঙ্গুল দ্বারা রেখা টানেন (পায়ের নলা পর্যন্ত)।[৫৪৯]

١/٨٦. بَاب مَا جَاءَ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ

১/৮৬. অধ্যায় : মুকীম ও মুসাফিরের জন্য মাসহ করার সময়সীমা।

٥٥٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْمَسْحِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ لِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».

---

৫৪৮. বুখারী ১৮২, ২০৩, ২০৬, ৩৬৩, ৩৮৮, ২৯১৮, ৪৪২১, ৫৭৯৮, ৫৭৯৯; মুসলিম ২৭৪/১-১০, তিরমিযী ৯৭, ৯৮, ১০০; নাসায়ী ৭৯, ৮২, ১০৯, ১২৩-২৫; আবূ দাউদ ১৪৯-৫১, ১৫৯; আহমাদ ১৭৬৬৮, ১৭৬৭৫, ১৭৬৭৯, ১৭৬৯২, ১৭৭০৫, ১৭৭১০, ১৭৭২৮; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৭৩, দারিমী ৭১৩। মিশকাত ৫২১ দঈফ, আবূ দাউদ ১৬৫ দঈফ, তিরমিযী ৯৭ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

৫৪৯. দঈফ আবূ দাউদ ১৯। তাহকীক আলবানী ঃ খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্তফা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অপরিচিত। ২. জারীর বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। ৩. মুনযির সম্পর্কে আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না।

১/৫৫২। মুহাম্মাদ ইবনুল বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ হাকাম কাসিম বিন মুখাইয়মিরাহ শুরায়হ বিন হানী আলী তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ -কে মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি আলীর নিকট যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো। কারণ তিনি এ সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। অতএব আমি আলী -এর নিকট পৌঁছে তাকে মাসহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আমাদেরকে মাসহ করার নির্দেশ দিয়েছেন ঃ মুকীমের জন্য একাধারে এক দিন ও এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য পূর্ণ তিন দিন পর্যন্ত।[৫৫০]

٥٥٣/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا».

২/৫৫৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান তার পিতা (সাঈদ বিন মাসরূক) ইবরাহীম আত-তায়মী আমর বিন মায়মূন খুযায়মাহ বিন স্নাবিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ মুসাফিরের জন্য তিন দিন (মাসহ করার মেয়াদ) নির্ধারণ করেছেন। যদি প্রশ্নকারী আবেদন করতে থাকতো তাহলে তিনি হয়তো পাঁচ দিন নির্ধারণ করতেন।[৫৫১]

٥٥٤/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَحْسِبُهُ قَالَ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ».

৩/৫৫৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ সালামাহ বিন কুহায়ল ইবরাহীম আত-তায়মী হারিস্ন বিন সুওয়ায়দ আমর বিন মায়মূন খুযায়মাহ বিন স্নাবিত নাবী বলেন, 'তিন দিন' (রাবী বলেন) আমার ধারণা মতে তিনি 'তিন রাত'ও বলেছেন, মুসাফিরের জন্য মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করার মেয়াদ।[৫৫২]

٥٥٥/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ الثُّمَالِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ».

৪/৫৫৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ন বর্ণনায় সান্দেহ করেন) আমর বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ খাসআম আস-সুমালী (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্নীর আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, লোকেরা বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! মোজার উপর মাসহ করার মেয়াদ কত? তিনি বলেন, মুসাফিরের জন্য একাধারে তিন দিন ও তিন রাত ও মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত।[৫৫৩]

---

৫৫০. মুসলিম ২৭৬, নাসায়ী ১২৮-২৯, আহমাদ ৭৫০, ৭৮২, ৯০৮৭, ৯৫২, ৯৬৯, ১১২৯, ১২৪৯, ১২৮০, ২৪২৭৫; দারিমী ৭১৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্নহীহ।

৫৫১. বুখারী ২০২, তিরমিযী ৯৫, নাসায়ী ২২১-২২, আবূ দাউদ ১৯৭, আহমাদ ২১৩৪৪, ২১৩৬৮; ইবনু মাজাহ ৫৫৪। স্নহীহ আবূ দাউদ ১৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্নহীহ।

৫৫২. বুখারী ২০২, তিরমিযী ৯৫, নাসায়ী ২২১-২২, আবূ দাউদ ১৯৭, আহমাদ ২১৩৪৪, ২১৩৬৮; ইবনু মাজাহ ৫৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্নহীহ।

৫৫৩. তাহকীক আলবানী ঃ স্নহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্নের রাবী ১. যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ন বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্নমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্নিকাহ বলেছেন।

Contents

٥/٥٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَبِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ إِذَا تَوَضَّأَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ أَحْدَثَ وُضُوءًا أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً».

৫/৫৫৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও বিশর বিন হিলাল আস্‌-স্বওয়াফ আবদু ওয়াহব বিন আবদুল মাজীদ মুহাজির আবূ মাখলাদ (মাকবূল) আবদুর রহমান বিন আবূ বাকরাহ তার পিত (আবূ বাক্‌রাহ) থেকে বর্ণিত। উদূ করে মোজা পরিধানের পর উদূ ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে নাবী মুসাফিরের জন্য একাধারে তিন দিন ও তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত মোজার উপর মাসহ করার অনুমতি দিয়েছেন।[৫৫৪]

٨٧/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ

১/৮৭. অধ্যায় : অনির্দিষ্ট কালের জন্য মাসহ করা।

١/٥٥٧ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ الْقِبْلَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ «نَعَمْ قَالَ يَوْمًا قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلَاثًا حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ لَهُ وَمَا بَدَا لَكَ».

১/৫৫৭। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া মিস্‌রী ও আমর বিন সাওয়াদ মিস্‌রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইয়াহইয়া বিন আয়্যূব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) আবদুর রহমান বিন রাযীন মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন আবূ ইয়াযীদ (মাজহুল) আয়্যূব বিন কাতান (তার মাঝে দুর্বলতা আছে) উবাদাহ বিন নুসায় উবায় বিন ইমারাহ রসূলুল্লাহ তার বাড়িতে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করেছেন। তিনি -কে বলেন, আমি কি মোজাদ্বয়ের উপর মাসহ করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, এক দিন? তিনি বলেন, দু' দিন। রাবী বলেন, তাহলে তিন দিন? এভাবে তিনি সাত (দিন) পর্যন্ত পৌঁছেন। তিনি তাকে বলেন, যত দিন তোমার ইচ্ছা হয়।[৫৫৫]

٢/٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ مِصْرَ فَقَالَ «مُنْذُ كَمْ لَمْ تَنْزِعْ خُفَّيْكَ قَالَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ».

---

২. আমর বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ খাসআম আস-সুমালী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৫৫৪. মিশকাত ৫১৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৫৫৫. আবূ দাউদ ১৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন আবূ ইয়াযীদ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার হাদীস্ব দলীলযোগ্য নয়। ২. আয়্যূব বিন কাতান সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী, ইমাম দারাকুতনী ও আল-আযদী বলেন, তিনি অপরিচিত।

২/৫৫৮। আহমাদ বিন ইউসুফ আস-সুলামী আবূ আসিম হায়ওয়াহ বিন শুরায়হ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব হাকাম বিন আবদুল্লাহ আল-বালাবী আলী বিন রাবাহ আল-লাখমী উকবাহ্ বিন আমির আল-জুহানী (রাঃ) তিনি মিসর থেকে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট আসেন। উমার (রাঃ) বলেন, কবে থেকে তুমি মোজা খোলনি? তিনি বলেন, এক জুমুআহ্র দিন থেকে পরবর্তী জুমুআহ্র দিন পর্যন্ত। তিনি বলেন, তুমি সুন্নাতকে পেয়ে গেছো।[৫৫৬]

٨٨/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

১/৮৮.. অধ্যায় : সুতি মোজা ও জুতার উপরিভাগ মাসহ্ করা।

٥٥٩/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ».

১/৫৫৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবূ কায়স আল-আওদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন) মুযাইল বিন শুরাহবীল মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) উদূ করেন এবং সুতি মোজাদ্বয় ও জুতা জোড়ার উপর মাসহ করেন।[৫৫৭]

٥٦٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ وَبِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عِيسَى بْنِ سِنَانٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» قَالَ الْمُعَلَّى فِي حَدِيثِهِ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَالنَّعْلَيْنِ».

২/৫৬০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুআল্লা বিন মানসূর ও বিশর বিন আদাম ঈসা বিন যূনুস ঈসা বিন সিনান (লাইয়েনুল হাদীস) দহ্হাক বিন আবদুর রহমান বিন আরযাব আবূ মুসা আল-আশআরী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) উদূ করেন এবং সুতি মোজাদ্বয় ও জুতা জোড়ার উপর মাসহ করেন। মুআল্লা (রহঃ) তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, আমি অবশ্যি জানি যে, তিনি জুতা জোড়ার কথা বলেছেন।[৫৫৮]

٨٩/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

১/৮৯. অধ্যায় : পাগড়ির উপর মাসহ্ করা।

٥٦١/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».

---

৫৫৬. সহীহাহ ২৬২২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৫৭. তিরমিযী ৯৯, নাসায়ী ১২৫, আবূ দাউদ ১৫৯, আহমাদ ১৭৭৪১। মিশকাত ৫২৩, ইরওয়া' ১০১, সহীহ আবূ দাউদ ১৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৫৮. সহীহ আবূ দাউদ ১৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ঈসা বিন সিনান সম্পর্কে ইবনু খিরাশ বলেন, তিনি সত্যবাদী। আল-আজলী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও সংমিশ্রণ করেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১/৫৬১। হিশাম বিন আম্মার ঈসা বিন য়ূনুস আ'মাশ হাকাম আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা কা'ব বিন উজরাহ বিলাল রসূলুল্লাহ তাঁর চামড়ার মোজাদ্বয় ও পাগড়ির উপর মাসহ করেছেন।[৫৫৯]

٥٦٢/٢ - حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ».

২/৫৬২। দুহায়ম ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ আমর বিন উমায়্যাহ আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন মুসআব আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ আমর বিন উমায়্যাহ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ কে চামড়ার মোজাদ্বয় ও পাগড়ির উপর মাসহ করতে দেখেছি।

٥٦٣/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ فَرَأَى رَجُلًا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَى خُفَّيْكَ وَعَلَى خِمَارِكَ وَبِنَاصِيَتِكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ».

৩/৫৬৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ দাউদ বিন আবূল ফুরাত মুহাম্মাদ বিন যায়দ (মাকবূল) আবূ শুরায়হ (মাকবূল) যায়দ বিন সূহান -এর মুক্তদাস আবূ মুসলিম (মাকবূল) বলেন, আমি সালমান এর সাথে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে উদূ করার উদ্দেশে তার চামড়ার মোজাদ্বয় খুলতে দেখে তাকে বলেন, তুমি তোমার মোজাদ্বয়ের উপর, তোমার পাগড়ির উপর ও তোমার মাথার সম্মুখভাগ মাসহ করো। কেননা আমি রসূলুল্লাহ -কে মোজাদ্বয় ও পাগড়ির উপর মাসহ করতে দেখেছি।[৫৬০]

٥٦٤/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ».

8/৫৬৪। আবূ তাহির আহমাদ বিন আমর ইবনুস-সারহ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব মুআবিয়াহ বিন সালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয বিন মুসলিম (মাকবূল) আবূ মা'কিল (মাজহুল বা অপরিচিত) আনাস বিন মালিক তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে কিতরী পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় উদূ করতে দেখেছি। তিনি তাঁর পাগড়ির নিম্নভাগ দিয়ে তাঁর হাত প্রবেশ করিয়ে তাঁর মাথার সম্মুখভাগ মাসহ করেন এবং পাগড়ী খুলেননি।[৫৬১]

---

৫৫৯. মুসলিম ২৭৫, তিরমিযী ১০১, নাসায়ী ১০৪-৬, আহমাদ ২৩৩৬৭, ২৩৩৭৯, ২৩৩৮৭, ২৩৮৯৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৬০. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন যায়দ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই।

৫৬১. আবূ দাউদ ১৪৭। দঈফ আবূ দাউদ ১৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ মা'কিল সম্পর্কে আবূ আলী ইবনুস সাকান বলেন, তার সানাদ সঠিক নয়। ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পারিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

١/٩٠. بَاب مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

১/৯০. অধ্যায় : তাইয়াম্মুমের বিবরণ।

٥٦٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ سَقَطَ عِقْدُ عَائِشَةَ فَتَخَلَّفَتْ لِالْتِمَاسِهِ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرُّخْصَةَ فِي التَّيَمُّمِ قَالَ فَمَسَحْنَا يَوْمَئِذٍ إِلَى الْمَنَاكِبِ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ.

১/৫৬৫। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ ইবনু শিহাব উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) তিনি বলেন, আয়িশাহ (রাঃ)-এর গলার হার হারিয়ে গেলে তিনি তার সন্ধানে পেছনে থেকে গেলেন। আবূ বাক্র (রাঃ) আয়িশাহ (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়ে লোকেদের অগ্রযাত্রায় বিলম্ব ঘটানোর জন্য তার উপর অসন্তুষ্ট হন। তখন মহামহিম আল্লাহ তায়াম্মুমের অনুমতি সম্বলিত আয়াত নাযিল করেন। রাবী বলেন, আমরা সেদিন থেকে কাঁধ পর্যন্ত মাসহ করে আসছি। রাবী বলেন, আবূ বাক্র (রাঃ) আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি জানতাম না যে, তুমি এত কল্যাণময়ী।[৫৬২]

٥٦٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ «تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَنَاكِبِ».

২/৫৬৬। মুহাম্মাদ ইবনু আবূ উমার আল-আদানী সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ আমর যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উতবাহ) আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কাঁধ পর্যন্ত মাসহ করেছি।[৫৬৩]

٥٦٧/٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ جَمِيعًا عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».

৩/৫৬৭। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আলা' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) আবূ ইসহাক আল-হারাবী ইসমাঈল বিন জা'ফার আলা' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো

---

৫৬২. বুখারী ৩৩৮-৪০, ৩৪২-৪৩, ৩৪৬-৪৭; মুসলিম ৩৬৮, তিরমিযী ১৪৪, নাসায়ী ৩১২-১৩, ৩১৬-২০; আবূ দাউদ ৩১৮, ৩২০-২২, ৩২৭-২৮; আহমাদ ১৭৮৫১, ১৭৮৬৫, ১৮৪০৮; ইবনু মাজাহ ৫৬৬, ৫৬৯, ৫৭১। সহীহ আবূ দাউদ ৩৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৬৩. বুখারী ৩৩৮-৪০, ৩৪২-৪৩, ৩৪৬-৪৭; মুসলিম ৩৬৮, তিরমিযী ১৪৪, নাসায়ী ৩১২-১৩, ৩১৬-২০; আবূ দাউদ ৩১৮, ৩২০-২২, ৩২৭-২৮; আহমাদ ১৭৮৫১, ১৭৮৬৫, ১৮৪০৮; ইবনু মাজাহ ৫৬৫, ৫৬৯, ৫৭১। সহীহ আবূ দাউদ ৩৪০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

Contents

কখনো সন্দেহ করেন)(তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমার জন্য ভূপৃষ্ঠকে মাসজিদে ও পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে।[৫৬৪]

٥٦٨/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ أُنَاسًا فِي طَلَبِهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً».

৪/৫৬৮। (আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ)(আবূ উসামাহ)(হিশাম বিন উরওয়াহ)(তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র))(আয়িশাহ (রাঃ) তিনি আসমা' (রাঃ)-এর নিকট থেকে একটি হার ধার নেন এবং সেটি হারিয়ে যায়। নাবী (সাঃ) সেটির খোঁজে লোক পাঠান। ইত্যবসরে তাদের স্বলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তারা বিনা উদূতে স্বলাত আদায় করেন। তারা নাবী (সাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। তখন তাইয়াম্মুমের আয়াত নাযিল হল। উসায়দ বিন হুদায়র (রাঃ) আয়িশাহ (রাঃ)-কে বলেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করুন। আল্লাহ্র শপথ! যখনই আপনার উপর কোন কঠিন বিপদ এসেছে, তখনই আল্লাহ তা থেকে আপনার জন্য নাযাতের পথ বের করে দিয়েছেন এবং তাতে মুসলিমদের জন্য বারাকাত রেখেছেন।[৫৬৫]

٩١/١. بَاب فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً

১/৯১. অধ্যায় : তায়াম্মুম করার জন্য মাটিতে একবার হাত মারবে।

٥٦٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».

১/৫৬৯। (মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার)(মুহাম্মাদ বিন জা'ফার)(শু'বাহ)(হাকাম)(যার (বিন আবদুল্লাহ বিন যুরারাহ))(সাঈদ ইবন আবদুর রহমান বিন আবযা)(তার পিতা (আবদুর রহমান বিন আবযা (রাঃ)) এক ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট এসে বললো, আমি অপবিত্র হয়েছি, কিন্তু পানি পাচ্ছি না (এখন কী করি)? উমার (রাঃ) বলেন, তুমি স্বলাত আদায় কর না। (আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনার কি স্মরণ আছে, আমি ও আপনি যখন এক যুদ্ধাভিযানে যোগদান করেছিলাম, আমরা অপবিত্র হয়ে পড়লাম, কিন্তু পানি পাইনি? তখন আপনি স্বলাত

---

৫৬৪. মুসলিম ৫২৩। ইরওয়া' ৩৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৬৫. বুখারী ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৬৭২, ৩৭৭৩, ৪৫৮৩, ৪৬০৭-৮, ৫১৬৪, ৫১৮২; মুসলিম ৩৬৭/১-২, নাসায়ী ৩১০, ৩২৩; আবূ দাঊদ ৩১৭, আহমাদ ২৩৭৭৮, ২৪৯২৭, ২৫৮০৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১২২, দারিমী ৭৪৬। সহীহ আবূ দাঊদ ৩৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

Contents

আদায় করেননি, কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি করি, অতঃপর স্বলাত আদায় করি। এরপর আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট ঐ ঘটনা বর্ণনা করি। তিনি বলেন, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট, অতঃপর নাবী (ﷺ) তাঁর দু' হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করার পর তাতে ফুঁ দেন, তারপর দু' হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসহ করেন।[৫৬৬]

٥٧٠/٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ التَّيَمُّمِ فَقَالَ «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ قَالَ الْحَكَمُ وَيَدَيْهِ وَقَالَ سَلَمَةُ وَمِرْفَقَيْهِ».

২/৫৭০। ◆উসমান বিন আবূ শায়বাহ ✖ হুমায়দ বিন আবদুর রহমান ✖ ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল) ✖ হাকাম ও সালামাহ বিন কুহায়ল ✖ আবদুল্লাহ্ বিন আবূ আওফা (রাঃ)◆-এর নিকট তাইয়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আম্মার (রাঃ)-কে এভাবে তাইয়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর তিনি তাঁর দু' হাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন, অতঃপর হস্তদ্বয় ঝেড়ে তার মুখমণ্ডল ও (হাকামের বর্ণনায়) উভয় হাত মাসহ করেন। সালামাহ (রহঃ) বলেন, তিনি তার দু' হাতের কনুই সমেত মাসহ করেন। দু'হাতের কনই ব্যতীত স্বহীহ কেননা কনুইয়ের কথা মুনকার।[৫৬৭]

١/٩٢. بَاب فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَيْنِ

১/৯২. অধ্যায় : তাইয়াম্মুমে মাটিতে দু'বার হাত মারা।

٥٧١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ حِينَ تَيَمَّمُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنْ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ».

১/৫৭১। ◆আবূ তাহির আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্‌রী ✖ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ✖ য়ূনুস বিন ইয়াযীদ ✖ ইবনু শিহাব ✖ উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ✖ আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ)◆ যখন মুসলিমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে তায়াম্মুম করেন, তখন তিনি মুসলিমদের নির্দেশ দিলে তারা তাদের হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করেন, কিন্তু মাটি থেকে কিছুই নেননি। এরপর তারা তাদের মুখমণ্ডল একবার মাসহ করেন। তারা পুনর্বার তাদের হাতের তালু দ্বারা মাটিতে আঘাত করেন এবং তাদের হাতসমূহ মাসহ করেন।[৫৬৮]

---

৫৬৬. বুখারী ৩৩৮-৪০, ৩৪২-৪৩, ৩৪৬-৪৭; মুসলিম ৩৬৮, তিরমিযী ১৪৪, নাসায়ী ৩১২-১৩, ৩১৬-২০; আবূ দাউদ ৩১৮, ৩২০-২২, ৩২৭-২৮; আহমাদ ১৭৮৫১, ১৭৮৬৫, ১৮৪০৮; ইবনু মাজাহ ৫৬৫-৬৬, ৫৭১। স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৫০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫৬৭. তাহকীক আলবানী ঃ মুরফিকিয়ার বর্ণনা ছাড়া স্বহীহ, কেননা সে মুনকার।

৫৬৮. বুখারী ৩৩৮-৪০, ৩৪২-৪৩, ৩৪৬-৪৭; মুসলিম ৩৬৮, তিরমিযী ১৪৪, নাসায়ী ৩১২-১৩, ৩১৬-২০; আবূ দাউদ ৩১৮, ৩২০-২২, ৩২৭-২৮; আহমাদ ১৭৮৫১, ১৭৮৬৫, ১৮৪০৮; ইবনু মাজাহ ৫৬৫-৬৬, ৫৬৯। স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৩৫, ৩৪২। তাহকীক ঃ স্বহীহ।

٩٣/١. بَاب فِي الْمَجْرُوحِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ اغْتَسَلَ

১/৯৩. অধ্যায় : আহত ব্যক্তি অপবিত্র হওয়ার পর গোসল করলে তার শারীরিক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করলে।

٥٧٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِينِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلَامٌ فَأُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَكُزَّ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللهُ أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ قَالَ عَطَاءٌ وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ».

১/৫৭২। হিশাম বিন আম্মার আবদুল হামীদ বিন হাবীব বিন আবুল ঈশরীন (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) আওযাঈ আতা বিন আবূ রাবাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) যে, রাসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যমানায় এক ব্যক্তি মাথায় আঘাত পেয়ে আহত হলো, অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হলো। তাকে গোসলের নির্দেশ দেয়া হলে সে গোসল করলো। ফলে সে সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলো। এ সংবাদ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, তারা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। অজ্ঞতার প্রতিষেধক কি জিজ্ঞেস নয়? আতা (রহঃ) বলেন, আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সে যদি তার শরীর ধৌত করতো এবং তার মাথা বাদ দিতো! আতা তার নিকট পৌঁছেছে একথা ব্যতীত হাসান।[৫৬৯]

٩٤/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ

১/৯৪. অধ্যায় : পবিত্রতার গোসল

٥٧٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ».

১/৫৭৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আ'মাশ সালিম বিন আবুল জা'দ ইবনু আব্বাসের মাওলা কুরায়ব তার খালা মায়মূনাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য গোসলের পানি রেখে দিলে তিনি অপবিত্রতার গোসল করেন। তিনি তাঁর বাম হাত দিয়ে পানির পাত্রটি কাত করে তাঁর ডান হাতে পানি ঢালেন এবং দু' হাতের তালু কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর নিজের লজ্জাস্থান ধৌত করেন, অতঃপর হস্তদ্বয় মাটিতে ঘষেন, অতঃপর কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার এবং দু' হাত তিন বার ধুলেন, অতঃপর নিজের সমস্ত শরীরে পানি ঢালেন, তারপর একটু সরে গিয়ে তাঁর দু' পা ধৌত করেন।[৫৭০]

---

৫৬৯. আবূ দাউদ ৩৩৭, আহমাদ ৩০৪৮, দারিমী ৭৫২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৭০. বুখারী ২৪৯, ২৫৭, ২৫৯-৬০, ২৬৫-৬৬, ২৭৪, ২৭৬, ২৮১; মুসলিম ৩১৭/১-৩, ৩৩৭; তিরমিযী ১০৩, নাসায়ী ৩৫৩, ৪১৮-১৯; আবূ দাউদ ২৪৫, আহমাদ ২৬২৫৮, ২৬৩০২, ২৬০১৬; দারিমী ৭১২, ৭৪৭; ইবনু মাজাহ ৪৬৭। সহীহ আবূ দাউদ ৩৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٥٧٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ التَّيْمِيُّ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ عَمَّتِي وَخَالَتِي فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْنَاهَا كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ غُسْلِهِ مِنْ الْجَنَابَةِ قَالَتْ كَانَ «يُفِيضُ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُدْخِلُهَا فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَمَّا نَحْنُ فَإِنَّا نَغْسِلُ رُؤُسَنَا خَمْسَ مَرَّاتٍ مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ».

২/৫৭৪। ✿মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূশ শাওয়ারিব✘আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ✘সাদাকাহ বিন সাঈদ আল-হানাফী (মাকবূল)✘জুমায়' বিন উমায়র আত-তায়মী (দঈফ বা দুর্বল)✘বলেন, আমি আমার ফুফু ও খালার সাথে আয়িশাহ (রাঃ)✿-এর নিকট প্রবেশ করলাম। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অপবিত্রতার গোসলে কী কী করতেন? আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তিনি প্রথমে তাঁর উভয় হাতে তিনবার পানি ঢালতেন, অতঃপর হাত পানির পাত্রে ঢুকাতেন, অতঃপর তিনবার মাথা ধৌত করতেন, অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালতেন, অতঃপর স্বলাতে দাঁড়াতেন। আর আমরা আমাদের মাথার চুল ঘন হওয়ায় তা পাঁচবার ধৌত করি।[৫৭১]

٩٥/١. بَاب فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ

১/৯৫. অধ্যায় : গোসলের পর উদূ করা।

٥٧٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ».

১/৫৭৫। ✿আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ✘আবূল আহওয়াস✘আবূ ইসহাক✘সুলায়মান বিন সুরাদ✘জুবায়র বিন মুতইম (রাঃ)✿ তিনি বলেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে বাদানুবাদে লিপ্ত হলো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমি তো হাত ভর্তি করে তিনবার আমার মাথায় পানি ঢেলে থাকি।[৫৭২]

٥٧٦/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنْ شَعْرِي كَثِيرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ».

---

৫৭১. বুখারী ২৪৮, ২৫৮, ২৬২, ২৭৩; মুসলিম ৩১৬, ৩১৮; তিরমিযী ১০৪, নাসায়ী ২৪৩-৪৯, ৪২৩-২৪; আবূ দাউদ ২৪০-৪৩, আহমাদ ২৩৭৩৬, ২৩৮৯০, ২৪১২৭, ২৪১৭৯, ২৪৫৮৪, ২৪৭৫৫, ২৪৮৮১, ২৫০২৫, ২৫৩৩২, ২৫৪৬৪, ২৫৬০৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১০০, দারিমী ৭৪৮। মিশকাত ৪৫৯, দঈফ আবূ দাউদ ৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ খুবই দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী জুমায়' বিন উমায়র আত-তায়মী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু নুমায়র তিনি মানুষের মাঝে বড় মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন।

৫৭২. বুখারী ২৫৪, মুসলিম ৩২৭/১-২, নাসায়ী ২৫০, ৪২৫; আবূ দাউদ ২৩৯, আহমাদ ১৬৩০৭, ১৬৩৩৯, ১৬৩৪৪। সহীহ আবূ দাউদ ২৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/৫৭৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ফুদায়ল বিন মারযূক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সান্দেহ করেন) আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভূল করেন) আবূ সাঈদ আবূ কুরায়ব ইবনুল ফুদয়ল ফুদায়ল বিন মারযূক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সান্দেহ করেন) আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভূল করেন) আবূ সাঈদ এক ব্যক্তি তাকে নাপাকির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনবার। লোকটি বললো, আমার মাথার চুল তো বেশ ঘন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্-এর মাথার চুল তোমার চুলের চাইতে অধিক ঘন ছিল এবং তিনি (তোমার চাইতে) অধিক পবিত্রতা সচেতন ছিলেন।[৫৭৩]

٥٧٧/٣- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ ﷺ «أَمَّا أَنَا فَأَحْثُو عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا».

৩/৫৭৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাফস বিন গিয়াস জা'ফার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী) জাবির তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি শীতপ্রধান অঞ্চলে কিভাবে নাপাকির গোসল করবো? তিনি বলেন, আমি তো হাতে পানি নিয়ে তিনবার আমার মাথায় ঢেলে থাকি।[৫৭৪]

٥٧٨/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَهُ رَجُلٌ كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي وَأَنَا جُنُبٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَحْثُو عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» قَالَ الرَّجُلُ إِنَّ شَعْرِي طَوِيلٌ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ».

৪/৫৭৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন) বিন আজলান সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, অপবিত্রতার গোসলে আমি আমার মাথায় কতবার পানি ঢালবো? তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ হাত ভর্তি করে তাঁর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। লোকটি বললো, আমার চুল তো খুব লম্বা। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্-এর মাথার চুল ছিল তোমার চুলের চাইতে অধিক (লম্বা) এবং (তিনি ছিলেন) অধিক পবিত্রতা সচেতন।[৫৭৫]

٩٦/١. بَاب فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

১/৯৬. অধ্যায় : গোসলের পর উদূর প্রয়োজন নাই।

৫৭৩. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীসের রাবী আতিয়্যাহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ সিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় কিন্তু তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার উপর নির্ভর করা যায় না। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৫৭৪. বুখারী ২৫২, ২৫৫-৫৬; মুসলিম ৩২৮-২৯, নাসায়ী ৪২৬, আহমাদ ১৩৬৯৯, ১৩৭৭৬, ১৪০২১, ১৪৩৪২, ১৪৫৫৭, ১৪৬০৩, ১৪৬১৯, ১৪৬৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৭৫. আহমাদ ৭৩৭০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান লিগাইরিহী। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সলেহ কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভূল করেন।

٥٧٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ».

১/৫৭৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ ও ইসমাঈল বিন মূসা আস-সুদ্দী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন) শারীক আবূ ইসহাক আসওয়াদ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নাপাকির গোসলের পর উদূ করতেন না।[৫৭৬]

٩٧/١. بَاب فِي الْجُنُبِ يَسْتَدْفِئُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

১/৯৭. অধ্যায় : নাপাকির গোসল সেরে স্ত্রীর গোসলের পূর্বে তাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণতা লাভ করা।

٥٨٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ».

১/৫৮০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শারীক হুরায়স (দঈফ বা দুর্বল) শা'বী মাসরূক আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নাপাকির গোসল করার এবং আমার গোসলের পূর্বে আমাকে জড়িয়ে ধরে উষ্ণতা লাভ করতেন।[৫৭৭]

٩٨/١. بَاب فِي الْجُنُبِ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً

১/৯৮. অধ্যায় : নাপাকির গোসল না সেরে ঘুমানো।

٥٨١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَقُومَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَغْتَسِلَ».

১/৫৮১। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ আ'মাশ আবূ ইসহাক আসওয়াদ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অপবিত্র হতেন, তারপর গোসল না করেই ঘুমিয়ে যেতেন, অতঃপর উঠে গোসল করতেন।[৫৭৮]

٥٨٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً».

২/৫৮২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস আবূ ইসহাক আসওয়াদ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন মনে করলে তা পূর্ণ করতেন, অতঃপর সেই অবস্থায় গোসল না করে ঘুমিয়ে যেতেন।[৫৭৯]

---

৫৭৬. তিরমিযী ১০৭, নাসায়ী ২৫২, ৪৩০; আবূ দাউদ ২৫০, ৫৮০। মিশকাত ৪৪৫, সহীহ আবূ দাউদ ২৪৪। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

৫৭৭. তিরমিযী ১২৩। মিশকাত ৪৫৯, দঈফ আবূ দাউদ ৪৪, দঈফাহ ৫৬৫৭। তাহকীক আলবানী : দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী হুরায়স বিন আবূ মাতার সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও ২টি হাদীস মুনকার ভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নান।

৫৭৮. তিরমিযী ১১৮, আবূ দাউদ ২২৮, আহমাদ ২৩৬৪১, ২৪৮৪৯; ইবনু মাজাহ ৫৮২-৮৩। সহীহ আবূ দাউদ ২২৩। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

٥٨٣/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُجْنِبُ ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً» قَالَ سُفْيَانُ فَذَكَرْتُ الْحَدِيثَ يَوْمًا فَقَالَ لِي إِسْمَعِيلُ يَا فَتَى يُشَدُّ هَذَا الْحَدِيثُ بِشَيْءٍ.

৩/৫৮৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবূ ইসহাক আসওয়াদ আয়িশাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) অপবিত্র হতেন, অতঃপর গোসল না করে সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে যেতেন। সুফ্ইয়ান (রহঃ) বলেন, আমি একদিন এ হাদীস বর্ণনা করলে ইসমাঈল (রহঃ) আমাকে বলেন, হে যুবক! হাদীসটি কোন কিছুর সাথে মজবুত করে বেঁধে রাখা হোক।[৫৮০]

٩٩/١. بَاب مَنْ قَالَ لَا يَنَامُ الْجُنُبُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

১/৯৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি বলে, নাপাক ব্যক্তি স্বলাতের উদূর ন্যায় উদূ করা ব্যতীত ঘুমাবে না।

٥٨٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».

১/৫৮৪। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্রী লায়স বিন সা'দ যুহরী আবূ সালামাহ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অপবিত্র হওয়ার পর ঘুমানোর ইচ্ছা করলে তার পূর্বে স্বলাতের উদূর ন্যায় উদূ করে নিতেন।[৫৮১]

٥٨٥/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ».

২/৫৮৫। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী আবদুল আ'লা উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বললেন, আমাদের কেউ কি অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে পারে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, সে উদূ করে নিলে পারবে।[৫৮২]

٥٨٦/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّهُ كَانَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ بِاللَّيْلِ فَيُرِيدُ أَنْ يَنَامَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ».

---

৫৭৯. তিরমিযী ১১৮, আবূ দাউদ ২২৮, আহমাদ ২৩৬৪১, ২৪৮৪৯; ইবনু মাজাহ ৫৮১, ৫৮৩। তাহকীক আলবানী ঃ

৫৮০. তিরমিযী ১১৮, আবূ দাউদ ২২৮, আহমাদ ২৩৬৪১, ২৪৮৪৯; ইবনু মাজাহ ৫৮১-৮২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫৮১. বুখারী ২৮৬, ২৮৮; মুসলিম ৩০৫/১-২, তিরমিযী ১১৮, নাসায়ী ২৫৫-৫৮, আবূ দাউদ ২২২, ২২৪; আহমাদ ২৩৫৬৩, ২৪০৭৮, ২৪১৯৩, ২৪১৯৬, ২৪৩৪৫, ২৪৩৫৩, ২৪৩৬১, ২৪৪২৮, ২৪৪৪৮, ২৪৫৮০, ২৪৬৩৪, ২৪৮০৩, ২৫০৫৫, ২৫০৬৫, ২৫১৩৯, ২৫২৮৬, ২৫৪৭২, ২৫৮১০, ২৫৮৫১; দারিমী ৭৫৭, ইবনু মাজাহ ৫৯১, ৫৯৩। স্বহীহাহ ৩৯০, স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৯০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫৮২. বুখারী ২৮৭, ২৮৯-৯০; মুসলিম ৩০৬, নাসায়ী ২৫৯-৬০, আবূ দাউদ ২২১, আহমাদ ৩৬১, ৫০৩৬, ৫১৬৮, ৫২৯২, ৫৪১৯, ৫৪৭৩, ৫৯৩১; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১০৯, দারিমী ৭৫৬। স্বহীহ আবূ দাউদ ২১৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩/৫৮৬। আবূ মারওয়ান আল-উসমানী মুহাম্মাদ বিন উসমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু লিখিত হাদীস ছাড়া মুখস্ত হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাদি আবদুল্লাহ বিন খাব্বাব আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি রাতের বেলা অপবিত্র হতেন, অতঃপর ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে উদূ করে ঘুমানোর নির্দেশ দেন।[৫৮৩]

١/١٠٠. بَاب فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْعَوْدَ تَوَضَّأَ

১/১০০. অধ্যায় : নাপাক ব্যক্তি পুনরায় সহবাস করতে চাইলে আগে উদূ করে নিবে।

١/٥٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ».

১/৫৮৭। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূ শাওয়ারিব আবদুল ওহিদ বিন যিয়াদ আসিম আল-আহওয়াল আবূল মুতাওয়াক্কিল আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ স্ত্রী সহবাসের পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন উদূ করে নেয়।[৫৮৪]

١/١٠١. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ غُسْلًا وَاحِدًا

১/১০১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর একবার গোসল করে।

١/٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ».

১/৫৮৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবদুর রহমান বিন মাহদী ও আবূ আহমাদ সুফইয়ান মা'মার কাতাদাহ আনাস (রাঃ) নাবী (সাঃ) তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সহবাস শেষে একবার গোসল করতেন।[৫৮৫]

٢/٥٨٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُسْلًا «فَاغْتَسَلَ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ».

২/৫৮৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সালিহ ইবনুল আখদার (দঈফ বা দুর্বল) যুহরী আনাস (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোসলের পানি প্রস্তুত করে রাখলাম। তিনি একই রাতে তাঁর সকল স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর একবার গোসল করেন।[৫৮৬]

---

৫৮৩. আহমাদ ৭৬৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৮৪. মুসলিম ৩০৮, তিরমিযী ১৪১, নাসায়ী ২৬২, আবূ দাউদ ২২০, আহমাদ ১০৭৭৭, ১০৮৪৩। সহীহ আবূ দাউদ ২১৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৮৫. বুখারী ২৬৮, ২৮৪, ৫০৬৮, ৫২১৫; মুসলিম ৩০৯, তিরমিযী ১৪০, নাসায়ী ২৬৩-৬৪, ৩১৯৮; আবূ দাউদ ২১৮, আহমাদ ১১৫৩৫, ১২২২১, ১২২৯০, ১২৫১৪, ১২৫৫৫, ১২৯৪২, ১৩০৯৩, ১৩২৩৬; দারিমী ৭৫৩-৫৪, ইবনু মাজাহ ৫৮৯। সহীহ আবূ দাউদ ২১১-২১৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৮৬. বুখারী ২৬৮, ২৮৪, ৫০৬৮, ৫২১৫; মুসলিম ৩০৯, তিরমিযী ১৪০, নাসায়ী ২৬৩-৬৪, ৩১৯৮; আবূ দাউদ ২১৮, আহমাদ ১১৫৩৫, ১২২২১, ১২২৯০, ১২৫১৪, ১২৫৫৫, ১২৯৪২, ১৩০৯৩, ১৩২৩৬; দারিমী ৭৫৩-৫৪, ইবনু মাজাহ ৫৮৮। সহীহ

١/١٠٢. بَاب فِيمَنْ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ غُسْلًا

১/১০২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি প্রতিবার সহবাসের পর গোসল করে।

٥٩٠/١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَكَانَ يَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا فَقَالَ «هُوَ أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ».

১/৫৯০। **ইসহাক বিন মানসূর**→আবদুস সামাদ→হাম্মাদ→আবদুর রহমান বিন আবূ রাফি' **(মাকবূল)→তার চাচা সালমা (মাকবূল)**→আবূ রাফি' (রাঃ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক রাতে তাঁর স্ত্রীগণের **সাথে সহবাস করলেন**। তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে সহবাসের পর পর গোসল করেন। তাঁকে বলা **হলো, হে আল্লাহ্**র রসূল! আপনি কেন একবার গোসল করলেন না? তিনি বলেন, সেটি অধিকতর বিশুদ্ধ, **পবিত্র** ও পরিচ্ছন্ন।[৫৮৭]

١/١٠٣. بَاب فِي الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ

১/১০৩. অধ্যায় : যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় পানাহার করে।

٥٩١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ».

১/৫৯১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ→ইবনু উলায়্যাহ, গুনদার ও ওয়াকী'→শু'বাহ→হাকাম→ইবরাহীম→আসওয়াদ→আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাপাক অবস্থায় কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করলে উদূ করে নিতেন।[৫৮৮]

٥٩٢/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَ «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».

২/৫৯২। মুহাম্মাদ বিন উমার বিন হায়্যাজ→ইসমাঈল বিন সুবায়হ→আবূ উওয়ায়স (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)→শুরাহবীল বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন)→জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অপবিত্র

আবূ দাঊদ ২১৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীসের রাবী সালিহ ইবনুল আখদার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আল-আজালী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৫৮৭. আবূ দাঊদ ২১৯। সহীহ আবূ দাঊদ ২১৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৫৮৮. বুখারী ২৮৬, ২৮৮; মুসলিম ৩০৫/১-২, তিরমিযী ১১৮, নাসায়ী ২৫৫-৫৮, আবূ দাঊদ ২২২, ২২৪; আহমাদ ২৩৫৬৩, ২৪০৭৮, ২৪১৯৩, ২৪১৯৬, ২৪৩৪৫, ২৪৩৫৩, ২৪৩৬১, ২৪৪২৮, ২৪৪৪৮, ২৪৫৮০, ২৪৬৩৪, ২৪৮০৩, ২৫০৫৫, ২৫০৬৫, ২৫১৩৯, ২৫২৮৬, ২৫৪৭২, ২৫৮১০, ২৫৮৫১; দারিমী ৭৫৭, ইবনু মাজাহ ৫৮৪, ৫৯৩। সহীহ আবূ দাঊদ ২২০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, সে কি ঘুমাতে বা পানাহার করতে পারে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, যদি সে তার স্বলাতের উদূর ন্যায় উদূ করে নেয়।[৫৮৯]

١٠٤/١. بَاب مَنْ قَالَ يُجْزِئُهُ غَسْلُ يَدَيْهِ

১/১০৪. অধ্যায় : যে ব্যক্তি বলে, তার দু' হাত ধোয়াই যথেষ্ট।

٥٩٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ».

১/৫৯৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক য়ূনুস যুহরী আবূ সালামাহ আয়িশাহ নাবী (ﷺ) নাপাক অবস্থায় খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা করলে তাঁর দু' হাত ধুয়ে নিতেন।[৫৯০]

١٠٥/١. بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ

১/১০৫. অধ্যায় : বিনা উদূতে কুরআন তিলাওয়াত করা।

٥٩٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ لَا يَحْجُزُهُ عَنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ».

১/৫৯৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আমর বিন মুররাহ আবদুল্লাহ বিন সালামাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল) বলেন, আমি আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) পায়খানায় গিয়ে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে বের হয়ে এসে আমাদের সাথে রুটি ও গোশত খেতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তাঁকে কোন জিনিস এ থেকে বিরত রাখতো না। রাবী কখনো বলতেন, গোসলের প্রয়োজন হয় এরূপ নাপাক অবস্থা ব্যতীত কোন জিনিস তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতো না।[৫৯১]

٥٩٥/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ».

---

৫৮৯. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫৯০. বুখারী ২৮৬, ২৮৮; মুসলিম ৩০৫/১-২, তিরমিযী ১১৮, নাসায়ী ২৫৫-৫৮, আবূ দাউদ ২২২, ২২৪; আহমাদ ২৩৫৬৩, ২৪০৭৮, ২৪১৯৩, ২৪১৯৬, ২৪৩৪৫, ২৪৩৫৩, ২৪৩৬১, ২৪৪২৮, ২৪৪৪৮, ২৪৫৮০, ২৪৬৩৪, ২৪৮০৩, ২৫০৫৫, ২৫০৬৫, ২৫১৩৯, ২৫২৮৬, ২৫৪৭২, ২৫৮১০, ২৫৮৫১; দারিমী ৭৫৭, ইবনু মাজাহ ৫৮৪, ৫৯১। স্বহীহ আবূ দাউদ ২১৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৫৯১. তিরমিযী ১৪৬, নাসায়ী ২৬৫-৬৬, আবূ দাউদ ২২৯, আহমাদ ৬২৮, ৬৪০, ৬৮৮, ৮৪২, ১০১৪, ১১২৬, ইবনু মাজাহ ৫৯৫। মিশকাত ৪৬০, দঈফ আবূ দাউদ ৩১, ইরওয়া' ১৯২, ৪৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন সালামাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই।

Contents

২/৫৯৫। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) মূসা বিন উকবাহ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী স্ত্রীলোক কুরআন তিলাওয়াত করবে না।[৫৯২]

٥٩٦/٣ - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ.

৩/৫৯৬। আবূল হাসান আবূ হাতিম হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তাঁর নিজ শহরের কোন রাবী ছাড়া অন্য শহরের রাবী থেকে হদীস বর্ণনায় ভূল করেছেন) মূসা বিন উকবাহ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, **নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী** স্ত্রীলোক কুরআনের কিছুই তিলাওয়াত করবে না।[৫৯৩]

١٠٦/١. بَاب تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ

১/১০৬. অধ্যায় : প্রতিটি লোমকূপে নাপাকী আছে।

٥٩٧/١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ».

১/৫৯৭। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী হারিস্র বিন ওয়াজীহ (দঈফ বা দুর্বল) মালিক বিন দীনার মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় প্রতিটি লোমকূপে নাপাকী আছে। অতএব তোমরা লোমকূপ উত্তমরূপে ধৌত করো এবং দেহের চামড়া পরিষ্কার করো।[৫৯৪]

٥٩٨/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا قُلْتُ وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً».

---

৫৯২. তিরমিযী ১৪৬, নাসায়ী ২৬৫-৬৬, আবূ দাউদ ২২৯, আহমাদ ৬২৮, ৬৪০, ৬৮৮, ৮৪২, ১০১৪, ১১২৬, ইবনু মাজাহ ৫৯৪। ইরওয়া ১৯২ দঈফ, জামি সগীর ৬৩৬৪ দঈফ, মিশকাত ৪৬১। তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল।

৫৯৩. তিরমিযী ১৩১। মিশকাত ৪৬১, ইরওয়া' ১৯২। তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্রিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল।

৫৯৪. তিরমিযী ১০৬, আবূ দাউদ ১৪৮। আবূ দাউদ ২৪৮ দঈফ, জামি সগীর ১৮৪৭ দঈফ, তিরমিযী ১০৬ দঈফ, মিশকাত ৪৪৩ দঈফ, মিশকাত ৪৪৩, দঈফ,আবূ দাউদ ৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীস্রের রাবী হারিস্র বিন ওয়াজীহ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তার কিছু হাদীস্র মুনকার রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন।

২/৫৯৮। (হিশাম বিন আম্মার) (ইয়াহইয়া বিন হামযাহ) (উতবাহ বিন আবূ হাকীম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভূল করেন)) (তালহাহ বিন নাফি') (আবূ আয়্যুব আল-আনসারী) নাবী বলেন, পাঁচ ওয়াক্তের স্বলাত, এক জুমুআহ থেকে পরবর্তী জুমুআহ এবং আমানত ফেরত দেয়া এদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারাস্বরূপ। আমি বললাম, আমানত ফেরত দেয়ার অর্থ কী? তিনি বলেন, নাপাকির গোসল করা। কেননা প্রতিটি লোমকূপে নাপাকী আছে।[৫৯৫]

৫৯৯/৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ» قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي وَكَانَ يَجُزُّهُ.

৩/৫৯৯। (আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ) (আসওয়াদ বিন আমির) (হাম্মাদ বিন সালামাহ) (আতা বিন সায়িব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন)) (যাযান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ইরসাল করেন)) (আলী বিন আবূ তালিব) নাবী বলেন, যে ব্যক্তি নাপাকির গোসলে তার দেহের একটি পশমও (না ধুয়ে) ছেড়ে দেয়, সে গোসলই করেনি। তাকে জাহান্নামের এই এই শাস্তি দেয়া হবে। আলী বলেন, এরপর থেকে আমি আমার চুলের সাথে শত্রুতা করে আসছি। তিনি তার মাথা মুণ্ডন করতেন।[৫৯৬]

١٠٧/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

১/১০৭. অধ্যায় : পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও স্বপ্নদোষ হয়।

١٠٦٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ فَقُلْتُ فَضَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا».

১/৬০০। (আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ) (ওয়াকী') (হিশাম বিন উরওয়াহ) (তার পিতা উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) (যায়নাব বিনতু উম্মু সালামাহ) (তার মাতা উম্মু সালামাহ) তিনি বলেন, উম্মু সুলায়ম নাবী -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করেন যে, স্ত্রীলোকের যদি পুরুষ লোকের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয় তবে কী করবে? তিনি বলেন, হাঁ, সে পানি (বীর্য)

---

৫৯৫. জামি সগীর ৩৮৭৪, ৩৮৭৫ স্বহীহ ৩৫৭৬ দঈফ, তিরমিযী ২১৪ স্বহীহ, মিশকাত ৫৬৪ স্বহীহ, স্বহীহ তারগীব ৩৫৪, দঈফ আবূ দাউদ ৩৭, দঈফাহ ৩৮০১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী উতবাহ বিন আবূ হাকীম সম্পর্কে আবূ যুরআহ আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে সালিহ বলেছেন।

৫৯৬. আবূ দাউদ ২৪৯, আহমাদ ৭২৯, ৭৯৬, ১১২৪; দারিমী ৭৫১। দঈফ আবূ দাউদ ৩৮, ইরওয়াউল গালীল ১৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আতা বিন সায়িব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ, তবে তার থেকে পূর্বে যারা হাদীস শ্রবণ করেছে তা স্বহীহ। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সিকাহ তবে মৃত্যুর পূর্বে স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিলো। আবূ হাতিম আর-রাযী ও মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন।

দেখতে পেলে যেন গোসল করে। আমি বললাম, তুমি তো নারীদের অবমাননা করলে। মহিলাদেরও কি স্বপ্নদোষ হয়? নাবী (ﷺ) বলেন, তোমার হাত ধুলিমলিন হোক, তা না হলে সন্তান মাতৃসদৃশ হয় কেন?[৫৯৭]

٦٠١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيَكُونُ هَذَا قَالَ نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ».

২/৬০১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না ইবনু আবূ আদী ও আবদুল আ'লা সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ আনাস (রাঃ) উম্মু সুলায়ম (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেন, **পুরুষের ন্যায়** কোন নারীর স্বপ্নদোষ হলে সে কী করবে? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যদি তার স্বপ্নদোষ হয় এবং তার বীর্যপাত হয়, তবে তাকে গোসল করতে হবে। উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাই কি হয়? তিনি বলেন, হাঁ। পুরুষের বীর্য গাঢ় সাদা এবং স্ত্রীলোকের বীর্য পাতলা হলদে রংবিশিষ্ট। সুতরাং এদের মধ্যে যার বীর্য আগে স্খলিত হয়, সন্তান তার সদৃশ হয়।[৫৯৮]

٦٠٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ».

৩/৬০২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আলী বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব খাওলা বিনত হাকীম (রাঃ) তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করেন, পুরুষের ন্যায় নারীর স্বপ্নদোষ হলে তিনি বলেন, বীর্যপাত না হওয়া পর্যন্ত গোসল করা তার কর্তব্য নয়, যেমন পুরুষের বীর্যপাত না হলে গোসল করতে হয় না।[৫৯৯]

١٠٨/١. بَاب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النِّسَاءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

১/১০৮. অধ্যায় : মহিলাদের নাপাকির গোসল।

٦٠٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ

---

৫৯৭. বুখারী ১৩০, মুসলিম ৩১৩, তিরমিযী ১২২, নাসায়ী ১৯৭, আহমাদ ২৫৯৬৪, ২৬০৩৯, ২৬০৭৩, ২৬০৯১; মুওয়াত্তা মালিক ১১৮। সহীহ আবূ দাউদ ২৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৯৮. মুসলিম ৩১০-১১, নাসায়ী ১৯৫, ২০০; আহমাদ ১২৬৪২, ১৩৬৯৮; দারিমী ৭৬৪। সহীহাহ ১৩৪২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৫৯৯. নাসায়ী ১৯৮, আহমাদ ২৬৭৬৭, দারিমী ৭৬২। সহীহাহ ২১৮৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই।

لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ مِنَ الْمَاءِ فَتَطْهُرِينَ أَوْ قَالَ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ».

১/৬০৩। ❖[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ]✖[সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ]✖[আয়্যূব বিন মূসা]✖[সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আল-মাকবূরী]✖[আবদুল্লাহ বিন রাফি']✖[উম্মু সালামাহ]❖ তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি আমার চুলের খোপা খুব শক্ত করে বেঁধে থাকি। আমি নাপাকির গোসল করতে কি তা খুলে নিব? তিনি বলেন, তোমার হাতে করে তিনবার মাথায় পানি ঢাললেই তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। অতঃপর তুমি তোমার সমস্ত দেহে পানি ঢেলে দিবে এবং তাতেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে অথবা তিনি বলেছেন, এরূপ করলেই তুমি পবিত্র হয়ে গেলে।[৬০০]

٢/٦٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو هَذَا أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ «لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ».

২/৬০৪। ❖[আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ]✖[ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ]✖[আয়্যূব]✖[আবূ যুবায়র]✖[উবায়দ বিন উমায়র]✖[থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশাহ]❖ জানতে পারেন যে, আবদুল্লাহ বিন আম্‌র তার স্ত্রীদের (নাপাকির) গোসলের সময় তাদের মাথার চুলের খোপা খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আমরের পুত্রের এ কাজে আশ্চর্য বোধ করছি। সে তার স্ত্রীগণকে তাদের মাথা কামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয় না কেন? অবশ্যই আমি ও আল্লাহ্‌র রসূল একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে গোসল করেছি। আমি আমার হাতে তিনবার পানি নিয়ে আমার মাথায় ঢেলেছি, এর বেশি নয়।[৬০১]

١٠٩/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يَنْغَمِسُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَيُجْزِئُهُ

১/১০৯. অধ্যায় : নাপাক ব্যক্তি পানিতে ঝাপিয়ে পড়লে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে কি?

١/٦٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا».

---

৬০০. মুসলিম ৩৩০, তিরমিযী ১০৫, নাসায়ী ২৪১, আবূ দাউদ ২৫১, আহমাদ ২৫৯৩৭, ২৬১৩৭; দারিমী ১১৫৭। ইরওয়া' ১৩৬, সহীহ আবূ দাউদ ২৪৫, সহীহাহ ১৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬০১. বুখারী ২৫০, ২৬১, ২৬৩, ২৭৩, ৩০১; মুসলিম ৩২১/১-৫, ৩৩১; তিরমিযী ১৭৫৫, নাসায়ী ২২৮, ২৩১-২৩৫, ৪১০-৪১৪, ৪১৬; আবূ দাউদ ৭৭, ২৩৮; আহমাদ ২৩৪৯৪, ২৩৫৬৯, ২৩৬৪০, ২৩৮২৮, ২৪০৭৮, ২৪১৯৮, ২৪৩৪৫, ২৪৩৯৪, ২৪৪৩২, ২৪৪৫৭, ২৪৪৭০, ২৪৭০৭, ২৪৭৪৯, ২৪৮২৫, ২৪৮৪১, ২৪৮৫২, ২৪৮৬১, ২৪৮৭৭, ২৫০৩৫, ২৫০৫৫, ২৫০৮০, ২৫১০৬, ২৫২৩৬, ২৫৩৯৪, ২৫৪১০, ২৫৪৪৯, ২৫৬৪৫, ২৫৭৫৬, ২৭৬৫৯; দারিমী ৭৪৯-৫০, ইবনু মাজাহ ৩৭৬। সহীহ আবূ দাউদ ৭০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১/৬০৫। ⟪আহমাদ বিন ঈসা আল-মিস্‌রী ও হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আল-মিস্‌রী⟫ইবনু ওয়াহব⟫আমর ইবনুল হারিস⟫বুকায়র বিন আবদুল্লাহ ইবনুল আশাজ্জ⟫হিশাম বিন যুহরাহ এর মাওলা আবূ সায়িব⟫আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)⟫ বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে নাপাকির গোসল না করে। তিনি বলেন, তাহলে সে কিভাবে গোসল করবে, হে আবূ হুরায়রাহ! তিনি বলেন, কোন পাত্রে পানি তুলে নিয়ে গোসল করবে।[৬০২]

١/١١٠. بَاب الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ

১/১১০. অধ্যায় : বীর্যপাতে গোসল অপরিহার্য হয়।

١/٦٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَخَرَجَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ».

১/৬০৬। ⟪আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার⟫মুহাম্মাদ বিন জা'ফার (উপাধি) গুনাদর⟫শু'বাহ⟫হাকাম⟫যাকওয়ান⟫আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)⟫ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক আনসারীর নিকট দিয়ে গেলেন এবং তাকে ডেকে পাঠালেন। সে বেরিয়ে এলো এবং তখন তার মাথা থেকে পানি ঝরছিল। তিনি বলেন, সম্ভবত আমরা তোমাকে তাড়াহুড়ার মধ্যে ফেলেছি? সে বললো, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি বলেন, যখন তোমার তাড়াহুড়া করতে হয় এবং তোমার বীর্যপাত না হয়, তখন তোমার জন্য গোসল অপরিহার্য নয়, তুমি উদূ করে নিবে।[৬০৩]

٢/٦٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ».

২/৬০৭। ⟪মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ⟫সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ⟫আমর বিন দীনার⟫বিন সায়েব (মাকবূল)⟫আবদুর রহমান বিন সুআদ (মাকবূল)⟫আবূ আয়্যুব (রাঃ)⟫ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হয়।[৬০৪]

١/١١١. بَاب مَا جَاءَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

১/১১১. অধ্যায় : পুরুষ ও নারীর লজ্জাস্থান একত্র হলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

١/٦٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا».

---

৬০২. মুসলিম ২৮৩, নাসায়ী ২২০, ৩৯৬, আবূ দাঊদ ৭০, আহমাদ ৯৩১৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬০৩. বুখারী ১৮০, মুসলিম ৩৪৫, আহমাদ ১০৭৭৮. নাসায়ী ১৯৯, আহমাদ ২৩০২০,২৩০৬৩, দারিমী ৭৫৮। সহীহ আবূ দাঊদ ২১০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ মানসূখ।

৬০৪. মুসলিম ৩৪৯-৫০, তিরমিযী ১০৮, আহমাদ ২৩৬৮৬, ২৪১৩৪, ২৪২৯৬, ২৪৩৯৩, ২৪৫১৬, ২৪৭৫৩, ২৫৩৭৪, ২৫৪৯৪, ২৫৭৫৭, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১০৪-৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১/৬০৮। আলী বিন মুহাম্মাদ আত-তনাফিসী ও আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম কাসিম বিন মুহাম্মাদ নাবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, দু' বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হলেই গোসল ওয়াজিব হয়। আমি ও রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করেছি এবং আমরা গোসল করেছি।[৬০৫]

٦٠٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنْبَأَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ «إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرْنَا بِالْغُسْلِ بَعْدُ».

২/৬০৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার উসমান বিন উমার য়ূনুস যুহরী সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী উবাই বিন কা'ব (রাঃ) তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে বীর্যপাতের ফলে গোসল ওয়াজিব ছিল না। অতঃপর আমাদেরকে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়।[৬০৬]

٦١٠/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

৩/৬১০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ফাদল বিন দুকায়ন হিশাম বিন দাসতুয়ায়ী কাতাদাহ হাসান আবূ রাফি' আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার (স্ত্রীর) চার অঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে উপবিষ্ট হয় এবং তার সাথে সঙ্গম করে, তখন গোসল ওয়াজিব হয়।[৬০৭]

٦١١/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».

৪/৬১১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আম্‌র বিন শুআইব থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা (শুআয়ব বিন আবদুল্লাহ) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দু' বিপরীত লিঙ্গ পরস্পর মিলিত হলে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ অদৃশ্য হয়ে গেলেই গোসল ওয়াজিব হয়।[৬০৮]

١١٢/١. بَاب مَنْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا

১/১১২. অধ্যায় : যার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কিন্তু সে ভিজা দেখতে পায় না।

৬০৫. তিরমিযী ১১০, আবূ দাউদ ২১৪-১৫, আহমাদ ২০৫৯৩, ২০৬০১, দারিমী ৭৫৯। সহীহাহ ১২৬১, ইরওয়া' ৮০, মিশকাত ৪৪২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬০৬. বুখারী ২৯১, মুসলিম ৩৪৮, নাসায়ী ১৯১-২, আবূ দাউদ ২১৬, আহমাদ ৭১৫৭, ৮৩৬৯, ৮৮৬৩, ৯৭৩৩, ১০৩৬৫; দারিমী ৭৬১। সহীহ আবূ দাউদ ২০৭, ২০৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬০৭. আহমাদ ৬৬৩২। সহীহ আবূ দাউদ ২০৯, ইরওয়া' ১/১২২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬০৮. সহীহাহ ৩/২৬০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١/٦١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَرَأَى بَلَلًا وَلَمْ يَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ اغْتَسَلَ وَإِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ».

১/৬১২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাম্মাদ বিন খালিদ উমারিয়্যী (দঈফ বা দুর্বল) উবায়দুল্লাহ কাসিম আয়িশাহ থেকে বর্ণিত। নাবী বলেন, যদি তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে উঠে ভিজা দেখতে পায় কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা তার মনে না পড়ে তাহলে সে গোসল করবে। অপরদিকে তার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হলে, কিন্তু ভিজা দেখতে না পেলে তার উপর গোসল ওয়াজিব নয়।[৬০৯]

١/١١٣. بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الْغُسْلِ

১/১১৩. অধ্যায় : গোসলের সময় আড়ালের ব্যবস্থা করা।

١/٦١٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِي قَفَاكَ فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ وَأَنْشُرُ الثَّوْبَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ».

১/৬১৩। আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী, আবূ হাফস্ আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস ও মুজাহিদ বিন মূসা আবদুর রহমান বিন মাহদী ইয়াহইয়া ইবনুল ওয়ালীদ মুহিল্লু বিন খালীফাহ আবূস সাম্‌হ বলেন, আমি নাবী -এর খেদমত করতাম। তিনি গোসলের ইচ্ছা করলে বলতেন ঃ আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াও। আমি তাঁর দিকে আমার পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াতাম এবং কাপড় লম্বা করে তা দিয়ে তাকে আড়াল করতাম।[৬১০]

٢/٦١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَبَّحَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي حَتَّى أَخْبَرَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَدِمَ عَامَ الْفَتْحِ «فَأَمَرَ بِسِتْرٍ فَسُتِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ سَبَّحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ».

২/৬১৪। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্‌রী লায়স্ বিন সা'দ ইবনু শিহাব আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন নাওফাল তিনি বলেন, আমি অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করেছি যে, রসূলুল্লাহ কি সফররত অবস্থায় চাশতের স্বলাত আদায় করতেন? আমাকে অবহিত করার মত কাউকে আমি পেলাম না। অবশেষে উম্মু হানী বিনতে আবূ তালিব আমাকে অবহিত করেন যে, নাবী মাক্কাহ

---

৬০৯. তিরমিযী ১১৩, আবূ দাউদ ২৩৬, আহমাদ ২৫৬৬৩, দারিমী ৭৬৫। স্বহীহ আবূ দাউদ ২৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী উমারিয়্যী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সলিহ তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা যায়। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন।

৬১০. নাসায়ী ২২৪, আবূ দাউদ ৩৭৬। স্বহীহ আবূ দাউদ ৪০০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

বিজয়ের বছর সেখানে আসেন। তিনি আড়াল করার জন্য নির্দেশ দেন। সে মতে তাঁর জন্য আড়ালের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি গোসল করেন, অতঃপর আট রাকআত (চাশতের) স্বলাত পড়েন।[৬১১]

٦١٥/٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى فَإِنَّهُ يُرَى.

৩/৬১৫। মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন সা'লাবাহ আল-হিম্মানী (মাকবূল) আবদুল হামীদ আবূ ইয়াহইয়াহ আল-হিম্মানী হাসান বিন উমারাহ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) মিনহাল বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবূ উবায়দাহ .... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন আড়ালের ব্যবস্থা না করে উন্মুক্ত ময়দানে কিংবা ছাদের উপরে গোসল না করে। কারণ সে তাঁকে না দেখলেও তিনি (আল্লাহ) তাকে দেখেন।[৬১২]

١١٤/١. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ لِلْحَاقِنِ أَنْ يُصَلِّيَ

১/১১৪. অধ্যায় : পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে স্বলাত পড়া নিষেধ।

١/٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلْيَبْدَأْ بِهِ».

১/৬১৬। মুহাম্মাদ ইবনুস্র-স্বাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা উরওয়াহ ইবনুয্‌-যুবায়র আবদুল্লাহ বিন আরকাম (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ পায়খানায় যাওয়ার মনস্থ করলে এবং স্বলাতের ইকামাতও হতে থাকলে সে যেন প্রথমে পায়খানা সেরে নেয়।[৬১৩]

٦١٧/٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ».

২/৬১৭। বিশর বিন আদাম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় তার মাঝে দুর্বলতা আছে) যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সাফার বিন নুসায়র (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াযীদ

---

৬১১. বুখারী ২৮০, ৩৫৭, ১১০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮; মুসলিম ৩৩৬/১-৫, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪; নাসায়ী ২২৫, ৪১৫; আবূ দাউদ ১২৯০-৯১, আহমাদ ২৬৩৪৮, ২৬৩৫৬, ২৬৩৬৪, ২৬৮৩৩, ২৬৮৪০, ২৬৮৪২; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৮-৫৯, দারিমী ১৪৫২-৫৩, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ১৩২৩, ১৩৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬১২. দঈফাহ ৪৮১৮। তাহকীক আলবানী ঃ নিতান্ত দুর্বল। উক্ত হাদীসের রাবী হাসান বিন উমারাহ সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করার পথে গিয়েছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৬১৩. তিরমিযী ১৪২, নাসায়ী ৮৫২. আবূ দাউদ ৮৮, আহমাদ ১৫৫২৯, ১৫৯৬৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৮১, দারিমী ১৪২৭। স্বহীহ আবূ দাউদ ৮০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

বিন শুরাইহ (মাকবূল) আবূ উমামাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ যে কোন ব্যক্তিকে পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[৬১৪]

٦١٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذًى».

৩/৬১৮। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ ইদরীস আল-আওদী তার পিতা (ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান) মাকবূল আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে সলাতে না দাঁড়ায়।[৬১৫]

٦١٩/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ حَاقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ».

৪/৬১৯। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বাকীয়্যাহ হাবীব বিন সালিহ ইয়াযীদ বিন শুরায়হ (মাকবূল) আবূ হায়্যী আল-মুআযি্যন সাওবান রসূলুল্লাহ বলেনঃ কোন মুসলিমের পেশাব-পায়খানার বেগ হলে সে যেন তা থেকে হালকা না হয়ে সলাতে না দাঁড়ায়।[৬১৬]

١١٥/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ

১/১১৫. অধ্যায় : ঋতুবতী নারীর হায়িদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত নির্গত হলে।

٦٢٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ الْقَرْءُ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ».

১/৬২০। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব বুকায়র বিন আবদুল্লাহ মুনযির ইবনুল মুগীরাহ (মাকবূল) উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র ফাতিমাহ বিনতু আবূ হুবায়শ তিনি রসূলুল্লাহ -এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার কাছে ঋতুস্রাব সম্পর্কে অভিযোগ করেন। রসূলুল্লাহ বলেন, তা এক প্রকার শিরাজনিত রোগ। সুতরাং তুমি লক্ষ্য রাখবে যে, তোমার হায়িদ শুরু হলে সলাত পড়বে না। হায়িদকাল উত্তীর্ণ হলে পর তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে, অতঃপর দু' হায়িদের মধ্যবর্তীকাল সলাত পড়বে।[৬১৭]

---

৬১৪. আহমাদ ২১৬৪৮, ২১৭৩৮, ২১৭৫২। দঈফ আবূ দাউদ ১১, ১২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. বিশর বিন আদাম সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ২. সাফার বিন নুসায়র সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার ব্যাপারে নির্ভর করা যায় না। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৬১৫. আবূ দাউদ ৯০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬১৬. তিরমিযী ৩৫৭, আহমাদ ২১৯০৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬১৭. নাসায়ী ৩৪৯, ৩৫৮, আবূ দাউদ ২৮০, ২৮৬, ৩০৪, আহমাদ ২৬৮১৪, ২৭০৮৩-৮৪। সহীহ আবূ দাউদ ২৭২, ইরওয়া' ২১১৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٦٢١/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ «لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» هَذَا حَدِيثُ وَكِيعٍ.

২/৬২১। আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) হাম্মাদ বিন যায়দ হিশাম বিন উরওয়াহ আয়িশাহ ... আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম বিন উরওয়াহ আয়িশাহ ... তিনি বলেন, ফাতিমাহ বিনতে আবূ হুবায়শ ... রসূলুল্লাহ ...-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার অনবরত রক্তস্রাব হতেই থাকে এবং আমি পবিত্র হতে পারি না। আমি কি স্বলাত ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন, না, বরং এটি হচ্ছে একটি শিরাজনিত রোগ এবং এটা হায়িদের রক্ত নয়। অতএব তোমার ঋতুস্রাব দেখা দিলে তুমি স্বলাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে তুমি রক্ত ধুয়ে ফেলে স্বলাত পড়বে।[৬১৮]

٦٢٢/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ إِمْلَاءً عَلَيَّ مِنْ كِتَابِهِ وَكَانَ السَّائِلُ غَيْرِي أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً قَالَتْ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ عِنْدَ أُخْتِي زَيْنَبَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ وَمَا هِيَ أَيْ هَنْتَاهُ قُلْتُ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا قَالَ «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قُلْتُ هُوَ أَكْثَرُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ».

৩/৬২২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্‌যাক বিন জুরায়জ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (তিনি সত্যবদী কিন্তু শেষ বয়সে ভূল করতেন) ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ বিন তলহাহ ইমরান বিন তলহাহ উম্মু হাবীবাহ বিনতে জাহ্‌শ ... তিনি বলেন, আমার ইস্তিহাদার রক্ত খুব বেশি দিন ধরে নির্গত হতো। আমি এ ব্যাপারে সমাধান জানতে নাবী ...-এর নিকট এলাম এবং তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলাম। রাবী বলেন, আমি তাঁকে আমার বোন যয়নবের নিকট পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সাথে আমার একটি বিশেষ প্রয়োজন আছে। তিনি বলেন, তা কী, হে শ্যালিকা? আমি বললাম, আমার খুব বেশি পরিমাণে দীর্ঘ সময় ধরে ইস্তিহাদার রক্ত আসে, যা আমাকে স্বলাত-স্বওম থেকে বিরত রাখে। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কী হুকুম করেন? তিনি বলেন, আমি তোমাকে তুলার পট্টি ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা তা রক্ত প্রতিরোধক। আমি বললাম, তা পরিমাণে আরও বেশি।...পরবর্তী বর্ণনা শারীকের হাদীস্বের অনুরূপ।[৬১৯]

---

৬১৮. বুখারী ২২৮, ৩০৬, ৩২০, ৩২৫, ৩৩১; মুসলিম ৩৩৩, তিরমিযী ১২৫, নাসায়ী ২১২, ৩৫৯, ৩৬৩-৬৭; আবূ দাউদ ২৮২, ২৮৬, ৩০৪; আহমাদ ২৩৬২৫, ২৫০৯৪, ২৫১৫৩, ২৫৭২৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৩৭, দারিমী ৭৭৪, ৭৭৯; ইবনু মাজাহ ৬২৪। ইরওয়া' ১৮৯, স্বহীহ, আবূ দাউদ ২৮০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬১৯. তিরমিযী ১২৮, আবূ দাউদ ২৮৭, ২৮৮; আহমাদ ২৬৬০৩, ২৬৮৯৯, ২৬৯২৮; দারিমী ৭৮১, ইবনু মাজাহ ৬২৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

٤/٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ «لَا وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَصَلِّي».

৪/৬২৩। «আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ» আবূ উসামাহ» উবায়দুল্লাহ বিন উমার» নাফি'» সুলায়মান বিন ইয়াসার» উম্মু সালামাহ» তিনি বলেন, এক মহিলা নাবী -এর নিকট সমাধান জানতে চেয়ে বলেন, আমার অনবরত রক্তস্রাব হয়, আমি কখনো পবিত্র হই না। আমি কি স্বলাত ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন, না, বরং তুমি তোমার হায়িযের মেয়াদে স্বলাত ত্যাগ করো। আবূ বাক্‌র -এর রিওয়ায়াতে আছে ঃ প্রতি মাসে হায়িদের সমপরিমাণ মেয়াদ নির্ধারণ করো, অতঃপর গোসল করে কাপড়ের পট্টি বেঁধে স্বলাত পড়ো।[৬২০]

٥/٦٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ «لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ».

৫/৬২৪। «আলী ইবনুমহাম্মাদ ও আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ» ওয়াকী'» আ'মাশ» হাবীব বিন আবূ স্বাবিত» উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র» আয়িশাহ» তিনি বলেন, ফাতিমাহ বিনতে আবূ হুবায়শ নাবী -এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার রক্তস্রাব হতেই থাকে এবং আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না। আমি কি স্বলাত ছেড়ে দিবো? তিনি বলেন, না, এটা এক প্রকার শিরাজনিত রোগ, এটা হায়িযের রক্ত নয়। তুমি তোমার হায়িযের মেয়াদকালে স্বলাত থেকে বিরত থাকো, অতঃপর গোসল করো এবং প্রতি ওয়াক্ত স্বলাতের জন্য উদূ করে স্বলাত পড়ো, যদিও স্বলাতের পাটিতে রক্ত পড়ে।[৬২১]

٦/٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي».

৬/৬২৫। «আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও ইসমাঈল বিন মূসা» শারীক» আবূল ইয়াকযান (দঈফ)» আদী বিন স্বাবিত» থেকে তার পিতা (স্বাবিত বিন উবায়দ) মাজহুল» তার দাদা (উবায়দ বিন

---

৬২০. নাসায়ী ২০৮, ৩৫৪, ৩৫৫; আবূ দাউদ ২৭৪, আহমাদ ২৬১৭৬, ২৬২০০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৩৮, দারিমী ৭৮০। স্বহীহ আবূ দাউদ ২৬৪-২৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬২১. বুখারী ২২৮, ৩০৬, ৩২০, ৩২৫, ৩৩১; মুসলিম ৩৩৩, তিরমিযী ১২৫, নাসায়ী ২১২, ৩৫৯, ৩৬৩-৬৭; আবূ দাউদ ২৮২, ২৮৬, ৩০৪; আহমাদ ২৩৬২৫, ২৫০৯৪, ২৫১৫৩, ২৫৭২৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৩৭, দারিমী ৭৭৪, ৭৭৯। ইবনু মাজাহ ৬২১। স্বহীহ আবূ দাউদ ২৮, ৩১২। তাহকীক আলবানী ঃ পাটিতে রক্ত পড়ার কথা ব্যতীত স্বহীহ।

আযিব) ❁ নাবী ﷺ বলেন, ইস্তিহাদায় (রক্তপ্রদরে) আক্রান্ত নারী তার হায়িযের মেয়াদকাল স্বলাত ত্যাগ করবে। এরপর সে গোসল করবে এবং প্রতি ওয়াক্ত স্বলাতের জন্য উদূ করবে এবং স্বলাত-সওম করবে।[৬২২]

١١٦/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا اخْتَلَطَ عَلَيْهَا الدَّمُ فَلَمْ تَقِفْ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا

১/১১৬. অধ্যায় : কোন নারীর ইস্তিহাদা ও হায়িদের রক্ত গোলমাল হয়ে গেলে হায়িদের মেয়াদের উপর নির্ভর করা যাবে না।

١/٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ».

১/৬২৬। ❁ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবুল মুগীরাহ ✗ আওযাঈ ✗ যুহরী ✗ উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র ও আমরাহ বিনতু আবদুর রহমান ✗ নাবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশাহ ❁ বলেন, আবদুর রহমান বিন আওফ ❁-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ ❁-এর ইস্তিহাদা (রক্তপ্রদর) হলো। তিনি সাত বছর তার স্ত্রীত্বে ছিলেন। তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে অভিযোগ করলে তিনি বলেন, এটা হায়িদের রক্ত নয়, বরং তা একটি শিরাজনিত রোগ। তোমার হায়িদ শুরু হলে তুমি স্বলাত ছেড়ে দিবে এবং হায়িদের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে তুমি গোসল করে স্বলাত পড়বে। আয়িশাহ ❁ বলেন, এরপর তিনি প্রতি ওয়াক্ত স্বলাতের জন্য গোসল করে স্বলাত আদায় করতেন। তিনি তার বোন যয়নব বিনতে জাহ্‌শ ❁-এর পানির পাত্রে বসতেন, এমনকি রক্তের লাল রংয়ে পানি রঞ্জিত হয়ে যেত।[৬২৩]

١١٧/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْبِكْرِ إِذَا ابْتَدَأَتْ مُسْتَحَاضَةً أَوْ كَانَ لَهَا أَيَّامُ حَيْضٍ فَنَسِيَتْهَا

১/১১৭. অধ্যায় : যে কুমারী মেয়ের প্রথমেই ইস্তিহাদা এসেছে অথবা সে তার হায়িদের মেয়াদ ভুলে গেছে।

١/٦٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ

---

৬২২. তিরমিযী ১২৬, আবূ দাউদ ২৯৭, দারিমী ৭৯৩। সহীহ আবূ দাউদ ৩১১, ইরওয়া' ২০৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবুল ইয়াকযান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইবনু মাহদী তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ২. সাবিত বিন উবায়দ সম্পর্কে সকল হাদীস বিশারদগণ অজ্ঞাত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৬২৩. বুখারী ৩২৭, মুসলিম ৩২৪/১-২, তিরমিযী ১২৯, নাসায়ী ২০৩-৭, ২০৯, ২১০; আবূ দাউদ ২৭৯, ২৮৫, ২৮৮, ২৯১; আহমাদ ২৪০১৭, ২৫০১৭; দারিমী ৭৭৫, ৭৭৮, ৭৮২। সহীহ আবূ দাউদ ২৮২, ২৮৩, ২৯৩, ২৯৮, ৩০০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي اسْتُحِضْتُ حَيْضَةً مُنْكَرَةً شَدِيدَةً قَالَ لَهَا «احْتَشِي كُرْسُفًا» قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّ ثَجًّا قَالَ تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي غُسْلًا فَصَلِّي وَصُومِي ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ وَأَخِّرِي الظُّهْرَ وَقَدِّمِي الْعَصْرَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا وَأَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَعَجِّلِي الْعِشَاءَ وَاغْتَسِلِي لَهُمَا غُسْلًا وَهَذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ».

১/৬২৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ইয়াযীদ বিন হারূন, শারীক, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল, ইবরাহীম বিন মুহম্মাদ বিন তলহাহ, তার চাচা ইমরান বিন তলহাহ, তার মাতা হামনাহ বিনতু জাহ্‌শ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় তার ইস্তিহাদা শুরু হলে তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এসে বলেন, আমার প্রচুর পরিমাণে হায়িদের রক্ত আসে। তিনি তাকে বলেন, তুমি তুলার পট্টি ব্যবহার করো। হামনা (রাঃ) তাকে বলেন, তা অত্যধিক। আমার সারাক্ষণই স্রাব হতে থাকে। তিনি বলেন, তাহলে স্রাব নির্গত স্থানে কাপড়ের পট্টি বাঁধো এবং প্রতি মাসের ছয় বা সাত দিন হায়িদের মেয়াদ গণ্য করো, যোহরের স্বলাত বিলম্বে (ওয়াক্‌তের শেষ দিকে) ও আসরের স্বলাত জলদি (ওয়াক্‌তের প্রথমভাগে) পড়ো এবং এই স্বলাতদ্বয়ের জন্য একবার গোসল করো। অনুরূপভাবে মাগরিবের স্বলাত বিলম্বে ও ইশার স্বলাত জলদি পড়ো এবং এই দু' স্বলাতের জন্য একবার গোসল করো। এ পন্থা আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।[৬২৪]

١١٨/١. بَاب فِي مَا جَاءَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

১/১১৮. অধ্যায় : পরিধেয় বস্ত্রে হায়িদের রক্ত লাগলে।

٦٢٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ وَلَوْ بِضِلَعٍ».

১/৬২৮। মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও আবদুর রহমান বিন মাহদী, সুফইয়ান, সাবিত বিন হুরমুয আবূল মিকদাম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন), আদী বিন দীনার, উম্মু কায়স বিনতু মিহস্বান (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে পরিধানের কাপড়ে হায়িদের রক্ত লেগে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি তা পানি ও বরই পাতা দিয়ে ধৌত করো এবং কাঠি দিয়ে হলেও তা খুঁচিয়ে পরিষ্কার করো।[৬২৫]

٦٢٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ «اقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ».

---

৬২৪. তিরমিযী ১২৮, আবূ দাউদ ২৮৭, ২৮৮, আহমাদ ২৬৬০৩, ২৬৮৯৯, ২৬৯২৮; দারিমী ৭৮১, ইবনু মাজাহ ৬২২। স্বহীহ আবূ দাউদ ২৯২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৬২৫. নাসায়ী ২৯২, ৩৯৫; আবূ দাউদ ৩৬৩, আহমাদ ২৬৪৫৮, ২৬৪৬১; দারিমী ১০১৯। স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৮৮, দঈফাহ ৩০০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

২/৬২৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) হিশাম বিন উরওয়াহ ফাতিমাহ বিনতু মুনযির আসমা' বিনতু আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট পরিধানের কাপড়ে হায়িদের রক্ত লেগে গেলে তার বিধান জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, তা খুঁটে ফেলে ধৌত করো এবং তা পরেই স্বলাত পড়ো।[৬২৬]

٣/٦٣٠ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

৩/৬৩০। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া বিন ওয়াহব ইমরান ইবনুল হারিস্র আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা কাসিম বিন মুহাম্মাদ নাবী (সাঃ)-এর স্ত্রী আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমাদের কারো হায়িদ হওয়ার পর পবিত্র অবস্থায় পৌছে সে তার পরিধেয় থেকে রক্তের দাগ খুঁটে তুলে রগড়িয়ে ধৌত করতো, অতঃপর গোটা কাপড়ে পানি ছিটিয়ে দিতো, অতঃপর সেই কাপড়ে স্বলাত আদায় করতো।[৬২৭]

١/١١٩. بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ

১/১১৯. অধ্যায় : হায়িদগ্রস্ত নারী কাযা স্বলাত আদায় করবে না।

١/٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ «قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ».

১/৬৩১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ মুআযাহ আল-আদাবিয়্যাহ আয়িশাহ (রাঃ) জনৈকা মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী নারী কি কাযা স্বলাত আদায় করবে? আয়িশাহ (রাঃ) তাকে বলেন, তুমি কি হারূরিয়া (খারিজী) নারী? নাবী (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় আমাদের হায়িদ হতো, অতঃপর আমরা পবিত্র হতাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে কাযা স্বলাত আদায় করার নির্দেশ দেননি।[৬২৮]

١/١٢٠. بَاب الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنْ الْمَسْجِدِ

১/১২০. অধ্যায় : হায়িদগ্রস্ত নারীর মাসজিদ থেকে কিছু নেয়া।

---

৬২৬. বুখারী ২২৭, ৩০৭; মুসলিম ২৯১, তিরমিযী ১৩৮, নাসায়ী ২৯৩, আবূ দাউদ ৩৬০-৬১, আহমাদ ২৬৩৮০, ২৬৩৯২, ২৬৪৪১; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৩৬, দারিমী ৭৭২। স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৮৫, ৩৮৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬২৭. বুখারী ৩০৮, আবূ দাউদ ৩৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৮৫।

৬২৮. বুখারী ৩২১, মুসলিম ৩৩৫/১-৩, তিরমিযী ১৩০, ৭৮৭; নাসায়ী ৩৮২, ২৩১৮; আবূ দাউদ ২৬২, আহমাদ ২৩৫১৬, ২৪১১২, ২৪১৩৯, ২৪৩৬৫, ২৪৫৮৫, ২৪৯৯৩, ২৫৪২০; দারিমী ৯৭৯-৮০, ৯৮৬, ৯৮৮। স্বহীহ আবূ দাউদ ২৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

١/٦٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ».

১/৬৩২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস্ আবূ ইসহাক আল-বাহিয়্যী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আয়িশাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আমাকে বললেন ঃ **মাসজিদ থেকে চাটাইটি তুলে আমাকে এনে দাও।** আমি বললাম, আমি তো হায়িদগ্রস্ত। তিনি বললেন ঃ **তোমার হায়িদের নাপাকী তো আর তোমার হাতে লেগে নেই।**[৬২৯]

٢/٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ مُجَاوِرٌ تَعْنِي مُعْتَكِفًا فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ».

২/৬৩৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ তিনি বলেন, নাবী মাসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তাঁর মাথা আমার নিকট এগিয়ে দিতেন। আমি তখন ঋতুবতী ছিলাম। আমি তাঁর মাথা ধুয়ে চুল আঁচড়ে দিতাম।[৬৩০]

٣/٦٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ».

৩/৬৩৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক সুফইয়ান মানসূর বিন সাফিয়্যাহ তার মাতা (সাফিয়্যাহ বিনতু শায়বাহ) আয়িশাহ তিনি বলেন, আমি হায়িদগ্রস্ত থাকাকালে রসূলুল্লাহ তাঁর মাথা আমার কোলে রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[৬৩১]

١٢١/١. بَاب مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا

১/১২১. অধ্যায় : হায়িদগ্রস্ত নারীর থেকে তার স্বামী সেবা গ্রহণ করতে পারে।

١/٦٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ح و حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ».

---

৬২৯. মুসলিম ২৯৮, তিরমিযী ১৩৪, নাসায়ী ২৭১, ৩৮৪; আবূ দাউদ ২৬১, আহমাদ ২৩৬৬৪, ২৪১৭৪, ২৪২২৬, ২৪২৭৩, ২৪২৮৬, ২৪৩১১, ২৪৮৭৬, ২৪৯৩২, ২৫২৬৮, ২৫৩৮৮, ২৫৫৫৩; দারিমী ৭৭১, ১০৬৫। সহীহ আবূ দাউদ ২৫৩, ইরওয়া' ১৯৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬৩০. বুখারী ২৯৫-৯৬, ৩০১, ২০২৮-২৯, ২০৩১, ২০৪৬, ৫৯২৫; মুসলিম ২৯৭/১-৫, তিরমিযী ৮০৪, নাসায়ী ২৭৫-৭৭, ৩৮৬-৮৯; আবূ দাউদ ২৪৬৭, ২৪৬৯; আহমাদ ২৩৭১৮, ২৩৭৫৯, ২৪১৬২, ২৪২১০, ২৪৮৪১, ২৪৯৫৬, ২৫০৩৫, ২৫১৫৪, ২৫৩৯৪, ২৫৪১০, ২৫৪৪২, ২৫৪৪৯, ২৫৫৭১, ২৫৭২৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৩৫, ৬৯৩; দারিমী ১০৫৮-৫৯, ১০৬৬, ১০৬৮-৬৯; ইবনু মাজাহ ১৭৭৮। সহীহ আবূ দাউদ ২৫২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬৩১. বুখারী ২৯৭, ৭৫৪৯; মুসলিম ৩০১, নাসায়ী ২৭৪, ৩৮১; আবূ দাউদ ২৬০, আহমাদ ২৪৫০৯, ২৪৭১৮, ২৫১৫৫, ২৫৬৮৯। সহীহ আবূ দাউদ ২৫২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১/৬৩৫। আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবূল আহওয়াস্ আবদুল কারীম আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ তার পিতা (আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ) আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ◇ আবূ সালামাহ ইয়াহইয়া বিন খালাফ আবদুল আ'লা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ তার পিতা (আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ) আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ◇ আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন মুসহির শায়বানী আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ তার পিতা (আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ) আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ◇ তিনি বলেন, আমাদের কারো হায়িদ শুরু হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার লজ্জাস্থানে শক্ত করে পাজামা বাঁধার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তিনি তার সাথে আলিঙ্গন করতেন।১৭ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে পারে, যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে সক্ষম ছিলেন![৬৩২]

٦٣٦/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا».

২/৬৩৬। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ জারীর মানসূর ইবরাহীম আসওয়াদ আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ◇ তিনি বলেন, আমাদের কেউ হায়িদগ্রস্ত হলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার (লজ্জাস্থানে) পাজামা শক্তভাবে বাঁধার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তাকে আলিঙ্গন করতেন।[৬৩৩]

٦٣٧/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي لِحَافِهِ فَوَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَانْسَلَلْتُ مِنَ اللِّحَافِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنَفِسْتِ قُلْتُ وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضَةِ قَالَ ذَلِكِ مَا كَتَبَ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ قَالَتْ فَانْسَلَلْتُ فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي ثُمَّ رَجَعْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَالَيْ فَادْخُلِي مَعِي فِي اللِّحَافِ قَالَتْ فَدَخَلْتُ مَعَهُ».

৩/৬৩৭। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ◇ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে একত্রে তাঁর লেপের ভিতর ছিলাম। নারীদের যে হায়িদ হয় আমার তা শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে, আমি লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমারা কী হায়িদ হয়েছে? আমি বললাম, নারীদের যেরূপ হায়িদ হয়, আমিও সেরূপ অনুভব করছি। তিনি বলেন, এটা তো এমন জিনিস, যা আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম-এর কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি বের হয়ে গিয়ে নিজের অবস্থা ঠিকঠাক করে ফিরে

৬৩২. বুখারী ৩০১-২, মুসলিম ২৯৩/১-২, নাসায়ী ২৮৫-৮৬, ৩৭৩-৭৫; আবূ দাউদ ২৬৮, ২৭৩; আহমাদ ২৪৩৯৪, ২৪৫০০, ২৪৫৮০, ২৪৮৮২, ২৪৯৬৫, ২৫০৩৫, ২৫১৫৪, ২৫২২২, ২৫৪৪৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১২৭-২৮, ৭৯৫; দারিমী ১০৩৩, ১০৩৭, ১০৪৭; ইবনু মাজাহ ৬৩৬। সহীহ আবূ দাউদ ৩৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬৩৩. বুখারী ৩০১-২, মুসলিম ২৯৩/১-২, নাসায়ী ২৮৫-৮৬, ৩৭৩-৭৫; আবূ দাউদ ২৬৮, ২৭৩; আহমাদ ২৪৩৯৪, ২৪৫০০, ২৪৫৮০, ২৪৮৮২, ২৪৯৬৫, ২৫০৩৫, ২৫১৫৪, ২৫২২২, ২৫৪৪৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১২৭-২৮, ৭৯৫; দারিমী ১০৩৩, ১০৩৭, ১০৪৭; ইবনু মাজাহ ৬৩৫। সহীহ আবূ দাউদ ২৬০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

আসলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলেন, এসো এবং আমার সঙ্গে লেপের মধ্যে ঢোকো। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে লেপের মধ্যে ঢুকলাম।[৬৩৪]

٦٣٨/٤ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَأَلْتُهَا «كَيْفَ كُنْتِ تَصْنَعِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْحَيْضَةِ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا فِي فَوْرِهَا أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارًا إِلَى أَنْصَافِ فَخِذَيْهَا ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

৪/৬৩৮। খালীল বিন আমর ইবনু সালামাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব সুওয়ায়দ বিন কায়স মুআবিয়াহ বিন হুদায়জ মুআবিয়াহ বিন আবূ সুফইয়ান (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ঋতুবতী অবস্থায় রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে কিরূপ করো? তিনি বলেন, আমাদের কারো হায়িদ শুরু হলে, তখনই তিনি তার পাজামা দু' উরুর মাঝ বরাবর শক্ত করে বেঁধে নিতেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে শুয়ে পড়তেন।[৬৩৫]

١٢٢/١. بَاب النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

১/১২২. অধ্যায় : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করা নিষেধ।

٦٣٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

১/৬৩৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হাম্মাদ বিন সালামাহ হাকীম আল-আসলাম (তার মাঝে দুর্বলতা আছে) আবূ তামীমাহ আল-হুজায়মী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলো অথবা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করলো অথবা গণকের নিকট গেলো এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো, সে অবশ্যই মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর নাযিলকৃত জিনিসের (আল্লাহ্‌র কিতাবের) বিরুদ্ধাচরণ করলো।[৬৩৬]

١٢٣/١. بَاب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا

১/১২৩. অধ্যায় : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে তার জরিমানা (কাফ্‌ফারা)

---

৬৩৪. বুখারী ২৯৮, ৩২২-২৩, ১৯২৯; মুসলিম ২৯৬, নাসায়ী ২৮৩, ৩৭১, ২৫৯৮৬, ২৬০২৬, ২৬১৬৩; দারিমী ১০৪৪-৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৬৩৫. সহীহ আবূ দাউদ ২৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৬৩৬. তিরমিযী ১৩৫, আবূ দাউদ ৩৯০৪, আহমাদ ৯০৩৫, ৯৮১১; দারিমী ১১৩৬। ইরওয়া' ২০০৬, মিশকাত ৫৫১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হাকীম আল-আসরাম সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী ও আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী সিকাহ বলেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। বায্‌যার বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

١/٦٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ».

১/৬৪০। (মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার) (ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ও বিন আবূ আদী) (শু'বাহ) (হাকাম) (আবদুল হামীদ) (মিকসাম) (ইবনু আব্বাস) যে ব্যক্তি তার ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো, তার সম্পর্কে নাবী বলেন, সে এক দীনার বা অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করবে।[৬৩৭]

١/١٢٤. بَاب فِي الْحَائِضِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ

১/১২৪. অধ্যায় : ঋতুবর্তী নারীর গোসলের নিয়ম।

١/٦٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا وَكَانَتْ حَائِضًا «انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ انْقُضِي رَأْسَكِ».

১/৬৪১। (আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ) (ওয়াকী') (হিশাম বিন উরওয়াহ) (তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র)) (আয়িশাহ) নাবী তাকে তার হায়িদগ্রস্ত অবস্থায় বলেন, তোমার মাথার চুল খুলে গোসল করো। অধস্তন রাবী আলী -এর বর্ণনায় আছে ঃ তোমার মাথার চুল খুলে ফেলো।[৬৩৮]

٢/٦٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْمَحِيضِ فَقَالَ «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ أَسْمَاءُ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ قَالَتْ وَسَأَلَتْهُ عَنْ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ أَوْ تَبْلُغُ فِي الطُّهُورِ حَتَّى تَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ».

২/৬৪২। (মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার) (মুহাম্মাদ বিন জা'ফার) (শু'বাহ) (ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল)) (সফিয়্যাহ) (আয়িশাহ) আসমা' রসূলুল্লাহ -এর নিকট হায়িদের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের যে কোন নারী বরই

৬৩৭. তিরমিযী ১৩৬-৩৭, নাসায়ী ২৮৯, ৩৭০; আবূ দাউদ ২৬৪-৬৬, ২১৬৮-৬৯, আহমাদ ২০৩৩, ২১২২, ২২০২, ২৪৫৪, ২৫৯০, ২৭৮৪, ২৮৩৯, ৩১৩৫, ৩৪১৮, ৩৪৬৩; ১১০৫ ইবনু মাজাহ ৬৫০। মিশকাত ৫৫৩, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৬, ইরওয়া' ১৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬৩৮. আহমাদ ২৪৭৭৯, ২৪৯১৩। ইরওয়া' ১৩৪, সহীহাহ ১৮৮, সহীহ আবূ দাউদ ১৫৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

পাতাযুক্ত পানি নিয়ে যেন উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে যতটা উত্তমরূপে সম্ভব; অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে তা মর্দন করবে, যেন তার চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়, অতঃপর তার গোটা শরীরে পানি ঢেলে দিয়ে এক টুকরা সুগন্ধিযুক্ত পশমী কাপড় অথবা তুলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। আসমা' (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তার সাহায্যে কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করবো? তিনি বলেন, সুবহানাল্লাহ্! তার সাহায্যেই তুমি পবিত্রতা অর্জন করবে। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) চুপিসারে বলেন, তুমি তা দিয়ে রক্তের চিহ্ন মুছে ফেলবে। আসমা' (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি তাঁকে নাপাকির গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তোমাদের যে কোন নারী তার গোসলের পানি নিয়ে যেন যতটা সম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর তার মাথায় পানি ঢেলে তা উত্তমরূপে মর্দন করে, যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়, অতঃপর গোটা দেহে পানি ঢালবে। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আনসার মহিলারা কতই না উত্তম। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে লজ্জা তাদের বিরত রাখে না।[৬৩৯]

١٢٥/١. بَاب مَا جَاءَ فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

১/১২৫. অধ্যায় : ঋতুবতী নারীর সাথে একত্রে পানাহার এবং তার উচ্ছিষ্ট।

٦٤٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي وَأَشْرَبُ مِنْ الْإِنَاءِ فَيَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي وَأَنَا حَائِضٌ».

১/৬৪৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ মিকদাম বিন শুরাইহ বিন হানী তার পিতা (শুরাইহ বিন হানী) আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় চুষতাম, অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটি নিয়ে আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ রেখে তা চুষতেন। আবার আমি ঋতুবতী থাকাকালে যে পাত্রে পানি পান করতাম, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেটি নিয়ে আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগিয়ে পান করতেন।[৬৪০]

٦٤٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا لَا يَجْلِسُونَ مَعَ الْحَائِضِ فِي بَيْتٍ وَلَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ».

২/৬৪৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবুল ওয়ালীদ হাম্মাদ বিন সালামাহ সাবিত আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাড়িতে ইহূদীরা ঋতুবতী মহিলাদের সাথে একত্রে বসতো না এবং পানাহার করতো না। রাবী বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করা হলে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "লোকে আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন ঃ তা অশুচি। অতএব

---

৬৩৯. বুখারী ৩১৪-১৫, ৭৩৫৭; মুসলিম ৩৩২/১-২, নাসায়ী ২৫১, ৪২৭; আবূ দাউদ ৩১৪, আহমাদ ২৪৩৮৬, ২৪৬২১, ২৫০২৪; দারিমী ৭৭৩। সহীহ আবূ দাউদ ৩৩১-৩৩৩ মুসলিম, বুখারিতে নাপকির গোসলের জিজ্ঞাসার কথা ব্যতীত রয়েছে। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৬৪০. মুসলিম ৩০০, নাসায়ী ৭০, ২৭৯-৮২, ৩৭৭-৮০; আবূ দাউদ ২৫৯, আহমাদ ২৫০৬৬। সহীহ আবূ দাউদ ২৫১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করো" (সূরাহ বাকারা ঃ ২২২)।১৮ তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমরা তাদের সাথে সঙ্গম ব্যতীত আর সবকিছুই করতে পারো।[৬৪১]

١٢٦/١. بَاب فِي مَا جَاءَ فِي اجْتِنَابِ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ

১/১২৬. অধ্যায় : হায়িদগ্রস্ত নারী মাসজিদে প্রবেশ করবে না।

٦٤٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ عَنْ مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ «إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ».

১/৬৪৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) আবূ নুআয়ম (রহঃ) ইবনু আবূ গানিয়্যাহ (রহঃ) আবূল খাত্তাব আল-হাজারী (মাজহুল) (রহঃ) মাহদূজ আয-যুহলী (মাজহুল) (রহঃ) জাসরাহ (মাকবূল) (রহঃ) উম্মু সালামাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এই মাসজিদের বারান্দায় প্রবেশ করে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করেন যে, নাপাক ব্যক্তি ও হায়িদগ্রস্তা নারীর মাসজিদে প্রবেশ করা হালাল নয়।[৬৪২]

١٢٧/١. بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَرَى بَعْدَ الطُّهْرِ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ

১/১২৭. অধ্যায় : হায়িদগ্রস্তা নারী পবিত্র হওয়ার পর হলুদ বর্ণের ও মেটে বর্ণের রক্ত দেখলে।

٦٤٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ بَكْرٍ أَنَّهَا أُخْبِرَتْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ «إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى يُرِيدُ بَعْدَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْغُسْلِ».

১/৬৪৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) উবায়দুল্লাহ বিন মূসা (রহঃ) শায়বান আন-নাহবী (রহঃ) ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর (রহঃ) আবূ সালামাহ (রহঃ) উম্মু বাকর (তার অবস্থা বা পরিচয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না) (রহঃ) আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, যে নারী (হায়িদ থেকে) পবিত্র হওয়ার পর সন্দেহজনক কিছু দেখতে পায় তার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তা শিরাজনিত রোগ বা শিরাসমূহ থেকে নির্গত। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, হাদীসে "পবিত্র হওয়ার পর" বলতে "গোসল করার পর" বুঝানো হয়েছে।[৬৪৩]

٦٤٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا .

---

৬৪১. মুসলিম ৩০২, তিরমিযী ২৯৭৭, নাসায়ী ২৮৮, ৩৬৯; আবূ দাউদ ২৫৮, ২১৬৫; আহমাদ ১১৯৪৫, ১৩১৬৪; দারিমী ১০৫৩। সহীহ আবূ দাউদ ২৫০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬৪২. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূল খাত্তাব আল-হাজারী সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি অপরিচিত। ২. মাহদূজ আয-যুহলী সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি অপরিচিত। ৩. জাসরাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার নিকট আশ্চর্য ধরনের হাদীস শুনা যায়। ইবনু হাজার তাকে বাতিল বলেছেন।

৬৪৩. সহীহ আবূ দাউদ ৩০৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী উম্মু বাকর সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, তিনি অপরিচিত।

২/৬৪৭। ⟨মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া⟩⟨আবদুর রাযযাক⟩⟨মা'মার⟩⟨আয়্যুব⟩⟨বিন সীরীন⟩⟨উম্মু আতিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ তিনি বলেন, আমরা হলদে ও মেটে বর্ণের স্রাব দেখলে তাকে কিছুই মনে করতাম না।[৬৪৪]

٦٤٧/٢ (١) - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وُهَيْبٌ أَوْلَاهُمَا عِنْدَنَا بِهَذَا.

২/৬৪৭ (১)। ⟨মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া⟩⟨মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আর-রকাশী⟩⟨উহায়ব⟩⟨আয়্যুব⟩⟨হাফসাহ⟩⟨উম্মু আতিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ তিনি বলেন, আমরা হলদে ও মেটে বর্ণের স্রাবকে হায়িদের মধ্যে গণ্য করতাম না। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বলেন, আমাদের কাছে এটাই গ্রহণযোগ্য।[৬৪৫]

١/١٢٨. بَاب مَا جَاءَ فِي النُّفَسَاءِ كَمْ تَجْلِسُ

১/১২৮. অধ্যায় : নিফাসগ্রস্তা নারীরা কত দিন অপেক্ষা করবে।

٦٤٨/١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «كَانَتْ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنْ الْكَلَفِ».

১/৬৪৮। ⟨নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী⟩⟨শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)⟩⟨আলী বিন আবদুল আ'লা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)⟩⟨আবূ সাহল⟩⟨মুস্‌সাহ আল-আযদিয়্যাহ (মাকবূল)⟩⟨উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)⟩ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে নিফাসগ্রস্তা নারীরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। আমরা তখন আমাদের মুখমণ্ডলে ওয়ারস ঘাস থেকে নিঃসৃত হলদে বর্ণের রস কলপ হিসাবে ব্যবহার করতাম।[৬৪৬]

٦٤٩/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ سَلَّامِ بْنِ سُلَيْمٍ أَوْ سَلْمٍ شَكَّ أَبُو الْحَسَنِ وَأَظُنُّهُ هُوَ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ».

২/৬৪৯। ⟨আবদুল্লাহ বিন সাঈদ⟩⟨আল-মুহারিবী⟩⟨<u>সাল্লাম বিন সুলায়ম</u> (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য)⟩⟨হুমায়দ⟩⟨আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)⟩ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিফাসগ্রস্তা নারীদের নিফাসকাল চল্লিশ দিন নির্ধারণ করতেন। এই মেয়াদের আগেই কেউ পবিত্র হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।[৬৪৭]

---

৬৪৪. বুখারী ৩২৬, নাসায়ী ৩৬৮, আবূ দাউদ ৩০৭, দারিমী ৮৬৫, ৮৭১। সহীহ আবূ দাউদ ৩২৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬৪৫. তিরমিযী ১৩৯, আবূ দাউদ ৩১১-১২, আহমাদ ২৬০২১, ২৬০৫৩, ২৬০৯৮; দারিমী ৯৫৫। ইরওয়া' ১৯৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

৬৪৬. সহীহ আবূ দাউদ ৩২৯, ইরওয়া হ ২০১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

৬৪৭. তিরমিযী ১৩৬-৩৭, নাসায়ী ২৮৯, ৩৭০; আবূ দাউদ ২৬৪-৬৬, ২১৬৮-৬৯, আহমাদ ২০৩৩, ২১২২, ২২০২, ২৪৫৪, ২৫৯০, ২৭৮৪, ২৮৩৯, ৩১৩৫, ৩৪১৮, ৩৪৬৩; ১১০৫; ইবনু মাজাহ ৬৪০। সহীহ আবূ দাউদ ৩২৯, দঈফাহ ৫৬৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীসের রাবী <u>সাল্লাম বিন সুলায়ম</u> সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল তার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, হাদীস বিশারদগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জাওযুজানী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল।

١٢٩/١. بَاب مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

১/১২৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি হায়িদগ্রস্তা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলো।

٦٥٠/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ».

১/৬৫০। আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) আবূল আহওয়াস্র আবদুল কারীম মিকসাম ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি তার হায়িদগ্রস্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে, নাবী (ﷺ) তাকে অর্ধ-দীনার সদাকা (দান-খয়রাত) করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬৪৮]

١٣٠/١. بَاب فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ

১/১৩০. অধ্যায় : ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার।

٦٥١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ «وَاكِلْهَا».

১/৬৫১। আবূ বিশর বাকর বিন খালফ আবদুর রহমান বিন মাহদী মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) 'আলা' ইবনুল হারিস্র হারাম বিন হাকীম তার চাচা আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি তার সাথে একত্রে পানাহার করতে পারো।[৬৪৯]

١٣١/١. بَاب الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ

১/১৩১. অধ্যায় : হায়িদের কাপড় পরে স্বলাত পড়া।

٦٥٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ».

১/৬৫২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' তালহাহ বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বলাত আদায় করতেন, আমি হায়িদগ্রস্তা অবস্থায় তাঁর পাশে অবস্থান করতাম। আমার গায়ে পরিহিত পশমী চাদরের কিছু অংশ তাঁর উপর পতিত থাকতো।[৬৫০]

---

৬৪৮. তিরমিযী ১৩৩, আবূ দাউদ ২১২, আহমাদ ১৮৫২৮, ২১৯৯৯; দারিমী ১০৭৩। আবূ দাউদ ২৬৬ দঈফ, ২১৬৮ স্বহীহ, ইবনু মাজাহ ৬৪০ স্বহীহ, নাসায়ী ২৮৯, ৩৭০ স্বহীহ, তিরমিযী ১৩৬ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন।

৬৪৯. মুসলিম ৫১৪, নাসায়ী ৭৬৮, আবূ দাউদ ৩৭০, আহমাদ ২৩৫২৪, ২৪৬০৬, ২৫১৫৮। তাহক্বীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৫০. স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৯৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٦٥٣/٢ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ وَهِيَ حَائِضٌ».

২/৬৫৩। সাহল বিন আবূ সাহল সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ শায়বানী আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ মায়মূনা রসূলুল্লাহ রেশমী চাদর পরিহিত অবস্থায় স্বলাত পড়লেন, যার কতকাংশ আমার দেহে এবং কতকাংশ তাঁর দেহে ছিল। তখন আমি হায়িদগ্রস্তা ছিলাম।[৬৫১]

١٣٢/١. بَاب إِذَا حَاضَتْ الْجَارِيَةُ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا بِخِمَارٍ

১/১৩২. অধ্যায় : বালেগা মেয়ে ওড়না জড়িয়ে স্বলাত পড়বে।

٦٥٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَاخْتَبَأَتْ مَوْلَاةٌ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «حَاضَتْ فَقَالَتْ نَعَمْ فَشَقَّ لَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ فَقَالَ اخْتَمِرِي بِهَذَا».

১/৬৫৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী‘ সুফইয়ান আবদুল কারীম (দঈফ বা দুর্বল) আমর বিন সাঈদ আয়িশাহ নাবী তার নিকট প্রবেশ করলেন। তার মুক্তদাসী পর্দার আড়ালে চলে গেল। নাবী জিজ্ঞেস করেন ঃ তার কি হায়িদ হয়েছে (বালেগ হয়েছে)? আয়িশাহ বলেন, হ্যাঁ। তিনি তাঁর পাগড়ীর একাংশ ছিঁড়ে তাকে দিয়ে বলেন, এটা দিয়ে তোমার মাথা ঢেকে নাও।[৬৫২]

٦٥٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ».

২/৬৫৫। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূল ওয়ালীদ ও আবূ নু‘মান হাম্মাদ বিন সালামাহ কাতাদাহ মুহাম্মাদ বিন সীরীন স্বফিয়্যাহ বিনতুল হারিস আয়িশাহ নাবী বলেন, আল্লাহ প্রাপ্তবয়স্কা নারীর স্বলাত ওড়না পরা ব্যতীত কবূল করেন না।[৬৫৩]

١٣٣/١. بَاب الْحَائِضِ تَخْتَضِبُ

১/১৩৩. অধ্যায় : হায়িদগ্রস্তা নারীর কলপ ব্যবহার।

٦٥٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ «قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ».

---

৬৫১. আবূ দাউদ ৩৬৯, আহমাদ ২৬২৬৪। স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৯৩, ৬৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৫২. তিরমিযী ৩৭৭, আবূ দাউদ ৩৪১-৪২, আহমাদ ২৪৬৪১, ২৫৩০৫, ২৫৬৯৪। ইবনু মাজাহ ৬৫৫। জিলবাবিল মারআহ ৯৪ পৃষ্ঠা। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল কারীম সম্পর্কে আয়্যূব আস-সাখতিয়ানী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম নাসায়ী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন।

৬৫৩. তিরমিযী ৩৭৭, আবূ দাউদ ৩৪১-৪২, আহমাদ ২৪৬৪১, ২৫৩০৫, ২৫৬৯৪; ইবনু মাজাহ ৬৫৪। ইরওয়া' ১৯৬, স্বহীহ আবূ দাউদ ৬৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১/৬৫৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া → হাজ্জাজ → ইয়াযীদ বিন ইবরাহীম → আয়্যূব → মুআযাহ → এক মহিলা আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী নারী কি খেযাব লাগাতে পারে? তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অবস্থানকালে খেযাব লাগাতাম। তিনি আমাদের তা থেকে বিরত থাকতে বলেননি।[৬৫৪]

١٣٤/١. بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ

১/১৩৪. অধ্যায় : পট্টির উপর মাসহ্ করা।

٦٥٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ «انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ».

٦٥٧/١ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ.

১/৬৫৭। মুহাম্মাদ বিন আবান আল-বালখী → আবদুর রায্যাক → ইসরায়ীল → আমর বিন খালিদ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) → যায়দ বিন আলী → তারা পিতা (আলী বিন হুসায়ন) → তার দাদা (হুসায়ন বিন আলী) → আলী বিন আবূ তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমার বাহুর একটি হাড় ভেঙ্গে গেল। আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে পট্টির উপর মাসহ করতে নির্দেশ দেন।

১/৬৫৭ (১)। আবূল হাসান ইবনে সালামাহ → আদ-দাবারী → আবদুর রায্যাক → ইসরায়ীল → আমর বিন খালিদ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) → যায়দ বিন আলী → তারা পিতা (আলী বিন হুসায়ন) → তার দাদা (হুসায়ন বিন আলী) → আলী বিন আবূ তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)[৬৫৫]

١٣٥/١. بَاب اللُّعَابِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

১/১৩৫. অধ্যায় : কাপড়ে থুথু লাগলে।

٦٥٨/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ».

১/৬৫৮। আলী বিন মুহাম্মাদ → ওয়াকী‘ → হাম্মাদ বিন সালামাহ → মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ → আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হুসাইন বিন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর কাঁধে বহন করতে দেখেছি এবং তার মুখের লালা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীরে গড়িয়ে পড়ছিল।[৬৫৬]

---

৬৫৪. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬৫৫. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীসের রাবী আমর বিন খালিদ সম্পর্কে ওয়াকী‘ ইবনুল জাররাহ বলেন, আমাদের নিকট তার মিথ্যা প্রকাশিত হয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক, যায়দ বিন আলী থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি বানিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইসহাক বিন রাহওয়ায় বলেন, তিনি হাদীস তৈরী করে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তাকে মিথ্যুক বলে আখ্যাতি করেছেন।

৬৫৬. আহমাদ ৯৪৮৭, ইবনু মাজাহ ৭৬১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٣٦/١. بَاب الْمَجِّ فِي الْإِنَاءِ

১/১৩৬. অধ্যায় : পাত্রের পানিতে মুখের লালা পড়লে।

١/٦٥٩ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «أُتِيَ بِدَلْوٍ فَمَضْمَضَ مِنْهُ فَمَجَّ فِيهِ مِسْكًا أَوْ أَطْيَبَ مِنْ الْمِسْكِ وَاسْتَنْثَرَ خَارِجًا مِنْ الدَّلْوِ».

১/৬৫৯। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ মিসআর আবদুল জাব্বার বিন ওয়ায়িল .... তার পিতা (ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ)) মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন কারামাহ আবূ উসামাহ মিসআর আবদুল জাব্বার বিন ওয়ায়িল .... তার পিতা (ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ)) তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামনে এক বালতি পানি আনা হলো। তিনি তা থেকে কুলি করলেন এবং তাতে কস্তুরীসম বা কস্তুরীর চেয়েও সুঘ্রাণযুক্ত তাঁর মুখের লালা নিক্ষেপ করলেন এবং নাকের ময়লা বালতির বাইরে ঝেড়ে ফেললেন।[৬৫৭]

٢/٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ «وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي دَلْوٍ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ».

২/৬৬০। আবূ মারওয়ান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ যুহরী মাহমুদ ইবনুর রবী (রাঃ) তিনি কূপ থেকে পানি তোলা বালতিটি তুলে রেখে দিলেন, যার মধ্যে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মুখের লালা নিক্ষেপ করেছিলেন।[৬৫৮]

١٣٧/١. بَاب النَّهْيِ أَنْ يَرَى عَوْرَةَ أَخِيهِ

১/১৩৭. অধ্যায় : অপরের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো নিষেধ।

١/٦٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ».

১/৬৬১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু সাওরী হাদীস বর্ণনায় ভূল করেছেন) দহ্হাক বিন উসমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যায়দ বিন আসলাম আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ আল-খুদরী তার পিতা (আবূ সাঈদ আল-খুদরী) (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন নারী যেন অপর নারীর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়। একইভাবে কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে না তাকায়।[৬৫৯]

---

৬৫৭. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

৬৫৮. বুখারী ৭৭, ৪২৪-২৫, ৬৬৭, ৬৮৬, ৮৩৮, ৮৪০, ৪০১০, ৫৪০১; মুসলিম ৩৩, নাসায়ী ৭৮৮, ৮৪৪, ১৩২৭; আহমাদ ২৩১২৬, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪১৭; ইবনু মাজাহ ৭৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬৫৯. তিরমিযী ২৭৯৩ গায়াতুল মারাম ১৮৫, ইরওয়া' ১৮০৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٦٦٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ عَنْ مَوْلَاةٍ لِعَائِشَةَ.

২/৬৬২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' সুফইয়ান মানসূর মূসা বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আয়িশাহ এর 'মাওলা' (নামটি অস্পষ্ট) আয়িশাহ তিনি বলেন, আমি কখনো রসূলুল্লাহ -এর লজ্জাস্থানের দিকে তাকাইনি বা দেখিনি।[৬৬০]

١٣٨/١. بَاب مَنْ اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَبَقِيَ مِنْ جَسَدِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ كَيْفَ يَصْنَعُ

১/১৩৮. অধ্যায় : কোন ব্যক্তির নাপাকির গোসলে তার শরীরের সামান্য কিছু অংশে পানি না পৌঁছলে তাকে যা করতে হবে।

٦٦٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الرَّحَبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا عَلَيْهَا قَالَ إِسْحَقُ فِي حَدِيثِهِ فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا».

১/৬৬৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও ইসহাক বিন মানসূর ইয়াযীদ বিন হারূন মুসতালিম বিন সাঈদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবূ আলী আর-রাহাবী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) ইকরামাহ ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত। নাবী নাপাকির গোসল করলেন, তারপর দেখতে পেলেন যে, তাঁর শরীরের সামান্য অংশে পানি পৌঁছায়নি। তিনি এক আঁজলা পানি আনিয়ে তা সেই স্থানে প্রবাহিত করলেন। ইসহাক -এর বর্ণনায় আছে ঃ তিনি তাঁর পশম ভিজালেন।[৬৬১]

٦٦٤/٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَكَ».

২/৬৬৪। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আবূল আহওয়াস মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ হাসান বিন সা'দ তার পিতা (সা'দ বিন মা'বাদ) মাকবূল আলী তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী -এর নিকট এসে বললো, আমি নাপাকির গোসল করে ফজরের সলাত পড়লাম। তারপর সকাল হলে আমি দেখতে পেলাম যে, নখ পরিমাণ স্থানে পানি পৌঁছায়নি, রাসূলুল্লাহ্ বলেন, তুমি স্থানটুকু তোমার হাত দিয়ে মাসহ্ করলেই তোমার জন্য তা যথেষ্ট হতো।[৬৬২]

---

৬৬০. আহমাদ ২৩৮২৩, ইবনু মাজাহ ১৯২২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

৬৬১. আহমাদ ২১৮১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ আলী আর-রাহাবী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি অধিক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

৬৬২. মিশকাত ৪৪৯ দঈফ, আলমুখ তারাহ ৪৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীসের রাবী সুওয়ায়দ বিন সাঈদ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি আশা করি তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক তাদলীস করেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি ইদতিরাব করে হাদীস বর্ণনা করেন।

١٣٩/١. بَاب مَنْ تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ

১/১৩৯. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি উদূ করলো কিন্তু কোন স্থানে পানি পৌছেনি।

١/٦٦٥ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفُرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ».

১/৬৬৫। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব জারীর বিন হাযিম কাতাদাহ আনাস (রাঃ) এক ব্যক্তি উযু করে নাবী (সাঃ)-এর নিকট আসলো, সে নখ পরিমাণ স্থান ছেড়ে দিয়েছিল, যেখানে পানি পৌছেনি। নাবী (সাঃ) তাকে বলেন, তুমি ফিরে গিয়ে উত্তমরূপে উদূ করো।[৬৬৩]

٢/٦٦٦ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ «رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفُرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ قَالَ فَرَجَعَ».

২/৬৬৬। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া ইবনু ওয়াহব ইবনু লাহীআহ আবূ যুবায়র জাবির উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) (মুহাম্মাদ) ইবনু হুমায়দ (তিনি হাফিয কিন্তু দুর্বল, ইবনু মাঈন তাকে হাসান বলেছেন) যায়দ ইবনুল হুবাব ইবনু লাহীআহ আবূ যুবায়র জাবির উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে উদূ করার সময় তার পায়ের নখ পরিমাণ স্থান অধৌত বা শুকনা ছেড়ে দিতে দেখলেন। তিনি তাকে পুনর্বার উদূ করে স্বলাত পড়ার নির্দেশ দেন। রাবী বলেন, সে ফিরে গেল (এবং উদূ করে স্বলাত পড়লো)।[৬৬৪]

---

৬৬৩. আবূ দাউদ ১৭৩, আহমাদ ১২০৭৮। ইরওয়া' ৮৬, স্বহীহ আবূ দাউদ ১৬৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৬৪. মুসলিম ২৪৩, আবূ দাউদ ১৭৩, আহমাদ ১৩৫, ১৫৪। ইরওয়া' ১/১২৭, স্বহীহ আবূ দাউদ ১৬৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইবনু হুমায়দ সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি অধিক মুনকার ভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও ইবনু খিরাশ বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলতেন।

(٢) : كِتَابُ الصَّلَاةِ

পর্ব (২) : স্বলাত

٢/١. أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

২/১. অধ্যায় : স্বলাতের ওয়াক্তসমূহ

٦٦٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ «صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ فَلَمَّا زَالَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَذَّنَ الظُّهْرَ فَأَبْرَدَ بِهَا وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».

১/৬৬৭। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ ও আহ্‌মাদ বিন সিনান ইসহাক বিন ইউসুফ আল-আযরাক সুফইয়ান আলকামাহ বিন মারস্বাদ সুলায়মান বিন বুরায়দাহ তার পিতা বুরায়দাহ (রাঃ) আলী বিন মায়মূন আর-রাকিয়্যু মাখলাদ বিন ইয়াযীদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সুফইয়ান আলকামাহ বিন মারস্বাদ সুলায়মান বিন বুরায়দাহ তার পিতা বুরায়দাহ (রাঃ) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে তাঁকে স্বলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, তুমি আমাদের সাথে এই দু' দিন স্বলাত পড়ো। সূর্য ঢলে পড়লে তিনি বিলাল (রাঃ)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন। এরঃপর তিনি তাকে একামত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং যোহরের স্বলাত পড়েন। এরপর তিনি তাকে আসরের স্বলাতের (আযান দেয়ার) নির্দেশ দেন এবং আসরের স্বলাত পড়েন এবং সূর্য তখন অনেক উপরে সাদা, পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল ছিল। এরপর সূর্য অস্ত গেলে তিনি তাঁকে মাগরিবের আযান দেয়ার নির্দেশ দেন এবং মাগরিবের স্বলাত পড়েন। অতঃপর পশ্চিম আকাশের লাল আভা (শাফাক) অদৃশ্য হওয়ার পর তাকে ইশার স্বলাতের আযান দেয়ার নির্দেশ দেন এবং ইশার স্বলাত পড়েন। অতঃপর ফজরের ওয়াক্ত হলে তিনি তাকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন এবং ফজরের স্বলাত পড়েন।

দ্বিতীয় দিন তিনি বিলাল (রাঃ)-কে আযানের নির্দেশ দিলে তিনি যোহরের আযান দেন এবং নাবী (সাঃ) বিলম্বে যোহরের স্বলাত পড়েন। অতঃপর তিনি আসরের স্বলাত পড়েন, যখন সূর্য উপরে ছিল ঠিকই, কিন্তু প্রথম দিনের তুলনায় একটু বেশি ঢলে পড়েছিল। অতপর তিনি পশ্চিম আকাশের শুভ্র আভা অদৃশ্য হওয়ার আগে মাগরিবের স্বলাত পড়েন। রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি ইশার স্বলাত পড়েন। পূর্বাকাশ পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি ফজরের স্বলাত পড়েন, অতঃপর বলেন, স্বলাতের

ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেসকারী কোথায়? লোকটি ললো, এই যে আমি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বলেন, তোমরা যেভাবে দেখতে পেলে তোমাদের স্বলাতের ওয়াক্তসমূহ তার মাঝখানে অবস্থিত।[৬৬৫]

٢/٦٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى مَيَاثِرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ قَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ».

২/৬৬৮। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্রী লায়স্র বিন সা'দ ইবনু শিহাব উরওয়াহ ইবনুয যুবায়র বাশীর (বিন আবূ মাসউদ) আবূ মাসউদ (রাঃ) (ইবনু শিহাব) উমার বিন আবদুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) এর গদীতে বসা ছিলেন, যখন তিনি মাদীনাহ্‌র গভর্নর ছিলেন। উরওয়া ইবনুয-যুবায়র (রাহিমাহুল্লাহ)-ও তার সাথে ছিলেন। উমার বিন আবদুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) আসরের স্বলাত আদায় করতে কিছুটা বিলম্ব করলেন। উরওয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে বলেন, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইমাম হিসাবে স্বলাত আদায় করেন। উমার (রাঃ) তাকে বলেন, হে উরওয়া! আপনি কী বলছেন, তা ভেবে দেখুন। তিনি বলেন, আমি বাশীর বিন আবূ মাসউদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি,তিনি বলেন আমি আবূ মাসউদ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি,তিনি বলেন আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) নাযিল হয়ে আমার ইমামতি করলেন। এরপর আমি তাঁর সাথে স্বলাত পড়লাম, অতঃপর আমি তাঁর সাথে স্বলাত পড়লাম, অতঃপর আমি তাঁর সাথে স্বলাত পড়লাম, অতপর আমি তার সাথে স্বলাত পড়লাম। এভাবে তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত গণনা করেন।[৬৬৬]

٢/٢. بَاب وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

২/২. অধ্যায় : ফজরের স্বলাতের ওয়াক্ত।

١/٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ فَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ تَعْنِي مِنْ الْغَلَسِ».

১/৬৬৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা মু'মিন মহিলারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ফজরের স্বলাত পড়তাম। অতঃপর তারা তাদের ঘরে ফিরে যেতেন এবং আবছা অন্ধকার থাকার দরুন তাদেরকে কেউ চিনতে পারতো না।[৬৬৭]

---

৬৬৫. মুসলিম ৬১৩/১-২, তিরমিযী ১৫২, নাসায়ী ৫১৯, আহমাদ ২২৪৪৪। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৪২৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৬৬. বুখারী ৫২২, মুসলিম ৬১০-১১, নাসায়ী ৪৯৪, আবূ দাঊদ ৩৯৪, আহমাদ ১৬৬৪০, ২১৮৪৮; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২, দারিমী ১১৮৫। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৪১৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৬৭. বুখারী ৩৭২, ৫৭৮, ৮৬৭, ৮৭২; মুসলিম ৬৪৫/১-৩, তিরমিযী ১৫৩, নাসায়ী ৫৪৫-৪৬, ১৩৬২; আবূ দাঊদ ৪২৩, আহমাদ ২৩৫৩১, ২৩৫৭৬, ২৪৯২৬, ২৫৫৭৯, ২৫৬৯০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪, দারিমী ১২১৬। ইরওয়া' ২৫৭, স্বহীহ আবূ দাঊদ ৪৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٦٧٠/٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ قَالَ «تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».

২/৬৭০। উবায়দ বিন আসবাত বিন মুহাম্মাদ আল-কুরাশী আমার পিতা আসবাত বিন মুহাম্মাদ আল-কুরাশী আ'মাশ ইবরাহীম .... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ রসূলুল্লাহ তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) ঃ "এবং ফজরের স্বলাত আদায় করবে। কেননা ফজরের স্বলাত বিশেষভাবে উপস্থিতির সময়" (১৭ ঃ ৭৮)। নাবী আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ দিন ও রাতের ফেরেশতারা উপস্থিত হন।[৬৬৮]

٦٧١/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَيٍّ قَالَ «صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ هَذِهِ صَلَاتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ».

৩/৬৭১। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ নাহীক বিন ইয়ারীম আল-আওযাঈ মুগীস বিন সুমায় ইবনু উমার (মুগীস) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র -এর সাথে আবছা অন্ধকারে ফজরের স্বলাত পড়লাম। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমি ইবনু উমার -এর সামনে উপস্থিত হয়ে বললাম, এটা কোন্ ধরনের স্বলাত? তিনি বলেন, এটা সেই স্বলাত যা আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্‌র ও উমার -এর সাথে পড়তাম। উমার -কে আহত করার পর থেকে উসমান অন্ধকার দূরীভূত হলে স্বলাত পড়ার ব্যবস্থা করেন।[৬৬৯]

٦٧٢/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ وَجَدُّهُ بَدْرِيٌّ يُخْبِرُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ أَوْ لِأَجْرِكُمْ».

৪/৬৭২। মুহাম্মাদ ইবনুস-স্বাব্বাহ সুফইয়ান ইবনু উইয়াইনাহ ইবনু আজলান আসিম বিন উমার বিন কাতাদাহ ও তার দাদা বাদরিয়্যু মাহমূদ বিন লাবীদ রাফি' বিন খাদীজ নাবী বলেন, তোমরা পূর্বাকাশ পরিষ্কার হলে ফজরের স্বলাত পড়বে। কেননা তাতে রয়েছে অধিক পুরস্কার অথবা বলেছেন তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক বেশি নেকী।[৬৭০]

---

৬৬৮. তিরমিযী ৩১৩৫। মিশকাত ৬৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৬৯ .ইরওয়া' ১/২৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৭০. তিরমিযী ১৫৪, নাসায়ী ৫৪৮-৪৯, আবূ দাউদ ৪২৪, আহমাদ ১৫৩৯২, ১৬৮০৬, ১৬৮২৮; দারিমী ১২১৭। ইরওয়া' ২৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

٣/٢. بَاب وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

২/৩. অধ্যায় : যোহরের স্বলাতের ওয়াক্ত।

٦٧٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ».

১/৬৭৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ✕ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ✕ শু'বাহ ✕ সিমাক বিন হারব ✕ জাবির বিন সামুরা (রাঃ) হতে: নাবী (ﷺ) (পশ্চিমাকাশে) সূর্য ঢলে পড়ার পর যোহরের স্বলাত আদায় করতেন।[৬৭১]

٦٧٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي صَلَاةَ الْهَجِيرِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتْ الشَّمْسُ».

২/৬৭৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ✕ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ✕ আওফ বিন জামীলাহ ✕ সায়্যার বিন সালামাহ ✕ আবূ বারযাহ আল-আসলামী (রাঃ) হতে: তিনি বলেন, সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়ার পর নাবী (ﷺ) যোহরের স্বলাত আদায় করতেন।[৬৭২]

٦٧٥/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ «شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا».

٦٧٥/٣ (١) - قَالَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ نَحْوَهُ.

৩/৬৭৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ✕ ওয়াকী' ✕ আ'মাশ ✕ আবূ ইসহাক ✕ হারিসাহ বিন মুদাররিব আল-আবদী ✕ খাব্বাব (রাঃ) হতে: তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট প্রচণ্ড গরমের অভিযোগ করলাম। কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেননি।

৩/৬৭৫ (১)। আবুল হাসান আল-কাত্তান ✕ আবূ হাতিম ✕ আল-আনসারী ✕ আওফ হতে।[৬৭৩]

٦٧٦/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ «شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا».

৪/৬৭৬। আবূ কুরায়ব ✕ মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ✕ সুফইয়ান ✕ যায়দ ইবনুয-যুবায়র ✕ খিশফ বিন মালিক ✕ তার পিতা (মালিক) তার পরিচিতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না ✕ আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে: তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর নিকট প্রচণ্ড গরমের অভিযোগ করলাম, কিন্তু তিনি আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করেননি।[৬৭৪]

---

৬৭১. মুসলিম ৬১৮, আবূ দাউদ ৪০৩, ৮০৬। স্বহীহ আবূ দাউদ ৪২৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৭২. বুখারী ৫৪১, ৫৪৭, ৫৯৯, ৭১১; মুসলিম ৬৪৭, নাসায়ী ৪৯৫, ৫২৫, ৫৩০; আবূ দাউদ ৩৯৮, আহমাদ ১৯২৬৮, ১৯২৯৪, ১৯৩১০; দারিমী ১৩০০। স্বহীহ আবূ দাউদ ৪২৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৭৩. মুসলিম ৬১৯, নাসায়ী ৪৯৭, ৫২৩; আহমাদ ২০৫৪৭, ২০৫৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৭৪. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্বের রাবী মালিক সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এ হাদীস্বের ৭৯টি শাহিদ হাদীস্ব রয়েছে, তন্মধ্যে স্বহীহ মুসলিম ২টি, মু'জামুল কাবীর ১০টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

٤/٢. بَاب الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

২/৪. অধ্যায় : প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে যোহরের স্বলাত ঠাণ্ডা করে পড়া।

٦٧٧/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

১/৬৭৭। (হিশাম বিন আম্মার)(মালিক বিন আনাস)(আবূ যিনাদ)(আ'রাজ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন প্রচণ্ড গরম অনুভূত হবে, তখন তোমরা যোহরের স্বলাত ঠাণ্ডা করে পড়বে। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের তাপ (উত্তাপ) বিশেষ।[৬৭৫]

٦٧٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

২/৬৭৮। (মুহাম্মাদ বিন রুমহ)(লায়স বিন সা'দ)(ইবনু শিহাব)(সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহামান)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, গরমের তীব্রতা বেড়ে গেলে তোমরা যোহরের স্বলাত ঠাণ্ডা করে (গরম কমলে) পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের উত্তাপ বিশেষ। স্বহীহ।[৬৭৬]

٦٧٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

৩/৬৭৯। (আবূ কুরায়ব)(আবূ মুআবিয়াহ)(আ'মাশ)(আবূ স্বালিহ)(আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা যোহরের স্বলাত ঠাণ্ডা করে পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে।[৬৭৭]

٦٨٠/٤ - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا «أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

৪/৬৮০। (তামীম বিন মুনতাসির আল-ওয়াসিতী)(ইসহাক বিন ইউসুফ)(শারীক)(বায়ান)(কায়স বিন আবূ হাযিম)(মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে

---

৬৭৫ .বুখারী ৫৩৪, ৫৩৭; মুসলিম ৬১৫/১-৪, ৬১৭/১-৩; তিরমিযী ১৫৭, ২৫৯২; নাসায়ী ৫০০, আবূ দাউদ ৪০২, আহমাদ ৭০৯০, ৭২০৫, ৭০২৪, ৭৫৫৮, ৭৬৬৫, ৭৭৭০, ২৭৪৪৩, ৮৩৭৮, ৮৬৮৩, ৮৮৬১, ৮৮৮১, ৮৯৩৯, ২৭৪৯৪, ৯৬৩৯, ১০১২৮, ১০১৬০, ১০২১৪, ১১১০৪; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৮, ২৯; দারিমী ১২০৭, ২৮৪৫; ইবনু মাজাহ ৬৭৮। স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৩০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৭৬. বুখারী ৫৩৪, ৫৩৭; মুসলিম ৬১৫/১-৪, ৬১৭/১-৩; তিরমিযী ১৫৭, ২৫৯২; নাসায়ী ৫০০, আবূ দাউদ ৪০২, আহমাদ ৭০৯০, ৭২০৫, ৭০২৪, ৭৫৫৮, ৭৬৬৫, ৭৭৭০, ২৭৪৪৩, ৮৩৭৮, ৮৬৮৩, ৮৮৬১, ৮৮৮১, ৮৯৩৯, ২৭৪৯৪, ৯৬৩৯, ১০১২৮, ১০১৬০, ১০২১৪, ১১১০৪; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৮, ২৯; দারিমী ১২০৭, ২৮৪৫; ইবনু মাজাহ ৬৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৭৭. বুখারী ৫৩৮, আহমাদ ১১০৯৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

যোহরের স্বলাত দুপুরের (প্রথমভাগে) পড়তাম। তিনি আমাদের বলেন, তোমরা ঠাণ্ডা করে স্বলাত পড়ো। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে।[৬৭৮]

٦٨١/٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ».

৫/৬৮১। আবদুর রহমান বিন উমার আবদুল ওয়াহহাব আস্-সাকাফী উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা যোহরের স্বলাত ঠাণ্ডা করে (বিলম্বে) পড়ো।[৬৭৯]

٢/٥. بَاب وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

২/৫. অধ্যায় : আসরের স্বলাতের ওয়াক্ত।

٦٨٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ».

১/৬৮২। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ ইবনু শিহাব আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, সূর্য উপরে পূর্ণ উজ্জ্বল থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের স্বলাত আদায় করতো। স্বলাত শেষে কোন ব্যক্তি মাদীনাহ্‌র উপকণ্ঠে পৌঁছে যেত এবং তখনও সূর্য উপরে থাকতো।[৬৮০]

٦٨٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِي لَمْ يُظْهِرْهَا الْفَيْءُ بَعْدُ».

২/৬৮৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমার ঘরে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত থাকা অবস্থায় নাবী (সাঃ) আসরের স্বলাত পড়েন, তারপরও ছায়া বিস্তৃত হতো না।[৬৮১]

٢/٦. بَاب الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

২/৬. অধ্যায় : আসরের স্বলাতের হেফাজত করা।

٦٨٤/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ «مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى».

১/৬৮৪। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ আসিম বিন বাহদালাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যির বিন হুবায়শ আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)

---

৬৭৮. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬৭৯. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬৮০. বুখারী ৫৪৮, ৫৫০-৫১, ৭৩২৯; মুসলিম ৬২১, নাসায়ী ৫০৬-৮, আবূ দাউদ ৪০৪, মুওয়াত্ত্বা মালিক ১০-১১, দারিমী ১২০৮। সহীহ আবূ দাউদ ৪৩২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৬৮১. বুখারী ৫২২, ৫৪৪-৪৬, ৩১০৩; মুসলিম ৬১১/১-২, ৬১৯; তিরমিযী ১৫৯, নাসায়ী ৫০৫, আবূ দাউদ ৪০৭, মুওয়াত্ত্বা মালিক ২। সহীহ আবূ দাউদ ৪৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

খন্দক যুদ্ধের দিন বলেন, আল্লাহ তাদের ঘরসমূহ ও কবরসমূহ আগুন দিয়ে ভরে দিন। যেমন তারা আমাদের মধ্যবর্তী স্বলাত থেকে বিরত রেখেছে।[৬৮২]

٦٨٥/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

২/৬৮৫। হিশাম বিন **আম্মার** **সুফইয়ান** বিন উইয়ায়নাহ যুহরী সালিম ইবনু উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) **বলেন, যার আসরের স্বলাত ছুটে** গেল তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ যেন ধ্বংস হয়ে গেল।[৬৮৩]

٦٨٦/٣ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ «حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا».

৩/৬৮৬। হাফস্ব বিন আমর আবদুর রহমান বিন মাহদী মুহাম্মাদ বিন তালহাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যুবায়দ মুররাহ আবদুল্লাহ (রাঃ) ইয়াহইয়া বিন হাকীম ইয়াযীদ বিন হারূন মুহাম্মাদ বিন তালহাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যুবায়দ মুররাহ আবদুল্লাহ (রাঃ) তিনি বলেন, মুশরিকরা নাবী (সাঃ) কে আসরের স্বলাত থেকে বিরত রাখলো, এমনকি সূর্য ডুবে গেল। তখন তিনি বলেন, যারা আমাদেরকে মধ্যবর্তী স্বলাত থেকে বিরত রাখলো, আল্লাহ তাদের ঘর-বাড়িগুলো ও কবরসমূহ আগুন দিয়ে ভরে দিন।[৬৮৪]

٢/٧. بَاب وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

২/৭. অধ্যায় : মাগরিবের স্বলাতের ওয়াক্ত।

٦٨٧/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ «كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ» حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى نَحْوَهُ.

১/৬৮৭। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ আবূ নাজ্জাশী রাফি' বিন খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানায় মাগরিবের স্বলাত পড়তাম, অতঃপর আমাদের কেউ ফিরে গিয়ে তার নিক্ষিপ্ত তীরের পতিত স্থান দেখতে পেত।[৬৮৫]

৬৮২. বুখারী ২৯৩১, ৪১১১, ৪৫৩৩, ৬৩৯৬; মুসলিম ৬২৭/১-৪, তিরমিযী ২৯৮৪, নাসায়ী ৪৭৩, আবূ দাঊদ ৪০৯, আহমাদ ৫৯২, ৬১৮, ৯১৩, ৯৯৩, ১০৩৯, ১১৩৫, ১১৫৪, ১২২৫, ১২৫০, ১২৯০, ১৩০১, ১৩০৮, ১৩১৬, ১৩২৯; দারিমী ১২৩২। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৪৩৬। তাহকীক আলবানী : হাসান স্বহীহ।

৬৮৩. বুখারী ৫৫২, মুসলিম ৬২৬/১-২, তিরমিযী ১৭৫, নাসায়ী ৪৭৮, ৫১২; আবূ দাঊদ ৪১৪, আহমাদ ৪৫৩১, ৪৬০৭, ৪৭৯০, ৫০৬৫, ৫১৩৯, ৫২৯১, ৫৪৩২, ৫৪৪৪, ৫৭৪৬, ৬১৪২, ৬২৮৪, ৬৩২২; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২১, দারিমী ১২৩০-৩১। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৪৪১। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ।

৬৮৪. মুসলিম ৬২৮, তিরমিযী ১৮১, ২৯৮৫; আহমাদ ৩৭০৮, ৩৮১৯, ৪৩৫৩। মিশকাত ৬৩৪। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ।

৬৮৫. বুখারী ৫৫৯, মুসলিম ৬৩৭, আহমাদ ১৬৮২৪। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৪৪২।

٢/٦٨٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ «يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ».

২/৬৮৮। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করতেন) ইয়াযীদ বিন আবূ উবায়দ সালামাহ ইবনুল আকওয়া' (রাঃ) তিনি নাবী (ﷺ)-এর সাথে সূর্যাস্তের পরপর মাগরিবের স্বলাত পড়েন।[৬৮৬]

٣/٦٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ».

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ بْن مَاجَةَ سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ اضْطَرَبَ النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِبَغْدَادَ فَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ الْأَعْيَنُ إِلَى الْعَوَّامِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا أَصْلَ أَبِيهِ فَإِذَا الْحَدِيثُ فِيهِ.

৬৮৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইবরাহীম বিন মূসা আব্বাদ ইবনুল আওওয়াম উমার বিন ইবরাহীম কাতাদাহ হাসান আহনাফ বিন কায়স আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমার উম্মাত যাবত বিলম্ব না ক,রে এবং তারকারাজি চমকানোর পূর্বে মাগরিবের স্বলাত পড়বে, তাবত তারা ফিতরাতের উপর স্থির থাকবে।

ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়াকে বলতে শুনেছি, লোকেরা বাগদাদে এ হাদীস্র সম্পর্কে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়। তখন আমি ও আবূ বাকর আল-আয়অন (র) আল-আওওয়াম ইবনু আব্বাস ইবনুল আওওয়াম (র)-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাদের সামনে তার পিতার লেখা মূল পাণ্ডুলিপি পেশ করলেন, যাতে উক্ত হাদীস্র বিদ্যমান ছিল।[৬৮৭]

٢/٨. بَاب وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

২/৮. অধ্যায় : ইশার স্বলাতের ওয়াক্ত।

١/٦٩٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ».

১/৬৯০। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবূ যিনাদ আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে তাদেরকে বিলম্বে ইশার স্বলাত পড়ার নির্দেশ দিতাম।[৬৮৮]

---

৬৮৬. বুখারী ৫৬১, মুসলিম ৬৩৭, তিরমিযী ১৬৪, আবূ দাউদ ৪১৭, আহমাদ ১৬০৯৭, ১৬১১৫; দারিমী ১২০৯। স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৮৭. দারিমী ১২১০। ইরওয়া' ৪/৩৩, মিশকাত ৬০৯, স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৪৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৮৮. নাসায়ী ৫৩৪, আবূ দাউদ ৪৬, আহমাদ ৭২৯৪, ৯৩০৮, ১০২৪০; দারিমী ১৪৮৪। স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

٦٩١/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ».

২/৬৯১। **আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ** আবূ উসামাহ ও আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ সাঈদ বিন আবূ **সাঈদ আবূ হুরায়রাহ** (রাঃ) **তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ** (সাঃ) বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মাতের **জন্য কষ্টকর হওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তাহলে অবশ্যই ইশা**র স্বলাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ **কিংবা অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম।**[৬৮৯]

٦٩٢/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ هَلْ اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا قَالَ نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ قَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ».

৩/৬৯২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না খালিদ ইবনুল হারিস হুমায়দ বলেন, আনাস বিন মালিক (রাঃ)-**কে জিজ্ঞেস করা হলো, নাবী** (সাঃ) কি আংটি ব্যবহার করতেন? তিনি বলেন, হাঁ। একদা তিনি **ইশার স্বলাত প্রায় অর্ধ**-রাত **পর্যন্ত** বিলম্বিত করেন। স্বলাত শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, অন্য লোক ইশার স্বলাত পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর তোমরা যখন থেকে স্বলাতের জন্য অপেক্ষা করছো, তখন থেকে স্বলাতের মধ্যে আছো। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি যেন তাঁর আংটির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি।[৬৯০]

٦٩٣/٤ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ وَلَوْلَا الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ أَحْبَبْتُ أَنْ أُؤَخِّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ».

৪/৬৯৩। ইমরান বিন মূসা আল-লায়সী আবদুল ওয়ারিস বিন সাঈদ দাঊদ বিন আবূ হিন্দ আবূ নাদরাহ আবূ সাঈদ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু লাআইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে মাগরিবের স্বলাত পড়েন, অতঃপর অর্ধ-রাত অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বাইরে আসেননি। অতঃপর তিনি বের হন এবং লোকেদের নিয়ে স্বলাত পড়েন, অতঃপর বলেন, লোকেরা স্বলাত পড়ে ঘুমিয়ে গেছে। আর তোমরা স্বলাতের জন্য যখন থেকে অপেক্ষা করছো তখন থেকে স্বলাতরত আছো। যদি দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোকেরা না থাকতো, তাহলে আমি এ স্বলাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্বিত করতাম।[৬৯১]

---

৬৮৯. তিরমিযী ১৬৭, আহমাদ ৭৩৬৪, ৯৩০৮। মিশকাত ৬১১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৯০. বুখারী ৫৭২, ৬৬১, ৮৪৮, ৫৮৬৯; মুসলিম ৬৪০/১-২, ২০৯৫; নাসায়ী ৫৩৯, আহমাদ ১২৪৬৯, ১২৫৫০, ১২৬৫৬, ১৩৪০৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৯১. নাসায়ী ৫৩৮, আবূ দাঊদ ৪২২। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৪৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٢/٩. بَاب مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْمِ

২/৯. অধ্যায় : মেঘাচ্ছন্ন দিনে স্বলাতের ওয়াক্ত।

١/٦٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ «بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ».

১/৬৯৪। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ ≫ ওয়ালীদ বিন মুসলিম ≫ আওযাঈ ≫ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্বীর ≫ আবূ কিলাবাহ ≫ আবূল মুহাজির ≫ বুরায়দাহ আল-আসলামী (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে এক যুদ্ধে যোগদান করেছিলাম। তিনি (ﷺ) বলেন, তোমরা মেঘাচ্ছন্ন দিনে তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্‌তে) স্বলাত আদায় করবে। কারণ যার আসরের স্বলাত ছুটে যায় তার আমাল বিনষ্ট হয়ে যায়।[৬৯২]

٢/١٠. بَاب مَنْ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا

২/১০. অধ্যায় : যে ব্যক্তি স্বলাত না পড়ে ঘুমিয়ে গেল বা স্বলাতের কথা ভুলে গেল।

١/٦٩٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الرَّجُلِ يَغْفُلُ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ يَرْقُدُ عَنْهَا قَالَ «يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

১/৬৯৫। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী ≫ ইয়াযীদ বিন যুরায়' ≫ হাজ্জাজ ≫ কাতাদাহ ≫ আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এক ব্যক্তি স্বলাতের কথা ভুলে গেছে অথবা স্বলাত না পড়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, যখনই তার স্মরণে আসবে, তখনই সে ঐ স্বলাত আদায় করবে।[৬৯৩]

٢/٦٩٦ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

২/৬৯৬। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) ≫ আবূ আওয়ানাহ ≫ কাতাদাহ ≫ আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বলাতের কথা ভুলে গেলো, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেয়।[৬৯৪]

---

৬৯২. বুখারী ৫৫৩, ৫৯৪; নাসায়ী ৪৭৪, আহমাদ ২২৪৪৮, ২২৪৫০, ২২৫১৭, ২২৫৩৬। ইরওয়া' ২৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ مَنْ فَاتَتْهُ কথাটি ছাড়া দঈফ।

৬৯৩. বুখারী ৫৯৭, মুসলিম ৬৮৪/১-৩, তিরমিযী ১৭৮, নাসাঈ ৬১৩-১৪, আবূ দাউদ ৪৪২, আহমাদ ১১৫৬১, ১২৮৫০, ১৩১৩৮, ১৩৪১০, ১৩৪৩৬, ১৩৫৯৫; দারিমী ১২২৯ ইবনু মাজাহ ৬৯৬। ইরওয়া' ২৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৯৪. বুখারী ৫৯৭, মুসলিম ৬৮৪/১-৩, তিরমিযী ১৭৮, নাসায়ী ৬১৩-১৪, আবূ দাউদ ৪৪২, আহমাদ ১১৫৬১, ১২৮৫০, ১৩১৩৮, ১৩৪১০, ১৩৪৩৬, ১৩৫৯৫; দারিমী ১২২৯; ইবনু মাজাহ ৬৯৫। স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস

٦٩٧/٣ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَيْ بِلَالُ فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اقْتَادُوا فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ قَالَ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا لِلذِّكْرَى.

৩/৬৯৭। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব য়ূনুস ইবনু শিহাব সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) খায়বারের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সারারাত ধরে পথ চলতে থাকেন। অবশেষে তিনি ঘুমে কাতর হয়ে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বিলাল (রাঃ)-কে বলেন, তুমি আমাদের জন্য রাতের হেফাজত করবে। অতএব বিলাল (রাঃ) তার সাধ্যমত স্বলাত আদায় করতে থাকেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়েন।

ফজরের সময় নিকটবর্তী হলে বিলাল (রাঃ) তার সওয়ারীর শিবিকার সাথে হেলান দিয়ে পূর্ব আকাশের দিকে মুখ করে বসলেন। শিবিকার সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। বিলাল (রাঃ) ও নাবী (সাঃ)-এর সহাবীদের কেউই ঘুম থেকে জাগতে পারেননি, যাবত না তাদের উপর সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘুম থেকে জেগে উঠেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলেন, হে বিলাল! বিলাল (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। যেই সত্তা আপনার জান নিয়েছেন, তিনি আমার জানও নিয়েছেন। তিনি বলেন, তোমরা সামনে অগ্রসর হও। অতএব তারা তাদের সওয়ারী নিয়ে অগ্রসর হন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) উদূ করেন এবং বিলাল (রাঃ)-কে ইকামাত দেয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের নিয়ে ফজরের স্বলাত পড়েন। স্বলাত সমাপনান্তে নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি স্বলাতের কথা ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেয়। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, "আমার স্মরণে তুমি স্বলাত আদায় করো" (সূরাহ তহা ঃ ১৪)। রাবী বলেন, ইবনু শিহাব (রহঃ) তিলাওয়াত করতেন ঃ ('রা' অক্ষরের উপর মাদ্দ সহকারে)।[৬৯৫]

٦٩٨/٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرُوا تَفْرِيطَهُمْ فِي النَّوْمِ فَقَالَ نَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ».

বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস্র রয়েছে। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৬৯৫. মুসলিম ৬৮০/১-২, তিরমিযী ৩১৬৩, নাসায়ী ৬১৮-২০, ৬২৩; আবূ দাউদ ৪৩৫, মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৫। ইরওয়া' ১/২৯২, স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৬১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ فَسَمِعَنِي عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَأَنَا أُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ يَا فَتَى انْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ فَإِنِّي شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَمَا أَنْكَرَ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا.

৪/৬৯৮। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ সাবিত আবদুল্লাহ বিন রাবাহ আবূ কাতাদাহ (রাঃ) তিনি বলেন, সহাবীগণ তাদের ঘুমে বাড়াবাড়ির কথা আলোচনা করলেন। কেউ বলেন, লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, এমনকি সূর্য উঠে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ঘুমে কোন বাড়াবাড়ি নেই, বাড়াবাড়ি হয় জাগ্রত অবস্থায়। সুতরাং তোমাদের কেউ স্বলাতের কথা ভুলে গেলে বা তা না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে সে যেন তা স্মরণে আসার সাথে সাথে পড়ে নেয় অথবা পরদিন স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়ে নেয়।[৬৯৬]

٢/١١. بَاب وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ

২/১১. অধ্যায় : ওজর ও জরুরী অবস্থায় স্বলাতের ওয়াক্ত।

٦٩٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنْ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا».

১/৬৯৯। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দরাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার নিজ লিখা কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন) যায়দ বিন আসলাম আতা' বিন ইয়াসার ও বুসর বিন সাঈদ ও আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের স্বলাতের এক রাকআত পেলো সে আসরের স্বলাত পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের স্বলাতের এক রাকআত পেলো সে ফজরের স্বলাত পেয়ে গেলো।[৬৯৭]

٧٠٠/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا».

٧٠٠/٢ (١) - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

২/৭০০। আহমাদ বিন আমর বিন সারহ আল-মিস্রী ও হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আল-মিস্রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব য়ূনুস ইবনু শিহাব উরওয়াহ আয়িশাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)

---

৬৯৬. বুখারী ৫৯৫, ৭৪৭১; মুসলিম ৬৮১, তিরমিযী ১৭৭, নাসায়ী ৬১৫-১৭, ৪৪৬; আবূ দাউদ ৪৩৭, ৪৪১। ইরওয়া' ১/২৯৪, স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৬৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৯৭. বুখারী ৫৫৬, ৫৭৯-৮০; মুসলিম ৬০৭/১-২, ৬০৮; তিরমিযী ১৮৬, ৫২৪; নাসায়ী ৫১৪-১৭, ৫৫৩-৫৬; আবূ দাউদ ৪১২, ৮৯৩, ১১২১; আহমাদ ৭১৭৫, ৭২৪২, ৭৪০৮, ৭৪৮৫, ৭৫৪০, ৭৬০৯, ৭৭০৭, ৭৭৩৯, ৭৭৯৫, ৮৩৭৯, ৮৬৬৩, ৮৯৩২, ৯৬০২, ৯৬৩৮, ৯৭৭৯, ৯৯৬৬, ৯৯৮৬, ১০৩৭২; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৫, ১৫; দারিমী ১২০, ১২২; ইবনু মাজাহ ১১২২। ইরওয়া' ২৫৩, স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

বলেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত পেলো, সে ফজরের স্বলাত পেয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকআত পেলো, সে আসরের স্বলাত পেয়ে গেলো।

২/৭০০ (১)। জামীল ইবনুল হাসান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আ'লা মা'মার যুহরী আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ রসূলুল্লাহ বলেন, ... উপরোক্ত হাদীস্বের অনুরূপ।[৬৯৮]

٢/١٢. بَاب النَّهْيِ عَنْ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنْ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا

২/১২. অধ্যায় : ইশার স্বলাতের পূর্বে ঘুমানো এবং ঐ স্বলাতের পরে কথাবার্তা বলা।

٧٠١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا».

১/৭০১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ও আবদুল ওয়াহহাব আওফ আবূল মিনহাল সায়্যার বিন সালামাহ আবূ বারযাহ আল-আসলামী তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ইশার স্বলাত বিলম্বে পড়তে পছন্দ করতেন। তিনি ইশার স্বলাতের পূর্বে ঘুমানো এবং ঐ স্বলাতের পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন।[৬৯৯]

٧٠٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا نَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا».

২/৭০২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আবূ নুআয়ম আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন ইয়া'লা আত-তায়িফী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ ও ভুল করেন) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা (কাসিম বিন মুহাম্মাদ) আয়িশাহ মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আমির আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন ইয়া'লা আত-তায়িফী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ ও ভুল করেন) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম তার পিতা (কাসিম বিন মুহাম্মাদ) আয়িশাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ইশার স্বলাতের পূর্বে ঘুমাননি এবং তারপরে নৈশ আলাপ করেননি।[৭০০]

٧٠٣/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ «جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ» يَعْنِي زَجَرَنَا.

৬৯৮ .মুসলিম ৬০৯, নাসায়ী ৫৫১, আহমাদ ২৩৯৬৮। ইরওয়া' ২৫২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৬৯৯. বুখারী ৫৪১, ৫৪৭, ৫৬৮, ৫৯৯, ৭৭১; মুসলিম ৬৭৪, তিরমিযী ১৬৮, নাসায়ী ৪৯৫, ৫২৫, ৫৩০; আবূ ৩৯৮, ৪৮৪৯; আহমাদ ১৯২৬৮, ১৯২৮২, ১৯২৯৪, ১৯৩০১, ১৯৩১০; দারিমী ১৩, ১৪২৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭০০. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

৩/৭০৩। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন হাবীব ও আলী ইবনুল মুনযির মুহাম্মাদ ইবনুল ফুযাইল আতা' বিন সায়িব শাকীক আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইশার স্বলাতের পর আমাদের নৈশালাপ নিষেধ করতেন অর্থাৎ কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।[৭০১]

١٣/٢. بَاب النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ صَلَاةُ الْعَتَمَةِ

২/১৩. অধ্যায় : ইশার স্বলাতকে আতামার স্বলাত বলা নিষেধ।

٧٠٤/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَإِنَّهُمْ لَيُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ».

১/৭০৪। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবদুল্লাহ বিন আবূ লাবীদ আবূ সালামাহ ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের স্বলাতের নামকরণের ব্যাপারে বেদুঈনরা যেন তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার না করে। কেননা এটা হলো ইশা। এ সময় তারা উটের দুধ দোহন করে।[৭০২]

٧٠٥/٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح و حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ».

زَادَ ابْنُ حَرْمَلَةَ فَإِنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ وَإِنَّمَا يَقُولُونَ الْعَتَمَةُ لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ.

২/৭০৫। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন আজলান মাকবূরী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন আবূ হাযিম আবদুর রহমান বিন হারমালাহ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, বেদুঈনরা যেন তোমাদের স্বলাতের নামকরণের ব্যাপারে তোমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। বিন হারমালার রিওয়ায়াতে আরো আছে ঃ এটা হলো ইশা। লোকেরা অন্ধকারে উটের দুধ দোহন করায় একে আতামা' বলে। হাসান স্বহীহ্‌।[৭০৩]

---

৭০১. আহমাদ ৩৬৭৮, ৩৮৮৪। স্বহীহাহ ২৪৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭০২. মুসলিম ৬৪৪/১-২, নাসায়ী ৫৪১, ৫৪২; আবূ দাউদ ৪৯৮৪, আহমাদ ৪৫৫৮, ৪৬৭৪, ৫০৮১, ৬২৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭০৩. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

(٣) : كِتَابُ الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ

পর্ব (৩) : আযান ও তার সুন্নাত

٣/١. بَاب بَدْءِ الْأَذَانِ

৩/১. অধ্যায় : আযানের সূচনা

٧٠٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ هَمَّ بِالْبُوقِ وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتَ فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ تَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ أُنَادِي بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ رَأَى رُؤْيَا فَاخْرُجْ مَعَ بِلَالٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ وَلْيُنَادِ بِلَالٌ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ قَالَ فَخَرَجْتُ مَعَ بِلَالٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَادِي بِهَا فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالصَّوْتِ فَخَرَجَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى».

١/قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَكَمِيُّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ فِي ذَلِكَ أَحْمَدُ اللهَ ذَا الْجَلَالِ وَذَا الْإِكْرَامِ.

حَمْدًا عَلَى الْأَذَانِ كَثِيرًا

إِذْ أَتَانِي بِهِ الْبَشِيرُ مِنْ اللهِ

فَأَكْرِمْ بِهِ لَدَيَّ بَشِيرًا

فِي لَيَالٍ وَالَى بِهِنَّ ثَلَاثٍ

كُلَّمَا جَاءَ زَادَنِي تَوْقِيرًا

১/৭০৬। আবূ উবায়দ মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন মায়মূন আল-মাদানী মুহাম্মাদ বিন সালামাহ আল-হারানী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তাইমী মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন যায়দ তার পিতা আবদুল্লাহ বিন যায়দ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) শিঙ্গাধ্বনি করার মনস্থ করেন এবং ঢোল বাজিয়ে লোকেদের (সলাতের জন্য)

ডাকার নির্দেশ দেন। এরপর আবদুল্লাহ বিন যায়দ (রাঃ)-কে স্বপ্নে দেখানো হলো। তিনি বলেন, আমি সবুজ বর্ণের একজোড়া কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে একটি নাকূস বহন করতে দেখলাম। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কি নাকূস বিক্রয় করবে? সে বললো, তা দিয়ে তুমি কী করবে? আমি বললাম, আমি তা দিয়ে স্বলাতের জন্য ডাকবো। সে বললো, আমি কি তোমাকে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোন জিনিস সম্পর্কে অবহিত করবো না? আমি বললাম, তা কী? সে বললো, তুমি বলো ঃ

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল, আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল। স্বলাতের দিকে এসো, স্বলাতের দিকে এসো। কল্যাণের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।"

রাবী বলেন, আবদুল্লাহ বিন যায়দ (রাঃ) বের হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আসেন এবং যে স্বপ্ন তিনি দেখেছেন সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি স্বপ্নযোগে একজোড়া সবুজ কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তিকে নাকূস বহন করতে দেখলাম। এরপর তিনি তাঁর কাছে সব ঘটনা খুলে বলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাদের এই সাথী একটি স্বপ্ন দেখেছে। তুমি বিলালের সাথে মাসজিদে চলে যাও, তাকে এগুলো শিখিয়ে দাও এবং বিলাল যেন আযান দেয়। কারণ বিলাল তোমার চাইতে উচ্চ কণ্ঠের অধিকারী। রাবী বলেন, আমি বিলালের সাথে মাসজিদে গেলাম। আমি তাকে শিখিয়ে দিলাম এবং তিনি তা উচ্চ স্বরে ঘোষণা দিলেন। রাবী বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এই বাক্যধ্বনি শুনে বেরিয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্‌র শপথ! আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি। ইরওয়া' ইবনু মাজাহ এর উস্তাদ আবূ উবায়দ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আবূ বাক্‌র আল-হাকামী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আমাকে অবহিত করেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন যায়দ আল-আনসারী (রাঃ) এ সম্পর্কে (কবিতা) বলেন, আমি মহামহিম গৌরান্বিত আল্লাহ্‌র অশেষ প্রশংসা করছি আযান দেয়ার জন্য। যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা তা নিয়ে আমার নিকট এলো, আমাকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য তাকে সম্মান করে, সে তিন রাত আমাকে আযান দিলো, যখনই সে এলো, আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলো।[৭০৪]

٧٠٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اسْتَشَارَ النَّاسَ لِمَا يُهِمُّهُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَذَكَرُوا الْبُوقَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ الْيَهُودِ ثُمَّ ذَكَرُوا النَّاقُوسَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى فَأُرِيَ النِّدَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَطَرَقَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا بِهِ فَأَذَّنَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَزَادَ بِلَالٌ فِي نِدَاءِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي».

২/৭০৭। ◆ মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিতী X আমার পিতা (খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল-ওয়াসিতী X আবদুর রহমান বিন ইসহাক X যুহরী X সালিম X তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন

---

৭০৪. তিরমিযী ১৮৯, আবূ দাঊদ ৪৯৯, ৫১২; আহমাদ ১৬০৪১, ১৬০৪৩; দারিমী ১১২৭। ইরওয়া' ২৪৬, মিশকাত ৬৫০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

উমার (রাঃ) নাবী (সাঃ) সালাতের জন্য সমবেত করার ব্যাপারে সহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। তারা শিঙ্গার উল্লেখ করেন, কিন্তু এটি ইহূদীদের যন্ত্র বলে তিনি অপছন্দ করেন। অতঃপর তারা নাকূসের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু এটি খ্রিস্টানদের ঘন্টা বলে তিনি অপছন্দ করেন। সেই রাতে আবদুল্লাহ বিন স্বায়দ নামক এক আনস্বারীকে স্বপ্নে আযানের পদ্ধতি দেখানো হলো এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-ও (রাতে একই স্বপ্ন দেখেন)। আনস্বারী সহাবী রাতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আসেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিলাল (রাঃ)-কে আযানের নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন। যুহরী (রহঃ) বলেন, বিলাল (রাঃ) ফজরের স্বলাতে (ঘুম থেকে স্বলাত উত্তম) বাক্যটি সংযোজন করেন এবং রসূলুল্লাহ তাা বহাল রাখেন। উমার (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! নিশ্চয় আমিও এ ব্যক্তির অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু সে আমার আগেই পৌঁছে গেছে।[৭০৫]

٢/٣. بَاب التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ

৩/২. অধ্যায় : আযানের তারজীর বিবরণ।

٧٠٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ بْنِ مِعْيَرٍ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ فَقُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ أَيْ عَمِّ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَإِنِّي أُسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّنِ وَنَحْنُ عَنْهُ مُتَنَكِّبُونَ فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ نَهْزَأُ بِهِ فَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا قَوْمًا فَأَقْعَدُونَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ «أَيُّكُمْ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدْ ارْتَفَعَ فَأَشَارَ إِلَيَّ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَصَدَقُوا فَأَرْسَلَ كُلَّهُمْ وَحَبَسَنِي وَقَالَ لِي قُمْ فَأَذِّنْ فَقُمْتُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ لِي ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ دَعَانِي حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ عَلَى ثَدْيَيْهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ ثُمَّ بَلَغَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ سُرَّةَ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمَرْتَنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَمَرْتُكَ فَذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَةٍ وَعَادَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ فَأَذَّنْتُ مَعَهُ بِالصَّلَاةِ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ» قَالَ وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَا مَحْذُورَةَ عَلَى مَا أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ.

---

৭০৫. বুখারী ৬০৪, মুসলিম ৩৭৭, তিরমিযী ১৯০, নাসায়ী ৬২৬, আহমাদ ৬৩২১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ, এর কিছু অংশ সহীহ যা বুখারী, মুসলিমে রয়েছে।

১/৭০৮। ∘[মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া][আবূ আসিম][ইবনু জুরায়জ][আবদুল আযীয বিন আবদুল মালিক বিন আবূ মাহযুরাহ][আবদুল্লাহ্ বিন মুহায়রীয][আবূ মাহযূরাহ (রাঃ)]∘ (আবদুল্লাহ্ বিন মুহায়রীয়) ইয়াতীম হিসাবে আবূ মাহযূরা (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় তিনি আমাকে সিরিয়ার দিকে পাঠান। তখন আমি আবূ মাহযূরা (রাঃ)-কে বললাম, হে চাচাজান! আমি সিরিয়ায় যাচ্ছি। আমি আপনাকে আপনার আযান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, আবূ মাহযূরা (রাঃ) বলেন, আমি একটি দলের সাথে রওয়ানা হলাম এবং আমরা কোন এক রাস্তা অতিক্রম করছিলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুয়াযযিন তাঁর উপস্থিতিতে স্বলাতের আযান দেন। আমরাও মুয়াযযিনের আযান ধ্বনি শুনলাম। তা অপছন্দ হওয়ার কারণে আমরা তার শব্দাবলীর প্রতিধ্বনি করতে লাগলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতিধ্বনি শুনে আমাদের নিকট লোক পাঠান। আমাদেরকে তাঁর সামনে পেশ করা হলে তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কার কণ্ঠস্বর উচ্চ, যার কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পেলাম? লোকেরা ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিল। তিনি সকলকে ছেড়ে দিলেন এবং আমাকে আটক রাখলেন। তিনি আমাকে বলেন, দাঁড়াও এবং আযান দাও। অতএব আমি দাঁড়ালাম। আমার কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তিনি যার নির্দেশ দিয়েছেন তার চাইতে অধিকতর অপ্রিয় কোন কিছুই ছিল না। আমি রাসসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে দাঁড়ালাম এবং তিনি নিজে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। তিনি বলেন, তুমি বলো ঃ

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল; আমি সাক্ষ্য দেউ যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল। অতঃপর তিনি আমাকে বলেন, তুমি আরো উচ্চকণ্ঠে বলো ঃ

"আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল; আমি সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল। স্বলাতের দিকে এসো, স্বলাতের দিকে এসো। কল্যাণের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই"।

আমি আযান শেষ করলে তিনি আমাকে কাছে ডাকলেন এবং কিছু রূপার মুদ্রা ভর্তি একটি থলে দান করেন। অতঃপর নাবী (সাঃ) তাঁর হাত আবূ মাহযূরা (রাঃ)-এর কপালের অগ্রভাগে রাখেন, অতঃপর তা তাঁর মুখমণ্ডলে বুলিয়ে দেন, অতঃপর তাঁর হাত তার বুকে বুলিয়ে দেন, এমনকি তাঁর হাত আবূ মাহযূরা (রাঃ)-এর নাভিমূল পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে বরকত দান করুন এবং তোমার উপর বরকত নাযিল করুন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে মাক্কাহ মুয়াযযমায় আযান দেয়ার জন্য নিয়োগ করুন। তিনি বলেন, হাঁ, তোমাকে নিয়োগ করলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যা কিছু আমার নিকট অপ্রিয় ছিল তা সব দূর হয়ে গেলো এবং তদস্থলে তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা স্থান পেলো। অতঃপর আমি মাক্কাহ মুয়াযযমায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিযুক্ত গভর্নর আত্তাব বিন উসাইদ (রাঃ)-এর নিকট এলাম। আমি তার উপস্থিতিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক স্বলাতের আযান দিলাম।[৭০৬]

---

৭০৬. মুসলিম ৩৭৯, তিরমিযী ১৯১-৯২, নাসায়ী ৬২৯-৩৩, আবূ দাউদ ৫০২-৪, আহমাদ ১৪৯৫১, ১৪৯৫৫, ২৬৭০৮; দারিমী ১১৯৬, ইবনু মাজাহ ৭০৯। স্বহীহ আবূ দাউদ ২০২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

٧٠٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْأَذَانُ «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَالْإِقَامَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

২/৭০৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আফফান হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া আমির আল-আহওয়াল মাকহুল আবদুল্লাহ বিন মুহাইরীয (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত। আবূ মাহযূরা (রাঃ) তাকে বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে আযানের ঊনিশটি এবং ইকামতের সতেরটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। আযানের বাক্যগুলো হলো ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হায়্যা আলাস্‌ স্বলাহ, হায়্যা আলাস্‌ স্বলাহ, হায়্যা আলাল ফালাহ, হায়্যা আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এবং ইকামাতের ১৭ টি শব্দ হলো: আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হায়্যা আলাস্‌ স্বলাহ, হায়্যা আলাস্‌ স্বলাহ, হায়্যা আলাল ফালাহ, হায়্যা আলাল ফালাহ, কদ-কামাতিস্‌ স্বলাহ, কদ-কামাতিস্‌ স্বলাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ[৭০৭]

٣/٣. بَاب السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ

৩/৩. অধ্যায় : আযানের সুন্নাত।

٧١٠/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ».

১/৭১০। হিশাম বিন আম্মার আবদুর রহমান বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল) আমার পিতা (সা'দ বিন আম্মার) মাসতূর বা অপরিচিত তার পিতা (আম্মার বিন সা'দ) মাকবূল তার দাদা (রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুয়াযযিন সা'দ বিন আয়েয (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাল (রা)-কে তার দু' কানের ছিদ্রে তার দু' আঙ্গুল প্রবিষ্ট করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, তাতে তোমার কণ্ঠস্বর আরো উচ্চ হবে।[৭০৮]

---

৭০৭. মুসলিম ৩৭৯, তিরমিযী ১৯১-৯২, নাসায়ী ৬২৯-৩৩, আবূ দাউদ ৫০২-৪, আহমাদ ১৪৯৫১, ১৪৯৫৫, ২৬৭০৮; দারিমী ১১৯৬, ইবনু মাজাহ ৭০৮। মিশকাত ৬৪৪, সহীহ আবূ দাউদ ৫১৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

৭০৮. ইরওয়া ২৩১ দঈফ, মিশকাত ৬৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন সা'দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। ২. সা'দ বিন আম্মার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

٧١١/٢ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْأَبْطَحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَاسْتَدَارَ فِي أَذَانِهِ وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ».

২/৭১১। আয়্যুব বিন মুহাম্মাদ আল-হাশিমী আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ হাজ্জাজ বিন আরতাহ আওন বিন আবূ জুহাইফা তার পিতা (আবূ জুহায়ফাহ) (রাঃ) বলেন, আমি আল-আবতাহ্ (মিনা) নামক উপত্যকায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এলাম। তিনি তখন একটি লাল তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। বিলাল বেরিয়ে এসে আযান দিলেন। আযান দেয়ার সময় তিনি এদিক-সেদিক তার মুখ ফিরান এবং তার দু' কানের ছিদ্রে তার দু' আঙ্গুল প্রবিষ্ট করান।[৭০৯]

٧١٢/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلَاتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ».

৩/৭১২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বাকীয়্যাহ মারওয়ান বিন সালিম (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আবদুল আযীয বিন আবূ রাওওয়াদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুয়ায্যিনের কাঁধে মুসলিমদের দু'টি বিষয় অর্পিত ঃ তাদের সলাত ও সওম।[৭১০]

٧١٣/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ «لَا يُؤَخِّرُ الْأَذَانَ عَنِ الْوَقْتِ وَرُبَّمَا أَخَّرَ الْإِقَامَةَ شَيْئًا».

৪/৭১৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবূ দাঊদ শারীক সিমাক বিন হারব (শেষ বয়সে কখনো কখনো ভুল করতেন) জাবির বিন সামুরা (রাঃ) তিনি বলেন, ওয়াক্ত হলে বিলাল (রাঃ) কখনো আযান দিতে বিলম্ব করতেন না। তবে তিনি কখনো ইকামতে কিছুটা বিলম্ব করতেন।[৭১১]

٧١٤/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ «كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لَا أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا».

---

৭০৯. বুখারী ৬২৪, মুসলিম ৫০৩/১-২, তিরমিযী ১৯৭, নাসায়ী ৬৪৩, ৫৩৭৮; আবূ দাউদ ৫২০, আহমাদ ১৮২৭৫, দারিমী ১১৯৮। ইরওয়া' ২৩০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭১০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। জামি সগীর ২৮৩১ মাওযূ, মিশকাত ৬৮৮, দঈফা ২/৯০১ মাওযূ। তাহকীক আলবানী ঃ মওযূ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্ফা আল-হিমসী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমমা নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ২. মারওয়ান বিন সালিম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইমাম নাসয়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখাযোগ্য। আস-সাজী বলেন, তিনি মিথ্যুক ও বানিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন।

৭১১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৫/৭১৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাফস্ব বিন গিয়াস্ব আশআস্ব হাসান উস্বমান বিন আবূল আস তিনি বলেন, নাবী আমার থেকে সর্বশেষ যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তা হলো ঃ আমি যেন বেতনভুক্ত মুয়াযযিন নিয়োগ না করি।[৭১২]

٧١٥/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ».

৬/৭১৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-আসদী আবূ ইসরায়ীল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল) হাকাম আবদুর রহমান বিন আবূ লাইলা বিলাল তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ -আমাকে ফজরের স্বলাতে তাসবীব করার নির্দেশ দেন এবং ইশার স্বলাতে তাবসীব করতে নিষেধ করেন।[৭১৩]

٧١٦/٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ هُوَ نَائِمٌ فَقَالَ «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ فَأُقِرَّتْ فِي تَأْذِينِ الْفَجْرِ فَثَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ».

৭/৭১৬। আমর বিন রাফি' আবদুল্লাহ ইবনুর মুবারাক মা'মার যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বিলাল তিনি ফজরের স্বলাত সম্পর্কে অবহিত করার জন্য নাবী -এর নিকট এলেন। তাকে বলা হলো যে, তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তখন বিলাল বলেন, ঘুম থেকে স্বলাত উত্তম; ঘুম থেকে স্বলাত উত্তম।" এ বাক্য ফজরের আযানে যোগ করা হলো এবং তদনুযায়ী আমাল চলে আসছে।[৭১৪]

٧١٧/٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْإِفْرِيقِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ».

৮/৭১৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়া'লা বিন উবায়দ আল-ইফরীকী (হাদীস্ব সংরক্ষণে খুবই দুর্বল) যিয়াদ বিন নুআইম যিয়াদ ইবনুল হারিস্ব আস-সুদাঈ তিনি বলেন, আমি এক সফরে রসূলুল্লাহ -এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলে আমি আযান দিলাম। বিলাল ইকামাত দিতে চাইলে রসূলুল্লাহ বলেন, তোমার ভাই সুদাঈ আযান দিয়েছে। আর যে ব্যক্তি আযান দিবে সেই ইকামাত দিবে।[৭১৫]

---

৭১২. তিরমিযী ২০৯, নাসায়ী ৬৭২, আবূ দাউদ ৫৩১, আহমাদ ১৫৮৩৬, ১৭৪৪৮। ইরওয়া' ৫/৩১৬, স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৪১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭১৩ .তিরমিযী ১৯৮, আহমাদ ২৩৩৯৫। ইরওয়া ২৩৫ দঈফ, মিশকাত ৬৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবূ ইসরায়ীল সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অনেক সন্দেহ করেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন।

৭১৪. আবূ দাউদ ৫৯০ দঈফ, জামি ৪৮৬৬ দঈফ, মিশকাত ১১১৯ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭১৫. তিরমিযী ১৯৯, আবূ দাউদ ৫১৪, আহমাদ ১৭০৮৩। ইরওয়া' ৩৩৭, মিশকাত ৬৪৮, দঈফাহ ৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আল-ইফরীকী সম্পর্কে ইবনু মাহদী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করা উচিত নয়। ইয়াহইয়া

٣/٤. بَاب مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

৩/৪. অধ্যায় : মুয়াযযিন যখন আযান দেয় তখন যা বলতে হবে।

٧١٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقُولُوا مِثْلَ قَوْلِهِ».

১/৭১৮। আবূ ইসহাক আশ-শাফিঈ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কী, আব্বাদ বিন ইসহাক, ইবনু শিহাব, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মুয়াযযিন যখন আযান দেয়, তখন তোমরা তার কথার অনুরূপ বলো।[৭১৬]

٧١٩/٢ - حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا كَانَ عِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ قَالَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

২/৭১৯। শুজা' বিন মাখলাদ আবূল ফাদল, হুশায়ম, আবূ বিশর, আবূল মালীহ বিন উসামাহ, আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বিন আবূ সুফইয়ান (মাকবূল), আমার চাচী/মামী উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) তার পালার দিন ও রাতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তার নিকট অবস্থান করতেন তখন তিনি তাঁকে মুয়ায্‌যিনের আযান শুনে তার অনুরূপ বলতে শুনেছেন।[৭১৭]

٣/٧٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

৩/৭২০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও আবূ কুরায়ব, যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু সাওরীর হাদীস বর্ণনায় ভূল করেছেন), মালিক ইবনুল আনাস, যুহরী, আতা' বিন ইয়াযীদ আল-লায়সী, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা যখন আযান শুনতে পাও, তখন মুয়ায্‌যিন যা বলে তোমরাও তা বলো।[৭১৮]

٧٢١/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ

বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই, তবে আমি তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করিনি।

৭১৬. তাহকীক আলবানী ঃ

৭১৭. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭১৮. বুখারী ৬১১, তিরমিযী ২০৮, নাসায়ী ৬৭৩, আবূ দাউদ ৫২২, আহমাদ ১১১১২, ১১৩৩৩, ১১৪৫০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৫০, দারিমী ১২০১। সহীহ আবূ দাউদ ৫৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

৪/৭২১। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্রী লায়স্ বিন সা'দ হুকায়ম বিন আবদুল্লাহ বিন কায়স আমির বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শোনার পর নিম্নোক্ত দু'আ' পড়লে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে ঃ "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল। আমি আল্লাহ্কে রব, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) কে নাবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট"।[৭১৯]

৭২২/৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْأَلْهَانِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৫/৭২২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ দিমাশকী ও মুহাম্মাদ বিন আবূল হুসায়ন আলী বিন আয়্যাশ আল-আলহানী শুআয়ব বিন আবূ হামযাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনে নিম্নোক্ত দুআ' পড়লে তার জন্য কিয়ামাতের দিন শাফাআত অবধারিত হবে ঃ "হে আল্লাহ্, এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত স্বলাতের প্রভু! মুহাম্মাদ (সাঃ) কে দান করুন সুমহান মর্যাদা ও সম্মান এবং তাঁকে প্রশংসিত স্থানে পৌঁছান, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাকে দিয়েছেন।"[৭২০]

٥/٣. بَاب فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

৩/৫. অধ্যায় : আযানের ফাদীলাত ও মুয়ায্যিনদের সাওয়াব।

٧٢٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ فِي حِجْرِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَسْمَعُهُ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ».

১/৭২৩। মুহাম্মাদ ইবনুস্-স্বাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ স্বা'স্বাআহ তার পিতা আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত আবদুর রহমান বিন আবূ স্বা'স্বাআহ বলেন, আবূ সাঈদ (রাঃ) আমাকে বলেছেন, যখন তুমি গ্রামে বা বন-জঙ্গলে থাকবে, তখন উচ্চৈঃস্বরে আযান দিবে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ জিন, মানুষ, বৃক্ষলতা ও পাথর যে-ই এই আযান শুনবে, সে তার জন্য (আখেরাতে) সাক্ষ্য দিবে।[৭২১]

---

৭১৯. মুসলিম ৩৮৬, তিরমিযী ২১০, নাসায়ী ৬৭৯, আবূ দাউদ ৫২৫, আহমাদ ১৫৬৮। স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭২০. বুখারী ৬১৪, ৪৭১৯; তিরমিযী ২১১, নাসায়ী ৬৮০, আবূ দাউদ ৫২৯, আহমাদ ১৪৪০৩। ইরওয়া' ৩৪৩, স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৪০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭২১. বুখারী ৬০৯, ২৩৯৬, ৭৫৪৮; নাসায়ী ৬৪৪, আহমাদ ১০৯১২, ১১০০০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٧٢٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا».

২/৭২৪। ◆ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ✕ শাবাবাহ ✕ শু'বাহ ✕ মূসা বিন আবূ উস্‌মান (মাকবূল) ✕ আবূ ইয়াহইয়া ✕ আবূ হুরায়রাহ ◆ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ কে নিজ মুখে বলতে শুনেছি ঃ মুয়ায্‌যিনের আযান ধ্বনি যত দূর পর্যন্ত পৌঁছবে, তত দূর তাকে ক্ষমা করা হবে এবং জীবিত ও নির্জীব সকলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। স্বলাতে উপস্থিত লোকেদের পঁচিশ নেকী লেখা হয় এবং তার দু' স্বলাতের মধ্যবর্তী কালের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।[৭২২]

٧٢٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৩/৭২৫। ◆ মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও ইসহাক বিন মানসূর ✕ আবূ আমির ✕ সুফইয়ান ✕ তালহাহ বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) ✕ ঈসা বিন তালহাহ ✕ মুআবিয়াহ বিন আবূ সুফ্‌ইয়ান ◆ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, কিয়ামাতের দিন মুয়াযযিনগণ লোকেদের মাঝে সুদীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হবে।[৭২৩]

٧٢٦/٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى أَخُو سُلَيْمٍ الْقَارِيُّ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ».

৪/৭২৬। ◆ উস্‌মান বিন আবূ শায়বাহ ✕ হুসায়ন বিন ঈসা (সুলাইম আল-কারীর ভাই) দঈফ বা দুর্বল ✕ হাকাম বিন আবান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ✕ ইকরামাহ ✕ ইবনু আব্বাস ◆ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের মধ্যকার উত্তম ব্যক্তি আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার উত্তম কারী (কুরআন বিশেষজ্ঞ) ইমামতি করবে।[৭২৪]

٧٢٧/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُخْتَارُ بْنُ غَسَّانَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْأَزْرَقُ الْبُرْجُمِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ح و حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَذَّنَ مُحْتَسِبًا سَبْعَ سِنِينَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ.

---

৭২২ .নাসায়ী ৬৪৫, আবূ দাউদ ৫১৫, আহমাদ ৭৫৫৬, ৯০৭৩, ৯২৫৭। মিশকাত ৬৬৭, স্বহীহ্‌ আবূ দাউদ ৫২৮। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৭২৩ .মুসলিম ৩৮৭, আহমাদ ১৬৪১৯, ১৬৪৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭২৪. আবূ দাউদ ৫৯০। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী হুসায়ন বিন ঈসা সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি অপরিচিত। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

৫/৭২৭। আবূ কুরায়ব মুখতার বিন গাস্সান (মাকবূল) হাফস্ব বিন উমার আল-আযরাক আল-বুরজুমী (মাসতূর বা অপরিচিত) জাবির (দঈফ বা দুর্বল) ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাওহ ইবনুল ফারাজ আলী ইবনুল হাসান বিন শাকীক আবূ হামযাহ জাবির ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নেকীর আশায় সাত বছর আযান দেয় আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেন।[৭২৫]

٧٢٨/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً».

৬/৭২৮। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল আবদুল্লাহ বিন স্বালিহ ইয়াহইয়া বিন আয়্যূব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) বিন জুরাইজ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বারো বছর আযারেন দেয় তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। আর প্রতি দিনের আযান বিনিময়ে তার জন্য ষাট নেকী এবং প্রতি ইকামতের জন্য তিরিশ নেকী লেখা হয়।[৭২৬]

٦/٣. بَاب إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

৩/৬. অধ্যায় : ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলা।

٧٢٩/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤْذِنُونَ بِهِ عِلْمًا لِلصَّلَاةِ «فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ».

১/৭২৯। আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) মু'তামির বিন সুলায়মান খালিদ আল-হাযযা' আবূ কিলাবাহ আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, সহাবীগণ স্বলাতের ওয়াক্তের সংকেতবাহী কোন পন্থা খুঁজছিলেন। তখন বিলাল (রাঃ)-কে আযানের শব্দাবলী দু'বার ক,রে এবং ইকামতের শব্দাবলী একবার ক,রে বলার নির্দেশ দেয়া হয়।[৭২৭]

٧٣٠/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ».

---

৭২৫. তিরমিযী ২০৬। জামি সগীর ৫৩৭৮ দঈফ, তিরমিযী ২০৬ দঈফ, মিশকাত ৬৬৪ দঈফ, দঈফ তারগীব ১৬৭ দঈফ, দঈফা ৮৫০ দঈফ জিদ্দান। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. হাফস্ব বিন উমার আল-আযরাক আল-বুরজুমী সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি অপরিচিত। ২. জাবির সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস্বের ব্যাপারে সত্যবাদী। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্বের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নয়। আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি মিথ্যুক।

৭২৬. মিশকাত ৬৭৮, স্বহীহাহ ৪২, স্বহীহ তারগীব ২৪২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭২৭. বুখারী ৬০৩, ৬০৫-৭, ৩৪৫৭; মুসলিম ৩৭৮/১-৩, তিরমিযী ১৯৩, নাসায়ী ৬২৭, আবূ দাউদ ৫০৮, আহমাদ ১১৫৯০, ১২৫৫৯; দারিমী ১১৯৪-৯৫, ইবনু মাজাহ ৭৩০। স্বহীহ আবূ দাউদ ৫২৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/৭৩০। নাস্র বিন আলী আল-জাহদমী উমার বিন আলী খালিদ আল-হাযযা' আবূ কিলাবাহ্ আনাস (রাঃ) তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ)-কে আযানের শব্দাবলী জোড় সংখ্যায় এবং ইকামাতের শব্দাবলী বেজোড় সংখ্যায় বলার নির্দেশ দেয়া হয়।[৭২৮]

٧٣١/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ سَعْدٍ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ «أَذَانَ بِلَالٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَإِقَامَتَهُ مُفْرَدَةً».

৩/৭৩১। হিশাম বিন আম্মার আবদুর রহমান বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল) সা'দ বিন আম্মার (মাসতূর বা অপরিচিত) আম্মার বিন সা'দ (মাকবূল) রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুয়াযযিন সা'দ বিন আয়েয (রাঃ) তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ) আযানের শব্দাবলী দু'বার ক'রে এবং ইকামতের শব্দাবলী একবার ক'রে উচ্চারণ করতেন।[৭২৯]

٧٣٢/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُعَمَّرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ «رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيمُ وَاحِدَةً».

৪/৭৩২। আবূ বদর আব্বাদ ইবনুল ওয়ালীদ মুআম্মার বিন মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' (মুনকারুল হাদীস্র) আমার পিতা মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা উবায়দুল্লাহ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 'মাওলা' আবূ রাফি' (রাঃ) তিনি বলেন, আমি বিলাল (রা)-কে দেখেছি যে, তিনি রাসসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপস্থিতিতে আযানের প্রতিটি বাক্য দু'বার করে এবং ইকামতের প্রতিটি বাক্য একবার করে বলেছেন।[৭৩০]

٧/٣. بَاب إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَخْرُجْ

৩/৭. অধ্যায় : তুমি মাসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হলে, সেখান থেকে বের হয়ে চলে যেও না।

٧٣٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ.

---

৭২৮. বুখারী ৬০৩, ৬০৫-৭, ৩৪৫৭; মুসলিম ৩৭৮/১-৩, তিরমিযী ১৯৩, নাসায়ী ৬২৭, আবূ দাউদ ৫০৮, আহমাদ ১১৫৯০, ১২৫৫৯; দারিমী ১১৯৪-৯৫, ইবনু মাজাহ ৭২৯। সহীহাহ্ ৩/২৭১, সহীহ আবূ দাউদ ৫২৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭২৯. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুর রহমান বিন সা'দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্থিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। ২. সা'দ বিন আম্মার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৭৩০. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুআম্মার বিন মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ২. মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও অধিক মুনকার হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

Contents

১/৭৩৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস্ ইবরাহীম ইবনুল মুহাজির (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) আবূশ-শা'স্রা' বলেন, আমরা আবূ হুরায়রাহ -এর সাথে মাসজিদে বসা ছিলাম। মুয়ায্‌যিন আযান দিলে পর এক ব্যক্তি মাসজিদ থেকে উঠে চলে যেতে থাকে। আবূ হুরায়রাহ -এর দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করতে থাকে। অবশেষে সে মাসজিদ থেকে বের হয়ে চলে যায়। আবূ হুরায়রাহ বলেন, লোকটি তো আবূল কাসিম -এর নাফরমানী করলো।[৭৩১]

٧٣٤/٢ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُنَافِقٌ».

২/৭৩৪। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আবদুল জাব্বার বিন উমার (দঈফ) ইবনু আবূ ফারওয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) উস্‌মান বিন আফ্‌ফানের 'মাওলা' মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ তার পিতা (ইউসুফ) মাকবূল উস্‌মান তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, মাসজিদে আযান হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে বেরিয়ে যাবে এবং তার ফিরে আসার ইচ্ছা নাই সে মুনাফিক।[৭৩২]

---

৭৩১. মুসলিম ৬৫৫/১-২, তিরমিযী ২০৪, নাসায়ী ৬৮৩-৮৪, আবূ দাউদ ৫৩৬, আহমাদ ১০১৯৪, ১০৫৫০; দারিমী ১২০৫। ইরওয়া' ২৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭৩২. সহীহাহ ২৫১৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল জাব্বার বিন উমার সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। আয-যাহলী বলেন, তিন খুবই দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও মুনকার। ২. ইবনু আবূ ফারওয়াহ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমার মতে তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা ঠিক নয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন বরং তিনি মিথ্যুক। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আমর বিন ফাল্লাস ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, হাদীস বিশারদগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

(٤) : كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ

পর্ব (৪) : মাসজিদ ও জামা'আত

١/٤. بَاب مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا

৪/১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য একটি মাসজিদ নির্মাণ করলো।

٧٣٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

১/৭৩৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ যূনুস বিন মুহাম্মাদ লায়স্ব বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন উসামাহ ইবনুল হাদি ওয়ালীদ বিন আবূল ওয়ালীদ (লায়্যিনুল হাদীস্ব) উস্‌মান বিন আবদুল্লাহ বিন সুরাকাহ আল-আদাবী............... উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ দাউদ বিন আবদুল্লাহ আল-জা'ফারী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তুনিজ লিখিত হাদীস্ব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন উসামাহ ইবনুল হাদি ওয়ালীদ বিন আবূল ওয়ালীদ (লায়্যিনুল হাদীস্ব) উস্‌মান বিন আবদুল্লাহ বিন সুরাকাহ আল-আদাবী................ উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নামের যিকিরের জন্য একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন।[৭৩৩]

٧٣٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ».

২/৭৩৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবূ বাক্‌র আল-হানাফী আবদুর হামীদ বিন জা'ফার তার পিতা (জা'ফার) মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) উস্‌মান বিন আফ্‌ফান (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ অনুরূপভাবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন।[৭৩৪]

٧٣٧/٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

---

৭৩৩. আহমাদ ১২৭, ৩৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ওয়ালীদ বিন আবূল ওয়ালীদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো স্বিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেন।

৭৩৪. বুখারী ৪৫০, মুসলিম ৫৩৩/১-২, তিরমিযী ৩১৮, আহমাদ ৪৩৬, দারিমী ১৩৯২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩/৭৩৭। আব্বাস বিন উসমান দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন) ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার লিখিত কিতাবটি পুড়ে যাওয়ার পর তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আবূল আসওয়াদ উরওয়াহ আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজ সম্পদ ব্যয়ে আল্লাহ্‌র জন্য একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন।[৭৩৫]

٧٣٨/٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَشِيطٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

৩/৭৩৮। য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবরাহীম বিন নাশীত্ব আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ হুসাইন আন-নাওফালী আতা বিন আবূ রাবাহ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য টিড্ডির ঢিবির ন্যায় বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মাসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।[৭৩৬]

٤/٢. بَاب تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

৪/২. অধ্যায় : মাসজিদসমূহ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা।

٧٣٩/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ».

১/৭৩৯। আবদুল্লাহ বিন মুআবিয়াহ আল-জুমহী হাম্মাদ বিন সালামাহ আয়্যূব (বিন আবূ তামীমাহ) কিলাবাহ আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা মাসজিদের সৌন্দর্য ও সুসজ্জিতকরণ নিয়ে পরস্পর গর্ব না করবে ততক্ষণ কিয়ামাত সংঘটিত হবে না।[৭৩৭]

٧٤٠/٢ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَرَاكُمْ سَتُشَرِّفُونَ مَسَاجِدَكُمْ بَعْدِي كَمَا شَرَّفَتْ الْيَهُودُ كَنَائِسَهَا وَكَمَا شَرَّفَتْ النَّصَارَى بِيَعَهَا».

২/৭৪০। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল কারীম বিন আবদুর রহমান আল-বাজালী (মাকবূল) লায়স ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)

---

৭৩৫. রওযুন নাযীর ৮৮৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আব্বাস বিন উসমান দিমাশকী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী সিকাহ বললেও ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেন। ২. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল।

৭৩৬. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭৩৭. নাসায়ী ৬৮৯, আবূ দাউদ ৪৪৯, আহমাদ ১১৯৭১, ১২০৬৪, ১২১২৮, ১২৯৯১, ১৩৬০৬; দারিমী ১৪০৮। মিশকাত ৭১৯, সহীহ আবূ দাউদ ৪৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

বলেছেন, আমার মনে হয়, তোমরা আমার পরে তোমাদের মাসজিদসমূহকে ইহূদীদের সিনাগগ ও নাসারাদের গির্যার ন্যায় বিশালাকার প্রাসাদরূপে তৈরি করবে।[৭৩৮]

٧٤١/٣ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا سَاءَ عَمَلُ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا زَخْرَفُوا مَسَاجِدَهُمْ».

৩/৭৪১। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল কারীম বিন আবদুর রহমান (মাকবূল) আবূ ইসহাক আমর বিন মায়মূন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন জাতির মাসজিদসমূহকে সোনা-রূপা খচিত করা কত মন্দ কাজ![৭৩৯]

٣/٤. بَاب أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

৪/৩. অধ্যায় : মাসজিদসমূহ নির্মাণের বৈধ স্থান।

٧٤٢/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ لِبَنِي النَّجَّارِ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَمَقَابِرُ لِلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ ثَامِنُونِي بِهِ قَالُوا لَا نَأْخُذُ لَهُ ثَمَنًا أَبَدًا قَالَ فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْنِيهِ وَهُمْ يُنَاوِلُونَهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : .

«أَلَا إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ * فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ»

قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ.

১/৭৪২। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হাম্মাদ বিন সালামাহ আবূত তায়্যাহ আয-যুবাঈ আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম-এর মাসজিদের স্থানটি ছিল নাজ্জার গোত্রের, সেখানে কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ এবং মুশরিকদের কবর ছিল। নাবী (সাঃ) তাদের বলেন, তোমরা এই জমিখণ্ড আমার নিকট বিক্রয় করো। তারা বলেন, আমরা কখনো এর বিনিময় মূল্য গ্রহণ করবো না। রাবী বলেন, নাবী (সাঃ) মাসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং সহাবীগণ তাঁকে মাটি ও কাদা দিতে থাকেন। আর নাবী (সাঃ) বলতে থাকেন ঃ "আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করুন"। ইতোপূর্বে যেখানেই স্বলাতের ওয়াক্ত হয়ে যেতো, নাবী (সাঃ) সেখানেই স্বলাত আদায় করতেন।[৭৪০]

٧٤٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَاغِيَتُهُمْ».

---

৭৩৮. আবূ দাঊদ ৪৪৮, দঈফাহ ২৭৩। জামি সগীর ৭৪৩ দঈফ, দঈফা ২৭৩৩ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে।

৭৩৯. জামি সগীর ৫০৭৫ দঈফ জিদ্দান, দঈফা ৪৪৪৭ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান।

৭৪০. বুখারী ২৮৩৪, ৩৭৯৫, ৬৪১৩; মুসলিম ১৮০৫/১-৪, আহমাদ ১১৭৬৮, ১২৩১১, ১২৩২১, ১২৩৪৬, ১২৪৩৯, ১২৫৩৯, ১২৭১৪, ১২৭৭৯, ১২৭৯৬, ১২৮৪৬, ১৩১৪৯, ১৩২৩৪, ১৩৫০৯, ১৩৫৪৩, ১৩৬৫৪। সহীহ আবূ দাঊদ ৪৭৭-৪৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/৭৪৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ হাম্মাম আদ-দল্লাল সাঈদ বিন সায়িব মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইয়াদ (মাকবূল) উসমান বিন আবূল আস রসূলুল্লাহ তাকে তায়েফবাসীদের জন্য তাদের মূর্তির পাদপিঠে মাসজিদে নির্মাণের নির্দেশ দেন।[৭৪১]

٧٤٤/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ الْحِيطَانِ تُلْقَى فِيهَا الْعَذِرَاتُ فَقَالَ «إِذَا سُقِيَتْ مِرَارًا فَصَلُّوا فِيهَا يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ».

৩/৭৪৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আমর বিন উসমান (দঈফ বা দুর্বল) মূসা বিন আ'য়ান মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) নাফি' ইবনু উমার থেকে বর্ণিত। তাকে ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি নাবী -এর বরাতে বলেন, কয়েকবার পানি ঢেলে দেয়ার পর তথায় সলাত পড়া যাবে।[৭৪২]

٤/٤. بَاب الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

8/8. অধ্যায় : যেসব স্থানে সলাত পড়া মাকরূহ।

٧٤٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».

১/৭৪৫। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইয়াযীদ বিন হারূন সুফইয়ান আমর বিন ইয়াহইয়া তার পিতা (ইয়াহইয়া ও হাম্মাদ বিন সালামাহ আমর বিন ইয়াহইয়া তার পিতা (ইয়াহইয়া) আবূ সাঈদ আল-খুদরী তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সকল (পবিত্র) জায়গাই মাসজিদ।[৭৪৩]

٧٤٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالْحَمَّامِ وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ».

২/৭৪৬। মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম দিমাশকী (মুনকারুল হাদীস) আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ ইয়াহইয়া বিন আয়্যূব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) যায়দ বিন জাবীরাহ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) দাঊদ বিন হুসায়ন নাফি' ইবনু উমার তিনি বলেন,

---

৭৪১. আবূ দাঊদ ৪৫০। আবূ দাঊদ ৪৫০ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী

৭৪২. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আমর বিন উসমান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু আদী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-আযদী বলেন, তার হাদীস দুর্বল।

৭৪৩. তিরমিযী ৩১৭, আবূ দাঊদ ৪৯২, দারিমী ১৩৯০। ইরওয়া' ১/৩২০, সহীহ আবূ দাঊদ ৫০৭, মিশকাত ৭৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) সাত স্থানে স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন ঃ ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ স্থানে, কসাইখানায়, কবরস্থানে, রাস্তার মাঝখানে, গোসলখানায়, উটের খোঁয়াড়ে এবং কা'বার ঘরের ছাদে।[৭৪৪]

٧٤٧/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ ظَاهِرُ بَيْتِ اللهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الْإِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ».

৩/৭৪৭। **আলী বিন দাউদ ও মুহাম্মাদ বিন আবূল হুসায়ন** আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু **হাদীস্ব বর্ণনায় অমনোযোগী থাকায় অধিক ভূল করেছেন)** লায়স্ব নাফি' ইবনু উমার উমার উবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সাত জায়গায় স্বলাত পড়া জায়েয নয় ঃ কাবা ঘরের ছাদে, কবরস্থানে, ময়লা ফেলার স্থানে, কসাই খানায়, গোসলখানায়, উটের খোঁয়াড়ে ও রাস্তার মাঝখানে।[৭৪৫]

٥/٤. بَاب مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

৪/৫. অধ্যায় : মাসজিদসমূহে যেসব কাজ করা মাকরূহ।

٧٤٨/١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ لَا يُتَّخَذُ طَرِيقًا وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ وَلَا يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيْءٍ وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ وَلَا يُقْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا».

১/৭৪৮। ইয়াহইয়া বিন উস্রমান বিন সাঈদ বিন কাস্রীর বিন দীনার আল-হিমস্রী মুহাম্মাদ বিন হিময়ার যায়দ বিন জাবীরাহ আল-আনস্বারী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) দাঊদ বিন হুস্বায়ন নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, কতিপয় আচরণ মাসজিদে নিষিদ্ধ। মাসজিদকে চলাচলের পথ বানানো যাবে না, সেখানে অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী করা যাবে না, তীর, বর্শা বা কামান বহন করা যাবে না, কাঁচা গোশত নেয়া যাবে না, হদ্দ কার্যকর করা যাবে না, কারো কিসাস কার্যকর করা যাবে না এবং একে বাজারে পরিণত করা যাবে না।[৭৪৬]

---

৭৪৪. তিরমিযী ৩৪৬। ইরওয়া ২৮৭ দঈফ, মিশকাত ৭৩৮ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র ও তার নিকট হাদীস্র সংরক্ষিত নয়। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মিথ্যুক। হাকিম বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। ২. যায়দ বিন জাবীরাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন।

৭৪৫. তিরমিযী ৩৪৬। দঈফাহ ৩২৩৫, ইরওয়া' ২৮৭, মিশকাত ৭৩৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ স্বালিহ সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবদুল মালিক বিন শুআয়ব তাকে স্রিকাহ বলেছেন।

৭৪৬. জামি সগীর ২৮৩০ দঈফ, দঈফা ৩/১৪৯, দঈফ জিদ্দান, স্বহীহাহ ১০০১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ, তবে মাসজিদকে চলাচলের পথ করা যাবে না–এ অংশ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ বিন জাবীরাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি

٧٤٩/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْبَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ».

২/৭৪৯। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-কিন্দী আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) বিন আজলান আমর বিন শোআইব (রাহিমাহুল্লাহ) তার পিতা শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদসমূহে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন।[৭৪৭]

٧٥٠/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ».

৩/৭৫০। আহমাদ বিন ইউসুফ আস-সুলামী মুসলিম বিন ইবরাহীম হারিস বিন নাবহান (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) উতবাহ বিন ইয়াকযান (দঈফ বা দুর্বল) আবূ সাঈদ (মাজহুল বা অপরিচিত) মাকহুল ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা তোমাদের মাসজিদেসমূহকে শিশু, পাগল, ক্রয়-বিক্রয়, ঝগড়া-বিবাদ, হৈ-চৈ, হদ্দ কার্যকরকরণ ও উন্মুক্ত অস্ত্র বহন থেকে হেফাযত করো। তোমরা তার দরজাসমূহের কাছে শৌচকর্মের জন্য ঢিলা রাখো এবং জুমুআহ্‌র দিন তাকে সুগন্ধময় করো।[৭৪৮]

٦/٤. بَاب النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

৪/৬. অধ্যায় : মাসজিদে ঘুমানো।

٧٥١/١ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كُنَّا نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

১/৭৫১। ইসহাক বিন মানসূর আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মাসজিদে ঘুমাতাম।[৭৪৯]

হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন।

৭৪৭. তিরমিযী ৩২২, নাসায়ী ৭১৫, আবূ দাউদ ১০৭৯। ইরওয়া' ৭/৩৬৩, সহীহ আবূ দাউদ ৯৯১। তাহকীক আলবানী : হাসান।

৭৪৮. দঈফ তারগীব ১৮৬ দঈফ জিদ্দান, তা'লাকুর রগীব ১/১২০-১২১, ইরওয়া' ৭/৩৬২। তাহকীক আলবানী : দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. হারিস বিন নাবহান সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস লিখা হয়না। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ২. উতবাহ বিন ইয়াকযান সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন। ৩. আবূ সাঈদ সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

৭৪৯. বুখারী ৪৪০, ১১২২, ৩৭৩৯, ৭০২৯, ৭০২১; মুসলিম ২৪৭৯, তিরমিযী ৩২১, নাসায়ী ৭২২, আহমাদ ৪৫৯৩, ৬২৯৪; দারিমী ১৪০০, ২১৫২, ইবনু মাজাহ ৩৯১৯। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

٢/٧٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ يَعِيشَ بْنَ قَيْسِ بْنِ طِخْفَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ انْطَلِقُوا فَانْطَلَقْنَا إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ وَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ هَا هُنَا وَإِنْ شِئْتُمْ انْطَلَقْتُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ فَقُلْنَا بَلْ نَنْطَلِقُ إِلَى الْمَسْجِدِ.

২/৭৫২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ হাসান বিন মূসা শায়বান বিন আবদুর রহমান ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান ইয়াঈশ বিন কায়স বিন তিখফাহ তার পিতা (তিখফাহ বিন কায়স) তিনি আসহাবে সুফফার অন্যতম সদস্য। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আমাদের বললেন ঃ তোমরা যাও। অতএব আমরা আয়িশাহ-এর ঘরে গেলাম এবং পানাহার করলাম। রসূলুল্লাহ বললেন ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে এখানেও ঘুমাতে পারো, আর চাইলে মাসজিদেও যেতে পারো। রাবী বলেন, আমরা বললাম, বরং আমরা মাসজিদেই চলে যাই।[৭৫০]

٧/٤. بَاب أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ

৪/৭. অধ্যায় : সর্বপ্রথম যে মাসজিদ নির্মিত হয়েছে।

٧٥٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ قَالَ «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مُصَلًّى فَصَلِّ حَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ».

১/৭৫৩। আলী বিন মায়মূন আর-রাকীয়্যু মুহাম্মাদ বিন উবায়দ আ'মাশ ইবরাহীম আত-তায়মী আবূ যার আল-গিফারী আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ ইবরাহীম আত-তায়মী আবূ যার আল-গিফারী তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সর্বপ্রথম কোন মাসজিদে নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন, মাসজিদুল হারাম। রাবী বলেন, আমি আবার বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, তারপর মাসজিদুল আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বলেন, চল্লিশ বছরের। এখন তোমার জন্য সমগ্র পৃথিবীই মাসজিদে। অতএব যেখানেই তোমার স্বলাতের ওয়াক্‌ত হয়, সেখানেই তুমি স্বলাত আদায় করতে পারো।[৭৫১]

٨/٤. بَاب الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

৪/৮. অধ্যায় : গোত্রের এলাকায় বা মহল্লায় নির্মিত মাসজিদেসমূহ।

٧٥٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ دَلْوٍ فِي بِئْرٍ لَهُمْ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ السَّالِمِيِّ وَكَانَ

---

৭৫০. আবূ দাউদ ৫০৪০। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ মুযত্বরাব। মুযতারিব।

৭৫১. বুখারী ৩৩৬৬, ৩৪২৫; মুসলিম ৫২০, নাসায়ী ৬৯০, আহমাদ ২০৮২৬, ২০৮৭৫, ২০৯১২, ২০৯৫৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

إِمَامَ قَوْمِهِ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ جِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ مِنْ بَصَرِي وَإِنَّ السَّيْلَ يَأْتِي فَيَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمِي وَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَافْعَلْ قَالَ أَفْعَلُ فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَ مَا اشْتَدَّ النَّهَارُ وَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنْتُ لَهُ وَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ احْتَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرَةٍ تُصْنَعُ لَهُمْ».

১/৭৫৪। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব মুহাম্মাদ বিন রাবী' আল-আনসারী ইতবান বিন মালিক আস- সালিমী (রাঃ) তিনি ছিলেন তাঁর গোত্র বনু সালিমের মাসজিদের ইমাম এবং তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং সয়লাবের কারণে আমার ঘর ও আমার গোত্রের মাসজিদের মধ্যকার নালাটি পানিপূর্ণ হয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। তা পার হয়ে আসা-যাওয়া আমার জন্য বেশি কষ্টকর। আপনি যদি মনে করেন, আমার বাড়িতে এসে আপনি একটা স্থানে স্বলাত পড়বেন, যাকে আমি স্বলাতের স্থান বানাতে পারি, তাহলে তাই করুন। তিনি বলেন, আচ্ছা! তাই করবো। পরের দিন দুপুরের পূর্বে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবূ বাক্‌র (রাঃ) আমার বাড়িতে আসেন এবং ভিতরে আসার অনুমতি চান। আমি তাঁকে ভিতর বাড়িতে আসার অনুমতি দিলাম। কিন্তু তিনি না বসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার ঘরের কোন জায়গায় তোমার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমার স্বলাত পড়া তুমি পছন্দ করো? আমি ঘরের যে স্থানে আমার স্বলাত পড়া পছন্দ করি সেই জায়গাটি তাঁকে ইশারায় দেখিয়ে দিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বলাতে দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের নিয়ে দু' রাকআত স্বলাত পড়েন। এরপর আমি তাঁকে খাযীরা (এক প্রকার খাদ্য) খাওয়ারনো জন্য অপেক্ষা করালাম, যা তাঁদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।[৭৫২]

٧٥٥/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ الْخُرْقِي حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ «أَنْ تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فِي دَارِي أُصَلِّي فِيهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا عَمِيَ فَجَاءَ فَفَعَلَ».

২/৭৫৫। ইয়াহইয়া বিন ফাদল আল-খুরকী আবূ আমির হাম্মাদ বিন সালামাহ আসিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এক আনসারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেন, আপনি এসে আমার বাড়ির একটি স্থান আমার স্বলাতের জন্য নির্দিষ্ট করে দিন। যাতে সেখানে আমি স্বলাত আদায় করতে পারি। ঘটনাটি ছিল তার অন্ধ হয়ে যাওয়ার পরের। অতএব তিনি এসে তাই করলেন।[৭৫৩]

---

৭৫২. বুখারী ৭৭, ৪২৪-২৫, ৬৬৭, ৬৮৬, ৮৩৮, ৮৪০, ৪০১০, ৫৪০১; মুসলিম ৩৩, নাসায়ী ৭৮৮, ৮৪৪, ১৩২৭; আহমাদ ২৩১২৬, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪১৭; ইবনু মাজাহ ৬৬০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৫৩. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٧٥٦/٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ «إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي وَتُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ فَأَتَاهُ وَفِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ هَذِهِ الْفُحُولِ فَأَمَرَ بِنَاحِيَةٍ مِنْهُ فَكُنِسَ وَرُشَّ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ» قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ بْن مَاجَةَ الْفَحْلُ هُوَ الْحَصِيرُ الَّذِي قَدْ اسْوَدَّ.

৩/৭৫৬। ইয়াহইয়া বিন হাকীম ইবনু আবূ আদী ইবনু আওন আনাস বিন সীরীন আবদুল হামীদ ইবনুল মুনযির ইবনুল জারূদ আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, আমার কোন এক ফুফু নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য খাবার তৈরি করেন। তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেন, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে এসে পানাহার করুন এবং তাতে স্বলাত পড়ুন। অতএব তিনি এলেন। ঘরে একটি কালো চাটাই ছিল। তিনি ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করেন। আমার চাটাইয়ে পানি ছিটিয়ে (তা পরিষ্কার করে রেখে) দিলাম। তিনি স্বলাত পড়লেন এবং আমরাও তাঁর সাথে স্বলাত পড়লাম। আবূ আবদুল্লাহ বিন মাজা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, যে চাটাই পুরানো হয়ে কালো হয়ে যায় তাকে ‘ফাহ্ল’ বলে।[৭৫৪]

٩/٤. بَاب تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

৪/৯. অধ্যায় : মাসজিদসমূহ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তাকে সুগন্ধিযুক্ত করা।

٧٥٧/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَوْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنْ الْمَسْجِدِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

১/৭৫৭। হিশাম বিন আম্মার আবদুর রহমান বিন সুলায়মান বিন আবূল জাওন মুহাম্মাদ বিন স্বালিহ আল-মাদানী (মাকবূল) মুসলিম বিন আবূ মারয়াম .... আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাসজিদ থেকে ময়লা দূর করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেন।[৭৫৫]

٧٥٨/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِالْمَسَاجِدِ أَنْ تُبْنَى فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ».

২/৭৫৮। আবদুর রহমান বিন বিশর ইবনুল হাকাম ও আহমাদ ইবনুল আযহার মালিক বিন সুআয়র হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহল্লায় মহল্লায় মাসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে খোশবু ছাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৭৫৬]

---

৭৫৪. স্বহীহ আবূ দাঊদ ৬৬৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৫৫. দঈফ ৫৩৬৭ দঈফ, দঈফ তারগীব ১৮৫, তা'লীকুর রগীব ১/১১৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

৭৫৬. তিরমিযী ৫৯৪, আবূ দাঊদ ৪৫৫, ইবনু মাজাহ ৭৫৯। মিশকাত ৭১৭, স্বহীহ আবূ দাঊদ ৪৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٧٥٩/٣ - حَدَّثَنَا رِزْقُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّبَ».

৩/৭৫৯। রিয্‌ক্বুল্লাহ বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইয়া'কূব বিন ইসহাক আল-হাদরামী যায়িদাহ বিন কুদামাহ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ মহল্লায় মহল্লায় মাসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং তাতে সুগন্ধি ছড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৭৫৭]

٧٦٠/٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسْرَجَ فِي الْمَسَاجِدِ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ.

৪/৭৬০। আহমাদ বিন সিনান আবূ মু'আবিয়াহ খালিদ বিন ইয়াস (তার হাদীস্র প্রত্যাখান যোগ্য) ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান বিন হাতিব আবূ সাঈদ আল-খুদরী তিনি বলেন, তামীম আদ-দারী -ই প্রথম ব্যক্তি যিনি মাসজিদে আলো-বাতির ব্যবস্থা করেন।[৭৫৮]

٤/١٠. بَاب كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

৪/১০. অধ্যায় : মাসজিদে থুথু ফেলা মাকরূহ।

٧٦١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ أَبُو مَرْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».

১/৭৬১। মুহাম্মাদ বিন উস্‌মান আল-উস্‌মানী আবূ মারওয়ান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব হুমায়দ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ আবূ হুরায়রাহ ও আবূ সাঈদ আল-খুদরী তারা উভয়ে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ মাসজিদের দেয়ালে থুথু বা কফ দেখতে পেলেন তিনি একটি কাঁকর তুলে নিয়ে তা দিয়ে থুথু (কফ) মুছে ফেলেন, অতঃপর বলেন, তোমাদের কেউ থুথু ফেলতে চাইলে সে যেন তা তার সামনের দিকে এবং তার ডান দিকে না ফেলে, বরং তার বাম দিকে বা তার বাম পায়ের নিচে ফেলে।[৭৫৯]

---

৭৫৭. তিরমিযী ৫৯৪, আবূ দাঊদ ৪৫৫, ইবনু মাজাহ ৭৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭৫৮. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীস্রের রাবী খালিদ বিন ইয়াস সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন বরং তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৭৫৯. বুখারী ৪০৯, ৪১১, ৪১৪, ৪১৬; মুসলিম ৫৪৮-৫০, নাসায়ী ৩০৯, ৭২৫; আবূ দাঊদ ৪৭৭, ৪৮০; আহমাদ ৭৩৫৭, ৭৪৭৮, ৭৫৫৪, ২৭৪৫৩, ৮০৯৮, ৯১০২, ৯৭৪৬, ১০৫০৮, ১০৬৪২, ১০৬৮০, ১০৮০১, ১১১৫৬, ১১২৩০, ১১৪২৭, ১১৪৬৯; দারিমী ১৩৯৮, ইবনু মাজাহ ১০২২। সহীহাহ ২৭৪, ইরওয়া' ১৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٧٦٢/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَكَّتْهَا وَجَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا أَحْسَنَ هَذَا».

২/৭৬২। ০[মুহাম্মাদ বিন তরীফ]X[আয়িয বিন হাবীব]X[হুমায়দ]X[আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]০ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদের কেবলার দিকে থুথু দেখতে পেয়ে খুবই রাগান্বিত হন, এমনকি তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণা করে। এক আনসারী মহিলা এসে তা মুছে ফেলে এবং সেই স্থানে সুগন্ধি লাগিয়ে দেয়। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, এটা কত উত্তম![৭৬০]

٧٦٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ».

৩/৭৬৩। ০[মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্রী]X[লায়স বিন সা'দ]X[নাফি']X[আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)]০ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদের কিবলার দিকে থুথু দেখতে পান। তখন তিনি লোকেদের নিয়ে স্বলাত পড়ছিলেন তিনি তা মুছে ফেলেন। অতঃপর স্বলাত শেষে তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ স্বলাতে রত থাকে, তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন। অতএব তোমাদের কেউ যেন স্বলাতরত অবস্থায় তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে।[৭৬১]

٧٦٤/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «حَكَّ بُزَاقًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ».

৪/৭৬৪। ০[আলী বিন মুহাম্মাদ]X[ওয়াকী']X[হিশাম বিন উরওয়াহ]X[তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র)]X[আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]০ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদের কিবলার দিকে (নিক্ষিপ্ত) থুথু মুছে ফেলেন।[৭৬২]

٤/١١. بَاب النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسَاجِدِ

৪/১১. অধ্যায় : মাসজিদে হারানো জিনিস খুঁজে বেড়ানো নিষেধ।

٧٦٥/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا وَجَدْتَهُ إِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ».

১/৭৬৫। ০[আলী বিন মুহাম্মাদ]X[ওয়াকী']X[আবূ সিনান সাঈদ বিন সিনান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)]X[আলকামাহ বিন মারস্রাদ]X[সুলায়মান বিন বুরায়দাহ]X[তার পিতা

---

৭৬০. বুখারী ৪০৫, নাসায়ী ৭২৮। স্বহীহাহ ৩০৫০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৬১. বুখারী ৪০৬, ৭৫৩, ১২১৩, ৬১১১; মুসলিম ৫৪৭, নাসায়ী ৭২৪, আবূ দাউদ ৭৭৯, আহমাদ ৪৪৯৫, ৪৬৭০, ৪৮২৬, ৪৮৬২, ৪৮৯০, ৫১৩০, ৫৩১৩, ৫৩৮৫, ৫৭১১, ৬২২৯, ৬২৭০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৫৬, দারিমী ১৩৯৭। স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৯৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৬২. বুখারী ৪০৭, মুসলিম ৫৪৯, আহমাদ ২৪৬৩০, ২৫৪০৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৫৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

(বুরায়দাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বলাত পড়লেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, কে লাল উটের খোঁজ দিতে পারে (আমার লাল উটটি হারিয়ে গেছে)। নাবী (সাঃ) বলেন, তুমি যেন তা না পাও। মাসজিদ যে উদ্দেশে নির্মাণ করা হয়েছে তা সেই উদ্দেশেই ব্যবহৃত হবে।[৭৬৩]

٧٦٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ».

২/৭৬৬। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আবদুল্লাহ বিন লাহীআহ (তার লিখিত কিতাব পুড়ে যাওয়ার পর তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) ইবনু আজলান আম্‌র বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব) আবূ কুরায়ব হাতিম বিন ইসমাঈল ইবনু আজলান আম্‌র বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব) রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদে হারানো জিনিস খোঁজার ঘোষণা দিতে নিষেধ করেছেন।[৭৬৪]

٧٦٧/٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا».

৩/৭৬৭। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ ইবনুল কাসিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব হায়ওয়াহ বিন শুরায়হ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-আসদী আবূল আসওয়াদ শাদ্দাদ ইবনুল হাদি এর 'মাওলা' আবূ আবদুল্লাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে মাসজিদে হারানো জিনিস খোঁজার ঘোষণা দিতে শুনলে সে যেন বলে, আল্লাহ তোমাকে যেন তা ফিরিয়ে না দেন। কারণ এজন্য মাসজিদ নির্মাণ করা হয়নি।[৭৬৫]

١٢/٤. بَاب الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

৪/১২. অধ্যায় : উট ও বকরীর খোঁয়াড়ে স্বলাত পড়া।

٧٦٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ».

---

৭৬৩. আহমাদ ৫৬৯, ২২৫৩৫। স্বহীহ তারগীব ১৯০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৬৪. তিরমিযী ৩২২, আবূ দাউদ ১০৭৯, আহমাদ ৬৬৩৮। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৭৬৫. মুসলিম ৫৬৮, তিরমিযী ১৩২১, আবূ দাউদ ৪৭৩, আহমাদ ৮৩৮২, ৯১৬১; দারিমী ১৪০১। স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৯২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১/৭৬৮। ∞ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ✕ ইয়াযীদ বিন হারূন ✕ হিশাম বিন হাস্‌সান ✕ মুহাম্মাদ বিন সীরীন ✕ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ∞ আবূ বিশর বাকর বিন খালফ ✕ ইয়াযীদ বিন যুরায়' ✕ হিশাম বিন হাস্‌সান ✕ মুহাম্মাদ বিন সীরীন ✕ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ∞ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা বকরী বা উটের খোঁয়াড় ব্যতীত সলাত পড়ার জায়গা না পেলে, বকরীর খোঁয়াড়ে সলাত আদায় করতে পারো কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে পড়বে না।[৭৬৬]

٧٦٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينِ».

২/৭৬৯। ∞ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ✕ হুশায়ম ✕ য়ূনুস ✕ হাসান ✕ আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল আল-মুযানী (রাঃ) ∞ তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমরা বকরীর খোঁয়াড়ে সলাত আদায় করতে পারো, কিন্তু উটের খোঁয়াড়ে সলাত পড়ো না। কেননা তা শয়তানদের থেকে সৃষ্ট।[৭৬৭]

٧٧٠/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ».

৩/৭৭০। ∞ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ✕ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু সাওরীর হাদীস বর্ণনায় ভুল করেছেন) ✕ আবদুল মালিক বিন রাবী' বিন সাবরাহ বিন মা'বাদ আল-জুহানী ✕ আমার পিতা (রাবী' বিন সাবরাহ বিন মা'বাদ আল-জুহানী) ✕ তার দাদা (সাবরা বিন মা'বাদ আল-জুহানী) (রাঃ) ∞ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ উটের খোঁয়াড়ে সলাত পড়া যাবে না, তবে বকরীর খোঁয়াড়ে সলাত পড়া যাবে।[৭৬৮]

١٣/٤. بَاب الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

৪/১৩. অধ্যায় : মাসজিদে প্রবেশের দুআ'।

٧٧١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ «بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ».

১/৭৭১। ∞ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ✕ ইসমাঈল বিন ইবরাহীম ও আবূ মুআবিয়াহ ✕ লায়স (তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) ✕ আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান ✕ তার মাতা (ফাতিমাহ বিনতু হাসান বিন আলী) ✕............ ✕ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা ফাতিমাহ (রাঃ) ∞ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে প্রবেশকালে বলতেন ঃ "আল্লাহ্‌র নামে (প্রবেশ) এবং আল্লাহ্‌র রসূলকে সালাম। হে আল্লাহ্! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার দয়ার দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন"।

---

৭৬৬. তিরমিযী ৩৪৮, দারিমী ১৩৯১। মিশকাত ৭৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭৬৭. নাসায়ী ৭৩৫, আহমাদ ২৭৮৫২, ১৬৩৫৭, ২০০১৮, ২০০৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭৬৮. আহমাদ ১৪৯১৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

তিনি (মাসজিদ থেকে) বের হওয়ার সময় বলতেনঃ "আল্লাহ্‌র নামে (প্রস্থান) এবং সালাম আল্লাহ্‌র রসূলকে। হে আল্লাহ্! আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন"।[৭৬৯]

٧٧٢/٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

২/৭৭২। আমর বিন উসমান ইবনু সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার হল হিমসী ও আবদুল ওয়াহ্‌হাব বিন দহ্‌হাক (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) উমারাহ বিন গাযিয়্যাহ রাবীআহ বিন আবদুর রহমান আবদুল মালিক বিন সাঈদ বিন সুওয়ায়দ আল-আনসারী আবূ হুমায়দ আস-সাইদী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের যে কেউ মাসজিদে প্রবেশকালে যেন নাবী (সাঃ)-এর প্রতি সালাম পেশ করে, তারপর যেন বলেঃ "হে আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন" এবং বের হওয়ার সময় যেন বলেঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি"।[৭৭০]

٧٧٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ».

৩/৭৭৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবূ বাক্‌র আল-হানাফী দহ্‌হাক বিন উসমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সাঈদ আল-মাকবুরী আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তোমাদের যে কেউ মাসজিদে প্রবেশকালে যেন নাবী (সাঃ)-এর প্রতি সালাম পেশ করে, অতঃপর বলেঃ "হে আল্লাহ্! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন" এবং বের হওয়ার সময়ও যেন নাবী (সাঃ)-এর প্রতি সালাম পেশ করে, অতঃপর বলেঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে বিতাড়িত শয়তান রক্ষা করুন।"[৭৭১]

---

৭৬৯. তিরমিযী ৩১৪, আহমাদ ২৫৮৭৭-৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭৭০. মুসলিম ৭১৩, নাসায়ী ৭২৯, আবূ দাউদ ৪৬৫, আহমাদ ১৫৬২৭, ২৩০৯৬; দারিমী ১৩৯৪, ২৬৯১। সহীহ আবূ দাউদ ৪৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুল ওয়াহব বিন দহ্‌হাক সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার নিকট আশ্চর্য আশ্চর্য হাদীস শ্রবণ করা যায়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। সালিহ জাযরাহ বলেন, তার হাদীসে অনেক মিথ্যা পাওয়া যায়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন বরং তিনি প্রত্যাখানযোগ্য। মুহাম্মাদ বিন আওফ বলেন, তিনি একাধিক হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। ২. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৭৭১. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٤/٤. بَاب الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

৪/১৪. অধ্যায় : পদব্রজে স্বলাত আদায় করতে যাওয়া।

٧٧٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ».

১/৭৭৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উদূ করার পর কেবল স্বলাত পড়ার উদ্দেশেই মাসজিদে আসে, আল্লাহ তার প্রতি কদমের বিনিময়ে তার একটি ধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেন যাবত না সে মাসজিদে প্রবেশ করে। মাসজিদে প্রবেশ করার পর সে যতক্ষণ স্বলাতের জন্য সেখানে অবস্থান করে, ততক্ষণ স্বলাতরত হিসাবেই গণ্য হয়।[৭৭২]

٧٧٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

২/৭৭৫। আবূ মারওয়ান আল-উস্‌মানী মুহাম্মাদ বিন উস্‌মান ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, স্বলাতের ইক্বামাত শুরু হলে তোমরা তার জন্য দ্রুত বেগে আসবে না, বরং ধীরে সুস্থে হেঁটে আসবে। এরপর স্বলাতের যতটুকু পাও তা পড়ো এবং যতটুকু ছুটে যায় তা পূর্ণ করো।[৭৭৩]

٧٧٦/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ».

৩/৭৭৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র যুহায়র বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আক্বীল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ সাঈদ আল-খুদরী তিনি রসূলুল্লাহ

---

৭৭২. বুখারী ১৭৬, ৪৭৭; তিরমিযী ৬০৩, নাসায়ী ৭০৫, আবূ দাউদ ৫৫৯, আহমাদ ৭৩৮২। স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৭৩. বুখারী ৬৩৬, ৯০৮; মুসলিম ৬০২/১-৪, তিরমিযী ৩২৭, নাসায়ী ৮৬১, আবূ দাউদ ৫৭২-৭৩, আহমাদ ৭১৮৯, ৭২০৯, ৭২১১, ৭৬০৬, ২৭৪৪৫, ৮৭৪০, ৮৭৮৪, ৮৭৯৪, ৯২৩০, ৯৫২৫, ৯৬১৪, ৯৭৫৩, ৯৯৬৭, ১০৪৬৬, ১০৫১২; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৫২, দারিমী ১২৮২। স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৮০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

কে বলতে শুনেছেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন জিনিসের কথা বলে দিবো না, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদের গুনাহরাশি ক্ষমা করবেন এবং নেকীর পরিধিও বাড়িয়ে দিবেন? তারা বলেন, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বলেন, কষ্টের সময় পূর্ণরূপে উযূ করা, মাসজিদসমূহের দিকে বেশি বেশি কদম রাখা এবং এক স্বলাতের পর অপর স্বলাতের অপেক্ষায় থাকা।[৭৭৪]

٧٧٧/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَلَعَمْرِي «لَوْ أَنَّ كُلَّكُمْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ فَيَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي فِيهِ فَمَا يَخْطُو خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً».

৪/৭৭৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, মুহাম্মাদ বিন জা'ফার, শু'বাহ, ইবরাহীম আল-হাজারী (তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় খুবই দুর্বল), আবূল আহওয়াস্ব, আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আগামীতে (কিয়ামাতে) মুসলিম হিসাবে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতের প্রতি যত্নবান হয়, যেখানে তার জন্য আযান দেয়া হয়। কেননা এটাই হলো হেদায়াতের উত্তম পন্থা। আর আল্লাহ তোমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য হেদায়াতের পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমার জীবনের শপথ! তোমাদের সকলে যদি নিজ নিজ বাড়িতে স্বলাত পড়ো, তবে তোমরা অবশ্যই তোমাদের নাবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে। আর তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে। অবশ্যই আমরা প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতীত অপর কাউকে স্বলাতের জামাআত ত্যাগ করতে দেখতাম না। আমি এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি, যিনি দু' ব্যক্তির কাঁধে ভর করে জামাআতের কাতারে শারীক হতেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে মাসজিদে উপস্থিত হয়ে স্বলাত পড়ে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তার এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে দেন।[৭৭৫]

٧٧٨/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ أَبُو الْجَهْمِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنْ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ».

---

৭৭৪. আহমাদ ১০৬১১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৭৭৫. মুসলিম ৬৫৪, আবূ দাউদ ৫৫০, আহমাদ ৩৫৫৪, দারিমী ১২৭৭। ইরওয়া' ৩৮৮, স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম আল-হাজারী সম্পর্কে আল-আযদী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। ইবনু মাঈন, আবূ যুরআহ আর-রাযী ও মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই।

৫/৭৭৮। মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন ইয়াযীদ বিন ইবরাহীম আত-তুসতারী (মাক্বূল) ফাদ্বল ইবনুল মুয়াফ্ফিক আবূল জাহম (হাদীস্র বর্ণনায় তার মাঝে দুর্বলতা আছে) ফুদায়ল বিন মারযূক আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বলাতের উদ্দেশে তার ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বলে ঃ "হে আল্লাহ্! তোমার নিকট প্রার্থনাকারীদের যে অধিকার আছে তার উসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, এই পদব্রজের অধিকারের উসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। কেননা গৌরব, অহংকার, প্রদর্শনেচ্ছা প্রসিদ্ধি লাভ ইত্যাদির জন্য আমি মোটেই বের হইনি। আমি বের হয়েছি তোমার অসন্তোষের ভয়ে এবং তোমার সন্তুষ্টির অন্বেষায়। অতএব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, তুমি আগুন থেকে আমাকে বাঁচাবে এবং আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করবে। কারণ তুমি ছাড়া গুনাহ মাফ করার কেউ নেই", আল্লাহ তার প্রতি রহমাতের দৃষ্টি দেন এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৭৭৬]

٧٧٩/٦ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْمَشَّاءُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ أُولَئِكَ الْخَوَّاضُونَ فِي رَحْمَةِ اللهِ».

৬/৭৭৯। রাশিদ বিন সাঈদ বিন রাশিদ রামলী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আবূ রাফি' ইসমাঈল বিন রাফি' (হাদীস্র হিফজ করায় তিনি খুবই দুর্বল) আবূ বাক্র এর মাওলা সুমায়্যা আবু স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, রাতের অন্ধকারে মজিদসমূহে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামাতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দেয়া হোক।[৭৭৭]

٧٨٠/٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الشِّيرَازِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لِيَبْشَرْ الْمَشَّاءُونَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ تَامٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৭/৭৮০। ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আল-হুলাবী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) ইয়াহইয়া ইবনুল হারিস্র আশ-শিরাযী (মাক্বূল) যুহায়র বিন মুহাম্মাদ আত-তামীমী (তার স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল) আবূ হাযিম সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, রাতের অন্ধকারে মাসজিদে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামাতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দেয়া হোক।[৭৭৮]

---

৭৭৬. আহমাদ ১০৮৭২। জামি সগীর ৫৫৭১ দঈফ, দঈফ তারগীব ২০১ দঈফ-৯৯৬ মুনকার, দঈফা ১/২৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ফাদল ইবনুল মুয়াফ্ফিক আবূল জাহম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ২. আতিয়্যাহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ স্বিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার উপর নির্ভর করা যায় না।

৭৭৭. জামি সগীর ৫৯৩৬ দঈফ, মিশকাত ৭২১, ৭২২; স্বহীহ, আবূ দাউদ ৫৭০। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ রাফি' ইসমাঈল বিন রাফি' সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও মুনকার।

৭৭৮. মিশকাত ৭২১, ৭২২; স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৭০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

٧٨١/٨ - حَدَّثَنَا مُجَزَّأَةُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ مَوْلَى ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الصَّائِغُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৮/৭৮১। ◄(স্বাবিত আল-বুনানী এর 'মুওলা' মাজযাআহ বিন সুফইয়ান বিন আসীদ (মাকবূল))(সুলায়মান বিন দাউদ আস্‌-স্বায়িগ (মাজহুল বা অপরিচিত))(স্বাবিত আল-বুনানী)(আনাস বিন মালিক (রাঃ))► তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, রাতের অন্ধকারে মাসজিদসমূহে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামাতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও।[৭৭৯]

١٥/٤. بَاب الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا

৪/১৫. অধ্যায় : মাসজিদ থেকে দূরে আরো দূরে বসবাসকারীর জন্য মহা পুরস্কাররয়েছে।

٧٨٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا».

১/৭৮২। ◄(আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ)(ওয়াকী')(বিন আবূ যি'ব)(আবদুর রহ্‌মান বিন মিহরান (মাজহুল বা অপরিচিত))(আবদুর রহ্‌মান বিন সা'দ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))► বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মাসজিদ থেকে দূরে আরো দূরে বসবাসকারীর জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার রয়েছে।[৭৮০]

٧٨٣/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَتَوَجَّعْتُ لَهُ فَقُلْتُ يَا فُلَانُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ الرَّمَضَ وَيَرْفَعُكَ مِنَ الْوَقَعِ وَيَقِيكَ هَوَامَّ الْأَرْضِ فَقَالَ وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي بِطُنُبِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَّى أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَذَكَرَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ».

২/৭৮৩। ◄(আহমাদ বিন আবদাহ)(আব্বাদ বিন আব্বাদ আল-মুহাল্লাবী)(আস্বিম আল-আহওয়াল)(আবূ উস্‌মান আন-নাহদী)(উবাই বিন কা'ব (রাঃ))► তিনি বলেন, এক আনস্বারী ব্যক্তির বাড়ি ছিল মাদীনাহ্‌র শেষ প্রান্তে। সে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে স্বলাতে উপস্থিত হতে কখনো ভুল করতো না। রাবী বলেন, তার জন্য আমার মনে কষ্ট অনুভব করলাম। তাই আমি বললাম, হে অমুক! একটি গাধা কিনে নিলে তা তোমাকে গরম থেকে, পথের কষ্ট-কাঠিন্য থেকে এবং মাটির কীট-পতঙ্গ থেকে রেহাই দিত। লোকটি বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ঘরের লাগোয়া আমার ঘর হোক, এটাও আমার পছন্দনীয় নয়। রাবী বলেন, আমি তার কষ্টে ব্যথিত হলাম, অবশেষে আমি নাবী

---

৭৭৯. **তাহকীক আলবানী : স্বহীহ।** উক্ত হাদীস্বের রাবী সুলায়মান বিন দাউদ আস্‌-স্বায়িগ সম্পর্কে আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ কেউ করবে না। হাকিম বলেন, তিনি অপরিচিত। এ হাদীস্বের ৮৩টি শাহিদ হাদীস্ব রয়েছে, তন্মধ্যে তিরমিযী ১টি, আবূ দাউদ ১টি, ইবনু মাজাহ ২টি, ইবনু খুযায়মাহ ২টি, মু'জামুল আওসাত ৫টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

৭৮০. আবূ দাউদ ৫৫৬। স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৬৫। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুর রহ্‌মান বিন মিহরান সম্পর্কে আল-আম্বদী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে স্বহীহ।

Contents

(ﷺ)-এর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করলাম। তিনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে নাবী (ﷺ)-এর নিকট একই কথা ব্যক্ত করে। সে আরো উল্লেখ করে যে, সে তার পদক্ষেপসমূহের নেকী আশা করে। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তুমি যেরূপ আশা করছো তদ্রূপই পাবে।[৭৮১]

٧٨٤/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَرَادَتْ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْ دِيَارِهِمْ إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ فَقَالَ «يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ فَأَقَامُوا».

৩/৭৮৪। (আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না)(খালিদ ইবনুল হারিস)(হুমায়দ)(আনাস বিন মালিক (রাঃ)) তিনি বলেন, বনূ সালিমার লোকেরা তাদের বাড়িঘর মাসজিদে নববীর নিকটে স্থানান্তরিত করার ইচ্ছা করলো। কিন্তু নাবী (ﷺ) মাদীনাহ্র প্রান্ত এলাকা জনশূন্য হওয়া অপছন্দ করলেন। তাই তিনি বলেন, হে বনূ সালিমা! তোমরা কি তোমাদের পদক্ষেপের নেকী আশা করো না? অতএব তারা স্বস্থানেই থেকে গেলো।[৭৮২]

٧٨٥/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ بَعِيدَةً مَنَازِلُهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادُوا أَنْ يَقْتَرِبُوا فَنَزَلَتْ ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ قَالَ فَثَبَتُوا.

৪/৭৮৫। (আলী বিন মুহাম্মাদ)(ওয়াকী')(ইসরাঈল)(সিমাক)(ইকরামাহ)(ইবনু আব্বাস (রাঃ)) তিনি বলেন, আনসারদের বসতি মাসজিদে নববী থেকে দূরে ছিল। তারা মাসজিদের কাছাকাছি বসতি স্থানান্তরিত করতে চাইলে এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "আমি লিখে রাখি যা তারা অগ্রে পাঠায় এবং যা তারা পিছনে রেখে যায়" (সূরাহ ইয়াসীন ঃ ১২)। রাবী বলেন, তখন তারা তাদের অবস্থানে বহাল থাকেন।[৭৮৩]

١٦/٤. بَاب فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

৪/১৬. অধ্যায় ঃ জামাআতে সলাত পড়ার ফাদীলাত।

٧٨٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

১/৭৮৬। (আবু বাক্র বিন আবূ শায়বাহ)(আবূ মুআবিয়াহ)(আ'মাশ)(আবূ সালিহ)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামাআতে সলাত তার ঘরে বা বাজারে পড়া সলাত অপেক্ষা বিশ গুণের অধিক মর্যাদাপূর্ণ।[৭৮৪]

---

৭৮১. মুসলিম ৬৬৩/১-২, আবূ দাউদ ৫৫৭, আহমাদ ২০৭০৭, ২০৭০৯; দারিমী ১২৮৪। সহীহ আবূ দাউদ ৫৬৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭৮২. বুখারী ৬৫৬, আহমাদ ১১৬২২, ১২৪৬৫, ১৩৩৫৯। সহীহ আবূ দাউদ ৫৬৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭৮৩. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭৮৪. বুখারী ৪৭৭, ৬৪৭, ৬৪৯, ২১১৯, ৪৭১৭; মুসলিম ৬৪৯/১-৫, তিরমিযী ২১৬, নাসায়ী ৪৮৬, ৮৩৮; আবূ দাউদ ৫৫৯, আহমাদ ৭৩৮২, ৭৫৩০, ৭৫৫৭, ৮১৪৯, ৮৯০৫, ৯৫৫১, ৯৭৬২, ৯৭৯৯, ৯৯২৬, ১০১২৬, ১০৪১৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৯১, দারিমী ১২৭৬, ইবনু মাজাহ ৭৮৭। সহীহ আবূ দাউদ ৫৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٧٨٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا».

২/৭৮৭। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উস্রমান আল-উস্রমানী ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ জামাআতের ফাদীলাত তোমাদের কারো একাকী স্বলাত পড়ার তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশি।[৭৮৫]

٧٨٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

৩/৭৮৮। আবূ কুরায়ব আবূ মুআবিয়াহ হিলাল বিন মায়মূন আতা' বিন ইয়াযীদ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামাআতের স্বলাত তার বাড়িতে পড়া স্বলাত অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।[৭৮৬]

٧٨٩/٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

৪/৭৮৯। আবদুর রহমান বিন উমার রুসতাহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামাআতের স্বলাত তার একাকী পড়া স্বলাত অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।[৭৮৭]

٧٩٠/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

৫/৭৯০। মুহাম্মাদ বিন মা'মার আবূ বাক্র আল-হানাফী য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় খুব কমই সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবূ ইসহাক আমর বিন আবদুল্লাহ) তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আবদুল্লাহ বিন আবূ বাসীর তার পিতা (আবূ বাসীর হাফস্র) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির জামাআতে স্বলাত তার একাকী পড়া স্বলাত অপেক্ষা চব্বিশ কিংবা পঁচিশ গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।[৭৮৮]

---

৭৮৫. বুখারী ৪৭৭, ৬৪৭, ৬৪৯, ২১১৯, ৪৭১৭; মুসলিম ৬৪৯/১-৫, তিরমিযী ২১৬, নাসায়ী ৪৮৬, ৮৩৮; আবূ দাউদ ৫৫৯, আহমাদ ৭৩৮২, ৭৫৩০, ৭৫৫৭, ৮১৪৯, ৮৭০৫, ৯৫৫১, ৯৭৬২, ৯৭৯৯, ৯৯২৬, ১০১২৬, ১০৪১৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৯১, দারিমী ১২৭৬, ইবনু মাজাহ ৭৮৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৮৬. বুখারী ৬৪৬, আবূ দাউদ ৫৬০, আহমাদ ১১১২৯। স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৮৭. বুখারী ৬৪৫, মুসলিম ৬৫০/১-২, তিরমিযী ২১৫, নাসায়ী ৮৩৭, আহমাদ ৪৬৫৬, ৫৩১০, ৫৭৪৫, ৫৮৮৫, ৬৪১৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৯০, দারিমী ১২৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৮৮. তাহকীক আলবানী ঃ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ কথাটি ছাড়া স্বহীহ। স্বহীহ আবূ দাউদ।

١٧/٤. بَاب التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجَمَاعَةِ

৪/১৭. অধ্যায় : স্বলাতের জামাআত ত্যাগ করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি।

٧٩١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ».

১/৭৯১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবূ মুআবিয়াহ, আ'মাশ, আবূ স্বালিহ, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি স্বলাত কায়েমের নির্দেশ দেই এবং এক ব্যক্তিকে লোকেদের নিয়ে স্বলাত আদায় করতে আদেশ করি। অতঃপর আমি লাকড়িসহ একদল লোককে নিয়ে বেরিয়ে যাই সেইসব লোকের নিকট যারা জামাআতে উপস্থিত হয়নি, অতঃপর তাদেরসহ তাদের বসতি আগুন দিয়ে ভস্মীভূত করে দেই।[৭৮৯]

٧٩٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي كَبِيرٌ ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَاوِمُنِي فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ رُخْصَةٍ قَالَ «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً».

২/৭৯২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, আবূ উসামাহ, যায়িদাহ, আস্বিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন), আবূ রাযীন, আবদুল্লাহ বিন উম্মু মাকতূম (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ) কে বললাম, আমি বৃদ্ধ ও অন্ধ, আমার বসতিও দূরে এবং আমার সাহায্যকারী কোন পরিচালকও নেই। সুতরাং আপনি কি (আমাকে জামাআতে হাযির না হওয়ার ব্যাপারে) অবকাশ (অনুমতি) দিবেন? তিনি বলেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, আমি তোমার জন্য অবকাশ পাচ্ছি না।[৭৯০]

٧٩٣/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ».

৩/৭৯৩। আবদুল হামীদ বিন বায়ান আল-ওয়াসিতী, হুশায়ম, শু'বাহ, আদী বিন স্বাবিত, সাঈদ বিন জুবায়র, ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাবী (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং তার কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামাআতে উপস্থিত হলো না, তার স্বলাত নাই।[৭৯১]

٧٩٤/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِهِ «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ».

---

৭৮৯. বুখারী ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০, ৭২২৪; মুসলিম ৬৫১/১-৩, তিরমিযী ২১৭, নাসায়ী ৮৪৮, আবূ দাউদ ৫৪৮-৪৯, আহমাদ ৭২৮৪, ৭৮৫৬, ২৭৩৬৬, ২৭৪৭৫, ৮৫৭৮, ৮৬৭৩, ৮৬৮৩, ৯১১৯, ৯১৯২, ৯৭৫০, ৯৮৬০, ১০৪২৩, ১০৪৮৯, ১০৪৫২, ১০৫৭৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৯২, দারিমী ১২১২, ১২৭৪। স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৮৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৯০. নাসায়ী ৮৫১, আবূ দাউদ ৫৫২। স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৬১, ৫৬২, ইরওয়া' ২/২৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৯১. আবূ দাউদ ৫৫১। ইরওয়া' ২/৩৩৭, স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৬০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪/৭৯৪। ∞ আলী বিন মুহাম্মাদ ☒ আবূ উসামাহ ☒ হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ী ☒ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর ☒ হাকাম বিন মীনা' ☒ ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ◊ তারা উভয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে তাঁর কাঠের মিম্বারের উপর থেকে বলতে শুনেছেন ঃ লোকেরা অবশ্যই যেন জামাআত ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে সীলমোহর মেরে দিবেন, অতঃপর তারা বিস্মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।[৭৯২]

٧٩٥/٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْهُذَلِيُّ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزِّبْرِقَانِ بْنِ عَمْرٍو الضَّمْرِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ».

৫/৭৯৫। ∞ উসমান বিন ইসমাঈল আল-হুযালী দিমাশকী (মাকবূল) ☒ ওয়ালীদ বিন মুসলিম ☒ ইবনু আবূ যি'ব ☒ যাবরিকান বিন আমর আদ-দমরী ☒.................. ☒ উসামাহ বিন যায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, লোকজনকে অবশ্যই জামাআত ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, অন্যথায় আমি তাদের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত করে দিবো।[৭৯৩]

٤/١٨. بَاب صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

৪/১৮. অধ্যায় : ইশা ও ফজরের সলাত জামাআতে পড়ার ফাযীলাত।

٧٩٦/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».

১/৭৯৬। ∞ আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম দিমাশকী ☒ ওয়ালীদ বিন মুসলিম ☒ আওযাঈ ☒ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর ☒ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তাইমী ☒ ঈসা বিন তালহাহ ☒ আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) ◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যদি লোকেরা ইশা ও ফজরের সলাতের যে কত ফাযীলাত তা জানতো, তাহলে অবশ্যই তারা এই দু' সলাতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হতো।[৭৯৪]

٧٩٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».

২/৭৯৭। ∞ আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ☒ আবূ মুআবিয়াহ ☒ আ'মাশ ☒ আবূ সালিহ ☒ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মোনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারবহ (কষ্টকর)

---

৭৯২. মুসলিম ৮৬৫, নাসায়ী ১৩৭০, আহমাদ ২১৩৩, ২২৯০, ৩০৮৯, ৫৫৩৫; দারিমী ১৫৭০। সহীহাহ ২৯৬৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭৯৩. আহমাদ ২১২৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৭৯৪. আহমাদ ২৩৯৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

হচ্ছে ইশা ও ফজরের স্বলাত। তারা যদি এই দু' স্বলাতের ফাদীলাত সম্পর্কে অবহিত থাকতো, তাহলে অবশ্যই তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে হাযির হতো।[৭৯৫]

٧٩٨/٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا تَفُوتُهُ الرَّكْعَةُ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عِتْقًا مِنَ النَّارِ».

৩/৭৯৮। উস্‌মান বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার নিজ শহর ছাড়া অন্য শহরের রাবী থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) উমারাহ ইবুন গাযিয়্যাহ .... আনাস বিন মালিক উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলতেন ঃ যে ব্যক্তি মাসজিদে এসে জামাআতের সাথে চল্লিশ রাত তাকবীরে উলাসহ ইশার স্বলাত পড়বে, তার বিনিময়ে আল্লাহ জাহান্নাম থেকে তার মুক্তির সনদ লিখে দেন।[৭৯৬]

١٩/٤. بَاب لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

৪/১৯. অধ্যায় : মাসজিদসমূহে যাতায়াত বাধ্যতামূলক করে নেয়া এবং স্বলাতের জন্য অপেক্ষারত থাকা।

٧٩٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ».

১/৭৯৯। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করে এবং যতক্ষণ স্বলাত তাকে আটক রাখে, ততক্ষণ সে স্বলাতের মধ্যে থাকে। তোমাদের কেউ যে মজলিসে স্বলাত পড়েছে তাতে যতক্ষণ সে অবস্থান করে ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দুআ' করতে থাকেন। তারা বলেন, "হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! তাকে অনুগ্রহ করুন। হে আল্লাহ্! তার তওবা কবূল করুন।" যতক্ষণ না তার উদূ ছুটে যায়, যতক্ষণ না সে কাউকে কষ্ট দেয় (ততক্ষণ এ দুআ' চলতে থাকে)।[৭৯৭]

---

৭৯৫. বুখারী ৬১৫, ৬৫৪, ৬৫৭, ৭২১, ২৬৮৯; মুসলিম ৪৩৭, ৬৫১; নাসায়ী ৫৪০, ৬৭১; আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৯৬২, ৮৬৫৫, ৯২০২, ৯৭৫০, ১০৪৯৬, ২৭৩৩০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৫১, ২৯৫; দারিমী ১২৭৩। ইরওয়া' ৪৮৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৯৬. স্বহীহাহ ২৬৫২, দঈফাহ ৩৬৪। তাহকীক আলবানী ঃ ইশার প্রথম তাকবীর ছুটবে না– কথাটি ছাড়া হাসান। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল।

৭৯৭. তিরমিযী ৩৩০, ৪৯১; নাসায়ী ১৪৩০, আবূ দাউদ ১০৪৬, মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৪৩। স্বহীহ তারগীব ৪৪২, স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٨٠٠/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ».

২/৮০০। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ বিন আবূ যি'ব মাকবুরী সাঈদ বিন ইয়াসার আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মাসজিদে স্বলাত ও যিকিরে রত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তার প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তার পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয়।[৭৯৮]

٨٠١/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ وَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْرِعًا قَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ «أَبْشِرُوا هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرِيضَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى».

৩/৮০১। আহমাদ বিন সাঈদ দারিমী নাদর বিন শুমায়ল হাম্মাদ সাবিত আবূ আয়্যুব আবদুল্লাহ্ বিন আম্‌র (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মাগরিবের স্বলাত পড়লাম। তারপর যার চলে যাওয়ার চলে গেলেন এবং যার থেকে যাওয়ার থেকে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এত দ্রুতবেগে এলেন যে, তাঁর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বের হতে লাগলো। তিনি তাঁর দু' হাঁটুর উপর ভর করে বসে বলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো। তোমাদের প্রতিপালক আসমা'নের একটি দরজা খুলে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদের নিকট তোমাদের সম্পর্কে গর্ব করে বলছেন ঃ তোমরা আমার বান্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখো, তারা এক ফার্‌দ আদায়ের পর পরবর্তী ফার্‌দ আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে।[৭৯৯]

٨٠٢/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ﴾ الْآيَةَ».

৪/৮০২। আবূ কুরায়ব রিশদীন বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল) আমর ইবনুল হারিস দাররাজ আবূল হাইসাম আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা কোন ব্যক্তিকে মাসজিদে যাতায়াত করতে দেখলে তার ঈমানের পক্ষে সাক্ষ্য দিও। মহান আল্লাহ বলেন, "তারাই তো আল্লাহ্‌র মাসজিদসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করে যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে..." (সূরাহ তওবা ঃ ১৮)।[৮০০]

---

৭৯৮. আহমাদ ৮০০৪, ৮১৫০, ৮২৮২, ৯৫৩১। স্বহীহ তারগীব ৩২৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৭৯৯. আহমাদ ৬৭১১-১২, ৬৯০৭। স্বহীহ তারগীব ৪৪৫, স্বহীহাহ ৬৬১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮০০. তিরমিযী ২৬১৭, ৩০৯৩; আহমাদ ২৭৩০৮, ২৭৩২৫; দারিমী ১২২৩। জামি সগীর ৫০৯ দঈফ, দঈফ তারগীব ২০৩ দঈফ, রিয়াদুস সলিহীন ১০৬৭ দঈফ, মিশকাত ৭২৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী রিশদীন বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তার থেকে কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করেন নি। আমর ইবনুল ফাল্লাস ও আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী মুনকারুল হাদীস ও তার মাঝে অমনযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন।

(٥) : كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا

পর্ব (৫) : স্বলাত আদায় করা এবং তার নিয়ম-কানুন

١/٥. بَاب افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

৫/১. অধ্যায় : স্বলাত শুরু করা।

٨٠٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ».

৮০৩। আলী বিন মুহাম্মাদ আত-তনাফিসী আবূ উসামাহ আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা' আবু হুমায়দ আস-সাইদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন স্বলাতে কিবলামুখী হতেন তখন তাঁর দু' হাত উত্তোলন করে আল্লাহু আকবার (তাকবীরে তাহরীমা) বলতেন।[৮০১]

٨٠٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيُّ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ صَلَاتَهُ يَقُولُ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

২/৮০৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি স্বাওরীর হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেছেন) জা'ফার বিন সুলায়মান আয-যবাঈ আলী বিন আলী আর-রিফাঈ আবূল মুতাওয়াক্কিল আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বলাত শুরু করে (তাকবীরে তাহরীমার পর) বলতেন: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা" (হে আল্লাহ! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বরকতপূর্ণ, আপনার মাহাত্ম সুউচ্চ এবং আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই)।[৮০২]

٨٠٥/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فَأَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ».

---

৮০১. বুখারী ৮২৮, তিরমিযী ৩০৪, আবূ দাউদ ৭৩০, আহমাদ ২৩০৮৮, দারিমী ১৩৫৬। মিশকাত ৮১০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮০২. তিরমিযী ২৪২, নাসায়ী ৮৯৯, ৯০০; আবূ দাউদ ৭৭৫, আহমাদ ১১০৮১, দারিমী ১২৩৯। ইরওয়া' ২/৫১, মিশকাত ৮১৬, স্বহীহ আবূ দাউদ ৭৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩/৮০৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও আলী ইবুন মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদয়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মাতালম্) উমারাহ ইবনুল ক'কা' আবূ যুরআহ আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা বলার পর, তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। রাবী বলেন, আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে চুপ থাকেন কেন? তখন আপনি কী বলেন আমাকে বলুন! তিনি বলেন, আমি বলি: اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (আল্লাহুম্মা বাইদ বায়নী ওয়া বায়না খাতাইয়াইয়া কামা বাআত্তা বায়নাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব। আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিন খাতাইয়াইয়া কাস্স-স্সাওবিল আবইয়াদু মিনাদ দানাস। আল্লাহুম্মাগসিলনী মিন খাতাইয়াইয়া বিলমায়ি ওয়াস্স-স্সালজি ওয়াল বারাদ।)"হে আল্লাহ্! আপনি আমার ও আমার গুনাহের মাঝে এরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেরূপ আপনি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপরাশি থেকে পবিত্র করুন, যেমন ময়লা থেকে ধবধবে সাদা কাপড় পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ হিমশীতল পানি দিয়ে ধৌত করুন"।[৮০৩]

٨٠٦/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ «سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ».

৪/৮০৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ বিন ইমরান আবূ মুআবিয়াহ হারিসাহ বিন আবূ রিজাল (দঈফ বা দুর্বল) আমরাহ আয়িশাহ থেকে বর্ণিত। নাবী সলাত শুরু করে বলতেন: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক) "হে আল্লাহ্! আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনার নাম বরকতময় এবং আপনার মাহাত্ম্য সুউচ্চ। আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই।[৮০৪]

٢/٥. بَاب الِاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ

৫/২. অধ্যায় : সলাতের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা।

٨٠٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ «اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللهُ أَكْبَرُ

---

৮০৩. বুখারী ৭৪৪, মুসলিম ৫৯৮, নাসায়ী ৮৯৪-৯৫, আবূ দাউদ ৭৮১, আহমাদ ৭১২৪, ১০৩৬; দারিমী ১২৪৪। ইরওয়া' ৩৪১, মিশকাত ৮১৫, সহীহ আবূ দাউদ ৭৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৮০৪. তিরমিযী ২৪৩, আবূ দাউদ ৭৭৬। ইরওয়া' ৮ সহীহ আবূ দাউদ ৭৫০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হারিসাহ বিন আবূ রিজাল সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

Contents

كَبِيرًا ثَلَاثًا الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ثَلَاثًا سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ» قَالَ عَمْرٌو هَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ.

১/৮০৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আমর বিন মুররাহ আসিম আল-আনাযী (মাকবূল) (নাফি') বিন জুবায়র বিন মুতঈম তার পিতা (জুবায়র বিন মুতঈম) (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি স্বলাতে প্রবেশকরে বলতেন ঃ "আল্লাহু আকবার কাবীরা" তিনবার, "আলহামদু লিল্লাহ কাস্বীরা" তিনবার এবং "সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা" তিনবার। অতঃপর তিনি বলতেন: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ (আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাশ শায়তানির রজীম, মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফস্রিহি।) "(হে আল্লাহ্! আমি বিতাড়িত শয়তানের শয়তানী, তার অশ্লীল কবিতা এবং তার অহংকার হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাই)" আমর (রহঃ) বলেন, অর্থ তার শয়তানী অর্থ তার অশ্লীল কবিতা এবং অর্থ তার অহমিকা।[৮০৫]

٢/٨٠٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ قَالَ هَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ».

২/৮০৮। আলী ইবনুল মুনযির ইবনুল ফুদায়ল আতা' ইবনুস সায়িব আবূ আবদুর রহমান আস-সুলামী ইবনু মাসউদ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলতেন: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ (আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাশ শায়তানির রজীম ওয়া হামযিহি ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফস্রিহি।) রাবী বলেন, এর অর্থ, তার শয়তানী, অর্থ, তার অশ্লীল কবিতা এবং -এর অর্থ, তার অহমিকা।[৮০৬]

٥/٣. بَاب وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

৫/৩. অধ্যায় : স্বলাতের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা।

١/٨٠٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ».

১/৮০৯। উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস্ সিমাক বিন হারব কাবীস্রাহ বিন হুলব (মাকবূল) তার পিতা (হুলব (রাঃ)) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) আমাদের ইমামতি করতেন। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন।[৮০৭]

---

৮০৫. আবূ দাঊদ ৭৬৪। তিরমিযী ২৪২ স্বহীহ, স্বহীহ বিন খুযাইমাহ ৪৬৮ দঈফ, ইরওয়া' ২/৫৬৪ মিশকাত ৮১৭, দঈফ আবূ দাঊদ ১৩০। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

৮০৬. আহমাদ ৩৮১৮, ৩৮২০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮০৭. তিরমিযী ২৫২। মিশকাত ৮০৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

٨١٠/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح و حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَا حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يُصَلِّي فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ».

২/৮১০। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস আসিম বিন কুলায়ব তার পিতা (কুলায়ব ইবনু শিহাব) ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ) বিশর বিন মুআয আদ-দরীরী বিশর ইবনুল মুফাদদাল আসিম বিন কুলায়ব তার পিতা (কুলায়ব ইবনু শিহাব) ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ) কে সলাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে তাঁর বাম হাত ধরেন।[৮০৮]

٨١١/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِمٍ أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ السُّلَمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ «مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى الْيُسْرَى».

৩/৮১১। আবূ ইসহাক আল-হারাবী ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ বিন হাতিম হুশায়ম হাজ্জাজ বিন আবূ যায়নাব আস-সুলামী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ উসমান আন-নাহদী আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি আমার বাম হাত ডান হাতের উপর রেখেছিলাম। তিনি আমার ডান হাত ধরে বাম হাতের উপর রাখেন।[৮০৯]

٤/٥. بَاب افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

৫/৪. অধ্যায় : কিরাআত শুরু করা।

٨١٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾».

১/৮১২। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হুসায়ন আল-মুআল্লিম বুদায়ল বিন মায়সারাহ আবুল জাওযা' আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" (সূরাহ ফাতিহাহ) দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।[৮১০]

٨١٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح و حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ «يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾».

---

৮০৮. মুসলিম ৪০১, নাসায়ী ৮৮৭, ৮৮৯; আবূ দাউদ ৭২৩, ৭২৬, ৯৫৭; আহমাদ ১৮৩৬৫, ১৮৩৭৮, ১৮৩৮৮, ১৩৩৯৮; দারিমী ১২৪১, ১৩৫৭। সহীহ আবূ দাউদ ৭১৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৮০৯. নাসায়ী ৮৮৮, আবূ দাউদ ৭৫৫। সহীহ আবূ দাউদ ৭১৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৮১০. মুসলিম ৪৯৮, আবূ দাউদ ৭৮৩, আহমাদ ২৩৫১০, ২৪৮৫৪, ২৫০৮৯, ২৫৮৭০; দারিমী ১২৩৬। ইরওয়া' ৩১৬, সহীহ আবূ দাউদ ৭৫২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/৮১৩। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ্‌ সুফইয়ান আয়্যুব কাতাদাহ্‌ আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) আবূ আওয়ানাহ্‌ কাতাদাহ্‌ আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্‌র ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।[৮১১]

٨١٤/٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَبَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ بِـ ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾».

৩/৮১৪। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী ও বাকর বিন খালফ ও উকবাহ বিন মুকরাম স্বফওয়ান বিন ঈসা বিশর বিন রাফি' (তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় খুবই দুর্বল) আবূ আবদুল্লাহ বিন আম্ম (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" দ্বারা কিরাআত শুরু করতেন।[৮১২]

٨١٥/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَقَلَّمَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَشَدَّ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا مِنْهُ فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ فَإِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ «فَلَمْ أَسْمَعْ رَجُلًا مِنْهُمْ يَقُولُهُ فَإِذَا قَرَأْتَ فَقُلْ ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾».

৪/৮১৫। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ্‌ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ্‌ জুরায়রী কায়স বিন আবায়াহ্‌ (ইয়াযীদ) বিন আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (তার মাঝে জারাহ ও তা'দীল কোনটিই নেই) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) তিনি বলেন, ইসলামে নতুন কিছু উদ্ভাবন বা প্রচলনের বিরুদ্ধে আমার পিতার চাইতে অধিক কঠোর মনোভাবাপন্ন লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তিনি আমাকে (স্বলাতের মধ্যে) "বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" পড়তে শুনে বলেন, প্রিয় বৎস! বিদআত থেকে বিরত থাকো। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাক্‌র (রাদিয়াল্লাহু আনহু), উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও উস্‌মান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে স্বলাত আদায় করেছি, কিন্তু আমি তাদের কাউকে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি। অতএব তুমি "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন" দ্বারাই কিরাআত শুরু করবে।[৮১৩]

٥/٥. بَاب الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

৫/৫. অধ্যায় : ফজরের স্বলাতের কিরাআত।

---

৮১১. বুখারী ৭৪৩, মুসলিম ৩৯৯, তিরমিযী ২৪৬, নাসায়ী ৯০২-৩, ৯০৬-৭; আবূ দাউদ ৭৮২, আহমাদ ১১৫৮০, ১১৬৭৪, ১১৭২৫, ১২৩০৩, ১২৪৭৬, ১২৬৯০, ১২৭১২, ১২৯২৪, ১৩২৬৮, ১৩৩৭৩, ১৩৪৭৮, ১৩৫৪৫, ১৩৬৩৭, ১৩৬৬৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৭৯, দারিমী ১২৪০। স্বহীহ আবূ দাউদ ৭৫১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস্ব বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস্ব রয়েছে। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৮১২. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী।

৮১৩. তিরমিযী ২৪৪, নাসায়ী ৯০৮, আহমাদ ১৬৩৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী (ইয়াযীদ) বিন আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল এর জারাহ তা'দীল সম্পর্কে কোনটিই আলোচনা করা হয়নি।

٨١٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ «يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ».

১/৮১৬। «আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ⨯শারীক ও সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ⨯যিয়াদ বিন ইলাকাহ⨯কুতবাহ বিন মালিক (রাঃ)» তিনি নাবী ﷺ কে ফজরের স্বলাতে "ওয়ান-নাখলা বাসিকাতিল লাহা তলউন নাদীদ" (সূরাহ কাফ থেকে) তিলাওয়াত করতে শুনেছেন।[৮১৪]

٨١٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَصْبَغَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ «يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ كَأَنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ».

২/৮১৭। «মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র⨯আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র)⨯ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ⨯আমর বিন হুরায়স্র এর 'মাওলা' আস্ববাগ⨯আম্‌র বিন হুরায়স্র (রাঃ)» তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে স্বলাত পড়লাম এবং তিনি ফজরের স্বলাতে (সূরাহ তাকবীর) পড়লেন। আমি যেন (এখনো) তার কিরাআত পাঠ শুনছি।[৮১৫]

٨١٨/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ح و حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَهُ أَبُو الْمِنْهَالِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ».

৩/৮১৮। «মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ⨯আব্বাদ ইবনুল আওওয়াম⨯আওফ⨯আবূল মিনহাল⨯আবূ বারযাহ (রাঃ)» «সুওয়াইদ⨯মু'তামির বিন সুলায়মান⨯তার পিতা (সুলায়মান)⨯আবূল মিনহাল⨯আবূ বারযাহ (রাঃ)» রসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের স্বলাতে ষাট থেকে এক শত আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন।[৮১৬]

٨١٩/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي بِنَا فَيُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الظُّهْرِ وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ».

৪/৮১৯। «আবূ বিশর বাকর বিন খালফ⨯ইবনু আবূ আদী⨯হাজ্জাজ আস্‌-স্বওয়াফ⨯ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর⨯আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ⨯আবূ সালামাহ⨯আবূ কাতাদাহ (রাঃ)» তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাথে নিয়ে স্বলাত আদায় করতেন। তিনি যোহরের প্রথম রাক্‌আত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজরের স্বলাতেও এরূপ করতেন।[৮১৭]

---

৮১৪. মুসলিম ৪৫৭, তিরমিযী ৩০৬, নাসায়ী ৯৫০, আহমাদ ১৮৪২৪, দারিমী ১২৯৭-৯৮। ইরওয়া' ২/৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮১৫. মুসলিম ৪৫৬, নাসায়ী ৯৫১, আবূ দাউদ ৮১৭, আহমাদ ১৮২৫৮, দারিমী ১২৯৯। স্বহীহ আবূ দাউদ ৭৭৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৮১৬. বুখারী ৫৪১, মুসলিম ৪৬১, নাসায়ী ৪৯৫, ৫২৫, ৫৩০, ৯৪৮, আবূ দাউদ ৩৯৮, আহমাদ ১৯২৬৫, ১৯৩৬৮, ১৯২৯৪, ১৯৩০১, ১৯০১০; দারিমী ১৩০০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮১৭. বুখারী ৭৫৯, ৭৭৬, ৭৭৮, ৭৭৯; মুসলিম ৪৫১, নাসায়ী ৯৭৪-৭৮, আবূ দাউদ ৭৯৮, দারিমী ১২৯১, ১২৯৩। স্বহীহ আবূ দাউদ ৭৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٨٢٠/٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ «قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْمُؤْمِنُونَ فَلَمَّا أَتَى عَلَى ذِكْرِ عِيسَى أَصَابَتْهُ شَرْقَةٌ فَرَكَعَ يَعْنِي سَعْلَةً».

৫/৮২০। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ইবনু জুরাইজ ইবনু আবূ মুলায়কাহ আবদুল্লাহ্ ইবনুস সায়িব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের স্বলাতে "সূরাহ মু'মিনূন" তিলাওয়াত করলেন। তিনি তিলাওয়াত করতে করতে ঈসা (আঃ)-এর প্রসঙ্গ পর্যন্ত উপনীত হলে তাঁর হাঁচি (বা কফ) আসে। তিনি তখন রুকূ'তে চলে গেলেন।[৮১৮]

٥/٦. بَاب الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫/৬. অধ্যায় : জুমুআহ্র দিন ফজরের স্বলাতের কিরাআত।

٨٢١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخَوَّلٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ».

১/৮২১। আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ওয়াকী' ও আবদুর রহ্‌মান বিন মাহদী সুফইয়ান মুখাওয়াল মুসলিম আল-বাতীন সাঈদ বিন জুবায়ির ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমুআহ্র দিন ফজরের স্বলাতে সূরাহ আলিফ-লাম-মীম তানযীল আস-সাজদা এবং ওয়াহাল আতা আলাল ইনসানে (সূরাহ আদ-দাহ্র) তিলাওয়াত করতেন।[৮১৯]

٨٢٢/٢ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ».

২/৮২২। আযহার বিন মারওয়ান হারিস্ব বিন নাবহান (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আসিম বিন বাহদালাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুসআব বিন সা'দ তার পিতা (সা'দ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআহ্র দিন ফজরের স্বলাতে আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইনসান সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।[৮২০]

٨٢٣/٣ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ».

---

৮১৮. মুসলিম ৪৫৫, নাসায়ী ৮৮২, ১০০৭; আবূ দাউদ ৬৪৯, আহমাদ ১৪৯৬৭। ইরওয়া' ৩৯৭, স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৫৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮১৯. মুসলিম ৮৭৯, তিরমিযী ৫২০, সা ৯৫৬, ১৪২১; আবূ দাউদ ১০৭৪, আহমাদ ১৯৯৪, ২৪৫২, ২৭৯৬, ৩০৩১, ৩০৮৬, ৩১৫০, ৩৩১৫। ইরওয়া' ৩/৯৫, স্বহীহ আবূ দাউদ ৯৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮২০. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী হারিস্ব বিন নাবহান সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্ব লিখা হয়না। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

Contents

৩/৮২৩। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইবরাহীম বিন সা'দ তার পিতা (সা'দ বিন ইবরাহীম) আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ রসূলুল্লাহ জুমুআহ্র দিন ফজরের স্বলাতে আলিফ-লাম-মীম-তানযীল এবং হাল আতা আলাল ইংসান সুরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।[৮২১]

٨٢٤/٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الم تَنْزِيلُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ» قَالَ إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ هَكَذَا حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ اللهِ لَا أَشُكُّ فِيهِ.

৪/৮২৪। ইসহাক বিন মানসূর ইসহাক বিন সুলায়মান আমর বিন আবূ কায়স (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ ফারওয়াহ আবূল আহওয়াস্র আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ রসূলুল্লাহ জুমুআহ্র দিন ফজরের স্বলাতে আলিফ-লাম-মীম তাংযীল এবং হাল আতা আলাল ইংসান সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন।[৮২২]

٧/٥. بَاب الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

৫/৭. অধ্যায় : যোহর ও আস্র স্বলাতের কিরাআত।

٨٢٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ قَزَعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ» قُلْتُ بَيِّنْ رَحِمَكَ اللهُ قَالَ كَانَتْ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ فَيَجِدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ».

১/৮২৫। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তুস্রাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেছেন) মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) রাবিআহ বিন ইয়াযীদ কাযআহ বলেন, আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী -কে রসূলুল্লাহ -এর স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এতে তোমার জন্য কোন কল্যাণ নেই। আমি বললাম, আপনি স্পষ্ট করে বলুন, আল্লাহ আপনাকে অনুগ্রহ করুন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ -এর জন্য যোহর স্বলাতের ইকামত দেয়া হতো। আমাদের কেউ আল-বাকী নামক স্থানে গিয়ে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে এসে উদূর করতো, অতঃপর রসূলুল্লাহ কে যোহরের প্রথম রাক্আতেই পেতো।[৮২৩]

٨٢٦/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ «بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ».

---

৮২১. বুখারী ৮৯১, ১০৬৮; মুসলিম ৮৮০/১-২, নাসায়ী ৯৫৫, আহমাদ ৯২৭৭, ৯৭৫২; দারিমী ১৫৪২। ইরওয়া' ৬২৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮২২. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮২৩. মুসলিম ৪৫৪, নাসায়ী ৯৭৩, আহমাদ ১০৯১৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

২/৮২৬। ⟪আলী বিন মুহাম্মাদ⟫⟪ওয়াকী'⟫⟪আ'মাশ⟫⟪উমারাহ বিন উমায়র⟫⟪আবূ মা'মার⟫ বলেন, আমি খাব্বাব ()⟫-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা রসূলুল্লাহ ()-এর যোহর ও আস্রর স্বলাতের কিরাআত কিসের মাধ্যমে বুঝতেন? তিনি বলেন, তাঁর দাড়ি নড়াচড়ার মাধ্যমে।[৮২৪]

٨٢٧/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ قَالَ «وَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ».

৩/৮২৭। ⟪মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার⟫⟪আবূ বরক আল-হানাফী⟫⟪দহ্‌হাক বিন উস্‌মান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)⟫⟪বুকায়র বিন আবদুল্লাহ ইবনুল আশাজ্জু⟫⟪সুলায়মান বিন ইয়াসার⟫⟪আবূ হুরায়রাহ ()⟫ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ()-এর স্বলাতের সাথে অমুকের স্বলাতের চাইতে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ আর কারো স্বলাত দেখিনি। রাবী বলেন, তিনি যোহরের প্রথম দু' রাকআত দীর্ঘ করতেন এবং পরবর্তী দু' রাকআত সংক্ষেপ করতেন এবং আসরের স্বলাত সংক্ষেপ করতেন।[৮২৫]

٨٢٨/٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ بَدْرِيًّا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَقَاسُوا ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ».

৪/৮২৮। ⟪ইয়াহইয়া বিন হাকীম⟫⟪আবূ দাউদ আত-তয়ালাসী⟫⟪মাসউদী (আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ) তিন সত্যবাদী কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন⟫⟪যায়দ আল-আম্মী (দঈফ বা দুর্বল)⟫⟪আবূ নাদরাহ⟫⟪আবূ সাঈদ আল-খুদরী ()⟫ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ()-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তিরিশজন সহাবী সমবেত হয়ে বলেন, আসুন, আমরা রসূলুল্লাহ ()-এর নীরবে পঠিত (যোহর ও আসর) স্বলাতের কিরাআত সম্পর্কে অনুমান করি। তাদের মধ্যে দু'জন সহাবীও তাদের এ অনুমানে মতভেদ করেননি যে, রসূলুল্লাহ () যোহরের প্রথম রাকআতে ত্রিশ আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে তার অর্ধেক সংখ্যক আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এভাবে তারা অনুমান করলেন যে, তিনি আসরের স্বলাতে যুহরের দ্বিতীয় রাকআতে পঠিত কিরাআতের সমপরিমাণ কিরাআত পড়তেন।[৮২৬]

---

৮২৪. বুখারী ৭৪৬, ৭৬০-৬১, ৭৭৭; আবূ দাউদ ৮০১, আহমাদ ২০৫৫২, ২০৫৭৩, ২৬৬৭৩। স্বহীহ আবূ দাউদ ৭৬৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮২৫. নাসায়ী ৯৮২, আহমাদ ৮১৬৬। মিশকাত ৮৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮২৬. মুসলিম ৪৫২, নাসায়ী ৪৭৫-৭৬, আবূ দাউদ ৮০৪, আহমাদ ১১৩৯৩, দারিমী ১২৮৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ, তবে স্বহীহ মুসলিমে কিয়াস শব্দ ব্যতীত মারফূ' সূত্রে বর্ণনা রয়েছে। উক্ত হাদীস্রের রাবী যায়দ আল-আম্মী সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী স্বালিহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল।

٨/٥. بَاب الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

৫/৮. অধ্যায় : যোহর ও আস্রের স্লাতে কখনো সশব্দে কুরআন তিলাওয়াত।

٨٢٩/١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا».

১/৮২৯। বিশর বিন হিলাল আস্-স্বওয়াফ ইয়াযীদ বিন যুরায়' হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ী ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ তার পিতা (আবূ কাতাদাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরসহ যোহরের স্লাত পড়াকালে প্রথম দু' রাকআতে কখনো কখনো আমাদের শুনিয়ে কিরাআত পাঠ করতেন।[৮২৭]

٨٣٠/٢ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ».

২/৮৩০। উকবাহ বিন মুকরাম সালম বিন কুতায়বাহ হাশিম ইবনুল বারীদ আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আল-বারা' বিন আযিব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিয়ে যুহরের স্লাত আদায় করতেন। আমরা সূরাহ লুকমান ও সূরাহ যারিয়াত থেকে তাঁর পঠিত আয়াতের পর আয়াত শুনতে পেতাম।[৮২৮]

٩/٥. بَاب الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

৫/৯. অধ্যায় : মাগরিবের স্লাতের কিরাআত।

٨٣١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّهِ قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هِيَ لُبَابَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا».

১/৮৩১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস তার মাতা (আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তার মাতা হলেন) লুবাবাহ (রাঃ) তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে মাগরিবের স্লাতে "ওয়াল মুরসলাতে উরফা" সূরাহ থেকে তিলাওয়াত করতে শুনেছেন।[৮২৯]

---

৮২৭. বুখারী ৭৬২, ৭৭৬, ৭৭৮-৭৯; মুসলিম ৪৫১/১-২, নাসায়ী ৯৭৪-৭৬, আবূ দাউদ ৭৯৮। স্বহীহ আবী দাউদ ৭৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮২৮. নাসায়ী ৯৭১। হাদীস্রের রাবী আবূ ইসহাক সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও তাদলীসের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। হাশিম বিন বারীদ আবূ ইসহাক থেকে আনআন শব্দে বর্ণনা করায় সানাদটি দুর্বল।

৮২৯. বুখারী ৭৬৩, ৪৪২৯; মুসলিম ৪৬২, তিরমিযী ৩০৮, নাসায়ী ৯৮৫-৮৬, আবূ দাউদ ৮১০, আহমাদ ২৬৩২৭, ২৬৩৪০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৭৩, দারিমী ১২৭৪। স্বহীহ আবী দাউদ ৭৭১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

٨٣٢/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ» قَالَ جُبَيْرٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ إِلَى قَوْلِهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ كَادَ قَلْبِي يَطِيرُ.

২/৮৩২। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ্‌ সুফইয়ান যুহরী মুহাম্মাদ বিন জুবায়র বিন মুতইম তার পিতা (জুবায়র বিন মুতইম) (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের স্বলাতে সূরাহ তূর থেকে তিলাওয়াত করতে শুনেছি। জুবায়র (রাঃ) অন্য হাদীস্বে বলেন, আমি যখন তাঁকে তিলাওয়াত করতে শুনলাম (অনুবাদ) ঃ "তারা কি সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই সৃষ্টিকর্তা?....তাহলে তাদের সেই শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করুক" (সূরাহ তূর ঃ ৩৫-৩৮), তখন আমার অন্তর উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।[৮৩০]

٨٣٣/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ».

৩/৮৩৩। আহমাদ বিন বুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হাফস্ব বিন গিয়াস্ব উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) মাগরিবের স্বলাতে সূরাহ কাফিরূন ও সূরাহ ইখলাস্ব তিলাওয়াত করতেন।[৮৩১]

١٠/٥. بَاب الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

৫/১০. অধ্যায় : ইশার স্বলাতের কিরাআত।

٨٣٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ «فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ».

১/৮৩৪। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ্‌ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আদী বিন স্বাবিত বারা' বিন আযিব (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা বিন আবূ যায়িদাহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আদী বিন স্বাবিত বারা' বিন আযিব (রাঃ) তিনি নাবী (সাঃ)-এর সাথে ইশার স্বলাতে পড়েন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সূরাহ ওয়াত-তীন ওয়ায-যাইতূন পড়তে শুনেছি।[৮৩২]

٨٣٥/٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ جَمِيعًا عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ الْبَرَاءِ مِثْلَهُ قَالَ فَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ.

---

৮৩০. বুখারী ৭৬৫, ৩০৫০, ৪০২৩, ৪৮৫৪; মুসলিম ৪৬৩, নাসায়ী ৯৮৭, আবূ দাঊদ ৮১১, আহমাদ ১৬২৯৩, ১৬৩২১, ১৬৩৩২, ২৭৫৯৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৭২, দারিমী ১২৯৫। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৭৭২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৩১. মিশকাত ৮৫০। তাহকীক আলবানী ঃ শায। সঠিক কথা হলো উক্ত সূরাদ্বয় রাসূল (সাঃ) মাগরিবের সুন্নাত স্বলাতে তিলাওয়াত করতেন।

৮৩২. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/৮৩৫। ∝ মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ সুফইয়ান ⨯ মিসআর ⨯ আদী বিন স্বাবিত ⨯ বারা' (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ∝ আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ ⨯ ইবনু আবূ যায়িদাহ ⨯ মিসআর ⨯ আদী বিন স্বাবিত ⨯ বারা' (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ∝ তিনি আরো বলেন, আমি তাঁর চাইতে উত্তম ও সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত আর কোন মানুষের নিকট শুনিনি।[৮৩৩]

٨٣٦/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «اقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ».

৩/৮৩৬। ∝ মুহাম্মাদ বিন রুমহ ⨯ লায়স্ব বিন সা'দ ⨯ আবূ যুবায়র ⨯ জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ∝ মুআয বিন জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার সংগীদের নিয়ে ইশার স্বলাত পড়লেন এবং তাদের স্বলাত দীর্ঘায়িত করলেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তুমি সূরাহ ওয়াশ-শামস, সূরাহ আলা, সূরাহ লায়ল ও সূরাহ আলাক ইত্যাদি (ক্ষুদ্র সূরা) পাঠ করবে।[৮৩৪]

٥/١١. بَاب الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

৫/১১. অধ্যায় : ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া।

٨٣٧/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

১/৮৩৭। ∝ হিশাম বিন আম্মার ও সাহল বিন আবূ সাহল ও ইসহাক বিন ইসমাঈল ⨯ সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ ⨯ যুহরী ⨯ মাহমূদ বিন রাবী' ⨯ উবাদাহ ইবনুস্‌-স্বামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ∝ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি সূরাহ ফাতিহাহ পাঠ করেনি, তার স্বলাত হয়নি।[৮৩৫]

٨٣٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ» فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَإِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ يَا فَارِسِيُّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ.

২/৮৩৮। ∝ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ⨯ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ ⨯ ইবনু জুরায়জ ⨯ আলা' বিন আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ⨯ আবূস সায়িব ⨯ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ∝-কে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি কোন স্বলাত পড়লো এবং তাতে উম্মুল কুরআন (সূরাহ ফাতিহা) পড়েনি তার স্বলাত অসম্পূর্ণ। আবূস

---

৮৩৩. বুখারী ৭৬৭, ৭৬৯, ৪৯৫২, ৭৫৪৬; মুসলিম ৪৬৪/১-৩, তিরমিযী ৩১০, নাসায়ী ১০০০-১, আবূ দাউদ ১২২১, আহমাদ ১৮০৩৩, ১৮০৫৬, ১৮২০৬, ১৮২২৩, ১৮২৩৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৭৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৩৪. বুখারী ৭০১, ৭০৫, ৬১০৬; মুসলিম ৪৬৫, নাসায়ী ৮৩৫, আবূ দাউদ ৭৯০, আহমাদ ১৩৮৯৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৩৫. বুখারী ৭৫৬, মুসলিম ৩৯৪/১-৩, তিরমিযী ২৪৭, নাসায়ী ৯১০-১১, ৯২০; আবূ দাউদ ৮২২-২৪, আহমাদ ২২১৬৯, ২২১৮৬, ২২২৩৭, ২২২৪০; দারিমী ১২৪২। ইরওয়া' ৩০২, স্বহীহ আবী দাউদ ৭৮০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

সাইব (রহঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আবূ হুরায়রাহ! আমি কখনো কখনো ইমামের সাথে স্বলাত পড়ি। তিনি আমার বাহুতে খোঁচা দিয়ে বলেন, হে ফারিসী! তুমি তা মনে মনে পড়ো।[৮৩৬]

٨٣٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ح و حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدُ لِلهِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا».

৩/৮৩৯। আবূ কুরায়ব > মুহাম্মাদ ইবনুল ফুদায়ল > আবূ সুফইয়ান আস-সা'দী (দঈফ বা দুর্বল) > আবূ নাদরাহ > আবূ সাঈদ (রাঃ) ; সুওয়ায়দ বিন সাঈদ > আলী বিন মুসহির > আবূ সুফইয়ান আস-সা'দী (দঈফ বা দুর্বল) > আবূ নাদরাহ > আবূ সাঈদ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফারদ অথবা অন্য স্বলাতে সূরাহ ফাতিহা ও অন্য কোন সূরাহ পড়েনি তার স্বলাত হয়নি।[৮৩৭]

٨٤٠/٤ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ».

৪/৮৪০। আল-ফাদল বিন ইয়া'কূব আল-জাযারী > আবদুল আ'লা > মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) > ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র > তার পিতা (আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র) > আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন স্বলাতে সূরাহ ফাতিহা না পড়া হলে তা অসম্পূর্ণ।[৮৩৮]

٨٤١/٥ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّكَيْنِ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّلْعِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ».

৫/৮৪১। ওয়ালীদ বিন আমর বিন সুকাইন > ইউসুফ বিন ইয়া'কূব আস-সালঈ > হুসাইন আল-মুআল্লিম > আমর বিন শুআয়ব > তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) > তার দাদা (আবদুল্লাহ্ বিন আম্র (রাঃ)) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে কোন স্বলাতে সূরাহ ফাতিহা না পড়লে তা অসম্পূর্ণ তা অসম্পূর্ণ।[৮৩৯]

---

৮৩৬. মুসলিম ৩৯৫, তিরমিযী ২৯৫৩, নাসায়ী ৯০৯, আবূ দাউদ ৮১৯-২১, আহমাদ ৭২৪৯, ৭৭৭৭, ৭৮৪১, ৯২৪৫, ৯৫৮৪, ৯৬১৬, ৯৮৪২, ৯৯৪৬; মুওয়াত্তা মালিক ১৮৯। স্বহীহ আবী দাউদ ৭৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৩৭. আবূ দাউদ ৮১৮। জামি সগীর ৫২৬৬, ৬২৯৯ দঈফ, তিরমিযী ৪৮১, স্বহীহ আবূ দাউদ ৭৭৭, এর মূল মুসলিম আছে। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ সুফইয়ান তরীফ আস-সা'দী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়হাইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

৮৩৮. আহমাদ ২৪৫৭৫, ২৫৮২৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৮৩৯. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

٨٤٢/٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ فَقَالَ «سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَ هَذَا».

৬/৮৪২। ০(আলী বিন মুহাম্মাদ)X(ইসহাক বিন সুলায়মান)X(মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া (দঈফ বা দুর্বল)X(য়ূনুস বিন মায়সারাহ)X(আবূ ইদরীস আল-খাওলানী)X(আবূদ-দারদা' (রাঃ))০ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করলো, ইমামের কিরাআত পড়ার সাথে সাথে আমিও কি কিরাআত পড়বো? তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো, প্রত্যেক সলাতেই কি কিরাআত আছে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হ্যাঁ। উপস্থিত লোকেদের মধ্যে একজন বললো, এটি বাধ্যতামূলক হয়ে গেলো।[৮৪০]

٨٤٣/٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

৭/৮৪৩। ০(মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া)X(সাঈদ বিন আমির)X(শু'বাহ)X(মিসআর)X(ইয়াযীদ আল-ফাকীর)X(জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ))০ তিনি বলেন, আমরা যোহর ও আস্র সলাতের প্রথম দু' রাকআতে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহাহ ও অন্য সূরাহ এবং শেষ দু' সলাতে কেবল সূরাহ ফাতিহাহ পড়তাম।[৮৪১]

٥/١٢. بَاب فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ

৫/১২. অধ্যায় : ইমামের নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান।

٨٤٤/١ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جَمِيلٍ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ «سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ» فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ فَكَتَبَ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَإِذَا قَرَأَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفَسُهُ.

১/৮৪৪। ০(জামীল ইবনুল হাসান বিন জামীল আল-আতাকী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন)X(আবদুল আ'লা)X(সাঈদ)X(কাতাদাহ)X(হাসান)X(সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ))০ তিনি বলেন, আমি নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কণ্ঠস্থ করেছি। ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাঃ) তা অস্বীকার করেন (এবং বলেন, আমরা একটি স্থান জানি)। আমরা বিষয়টি মদীনাতে উবাই বিন কা'ব.

---

৮৪০. নাসায়ী ৯২৩, আহমাদ ২৬৯৮২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী, আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

৮৪১. ইরওয়া' ৫০৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

(রাঃ)-কে লিখে জানালাম। তিনি লিখেন, সামুরা (রাঃ) বিষয়টি স্মরণ রেখেছেন। অধস্তন রাবী সাঈদ (রহঃ) বলেন, আমরা কাতাদাহ (রাঃ)-কে বললাম, সেই নীরবতা অবলম্বনের স্থান দু'টি কী কী? তিনি বলেন, যখন তিনি তাঁর স্বলাতে প্রবেশ করতেন এবং যখন তিনি কিরাআত শেষ করতেন, অতঃপর তিনি বলেন, যখন তিনি "গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যআল্লীন" পড়তেন। রাবী বলেন, কিরাআত পাঠ শেষ করে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন, এটা লোকেদের ভালো লাগতো।[৮৪২]

٨٤٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ «حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ سَكْتَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَسَكْتَةً عِنْدَ الرُّكُوعِ» فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ فَكَتَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ.

২/৮৪৫। মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন খিদাশ ও আলী ইবনুল হুসায়ন বিন ইশকাব ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ য়ূনুস আল-হাসান বলেন, সামুরাহ (রাঃ) বলেছেন, আমি স্বলাতের মধ্যে নীরবতা অবলম্বনের দু'টি স্থান স্মৃতিতে ধরে রেখেছি ঃ একটি কিরাআত শুরু করার পূর্বে এবং অপরটি রুকূ'র সময়। ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাঃ) তা অস্বীকার করেন। তারা বিষয়টি সম্পর্কে মদীনাতে উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-কে লিখেন। তিনি সামুরা (রাঃ)-এর মত সমর্থন করেন।[৮৪৩]

١٣/٥. بَاب إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

৫/১৩. অধ্যায় : ইমাম যখন কিরাআত পড়েন তখন তোমরা নীরব থাকো।

٨٤٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا قَالَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ».

১/৮৪৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) বিন আজলান যায়দ বিন আসলাম আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, অনুসরণ করার জন্যই তো ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো। যখন তিনি কিরাআত পড়েন তখন তোমরা নীরব থাকো। যখন তিনি "গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায-যুআলীন" বলেন, তখন তোমরা আমীন' বলো। যখন তিনি রুকূ' করেন, তখন তোমরাও রুকূ' করো। আর যখন তিনি "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলেন, তখন তোমরা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" বলো। যখন তিনি সাজদাহ

---

৮৪২. তিরমিযী ২৫১, আবূ দাউদ ৭৭৭, আহমাদ ১৯৫৭৭, ১৯৬১৯, ১৯৬৫৩, ১৯৭১৬, ১৯৭৩১, ১৯৭৫৩; দারিমী ১২৪৩, ইবনু মাজাহ ৮৪৫। ইরওয়া' ৫০৫ মিশকাত ৮০৮, দঈফ আছে, দাউদ ১৩৩৯, ৯৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী জামীল ইবনুল হাসান বিন জামীল আল-আতাকী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে অপরিচিত। ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তিনি ভালো।

৮৪৩. তিরমিযী ২৫১, আবূ দাউদ ৭৭৭, আহমাদ ১৯৫৭৭, ১৯৬১৯, ১৯৬৫৩, ১৯৭১৬, ১৯৭৩১, ১৯৭৫৩; দারিমী ১২৪৩, ইবনু মাজাহ ৮৪৪। আবূ দাউদ ৭৭৭ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

করেন, তখন তোমরাও সাজদাহ করো। তিনি বসা অবস্থায় সলাত পড়লে তোমরাও সকলে বসা অবস্থায় সলাত পড়ো।[৮৪৪]

٨٤٧/٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ ذِكْرِ أَحَدِكُمُ التَّشَهُّدُ».

২/৮৪৭। ইউসুফ বিন মূসা আল-কাত্তান জারীর সুলায়মান আত-তাইমী কাতাদাহ আবূ গাল্লাব হিত্তান বিন আবদুল্লাহ আর-রকাশী আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ইমামের কিরাআত পাঠের সময় তোমরা নীরব থাকবে। তিনি তাশাহ্হুদ পাঠের জন্য বসলে তোমাদের যে কোন মুসল্লীর প্রথম যিকির যেন হয় তাশাহ্হুদ।[৮৪৫]

٨٤٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ فَقَالَ «هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَ رَجُلٌ أَنَا قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ».

৩/৮৪৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ যুহরী ইবনু উকাইমাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) তাঁর সহাবীদের নিয়ে সলাত পড়লেন, আমাদের মতে তা ছিল ফজরের সলাত। সলাত শেষে তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কি কিরাআত পড়েছে? এক ব্যক্তি বললো, আমি পড়েছি। তিনি বলেন, তাই তো (মনে মনে) বলছিলাম আমার কুরআন পাঠে বিঘ্ন ঘটছে কেন![৮৪৬]

٨٤٩/٤ حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ فَسَكَتُوا بَعْدُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ.

৪/৮৪৯। জামীল বিন হাসান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল আ'লা মা'মার যুহরী বিন উকাইমাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিয়ে সলাত পড়লেন...উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ যে সলাতে ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়েন, তখন থেকে সেই সলাতে তারা কিরাআত পাঠ ত্যাগ করেন।[৮৪৭]

---

৮৪৪. বুখারী ৭২২, ৭৩৪; মুসলিম ৪১৪-১৭, নাসায়ী ৯২১-২২, আবূ দাউদ ৬০৩, আহমাদ ৭১০৪, ৮২৯৭, ৮৬৭২, ৯০৭৪, ৯১৫১, ২৭২০৯, ২৭২১৫, ২৭২৭৩, ২৭৩৮৩; দারিমী ১৩১১, ইবনু মাজাহ ৯৬০, ১২৩৯। মিশকাত ৮৫৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

৮৪৫. মুসলিম ৪০৪, ৮৩০, ১০৬৪, ১১৭২, ১১৭৩, ১২৮০; আবূ দাউদ ৯৭২, আহমাদ ১৯০১০, ১৯০৫৮, ১৯১৩০, ১৯১৬৬; দারিমী ১৩১২, ইবনু মাজাহ ৯০১। মিশকাত ১/২৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৮৪৬. মিশকাত ৮৫৫, সহীহ, আবী দাউদ ৭৮১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৮৪৭. তিরমিযী ৩১২, নাসায়ী ৯১৯, আবূ দাউদ ৮২৬, আহমাদ ৭২২৮, ৭৭৬০, ৭৭৭৪, ৭৯৪৭, ৯৯৪৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৯৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٨٥٠/٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».

৫/৮৫০। ∝আলী বিন মুহাম্মাদ⟩উবায়দুল্লহ বিন মূসা⟩হাসান বিন স্বালিহ⟩জাবির (বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) দঈফ বা দুর্বল ও তিনি রাফিজী⟩আবূ যুবায়র⟩জাবির (বিন আবদুল্লাহ ﷺ)∞ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যাদের ইমাম আছে ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত।[৮৪৮]

١٤/٥. بَاب الْجَهْرِ بِآمِينَ

৫/১৪. অধ্যায় : সশব্দে আমীন বলা।

٨٥١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

১/৮৫১। ∝আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার⟩সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ⟩যুহরী⟩সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব⟩আবূ হুরায়রাহ (ﷺ)∞ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, যখন কুরআন পাঠকারী (ইমাম) আমীন' বলেন, তখন তোমরাও আমীন' বলো। কেননা ফেরেশতাগণও তখন আমীন বলেন অতএব যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে হয় তার পুর্ববর্তী গুনাহ মাফ করা হয়।[৮৪৯]

٨٥٢/٢ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ جَمِيعًا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

২/৮৫২। ∝বাকর বিন খালফ ও জামীল ইবনুল হাসান⟩আবদুল আ'লা⟩মা'মার⟩আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব⟩য়ূনুস⟩যুহরী⟩সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান⟩আবূ হুরায়রাহ (ﷺ)∞ ∝আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্রী ও হাশিম ইবনুল কাসিম আল-হাররানী⟩আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব⟩য়ূনুস⟩যুহরী⟩সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান⟩আবূ হুরায়রাহ (ﷺ)∞ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যখন কুরান পাঠকারী

---

৮৪৮. আহমাদ ১৪২৩৩। ইরওয়া ৮৫০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী জাবির (বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) সম্পর্কে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ স্বিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

৮৪৯. বুখারী ৭৮০-৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২; মুসলিম ৪১০/১-৪, তিরমিযী ২৫০, নাসায়ী ৯২৫-৩০, আবূ দাউদ ৯৩৫-৩৬, আহমাদ ৭১৪৭, ৭২০৩, ৭৬০৪, ২৭৩৩৮, ২৭২১৫, ৯৫১২, ৯৬০৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৯৫-৯৭, দারিমী ১২৪৫-৪৬, ইবনু মাজাহ ৮৫২, ৮৫৩। ইরওয়া' ৩৪৪, স্বহীহ আবী দাউদ ৮৬৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

(ইমাম) আমীন' বলে, তখন তোমরাও আমীন' বলো। যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে হয়, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করা হয়।[৮৫০]

٨٥٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِينَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ «﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ آمِينَ حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ».

৩/৮৫৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার সফওয়ান বিন ঈসা বিশর বিন রাফি' (দঈফ বা দুর্বল) আবূ আবদুল্লাহ (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, লোকেরা আমীন' বলা ত্যাগ করেছে। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যআল্লীন' বলার পর আমীন' বলতেন, এমনকি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনতে পেতো এবং এতে মাসজিদে প্রতিধ্বনি হতো।[৮৫১]

٨٥٤/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ «﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ آمِينَ».

৪/৮৫৪। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ হুমায়দ বিন আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল) সালামাহ বিন কুহাইল হুজায়্যাহ বিন আদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) আলী (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে 'ওয়ালাদ দাল্লীন' বলার (পড়ার) পর আমীন' বলতে শুনেছি।[৮৫২]

٨٥٥/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَالَ «﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ آمِينَ فَسَمِعْنَاهَا».

৫/৮৫৫। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ ও আম্মার বিন খালিদ আল-ওয়াসিতী আবূ বাকর বিন আয়্যাশ আবূ ইসহাক আবদুল জাব্বার বিন ওয়ায়িল তার পিতা (ওয়ায়িল বিন হুজর) (রাঃ) তিনি

---

৮৫০. বুখারী ৭৮০-৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২; মুসলিম ৪১০/১-৪, তিরমিযী ২৫০, নাসায়ী ৯২৫-৩০, আবূ দাউদ ৯৩৫-৩৬, আহমাদ ৭১৪৭, ৭২০৩, ৭৬০৪, ২৭৩৩৮, ২৭২১৫, ৯৫১২, ৯৬০৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৯৫-৯৭, দারিমী ১২৪৫-৪৬, ইবনু মাজাহ ৮৫১, ৮৫৩। হাদীস্রটি আরো ১০ টি সনদে বর্ণিত হয়েছে। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৮৫১. বুখারী ৭৮০-৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২; মুসলিম ৪১০/১-৪, তিরমিযী ২৫০, নাসায়ী ৯২৫-৩০, আবূ দাউদ ৯৩৫-৩৬, আহমাদ ৭১৪৭, ৭২০৩, ৭৬০৪, ২৭৩৩৮, ২৭২১৫, ৯৫১২, ৯৬০৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৯৫-৯৭, দারিমী ১২৪৫-৪৬, ইবনু মাজাহ ৮৫১, ৮৫২। আবূ দাউদ ৯৩৪ দঈফ, ৯৩৫ ৯৭২ সহীহ; জামি সগীর ৬৭২ সহীহ, ৭০৭, ২৩৫৯ সহীহ, ৪৩৬৬ দঈফ, ইবনু মাজাহ ৮৪৬ হাসান সহীহ; নাসায়ী ৮৩০ সহীহ, ৯০৫ দঈফ, ৯২৭, ৯২৯, ৯৩২, ১০৬৪ সহীহ; তিরমিযী ২৪৮ সহীহ; মিশকাত ৮২৫ মুত্তাফাকুন আলাইহি, ৮২৬ সহীহ, ৮৪৫ সহীহ; সহীহ তারগীব ৫১৪, ৫১৬, ৫১৭ সহীহ, ২৬৯ দঈফ; দঈফা ৯৫২ দঈফ; বিন খুযাইমাহ ১৮৫৪, ১৫৯৩ সহীহ; সহীহাহ ৪৬৫, দঈফ, আবূ দাউদ ৪৬৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. বিশর বিন রাফি' সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মুনকার ভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইমমা বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ২. আবূ আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

৮৫২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর সাথে স্বলাত পড়লাম। তিনি "ওয়ালায যআলীন" বলার পর "আমীন" বলেছেন। আমরা তা তাঁকে বলতে শুনেছি।[৮৫৩]

٨٥٦/٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ».

৬/৮৫৬। ইসহাক বিন মানসূর আবদুস্ স্বামাদ বিন আবদুল ওয়ারিস্ হাম্মাদ বিন সালামাহ সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিলো) তার পিতা (আবূ স্বালিহ) আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, ইয়াহূদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এত বেশি ঈর্ষান্বিত নয় যতটা তারা তোমাদের সালাম ও আমীনের ব্যাপারে ঈর্ষান্বিত।[৮৫৪]

٨٥٧/٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُسْهِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صُبَيْحٍ الْمُرِّيُّ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى آمِينَ فَأَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ آمِينَ».

৭/৮৫৭। আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আল-খাল্লাল দিমাশকী মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ ও আবূ মুসহির খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন স্বালিহ বিন সুবাইহ আল-মুররী তালহাহ বিন আমর (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আতা ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ইহূদীরা তোমাদের আমীন বলায় যত বেশি ঈর্ষান্বিত হয়, আর কোন জিনিসে তত ঈর্ষান্বিত হয় না। তাই তোমরা অধিক পরিমাণে আমীন বলো।[৮৫৫]

١٥/٥. بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ

৫/১৫. অধ্যায় : রুকূ'তে যেতে ও রুকূ' থেকে মাথা তুলতে রাফউল ইয়াদাইন করা।

٨٥٨/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ».

১/৮৫৮। আলী বিন মুহাম্মাদ ও হিশাম বিন আম্মার ও আবূ আমর আদ-দরীর সুফইয়ান ইবুন উইয়ায়নাহ যুহরী সালিম ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে দেখেছি যে,

---

৮৫৩. তিরমিযী ২৪৮, নাসায়ী ৮৭৯, ৯৩২; আবূ দাউদ ৯৩২-৩৩, আহমাদ ১৮৩৬২, ১৮৩৬৫, ১৮৩৮৮; ১২৪৭। মিশকাত স্বহীহাহ ৪৬৫৪, স্বহীহ আবী দাউদ ৮৬৩, ৮৬৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৫৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৫৫. জামি সগীর ৫০৫৩ দঈফ জিদ্দান, দঈফ তারগীব ৫১৫ স্বহীহ, দঈফ তারগীব ২৭০ দঈফ জিদ্দান। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান, অধিক বলার কথা ব্যতীত স্বহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীসের রাবী তালহাহ বিন আমর সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তাকে দুর্বল। বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়।

তিনি স্বলাত শুরু করতে তাঁর দু' হাত তাঁর দু' কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন, তিনি রুকূ'তে যেতে এবং রুকূ' থেকে মাথা তুলতেও তাই করতেন, কিন্তু দু' সাজদাহর মাঝখানে হাত উত্তোলন করতেন না।[৮৫৬]

٢/٨٥٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ».

২/৮৫৯। হুমায়দ বিন মাসআদাহ ইয়াযীদ বিন যুরায়' হিশাম কাতাদাহ নাদর বিন আসিম মালিক ইবনুল হুয়াইরিস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলতেন তখন তাঁর দু' হাত তাঁর উভয় কানের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি রুকূ'তে যেতেও তাই করতেন এবং রুকূ' থেকে মাথা তুলতেও অনুরূপ করতেন।[৮৫৭]

٣/٨٦٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ».

৩/৮৬০। উসমান বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) সালিহ বিন কায়সান আবদুর রহমান আল-আ'রাজ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে দেখেছি যে, তিনি স্বলাত শুরু করতে, রুকূ'তে যেতে এবং সাজদাহ্য় যেতে তাঁর দু' হাত তাঁর দু' কাঁধ বরাবর উত্তোলন করতেন।[৮৫৮]

٤/٨٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا رِفْدَةُ بْنُ قُضَاعَةَ الْغَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ».

৪/৮৬১। হিশাম বিন আম্মার রিফদাহ বিন কুদাআহ আল-গাস্‌সানী (দঈফ বা দুর্বল) আওযাঈ আবদুল্লাহ ইবনু উবায়দ বিন উমায়র তার পিতা (উবায়দ বিন উমায়র) তার দাদা উমায়র বিন হাবীব (রাঃ) তিনি (দাদা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফারদ স্বলাতের প্রতিটি তাকবীরের সাথে তাঁর দু' হাত উপরে উঠাতেন।[৮৫৯]

---

৮৫৬. বুখারী ৭৩৫-৩৬, ৭৩৮-৩৯; মুসলিম ৩৯০/১-২, তিরমিযী ২৫৫, নাসায়ী ৮৭৬-৭৮, ১০২৫, ১০৫৯, ১০৮৮, ১১৪৪; আবূ দাউদ ৭২১-২২, ৭৪১; আহমাদ ৪৫২৬, ৪৬৬০, ৫০৬১, ৫২৫৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৬৫, দারিমী ১২৫০, ১৩০৮। স্বহীহ আবী দাউদ ৭১২, ৭১৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৫৭. বুখারী ৭৩৭, মুসলিম ৩৯১/১-২, নাসায়ী ৮৮০-৮১, ১০২৪, ১০৫৬, ১০৮৫; আবূ দাউদ ৭৪৫, আহমাদ ১৫১৭২, ২০০০৭; দারিমী ১২৫১। ইরওয়া ২/৬৭ স্বহীহ আবী দাউদ ৭৩০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৫৮. বুখারী ৭৮৫, ৭৮৯, ৮০৩; মুসলিম ৩৯২/১-২, তিরমিযী ২৫৪, নাসায়ী ১০২৩, আবূ দাউদ ৮৩৬, আহমাদ ৭১৭৯, ৭১৬০১, ১০১৪১, ১০৪৪০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৬৮, দারিমী ১২৩৮। স্বহীহ আবী দাউদ ৭২৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৫৯. স্বহীহ আবী দাউদ ৭২৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী রিফদাহ বিন কুদাআহ আল-গাস্‌সানী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী

٨٦٢/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ قَالَ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَاعْتَدَلَ فَإِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ».

৫/৮৬২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা' আবূ হুমায়দ আস-সাইদী (রাঃ) তিনি আবূ কাতাদাহ (রাঃ)-সহ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দশজন সহাবীর উপস্থিতিতে বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্বলাত সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক অবগত। তিনি যখন স্বলাতে দাঁড়াতেন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং তাঁর দু' হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন, অতঃপর আল্লাহু আকবার বলতেন। তিনি যখন রুকূ'তে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর দু' হাত তাঁর দু' কাঁধ বরাবর উঠাতেন। অতঃপর তিনি যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন, তাঁর দু' হাত উত্তোলন করতেন এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি দ্বিতীয় রাক্'আতে দু' সাজাদাহ থেকে যখন দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দু' হাত তার কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমনটি তিনি স্বলাত শুরু করার সময় করতেন।[৮৬০]

٨٦٣/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ».

৬/৮৬৩। মুহাম্মাদ ইবুন বাশ্শার আবূ আমির ফুলায়হ ইবুন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভূল করেন) আব্বাস বিন সাহল আস-সাইদী বলেন, আবূ হুমায়দ, আবূ উসাইদ আস-সাইদী, সাহল বিন সা'দ ও মুহাম্মাদ বিন মাসলামা (রাঃ) একত্র হয়ে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্বলাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। আবূ হুমায়দ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্বলাত সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক অবগত। রসূলূল্লাহ্ (ﷺ) স্বলাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত উপরে উঠাতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকূ'তে যাওয়ার সময়ও উপরে উঠাতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন এবং তাঁর দু' হাত উপরে উঠাতেন ও সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, যাতে সকল প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে এসে স্থির হয়।[৮৬১]

বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৮৬০. বুখারী ৮২৮, তিরমিযী ২৬০, ৩০৪; নাসায়ী ১০৩৯, ১১৮১; আবূ দাউদ ৭৩০, ৯৬৩; আহমাদ ২৩০৮৮, দারিমী ১৩০৭, ১৩৫৬; ইবনু মাজাহ ৮৬৩, ১০৬১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৬১. বুখারী ৮২৮, তিরমিযী ২৬০, ৩০৪; নাসায়ী ১০৩৯, ১১৮১; আবূ দাউদ ৭৩০, ৯৬৩; আহমাদ ২৩০৮৮, দারিমী ১৩০৭, ১৩৫৬; ইবনু মাজাহ ৮৬২, ১০৬১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। স্বহীহ আবী দাউদ ৭২৩।

٨٦٤/٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ».

৭/৮৬৪। আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী সুলায়মান বিন দাঊদ আবূ আয়্যুব আল-হাশিমী আবদুর রহমান ইবনু আবূ যিনাদ (বাগদাদ আগমনের পর তার স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিল) মূসা বিন উকবাহ আবদুল্লাহ ইবনুল ফাদল আবদুর রহমান আল-আ'রাজ উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন ফারদ সলাত আদায় করতে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দু' হাত তাঁর দু' কাঁধ বরাবর উঠাতেন। যখন তিনি রুকূ'তে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখনও অনুরূপ করতেন, যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। যখন তিনি দু' রাকআত শেষ করে দাঁড়াতেন তখনও অনুরূপ করতেন।[৮৬২]

٨٦٥/٨ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ».

৮/৮৬৫। আয়্যুব বিন মুহাম্মাদ আল-হাশিমী উমার বিন রিয়াহ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আবদুল্লাহ বিন তাউস তার পিতা (তাউস) ইবনু আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি তাকবীরের সময় তাঁর দু' হাত উপরে উঠাতেন।[৮৬৩]

٨٦٦/٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا رَكَعَ».

৯/৮৬৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবদুল ওয়াহহাব হুমায়দ আনাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত শুরু করার সময় এবং রুকূ'তে যাওয়ার সময় তাঁর দু' হাত (উপরে) উঠাতেন।[৮৬৪]

٨٦٧/١٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي «فَقَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ».

---

৮৬২. মুসলিম ৭৭১, তিরমিযী ৩৪২৩, নাসায়ী ৮৯৭, আবূ দাউদ ৭৬০, আহমাদ ৭৩১, ৮০৫; মুওয়াত্তা মালিক ১৬৬, দারিমী ১২২৮। সহীহ আবী দাউদ ৭২৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

৮৬৩. সহীহ আবী দাউদ ৭২৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী উমার বিন রিয়াহ সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আস-সাজী বলেন, তার হাদীস বাতীল। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৮৬৪. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

Contents

১০/৮৬৭। বিশর বিন মুআয আদ-দরীর বিশর ইবনুল মুফাদদাল আস্বিম বিন কুলায়ব তার পিতা (কুলায়ব) ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ) তিনি বলেন, আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে স্বলাত পড়েন আমি তা অবশ্যই দেখবো। তিনি দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হলেন এবং তাঁর দু' হাত তাঁর দু' কান বরাবর উঠালেন। তিনি রুকু'তে যাওয়ার সময়ও তাঁর দু' হাত অনুরূপভাবে উঠালেন। তিনি যখন রুকূ' থেকে তাঁর মাথা উঠালেন তখনও তাঁর উভয় হাত অনুরূপভাবে উঠালেন।[৮৬৫]

٨٦٨/١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ «إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَفَعَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ».

১১/৮৬৮। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আবূ হুযায়ফাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার স্মৃতি শক্তি দুর্বল) ইবরাহীম বিন ত্বহমান আবুয-যুবায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) যখন স্বলাত শুরু করতেন, তখন তার উভয় হাত উপরে উঠাতেন। তিনি যখন রুকূ' করতেন এবং রুকূ' থেকে তার মাথা উঠাতেন, তখনও অনুরূপ করতেন। তিনি বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এরূপ করতে দেখেছি। অধস্তন রাবী ইবরাহীম বিন তাহ্মান (রহঃ) তার দু' হাত তার দু' কান পর্যন্ত উঠালেন।[৮৬৬]

٥/١٦. بَاب الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ

৫/১৬. অধ্যায় : স্বলাতে রুকূ'

٨٦٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ».

১/৮৬৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হুসায়ন আল-মুআল্লিম বুদায়ল আবূল-জাওযা' আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন রুকূ' করতেন, তখন তাঁর মাথা উঁচুও করতেন না, নিচুও করতেন না, বরং সোজা রাখতেন।[৮৬৭]

٨٧٠/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

২/৮৭০। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আমর বিন আবদুল্লাহ ওয়াকী' আ'মাশ উমারাহ আবূ মা'মার আবূ মাসউদ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রুকূ' ও সাজদাহ করে তার পিঠ সোজা করে না, তার স্বলাত পূর্ণাঙ্গ হয় না।[৮৬৮]

---

৮৬৫. মুসলিম ২৭৪, ৪০১; তিরমিযী ৯৮, নাসায়ী ৮৭৯, ৮৮২, ৮৮৭, ৮৮৯, ৯৩২, ১১৫৯; আবূ দাউদ ৭২৩-২৬, ৭২৮, ৭৩০, ৭৩৭, ৯৩৩, ৯৫৭, ৯৯৭; আহমাদ ১৮৩৬৫, ১৮৩৭৮, ১৮৩৮৮, ১৮৩৯৮; দারিমী ১২৪১, ১২৪৭, ১২৫২, ১২৫৭। স্বহীহ আবূ দাউদ ৭১৬-৭১৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৬৬. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৬৭. মুসলিম ৪৯৮, আবূ দাউদ ৭৮৩, আহমাদ ২৩৫১০, ২৫০৮৯। স্বহীহ আবী দাউদ ৭৬২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৬৮. তিরমিযী ২৬৫, নাসায়ী ১০২৭, ১১০১১; আবূ দাউদ ৮৫৫, আহমাদ ১৬৬২৫, ১৬৬৫৪; দারিমী ১৩২৭। মিশকাত ৮৭৮, স্বহীহ আবী দাউদ ৮০১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٨٧١/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

৩/৮৭১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুলাযিম বিন আমর আবদুল্লাহ বিন বদর আবদুর রহমান বিন আলী বিন শায়বান তার পিতা (আলী বিন শায়বান) (রাঃ) তিনি ছিলেন প্রতিনিধি দলের সদস্য। তিনি বলেন, আমরা রওনা হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এলাম, তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম এবং তাঁর পিছনে সলাত পড়লাম। তিনি এক ব্যক্তির দিকে হালকা দৃষ্টিতে তাকান যে রুকূ' ও সাজদাহয় তার পিঠ সোজাা রাখেনি। নাবী (সাঃ) সলাত শেষ করে বলেন, হে মুসলিম সমাজ! যে ব্যক্তি রুকূ' ও সাজদাহায় তার পিঠ সোজা করে না তার সলাত হয় না।[৮৬৯]

٨٧٢/٤ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فَكَانَ «إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ».

৪/৮৭২। ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-ফিরয়াবী আবদুল্লাহ বিন উসমান ইবনু আতা' (লাইয়েনুল হাদীস) তালহাহ বিন যায়দ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) রাশিদ (মাজহুল বা অপরিচিত) ওয়াবিসাহ বিন মা'বাদ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সলাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি যখন রুকূ' করতেন তখন তাঁর পিঠ এমনভাবে সোজা করতেন যে, তার উপর পানি ঢাললে অবশ্যি তার স্থির থাকতো।[৮৭০]

١٧/٥. بَاب وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

৫/১৭. অধ্যায় : দু' হাঁটুর উপর দু' হাত রাখা।

٨٧٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ «رَكَعْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ فَضَرَبَ يَدِي وَقَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ».

১/৮৭৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মুহাম্মাদ বিন বিশর ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ যুবায়র বিন আদী মুসআব বিন সা'দ বলেন, আমি আমার পিতা (সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ)) এর পাশে রুকূ'তে গেলাম এবং উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করে তা দু' হাঁটুর মাঝখানে

---

৮৬৯. আহমাদ ১৫৮৬২। সহীহাহ ২৫৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৮৭০. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুল্লাহ বিন উসমান ইবনু আতা' সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে তেমন কোন সমস্যা নেই। ২. রাশিদ সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

রাখলাম। তিনি আমার হাতে আঘাত করে বলেন, আমরা (প্রথমে) এরূপ করতাম, অতঃপর আমাদেরকে হাঁটুর উপর হাত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।[৮৭১]

٢/٨٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ».

২/৮৭৪। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবদাহ বিন সুলায়মান হারিসাহ বিন আবূ রিজাল (দঈফ বা দুর্বল) আমরাহ আয়িশাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ রুকূ' করার সময় তাঁর দু' হাত তাঁর দু' হাঁটুতে রাখতেন এবং তাঁর বাহুদ্বয় তাঁর বগল থেকে আলাদা রাখতেন।[৮৭২]

١٨/٥. بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ

৫/১৮. অধ্যায় : রুকূ' থেকে মাথা তোলার সময় যা বলবে।

١/٨٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

১/৮৭৫। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ও ইয়া'কুব বিন হুমাইদ বিন কাসিব ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ও আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলার পর বলতেন "রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দহ্"।[৮৭৩]

٢/٨٧٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

২/৮৭৬। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান যুহরী আনাস বিন মালিক রসূলুল্লাহ বলেন, ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলেন তখন তোমরা বলবে "রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ" (হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা তোমার জন্য)।[৮৭৪]

---

৮৭১. বুখারী ৭৯০, মুসলিম ৫৩৫/১-৩, তিরমিযী ২৫৯, নাসায়ী ১০৩২-৩৩, আবূ দাউদ ৮৬৭, আহমাদ ১৫৭৪, ১৫৮০; দারিমী ১৩০৩। স্বহীহ আবী দাউদ ৮১৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৭২. স্বহীহ আবী দাউদ ৭২৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হারিসাহ বিন আবূ রিজাল সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৮৭৩. বুখারী ৭৯৬, ৩২২৮; মুসলিম ৪০৯, তিরমিযী ২৬৭, নাসায়ী ১০৬৩, আবূ দাউদ ৪৪৮, আহমাদ ৮৭৮৮, ৯১২১, ৯৬০৫, ২৭২১৫,২৭৬০৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৯৮। স্বহীহ আবী দাউদ ৭৮৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৭৪. বুখারী ৬৮৯, ৭৩২-৩৩, ৮০৫, ১১১৪; মুসলিম ৪১১, তিরমিযী ৩৬১, নাসায়ী ৭৯৪, ৮৩২, ১০৬১; আবূ দাউদ ৬০১, আহমাদ ১১৬৬৪, ১২২৪১; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩০৬, দারিমী ১২৫৬, ইবনু মাজাহ ১২৩৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী।

Contents

٨٧٧/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

৩/৮৭৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র যুহায়র বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার স্মৃতি শক্তি দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন ঃ ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে তখন তোমরা বলবে, আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ'।[৮৭৫]

٨٧٨/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

৪/৮৭৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ওয়াকী' আ'মাশ উবায়দ ইবনুল হাসান বিন আবূ আওফা (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) যখন রুকূ' থেকে মাথা তুলতেন তখন বলতেন (অনুবাদ) ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনেন। আমাদের প্রতিপালক! তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, আকাশমণ্ডলী, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও সব কিছুই তোমার প্রশংসায় পূর্ণ"।[৮৭৬]

٨٧٩/٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ ذُكِرَتْ الْجُدُودُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رَجُلٌ جَدُّ فُلَانٍ فِي الْخَيْلِ وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلَانٍ فِي الْإِبِلِ وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلَانٍ فِي الْغَنَمِ وَقَالَ آخَرُ جَدُّ فُلَانٍ فِي الرَّقِيقِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ قَالَ «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَطَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَهُ بِالْجَدِّ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ».

৫/৮৭৯। ইসমাঈল বিন মূসা আস-সুদ্দী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) শারীক আবূ উমার (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ জুহাইফা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বলাতরত থাকা অবস্থায় তাঁর নিকটেই ধন-সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এক ব্যক্তি বলেন, অমুকের অনেক ঘোড়া আছে। আরেকজন বলেন, অমুকের অনেক উট আছে। আর একজন বলেন, অমুকের অনেক বকরী আছে। অন্যজন বলেন, অমুকের অনেক দাস-দাসী আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শেষ রাক্‌আতের রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহ্‌! আমাদের প্রভু! তোমার জন্য সকল প্রশংসা, আসমান, যমীন ও

---

৮৭৫. মুসলিম ৪৭৭, নাসায়ী ১০৬৮, আবূ দাউদ ৮৪৭, আহমাদ ১১৪১৮, দারিমী ১৩১৩। স্বহীহ আবী দাউদ ৭৯৩, ৭৯৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৮৭৬. মুসলিম ৪৭৬, আবূ দাউদ ৮৪৬, আহমাদ ১৮৬২৫, ১৮৬৩৯, ১৮৬৫৭-৫৮, ১৮৯১১। স্বহীহ আবী দাউদ ৭৯২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এবং তুমি যা চাও সব কিছুই তোমার প্রশংসায় পূর্ণ। হে আল্লাহ! তুমি কাউকে দান করলে তার কোন প্রতিরোধকারী নাই এবং তুমি কাউকে দান না করলে কেউ তাকে দান করতে পারে না। সম্পদশালীকে তার সম্পদ তোমার বিপরীতে উপকৃত করতে পারে না।" রসূলুল্লাহ (ﷺ) 'সম্পদ' শব্দটি উচ্চৈঃস্বরে বললেন, যাতে লোকেরা বুঝতে পারে যে, তারা যা বলছে তা তেমন নয়।[৮৭৭]

١٩/٥. بَاب السُّجُودِ

৫/১৯. অধ্যায় : সাজদাহ্ করা।

٨٨٠/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا سَجَدَ جَافَى يَدَيْهِ فَلَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ».

১/৮৮০। হিশাম বিন আম্মার, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আসাম্ম (মাকবূল), তার চাচা ইয়াযীদ বিন আসাম্ম, মায়মূনাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) তাঁর সাজদাহ্তে তাঁর দু' হাত (বগল থেকে) এতটা বিস্তার (ফাঁকা) করে রাখতেন যে, বকরীর বাচ্চা যেতে চাইলে তাঁর দু' হাতের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে পারতো।[৮৭৮]

٨٨١/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ فَأَنَاخُوا بِنَاحِيَةِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لِي أَبِي كُنْ فِي بَهْمِكَ حَتَّى آتِيَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَأُسَائِلَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ وَجِئْتُ يَعْنِي دَنَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ «فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلَّمَا سَجَدَ».

٨٨١/٢ (١) - قَالَ ابْن مَاجَةَ النَّاسُ يَقُولُونَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ و قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ النَّاسُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَصَفْوَانُ بْنُ عِيسَى وَأَبُو دَاوُدَ قَالُوا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

২/৮৮১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ, ওয়াকী', দাঊদ বিন কায়স, উবায়দুল্লাহ বিন আকরাম আল-খুযাঈ, তার পিতা (আকরাম আল-খুযাঈ (রাঃ)) থেকে বর্ণিত। (উবায়দুল্লাহ্) বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে নামিরা এলাকায় এক সমতল ভূমিতে ছিলাম। আমাদের নিকট দিয়ে কতক আরোহী অতিক্রম করে এবং তারা রাস্তার এক প্রান্তে তাদের উট বসায়। আমার পিতা আমাকে বলেন, তুমি তোমার বকরীর পালের সাথে থাকো যাবত না আমি তাদের জিজ্ঞেস করে আসি যে, তারা কারা। রাবী বলেন, এরপর তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং আমিও তার কাছে পৌছলাম। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ (ﷺ)।

---

৮৭৭. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ, কিন্তু উল্লেখিত দুআটি সহীহ, সিফাতুস স্বলাত ৩১৩৭। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ উমার সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি অপরিচিত।

৮৭৮. মুসলিম ৪৯৬, ৪৯৭/১-২; নাসায়ী ১১০৯, ১১৪৭; আবূ দাঊদ ৮৯৮, আহমাদ ২৬২৬৯, ২৬২৭৮, ২৬২৯১, ২৬৩০৪; দারিমী ১৩৩০। সহীহ আবী দাঊদ ৮৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

ইত্যবসরে স্বলাতের ওয়াক্ত হলো। আমি তাদের সাথে স্বলাত পড়লাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখনই সাজদাহ্ করেছেন, আমি তাঁর দু' বগলের শুভ্রতার দিকে দৃষ্টিপাত করেছি।

২/৮৮১ (১)। মুহাম্মাদ বিন বাশার, আবদুর রহমান বিন মাহ্দী, স্বফওয়ান বিন 'ঈসা ও আবূ দাঊদ, দাঊদ বিন কায়স, উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আকরাম, তার পিতা, নাবী (ﷺ) সূত্রে উপরোক্ত হাদীস্বের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৮৭৯]

٨٨٢/٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ».

৩/৮৮২। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল, ইয়াযীদ বিন হারূন, শারীক, আসিম বিন কুলায়ব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় নিজ ইচ্ছানুযায়ী বর্ণনা করত), তার পিতা (কুলায়ব), ওয়ায়িল বিন হুজর (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ) কে দেখেছি যে, তিনি সাজদায় দু' হাতের আগে দু' হাঁটু রাখতেন। তিনি সাজ্দাহ থেকে দাঁড়াতে তাঁর দু' হাঁটুর আগে দু' হাত উঠাতেন।[৮৮০]

٨٨٣/٤ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ».

৪/৮৮৩। বিশর বিন মুআয আদ-দরীর, আবূ আওয়ানাহ ও হাম্মাদ বিন যায়দ, আমর বিন দীনার, তাঊস, ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাবী (ﷺ) বলেন, আমি সাত অঙ্গে সাজ্দাহ করতে আদিষ্ট হয়েছি।[৮৮১]

٨٨٤/٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَكَانَ يَعُدُّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ وَاحِدًا.

৫/৮৮৪। হিশাম বিন আম্মার, সুফইয়ান, (আবদুল্লাহ) বিন তাঊস, তার পিতা (তাঊস বিন কায়সান), ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমি সাত অঙ্গে সিজদাহ্ করতে এবং চুল ও পরিধেয় বস্ত্র না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছি। বিন তাঊস (রহঃ) বলেন, আমার পিতা বলতেন, (সাত অংগ হলো) দু' হাত, দু' হাঁটু, দু' পা এবং কপাল ও নাক। তিনি নাক ও কপালকে একটি অংগ গণ্য করতেন।[৮৮২]

---

৮৭৯. তিরমিযী ২৭৪, আহমাদ ১৫৯৬৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৮০. তিরমিযী ২৬৮, নাসায়ী ১০৮৯, ১১৫৪; আবূ দাউদ ৮৩৮, দারিমী ১৩২০। ইরওয়া' ৩৫৭, মিশকাত ৮৯৮, দঈফ আবূ দাউদ ১৫১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আসিম বিন কুলায়ব সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার এককভাবে হাদীস্ব বর্ণণায় দীলীল হিসেবে তা গ্রহণ যোগ্য হবে না।

৮৮১. বুখারী ৮০৯-১০, ৮১২, ৮১৫-১৬; মুসলিম ৪৯০/১-৫, তিরমিযী ২৭৩, নাসায়ী ১০৯৩, ১০৯৬-৯৮, ১১১৩, ১১১৫; আবূ দাউদ ৮৮৯-৯০, আহমাদ ২৫২৩, ২৫৭৯, ২৫৮৩, ২৬৫৩, ২৭৭৩, ২৯৭৬; দারিমী ১৩১৮-১৯, ইবনু মাজাহ ৮৮৪, ১০৪০। স্বহীহ আবী দাউদ ৮২৯, ইরওয়া' ৩১০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৮২. বুখারী ৮০৯-১০, ৮১২, ৮১৫-১৬; মুসলিম ৪৯০/১-৫, তিরমিযী ২৭৩, নাসায়ী ১০৯৩, ১০৯৬-৯৮, ১১১৩, ১১১৫; আবূ দাউদ ৮৮৯-৯০, আহমাদ ২৫২৩, ২৫৭৯, ২৫৮৩, ২৬৫৩, ২৭৭৩, ২৯৭৬; দারিমী ১৩১৮-১৯, ইবনু মাজাহ ৮৮৩, ১০৪০। ইরওয়া' ৩১০, স্বহীহ আবী দাউদ। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٨٨٥/٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ».

৬/৮৮৫। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম ইয়াযীদ ইবনুল হাদি মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী আমির বিন সা'দ আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) তিনি নাবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দা যখন সাজদাহ্ করে তখন তার সাথে তার সাতটি অঙ্গ সাজদাহ্ করে- তার মুখমণ্ডল, তার দু' হাতের তালু, তার দু' হাঁটু ও তার দু' পা।[৮৮৩]

٨٨٦/٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَحْمَرُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنْ كُنَّا لَنَأْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا يُجَافِي بِيَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ».

৭/৮৮৬। আবূ বকর বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' আব্বাদ বিন রাশিদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) হাসান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বহাবী আহমার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাজদাহরত অবস্থায় তাঁর বাহুদ্বয় (বগল থেকে) এতটা পৃথক করে রাখতেন যে, তাঁর অত্যধিক কষ্টে আমাদের মনে সহানুভূতি জাগতো।[৮৮৪]

٢٠/٥. بَاب التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

৫/২০. অধ্যায় : রুকূ' ও সাজদাহর তাসবীহ।

٨٨٧/١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي إِيَاسَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ «لَمَّا نَزَلَتْ ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ».

১/৮৮৭। আমর বিন রাফি' আল-বাজালী আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক মূসা বিন আয়্যুব আল-গাফিকী (মাকবূল) আমার চাচা ইয়াস বিন আমর উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, যখন নাযিল হয় (অনুবাদ), "অতএব তুমি তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো" (সূরাহ ওয়াকিআ ঃ ৭৪ ও ৯৬ এবং আল-হাক্কাহ ৫২), তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের বলেন, একে তোমাদের রুকূ'তে স্থাপন করো। আবার যখন নাযিল হয় (অনুবাদ) ঃ "তুমি তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো" (সূরাহ আল-আলা ঃ ১), তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদের বলেন, একে তোমাদের সাজদাহয় স্থাপন করো।[৮৮৫]

---

৮৮৩. মুসলিম ৪৯১, তিরমিযী ২৭২, নাসায়ী ১০৯৪, ১০৯৯; আবূ দাউদ ৮৯১, আহমাদ ১৭৮৩। স্বহীহ্ আবী দাউদ ৮৩০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৮৪. আবূ দাউদ ৯০০, আহমাদ ১৮৫৩৩, ১৯৮২৫। স্বহীহ আবী দাউদ ৮৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৮৮৫. আবূ দাউদ ৮৬৯, আহমাদ ১৬৯৬১, দারিমী ১৩০৫। আবূ দাউদ ৮৬৯ দঈফ, মিশকাত ৮৭৯ হাসান, ইরওয়া' ৩৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন আয়্যুব আল-গাফিকী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান ও ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বললেও আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল।

٨٨٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْأَزْهَرِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا رَكَعَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ».

২/৮৮৮। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্রী ইবনু লাহীআহ (তার লিখিত কিতাব পুড়ে যাওয়ার পর তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) উবায়দুল্লাহ বিন আবূ জা'ফার আবূল আযহার (মাকবূল) হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে রুকূ'তে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" তিনবার বলতে এবং সাজদাহয় "সুবাহানা রব্বিয়াল আলা" তিনবার বলতে শুনেছেন।[৮৮৬]

٨٨٩/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ».

৩/৮৮৯। মুহাম্মাদ ইবনুস্-স্বাব্বাহ জারীর মানসূর আবুদ দুহা মাসরূক আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর রুকূ' ও সাজদাহয় প্রায়ই বলতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফির লী" (হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমায় ক্ষমা করো)। তিনি কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তা করতেন।[৮৮৭]

٨٩٠/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ».

৪/৮৯০। আবূ বাক্র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ওয়াকী' ইবনু আবূ যি'ব ইসহাক বিন ইয়াযীদ আল-হুযালী (মাজহুল বা অপরিচিত) আওন বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ .... বিন মাসঊদ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের যে কেউ রুকূ'তে গিয়ে যেন তার রুকূ'তে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" তিনবার বলে। সে তাই করলে তার রুকূ' পূর্ণ হলো। তোমাদের যে কেউ তার সাজদাহয় গিয়ে যেন "সুবহানা রব্বিয়াল আলা" তিনবার বলে। সে তাই করলে তার সাজদাহ পূর্ণ হলো। আর এটা হল তার ন্যূনতম সংখ্যা।[৮৮৮]

---

৮৮৬. মুসলিম ৭৭২, তিরমিযী ২৬২, নাসায়ী ১০০৮, ১০৪৬, ১০৬৯, ১১৩৩, ১১৪৫, ১৬৬৪-৬৫; আবূ দাউদ ৮৭১, ৮৭৪; আহমাদ ২২৭৫০, ২২৮৫৮, ২২৮৬৬, ২২৮৯০; দারিমী ১৩০৬। ইরওয়া' ৩৩৩, সহীহ আবী দাউদ ৮২৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৮৮৭. বুখারী ৭৯৪, ৮১৭, ৪২৯৩, ৪৯৬৭-৬৮; মুসলিম ৪৮৪/১-২, নাসায়ী ১০৪৭, ১১২২-২৩; আবূ দাউদ ৮৭৭। সহীহ আবী দাউদ ৮২১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৮৮৮. তিরমিযী ২৬১, আবূ দাউদ ৮৮৬। জামি সগীর ৫২৫ দঈফ, মিশকাত ৮৮০ লাম তাতিম্মা, তিরমিযী ২৬১ দঈফ, দঈফ আবূ দাউদ ১৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ইসহাক বিন ইয়াযীদ আল-হুযালী সম্পর্কে ইমামগণ মাজহুল বা অপরিচিত বলেছেন।

٢١/٥. بَاب الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ

৫/২১. অধ্যায় : সুষ্ঠুভাবে সাজদাহ করা।

٨٩١/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلَا يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ».

১/৮৯১। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আ'মাশ আবূ সুফইয়ান জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কে যেন সুষ্ঠুভাবে তার সাজদাহ করে। সে যেন কুকুরের ন্যায় তার বাহুদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে না দেয়।[৮৮৯]

٨٩٢/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ».

২/৮৯২। নাস্বর বিন আলী আল-জাহদমী আবদুল আ'লা সাঈদ কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমরা সুষ্ঠুভাবে সাজদাহ করো। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের ন্যায় তার বাহুদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে সাজদাহ না করে।[৮৯০]

٢٢/٥. بَاب الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৫/২২. অধ্যায় : দু' সাজদাহ্র মাঝখানে বসা।

٨٩٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ بُدَيْلٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى».

১/৮৯৩। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হুসায়ন আল-মুআল্লিম বুদায়ল আবুল জাওযা' আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূ' থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত সাজদাহয় যেতেন না। তিনি এক সাজ্দাহ থেকে তাঁর মাথা তুলে সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত দ্বিতীয় সাজ্দাহয় যেতেন না এবং তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে বসতেন।[৮৯১]

٨٩٤/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ».

---

৮৮৯. তিরমিযী ২৭৫। ইরওয়া' ২/৯১, স্বহীহ আবূ দাঊদ ৮৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৯০. বুখারী ৫৩২, ৮২২; মুসলিম ৪৯৩, তিরমিযী ২৭৬, নাসায়ী ১০২৮, ১১০৩, ১১১০; আবূ দাঊদ ৮৯৭, আহমাদ ১১৬৫৫, ১১৭৩৮, ১২৪০১, ১২৪২৯, ১২৫৭৯, ১২৮২০, ১৩০০৭, ১৩৪৮৩, ১৩৫৬১, ১৩৬৮৩; দারিমী ১৩২২। ইরওয়া'। ৩৭২ তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৯১. মুসলিম ৪৯৮, আবূ দাঊদ ৭৮৩, আহমাদ ২৩৫১০, ২৫০৮৯। স্বহীহ আবী দাঊদ ৭৫২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/৮৯৪। আলী বিন মুহাম্মাদ উবায়দুল্লাহ বিন মূসা ইসরায়ীল আবূ ইসহাক হারিস (বিন আবদুল্লাহ) (শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আলী তিনি বলেন, নাবী বলেছেন, হে আলী! তুমি কুকুরের ন্যায় বসো না।[৮৯২]

٨٩٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا عَلِيُّ «لَا تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ».

৩/৮৯৫। মুহাম্মাদ বিন সাওয়াব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু মাসলামাহ তাকে দঈফ বা দুর্বল বলেছেন) আবূ নুআইম আন-নাখঈ আবূ মালিক (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আসিম বিন কুলাইব তার পিতা (কুলাইব ইবনু শিহাব) আবূ মূসা ও (মুহাম্মাদ বিন সাওয়াব আবূ নুআইম আন-নাখঈ আবূ মালিক) আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) হারিস (বিন আবদুল্লাহ) শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন আলী তিনি বলেন, নাবী বলেছেন, হে আলী! তুমি কুকুরের ন্যায় বসো না।[৮৯৩]

٨٩٦/٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا الْعَلَاءُ أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ ضَعْ أَلْيَتَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ».

৪/৮৯৬। হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন আল-আলা' আবূ মুহাম্মাদ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য, আবূ ওয়ালীদ তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আনাস ইবন মালিক তিনি বলেন, নাবী আমাকে বলেছেন, তুমি সাজদাহ থেকে তোমার মাথা তুলে কুকুরের মত বসো না। তোমার উভয় নিতম্ব তোমার দু' পায়ের পাতার মাঝখানে রাখো এবং তোমার দু' পায়ের পিঠ মাটির সাথে স্থাপন করো।[৮৯৪]

---

৮৯২. তিরমিযী ২৮২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী হারিস (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে সিকাহ বললেও আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়।

৮৯৩. তিরমিযী ২৮২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন সাওয়াব সম্পর্কে ইবনু আবূ হাতিম ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও মুসলিম বিন কাসিম তাকে দুর্বল বলেছেন। ২. আবূ মালিক সম্পর্কে আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন ও তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ৩. হারিস (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন তকে সিকাহ বললেও আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়।

৮৯৪. জামি সগীর ৫২২ মাওযূ, দঈফা ৬/২৬১৫। তাহকীক আলবানী ঃ মাওযূ। উক্ত হাদীসের রাবী আল-আলা' আবূ মুহাম্মাদ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

٢٣/٥. بَاب مَا يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

৫/২৩. অধ্যায় : দু' সাজদাহ্‌র মাঝখানে পড়ার দুআ

٨٩٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ «رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي».

১/৮৯৭। (আলী ইবুন মুহাম্মাদ) (হাফস্ব বিন গিয়াস্ব) (আল-আলা' ইবনুল মুসায়্যাব) (আমর বিন মুররাহ) (তালহাহ বিন ইয়াযীদ) (হুযায়ফাহ (রাঃ)) (আলী বিন মুহাম্মাদ) (হাফস্ব বিন গিয়াস্ব) (আ'মাশ) (সা'দ বিন আবদাহ) (মুসতাওরিদ ইবনুল আহনাফ) (স্বিলাহ বিন যুফার) (হুযায়ফাহ (রাঃ)) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) দু' সাজদাহ্‌র মাঝখানে বসে বলতেন ঃ "রব্বিগফির লী রব্বিগফির লী" ("প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন, প্রভু আমায় ক্ষমা করুন")।[৮৯৫]

٨٩٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي».

২/৮৯৮। (আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা') (ইসমাঈল বিন স্বাবীহ) (কামিল আবূল আলা' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন)) (হাবীব বিন আবূ স্বাবিত) (সাঈদ বিন জুবায়র) (ইবনু আব্বাস (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রাতের স্বলাতে দু' সাজদাহ্‌র মাঝখানে (বসে) বলতেন ঃ "রব্বিগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়ারযুকনী ওয়ারফা'নী" (হে প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমার বিপদ দূর করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বর্দ্ধিত করুন)।[৮৯৬]

٢٤/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

৫/২৪. অধ্যায় : তাশাহ্‌হুদ সম্পর্কে।

٨٩٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَعَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ يَعْنُونَ الْمَلَائِكَةَ فَسَمِعَنَا رَسُولُ اللهِ ص ﷺ فَقَالَ «لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى

---

৮৯৫. নাসায়ী ১০৬৯, ১১৪৫; আবূ দাউদ ৮৭৪, আহমাদ ২২৮৬৬, দারিমী ১৩২৪। ইরওয়া' ৩৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।
৮৯৬. তিরমিযী ২৮৪, আবূ দাউদ ৮৫০। স্বহীহ আবূ দাউদ ৭৯৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

٨٩٩/١ (١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَحُصَيْنٍ وَأَبِي هَاشِمٍ وَحَمَّادٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَعَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

٨٩٩/١ (٢) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ح قَالَ و حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ التَّشَهُّدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/৮৯৯। ০(মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) X (আমর পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র)) X (আ'মাশ) X (শাকীক বিন সালামাহ) X (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ) ০ (আবূ বাক্র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী) X (ইয়াহইয়া বিন সাঈদ) X (আ'মাশ) X (শাকীক) X (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)) ০ তিনি বলেন, আমরা নাবী (ﷺ)-এর সাথে স্বলাত পড়ার সময় বলতাম, "আল্লাহ্‌র উপর সালাম তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে, জিবরাঈল, মীকাঈল ও অমুক অমুক ফেরেশতার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমরা "আসসালামু আলাল্লাহ" বলো না। আল্লাহ্‌ই তো সালাম (শান্তিদাতা)। অতএব তোমরা বসে বলবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি- আবদুহু ওয়া রসূলুহু" অর্থাৎ "সমস্ত সম্মান, ইবাদাত, উপাসনা ও পবিত্রতা আল্লাহ্‌র জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্‌র রহমত ও প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক"। সে এ কথা বললে আসমান ও জমীনের সকল নেক বান্দার নিকট তা পৌঁছে যায়। "আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল"।

(উপরোক্ত হাদীস্বটি ১৫টি সানাদে বর্ণিত হয়েছে, অপর সানাদগুলো হলো:)

১/৮৯৯ (১)। ০(মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া) X (আবদুর রায্‌যাক (বিন হাম্মাম বিন নাফি')) X (সুফ্‌ইয়ান স্রাওরী) X (মানসূর) X (আ'মাশ) X (হুস্রায়ন) X (আবূ হাশিম ও হাম্মাদ (বিন আবূ সুলায়মান মুসলিম)) X (আবূ ওয়ায়িল) X (আবূ ইসহাক) X (আসওয়াদ) X (আবূল আহওয়াস্র) X (আবদুল্লা বিন মাসউদ (রাঃ)) ০ নাবী (ﷺ) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস্বের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

১/৮৯৯ (২)। ০(মুহাম্মাদ বিন মা'মার) X (কাবীস্রাহ) X (সুফ্‌ইয়ান) X (আ'মাশ) X (মানসূর ও হুস্রায়ন) X (আবূ ওয়ায়িল) X (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)) ০ ০(সুফ্‌ইয়ান) X (আবূ ইসহাক) X (আবূ উবায়দাহ) X (আসওয়াদ ও আবুল আহওয়াস্র) X (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)) ০ নাবী (ﷺ) তাদেরকে তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন.... পূর্বোক্ত হাদীস্বের অনুরূপ।[৮৯৭]

٩٠٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ

---

৮৯৭. বুখারী ৮৩১, ৮৩৫, ১২০২, ৬২৩০, ৬২৬৫, ৬৩২৮, ৬৩৮১; মুসলিম ৪০২, তিরমিযী ২৮৯, নাসায়ী ১১৬২-৬৪, ১১৬৬-৭১, ১২৯৮; আবূ দাউদ ৯৬৮, আহমাদ ৩৫৫২, ৩৬১৫, ৩৯০৯, ৩৯২৫, ৩৯৯৬, ৪০০৭, ৪০৫৪, ৪০৯০, ৪১৪৯, ৪১৬৬, ৪১৭৮, ৪২৯৩, ৪৩৬৯, ৪৪০৮; দারিমী ১৩৪০-৪১। স্বহীহ আবী দাউদ ৮৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

২/৯০০। ❮মুহাম্মাদ বিন রুমহ❯❮লায়স বিন সা'দ❯❮আবূ যুবায়র❯❮সাঈদ ইবনুয-যুবায়র ও তাউস (ইবনু কায়সান)❯❮ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরাহ শিখাতেন। তিনি বলতেন: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুস্ব স্বলাওয়াতুত তায়্যিবাতু লিল্লাহি আস-সালামু আলায়কা আয়্যুহান নাবীয়ু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আস-সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ব স্বালিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহ) "সমস্ত বরকতময় সম্মান, ইবাদাত ও পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহ্র রহমাত ও করুণা বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রসূল"।[৮৯৮]

٣/٩٠١ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ وَهَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ تَحِيَّةُ الصَّلَاةِ».

৩/৯০১। ❮জামীল বিন হাসান❯❮আবদুল আ'লা❯❮সাঈদ❯❮কাতাদাহ❯❮য়ূনুস বিন জুবায়র❯❮হিত্তান বিন আবদুল্লাহ❯❮আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ)❯ ❮আবদুর রহমান বিন উমার❯❮বিন আবূ আদী❯❮সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ ও হিশাম বিন আবূ আবদুল্লাহ❯❮কাতাদাহ❯❮য়ূনুস বিন জুবায়র❯❮হিত্তান বিন আবদুল্লাহ❯❮আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ)❯[৮৯৯] রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন, আমাদের জন্য আমাদের পালনীয় সুন্নাতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন এবং আমাদেরকে আমাদের স্বলাত শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, তোমরা যখন স্বলাত পড়বে এবং বৈঠকে বসবে তখন তোমাদের প্রথম কথা হবে ঃ "আত্তাহিয়্যাতুত তায়্যিবাতুস সালাওয়াতু....ওয়া রসূলুহূ"। ("সমস্ত প্রশংসা, পবিত্রতা ও ইবাদাত আল্লাহ্র জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্র রহমাত ও বরকতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন

---

৮৯৮. মুসলিম ৪০৩/১-২, তিরমিযী ২৯০, নাসায়ী ১১৭৪, আহমাদ,বুখারী ৯৭৪, আহমাদ ২৬৬০, ২৮৮৭। স্বহীহ আবী দাউদ ৮৯৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৮৯৯. এছাড়াও অন্য একটি সনদে (❮ইউসুফ বিন মূসা❯❮জারীর❯❮আবূল মু'তামীর সুলাইমান বিন ত্বরখান❯❮ কাতাদাহ❯❮ইউনুস বিন জুবাইর❯❮হিত্তান বিন আবদুল্লাহ❯❮আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ)❯) হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল")। এই সাতটি বাক্যই স্বলাতের আত্তাহিয়্যাতু।[৯০০]

৪/৯০২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ «بِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ».

৪/৯০২। মুহাম্মাদ বিন ষিয়াদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মু'তামির বিন সুলায়মান আয়মান বিন নাবিল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবুয-যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইয়াহইয়া বিন হাকীম মুহাম্মাদ বিন বাকর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আয়মান বিন নাবিল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবুয-যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরাহ শিক্ষা দিতেন ঃ "বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহি..... আউযু বিল্লাহি মিনান নার" (আল্লাহ্র নামে ও আল্লাহ্র তাওফীকে শুরু করছি। সমস্ত সম্মান, ইবাদাত ও পবিত্রতা আল্লাহ্র জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্র রাহমাত ও বারাকাতও। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাহ্দের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দাহ্ ও তাঁর রসূল। আমি আল্লাহ্র নিকট জান্নাতের প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।)[৯০১]

٢٥/٥. بَاب الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৫/২৫. অধ্যায় : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পাঠ।

১/৯০৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ».

---

৯০০. মুসলিম ৪০৪, ৮৩০, ১০৬৪, ১১৭২, ১১৭৩, ১২৮০; আবূ দাউদ ৯৭২, আহমাদ ১৯০১০, ১৯০৫৮, ১৯১৩০, ১৯১৬৬; দারিমী ১৩১২, ইবনু মাজাহ ৮৪৭। স্বহীহ আবী দাউদ ৮৯৩, ইরওয়া' ৩৩২। তাহকীক আলবানী ঃ سَبْعُ كَلِمَاتٍ কথাটি ছাড়া স্বহীহ।

৯০১. নাসায়ী ১১৭৫ ইবনু মাজাহ ৯০০ স্বহীহ, নাসায়ী ১১৭১ স্বহীহ, ১১৭৫ দঈফ, ১২৭৮ স্বহীহ, ১২৮১ দঈফ, মিশকাত ৯১০ স্বহীহ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ষিয়াদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু মিনদাহ তাকে দুর্বল বলেছেন।

১/৯০৩। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ আবদুল্লাহ বিন জা'ফার ইয়াযীদ ইবনুল হাদী আবদুল্লাহ ইবনুল খাব্বাব আবূ সাঈদ খুদরী মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবূ আমির আবদুল্লাহ বিন জা'ফার ইয়াযীদ ইবনুল হাদী আবদুল্লাহ ইবনুল খাব্বাব আবূ সাঈদ খুদরী তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এ হলো আপনার প্রতি সালাম, যা আমরা জেনে নিয়েছি। অতএব দুরূদ কিরূপ? তিনি বলেন, তোমরা বলো (অনুবাদ) ঃ "হে আল্লাহ! আপনার বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদের উপর আপনি রহ্‌মাত বর্ষণ করুন, যেরূপ রহ্‌মাত নাযিল করেছেন ইব্‌রাহীমের প্রতি। আপনি মুহাম্মাদের উপর বরকত নাযিল করুন, যেরূপ বরকত নাযিল করেছেন ইব্‌রাহীমের উপর"।[৯০২]

٩٠٤/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

২/৯০৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শু'বাহ হাকাম ইবনু আবূ লায়লা কা'ব বিন 'উজরাহ মুহাম্মাদ ইবনুল বাশ্‌শার আবদুর রহ্‌মান বিন মাহদী ও মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ হাকাম ইবনু আবূ লায়লা বলেন, কা'ব বিন 'উজরাহ আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি উপহার দিবো না? রসূলুল্লাহ আমাদের নিকট বের হয়ে আসলে আমরা বললাম, আমরা আপনার প্রতি সালাম পেশের নিয়ম জেনে নিয়েছি। আপনার প্রতি দুরূদ কিভাবে পড়তে হবে? তিনি বলেন, তোমরা বলো (অনুবাদ) ঃ "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহ্‌মাত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম-এর উপর রহ্‌মত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করুন, যেমন আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম-কে। নিশ্চয় আপনি পরম প্রশংসিত মহিমান্বিত"।[৯০৩]

٩٠٥/٣ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ طَالُوتَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أُمِرْنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

---

৯০২. বুখারী ৪৭৯৮, ৬৩৫৮; নাসায়ী ১২৯৩, আহমাদ ১১০৪১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৯০৩. বুখারী ৩৩৭০, ৪৭৯৭, ৬৩৫৭; মুসলিম ৪০৬, তিরমিযী ৪৮৩, নাসায়ী ১২৮৭-৮৯, আবূ দাউদ ৯৭৬, আহমাদ ১৭৬৩৮, ১৭৬৬১, ১৭৬৬৭; দারিমী ১৩৪২। ইরওয়া' ৩২০, সহীহ আবূ দাউদ ৮৯৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩/৯০৫। আম্মার বিন তালূত আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয আল-মাজিশূন মালিক বিন আনাস আবদুল্লাহ বিন আবূ বাক্র বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম তার পিতা (আবূ বাক্র বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম) আমর বিন সুলায়ম আয-যুরাকী আবূ হুমায়দ আস-সাইদী (রাঃ) তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার প্রতি দরূদ পাঠের জন্য আমরা আদিষ্ট হয়েছি। অতএব আমরা আপনার প্রতি কিভাবে দরূদ পাঠ করবো? তিনি বলেন, তোমরা বলো: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মাদ, ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি কামা সল্লায়তা আলা ইবরাহীম। ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ, ওয়া আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীম ফীল আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।) "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর এবং আপনি মুহাম্মাদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেমন আপনি এ বিশ্বজগতে বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয়ই আপনি অধিক প্রশংসিত মহিমান্বিত"।[৯০৪]

٩٠٦/٤ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَيَانٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالُوا لَهُ فَعَلِّمْنَا قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

৪/৯০৬। হুসায়ন বিন বায়ান (মাকবূল) যিয়াদ বিন আবদুল্লাহ মাসঊদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আওন বিন আবদুল্লাহ আবূ ফাখিতাহ আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) তিনি বলেন, তোমরা যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পেশ করবে, তখন তোমরা তাঁর প্রতি উত্তমরূপে দরূদ পেশ করবে। কেননা তোমাদের জানা নেই যে, নিশ্চয় তা তাঁর সামনে পেশ করা হয়। রাবী বলেন, সহাবীগণ তাঁকে বললেন, আপনি আমাদের শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, তোমরা বলো:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ

৯০৪. বুখারী ৩৩৬৯, ৬৩৬০; মুসলিম ৪০৭, নাসায়ী ১২৯৪, আবূ দাঊদ ৯৭৯, আহমাদ ২৩০৮৯, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

Contents

عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

(আল্লাহুম্মাজআল স্বলাতাকা ওয়া রহমাতাকা ওয়া বারাকাতিক আলা সায়্যিদিল মুরসালীন, ওয়া ইমামিল মুত্তাকীন, ওয়া খাতামিন নাবিয়্যীনা মুহাম্মাদ, আবদিকা ওয়া রাসূলিকা ইমামিল খায়রি ওয়া ক্বায়িদল খায়র, ওয়া রসূলির রহমাহ। আল্লাহুম্মাবআস্ব মাকামাম মাহমূদা ইয়াগবিতুহু বিহিল আওওয়ালূনা ওয়াল আখারূন। আল্লাহুম্মা স্বল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা স্বল্লায়তা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলি ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলি ইবরাহীম ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।) "হে আল্লাহ্! আপনার বান্দা ও আপনার রসূল, প্রেরিত রসূলগণের নেতা, মুত্তাকীগণের ইমাম, সর্বশেষ নাবী, কল্যাণের উৎস, কল্যাণের দিকে পরিচালনাকারী ও দয়ার নাবী মুহাম্মাদের উপর আপনার রহমাত, আপনার দয়া ও আপনার প্রাচুর্য নাযিল করুন। হে আল্লাহ্! তাঁকে সেই সুপ্রশংসিত স্থানে পৌছিয়ে দিন, যার প্রতি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ ঈর্ষান্বিত। হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের উপর রহমাত বর্ষণ করুন, যেমন আপনি রহমাত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত। হে আল্লাহ্! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করুন, যেমন আপনি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের বরকত দান করেছেন। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত"।[৯০৫]

٩٠٧/٥ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ».

৫/৯০৭। বাকর বিন খালফ আবূ বিশর খালিদ ইবনুল হারিস্ব শু'বাহ আস্বিম বিন উবায়দুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আমির বিন রাবিআহ তার পিতা (আমির বিন রাবীআহ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করে এবং যতক্ষণ সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠরত থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য দুআ' করতে থাকেন। অতএব বান্দা চাইলে তার পরিমাণ (দরূদ পাঠ) কমাতেও পারে বা বাড়াতেও পারে।[৯০৬]

٩٠٨/٦ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ».

---

৯০৫. দঈফ তারগীব ১০৩৯ আসার দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আল-মাসউদী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে বাগদাদে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে স্বিকাহ বলেছেন।

৯০৬. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আস্বিম বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্ব দলীলযোগ্য নয় এবং তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যাবে না।

৬/৯০৮। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) হাম্মাদ বিন যায়দ আমর বিন দীনার জাবির বিন যায়দ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠাতে ভুলে গেলো সে জান্নাতের পথই ভুলে গেলো।[৯০৭]

٢٦/٥. بَاب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

৫/২৬. অধ্যায় : তাশাহ্হুদ এবং নাবী (সাঃ)-এর প্রতি দরূদের মধ্যে যা বলতে হবে।

٩٠٩/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

১/৯০৯। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ হাস্সান বিন আতিয়্যাহ মুহম্মাদ বিন আবূ আয়িশাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ে অবসর হয়ে যেন চারটি বিষয়ে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে ঃ জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর বিপর্যয়কর পরিস্থিতি থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের সৃষ্ট বিপর্যয় থেকে।[৯০৮]

٩١٠/٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ «أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنْ النَّارِ أَمَا وَاللهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ فَقَالَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ».

২/৯১০। ইউসুফ ইবনু মূসা আল-কাত্তান জারীর আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি স্বলাতে কী পড়ো? সে বললো, আমি তাশাহ্হুদ পড়ার পর আল্লাহ্র নিকটে জান্নাত প্রার্থনা করি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই। তবে আল্লাহ্র শপথ! আপনার ও মুআযের নীরব দুআ' কতই না উত্তম। তিনি বলেন, আমরা নীরবে জান্নাতের পরিবেশ লাভের দুআ' করি।[৯০৯]

---

৯০৭. স্বহীহাহ ২৩২৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস রয়েছে।

৯০৮. বুখারী ১৩৭৭, মুসলিম ৮৫৫/১-৫, নাসায়ী ১৩১০, ৫৫০৫-৬, ৫৫০৮-১১, ৫৫১৩-১৮, ৫৫২০; আবূ দাউদ ৭৯২, ৯৮৩; আহমাদ ৭১৯৬, ৭৮১০, ৭৯০৪, ৯০৯৩, ৯১৮৩, ২৭৫৯৬, ২৭৮৯০, ৯৮২৪, ২৭২৮০; দারিমী ১৩৪৪, ইবনু মাজাহ ৯১০, ৩৮৪৭। ইরওয়া' ৩৫০, স্বহীহ আবূ দাউদ ৯/৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯০৯. বুখারী ১৩৭৭, মুসলিম ৮৫৫/১-৫, নাসায়ী ১৩১০, ৫৫০৫-৬, ৫৫০৮-১১, ৫৫১৩-১৮, ৫৫২০; আবূ দাউদ ৭৯২, ৯৮৩; আহমাদ ৭১৯৬, ৭৮১০, ৭৯০৪, ৯০৯৩, ৯১৮৩, ২৭৫৯৬, ২৭৮৯০, ৯৮২৪, ২৭২৮০; দারিমী ১৩৪৪, ইবনু মাজাহ ৯০৯, ৩৮৪৭। স্বহীহ আবূ দাউদ ৭০৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٢٧/٥. بَاب الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

৫/২৭. অধ্যায় : তাশাহ্হুদের মধ্যে (আঙ্গুলে) ইশারা করা।

٩١١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ».

১/৯১১। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' ইস্বাম বিন কুদামাহ মালিক বিন নুমায়র আল-খুযাঈ (মাকবূল) তার পিতা (নুমায়র আল-খুযাঈ) তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ কে স্বলাতের মধ্যে তাঁর ডান হাত তাঁর ডান উরুর উপর রাখতে এবং তাঁর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতে দেখেছি।[৯১০]

٩١٢/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «قَدْ حَلَّقَ بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهِمَا يَدْعُو بِهَا فِي التَّشَهُّدِ».

২/৯১২। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস আসিম বিন কুলায়ব তার পিতা (কুলায়ব ইবনু শিহাব) ওয়ায়িল বিন হুজুর তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ (তাশাহ্হুদে) বৃদ্ধা ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা বৃত্তাকার করতে এবং তর্জনী উঁচু করতে দেখেছি। তিনি তা দিয়ে তাশাহ্হুদের মধ্যে দুআ' করতেন।[৯১১]

٩١٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فَيَدْعُو بِهَا وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا».

৩/৯১৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও হাসান বিন আলী ও ইসহাক বিন মানসূর আবদুর রায্যাক মা'মার উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার নাবী ﷺ স্বলাতের (তাশাহ্হুদের) বৈঠকে বসে তাঁর দু' হাত তাঁর হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখতেন এবং ডান হাতের তর্জনী উঁচু করতেন ও তার দ্বারা দুআ' করতেন। বাম হাত তাঁর হাঁটুর উপর বিছানো থাকতো।[৯১২]

٢٨/٥. بَاب التَّسْلِيمِ

৫/২৮. অধ্যায় : সালাম ফিরানো।

٩١٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ».

---

৯১০. নাসায়ী ১২৭১, আবূ দাউদ ৯৯১, আহমাদ ১৫৪৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯১১. নাসায়ী ১১৫৯, আবূ দাউদ ৯৫৭। স্বহীহ আবী দাউদ ৭১৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯১২. মুসলিম ৯১১,৯১২,৯১৩, তিরমিযী ২১৩, নাসায়ী ১১৬০, ১২৬৬, ১২৬৭, ১২৬৯, আহমাদ ৫০২৩, ৫৩০৯, ৫৩৯৮, ৫৯৬৪, ৬১১৮, ৬৩১২, মুআত্তা মালিক ১৯৯, দারিমী ১৩৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১/৯১৪। ∝ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ✕ উমার বিন উবায়দ ✕ আবূ ইসহাক ✕ আবূল আহওয়াস্ব (আওফ বিন মালিক) ✕ আবদুল্লাহ ∝ রসূলুল্লাহ তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন, এমনকি তাঁর দু' গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। (তিনি বলতেন) ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ" (আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক)।[৯১৩]

٩١٥/٢ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ».

২/৯১৫। ∝ মুহাম্মাদ বিন গাইলান ✕ বিশর ইবুন শিররী ✕ মুস্‌আব বিন স্বাবিত বিন আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র (লাইয়েনুল হাদীস্ব) ✕ ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ বিন সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস্ব ✕ আমির বিন সা'দ ✕ তার পিতা (সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস্ব) ∝ রসূলুল্লাহ তাঁর ডান দিকে ও বাঁম দিকে সালাম ফিরাতেন।[৯১৪]

٩١٦/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ».

৩/৯১৬। ∝ আলী বিন মুহাম্মাদ ✕ ইয়াহইয়া বিন আদাম ✕ আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ ✕ আবূ ইসহাক (তিনি নির্ভরযোগ্য কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) ✕ স্বিলাহ বিন যুফার ✕ আম্মার বিন ইয়াসির ∝ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ তাঁর ডানে ও বামে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর দু' গালের শুভ্রতা দেখা যেতো। (তিনি বলতেন) ঃ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ"।[৯১৫]

٩١٧/٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ «صَلَّى بِنَا عَلِيٌّ يَوْمَ الْجَمَلِ صَلَاةً ذَكَّرَنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكْنَاهَا فَسَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ».

৪/৯১৭। ∝ আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ ✕ আবূ বাক্‌র বিন আয়্যাশ ✕ আবূ ইসহাক (তিনি নির্ভরযোগ্য কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) ✕ বুরাইদাহ বিন আবূ মারয়াম ✕ আবূ

---

৯১৩. তিরমিযী ২৯৫, আবূ দাউদ ৯৯৬, আহমাদ ৩৬৯১, ৩৭২৮, ৩৮৩৯, ৩৮৬৯, ৩৮৭৭, ৩৯২৩, ৩৯৬২, ৪০৪৫, ৪১৬১, ৪২২৭, ৪২৬৮, ১৩৪৬। ইরওয়া' ৩২৬, স্বহীহ আবূ দাউদ ৭১৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯১৪. মুসলিম ৫৮২, নাসায়ী ১৩১৬-১৭, আহমাদ ১৪৮৭, ১৫৬৭; দারিমী ১৩৪৫। ইরওয়া' ৩৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুস্‌আব বিন স্বাবিত বিন আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তাতে দুর্বল হিসেবেই জানি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন তবে সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি গায়রি স্বিকাহ। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৯১৫. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবূ বাকর বিন আয়্যাশ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সংমিশ্রণ করেন। আল-আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন। আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

মূসা (আশআরী) ❝ তিনি বলেন, আলী ... উটের যুদ্ধের দিন আমাদেরসহ স্বলাত পড়েন। তার স্বলাত আমাদেরকে রসূলুল্লাহ ...-এর স্বলাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। জানি না, আমরা কি সেই পদ্ধতি ভুলে গিয়েছি, না আমরা তা ত্যাগ করেছি। তিনি তার ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন।[৯১৬]

٢٩/٥. بَاب مَنْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً

৫/২৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি একবার সালাম উচ্চারণ করে।

٩١٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ».

১/৯১৮। আবূ মুসআব আল-মাদানী আহমাদ বিন আবূ বাক্‌র আবদুল মুহায়মিন বিন আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আব্বাস বিন সাহল) তার দাদা (সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী) ❝ রসূলুল্লাহ ... তাঁর সামনের দিকে একবার সালাম ফিরান।[৯১৭]

٩١٩/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ».

২/৯১৯। হিশাম বিন আম্মার আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আস্‌-স্বনআনী (লাইয়েনুল হাদীস্র) যুহায়র বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ ❝ রসূলুল্লাহ ... তাঁর সামনের দিকে একবার সালাম ফিরাতেন।[৯১৮]

٩٢٠/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى «فَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً».

৩/৯২০। মুহাম্মাদ ইবনুল হারিস্র আল-মিস্‌রী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু গারীব) ইয়াহ্‌ইয়া বিন রাশিদ (দঈফ বা দুর্বল) সালামাহ এর 'মাওলা' ইয়াযীদ সালামাহ ইবনুল আকওয়া ❝ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ... কে স্বলাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি একবার সালাম বলেছেন।[৯১৯]

৯১৬. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার কিন্তু পূর্বোক্ত হাদীসে বর্ণিত, ডানে ও বামে সালাম ফিরানের কথা স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহ্‌ইয়া বিন মাঈন ও আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইবনু হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে বলেন, তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন।

৯১৭. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল মুহায়মিন বিন আব্বাস সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনুল জুনায়দ বলেন, তার হাদীস্র দুর্বল। আস-সাজী বলেন, তার নিকট তার পিতা ও দাদার সুত্রে একটি নুসখা রয়েছে, যাতে একধিক মুনকার হাদীস্র রয়েছে। ইবনুল বুরাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৯১৮. তিরমিযী ২৯৬, আহমাদ ২৫৪৫৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আস্‌-স্বনআনী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে বানিয়ে হাদীস্র বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৯১৯. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহ্‌ইয়া বিন রাশিদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্রিকাহ বললেও অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র

٣٠/٥. بَاب رَدِّ السَّلَامِ عَلَى الْإِمَامِ

৫/৩০. অধ্যায় : ইমামের সালামের জবাব দেয়া।

١/٩٢١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدُّوا عَلَيْهِ».

১/৯২১। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবূ বাক্‌র আল-হুযালী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) কাতাদাহ হাসান সামুরা বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ইমাম যখন সালাম ফিরান, তোমরা তখন তার জবাব দিও।[৯২০]

٢/٩٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ».

২/৯২২। আবদাহ বিন আবদুল্লাহ আলী ইবনুল কাসিম হাম্মাম (তিনি নির্ভরযোগ্য কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) কাতাদাহ হাসান সামুরাহ বিন জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ইমামগণকে এবং আমাদের একে অপরকে সালাম দেয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।[৯২১]

٣١/٥. بَاب لَا يَخُصُّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

৫/৩১. অধ্যায় : ইমাম যেন শুধু নিজের জন্য দুআ' না করে।

١/٩٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ».

১/৯২৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বাকীয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ হাবীব বিন স্বালিহ ইয়াযীদ বিন শুরাইহ (মাকবূল) আবূ হাই

বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। হাদীস্বটির ১টি (আত-তাহকীকু ফী মাসায়িলি খিলাফ গ্রন্থের ৬২৪ পৃষ্ঠায়) শাহিদ হাদীস্ব রয়েছে।

৯২০. আবূ দাউদ ১০০১। জামি সগীর ৫৪৮ দঈফ, দঈফা ৬/২৫৬৪, ইরওয়া', দঈফ আবূ দাউদ ১৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ২. আবূ বাক্‌র আল-হুযালী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল।

৯২১. আবূ দাউদ ১০০১। ইরওয়া' ২/৮৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী হাম্মাম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ ও সত্যবাদী। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সংমিশ্রণ করেন।

আল-মুআযিযন➤ স্নাওবান (রাঃ) ◆ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন বান্দা ইমামতি করলে সে যেন অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ' না করে। সে যদি তাই করে, তবে সে মুকতাদীদের সাথে প্রতারণা করলো।[৯২২]

٣٢/٥. بَاب مَا يُقَالُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৫/৩২. অধ্যায় : সালাম ফিরানোর পর যা বলতে হয়।

٩٢٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

১/৯২৪। ◆ আবূ বাক্‌র বিন আবু শায়বাহ➤ আবূ মুআবিয়াহ➤ আসিম আল-আহওয়াল➤ আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস➤ আয়িশাহ (রাঃ) ◆ ◆ মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূ শাওয়ারিব➤ আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ➤ আসিম আল-আহওয়াল➤ আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস➤ আয়িশাহ (রাঃ) ◆ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সালাম ফিরানোর পর নিম্নোক্ত দুআ' পড়ার অতিরিক্ত সময় বসতেন না ঃ "হে আল্লাহ্! আপনিই শান্তি বিধাতা এবং আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি আসে। হে মহিমান্বিত ও গৌরবময় সত্তা! আপনি প্রাচুর্যময়"।[৯২৩]

٩٢٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ مَوْلًى لِأُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا».

২/৯২৫। ◆ আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ➤ শাবাবাহ➤ শু'বাহ➤ মূসা বিন আবূ আয়িশাহ➤ উম্মু সালামাহ এর 'মাওলা' (ইসমু মুবহাম)➤ উম্মু সালামাহ (রাঃ) ◆ নাবী (সাঃ) ফজরের স্বলাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে বলতেন: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا (আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিআঁওয়া রিয্‌কান তয়্যিবা, ওয়া আমালান মুতাকব্বিলা) "হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক ও এবং কবূল হওয়ার যোগ্য কর্মতৎপরতা প্রার্থনা করি"।[৯২৪]

٩٢٦/٣* - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ وَأَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ وَابْنُ الْأَجْلَحِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ

---

৯২২ তিরমিযী ৩৫৭, আবূ দাউদ ৯০। জামি সগীর ৬৩৩৪ দঈফ, তিরমিযী ৩৫৭ দঈফ, আদাবুল মুফরাদ ১০৯৩ স্বহীহ, দঈফ আবূ দাউদ ১১-১২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্নাফ্‌ফা আল-হিমস্নী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমমা নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্নিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্ন বর্ণনায় ভুল করেন।

৯২৩. মুসলিম ৫৯২, তিরমিযী ২৯৮, নাসায়ী ১৩৩৮, আবূ দাউদ ১৫১২, আহমাদ ২৩৮১৭, দারিমী ১৩৪৭। স্বহীহ আবূ দাউদ ১৩৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯২৪. আহমাদ ২৫৯৮২, ২৬০৬২, ২৬১৬০, ২৬১৯১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قَالُوا وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا قَالَ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَنْفَكَّ الْعَبْدُ لَا يَعْقِلُ وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ».

৩/৯২৬। আবূ কুরায়ব ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ (দঈফ বা দুর্বল) ও মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল ও আবূ ইয়াহইয়া আত-তায়মী ও ইবনুল আজলাহ আতা' ইবনুস সায়িব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) তার পিতা (সায়িব বিন মালিক) আবদুল্লাহ বিন আম্র (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি দুটি অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই দুটি অভ্যাস আয়ত্ত করাও সহজ, কিন্তু এ দু'টি অভ্যাস অনুশীলনকারীর সংখ্যা কম। প্রতি ওয়াক্ত স্বলাতের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবর এবং দশবার আলহামদু লিল্লাহ বলা। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে এগুলো তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে গণনা করতে দেখেছি। তিনি বলেন, তা মুখে পড়লে হয় একশত পঞ্চাশ এবং মীযানে হয় এক হাজার পাঁচ শত। সে শয্যা গ্রহণকালে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার একশতবার পড়লে তা তার মুখে হয় একশত এবং মীযানে হয় এক হাজার। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে প্রতিদিন দু' হাজার পাঁচ শত গুনাহ করবে? তারা বলেন, কেউ এ দু'টি অভ্যাস কেন অনুশীলন করবে না। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কেন স্বলাতে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার নিকট এসে বলে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো, এমনকি বান্দা (স্বলাত থেকে) বিচ্ছিন্ন য়ে যায় এবং বুঝতে পারে না (যে, সে কত রাকআত পড়ছে)। অনুরূপভাবে সে তার বিছানায় অবস্থানকালেও শয়তান সেখানে আসে এবং তাকে ঘুম পারাতে থাকে, অবশেষে সে ঘুমিয়ে যায়।[৯২৫]

٩٢٧/٤ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ وَالدُّثُورِ بِالْأَجْرِ يَقُولُونَ كَمَا نَقُولُ وَيُنْفِقُونَ وَلَا نُنْفِقُ قَالَ لِي «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ وَفُتُّمْ مَنْ بَعْدَكُمْ تَحْمَدُونَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ» قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ أَرْبَعٌ.

৪/৯২৭। হুসায়ন ইবনুল হাসান আল-মারওয়াযী সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ বিশর বিন আসিম তার পিতা (আসিম বিন সুফইয়ান) আবূ যার (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) কে বলা হলো (সুফিয়ানের বর্ণনায় আছে, আমি বললাম), হে আল্লাহ্র রসূল! বিত্তবান লোকেরা পুরস্কার লাভে আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে। আমরা যা বলি, তারাও তা বলে এবং তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করে, কিন্তু আমরা তা পারি না। তিনি আমাকে বলেন, আমি কি তোমাদের এমন বিষয় বলে দিবো না, যা কররে তোমরা

৯২৫. তিরমিযী ৩৪১০-১১। মিশকাত ২৪০ সহীহ আবী দাউদ ১৩৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আতা' ইবনুস সায়িব সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার পূর্বে বর্ণিত হাদীসে স্বিকাহ কিন্তু পরে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন আসে।

Contents

তোমাদের অগ্রবর্তীদের ধরতে পারবে এবং তোমরা যাদের অগ্রবর্তী হতে পারবে, তারা তোমাদের অতিক্রম করতে পারবে না? তোমরা প্রতি ওয়াক্ত স্বলাতের পর আলহামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার ৩৩ বার, ৩৩বার এবং ৩৪ বার পাঠ করবে। সুফ্ইয়ান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার মনে নেই যে,কোন কলেমাটি ৩৪ বার পাঠ করতে হবে।[৯২৬]

٩٢٨/٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ «اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

৫/৯২৮। হিশাম বিন আম্মার > আবদুল হামীদ বিন হাবীব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) > আওযাঈ > শাদ্দাদ আবূ আম্মার > আবূ আসমা' আর-রাহাবী > স্বাওবান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ; আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম দিমাশকী > ওয়ালীদ বিন মুসলিম > আওযাঈ > শাদ্দাদ আবূ আম্মার > আবূ আসমা' আর-রাহাবী > স্বাওবান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বলাত সমাপনান্তে তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, অতঃপর বলতেন: اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম, ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম) "হে আল্লাহ্! আপনি শান্তিদাতা এবং আপনার পক্ষ থেকে শান্তি পাওয়া যায়। হে মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী! আপনি বরকতময় প্রাচুর্যময়।"[৯২৭]

٥/٣٣. بَاب الِانْصِرَافِ مِنْ الصَّلَاةِ

৫/৩৩. অধ্যায় : স্বলাত শেষে ফিরে বসা।

٩٢٩/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «أَمَّنَا النَّبِيُّ ﷺ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا».

১/৯২৯। উস্বমান বিন আবূ শায়বাহ > আবূল আহওয়াস্ব > সিমাক > কাবীস্বাহ বিন হুল্ব (মাকবূল) > তার পিতা (হুলব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের ইমামতি করতেন এবং (সালাম ফিরিয়ে) তাঁর উভয় দিকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর চেহারা ঘুরাতেন।[৯২৮]

٩٣٠/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ «لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءًا يَرَى أَنَّ حَقًّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ».

---

৯২৬. আহমাদ ৭২০২, দারিমী ১৩৫৩। স্বহীহাহ ১১২৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৯২৭. মুসলিম ৫৯১, তিরমিযী ৩০০, আবূ দাউদ ১৫১২, আহমাদ ২১৯০২, দারিমী ১৩৪৮। স্বহীহ আবী দাউদ ১৩৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯২৮. তিরমিযী ৩০১, আবূ দাউদ ১০৪১, আহমাদ ২১৪৬০, ২১৪৬৮। স্বহীহ আবূ দাউদ ৯৫৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

২/৯৩০। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আ'মাশ উমারাহ আল-আসওয়াদ বলেন, আবদুল্লাহ আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আ'মাশ উমারাহ আল-আসওয়াদ বলেন, আবদুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন নিজের মধ্যে শায়তানের জন্য অংশ নির্ধারিত না করে। সে মনে করে যে, তার প্রতি আল্লাহ্‌র অধিকার হলো, কেবল তার ডান দিকে মোড় ঘোরা। অথচ আমি রসূলুল্লাহ কে প্রায়ই তাঁর বাম দিকে ঘুরে বসতে দেখেছি।[৯২৯]

٩٣١/٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ».

৩/৯৩১। বিশর বিন হিলাল আস্‌-স্বওয়াফ ইয়াযীদ বিন যুরায়' হুসায়ন আল-মুআল্লিম আম্‌র বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) তার দাদা (আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব) তিনি বলেন, আমি নাবী কে স্বলাত শেষে তাঁর ডান দিকে ও বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতে দেখেছি।[৯৩০]

٩٣٢/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ ثُمَّ يَلْبَثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ».

৪/৯৩২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আহমাদ বিন আবদুল মালিক বিন ওয়াকিদ ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব হিন্দ বিনতু হারিস্ উম্মু সালামাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স্বলাত শেষে সালাম ফিরানোর পর মহিলারা উঠে চলে যেতেন। অতঃপর তিনি উঠে যাওয়ার আগে নিজ জায়গায় কিছুক্ষণ াপেক্ষা করতেন।[৯৩১]

٣٤/٥. بَاب إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَوُضِعَ الْعَشَاءُ

৫/৩৪. অধ্যায় : স্বলাতের সময় রাতের আহার পরিবেশন করা হলে।

٩٣٣/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».

১/৯৩৩। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ যুহরী আনাস বিন মালিক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বলেন, (একই সময়) স্বলাতের ইকামত ও আহার দেয়া হলে, তোমরা আগে আহার করো।[৯৩২]

---

৯২৯. বুখারী ৮৫২, মুসলিম ৭০৭, নাসায়ী ১৩৬০, আবূ দাউদ ১০৪২, দারিমী ১৩৫০। স্বহীহ আবূ দাউদ ৯৫৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৩০. আহমাদ ৬৭৪৪, ৬৯৮২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৯৩১. বুখারী ৮৩৭, ৮৫০, ৮৬৬, ৮৭৫; নাসায়ী ১৩৩৩, আবূ দাউদ ১০৪০, আহমাদ ২৬১৪৮। স্বহীহ আবী দাউদ ৯৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৩২. বুখারী ৬৭২, ৫৪৬৪; মুসলিম ৫৫৭, তিরমিযী ৩৫৩, নাসায়ী ৮৫৩, আহমাদ ১১৫৬০, ১১৬৬৬, ১২২৩৪, ১২৯৯৯, ১৩০৭৯, ১৩১৮৮; দারিমী ১২৮১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٩٣٤/٢ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ قَالَ فَتَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةً وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ».

২/৯৩৪। আযহার বিন মারওয়ান আবদুল ওয়ারিস আয়্যূব নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রাতের খাবার উপস্থিত করা হলে এবং (একই সময়) স্বলাতের ইকামাত দেয়া হলে তোমরা প্রথমে আহার করো। রাবী বলেন, ইবনু উমার (রাঃ) এক রাতে ইকামাত পশ্রবণরত অবস্থায় আহার করেন।[৯৩৩]

٩٣٥/٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ».

৩/৯৩৫। সাহল বিন আবূ সাহল সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ (রাঃ) আলী ইবনু মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, রাতের খাবার উপস্থিত হলে এবং স্বলাতের ইকামাতও দেয়া হলে তোমরা আগে আহার করো।[৯৩৪]

٣٥/٥. بَاب الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ

৫/৩৫. অধ্যায় : বৃষ্টিমুখর রাতে স্বলাতের জামাআত।

٩٣٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ خَرَجْتُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ فَقَالَ أَبِي مَنْ هَذَا قَالَ أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَتْنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ».

১/৯৩৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন ইবরাহীম খালিদ আল-হাযযা' আবুল মালীহ উসামা বিন উমায়র (রাঃ) (আবুল মালীহ) বলেন, আমি এক বৃষ্টিমুখর রাতে বের হলাম। আমি ফিরে এসে ঘরের দরজা খুলতে বললাম। আমার পিতা (উসামা বিন উমায়র (রাঃ))বলেন, কে? আমি বললাম, আবূ মালীহ। তিনি বলেন, আমরা হুদায়বিয়ার দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমাদেরকে বৃষ্টিতে পেলো, যাতে আমাদের জুতার তলাও সিক্ত হয়নি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষক ডেকে বলেন, তোমাদের শিবিকায় স্বলাত পড়ে নাও।[৯৩৫]

٩٣٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوْ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ».

---

৯৩৩. বুখারী ৬৭৪, মুসলিম ৫৫৯, তিরমিযী ৩৫৪, আবূ দাউদ ৩৭৫৭, আহমাদ ৫৭৭২, ৬৩২৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৩৪. বুখারী ৬৭১, ৫৪৬৫; মুসলিম ৫৫৮, আহমাদ ২৩৬০০, ২৩৭২৫, ২৫০৯৩; দারিমী ১২৮০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৩৫. নাসায়ী ৮৫৪, আবূ দাউদ ১০৫৭, আহমাদ ১৯৭৬৯, ২০১৮৮। ইরওয়া' ২/৩৪১, ৩৪২, স্বহীহ আবী দাউদ ৯৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/৯৩৭। ∝মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ ✕ সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ ✕ আয়্যুব ✕ নাফি' ✕ ইবনু উমার (রাঃ) ∝ তিনি বলেন, বৃষ্টিপাতের রাতে অথবা শীতের রাতে বায়ু প্রবাহ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘোষক ডেকে বলতেন, তোমরা তোমাদের আবাসস্থলে স্বলাত পড়ো।[৯৩৬]

٩٣٨/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يَوْمِ مَطَرٍ «صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ».

৩/৯৩৮। ∝আবদুর রহমান বিন আবদুল ওয়াহহাব ✕ দহ্‌হাক বিন মাখলাদ ✕ আব্বাদ বিন মানসূর ✕ আতা' ✕ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ∝ নাবী (সাঃ) বৃষ্টিমুখর জুমুআহ্‌র দিনে বলেনঃ তোমরা তোমাদের নিজ নিজ আবাসে স্বলাত পড়ো।[৯৩৭]

٩٣٩/٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ مَا هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي» تَأْمُرُنِي أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ بُيُوتِهِمْ فَيَأْتُونِي يَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِهِمْ.

৪/৯৩৯। ∝আহমাদ বিন আবদাহ ✕ আব্বাদ বিন আব্বাদ আল-মুহাল্লাবী ✕ আসিম আল-আহওয়াল ✕ আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস বিন নাওফাল ✕ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ∝ জুমুআহ্‌র দিন মুয়াযযিনকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। দিনটি ছিল বৃষ্টিমুখর। মুয়াযযিন বলেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। অতঃপর তিনি বলেন, লোকেদের মাঝে ঘোষণা দাও যে, তারা যেন তাদের আবাসে স্বলাত পড়ে। লোকেরা তাকে বললো, আপনি একি করলেন? তিনি বলেন, আমার চেয়ে মহান ব্যক্তি এটাই করেছেন। তোমরা কি আমাকে নির্দেশ দাও যে, আমি লোকেদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করি, আর তারা হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে আমার নিকট উপস্থিত হোক?[৯৩৮]

٣٦/٥. بَاب مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

৫/৩৬. অধ্যায় : স্বলাতী যা দিয়ে সুতরা বানাবে।

٩٤٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

---

৯৩৬. বুখারী ৬৩২, ৬৬৬; মুসলিম ৬৯৭/১-২, নাসায়ী ৬৫৪, আবূ দাউদ ১০৬০-৬৩, আহমাদ ৪৪৬৪, ৪৫৬৬, ৫১২৯, ৫২৮০, ৫৭৬৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৫৯, দারিমী ১২৭৫। ইরওয়া' ৫৫৩, স্বহীহ আবূ দাউদ ১৭০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৩৭. বুখারী ৬১৬, ৬৬৮, ৯০১; মুসলিম ৬৯৯, আবূ দাউদ ১০৬৬, ইবনু মাজাহ ৯৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্বের রাবী আব্বাদ বিন মানসূর সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান স্বিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে একাধিক হাদীস্ব মুনকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন।

৯৩৮. বুখারী ৬১৬, ৬৬৮, ৯০১; মুসলিম ৬৯৯, আবূ দাউদ ১০৬৬, ইবনু মাজাহ ৯৩৮। ইরওয়া' ৫৫৪, স্বহীহ আবূ দাউদ ৯৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১/৯৪০। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উমার ইবু উআইদ সিমাক বিন হারব মূসা বিন তালহাহ তার পিতা (তালহাহহ্ (রাঃ)) তিনি বলেন, আমরা স্বলাত পড়তাম, আর চতুষ্পদ জন্তু আমাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতো। বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট উত্থাপন করা হলে তিনি বলেনঃ তোমাদের কারো সামনে শিবিকার খুঁটির ন্যায় কিছু থাকলে তার সামনে দিয়ে যে কেউ অতিক্রম করলে তা তার কোন ক্ষতি করবে না।[৯৩৯]

٩٤١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «تُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِي السَّفَرِ فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا».

২/৯৪১। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কী উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ)[৯৪০] তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সফরকালে তাঁর জন্য একটি বর্শা সাথে নেয়া হতো। তিনি তা মাটিতে গেড়ে তার দিকে ফিরে স্বলাত আদায় করতো।[৯৪১]

٩٤٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حَصِيرٌ يُبْسَطُ بِالنَّهَارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ يُصَلِّي إِلَيْهِ».

৩/৯৪২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার উবায়দুল্লাহ বিন উমার সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি চাটাই ছিল, যা দিনের বেলা বিছানো হতো এবং রাতে তিনি তা দিয়ে ঘের তৈরি করে সেদিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করতো।[৯৪২]

٩٤٣/٤ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح و حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

৪/৯৪৩। বাকর বিন খালফ আবূ বিশর হুমায়দ ইবনুল আসওয়াদ ইসমাঈল বিন উমায়্যাহ আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স তার দাদা হুরায়স বিন সুলাইম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) আম্মার বিন খালিদ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ ইসমাঈল বিন উমায়্যাহ আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স তার দাদা হুরায়স বিন সুলাইম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়বে তখন তার সামনে

---

৯৩৯. মুসলিম ৪৯৯, তিরমিযী ৩৩৫, আবূ দাউদ ৬৮৫, আহমাদ ১৩৯১, ১৩৯৬। স্বহীহ আবী দাউদ ৬৮৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৯৪০. হাদীসটি মোট ৪টি সনদে বর্ণিত হয়েছে।

৯৪১. বুখারী ৪৯৪, ৪৯৮, ৯৭২-৭৩; মুসলিম ৫০১/১-২, নাসায়ী ৭৪৭, ১৫৬৫; আবূ দাউদ ৬৮৭, আহমাদ ৫৭০০, ৬২৫০, ৬২৮৩, ৬৩৫২; দারিমী ১৪১০, ইবনু মাজাহ ১৩০৪, ১৩০৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৪২. বুখারী ৫৮৬২, মুসলিম ৭৮২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

কোন একটি কিছু দিয়ে দিবে। যদি কোন কিছু না পাই তবে একটি লাঠি দাঁড় করাবে। তাও যদি না পাই তবে দাগ দিয়ে দিবে। এরপর তার সামনে দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলেও (নামাযের) কোন ক্ষতি হবে না।[৯৪৩]

٣٧/٥. بَاب الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي

৫/৩৭. অধ্যায় : স্বলাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা।

٩٤٤/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَرْسَلُونِي إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَأَخْبَرَنِي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ سُفْيَانُ فَلَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ صَبَاحًا أَوْ سَاعَةً.

১/৯৪৪। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ সালিম আবূ নাদর বুসর বিন সাঈদ যায়দ বিন খালিদ (রাঃ) (বুসর বিন সাঈদ) বলেন, স্বলাতীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য সহাবীগণ আমাকে যায়দ বিন খালিদ (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন, স্বলাতীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে "চল্লিশ" পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম। সুফইয়ান (রহঃ) বলেন, চল্লিশ দ্বারা তিনি চল্লিশ বছর না মাস না দিন, না ঘণ্টা বুঝিয়েছেন তা আমি অবগত নই।[৯৪৪]

٩٤٥/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ يَسْأَلُهُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّي كَانَ لَأَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ قَالَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ».

২/৯৪৫। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান সালিম আবূ নাদর বুসর বিন সাঈদ আবূ জুহাইম আল-আনসারী (রাঃ) (বুসর বিন সাঈদ) বলেন, যায়দ বিন খালিদ (রাঃ) আবূ জুহাইম আল-আনসারী (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে পাঠান ঃ স্বলাতরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী সম্পর্কে আপনি নাবী (ﷺ)-এর নিকট কি শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের যে কেউ তার স্বলাতরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার পরিণতি সম্পর্কে যদি জানতো, তাহলে অবশ্যি সে 'চল্লিশ' পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম ভাবতো। রাবী বলেন, তিনি কি চল্লিশ বছর অথবা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ দিন বলেছেন তা আমি অবগত নই।[৯৪৫]

---

৯৪৩. আবূ দাউদ ৬৮৯, আহমাদ ৭৩৪৫, ৭৪১১, ৭৫৬০। আবূ দাউদ ৬৮৯ দঈফ, জামি সগীর ৫৬৯ দঈফ, মিশকাত ৭৮১ দঈফ, স্বহীহ তারগীব ৫৬০, স্বহীহ আবূ দাউদ ৬৯৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ আমর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হুরায়স সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচিয় সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

৯৪৪. বুখারী ৫১০, মুসলিম ৫০৭, তিরমিযী ৩৩৬, নাসায়ী ৭৫৬, আবূ দাউদ ৭০১, আহমাদ ১৬৬০৩, ১৭০৮৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৫, দারিমী ১৪১৬-১৭, ইবনু মাজাহ ৯৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী।

৯৪৫. বুখারী ৫১০, মুসলিম ৫০৭, তিরমিযী ৩৩৬, নাসায়ী ৭৫৬, আবূ দাউদ ৭০১, আহমাদ ১৬৬০৩, ১৭০৮৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৫, দারিমী ১৪১৬-১৭, ইবনু মাজাহ ৯৪৪। স্বহীহ তারগীর ৫৬০, স্বহীহ আবূ দাউদ ৬৯৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٩٥٦/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهِبٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَأَنْ يُقِيمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْخَطْوَةِ الَّتِي خَطَاهَا».

৩/৯৪৬। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' উবায়দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ইবনু মাওহিব (তিনি নির্ভরযোগ্য রাবী নন) তার চাচা (উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহিব) মাকবূল আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের যে কেউ যদি জানতো যে, তার স্বলাতরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে তার অতিক্রম করার পরিণতি কি, তাহলে সে এ ধরনের পদক্ষেপ ফেলার চাইতে এক শত বছর দাঁড়িয়ে থাকাকে অবশ্যি অধিক উত্তম মনে করতো।[৯৪৬]

٣٨/٥. بَاب مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

৫/৩৮. অধ্যায় : যা স্বলাত নষ্ট করে।

٩٤٧/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي بِعَرَفَةَ فَجِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا ثُمَّ دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ».

১/৯৪৭। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরাফাতের ময়দানে স্বলাত পড়ছিলেন। আমি ও ফাদল গাধায় চড়ে স্বলাতের একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম। আমরা গাধার পিঠ থেকে নেমে সেটিকে ছেড়ে দিয়ে স্বলাতের কাতারে শামিল হলাম।[৯৪৭]

٩٤٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ هُوَ قَاصُّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ فَرَجَعَ فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «هُنَّ أَغْلَبُ».

২/৯৪৮। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন কায়স (তিনি উমার বিন আবদুল আযীয এর মুখপাত্র ছিলেন) তার পিতা (কায়স) মাজহুল বা অপরিচিত উম্মু সালামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

৯৪৬. আহমাদ ৮৬২০। জামি সগীর ৪৮৫৯ দঈফ, মিশকাত ৭৮৭ দঈফ, দঈফ তারগীব ২৯৯, স্বহীহ আবূ দাউদ ৬৯৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ইনু মাওহিব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আল-আজালী স্বিকাহ বলেছেন। সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। ২. উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহিব সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও ইমাম শাফিঈ বলেন, আমি তাকে চিনি না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত।

৯৪৭. বুখারী ৭৬, ৪৯৩, ৮৬১, ১৮৫৭, ৪৪১২; মুসলিম ৫০৪/১-২, তিরমিযী ৩৩৭, নাসায়ী ৭৫২, ৭৫৪; আবূ দাউদ ৭১৫-১৬, আহমাদ ১৮৯৪, ২৩৭২, ৩১৭৪, ৩৪৪৪; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৬৯, দারিমী ১৪১৫। স্বহীহ আবী দাউদ ৭০৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর ঘরে স্বলাত পড়ছিলেন। আবদুল্লাহ অথবা উমার বিন আবূ সালামাহ তাঁর সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হলে তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করলে তিনি ফিরে যান। তারপর যয়নব বিনতে উম্মু সালামাহ (রাঃ) যেতে চাইলে তাকেও তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করেন, কিন্তু তিনি অতিক্রম করে চলে যান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বলাত শেষে বলেন, নারীরা (পুরুষের উপর) বিজয়ী।[৯৪৮]

٩٤٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ».

৩/৯৪৯। আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী - ইয়াহইয়া বিন সাঈদ - শু'বাহ - কাতাদাহ - জাবির বিন যায়দ - ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, কালো বর্ণের কুকুর ও ঋতুবর্তী নারী স্বলাত নষ্ট করে।[৯৪৯]

٩٥٠/٤ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ».

৪/৯৫০। যায়দ বিন আখযাম আবূ তালিব - মু'আয বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) - আমার পিতা (হিশাম) - কাতাদাহ - যুরারাহ বিন আওফা - সা'দ বিন হিশাম - আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, নারী, কুকুর ও গাধা স্বলাত নষ্ট করে।[৯৫০]

٩٥١/٥ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ».

৫/৯৫১। জামীল ইবনুল হাসান - আবদুল আ'লা - সাঈদ - কাতাদাহ - হাসান - আবদুল্লাহ বিন মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, নারী, কুকুর ও গাধা স্বলাত নষ্ট করে।[৯৫১]

٩٥٢/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قَالَ قُلْتُ مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».

৬/৯৫২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার - মুহাম্মাদ ইবুন জা'ফার - শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) - হুমায়দ বিন হিলাল - আবদুল্লাহ ইবনুস্‌-স্বামিত - আবূ যার (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, স্বলাতীর সামনে শিবিকার খুঁটির ন্যায় কোন জিনিস না থাকলে নারী, গাধা ও কালো বর্ণের কুকুর তার স্বলাত নষ্ট করে। অধস্তন

৯৪৮. আহমাদ ২৫৯৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমমা নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ২. কায়স সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

৯৪৯. নাসায়ী ৭৫১, আবূ দাউদ ৭০৩-৪, আহমাদ ৩২৩১। স্বহীহ আবূ দাউদ ৭০০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৫০. মুসলিম ৫১১, আহমাদ ৯২০৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৫১. আহমাদ ১৬৩৫৫, ২০০৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

রাবী বলেন, আমি বললাম, লাল বর্ণের কুকুর থেকে কালো বর্ণের কুকুরের পার্থক্য কি? তিনি বলেন, তুমি আমাকে যেরূপ জিজ্ঞেস করলে আমিও রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে তদ্রূপ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, কালো কুকুর হলো শয়তান।[৯৫২]

٣٩/٥. بَاب ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ

৫/৩৯. অধ্যায় : স্বলাতীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে যথাসাধ্য বাধা দাও।

٩٥٣/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَبُو الْمُعَلَّى عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَذَكَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدْيِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي يَوْمًا فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقِبْلَةَ».

১/৯৫৩। ◊আহামাদ বিন আবদাহ ⟩⟨ হাম্মাদ বিন যায়দ ⟩⟨ ইয়াহইয়া আবূল মুআল্লা ⟩⟨ আল-হাসান আল-উরানী (রহঃ) ⟩⟨..............⟩⟨ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ⟩◊ (আল-হাসান আল-উরানী) বলেন, কিসে স্বলাত নষ্ট করে তা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উপস্থিতিতে আলোচিত হলো। লোকেরা কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোকের কথা উল্লেখ করলো। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ছয়-সাত মাসের বকরীর বাচ্চা সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? রসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন স্বলাত পড়ছিলেন। তাঁর সামনে দিয়ে ছয়-সাত মাসের একটি বকরীর বাচ্চা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ (ﷺ) সেটিকে কিবলার দিক থেকে হটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন।[৯৫৩]

٩٥٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ».

২/৯৫৪। ◊আবূ কুরায়ব ⟩⟨ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) ⟩⟨ ইবনু আজলান ⟩⟨ যায়দ বিন আসলাম ⟩⟨ আবদুর রহমান বিন আবূ সাঈদ (রহঃ) ⟩⟨ তার পিতা (আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)) ⟩◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের যে কেউ স্বলাত আদায় করতে চাইলে যেন সুতরা সামনে রেখে স্বলাত পড়ে এবং তার নিকটবর্তী হয়। সে যেন তা সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। অতএব যদি কেউ সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ সে একটা শয়তান।[৯৫৪]

٩٥٥/٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ وَالْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» و قَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى.

---

৯৫২. মুসলিম ৫১০, তিরমিযী ৩৩৮, নাসায়ী ৭৫০, আবূ দাঊদ ৭০২, আহমাদ ২০৮১৬, ২০৮৩৫, ২০৮৭০, ২০৯১৪, ২০৯২০; দারিমী ১৪১৪। স্বহীহ আবী দাঊদ ৬৯৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৫৩. আবূ দাঊদ ৭০৯, আহমাদ ২২২৩, ২৮০১, ৩১৫৭, ৩১৮৩। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৭০২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৫৪. বুখারী ৫০৯, ৩২৭৫; মুসলিম ৫০৫, নাসায়ী ৭৫৭, ৪৮৬২; আবূ দাঊদ ৬৯৭, ৬৯৯, ৭০০; আহমাদ ১০৯০৬, ১১০০১, ১১০৬৭, ১১১৪৬, ১১২১৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৬৪, দারিমী ১৪১১। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৬৯৪, ৬৯৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৩/৯৫৫। হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল ও হাসান বিন দাঊদ আল-মুনকাদীরী ইবনু আবূ ফুদায়ক দহ্হাক বিন উসমান সাদাকাহ বিন ইয়াসার আবদুল্লাহ বিন উমার রসূলুল্লাহ বলেন, তোমাদের কেউ যখন সলাত পড়ে, তখন সে যেন তার সামনে দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়। যদি সে অস্বীকার করে তবে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কেননা তার সাথে তার সহযোগী (শয়তান) রয়েছে। আল-হাসান বিন দাঊদ আল-মুনকাদিরী বলেন, নিশ্চয় তার সাথে উয্যা (প্রতিমা) রয়েছে।[৯৫৫]

٥/٤٠. بَاب مَنْ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ

৫/৪. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি তার ও কিবলার মাঝখানে কিছু থাকা অবস্থায় সলাত পড়লে।

٩٥٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ».

১/৯৫৬। আবূ বাক্র ইবুন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান যুহরী উরওয়াহ আয়িশাহ নাবী রাতে সলাত আদায় করতো এবং আমি তখন তাঁর ও কিকবলার মাঝখানে জানাযাহর লাশের ন্যায় আড়াআড়িভাবে শোয়া থাকতাম।[৯৫৬]

٩٥٧/٢ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

২/৯৫৭। বাকর বিন খালফ ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ইয়াযীদ বিন যুরায়' খালিদ আল-হায্যা' আবূ কিলাবাহ যায়নব বিনতু আবূ সালামাহ তার মাতা (উম্মু সালামাহ) তিনি বলেন যে, তার বিছানা রসূলুল্লাহ -এর সাজদাহর স্থানের দিকে ছিল।[৯৫৭]

٩٥٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي وَأَنَا بِحِذَائِهِ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ».

৩/৯৫৮। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আব্বাদ ইবনুল আওওয়াম শায়বানী (সুলায়মান বিন আবূ সুলায়মান ফাইরূয) আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ নাবী -এর স্ত্রী মায়মূনাহ তিনি বলেন, নাবী সলাত আদায় করতো এবং আমি তাঁর সামনে থাকতাম। তিনি সাজদাহয় গেলে কখনো কখনো তাঁর পরিধেয় বস্ত্র (কাপড়) আমার শরীরে লাগতো।[৯৫৮]

٩٥٩/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّائِمِ».

---

৯৫৫. মুসলিম ৫০৬, আহমাদ ৫৫৬০। সহীহ তারগীব ১/৫৬২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৯৫৬. বুখারী ৫১৪-১৫, ৫১৯, ৯৯৭, ১২০৯, ৬২৭৬, নাসায়ী ১৬৬-৬৭, ১৬৮; আবূ দাউদ ৪১০-১৪, আহমাদ ২৩৬৪৯, ২৩৭৫৩, ২৪৬২৪, ২৫৩৫৬, ২৫৬৪৯; মুওয়াত্তা মালিক ২৫৮, দারিমী ১৪১৩। সহীহ আবী দাউদ ৭০৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৯৫৭. আবূ দাউদ ৪১৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৯৫৮. বুখারী ৩৩৩, ৩৭৯, ৩৮১, ৫১৭-১৮; মুসলিম ৫১৩/১-২, নাসায়ী ৭৩৮, আবূ দাউদ ৬৫৬, আহমাদ ২৬২৬৫, ২৬২৬৮; দারিমী ১৩৭৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪/৯৫৯। (মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল) (যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি স্নাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেছেন)) (আবুল মিকদাম (হিশাম বিন যিয়াদ) মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) (মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব) (ইবনু আব্বাস (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বাক্যালাপে রত ব্যক্তি ও ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[৯৫৯]

٤١/٥. بَاب النَّهْيِ أَنْ يُسْبَقَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

৫/৪১. অধ্যায় : ইমামের আগে রুকূ' ও সাজদাহয় যাওয়া নিষিদ্ধ।

٩٦٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا أَنْ «لَا نُبَادِرَ الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا».

১/৯৬০। (আবূ বাক্‌র বিন আবু শায়বাহ) (মুহাম্মাদ বিন উবায়দ) (আ'মাশ) (আবূ স্নালিহ) (আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন যে, আমরা যেন ইমামের আগে রুকূ' ও সাজদাহয় না যাই। তিনি আরো বলেন, ইমাম যখন তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলো এবং তিনি যখন সাজদাহ করেন, তোমরাও তখন সাজদাহ করো।[৯৬০]

٩٦١/٢ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ».

২/৯৬১। (হুমায়দ বিন মাসআদাহ ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ) (হাম্মাদ বিন যায়দ) (মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ) (আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের আগে (রুকূ'-সাজদাহ থেকে) মাথা তোলে সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দিবেন?[৯৬১]

٩٦٢/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ دَارِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ فَإِذَا رَكَعْتُ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعْتُ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِي إِلَى الرُّكُوعِ وَلَا إِلَى السُّجُودِ».

৩/৯৬২। (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) (আবূ বদর শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)) (যিয়াদ বিন খায়স্নামাহ) (আবূ ইসহাক) (দারিম (মাজহুল

---

৯৫৯. আবূ দাঊদ ৬৯৪। ইরওয়া' ৩৭৫, স্নহীহ আবী দাঊদ ৬৯২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্নের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্নমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্নিকাহ বলেছেন। ২. আবূল মিকদাম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়ির স্নিকাহ।

৯৬০. বুখারী ৭২২, ৭৩৪; মুসলিম ৪১৪-১৭, নাসায়ী ৯২১-২২, আবূ দাঊদ ৬০৩, আহমাদ ৭১০৪, ৮২৯৭, ৮৬৭২, ৯০৭৪, ৯১৫১, ২৭২০৯, ২৭২১৫, ২৭২৭৩, ২৭৩৮৩; দারিমী ১৩১১, ইবনু মাজাহ ৮৪৬, ১২৩৯। স্নহীহ আবী দাঊদ ৬৩১-৬৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্নহীহ।

৯৬১. বুখারী ৬৯১, মুসলিম ৪২৭/১-২, তিরমিযী ৫৮২, নাসায়ী ৮২৮, আবূ দাঊদ ৬২৩, আহমাদ ৭৪৮১, ৭৬১২, ৯২১১, ৯৫৭৪, ৯৭৫৪, ১০১৬৮; দারিমী ১৩১৬। ইরওয়া' ৫১০, স্নহীহ আবী দাঊদ ৬৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্নহীহ।

বা অপরিচিত)⟩সাঈদ বিন আবূ বুরদাহ⟩আবূ বুরদাহ⟩আবূ মূসা (আশআরী) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি এখন ভারী হয়ে গেছি। অতএব আমি যখন রুকূ' করি, তোমরাও তখন রুকূ' করো এবং আমি যখন মাথা উঠাই, তোমরাও তখন মাথা উঠাও। আমি যখন সাজদাহ্ করি, তোমরাও তখন সাজদাহ্ করো। আমি যেন কোন ব্যক্তিকে আমার আগে রুকূ' ও সাজদাহ্য় যেতে না দেখি।[৯৬২]

٩٦٣/٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ فَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ».

৪/৯৬৩। হিশাম বিন আম্মার⟩সুফইয়ান⟩ইবনু আজলান⟩মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হিব্বান⟩ইবনু মুহায়রিয⟩মুআবিয়াহ বিন আবূ সুফইয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। আবূ বিশর বাকর বিন খালফ⟩ইয়াহইয়া বিন সাঈদ⟩ইবনু আজলান⟩মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হিব্বান⟩ইবনু মুহায়রিয⟩মুআবিয়াহ বিন আবূ সুফইয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা আমার আগে রুকূ'-সাজদাহ্য় যাবে না। যখনই আমি তোমাদের আগে রুকূ'তে যাই, তোমরা আমাকে মাথা তোলার পূর্বেই পেয়ে যাও। আবার যখনই আমি তোমাদের আগে সাজদাহ্য় যাই, তোমরা আমাকে মাথা তোলার পূর্বেই পেয়ে যাও। নিশ্চয় এখন আমি (বয়সের কারণে) ভারী হয়ে গেছি।[৯৬৩]

٤٢/٥. بَاب مَا يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ

৫/৪২. অধ্যায় : স্বলাতের মাকরূহসমূহ

٩٦٤/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيُّ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ مِنْ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ».

১/৯৬৪। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম দিমাশকী⟩বিন আবূ ফুদায়ক⟩হারূন বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হুদায়র আত-তাইমী (দঈফ বা দুর্বল)⟩আ'রাজ⟩আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তির তার স্বলাত থেকে অবসর না হয়েই অধিক বার তার কপাল মোছা রূঢ় আচরণের অন্তর্ভুক্ত।[৯৬৪]

---

৯৬২. স্বহীহাহ ১৭২৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী দারিম সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত।

৯৬৩. আবূ দাউদ ৬১৯, আহমাদ ১৬৩৯৬, ১৬৪৪৯; দারিমী ১৩১৫। ইরওয়া' ২৮৯-২৯০, স্বহীহ আবূ দাউদ ৬৩০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

৯৬৪. ইরওয়া ৩৮২ দঈফ, জামি সগীর ৫৭৫ দঈফ, ১৯৯৩ দঈফ, দঈফাহ ৮৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী হারূন বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হুদায়র আত-তাইমী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার ও তার হাদীসের ব্যাপারে অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন।

٩٦٥/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ».

২/৯৬৫। ইয়াহইয়া বিন হাকীম আবূ কুতাইবাহ য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক ও ইসরায়ীল বিন য়ূনুস আবূ ইসহাক হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন, তিনি রাফেযী ও হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল আলী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তুমি স্বলাতরত অবস্থায় তোমার আঙ্গুলগুলো মটকাবে না।[৯৬৫]

٩٦٦/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ سُفْيَانُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ».

৩/৯৬৬। আবু সাঈদ সুফইয়ান বিন যিয়াদ আল-মুআদ্দিব মুহাম্মাদ বিন রাশিদ (মাকবূল) হাসান বিন যাকওয়ান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) আতা আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যে কোন ব্যক্তিকে স্বলাতরত অবস্থায় তার মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেছেন।[৯৬৬]

٩٦٧/٤ - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصَابِعِهِ».

৪/৯৬৭। আলকামাহ বিন আমর আদ-দারিমী (صدوق له غرائب) আবূ বাক্র বিন আয়্যাশ মুহাম্মাদ বিন আজলান সাঈদ আল-মাকবূরী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু মৃত্যুর ৪বছর পূর্বে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) কা'ব বিন 'উজরাহ (রাঃ) রসূলূল্লাহ্ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে স্বলাতরত অবস্থায় তার এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবেশ করাতে দেখলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার আঙ্গুলসমূহ ফাঁকা (পৃথক) করে দিলেন।[৯৬৭]

٩٦٨/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ وَلَا يَعْوِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ».

৫/৯৬৮। মুহাম্মাদ ইবনুস্র-স্রাব্বাহ হাফস্র বিন গিয়াস্র আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আল-মাকবূরী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) তার পিতা (সাঈদ আল-মাকবূরী) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ

---

৯৬৫. জামি সগীর ৬২৫১ দঈফ, দঈফা ৪৭৮৭, ইরওয়া' ৩৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন স্বালিহ আল-মিস্রী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন।

৯৬৬. আবূ দাঊদ ৬৪৩। মিশকাত ৭৬৪, স্বহীহ আবূ দাঊদ ৬৫০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

৯৬৭. তিরমিযী ৩৮৬, আবূ দাঊদ ৫৬২, আহমাদ ১৭৬৩৭, ১৭৬৪৬, ১৭৬৬৪; দারিমী ১৪০৪। ইরওয়া ৩৭৯ দঈফ, ইরওয়া' ৩৭৯, মিশকাত ৯৯৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

(ﷺ) ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন তার হাত তার মুখের উপর রাখে এবং সজোরে শব্দ না করে। কেননা তাতে শয়তান হাসে।[৯৬৮]

٩٦٩/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ وَالْحَيْضُ وَالنُّعَاسُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الشَّيْطَانِ».

৬/৯৬৯। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বাহ আল-ফযল বিন দুকাইন শারীক আবূল ইয়াকযান (দঈফ বা দুর্বল) আদী বিন সাবিত তার পিতা (সাবিত) (মাজহুলুল হাল) তার দাদা (উবায়দুল্লাহ বিন আযিব (রাঃ)) নাবী (ﷺ) বলেন, সলাতরত অবস্থায় থুথু, নাকের শ্লেষ্মা, হায়িদ ও তন্দ্রা আসে শায়তানের পক্ষ থেকে।[৯৬৯]

٤٣/٥. بَاب مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

৫/৪৩. অধ্যায় : লোকজন অপছন্দ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাদের ইমামতি করে।

٩٧٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ وَمَنْ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا».

১/৯৭০। আবূ কুরায়ব আবদাহ বিন সুলায়মান ও জা'ফার বিন আওন আল-ইফরীকী (হাদীস সংরক্ষণে খুবই দুর্বল) ইমরান (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আম্র (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তিন ব্যক্তির সলাত কবূল হয় না ঃ যে ব্যক্তি লোকেদের ইমামতি করে তাকে তারা অপছন্দ করা সত্ত্বেও, যে ব্যক্তি সলাতের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর সলাত পড়ে এবং যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস বানায়।[৯৭০]

---

৯৬৮. বুখারী ৩২৮৯, তিরমিযী ২৭৪৬-৪৭, আহমাদবুখারী ৫০২৮, আহমাদ ৭২৫২, ৭৫৪৫, ৯২৪৬, ১০৩১৭, ১০৩২৯। মিশকাত ৯৯৩, দঈফাহ ২৪২০। তাহকীক আলবানী ঃ সজোরে শব্দ না করে এ অতিরিক্তসহ মাওযূ বা জাল তাছাড়া সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ) আল-মাকবুরী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তার মাজলিসে বসে জানতে পেরেছি যে, তার মাঝে মিথ্যাবাদীতা রয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখানযোগ্য। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ যুরআহ তাকে দুর্বল সব্যস্ত করেছেন। আমর ইবনুল ফাল্লাস তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৯৬৯. জামি সগীর ২৩৭৩, দঈফা ৭/৩৩৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূল ইয়াকযান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইবনু মাহদী তার হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ২. সাবিত সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত।

৯৭০. আবূ দাউদ ৫৯৩। সহীহ আবূ দাউদ ৬০৭, সহীহ তারগীব ৪৮৩-৪৮৬ বাকী দু' ব্যক্তির বর্ণনা দঈফ, দঈফ আবূ দাউদ ৯২। তাহকীক আলবানী ঃ প্রথম ব্যক্তির বর্ণনা পর্যন্ত সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী (আবদুর রহমান বিন যিয়াদ ইবনু আনউম) আল-ইফরীকী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ বর্জনীয়। ইবনু মাহদী বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি। ২. ইমরান সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান ও আল-আজালী সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন দুর্বল বলেছেন। ইবনুল কাত্তান বলেন, তার পরিচয় অজ্ঞাত।

٩٧١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ».

২/৯৭১। মুহাম্মাদ বিন উমার বিন হায়্যাজ ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান আল-আরহাবী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) উবায়দাহ ইবনুল আসওয়াদ কাসিম ইবনুল ওয়ালীদ মিনহাল বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির সলাত তাদের মাথার এক বিঘত উপরেও উঠে না : যে ব্যক্তি জনগণের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করে, যে নারী তার স্বামীর অসন্তুষ্টিসহ রাত যাপন করে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দু' ভাই।[৯৭১]

٥/٤٤. بَاب الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ

৫/৪৪. অধ্যায় : দু' ব্যক্তির জামাআত।

٩٧٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ».

১/৯৭২। হিশাম বিন আম্মার রাবী' বিন বাদর (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) তার পিতা (বাদর বিন আমর বিন জাররাদ) মাজহুল বা অপরিচিত তার দাদা (আমর বিন জাররাদ) মাজহুল বা অপরিচিত আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দু' বা ততোধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি জামাআত হতে পারে।[৯৭২]

٩٧٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ».

২/৯৭৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূশ শাওয়ারিব আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ আসিম (বিন সুলায়মান) শা'বী (আমির বিন শুরাহীল) ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রাঃ)-এর এখানে রাত কাটালাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে সলাত পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালে তিনি আমার হাত ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।[৯৭৩]

---

৯৭১. দঈফ তারগীব ২৫৭, গীয়াতুল মারাম ২৪৮, মিশকাত ১১২৮। তাহকীক আলবানী : এ শব্দে বর্ণনা মুনকার। উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান আল-আরহাবী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী তাকে সত্যবাদী বলেছেন।

৯৭২. জামি সগীর ১৩৭ দঈফ, মিশকাত ১০৮১, ইরওয়া' ৪৮৯। তাহকীক আলবানী : দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী রাবী' বিন বাদর সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও উসমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ২. আমর বিন জাররাদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অপরিচিত।

৯৭৩. বুখারী ১১৭, ১৩৮, ৬৯৭-৯৯, ৭২৬, ৭২৮, ৮৫৯, ৫৯১৯, ৬৩১৬; মুসলিম ৭৬৩/১-৯, তিরমিযী ২৩২, নাসায়ী ৮০৬, আবূ দাউদ ৬১০, আহমাদ ৩১৫৯, দারিমী ১২৫৫, ইবনু মাজাহ ১৩৬৩। ইরওয়া' ৫৪০। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

٩٧٤/٣ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ».

৩/৯৭৪। বাকর বিন খালফ আবূ বিশর আবূ বাক্‌র আল-হানাফী দহ্‌হাক বিন উসমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) শুরাহবীল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেছেন) জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাগরিবের সলাত পড়ছিলেন। আমি এসে তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।[৯৭৪]

٩٧٥/٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ وَبِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَصَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا».

৪/৯৭৫। নাসর বিন আলী আমার পিতা (আলী বিন নাসর) শু'বাহ আবদুল্লাহ ইবুনল মুখতার মূসা বিন আনাস আনাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কোন এক স্ত্রী ও আমাকে নিয়ে সলাত পড়েন। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান এবং মহিলাটি আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে সলাত পড়েন।[৯৭৫]

٤٥/٥. بَاب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الْإِمَامَ

৫/৪৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াতে পছন্দ করে।

٩٧٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

১/৯৭৬। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আ'মাশ উমারাহ বিন উমায়র আবূ মা'মার আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সলাতের মধ্যে আমাদের কাঁধে হাত বুলিয়ে বলতেন ঃ তোমরা (কাতারে আঁকাবাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে) বিশৃংখল হয়ো না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরসমূহ বিশৃংখল হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারা (কাতারে) আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে, অতঃপর (যোগ্যতায়) তাদের নিকটতর লোকেরা, অতঃপর তাদের নিকটতর লোকের দাঁড়াবে।[৯৭৬]

٩٧٧/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ».

---

৯৭৪. মুসলিম ৭৬৬, আবূ দাউদ ৬৩৪, আহমাদ ১৪৩৭৫। ইরওয়া' ৫৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৯৭৫. নাসায়ী ৮০৫, আবূ দাউদ ৬০৮, আহমাদ ১২২১৫, ১২৭০৫, ১৩০৯৬, ১৩১৩৪, ১৩১৮২। ইরওয়া' ৫৪২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৯৭৬. মুসলিম ৪৩২, নাসায়ী ৮০৭, ৮১২; আবূ দাউদ ৬৭৪, আহমাদ ১৬৬৫৩, দারিমী ১২৬৬। সহীহ তারগীব ৫১২১, সহীহ আবূ দাউদ ৬৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/৯৭৭। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহ্‌দমী আবদুল ওয়াহ্‌হাব হুমায়দ আনাস তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ মুহাজির ও আনসারদের (স্বলাতে) তাঁর কাছাকাছি দাঁড়ানো পছন্দ করতেন, যাতে তারা তাঁর নিকট থেকে শিখে নিতে পারেন।[৯৭৭]

٩٧٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ «تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللهُ».

২/৯৭৮। আবূ কুরায়ব ইবনু আবূ যায়িদাহ্ আবূল আশহাব আবূ নাদরাহ্ আবূ সাঈদ রসূলুল্লাহ্ তাঁর সহাবীদের পেছনে হটতে দেখে বলেন, তোমরা সামনের কাতারে এগিয়ে আসো এবং আমার অনুসরণ করো, যাতে তোমাদের পরবর্তী লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে। লোকেরা যখন পেছনেই হটতে থাকে, তখন আল্লাহও তাদের পেছনেই হটিয়ে দেন।[৯৭৮]

٤٦/٥. بَاب مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

৫/৪৬. অধ্যায় : যোগ্যতর ব্যক্তি ইমাম হবে।

٩٧٩/١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا أَرَدْنَا الِانْصِرَافَ قَالَ لَنَا «إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

১/৯৭৯। বিশর বিন হিলাল আস্‌-স্বওয়াফ ইয়াযীদ বিন যুরায়' খালিদ আল-হাযযা' আবূ কিলাবাহ্ মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস তিনি বলেন, আমি ও আমার এক সঙ্গী নাবী -এর নিকট আসলাম। যখন আমরা ফিরে যেতে মনস্থ করলাম, তখন তিনি আমাদের বলেন, স্বলাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে তোমরা আযান দিবে, অতঃপর ইকামাত দিবে এবং তোমাদের দু'জনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠজন তোমাদের ইমামতি করবে।[৯৭৯]

٩٨٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَتْ الْهِجْرَةُ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ أَوْ بِإِذْنِهِ».

---

৯৭৭. আহমাদ ১১৫৫২, ১২৬৫১, ১২৭২২, ১৩৩৬৩। সহীহাহ ১৪০৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৯৭৮. মুসলিম ৪৩৮, নাসায়ী ৭৯৫, আবূ দাউদ ৬৮০, আহমাদ ১০৮৯৯, ১১১১৯। সহীহ তারগীব ৫০৯, সহীহ আবী দাউদ ৬৮৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৯৭৯. বুখারী ৬২৮, ৬৩০-৩১, ৬৫৮, ৬৮৫, ৮১৯, ২৮৪৮, ৬০০৮, ৭২৪৬; মুসলিম ৬৭৪/১-২, তিরমিযী ২০৫, নাসায়ী ৬৩৪-৩৫, ৬৬৯, ৭৮১; আবূ দাউদ ৫৮৯, আহমাদ ১৫১৭১, ২০০০৭; দারিমী ১২৫৩। সহীহ আবূ দাউদ, ৬০৪, ইরওয়া' ২১৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

Contents

২/৯৮০। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ ইসমাঈল বিন রাজা' আওসা বিন দমআজ আবূ মাসঊদ বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন অধিক জানে সে লোকেদের ইমামতি করবে। তারা যদি কুরআনে সমকক্ষ হয়, তবে তাদের মধ্যে হিজরতে অগ্রগামী ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি হিজরতেও তারা সমান হয়, তবে তাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির বাড়িতে বা তার প্রভাবাধীন এলাকায় তার সম্মতি ছাড়া ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার জন্য নির্দিষ্ট আসনে তার সম্মতি ছাড়া না বসে।[৯৮০]

٥/٤٧. بَاب مَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ

৫/৪৭. অধ্যায় : ইমামের যা কর্তব্য।

٩٨١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخُو فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ يُصَلُّونَ بِهِمْ فَقِيلَ لَهُ تَفْعَلُ وَلَكَ مِنَ الْقِدَمِ مَا لَكَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءَ يَعْنِي فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ».

১/৯৮১। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ সাঈদ বিন সুলাইমান ফুলাইহ এর ভাই আবদুল হামীদ বিন সুলায়মান (দঈফ বা দুর্বল) আবূ হাযিম (সালামাহ ইবুন দীনার) সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী তার গোত্রের যুবকদেরকে (ইমামতির জন্য) এগিয়ে দিতেন। তারা তাদের ইমামতিতে স্বলাত আদায় করতো। তাকে বলা হলো, আপনি এরূপ করছেন, অথচ আপনি (ইসলাম গ্রহণে) প্রবীণ। আপনার তা করার কারণ কী? তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ কে বলতে শুনেছি ঃ ইমাম হলেন যিম্মাদার। তিনি উত্তম করলে (সুচারুরূপে স্বলাত পড়লে) তার জন্যও উত্তম এবং মোক্তাদীদের জন্যও উত্তম (পুরস্কার)। তিনি খারাপ করলে তার দায় তার উপর বর্তাবে, মোক্তাদীদের উপর নয়।[৯৮১]

٩٨٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أُمِّ غُرَابٍ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا عَقِيلَةُ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ أُخْتِ خَرَشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ».

২/৯৮২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' উম্মু গুরাব (তালহাহ) (তার অবস্থা বা পরিচিতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না) আকীলাহ (তার অবস্থা বা পরিচিতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না) খারাশাহ-এর বোন সালামাহ বিনতুল হুর তিনি বলেন, আমি নাবী-কে বলতে শুনেছি ঃ লোকের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও তাদের (স্বলাতে) ইমামতি করার যোগ্য লোক পাবে না।[৯৮২]

---

৯৮০. মুসলিম ৬৭৩/১-২, তিরমিযী ২৩৫, নাসায়ী ৭৮০, ৭৮৩; আবূ দাউদ ৫৮২। ইরওয়া' ৪৯৪, স্বহীহ আবূ দাউদ ৫৯৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৮১. স্বহীহাহ ১৭৬৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল হামীদ বিন সুলায়মান সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী, স্বালিহ জাযারাহ ও ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়রি স্বিকাহ। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

৯৮২. আবূ দাউদ ৫৮১, আহমাদ ২৬৫৯৬। জামি সগীর ৬৪০৯ দঈফ, দঈফ আবূ দাউদ ৯০। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী উম্মু গুরাব (তালহাহ) সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। ২. আকীলাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।

٩٨٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ فِيهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ فَحَانَتْ صَلَاةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَأَمَرْنَاهُ أَنْ يَؤُمَّنَا وَقُلْنَا لَهُ إِنَّكَ أَحَقُّنَا بِذَلِكَ أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَبَى فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ فَالصَّلَاةُ لَهُ وَلَهُمْ وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ».

৩/৯৮৩। মুহরিয বিন সালামাহ আল-আদানী বিন আবূ হাযিম আবদুর রহমান বিন হারমালাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) আবূ আলী আল-হামদানী উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (আবূ আলী) নৌ-ভ্রমণে বের হন, তাতে উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী ও ছিলেন। কোন এক স্বলাতের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে আমরা তাকে আমাদের ইমামতি করতে অনুরোধ করলাম এবং তাকে বললাম, নিশ্চয় আমাদের মধ্যে আপনিই এর যোগ্য। আপনি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সহাবী। কিন্তু তিনি (ইমামতি করতে) অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি লোকেদের ইমামতি করলো এবং সঠিকভাবে স্বলাত পড়লো, তাতে তার ও মোক্তাদীদের স্বলাত হয়ে গেলো। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে কোন ত্রুটি করলো, তার দায় তার উপর বর্তাবে, তাদের উপর নয়।[৯৮৩]

٤٨/٥. بَاب مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ

৫/৪৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি লোকেদের ইমামতি করে সে যেন (স্বলাত) সহজ (সংক্ষিপ্ত) করে।

٩٨٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ لِمَا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطُّ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُجَوِّزْ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ».

১/৯৮৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবুন নুমায়র আমার পিতা আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ইসমাঈল কায়স আবূ মাসঊদ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি ফজরের স্বলাতের জামাআতে অমুকের কারণে দেরীতে উপস্থিত হই। কারণ তিনি আমাদের স্বলাতে দীর্ঘ কিরাআত পড়েন। রাবী বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সে দিনের চাইতে আর কোন দিন অধিক রাগান্বিত হয়ে খুতবাহ দিতে দেখিনি ঃ "হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে লোকেদের ঘৃণা উদ্রেককারী ব্যক্তিও আছে। অতএব তোমাদের কেউ যখন লোকেদের নিয়ে স্বলাত পড়ে তখন সে যেন সংক্ষিপ্ত কিরাআত পড়ে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোকও রয়েছে।"[৯৮৪]

---

৯৮৩. আবূ দাউদ ৫৮০, আহমাদ ১৬৮৫৪, ১৬৮৭২, ১৬৯৪৮, ১৭৩৪০। স্বহীহ আবী দাউদ ৫৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৮৪. বুখারী ৯০, ৭০২, ৭০৪, ৬১১০, ৭১৫৯; মুসলিম ৪৬৬, আহমাদ ১৬৬১৭, ১৬৬২৯; দারিমী ১২৫৯। স্বহীহ আবূ দাউদ ৭০৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٩٨٥/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُوجِزُ وَيُتِمُّ الصَّلَاةَ».

২/৯৮৫। আহমাদ বিন আবদাহ ও হুমায়দ বিন মাসআদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ আবদুল আযীয বিন সুহায়ব আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সংক্ষেপে অথচ পূর্ণরূপে স্বলাত আদায় করতেন।[৯৮৫]

٩٨٦/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ لَهُ مُعَاذٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ إِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ».

৩/৯৮৬। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ আবুয-যুবায়র জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, মুআয বিন জাবাল আল-আনসারী (রাঃ) তার সাথীদের নিয়ে ইশার স্বলাত পড়লেন। তিনি তাদের স্বলাত দীর্ঘ করলেন। ফলে আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি (স্বলাত থেকে) পৃথক হয়ে একাকী স্বলাত পড়ে। মুআয (রাঃ)-কে তার সম্পর্কে অবহিত করা হলে তিনি বলে, নিশ্চয় সে মোনাফিক। লোকটি তা জানতে পেরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার সম্পর্কে মুআয (রাঃ)-এর মন্তব্য তাঁকে অবহিত করেন। নাবী (সাঃ) বলেন, হে মুআয! তুমি কি বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী হতে চাও? তুমি যখন লোকেদের নিয়ে স্বলাত পড়বে, তখন সূরাহ আস-শাম্সি ওয়া যুহাহা, সূরাহ আল-আলা, সূরাহ ওয়াল-লাইল ও সূরাহ ইকরা বিস্মি রব্বিকা পাঠ করবে।[৯৮৬]

٩٨٧/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ يَقُولُ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ أَمَّرَنِي عَلَى الطَّائِفِ قَالَ لِي يَا عُثْمَانُ «تَجَاوَزْ فِي الصَّلَاةِ وَاقْدِرْ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالْبَعِيدَ وَذَا الْحَاجَةِ».

৪/৯৮৭। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল ইবুন উলায়্যাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) সাঈদ বিন আবূ হিন্দ মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ ইবনুস শিখখীর বলেন, আমি উসমান বিন আবূল আস (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, নাবী (সাঃ) আমাকে তায়েফের আমীর নিয়োগ করাকালে আমার থেকে সর্বশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করে বলেন, হে উসমান! তুমি স্বলাত সংক্ষেপ করবে এবং লোকেদের মধ্যকার দুর্বলদের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কেননা তাদের মধ্যে বৃদ্ধ, নাবালেগ, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি, দূরের পথের পথিক এবং কর্মব্যস্ত লোক আছে।[৯৮৭]

---

৯৮৫. বুখারী ৭০৬, ৭০৮-১০; মুসলিম ৪৬৯১-৩, ৪৭০, ৪৭৩; তিরমিযী ২৭৩, ৩৭৬; নাসায়ী ৮২৪, আবূ দাউদ ৮৫৩, আহমাদ ১১৫৭৯, ১১৬৫৬, ১২২৪২, ১২৩২৩, ১২৩৬২, ১২৪৩১, ১২৪৬৬, ১২৭১৩, ১২৭৩৮, ১৩০০১, ১৩০৩৬, ১৩৩৪৭, ১৩৫১৫, ১৩৫৩৩, ১৩৫৫৩, ১৩৫৯৭; দারিমী ১২৬০, ইবনু মাজাহ ৯৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৮৬. বুখারী ৭০১, ৭০৫, ৬১০৬; মুসলিম ৪৩৫/১-২, নাসায়ী ৮৩১, ৮৩৫, ৯৮৪, ৯৯৭-৯৮; আবূ দাউদ ৭৯০, আহমাদ ১৩৭৭৮, ১৩৮৯৫, ১৪৫৪৩; দারিমী ১২৯৬। স্বহীহ বিন মুয়াঈমাহ ১৬৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৮৭. মুসলিম ৪৬৮, নাসায়ী ৬৭২, আবূ দাউদ ৫৩১, আহমাদ ১৫৮৩৬, ১৭৪৪২, ১৭৪৪৮, ১৭৪৫৫; ইবনু মাজাহ ৯৮৮। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ।

٩٨٨/٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ آخِرَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهِمْ».

৫/৯৮৮। আলী ইবুন ইসমাঈল (মাজহুল বা অপরিচিত) (আবূল হাফস্ব) আমর বিন আলী ইয়াহইয়া শু'বাহ আমর বিন মুররাহ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব উস্বমান বিন আবূল আস বলেন, রসূলুল্লাহ সর্বশেষ আমাকে যা বলেছেন তা হলো ঃ যখন তুমি লোকেদের ইমামতি করবে, তখন তাদের স্বলাত সংক্ষেপ করবে।[৯৮৮]

٤٩/٥. بَاب الْإِمَامِ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذَا حَدَثَ أَمْرٌ

৫/৪৯. অধ্যায় : উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ইমামের স্বলাত সংক্ষিপ্ত করা।

٩٨٩/١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنِّي أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ لِوَجْدِ أُمِّهِ بِبُكَائِهِ».

১/৯৮৯। নাস্বর বিন আলী আল-জাহদমী আবদুল আ'লা সাঈদ কাতাদাহ আনাস বিন মালিক তিনি বলেন, রসূলূল্লাহ্ বলেছেন, আমি স্বলাত শুরু করে তা দীর্ঘায়িত করার সংকল্প করি। কিন্তু আমি শিশুদের কান্না শুনতে পাই এবং তাতে তার মায়ের বিচলিত হওয়ার কথা চিন্তা করে আমার স্বলাত সংক্ষিপ্ত করি।[৯৮৯]

٩٩٠/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلَاةِ».

২/৯৯০। ইসমাঈল ইবুন আবূ কারীমাহ আল-হাররানী মুহাম্মাদ বিন সালামাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন উলাস্বাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) হিশাম বিন হাস্সান হাসান উস্বমান বিন আবুল আস তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয় আমি শিশুর কান্না শুনতে পাই এবং আমার স্বলাত সংক্ষিপ্ত করি।[৯৯০]

---

৯৮৮. মুসলিম ৪৬৮, নাসায়ী ৬৭২, আবূ দাউদ ৫৩১, আহমাদ ১৫৮৩৬, ১৭৪৪২, ১৭৪৪৮, ১৭৪৫৫; ইবনু মাজাহ ৯৮৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৮৯. বুখারী ৭০৬, ৭০৮-১০; মুসলিম ৪৬৯১-৩, ৪৭০, ৪৭৩; তিরমিযী ২৭৩, ৩৭৬; নাসায়ী ৮২৪, আবূ দাউদ ৮৫৩, আহমাদ ১১৫৭৯, ১১৬৫৬, ১২২৪২, ১২৩২৩, ১২৩৬২, ১২৪৩১, ১২৪৬৬, ১২৭১৩, ১২৭৩৮, ১৩০০১, ১৩০৩৬, ১৩৩৪৭, ১৩৫১৫, ১৩৫৩৩, ১৩৫৫৩, ১৩৫৯৭; দারিমী ১২৬০, ইবনু মাজাহ ৯৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৯০. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন উলাস্বাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও মুহাম্মাদ বিন সা'দ স্বিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্বের ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীলযোগ্য হাবে না। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

٩٩١/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».

৩/৯৯১। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ✕ আমর বিন আবদুল ওয়াহিদ ও বিশর বিন বাকর ✕ আওযাঈ ✕ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর ✕ আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদাহ ✕ তার পিতা (আবূ কাতাদাহ) (রাঃ) ✕ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আমি স্বলাতে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমি শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে স্বলাত সংক্ষিপ্ত করি, তার মায়ের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়।[৯৯১]

٥٠/٥. بَاب إِقَامَةِ الصُّفُوفِ

৫/৫০. অধ্যায় : স্বলাতের কাতার ঠিকঠাক করা।

٩٩٢/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ».

১/৯৯২। আলী বিন মুহাম্মাদ ✕ ওয়াকী' ✕ আ'মাশ ✕ মুসায়্যাব বিন রাফি' ✕ তামীম বিন তরাফাহ ✕ জাবির বিন সামুরা আস-সুওয়ায়ী (রাঃ) ✕ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, সাবধান! তোমরা এমনভাবে কাতারবন্দী হও যেভাবে ফেরেশতাগণ তাদের প্রভুর নিকট কাতারবন্দী হন। রাবী বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ফেরেশতারা তাদের প্রভুর সামনে কিভাবে কাতারবন্দী হন? তিনি বলেন, তারা প্রথম সারিগুলো আগে পূর্ণ করেন এবং সারিতে গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়ান।[৯৯২]

٩٩٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ».

২/৯৯৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ✕ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ✕ শু'বাহ ✕ কাতাদাহ ✕ আনাস বিন মালিক (রাঃ) ✕ নাদর বিন আলী ✕ আমার পিতা (আলী বিন নাদর বিন আলী বিন সুহবান) ও বিশর বিন উমার ✕ শু'বাহ ✕ কাতাদাহ ✕ আনাস বিন মালিক (রাঃ) ✕ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো। কারণ কাতার সোজা করা স্বলাত পূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত।[৯৯৩]

---

৯৯১. বুখারী ৭০৭, ৮৬৮; নাসায়ী ৮২৫, আবূ দাঊদ ৭৮৯, আহমাদ ২২০৯৬। স্বহীহ আবী দাঊদ ৭৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৯২. মুসলিম ৪৩০, নাসায়ী ৭৩৮, ৮১৬; আবূ দাঊদ ৬৬১, আহমাদ ২০৪৫০, ২০৫১৯। স্বহীহ তারগীব ৪৯৬, স্বহীহ আবূ দাঊদ ৬৬৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৯৩. বুখারী ৭১৮, ৭২৩; মুসলিম ৪৩৩, নাসায়ী ৮১৪-১৫, ৮৪৫; আবূ দাঊদ ৬৬৭-৬৯, ৬৭১; আহমাদ ১১৬০০, ১২৪০১, ১২৪২৯, ১২৪৭৩, ১৩২৫২, ১৩৩৬৬, ১৩৪৮৩, ১৩৫৫৭, ১৩৬৮২; দারিমী ১২৬৩। স্বহীহ আবী দাঊদ ৬৭৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٩٩٤/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمْحِ أَوْ الْقِدْحِ قَالَ فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

৩/৯৯৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ সিমাক বিন হারব নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্শা অথবা তীরের মত স্বলাতের কাতার সোজা করতেন। রাবী বলেন, তিনি এক ব্যক্তির বুক একটু বাইরে অগ্রসর দেখতে পান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের কাতারগুলো সোজা করো, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মুখমণ্ডলে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।[৯৯৪]

٩٩٥/٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً».

৪/৯৯৫। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তার নিজ শহরের রাবী থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় তিনি সত্যবাদী কিন্তু অন্য শহরের রাবী থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যারা কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।[৯৯৫]

٥١/٥. بَاب فَضْلِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

৫/৫১. অধ্যায় : সামনের কাতারের ফযীলত।

٩٩٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً».

১/৯৯৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হিশাম আদ-দাসতুয়ায়ী ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্বীর মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম খালিদ বিন মা'দান ইরবাদ বিন সারিয়া (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রথম কাতারের লোকের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকের জন্য একবার।[৯৯৬]

---

৯৯৪. বুখারী ৭১৭, মুসলিম ৪৩৬/১-২, তিরমিযী ২২৭, নাসায়ী ৮১০, আবূ দাঊদ ৬৬২-৬৫, আহমাদ ১৭৯১৮, ১৭৯৩৩, ১৭৯৫৯, ১৭৯৭২। স্বহীহ আবী দাঊদ ৬৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৯৫. আহমাদ ২৪০৬৬। স্বহীহাহ ১৮৯২, ২৫৩২; দঈফাহ ১০৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল।

৯৯৬. নাসায়ী ৮১৭, আহমাদ ১৬৬৯১, ১৬৬৯৮, ১৬৭০৬; দারিমী ১২৬৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٩٩٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ».

২/৯৯৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ তলহাহ বিন মুস্বাররিফ আবদুর রহমান বিন আওসাজাহ বারা' বিন আযিব (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকের উপর রহমত বর্ষণ করেন।[৯৯৭]

٩٩٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ».

৩/৯৯৮। আবূ স্নাওর ইবরাহীম বিন খালিদ আবূ কতান (আমর বিন হায়স্নাম বিন কাতান) শু'বাহ কাতাদাহ খিলাস (বিন আমর) আবূ রাফি' (নাফী' বিন নাফি') আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, লোকেরা যদি জানতো যে, প্রথম কাতারে কী (মর্যাদা) আছে, তাহলে (প্রথম কাতারে দাঁড়াতে) লটারীর ব্যবস্থা করতে হতো।[৯৯৮]

٩٩٩/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ».

৪/৯৯৯। মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বাফ্‌ফা আল-হিমস্নী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ন বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আনাস বিন ইয়াদ মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আলকামাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ন বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইবরাহীম বিন আবদুর রহমান বিন আওফ তার পিতা (আবদুর রহমান বিন আওফ) (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকেদের উপর রহমত নাযিল করেন।[৯৯৯]

٥٢/٥. بَاب صُفُوفِ النِّسَاءِ

৫/৫২. অধ্যায় : মহিলাদের কাতার।

١٠٠٠/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ و عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا».

---

৯৯৭. নাসায়ী ৮১১, আবূ দাউদ ৬৬৪, আহমাদ ১৮০৪৫, ১৮১৪২, ১৮১৪৭, ১৮১৬৬, ১৮১৭২; দারিমী ১২৬৪। স্বহীহ আবী দাউদ ৬৭০, মিশকাত ১১০১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৯৮. বুখারী ৬১৫, ৬৫৪, ৭২১, ২৬৮৯; মুসলিম ৪৩৭, ৪৩৯; তিরমিযী ২২৫, নাসায়ী ৪৫০, ৬৭১; আহমাদ ৭১৮৫, ৭৬৮০, ৭৯৬২, ৮৬৫৫, ২৭৩৩০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৫১, ২৯৫। স্বহীহ তারগীব ৪৮৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৯৯৯. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্নের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বাফ্‌ফা আল-হিমস্নী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমমা নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্নিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্ন বর্ণনায় ভুল করেন। ২. মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি স্বালিহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কখনো হাদীস্ন বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্ন বর্ণনায় সমস্যা নেই। ইমাম নাসায়ী তাকে স্নিকাহ বলেছেন।

১/১০০০। আহমাদ বিন আবদাহ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তার নিজ লিখিত কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আলা' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব) আবূ হুরায়রাহ আহমাদ বিন আবদাহ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তার নিজ লিখিত কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) সুহায়ল (তার শেষ জীবনে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিল) তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, মহিলাদের কাতারগুলোর মধ্যে (নেকীর দিক থেকে) উত্তম হলো শেষ কাতার এবং তাদের জন্য মন্দ কাতার (কম নেকীর) হলো তাদের প্রথম কাতার। পুরুষদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো প্রথম কাতার এবং তাদের জন্য মন্দ হলো তাদের শেষ কাতার।[১০০০]

١٠٠١/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُؤَخَّرُهَا وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا».

২/১০০১। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) জাবির বিন আবদুল্লাহ্ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, পুরুষদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো তাদের সামনের (প্রথম) কাতার এবং মন্দ হলো তাদের পেছনের (শেষ) কাতার। মহিলাদের কাতারগুলোর মধ্যে উত্তম হলো তাদের পেছনের (সর্বশেষ) কাতার এবং মন্দ হলো তাদের সামনের কাতার।[১০০১]

٥/٥٣. بَاب الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّفِّ

৫/৫৩. অধ্যায় : দু' খুঁটি বা খামের মাঝখানের কাতারে স্বলাত পড়া।

١٠٠٢/١ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو قُتَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا».

১/১০০২। যায়দ বিন আখযাম আবূ তালিব আবূ দাঊদ ও আবূ কুতায়বাহ হারূন বিন মুসলিম (মাসতুর বা অপরিচিত) কাতাদাহ মুআবিয়াহ বিন কুররাহ তার পিতা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ-এর যমানায় আমাদেরকে দু' খুঁটির মাঝখানে কাতারবন্দী হতে নিষেধ করা হতো এবং আমাদেরকে কঠোরভাবে বিরত রাখা হতো।[১০০২]

১০০০. মুসলিম ৪৪০, তিরমিযী ২২৪, নাসায়ী ৮২০, আবূ দাঊদ ৬৭৮, আহমাদ ৭৩১৫, ৮২২৩, ৮২৮১, ৮৪৩০, ৮৫৮০, ৯৯১৭; দারিমী ১২৬৮। স্বহীহ তারগীব ৪৮৮, স্বহীহ আবী দাঊদ ৬৮১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০০১. আহমাদ ১৩৭০৯, ১৪১৪১, ১৪৭৪১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল মুনকার বলেছেন।

১০০২. স্বহীহ আবূ দাঊদ-৬৭৭, স্বহীহাহ ৩৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রবী হারূন বিন মুসলিম সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

٥٤/٥. بَاب صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

৫/৫৪. অধ্যায় : কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে স্বলাত পড়া।

١٠٠٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ قَالَ خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلَاةً أُخْرَى فَقَضَى الصَّلَاةَ فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ قَالَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ قَالَ «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ».

১/১০০৩। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ মুলাযিম বিন আমর আবদুল্লাহ বিন বাদর আবদুর রহমান বিন আলী বিন শায়বান তার পিতা আলী বিন শায়বান (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা এক প্রতিনিধি দল রওয়ানা হয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। আমরা তাঁর নিকট বাইআত (ইসলাম) গ্রহণ করলাম এবং তাঁর পিছনে স্বলাত পড়লাম, অতঃপর তাঁর পিছনে আরো এক ওয়াক্তের স্বলাত পড়লাম। তিনি স্বলাত শেষে এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় করতে দেখলেন। রাবী বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট থামলেন এবং সে স্বলাত শেষ করলে তিনি তাকে বলেন তুমি পুনরায় স্বলাত পড়ো। কারণ যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়ায় তার স্বলাত হয় না।[১০০৩]

١٠٠٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَأَوْقَفَنِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ «صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ».

২/১০০৪। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস হুসায়ন হিলাল বিন ইয়াসাফ ওয়াবিসাহ বিন মা'বাদ (রাঃ) হিলাল বলেন, যিয়াদ বিন আবুল জা'দ আমার হাত ধরে আর-রাক্কা নামক স্থানে ওয়াবিসাহ বিন মা'বাদ (রাঃ) নামক প্রবীণ ব্যক্তির নিকট নিয়ে যান। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী স্বলাত পড়লে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে তা পুনর্বার পড়ার নির্দেশ দেন।[১০০৪]

٥٥/٥. بَاب فَضْلِ مَيْمَنَةِ الصَّفِّ

৫/৫৫. অধ্যায় : কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানোর ফযীলত।

١٠٠٥/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ».

১/১০০৫। উসমান বিন আবূ শায়বাহ মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সুফইয়ান উসামাহ বিন যায়দ উসমান বিন উরওয়াহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু

১০০৩. আহমাদ ১৫৮৬২। ইরওয়া' ২/৩২৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১০০৪. তিরমিযী ২৩০-৩১, আবূ দাউদ ৬৮২, আহমাদ ১৭৫৩৯, ১৭৫৪১; দারিমী ১২৮৫। ইরওয়া' ৫৪১, মিশকাত ১১০৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন)⪤উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র⪤আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারসমূহের ডান দিকের (মুস্বল্লিদের) উপর রহমত বর্ষণ করেন।[১০০৫]

١٠٠٦/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مِسْعَرٌ مِمَّا نُحِبُّ أَوْ مِمَّا أُحِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ».

২/১০০৬। আলী বিন মুহাম্মাদ⪤ওয়াকী'⪤মিসআর⪤স্বাবিত বিন উবায়দ⪤(উবায়দ) ইবনুল বারা' বিন আযিব⪤আল-বারা' বিন আযিব (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পেছনে স্বলাত পড়তাম তখন (কাতারের) ডান দিকে দাঁড়াতে পছন্দ করতাম।[১০০৬]

١٠٠٧/٣/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ تَعَطَّلَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ كِفْلَانِ مِنْ الْأَجْرِ».

৫/৩/১০০৭। মুহাম্মাদ বিন আবূল হুসায়ন আবূ জা'ফার⪤আমর বিন উস্বমান আল-কিলাবী **(দঈফ বা দুর্বল)**⪤**উবায়দুল্লাহ বিন আমর আর-রিক্কি**⪤**লায়স্ব** বিন আবূ সালিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেছেন)⪤নাফি'⪤ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-কে বলা হলো, মাসজিদের বাম দিক খালি হয়ে গেছে। নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাসজিদের বাম দিকের খালি জায়গা পূর্ণ করবে, তার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার লিপিবদ্ধ করা হয়।[১০০৭]

٥٦/٥. بَاب الْقِبْلَةِ

৫/৫৬. অধ্যায় : কিবলার বর্ণনা।

١٠٠٨/١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ «لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا

১০০৫. আবূ দাঊদ ৬৭৬। আবূ দাঊদ ৬৭৬ হাসান, জামি সগীর ১৬৬৮ দঈফ, মিশকাত ১০৯৬ হাসান, দঈফ তারগহীব ২৫৯ দঈফ, রিয়াদুস স্বালিহীনর ১১০১ শায, দঈফ আবূ দাঊদ ১০৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুআবিয়াহ বিন হিশাম সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন।

১০০৬. মুসলিম ৭০৯, নাসায়ী ৮২২, আবূ দাঊদ ৬১৫, আহমাদ ১৮০৮২, ১৮৩৩৬। স্বহীহ তারগীব ৫০০, স্বহীহ আবী দাঊদ ৬২৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০০৭. দঈফ তারগীব ২৬৪ দঈফ, তা'লীকুর রগীব ১/১৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আমর বিন উস্বমান সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু আদী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-আযদী বলেন, তার হাদীস্ব দুর্বল। ২. লায়স্ব বিন আবূ সালিম সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল।

رَسُولَ اللهِ هَذَا مَقَامُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللهُ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾» قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ أَهَكَذَا قَرَأَ وَاتَّخِذُوا قَالَ نَعَمْ.

১/১০০৮। আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ওয়ালীদ বিন মুসলিম মালিক বিন আনাস জা'ফার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা মুহাম্মাদ জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল্লাহ (কা'বা ঘর) তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে আসেন। তখন উমার (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা তো আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর মাকাম, যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সলাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো" (সূরাহ বাকারা ঃ ১২৫)। ওলীদ বিন মুসলিম (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম মালিক (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি এভাবে "ওয়াত্তাখিযূ" পড়েছেন? তিনি বলেন, হাঁ।[১০০৮]

١٠٠٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾».

২/১০০৯। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ হুশায়ম হুমায়দ আত-তাবীল আনাস বিন মালিক উমার (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি আপনি মাকামে ইবরাহীমকে সলাতের স্থানরূপে গ্রহণ করতেন! তখন নাযিল হলো ঃ "তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানকে সলাতের স্থানরূপে গ্রহণ করো" (সূরাহ বাকারা ঃ ১২৫)।[১০০৯]

١٠١٠/٣ - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَصُرِفَتْ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِشَهْرَيْنِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَكْثَرَ تَقَلُّبَ وَجْهِهِ فِي السَّمَاءِ وَعَلِمَ اللهُ مِنْ قَلْبِ نَبِيِّهِ ﷺ أَنَّهُ يَهْوَى الْكَعْبَةَ فَصَعِدَ جِبْرِيلُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ وَهُوَ يَصْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ بِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ الْآيَةَ فَأَتَانَا آتٍ فَقَالَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَنَحْنُ رُكُوعٌ فَتَحَوَّلْنَا فَبَنَيْنَا عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا جِبْرِيلُ كَيْفَ حَالُنَا فِي صَلَاتِنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾».

১০০৮. বুখারী ১৫৫৭, ১৫৬৮, ১৫৭০, ১৬৫১, ১৭৮৫, ২৫০৬, ৪৩৫২, ৭২৩০, ৭৩৬৭; মুসলিম ১২১৩, ১২১৫, ১২১৬/১-৫, ১২১৮/১-৩, ১২৬৩/১-২, ১২৭৩, ১২৭৯, ১২৯৯; তিরমিযী ৮১৭, ৮৫৬-৫৭, ৮৬২, ৮৬৯, ৮৮৬, ৮৯৭, ৯৪৭, ২৯৬৭, ৩৭৮৬; নাসায়ী ২১৪, ২৯১, ৩৯২, ৪২৯, ৬০৪, ২৭১২, ২৭৪০, ২৭৪৩-৪৪, ২৭৫৬, ২৭৬১-৬৩, ২৭৯৮, ২৮০৫, ২৮৭২, ২৯৩৯, ২৯৪৪, ২৯৬১, ২৯৬২-৬৩, ২৯৬৯-৭৫, ২৯৮১-৮৫, ২৯৯৪, ৩০২১-২২, ৩০৫৩-৫৪, ৩০৭৪-৭৬, ৪১১৯; আবূ দাউদ ১৭৮৫, ১৭৮৭-৮৯, ১৮১২, ১৮৮০, ১৮৯৫, ১৯০৫-৭, ১৯৪৪, ৩৯৬৯; আহমাদ ১৩৭০২, ১৩৮০১, ১৩৮২৬, ১৩৮৬৭, ১৪০০৯, ১৪০৩১, ১৪১৬১, ১৪২৫০, ১৪৪৮৪, ১৪৫২৫, ১৪৫৮৯, ১৪৬২১, ১৪৬৬৭, ১৪৭৩৫, ১৪৮২১, ১৪৮৫১; মুওয়াত্তা মালিক ৮১৬, ৮৩৫-৩৬, ৮৪০; দারিমী ১৮০৫, ১৮৪০, ১৮৫০, ১৮৯৯; ইবনু মাজাহ ২৯১৩, ২৯১৯, ২৯৫১, ২৯৬০, ২৯৬৬, ২৯৭২-৭৩, ২৯৮০, ৩০২৩, ৩০৭৪, ৩০৭৬, ৩১৫৮। ইবনু মাজাহ ২৯৬০ সহীহ, মিশকাত ২৫৫৫ সহীহ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ মুনকার। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আব্বাস বিন উসমান দিমাশকী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী সিকাহ বললেও ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেন।

১০০৯. বুখারী ৪০২, ৪৪৮৩; মুসলিম ২৩৯৯, তিরমিযী ২৯৫৯-৬০, আহমাদ ১৫৮, দারিমী ১৮৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩/১০১০। ❮আলকামাহ বিন আমর আদ-দারিমী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু অপরিচিত)❯❮আবূ বাকর বিন আয়্যাশ❯❮আবূ ইসহাক❯❮আল-বারা' (রাঃ)❯ তিনি বলেন, আমরা আঠার মাস যাবত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে স্বলাত পড়ি। তাঁর হিজরত করে মাদীনাহ্য় আসার দু' মাস পর কাবা শরীফের দিকে কিবলা পরিবর্তিত করা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করতে, তখন অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর মুখমণ্ডল আকাশের দিকে ফিরাতেন। আল্লাহ তাঁর নাবীর মনের আকাঙ্ক্ষা জানতেন যে, তিনি কাবাকে পছন্দ করেন। জিবরাঈল (আঃ) আরোহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৃষ্টি তাঁর অনুসরণ করে। তিনি আসমান ও যমীনের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হন। নাবী (সাঃ) লক্ষ্য করেন, তিনি কী হুকুম নিয়ে আসেন তাঁর জন্য। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি...." (সূরাহ বাকারা ঃ ১৪৪)। এরপর আমাদের কাছে একজন আগন্তুক এসে বলেন, নিশ্চয় কিবলা তো কাবার দিকে পরিবর্তিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বায়তুল মাকদিসকে কিবলা করে আমাদের দু' রাকআত স্বলাত পড়া হয়েছে। আমরা রুকূ'তে থাকা অবস্থায় (নতুন) কিবলার দিকে ঘুরে গেলাম এবং আমাদের অবশিষ্ট স্বলাত বাইতুল্লাহ্র দিকে ফিরে পড়লাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হে জিবরাঈল! **আমাদের বাইতুল মাকদিসের দিকের স্বলাতের অবস্থা কী? তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আল্লাহ এরূপ নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন" (সূরাহ বাকারা ঃ ১৪৩)।**[১০১০]

٤/١٠١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ».

৪/১০১১। ❮মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আয্দী❯❮হাশিম ইবনুল কাসিম❯❮আবূ মা'শার (যিয়াদ বিন কুলায়ব)❯❮মুহাম্মাদ বিন আমর (দঈফ বা দুর্বল)❯❮আবূ সালামাহ❯❮আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)❯ ❮মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আন নায়সাবূরী❯❮আসিম বিন আলী❯❮আবূ মা'শার (যিয়াদ বিন কুলায়ব)❯❮মুহাম্মাদ বিন আমর (দঈফ বা দুর্বল)❯❮আবূ সালামাহ❯❮আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)❯ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা অবস্থিত।[১০১১]

٥/٥٧. بَاب مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ

৫/৫৭ : অধ্যায় : যে ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলো, সে স্বলাত না পড়া পর্যন্ত বসবে না।

١/١٠١٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ».

১০১০. বুখারী ৪১, ৩৯৯, ৪৪৮৬, ৪৪৯২, ৭২৫২; মুসলিম ৫২৫/১-২, তিরমিযী ৩৪০, নাসায়ী ৪৮৮-৮৯, ৭৪২; আহমাদ ১৮০২৬, ১৮০৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীসের রাবী আলকামাহ বিন আমর আদ-দারিমী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে অপরিচিত।

১০১১. তিরমিযী ৩৪২, ৩৪৪। মিশকাত ৭১৫, ইরওয়া' ২৯২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১/১০১২। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী ও ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) ইবনু আবূ ফাদায়ক কাস্রীর বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তাদলীস ও ইরসাল করেছেন) আবূ হুরায়রাহ রসূলুল্লাহ বলেন, তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন দু' রাকআত স্বলাত না পড়া পর্যন্ত না বসে।[১০১২]

١٠١٣/٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

২/১০১৩। আব্বাস বিন উস্রমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) ওয়ালীদ বিন মুসলিম মালিক বিন আনাস আমির বিন আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র আমর বিন সুলায়ম আয-যুরাকী আবূ কাতাদাহ (হারিস্র বিন রিবঈ) নাবী বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার আগে দু' রাকআত স্বলাত পড়ে।[১০১৩]

٥٨/٥. بَاب مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ

৫/৫৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি রসুন খেয়েছে সে যেন মাসজিদে প্রবেশ না করে।

١٠١٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيبًا أَوْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الثُّومُ وَهَذَا الْبَصَلُ وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كَانَ آكِلَهَا لَا بُدَّ فَلْيُمِتْهَا طَبْخًا».

১/১০১৪। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ সালিম বিন আবূল জা'দ আল-গাতফানী মা'দান বিন আবূ তালহাহ আল-ইয়া'মারী উমার ইবনুল খাত্তাব জুমুআহ্‌র খুতবাহ দিতে দাঁড়ান অথবা তিনি জুমুআহ্‌র দিন খুতবাহ দেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন, হে লোকসকল! তোমরা দু' টি গাছ

১০১২. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ সম্পর্কে মাসলামাহ বিন কাসিম তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ২. কাস্রীর বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু আম্মার স্রিকাহ বললেও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার মাঝে দুর্বলতা আছে। আহামদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার মাঝে খারাপ কিছু দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার মাজে খারপ কিছু নেই। ৩. মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইরসাল করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয় কারণ, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল করেন।

১০১৩. বুখারী ৪৪৪, ১১৬৭; মুসলিম ৭১৪, তিরমিযী ৩১৬, নাসায়ী ৭৩০, আবূ দাউদ ৪৬৭, আহমাদ ২২০১৭, ২২০২৩, ২২০৭২, ২২০৮৮, ২২১৪৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৮৮, দারিমী ১৩৯৩। ইরওয়া' ৪৬৭, স্বহীহ আবূ দাউদ ৪৮৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

খেয়ে থাকো, আমার দৃষ্টিতে তা নিকৃষ্ট ঃ এই রসুন ও এই পিয়াজ। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে দেখতাম, যার মুখ থেকে এর দুর্গন্ধ পাওয়া যেতো, তার হাত ধরে তাকে আল-বাকী নামক স্থানের দিকে বের করে দেয়া হতো। অতএব যে ব্যক্তি তা খেতেই চায়, সে যেন তা রান্না করে খায়।[১০১৪]

١٠١٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الثُّومِ فَلَا يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا» قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ الْكُرَّاثَ وَالْبَصَلَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثُّومِ.

২/১০১৫। আবূ মারওয়ান আল-উসমানী ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই গাছ অর্থাৎ রসুন খায়, সে যেন তার দ্বারা আমাদের এই মাসজিদে (এসে) আমাদের কষ্ট না দেয়। ইবরাহীম বিন সা'দ (রহঃ) বলেন, আমার পিতা এর সাথে দুর্গন্ধযুক্ত তরকারী ও পিঁয়াজকে শামিল করতেন। অর্থাৎ তিনি রসুন সম্পর্কিত আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সাথে ঐগুলোকেও যোগ করতেন।[১০১৫]

١٠١٦/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ».

৩/১০১৬। মুহাম্মাদ ইবনুস-স্বাব্বাহ আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কি উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই গাছের কিছু খায়, সে যেন মাসজিদে না আসে।[১০১৬]

٥٩/٥. بَاب الْمُصَلِّي يُسَلَّمُ عَلَيْهِ كَيْفَ يَرُدُّ

৫/৫৯. অধ্যায় : স্বলাতরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া হলে সে কিভাবে উত্তর দিবে।

١٠١٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْجِدَ قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ فَجَاءَتْ رِجَالٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ».

১/১০১৭। আলী বিন মুহাম্মাদ আত-তনাফিসী সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যায়দ বিন আসলাম আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বলাত পড়ার জন্য কুবা মাসজিদে আসেন। তখন একদল আনসারী তাঁকে সালাম দিতে আসেন। আমি তাঁর সঙ্গী সুহাইব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কিভাবে তাদের সালামের জবাব দিতেন? তিনি বলেন, তিনি তাঁর হাত দিয়ে ইশারা করতেন।[১০১৭]

১০১৪. মুসলিম ৫৬৭, নাসায়ী ৭০৮, আহমাদ ৯০, ৪৪৩; ইবনু মাজাহ ৩৩৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০১৫. মুসলিম ৮৭৩, আহমাদ ৭৫২৯, ৭৫৫৫, ৯২৬০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০১৬. বুখারী ৮৫৩, ৪২১৫; মুসলিম ৫৬১/১-২, আবূ দাউদ ৩৮২৫, দারিমী ২০৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০১৭. নাসায়ী ১১৮৬-৮৭। স্বহীহ আবী দাউদ ৮৬০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٢/١٠١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَةٍ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي فَقَالَ «إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي».

২/১০১৮। ◄মুহাম্মাদ বিন রুমহ ✗ আল-মিস্‌রী ✗ লায়স্র বিন সা'দ ✗ আবূ য়ুবায়র ✗ জাবির (রাঃ) ► তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) একটি বিশেষ কাজে আমাকে পাঠান। আমি ফিরে এসে তাঁকে স্বলাতরত অবস্থায় পেলাম। আমি তাঁকে সালাম দিলে তিনি আমার দিকে ইশারা করেন। তিনি স্বলাত শেষ করে আমাকে ডেকে বলেন, তুমি এইমাত্র আমাকে সালাম দিয়েছো এবং আমি তখন স্বলাত পড়ছিলাম?[১০১৮]

٣/١٠١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ فَقِيلَ لَنَا «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا».

৩/১০১৯। ◄আহামাদ বিন সাঈদ আদ-দারিমী ✗ নাদর বিন শুমায়ল ✗ য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় খুব কমই সন্দেহ করেন) ✗ আবূ ইসহাক (তিনি স্বিকাহ কিন্তু শেষ বয়সে সংমিশ্রণ করেছেন) ✗ আবূল আহওয়াস্র ✗ আবদুল্লাহ (রাঃ) ► তিনি বলেন, আমরা স্বলাতরত অবস্থায় সালাম দিতাম। আমাদের বলা হলো ঃ স্বলাতের মধ্যে অবশ্যই একটা ব্যস্ততা আছে।[১০১৯]

٥/٦٠. بَاب مَنْ يُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

৫/৬০. অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত কিবলার ভিন্ন দিকে স্বলাত পড়ে।

١/١٠٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ فَصَلَّيْنَا وَأَعْلَمْنَا فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾».

১/১০২০। ◄ইয়াহইয়া বিন হাকীম ✗ আবূ দাঊদ ✗ আশআস্র বিন সাঈদ আবূ রাবী' আস-সাম্মান (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) ✗ আস্রিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন আমির বিন রাবীআহ (দঈফ বা দুর্বল) ✗ তার পিতা (রবীআহ) (রাঃ) ► তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে ছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় কিবলা নির্ণয় করা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো। আমরা স্বলাত পড়লাম এবং একটি চিহ্ন রাখলাম। এরপর সূর্য উদ্ভাসিত হলে আমরা বুঝতে পালাম যে, আমরা কিবলা ছাড়া অন্যদিকে স্বলাত আদায় করেছি। আমরা বিষয়টি নাবী (ﷺ)-এর নিকট উত্থাপন করলাম। তখন আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সেদিকই আল্লাহ্‌র দিক". (সূরাহ বাকারা ঃ ১১৫)।[১০২০]

১০১৮. মুসলিম ৫৪০/১-২, নাসায়ী ১১৮৯-৯০, আবূ দাঊদ ৯২৬। স্বহীহ আবী দাঊদ ৮৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০১৯. বুখারী ১১৯৯, ১২১৬, ৩৮৭৫; মুসলিম ৫৩৮, নাসায়ী ১২২০-২১, আবূ দাঊদ ৯২৩-২৪, আহমাদ ৩৫৫৩, ৩৮৭৪, ৩৯৩৪। স্বহীহ আবী দাঊদ ৮৫৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০২০. তিরমিযী ৩৪৫। ইরওয়া' ২৯১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী আশআস্র বিন সাঈদ আবূ রাবী' আস-সাম্মান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল মুদতারাব বলেছেন। ইবনু মাহদী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন

٥/٦١. بَاب الْمُصَلِّي يَتَنَخَّمُ

৫/৬১. অধ্যায় : স্বলাতরত ব্যক্তির থুথু ফেলা।

١٠٢١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ ابْزُقْ عَنْ يَسَارِكَ أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ».

১/১০২১। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' সুফইয়ান মানসূর রিবঈ বিন হিরাশ তারিক বিন আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তুমি স্বলাতরত অবস্থায় তোমার সামনে ও ডানে থুথু ফেলবে না, বরং তোমরা বামে অথবা তোমার পায়ের নিচে থুথু ফেলবে।[১০২১]

١٠٢٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَهُ يَعْنِي رَبَّهُ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ فِي وَجْهِهِ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقَنَّ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ لِيَقُلْ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ» ثُمَّ أَرَانِي إِسْمَعِيلُ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَدْلُكُهُ.

২/১০২২। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ কাসিম বিন মিহরান আবূ রাফি' আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাসজিদে কিবলার দিকে থুথু পতিত দেখতে পেয়ে লোকেদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমাদের কারো কী হলো যে, তার রবের সামনে দাঁড়ায় এবং তার সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করে? তোমাদের কেউ কি তার সামনে থেকে তার মুখে থুথু নিক্ষিপ্ত হওয়া পছন্দ করে? অতএব তোমাদের কেউ যখন থুথু ফেলবে, তখন সে যেন তা তার বাম দিকে ফেলে অথবা এভাবে তার কাপড়ে ফেলে। অতঃপর ইসমাঈল বিন উলাইয়্যা তার থুথু নিক্ষেপ করে তা রগড়িয়ে আমাকে দেখান।[১০২২]

١٠٢٣/٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ بْنَ رِبْعِيٍّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا شَبَثُ لَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ».

বালন,তিনি স্বিকাহ নন। আমর বিন ফাল্লাস তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ২. আস্বিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন আমির বিন রাবীআহ সম্পর্কে ইবনু মাহদী বলেন, তিনি হদীস বর্ণনায় অধিক মুনকার। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার মাধ্যমে দলীলগ্রহণ করা যাবে না।

১০২১. তিরমিযী ৫৭১, নাসায়ী ৭২৬, আবূ দাউদ ৪৭৮। স্বহীহ আবী দাউদ ৪৯৭, স্বহীহাহ ১২২৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০২২. বুখারী ৪০৯, ৪১১, ৪১৪, ৪১৬; মুসলিম ৫৪৮-৫০, নাসায়ী ৩০৯, ৭২৫; আবূ দাউদ ৪৭৭, ৪৮০; আহমাদ ৭৩৫৭, ৭৪৭৮, ৭৫৫৪, ২৭৪৫৩, ৮০৭৮, ৯১০২, ৯৭৪৬, ১০৫০৮, ১০৬৪২, ১০৬৮০, ১০৮০১, ১১১৫৬, ১১২৩০, ১১৪২৭, ১১৪৬৯; দারিমী ১৩৯৮, ইবনু মাজাহ ৭৬১। স্বহীহ তারগীব ২৮০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩/১০২৩। হান্নাদ বিন সারীয়্যী ও আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ আবূ বাকর বিন আয়্যাশ আসিম (বিন বাহদালাহ) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ ওয়ায়িল হুযায়ফাহ (রাঃ) তিনি শাবাস বিন রিবঈকে তার সামনে থুথু ফেলতে দেখে বলেন, হে শাবাছ! তোমার সামনের দিকে থুথু ফেলো না। কেননা রসূলুল্লাহ (সাঃ) তা করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ঃ কোন ব্যক্তি যখন সলাতে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তার সামনে থাকেন, যতক্ষণ না সে সলাত শেষ করে ফিরে যায় অথবা কোন নিকৃষ্ট আচরণ করে।[১০২৩]

১০٢٤/٤ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ دَلَكَهُ».

৪/১০২৪। যায়দ বিন আখযাম ও আবদাহ বিন আবদুল্লাহ আবদুস সামাদ হাম্মাদ বিন সালামাহ সাবিত (বিন আসলাম) আনাস বিন মালিক (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) সলাতরত অবস্থায় তাঁর কাপড়ে থুথু ফেলেন, অতঃপর তা ঘষে ফেলেন।[১০২৪]

٦٢/٥. بَاب مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

৫/৬২. অধ্যায় ঃ সলাতরত অবস্থায় কাঁকর স্পর্শ করা।

١٠٢٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا».

১/১০২৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ আবূ সালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (সলাতরত অবস্থায়) কাঁকর স্পর্শ করলো সে বাজে কাজ করলো।[১০২৫]

١٠٢٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَمَرَّةً وَاحِدَةً».

২/১০২৬। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ ও আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ মুআইকীব (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সলাতরত অবস্থায় পাথর স্পর্শ করা সম্পর্কে বলেছেন, তোমার যদি তা করতেই হয় তবে মাত্র একবার।[১০২৬]

১০২৩. সহীহাহ ১৫৯৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আসিম সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ তবে অধিক ভুল করেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই।

১০২৪. বুখারী ২৪১, ৪০৫, ৪১৭; নাসায়ী ৩০৮, আবূ দাউদ ৩৮৯, দারিমী ১৩৯৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১০২৫. আহমাদ ৯২০০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১০২৬. বুখারী ১২০৭, মুসলিম ৫৪৬/১-৩, তিরমিযী ৩৮০, নাসাঈ ১১৯২, আবূ দাউদ ৯৪৬, আহমাদ ১৫৮৩, ২৩৯৭, দারিমী ১৩৮৭। সহীহ তারগীব ৫৫৭, সহীহ আবী দাউদ ৮৭২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٠٢٧/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحْ بِالْحَصَى».

৩/১০২৭। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ্‌ সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ্‌ যুহরী আবূল আহওয়াস্ব আল-লায়স্বী (মাকবূল) আবূ যার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ স্বলাতে দাঁড়ানোর পর যেন আর কাঁকর না সরায়। কেননা তখন রহমাত তার অভিমুখী হয়।[১০২৭]

٦٣/٥. بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

৫/৬৩. অধ্যায় : চাটাইয়ের উপর স্বলাত পড়া।

١٠٢٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ».

১/১০২৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ্‌ আব্বাদ ইবনুল আওওয়াম শায়বানী আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ নাবী (সাঃ)-এর স্ত্রী মায়মূনা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাটাইয়ের উপর স্বলাত আদায় করতেন।[১০২৮]

١٠٢٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى حَصِيرٍ».

২/১০২৯। আবূ কুরায়ব আবূ মুআবিয়াহ্‌ আ'মাশ আবূ সুফইয়ান (তলহাহ বিন নাফি') জাবির আবূ সাঈদ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাটাইয়ের উপর স্বলাত আদায় করতেন।[১০২৯]

١٠٣٠/٣ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَلَى بِسَاطِهِ ثُمَّ حَدَّثَ أَصْحَابَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي عَلَى بِسَاطِهِ».

৩/১০৩০। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব দমআহ বিন স্বালিহ (দঈফ বনা দুর্বল) আম্র বিন দীনার তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বসরায় অবস্থানকালে তার বিছানার উপর স্বলাত আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিকট হাদীস্ব বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর বিছানার উপর স্বলাত আদায় করতেন।[১০৩০]

১০২৭. তিরমিযী ৩৭৯, আবূ দাউদ ৯৪৫, দারিমী ১৩৮৮। আবূ দাউদ ৯৪৫ দঈফ, ইরওয়া ৩৭৭, জামি সগীর ৩১৬ দঈফ, নাসায়ী ১১৯১ দঈফ, তিরমিযী ৩৭৯ দঈফ, মিশকাত ১০০১, ইরওয়া' ৩৭৭, দঈফ আবূ দাউদ ১৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

১০২৮. বুখারী ৩৩৩, ৩৮৯, ৩৮১, মুসলিম ৫১৩ নাসায়ী ৭৩৮, আবূ দাউদ ৬৫৬, আহমাদ ২৬২৬৫, ২৬২৬৮, ২৬৩০৯, ২৬৩১১, দারিমী ১৩৭৩। স্বহীহ আবী দাউদ ৬৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০২৯. মুসলিম ৫১৯, তিরমিযী ৩৩২, আহমাদ ১১০৯৭, ১১১৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৩০. তিরমিযী ৩৩১, আহমাদ ২৪২২, ২৮০৯, ২৯৩৪, ৩৩৬১। স্বহীহ আবী দাউদ ৬৬৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী দমআহ বিন স্বালিহ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, তবে

٦٤/٥. بَاب السُّجُودِ عَلَى الثِّيَابِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

৫/৬৪. অধ্যায় : ঠাণ্ডা বা গরমের কারণে কাপড়ের উপর সাজদাহ করা।

١٠٣١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ «فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ».

১/১০৩১। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার নিজ লিখিত কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) ইসমাঈল বিন আবু হাবীবাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান (মাকবূল) তিনি বলেন, নাবী ﷺ আমাদের নিকট আসেন এবং আমাদেরকে সাথে নিয়ে আবদুল আশহাল গোত্রের মাসজিদে স্বলাত পড়েন। সাজদাহ করাকালে আমি তাঁকে তাঁর উভয় হাত তাঁর কাপড়ের উপর রাখতে দেখেছি।[১০৩১]

١٠٣٢/٢ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْأَشْهَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ بَرْدَ الْحَصَى».

২/১০৩২। জা'ফার বিন মুসাফির (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) ইসমাঈল বিন আবূ উওয়ায়স (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার মুখস্তকৃত হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) ইবরাহীম বিন ইসমাঈল আল-আশহালী (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন স্বাবিত ইবনুস্-স্বামিত (মাকবূল) তার পিতা (আবদুর রহমান বিন স্বাবিত ইবনুস্-স্বামিত) দাদা (স্বাবিত ইবনুস্-স্বামিত) (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ আবদুল আশহাল গোত্রে স্বলাত পড়েন। তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল একখানা চাদর। পাথরের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য তিনি তাঁর দু' হাত ঐ চাদরের উপর রাখেন।[১০৩২]

١٠٣٣/٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ».

৩/১০৩৩। ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন হাবীব বিশর বিন মুফাদদল গালিব আল-কাত্তান বাকর বিন আবদুল্লাহ আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের সময়

আমি আশা করি কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্ব বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১০৩১. আহমাদ ১৮৪৭৪। ইরওয়া ৩১২ দঈফ। তাহক্বীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইসমাঈল বিন আবু হাবীবাহ সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে।

১০৩২. তাহক্বীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইসমাঈল বিন আবূ উওয়ায়স সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন।

নাবী (ﷺ)-এর সাথে স্বলাত পড়তাম। আমাদের কেউ (মাটিতে) তাঁর কপাল রাখতে অসমর্থ হলে তার কাপড় বিছিয়ে তার উপর সাজদাহ করতো।[১০৩৩]

٥/٦٥. بَاب التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ

৫/৬৫. অধ্যায় : স্বলাতে পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি।

١٠٣٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

১/১০৩৪। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, পুরুষদের জন্য তাস্‌বীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি।[১০৩৪]

١٠٣٥/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».

২/১০৩৫। হিশাম বিন আম্মার ও সাহল বিন আবূ সাহল সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ আবূ হাযিম সাহল বিন সা'দ আস-সাইদী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য হাততালি।[১০৩৫]

١٠٣٦/٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَعُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنِّسَاءِ فِي التَّصْفِيقِ وَلِلرِّجَالِ فِي التَّسْبِيحِ».

৩/১০৩৬। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) ইসমাঈল বিন উমায়্যাহ ও উবায়দুল্লাহ নাফি' তিনি বলতেন, ইবনু উমার (রাঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) নারীদের জন্য হাততালি এবং পুরুষদের জন্য তাসবীহ পাঠের অনুমতি দিয়েছেন।[১০৩৬]

٥/٦٦. بَاب الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

৫/৬৬. অধ্যায় : জুতা পরে স্বলাত আদায়।

১০৩৩. বুখারী ৩৮৫, ৫৪২, ১২০৮, মুসলিম ৬২০, তিরমিযী ৫৮৪, নাসায়ী ১১১৬, আবূ দাউদ ৬৬০, আহমাদ ১১৫৫৯ দারিমী ১৩৩৭। ইরওয়া' ৩১১, স্বহীহ আবী দাউদ ৬৬৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৩৪. বুখারী ১২০৩, মুসলিম ৪২২, তিরমিযী ৩৬৯, নাসায়ী ১২০৭, ১২০৮, ১২০৯, ১২১০, আবূ দাউদ ৯৩৯, ৯৪৪, আহমাদ ৭২৪৩, ৭৪৯৭, ২৭৪২১, ৮৬৭৪, ৯৩০২, ৯৩৮৯, ৯৭৬৪, ৯৮৫৬, ১০২১৩, ১০৪৭০, দারিমী ১৩৬৩। স্বহীহ আবী দাঊদ ৮৬৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৩৫. বুখারী ৬৮৪, ১২০৪, ১২১৮, ১২৩৪, ২৬৯০, ৭১৯০, মুসলিম ৪২১, নাসায়ী ৭৮৪, ৭৯৩, ১১৮৩, আবূ দাউদ ৯৪০, আহমাদ ২২২৯৫, ২২৩০১, ২২৩০৯, ২২৩৪১, ২২৩৫৬, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৯২, দারিমী ১৩৬৪। স্বহীহ আবূ দাউদ ৮৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৩৬. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٠٣٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ كَانَ جَدِّي أَوْسٌ أَحْيَانًا يُصَلِّي فَيُشِيرُ إِلَيَّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأُعْطِيهِ نَعْلَيْهِ وَيَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ».

১/১০৩৭। আবূ বকার বিন আবূ শায়াবাহ গুনদার শু'বাহ নু'মান বিন সালিম ইবনু আবূ আওস (অন্যত্র তার নাম বিন আমর আস্ব-স্বাকাফী নামে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন) (তার জারাহ ও তা'দীল সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ্য পাওয়া যায়নি) তিনি বলেন, আমার দাদা আওস (রাঃ) কখনো কখনো স্বলাতরত অবস্থায় আমার দিকে ইশারা করতেন। আমি তার জুতা জোড়া এগিয়ে দিতাম। তিনি বলতেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে তাঁর জুতাজোড়া পরিহিত অবস্থায় স্বলাত আদায় করতে দেখেছি।[১০৩৭]

١٠٣٨/٢ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا».

২/১০৩৮। বিশর বিন হিলাল আস্ব-স্বওওয়াফ ইয়াযীদ বিন যুরায়' হুসায়ন আল-মুআল্লিম (তিনি স্বিকাহ কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ) দাদা আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে খালি পায়েও এবং জুতা পরিহিত অবস্থায়ও স্বলাত আদায় করতে দেখেছি।[১০৩৮]

١٠٣٩/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ».

৩/১০৩৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া বিন আদাম যুহায়র আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দ) (তিনি স্বিকাহ কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আলকামাহ আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জুতা পরিহিত অবস্থায় এবং মোজা পরিহিত অবস্থায় স্বলাত আদায় করতে দেখেছি।[১০৩৯]

٦٧/٥. بَاب كَفِّ الشَّعَرِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ

৫/৬৭. অধ্যায় : স্বলাতরত অবস্থায় চুল ও কাপড় গুটানো।

١٠٤٠/١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا».

১/১০৪০। বিশর বিন মুআয আদ-দরীর হাম্মাদ বিন যায়দ ও আবূ আওয়ানাহ আমর বিন দীনার তাঊস ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন (স্বলাতরত অবস্থায়) চুল বা পরিধেয় বস্ত্র না গুটাই।[১০৪০]

১০৩৭. আহমাদ ১৫৭২৪, ১৫৭৩৪, ১৫৭৪৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইবনু আবূ আওস সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তার জারাহ তা'দীল সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

১০৩৮. আবূ দাউদ ৬৫৩, আহমাদ ৬৫৯০, ৬৭৮৯, ৬৯৮২। স্বহীহ আবূ দাউদ ৬৬০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৩৯. আহমাদ ৪৩৯২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৪০. বুখারী ৮০৯-১০, ৮১২, ৮১৫-১৬; মুসলিম ৪৯০/১-৫, তিরমিযী ২৭৩, নাসায়ী ১০৯৩, ১০৯৬-৯৮, ১১১৩, ১১১৫; আবূ দাউদ ৮৮৯-৯০, আহমাদ ২৫২৩, ২৫৭৯, ২৫৮৩, ২৬৫৩, ২৭৭৩, ২৯৭৬; দারিমী ১৩১৮-১৯, ইবনু মাজাহ ৮৮৩-৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٠٤١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ «أُمِرْنَا أَلَّا نَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ مَوْطَإٍ».

২/১০৪১। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবদুল্লাহ বিন ইদরীস আ'মাশ আবূ ওয়ায়িল আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা আদিষ্ট হয়েছি যে, আমরা যেন চুল ও কাপড় না গুটাই এবং আবর্জনার স্থান অতিক্রম করলে উদূ না করি।[১০৪১]

١٠٤٢/٣ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُخَوَّلُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ رَأَيْتُ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَأَى الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ يُصَلِّي وَقَدْ عَقَصَ شَعْرَهُ فَأَطْلَقَهُ أَوْ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعَرَهُ».

৩/১০৪২। বাকর বিন খালফ খালিদ ইবনুল হারিস্র শু'বাহ মুখাওয়াল বিন রাশিদ আবূ সা'দ (শুরাহবীল বিন সা'দ) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আবূ রাফি' (আসলাম) (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ মুখাওয়ল বি রাশিদ মাদীনাহ্র বাসিন্দা আবূ সা'দ শুরাহবীল (ইবনু সা'দ) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুক্ত করা দাস আবূ রাফি' (আসলাম) (রাঃ) -কে দেখলাম যে, তিনি হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে চুল বাঁধা অবস্থায় স্বলাত আদায় করতে দেখে তা খুলে দিলেন বা তাকে তা নিষেধ করলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) চুলের খোঁপা বেঁধে পুরুষদের স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[১০৪২]

٥/٦٨. بَاب الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

৫/৬৮. অধ্যায় : স্বলাতে বিনয়ভাব জাগ্রত করা।

١٠٤٣/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ تَلْتَمِعَ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ».

১/১০৪৩। উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তলহাহ বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) য়ূনুস যুহরী সালিম ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা স্বলাতরত অবস্থায় তোমাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠাবে না, অন্যথায় তোমাদের দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে।[১০৪৩]

١٠٤٤/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بِأَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى اشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَيَخْطَفَنَّ اللهُ أَبْصَارَهُمْ».

১০৪১. আবূ দাউদ ২০৪। ইরওয়া' ১৮৩, স্বহীহ আবী দাউদ ১৯৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৪২. আহমাদ ২৬৬৪৩। স্বহীহাহ ২৩৮৬, স্বহীহ আবূ দাউদ ৬৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৪৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/১০৪৪। নাদর বিন আলী আল-জাহদমী আবদুল আ'লা সাঈদ কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সহাবীদের নিয়ে স্বলাত পড়েন। তিনি স্বলাত শেষ করে লোকেদের দিকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে বলেন, লোকেদের কী হলো যে, তারা আকাশের দিকে তাকায়। এ ব্যাপারে তিনি কঠোর মন্তব্য করেন। অবশ্যই তারা যেন তা থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় আল্লাহ নিশ্চয় তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিবেন।[১০৪৪]

١٠٤٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَا تَرْجِعُ أَبْصَارُهُمْ».

৩/১০৪৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবদুর রহমান সুফইয়ান আ'মশ মুসায়্যাব বিন রাফি' তামীম বিন তারাফাহ জাবির বিন সামুরা (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, লোকেরা যেন আকাশের দিকে তাদের চোখ তোলা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে, অন্যথায় তারা তাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে না।[১০৪৫]

١٠٤٦/٤ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ حَسْنَاءُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَسْتَقْدِمُ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِئَلَّا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَإِذَا رَكَعَ قَالَ هَكَذَا يَنْظُرُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ «﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ﴾ فِي شَأْنِهَا».

৪/১০৪৬। হুমায়দ বিন মাসআদাহ ও আবু বাকর বিন খাল্লাদ নূহ বিন কায়স আমর বিন মালিক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূল জাওযা ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, এক পরমা সুন্দরী মহিলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পেছনে স্বলাত আদায় করতো। কতক লোক সামনের কাতারে এগিয়ে যেতো যাতে তার প্রতি তার দৃষ্টি না পড়ে এবং কতক লোক পেছনের শেষ কাতারে সরে যেতো। সে রুকূ'তে গিয়ে নিজ বগলের নিচ দিয়ে (তার প্রতি) তাকাতো। তখন আল্লাহ সেই মহিলাটি সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "আমি তোমাদের মধ্যকার অগ্রগামীদেরকেও জানি এবং পশ্চাদগামীদেরকেও জানি"– (সূরাহ হিজর ঃ ২৪)।[১০৪৬]

٦٩/٥. بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

৫/৬৯. অধ্যায় : এক কাপড়ে স্বলাত পড়া।

١٠٤٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدُنَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ».

১০৪৪. বুখারী ৭৫০, নাসায়ী ১১৫৩, আবূ দাউদ ৯১৩, আহমাদ ১১৬৫৪, ১১৬৯৪, ১১৭৩৬, দারিমী ১৩০২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৪৫. মুসলিম ৪২৮, আবূ দাউদ ৯১২, আহমাদ ২০৩২৬, ২০৩৬৩, ২০৪৫৭, ২০৫৩৭, দারিমী ১৩০১। স্বহীহ তারগীব স্বহীহ, আবূ দাউদ ৮৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৪৬. তিরমিযী ৩১২২, নাসায়ী ৮৭০। স্বহীহাহ ২৪৭২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১/১০৪৭। ◊(আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার)✕(সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ)✕(যুহরী)✕(সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব)✕(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ))◊ তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের কেউ কেউ এক কাপড়ে স্বলাত পড়ে। নাবী (ﷺ) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে পরিধেয় বস্ত্র আছে?[১০৪৭]

١٠٤٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ».

২/১০৪৮। ◊(আবূ কুরায়ব)✕(আমর বিন উবায়দ)✕(আ'মাশ)✕(আবূ সুফইয়ান)✕(জাবরি)✕(আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ))◊ তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন তিনি এক কাপড় পরিহিত অবস্থায় তার দু' প্রান্ত কাঁধের সাথে বেঁধে স্বলাত পড়ছিলেন।[১০৪৮]

١٠٤٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ».

৩/১০৪৯। ◊(আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ)✕(ওয়াকী')✕(হিশাম বিন উরওয়াহ)✕(তার পিতা **(উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র)**✕(উমার বিন আবূ সালামাহ (রাঃ))◊ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে একটি কাপড় জড়িয়ে তার দু' প্রান্ত তাঁর দু' কাঁধের বেঁধে স্বলাত আদায় করতে দেখেছি।[১০৪৯]

١٠٥٠/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْظَلَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ مُشْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي بِالْبِئْرِ الْعُلْيَا فِي ثَوْبٍ».

৪/১০৫০। ◊(আবূ ইসহাক আশ-শাফিঈ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাস)✕(মুহাম্মাদ বিন হানযালা বিন মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ আল-মাখযূমী (মাকবূল))✕(মা'রূফ বিন মুশকান)✕(আবদুর রহমান বিন কায়সান (মাসতূর বা অপরিচিত))✕(তার পিতা (কায়সান বিন জারীর) (রাঃ))◊ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বিরে উলিয়া নামক কূপের নিকট এক কাপড়ে স্বলাত আদায় করতে দেখেছি।[১০৫০]

١٠٥١/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَلَبِّبًا بِهِ».

১০৪৭. বুখারী ৩৫৮, ৩৬৫, মুসলিম ৫১৫/১-২, নাসায়ী ৭৬৩, আবূ দাউদ ৬২৫, আহমাদ ৭১০৯, ৭২১০, ৭৫৫১, ৮৩৪৪, ১০০৪৬, ১০০৮৬, ১০১০৭, ১০১২৫, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩২০, দারিমী ১৩৭০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। স্বহীহ আবূ দাউদ

১০৪৮. মুসলিম ৫১৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৪৯. বুখারী ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, মুসলিম ৫১৭/১-৩, তিরমিযী ৩৩৯, নাসায়ী ৭৬৪, আবূ দাউদ ৬২৮, আহমাদ ১৫৮৯৪, ১৫৯০০, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩১৯। স্বহীহ আবী দাউদ ৬৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৫০. আহমাদ ১৫০১৯, ইবনু মাজাহ ১০৫১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন কায়সান সম্পর্কে ইমামগণ মাসতূর বলেছেন।

৫/১০৫১। আবু বাকর বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর আমর বিন কাস্রীর (আবদুর রহ্মান) বিন কায়সান (মাসতূর বা অপরিচিত) তার পিতা (কায়সান বিন জারীর) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ কে একটি কাপড় পরে যোহর ও আসরের স্বলাত আদায় করতে দেখেছি।[১০৫১]

٧٠/٥. بَاب سُجُودِ الْقُرْآنِ

৫/৭০. অধ্যায় : কুরআন তিলাওয়াতের সাজদাহসমূহ।

١/١٠٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ».

১/১০৫২। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, বনী আদম যখন সাজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করে সাজদাহ দেয় তখন শায়ত্বান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায় আর বলে ঃ আফসোস! বনী আদমকে সাজদাহ দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং সে সাজদাহ করছে। তাই তার প্রতিদান জান্নাত। আর আমাকে সাজদাহ দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আমি তা অমান্য করেছি। তাই আমার প্রতিদান হলো জাহান্নাম।[১০৫২]

٢/١٠٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ يَا حَسَنُ أَخْبَرَنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أُصَلِّي إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ فَقَرَأْتُ السَّجْدَةَ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتْ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِي فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ «اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ».

২/১০৫৩। আবূ বাকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন খুনায়স (মাকবূল) হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ ইয়াযীদ (মাকবূল) ইবনু জুরায়জ উবায়দুল্লাহ বিন আবূ ইয়াযীদ ইবনু আব্বাস এর সূত্রে আমাকে অবহিত করেন যে, ইবনু আব্বাস বলেন, আমি নাবী -এর নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমি গতরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি গাছের গোড়ায় স্বলাত পড়ছি এবং তাতে আমি সাজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করছি। আমি সাজদাহ করলাম এবং গাছটিও আমার অনুরূপ সাজদাহ করলো। আমি গাছটিকে বলতে শুনলাম, "হে আল্লাহ্! এই সাজদাহর দ্বারা আমার গুনাহ অপসারিত করুন, আমার জন্য পুরস্কার নির্ধাণে করুন এবং এটাকে আপনার নিকট সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখুন"। ইবনু আব্বাস

১০৫১. আহমাদ ১৫০১৯, ইবনু মাজাহ ১০৫০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহ্মান বিন কায়সান সম্পর্কে ইমামগণ মাসতূর বলেছেন।

১০৫২. মুসলিম ৮১, আহমাদ ৯৪২০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাজদাহর আয়াত তিলাওয়াত করার পর সাজদাহ দিতে দেখেছি এবং তাঁকে তাঁর সাজদাহয় সেই দুআ' করতে শুনলাম, গাছটির যে দুআ' ঐ ব্যক্তি তাঁকে অবহিত করেছিল।[১০৫৩]

١٠٥٤/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ قَالَ «اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ».

৩/১০৫৪। আলী বিন আমর আল-আনসারী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-উমাবী ইবনু জুরায়জ মূসা বিন উকবাহ আবদুল্লাহ ইবনুল মুফাদদাল আ'রাজ উবায়দুল্লাহ বিন আবু রাফি' আলী (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তিলাওয়াতের সাজদাহ্য় বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সাজদাহ্ করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার নিকট আত্নসমর্পণ করলাম এবং তুমিই আমার প্রভু। আমার মুখমণ্ডল সেই মহান সত্তাকে সাজদাহ্ করলো, যিনি এর কানের শ্রবণশক্তি ও চোখের দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান"।[১০৫৪]

٧١/٥. بَاب عَدَدِ سُجُودِ الْقُرْآنِ

৫/৭১. অধ্যায় : কুরআন মজীদে তিলাওয়াতের সাজাদাহ্র সংখ্যা।

١٠٥٥/١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ «سَجَدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهُنَّ النَّجْمُ».

১/১০৫৫। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আল-মিস্রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আমর ইবনুল হারিস্র বিন আবূ হিলাল উমার আদ-দিমাশকী (আমর বিন হয়্যান) (মাজহুল বা অপরিচিত) উম্মুদ দারদা (হুজায়মাহ বিনতু হুওয়ায়) (রাঃ) তিনি বলেন, আবূদ-দারদা' (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি নাবী (সাঃ)-এর সাথে এগারটি সাজদাহ করেছেন। সূরাহ নাজম-এর সাজদাহও তার অন্তর্ভুক্ত।[১০৫৫]

١٠٥٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ فَائِدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ الْمَهْدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ خَاطِرٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي

১০৫৩. তিরমিযী ৫৭৯, ৩৪২৪। মিশকাত ১০৩৬, স্বহীহাহ ২৭১০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১০৫৪. মুসলিম ৭৭১, তিরমিযী ৩৪২১, ৩৪২২, ৩৪২৩, আবূ দাউদ ৭৬০, আহমাদ ৭৩১, ৮০৫। স্বহীহ আবী দাউদ ৭৩৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৫৫. তিরমিযী ৫৬৮৭, আহমাদ ২৬৯৪৮, ইবনু মাজাহ ১০৫৬। দঈফ আবূ দাউদ ২৩৮, ২৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী উমার আদ-দিমাশকী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে তিনি কে? তা জানা যায় না।

الدَّرْدَاءِ قَالَ «سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ شَيْءٌ الْأَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَرْيَمُ وَالْحَجُّ وَسَجْدَةُ الْفُرْقَانِ وَسُلَيْمَانُ سُورَةِ النَّمْلِ وَالسَّجْدَةُ وَفِي ص وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيمِ».

২/১০৫৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) উস্রমান বিন ফায়িদ (দঈফ বা দুর্বল) আস্রিম বিন রাজা বিন হায়ওয়াহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মাহদী বিন আবদুর রহমান বিন উবায়দাহ বিন খাতির (মাজহুল বা অপরিচিত) আমার ফূফূ উম্মু দারদা' (হুজায়মাহ বিনতু হুইয়ায়) আবূদ-দারদা' (উইয়াইমির বিন মালিক) তিনি বলেন, আমি নাবী -এর সাথে এগারটি সাজদাহ করেছি, তার মধ্যে মুফাসসাল সূরাহ ছিল না (সাজদাহর সূরাহসমূহ) ঃ সূরাহ আরাফ, রাদ, নাহল, বানূ ইসরাঈল, মারয়াম, হজ্জ, ফুরকান, নাম্ল, আস-সাজদা, সা'দ ও হা মীম সংযুক্ত সূরাহসমূহ।[১০৫৬]

١٠٥٧/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سَعِيدٍ الْعُتَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُنَيْنٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ كِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ».

৩/১০৫৭। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (সাঈদ) বিন আবূ মারইয়াম নাফি' বিন ইয়াযীদ হারিস্র বিন সাঈদ আল-উতাকী (মাকবূল) বানী আবদু কিলাল এর আবদুল্লাহ বিন মুনায়ন আম্র ইবনুল আস্র থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ তাকে কুরআনের পনেরটি সাজদাহ্ পড়িয়েছেন। তন্মধ্যে মুফাসসাল সূরায় তিনটি এবং সূরাহ হাজ্জে দু'টি সাজদাহ্ রয়েছে।[১০৫৭]

١٠٥٨/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ».

8/১০৫৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ আয়্যূব বিন মূসা আতা' বিন মীনা আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ -এর সাথে সূরাহ ইযাস্সামাউন শাক্কাত ও সূরাহ ইক্রা বিস্মে রব্বিকায় সাজদাহ করেছি।[১০৫৮]

١٠٥٩/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي

১০৫৬. তিরমিযী ৫৬৮৭, আহমাদ ২৬৯৪৮, ইবনু মাজাহ ১০৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী উস্রমান বিন ফায়িদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। ২. মাহদী বিন আবদুর রহমান বিন উবায়দাহ বিন খাতির সম্পর্কে ইমামগণ মাজহুল বা অপরিচিত বলেছেন।

১০৫৭. আবূ দাউদ ১৪০১। আবু দাউদ ১৪০১ দঈফ, মিশকাত ১০২৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী হারিস্র বিন সাঈদ আল-উতাকী সম্পর্কে ইবনু কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অপরিচিত।

১০৫৮. বুখারী ৭৬৬, ৭৬৮, ১০৭৪, ১০৭৮, মুসলিম ৫৭৮/১-৫, তিরমিযী ৫৭৩, নাসায়ী ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, আবূ দাউদ ১৪০৭, ১৪০৮, আহমাদ ৭১০০, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৭৮, দারিমী ১৪৬৮, ১৪৬৯, ১৪৭০, ১৪৭১। সহীহ আবী দাউদ ১১৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ» قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَذْكُرُهُ غَيْرَهُ.

৫/১০৫৯। আবূ বাকর বিন আবূ সুফইয়ান বিন উইয়ানাহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আবূ বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম উমার বিন আবদুল আযীয আবু বাকর বিন আবদুর রহমান ইবনুল হারিস বিন হিশাম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) ইযাস সামাউন শাককাত সূরাতে সাজদাহ করেছেন। আবূ বাক্র বিন আবূ শায়বা (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। আমি তাকে ছাড়া আর কাউকে হাদীসটি উল্লেখ করতে শুনিনি।[১০৫৯]

٥/٧٢. بَاب إِتْمَامِ الصَّلَاةِ

৫/৭২. অধ্যায় : স্বলাতকে পূর্ণাঙ্গ করা।

١٠٦٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَعَلِّمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».

১/১০৬০। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ বিন উমার সাঈদ বিন আবূ সাঈদ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করে স্বলাত পড়লো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন মাসজিদের এক পাশে অবস্থান করছিলেন। সে এসে তাঁকে সালাম দিলো। তিনি বলেন, তোমার প্রতিও, তুমি ফিরে যাও, আবার স্বলাত পড়ো। কেননা তুমি স্বলাত পড়োনি। সে ফিরে গিয়ে স্বলাত পড়লো, তারপর এসে নাবী (সাঃ) কে সালাম দিলো। তিনি বলেন, তোমার প্রতিও, ফিরে যাও এবং স্বলাত পড়ো। কেননা তুমি স্বলাত পড়োনি। তৃতীয়বারে সে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বলেন, তুমি স্বলাত পড়ার ইচ্ছা করলে উত্তমরূপে উদূ করো, তারপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলো, এরপর কুরআনের যে অংশ তোমার কাছে সহজ সেখান থেকে কিরাআত পাঠ করো, তারপর ধীরস্থিরভাবে রুকূ' করো, অতঃপর রুকূ' থেকে দাঁড়িয়ে সোজা হও, তারপর ধীরস্থিরভাবে সাজদাহ করো, অতঃপর মাথা তুলে সোজা হয়ে বসো। তুমি তোমার গোটা স্বলাত এভাবে পড়ো।[১০৬০]

১০৫৯. বুখারী ৭৬৬, ৭৬৮, ১০৭৪, ১০৭৮, মুসলিম ৫৭৮/১-৫, তিরমিযী ৫৭৩, নাসায়ী ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, আবূ দাউদ ১৪০৭, ১৪০৮, আহমাদ ৭১০০, মুওয়াত্তা মালিক ৪৭৮, দারিমী ১৪৬৮, ১৪৬৯, ১৪৭০, ১৪৭১। স্বহীহ আবী দাউদ ১১৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৬০. ইবনু মাজাহ ৩৬৯৫। ইরওয়া' ২৮৯, স্বহীহ আবূ দাউদ ৮০২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٠٦١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا لِمَ فَوَاللهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَقِرَّ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَمِدًا لَا يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ هَكَذَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي يَنْقَضِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ».

২/১০৬১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আসিম আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন আম্র বিন আতা বলেন, আমি আবূ হুমায়দ (আবদুর রহমান বিন সা'দ) আস-সাঈদী (রাঃ)-কে আবূ কাতাদাহ (হারিস্ব বিন রিবঈ) (রাঃ) সহ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্বলাতের ব্যাপারে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত। তারা বলেন, তা কিভাবে? আল্লাহ্র শপথ! আপনি আমাদের চেয়ে অধিক কাল তাঁর অনুসরণকারী নন এবং তাঁর সাহচর্য লাভের দিক থেকেও আমাদের অগ্রগামী নন। তিনি বলেন, হাঁ। তারা বলেন, তাহলে আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) স্বলাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর (তাহরীমা) বলতেন, তারপর তাঁর উভয় হাত তাঁর দু' কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব স্থানে স্থির থাকতো। অতঃপর তিনি কিরাআত পড়তেন, অতঃপর তাকবীর বলে তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। তারপর তিনি রুকূ' করতেন এবং রুকূ'তে তাঁর উভয় হাত যথাযথভাবে দু' হাঁটুর উপর রাখতেন, তাঁর মাথা অধিক উঁচু বা নীচু না করে সমানভাবে রাখতেন। অতঃপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে উভয় হাত উভয় কাঁধ বরাবর উঠাতেন, এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ব স্ব স্থানে স্থির হয় যেতো। অতঃপর তিনি যমীনের দিকে (সাজদাহয়) ঝুঁকে যেতেন এবং পার্শ্বদেশ থেকে উভয় হাত আলাদা রাখতেন, তারপর মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন এবং সাজদাহর সময় উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলো ভাঁজ করে খাড়া রাখতেন, তারপর সাজদাহ করতেন, অতঃপর তাকবীর বলে (সাজদাহ্ থেকে উঠে) বাম পায়ের উপর বসতেন, এমনকি তাঁর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বস্থানে স্থির হয়ে যেত। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকআতেও প্রথম রাকআতের অনুরূপ করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআত থেকে দাঁড়ানোর সময় তাঁর উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন, যেমন উঠাতেন স্বলাত শুরু করার সময়। তিনি অবশিষ্ট স্বলাত এভাবে পড়তেন। শেষ সাজদাহ করে তিনি সালাম ফিরিয়ে এক পা আগে-পিছে

করে, বাম দিকের পাছার উপর ভর করে বসতেন। তারা বলেন, আপনি যথার্থই বলেছেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) এভাবেই স্বলাত আদায় করতেন।[১০৬১]

١٠٦٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا تَوَضَّأَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ سَمَّى اللهَ وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُقِيمُ صُلْبَهُ وَيَقُومُ قِيَامًا هُوَ أَطْوَلُ مِنْ قِيَامِكُمْ قَلِيلًا ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَيُجَافِي بِعَضُدَيْهِ مَا اسْتَطَاعَ فِيمَا رَأَيْتُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى وَيَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ».

৩/১০৬২। আবূ বাকার বিন আবূ শায়বাহ আবদাহ বিন সুলায়মান হারিসাহ বিন আবূ রিজাল (দঈফ বা দুর্বল) আমরাহ (বিনতু আবদুর রহমান) তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্বলাত কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, তিনি উদূ করার সময় বিসমিল্লাহ বলে পাত্রে তাঁর দু' হাত রেখে পূর্ণরূপে উদূ করতেন, অতঃপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতেন এবং তাঁর উভয় হাত তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন, অতঃপর (কিরাআত শেষে) রুকূ' করতেন এবং তাঁর উভয় হাত উভয় হাঁটুতে রাখতেন এবং হাত দু'টোকে পৃথক করে রাখতেন। তারপর মাথা উত্তোলন করে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তোমাদের চাইতে সামান্য বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ করতেন এবং তাঁর হাত দু'টি কিবলামুখী করে রাখতেন। আমি যতটা দেখেছি, তিনি যথাসাধ্য তাঁর হাত দু'টি (পাঁজর থেকে) পৃথক রাখতেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথা তুলে তাঁর বাঁ পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখতেন। তিনি বাঁদিকে ঝুঁকে বসতে অপছন্দ করতেন।[১০৬২]

٧٣/٥. بَاب تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

৫/৭৩. অধ্যায় : সফরে স্বলাত কসর (হ্রাস) করা।

١٠٦٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عُمَرَ قَالَ «صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ».

১/১০৬৩। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ শারীক যুবায়দ আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা উমার (রাঃ) তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর যবানীতে সফরের স্বলাত দু' রাকআত, জুমুআহ্র স্বলাত দু' রাকআত এবং ঈদের স্বলাত দু' রাকআত। এগুলো পূর্ণ স্বলাত, এগুলোরা কসর নাই।[১০৬৩]

১০৬১. বুখারী ৮২৮, তিরমিযী ২৬০, ৩০৪; নাসায়ী ১০৩৯, ১১৮১; আবূ দাউদ ৭৩০, ৯৬৩; আহমাদ ২৩০৮৮, দারিমী ১৩০৭, ১৩৫৬; ইবনু মাজাহ ৮৬২, ৮৬৩। ইরওয়া' ৩০৫, সহীহ আবী দাউদ ৭২০, ৭২১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১০৬২. আবূ দাউদ ৭৭৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীসের রাবী হারিসাহ বিন আবূ রিজাল সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন।

১০৬৩. আহমাদ ২৫৯, ইবনু মাজাহ ১০৬৪। ইরওয়া' ৬৩৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী।

١٠٦٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ «صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْفِطْرُ وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ».

২/১০৬৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াযীদ বিন যিয়াদ বিন আবূল জা'দ যুবায়দ আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা কা'ব বিন উজরাহ উমার (রাঃ) তিনি বলেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর যবানীতে সফরের সলাত দু' রাকআত, জুমুআহ্র সলাত দু' রাকআত, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সলাত দু' রাকআত করে, এগুলো কসর ব্যতীত পূর্ণ সলাত।[১০৬৪]

١٠٦٥/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ».

৩/১০৬৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ইবনু জুরায়জ ইবনু আবূ আম্মার আবদুল্লাহ বিন বাবায়হ ইয়া'লা বিন উমাইয়্যাহ বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট এই আয়াত উল্লেখপূর্বক (অনুবাদ) ঃ "যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফেররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সলাত সংক্ষিপ্ত করলে এতে তোমাদের কোন দোষ নেই" জিজ্ঞেস করলাম যে, মানুষ তো এখন নিরাপদে আছে? তিনি বলেন, তুমি যে বিষয়ে বিস্ময় বোধ করছো, আমিও সে বিষয়ে বিস্ময় বোধ করেছিলাম। এ বিষয়ে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতো একটি দানবিশেষ, যা আল্লাহ তাআলা তোমাদের দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাঁর দান গ্রহণ করো।[১০৬৫]

١٠٦٦/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ «إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ يَفْعَلُ».

৪/১০৬৬। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ ইবনু শিহাব আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকর বিন আবদুর রহমান উমাইয়্যাহ বিন আবদুল্লাহ বিন খালিদ তিনি আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) কে বলেন, আমরা কুরআনুল করীমে মুকীম ব্যক্তির সলাত ও ভীতির সলাত (সলাতুল খাওফ) সম্পর্কে বর্ণনা পাই, অথচ মুসাফিরের সলাতের বর্ণনা পাই না। আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের নিকট মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন এবং আমরা কিছুই জানতাম না। আমরা মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে যেরূপ করতে দেখেছি, আমরাও অবশ্যি তদ্রূপ করি।[১০৬৬]

১০৬৪. আহমাদ ২৫৯, ইবনু মাজাহ ১০৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১০৬৫. মুসলিম ৬৮৬, তিরমিযী ৩০৩৪, নাসায়ী ১৪৩৩, আবূ দাউদ ১১৯৯, আহমাদ ১৭৫, ২৪৬, দারিমী ১৫০৪, ১৫০৫। আবী দাউদ ১০৮৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১০৬৬. নাসায়ী ৪৫৭, ১৪৩৪; আহমাদ ৫৩১১, মুওয়াত্তা মালিক ৩৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٠٦٧/٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا».

৫/১০৬৭। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ বিশর বিন হারব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার মাঝে দুর্বলতা আছে) ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ মাদীনাহ শহর থেকে কোথাও রওনা হয়ে গেলে, এখানে ফিরে না আসা পর্যন্ত দু' রাকআতের অধিক স্বলাত আদায় করতেন না।[১০৬৭]

١٠٦٨/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ وَجُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ افْتَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ «فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ».

৬/১০৬৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূশ শাওয়ারিব ও জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) আবূ আওয়ানাহ বুকায়র ইবনুল আখনাস মুজাহিদ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নাবী (সাঃ)-এর যবানীতে (তাঁর বান্দাদের উপর) মুকীম অবস্থায় চার **রাক'আত এবং মুসাফির অবস্থায় দু' রাকআত স্বলাত ফারদ করেছেন।**[১০৬৮]

٧٤/٥. بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

৫/৭৪. অধ্যায় : সফরে দু' ওয়াক্তের স্বলাত একত্রে পড়া।

١٠٦٩/١ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَطَاوُسٍ أَخْبَرُوهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْجِلَهُ شَيْءٌ وَلَا يَطْلُبُهُ عَدُوٌّ وَلَا يَخَافُ شَيْئًا».

১/১০৬৯। মুহরিয বিন সালামাহ আল-আদানী আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম ইবরাহীম বিন ইসমাঈল (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল কারীম মুজাহিদ, সাঈদ বিন জুবায়র, আতা' বিন আবূ রাবাহ ও তাউস ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি অবহিত করেন যে, ব্যতিব্যস্ততা, শত্রুর আক্রমণাশংকা এবং অন্য কিছুর ভয়ভীতিমুক্ত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে মাগরিব ও ইশার স্বলাত একত্রে পড়তেন।[১০৬৯]

১০৬৭. আহমাদ ৫৭১৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী বিশর বিন হারব সম্পর্কে সুলায়মান বিন হারব তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন।

১০৬৮. মুসলিম ৬৮৭, নাসায়ী ৪৫৬, ১৪৪১-৪২; আবূ দাউদ ১২৪৭। স্বহীহ আবূ দাউদ ১১৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস্ব বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একাধিক মুনকার হাদীস্ব রয়েছে। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১০৬৯. আহমাদ ১৮৭৭। তিরমিযী ৫৫৪ স্বহীহ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইবরাহীম বিন ইসমাঈল সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। ইমাম নাসায়ী ও

١٠٧٠/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي السَّفَرِ».

২/১০৭০। ◊(আলী বিন মুহাম্মাদ)(ওয়াকী')(সুফইয়ান)(আবুয যুবায়র)(আবুত তুফায়ল)(মুআয বিন জাবাল (রাঃ))◊ নাবী (সাঃ) তাবূক যুদ্ধের সফরে যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশার স্বলাত একত্রে আদায় করেন।[১০৭০]

٥/٧٥. بَاب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

৫/৭৫. অধ্যায় : সফরে নফল স্বলাত।

١٠٧١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ «فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَهُ وَانْصَرَفَ قَالَ فَالْتَفَتَ فَرَأَى أُنَاسًا يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ ثُمَّ صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُمْ اللهُ وَاللهُ يَقُولُ ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾».

১/১০৭১। ◊(আবূ বাক্র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী)(আবূ আমির)(ঈসা বিন হাফস্ব বিন আস্বিম বিন উমার ইবনুল খাত্তাব)(আমার পিতা হাফস্ব বিন আস্বিম)(বলেন, আমরা এক সফরে ইবনু উমার (রাঃ))◊-এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাদের নিয়ে স্বলাত পড়েন। অতঃপর আমরা সেখান থেকে তার সাথে ফিরে আসি। রাবী বলেন, তিনি একদল লোককে স্বলাত আদায় করতে দেখে বলেন, ঐ সকল লোক কী করছে? আমি বললাম, তারা নফল স্বলাত পড়ছে। তিনি বলেন, সফরে নফল স্বলাত পড়া জরুরী মনে করলে, আমি আমার ফারদ স্বলাত পুরাটাই পড়তাম। হে ভাতিজা! আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম। তিনি তাঁর ইনতিকাল পর্যন্ত সফরে দু' রাকআতের অধিক স্বলাত পড়েননি। তারপর আমি আবূ বাক্র (রাঃ)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম, তিনিও দু' রাকআতের অধিক স্বলাত পড়েননি। এরপর আমি উমার (রাঃ)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম এবং তিনিও দু' রাকআতের অধিক স্বলাত পড়েননি। অতঃপর আমি উস্মান (রাঃ)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম, তিনিও দু' রাকআতের অধিক স্বলাত পড়েননি। এই অবস্থায় তারা ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে অবশ্যি তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ" (সূরাহ আহ্যাব ঃ ২১)।[১০৭১]

ইবনু আদী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেনন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন।

১০৭০. মুসলিম ৭০৬/১-২, তিরমিযী ৫৫৩, নাসায়ী ৫৮৭, আবূ দাউদ ১২০৬, ১২০৮, ১২২০; আহমাদ ২৫৫৬৫, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৩০, দারিমী ১৫১৪-১৫। ইরওয়া' ৩/৩১, স্বহীহ আবী দাউদ ১০৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ

১০৭১. বুখারী ১০৮২, ১১০১-২, ১৬৫৫, মুসলিম ৬৮৯/১-২, ৬৯৪/১-৩; নাসায়ী ১৪৫০, ১৪৫৭-৫৮, আবূ দাউদ ১২২৩, আহমাদ ৪৮৪৩, দারিমী ১৫০৫-৬, ১৮৭৫। ইরওয়া' ৫৬৩, স্বহীহ আবী দাউদ ১১০৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٠٧٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنْ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّي فِي الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا».

২/১০৭২। ◄[আবূ বাকর বিন খাল্লাদ]✕[ওয়াকী']✕[উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)]✕[হাসান বিন মুসলিম]✕[তাউস বিন কায়সান]✕[ইবনু আব্বাস (রাঃ)]► (উসামাহ) বলেন, আমি তাউসকে সফরে নফল স্বলাত পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তখন হাসান বিন মুসলিম বিন ইয়ানাকও তার নিকট বসা ছিলেন। তিনি বলেন, তাউস (রহঃ) আমাকে বললেন যে, তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুকীম অবস্থার ও সফরকালের স্বলাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতএব আমরা মুকীম ও মুসাফির অবস্থায় ফারদ স্বলাতের আগে-পরে নফল স্বলাত পড়তাম।[১০৭২]

٧٦/٥. بَاب كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ بِبَلْدَةٍ

৫/৭৬. অধ্যায় : মুসাফির কোন জনপদে অবস্থান করলে কত দিন স্বলাত কসর করবে?

١٠٧٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ مَاذَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «ثَلَاثًا لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ».

১/১০৭৩। ◄[আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ]✕[হাতিম বিন ইসমাঈল]✕[আবদুর রহমান বিন হুমায়দ আয-যুহরী]✕[সায়িব বিন ইয়াযীদ]✕[আলা' ইবনুল হাদরামী (রাঃ)]► (আবদুর রহমান) বলেন, আমি সায়িব বিন ইয়াযীদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মাক্কাহ্য় অবস্থানকারীর সম্পর্কে আপনি কী শুনেছেন? তিনি বলেন, আমি আলা' ইবনুল হাদরামী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নাবী (সাঃ) বলেছেন, তাওয়াফে সদরের পর মুহাজির তিন দিন স্বলাত কসর করবে।[১০৭৩]

١٠٧٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي قَالَ «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ».

২/১০৭৪। ◄[মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া]✕[আবূ আসিম (দহ্হাক বিন মাখলাদ বিন দহ্হাক বিন মুসলিম)]✕[ইবনু জুরায়জ]✕[আতা']✕[জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ)]► বলেন, নাবী (সাঃ) যিলহাজ্জ মাসের চার তারিখ ভোরে মাক্কাহ্য় উপনীত হন।[১০৭৪]

১০৭২. আহমাদ ২০৬৫। ইবনু মাজাহ ১০৬৬ স্বহীহ, নাসায়ী ১৪৩৪ স্বহীহ, ১৪৪১ স্বহীহ, স্বহীহ বিন খুযাইমাহ ৩০৫ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীসের রাবী উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে সিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমমা নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়।

১০৭৩. বুখারী ৩৯৩৩, মুসলিম ১৩৫২/১-৪, তিরমিযী ৯৪৯, নাসায়ী ১৪৫৪-৫৫, আবূ দাউদ ২০২২, আহমাদ ১৮৫০৫, ২০০০২; দারিমী ১৫১১-১২। স্বহীহ আবী দাউদ ১৭৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৭৪. বুখারী ২৫০৬, ৭২৩০, ৮৩৬৭; নাসায়ী ২৮০৫, ২৮৭২। স্বহীহ বিন খুযাইমাহ ৯৫৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٠٧٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا».

৩/১০৭৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূশ শাওয়ারিব আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ আসিম আল-আহওয়াল ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) (মাক্কাহ্য়) উনিশ দিন অবস্থান করেন এবং দু' রাকআত করে (ফারদ) স্বলাত পড়েন। অতএব আমরা যখন উনিশ দিন অবস্থান করতাম, তখন দু' রাকআত করে (ফারদ) স্বলাত পড়তাম এবং তার অধিক (দিন) অবস্থান করলে পূর্ণ চার রাকআতই পড়তাম।[১০৭৫]

١٠٧٦/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَقَامَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ».

৪/১০৭৬। আবূ ইউসুফ আস্স-স্বায়দালানী মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আর-রাক্কী মুহাম্মাদ বিন সালামাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি কাদরীয়াদের অন্তর্ভূক্ত) যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাক্কাহ বিজয়ের বছর তথায় পনের দিন অবস্থান করেন এবং স্বলাত কসর করেন।[১০৭৬]

١٠٧٧/٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا قُلْتُ كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا».

৫/১০৭৭। নাদর বিন আলী আল-জাহদামী ইয়াযীদ বিন যুরায়' ও আবদুল আ'লা ইয়াহইয়া বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) আনাস (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মাদীনাহ থেকে মাক্কাহ্য় রওয়ানা হলাম। আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত দু' রাকআত করে (ফারদ) স্বলাত আদায় করেছি। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কত দিন মাক্কাহ্য় অবস্থান করেন? আনাস (রাঃ) বলেন, দশ দিন।[১০৭৭]

১০৭৫. বুখারী ১০৮০, ৪২৯৮, ৪৩০০; তিরমিযী ৫৪৯, আবূ দাউদ ১২৩০, ইবনু মাজাহ ১০৭৬। ইরওয়া' ৫৭৫, স্বহীহ আবী দাউদ ১১১৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৭৬. বুখারী ১০৮০, ৪২৯৮, ৪৩০০; তিরমিযী ৫৪৯, আবূ দাউদ ১২৩০, ইবনু মাজাহ ১০৭৫। আবূ দাউদ ১২৩১ মুনকার, দঈফ আবূ দাউদ ২২৬, ইরওয়া' ৩/২৬-২৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্ব। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ।

১০৭৭. বুখারী ১০৮১, ৮২৯৭; মুসলিম ৬৯৩, তিরমিযী ৫৪৮, নাসায়ী ১৪৩৮, ১৪৫২; আবূ দাউদ ১২৩৩। ইরওয়া' ৩/৫, স্বহীহ আবী দাউদ ১১১৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٧٧/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

৫/৭৭. অধ্যায় : স্বলাত ত্যাগকারীর বিধান

١٠٧٨/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ».

১/১০৭৮। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো স্বলাত বর্জন।[১০৭৮]

١٠٧٩/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ».

২/১০৭৯। ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আল-বালিসীয়্যু আলী ইবনুল হাসান বিন শাকীক হুসায়ন বিন ওয়াকিদ আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ তার পিতা বুরায়দাহ (ইবনুল হুসায়ব বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস) (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে তা হলো স্বলাত। অতএব যে ব্যক্তি স্বলাত ত্যাগ করলো, সে কুফরী করলো।[১০৭৯]

١٠٨٠/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ».

৩/১০৮০। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ আমর বিন সা'দ ইয়াযীদ (বিন আবান) আর-রকাশী আনাস বিন মালিক (রাঃ) নাবী (ﷺ) বলেন, মু'মিন বান্দা ও শিরক-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে স্বলাত বর্জন করা। অতএব যে ব্যক্তি স্বলাত ত্যাগ করলো, সে অবশ্যই শিরক করলো।[১০৮০]

٧٨/٥. بَاب فِي فَرْضِ الْجُمُعَةِ

৫/৭৮. অধ্যায় : জুমুআহর স্বলাত ফারদ।

١٠٨١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو جَنَّابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ

১০৭৮. মুসলিম ৮২, তিরমিযী ২৬১৮, ২৬২০; আবূ দাউদ ৪৬৭৮, আহমাদ ১৪৫৬১, ১৪৭৬২; দারিমী ১২৩৬। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ।

১০৭৯. তিরমিযী ২৬২১। মিশকাত ৫৭৪। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ।

১০৮০. স্বহীহ তারগীব ৫৬৫, ১৬৬৭। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ।

رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لَهَا فَلَا جَمَعَ اللهُ لَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا زَكَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ».

১/১০৮১। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ওয়ালীদ বিন বুকায়র আবূ জান্নাব (লায়্যেনুল হাদীস্র অর্থাৎ হাদীস্রের ব্যাপারে দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-আদাবী (মাতরূক বা প্রত্যাক্ষানযোগ্য) আলী বিন যায়দ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব জাবির বিন আবদুল্লাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন, হে মানবমণ্ডলী! তোমরা মরার পূর্বেই আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করো এবং কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ার পূর্বেই সৎ কাজের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। তাঁর অধিক যিক্‌রের মাধ্যমে তোমাদের রবের সাথে তোমাদের সম্পর্ক স্থাপন করো এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে অধিক পরিমাণে দান-খয়রাত করো, এজন্য তোমাদের রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হবে, সাহায্য করা হবে এবং তোমাদের অবস্থার সংশোধন করা হবে। তোমরা জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার এই স্থানে আমার এই দিনে, আমার এই মাসে এবং আমার এই বছরে তোমাদের উপর কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত জুমুআহ্‌র স্বলাত ফারদ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি আমার জীবদ্দশায় বা আমার ইনতিকালের পরে, ন্যায়পরায়ণ অথবা যালেম শাসক থাকা সত্ত্বেও জুমুআহ্‌র স্বলাত তুচ্ছ মনে করে বা অস্বীকার করে তা বর্জন করবে, আল্লাহ তার বিক্ষিপ্ত বিষয়কে একত্রে গুছিয়ে দিবেন না এবং তার কাজে বরকত দান করবেন না। সাবধান! তার স্বলাত, যাকাত, হাজ্জ, স্বওম এবং অন্য কোন নেক আমাল গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না সে তওবা করে। যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবূল করেন। সাবধান! নারী পুরুষের, বেদুইন মুহাজিরের এবং পাপাচারী মু'মিন ব্যক্তির ইমামতি করবে না। তবে স্বৈরাচারী শাসক তাকে বাধ্য করলে এবং তার তরবারি ও চাবুকের ভয় থাকলে স্বতন্ত্র কথা।[১০৮১]

١٠٨٢/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ قَائِدَ أَبِي حِينَ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَسَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ لِأَبِي أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ وَدَعَا لَهُ فَمَكَثْتُ حِينًا أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُ ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي وَاللهِ إِنَّ ذَا لَعَجْزٌ إِنِّي أَسْمَعُهُ كُلَّمَا سَمِعَ أَذَانَ الْجُمُعَةِ يَسْتَغْفِرُ لِأَبِي أُمَامَةَ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ لِمَ هُوَ فَخَرَجْتُ بِهِ كَمَا كُنْتُ أَخْرُجُ بِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمَّا سَمِعَ الْأَذَانَ اسْتَغْفَرَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَتَاهُ أَرَأَيْتَكَ صَلَاتَكَ عَلَى أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ كُلَّمَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ بِالْجُمُعَةِ لِمَ هُوَ قَالَ أَيْ بُنَيَّ كَانَ

১০৮১. ইরওয়া' ৫৯১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ওয়ালীদ বিন বুকায়র আবূ জান্নাব সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ২. আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-আদাবী সম্পর্কে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস্র বর্ণনায় করেন। ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। ইবনু হিব্বান বলেন, তার খবর দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম দারাকুতনী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

أَوَّلَ مَنْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ فِي نَقِيعِ الْخَضَمَاتِ فِي هَزْمٍ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا.

২/১০৮২। ইয়াহইয়া বিন খালাফ আবূ সালামাহ আবদুল আ'লা মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি কাদারিয়াদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন) মুহাম্মাদ বিন আবূ উমামাহ বিন সাহল বিন হুনায়ফ তার পিতা আবূ উমামাহ আবদুর রহমান বিন কা'ব বিন মালিক তিনি বলেন, আমার পিতা (কা'ব বিন মালিক) (রাঃ) অন্ধ হয়ে গেলে আমি ছিলাম তার পরিচালক। আমি তাকে নিয়ে যখন জুমুআহ্র স্বলাত আদায় করতে বের হতাম, তিনি আযান শুনলেই আবূ উমামাহ আসআদ বিন যুরারাহ্ (রাঃ)-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দু'আ' করতেন। আমি তাকে ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ' করতে শুনে কিছুক্ষণ থামলাম, অতঃপর মনে মনে বললাম, আল্লাহ্র শপথ! কি বোকামী! তিনি জুমুআহ্র আযান শুনলেই আমি তাকে আবূ উমামাহ (রাঃ)-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দু'আ' করতে শুনি, অথচ আমি তাকে তার কারণ জিজ্ঞেস করিনি? আমি তাকে নিয়ে যেমন বের হতাম, তদ্রূপ একদিন তাঁকে নিয়ে জুমুআহ্র উদ্দেশে বের হলাম। তিনি যখন আযান শুনলেন তখন তার অভ্যাস মাফিক ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে পিতা! জুমুআহ্র আযান শুনলেই আমি কি আপনাকে দেখি না যে, আপনি আসআদ বিন যুরারাহ্ (রাঃ)-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, তা কেন? তিনি বলেন, প্রিয় বৎস! রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাক্কাহ থেকে (মাদীনাহ্য়) আসার পূর্বে তিনিই সর্বপ্রথম বনূ বাইয়াদার প্রস্তরময় সমতল ভূমিতে অবস্থিত নাকীউল খাযামাত-এ আমাদের নিয়ে জুমুআহ্র স্বলাত পড়েন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা তখন কতজন ছিলেন? তিনি বলেন, চল্লিশজন পুরুষ।[১০৮২]

١٠٨٣/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَضَلَّ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا كَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدُ لِلنَّصَارَى فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ».

৩/১০৮৩। আলী ইববনুল মুনযির ইবনু ফুদয়র আবূ মালিক আল-আশজাঈ রিবঈ বিন হিরাশ হুযায়ফাহ (রাঃ) আলী ইবনুল মুনযির ইবুন ফুদয়ক আবূ মালিক আল-আশজাঈ আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, জুমুআহ্র স্বলাতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাদের পূর্ববর্তীদের পথভ্রষ্ট করেছেন। ইহূদীদের জন্য ছিল শনিবার এবং খ্রিস্টানদের জন্য রবিবার। কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত তারা হবে আমাদের পশ্চাদগামী। আমরা পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশেষ আগমনকারী, কিন্তু সৃষ্টিকুলের বিচার অনুষ্ঠানের দিক থেকে হবো সর্বপ্রথম।[১০৮৩]

٧٩/٥. بَاب فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ

৫/৭৯. অধ্যায় : জুমুআহ্র স্বলাতের ফাদীলাত।

১০৮২. আবূ দাঊদ ১০৬৯। স্বহীহ আবূ দাঊদ ৯৮০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১০৮৩. বুখারী ৮৯৮, মুসলিম ৮৫৫/১-৩, ৮৫৬, নাসায়ী ১৩৬৭-৬৮, আহমাদ ৭২৬৮, ৭৩৫১, ৭৬৪৯, ৮০৫৩, ৮২৯৮, ১০১৫২। তা'লীকর রগীব ১/২৫০. স্বহীহ তারগীব ৭০১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

١٠٨٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ فِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ».

১/১০৮৪। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র যুহায়র বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকিল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ আল-আনসারী আবূ লুবাবাহ বিন আবদুল মুনযির তিনি বলেন, নাবী বলেছেন, জুমুআহ্‌র দিন হলো সপ্তাহের দিনসমূহের নেতা এবং তা আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত। এ দিনটি আল্লাহ্‌র নিকট কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিনের চেয়ে অধিক সম্মানিত। এ দিনে রয়েছে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ঃ এ দিন আল্লাহ আদম -কে সৃষ্টি করেন, এ দিনই আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে পাঠান এবং এ দিনই আল্লাহ তাঁর মৃত্যু দান করেন। এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, কোন বান্দা তখন আল্লাহ্‌র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তাকে তা দান করেন, যদি না সে হারাম জিনিসের প্রার্থনা করে এবং এ দিনই কিয়ামাত সংঘটিত হবে। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীন, বায়ু, পাহাড়-পর্বত ও সমুদ্র সবই জুমুআহ্‌র দিন শংকিত হয়।[১০৮৪]

١٠٨٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ يَعْنِي بَلِيتَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ».

২/১০৮৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ হুসায়ন বিন আলী আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জাবির আবূল আশআস্র আস্র-স্নআনী (শুরাহীল বিন আদ্দাহ) আওস বিন আওস তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের সর্বোত্তম দিন হলো জুমুআহ্‌র দিন। এ দিন আদম -কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং তাতে বিকট শব্দ হবে। অতএব তোমরা এ দিন আমার উপর প্রচুর পরিমাণে দুরূদ পাঠ করো। তোমাদের দুরূদ অবশ্যই আমার নিকট পেশ করা হয়। এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কিভাবে আমাদের দুরূদ আপনার নিকট পেশ করা হবে, অথচ আপনি তো অচিরেই মাটির সাথে একাকার হয়ে যাবেন? তিনি বলেন, আল্লাহ নাবীগণের দেহ ভক্ষণ মাটির জন্য হারাম করেছেন।[১০৮৫]

১০৮৪. আহমাদ ১৫১২০। মিশকাত ১৩৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১০৮৫. ইরওয়া' ৪, মিশকাত ১৩৬১, তা'তীক বিন খুযাইমাহ, ১৭৫৮, সহীহ, আবী দাউদ ৯৬২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٠٨٦/٣ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةُ مَا بَيْنَهُمَا مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ».

৩/১০৮৬। মুহরিয বিন সালামাহ আল-আদানী আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আলা' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুর রহমান বিন ইয়া'কূব) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এক জুমুআহ পরবর্তী জুমুআহ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহের কাফফারা স্বরূপ, যদি না কবীরা গুনাহ করা হয়।[১০৮৬]

٨٠/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫/৮০. অধ্যায় : জুমুআহর দিন গোসল করা।

١٠٨٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَشْعَثِ حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا».

১/১০৮৭। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক আওযাঈ হাস্সান বিন আতীয়্যাহ আবূল আশআস (শুরাহীল বিন আদ্দাহ) আওস বিন আওস আস-সাকাফী (রাঃ) বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জুমুআহর দিন (স্ত্রী সহবাসজনিত) গোসল করলো এবং নিজে গোসল করলো এবং সকাল সকাল যানবাহন ছাড়া পদব্রজে মাসজিদে এসে ইমামের কাছাকাছি বসলো, মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে খুতবাহ শুনলো এবং অনর্থক কিছু করলো না, তার জন্য প্রতি কদমে এক বছরের সওম রাখ ও তার রাত জেগে স্বলাত পড়ার সমান নেকী রয়েছে।[১০৮৭]

١٠٨٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

২/১০৮৮। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উমার বিন উবায়দ আবু ইসহাক নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জুমুআহর স্বলাত আদায় করতে আসে সে যেন গোসল করে।[১০৮৮]

١٠٨٩/٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ».

১০৮৬. মুসলিম ২৩৩, দি ২১৪, আহমাদ ৭০৮৯, ৮৯৪৪, ১০১৯৮, ২৭২৯০। স্বহীহ তারগীব ৬৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৮৭. তিরমিযী ৪৯৬, নাসায়ী ১৩৮১, ১৩৮৪, ১৩৯৮; আবূ দাউদ ৩৪৫, আহমাদ ১৫৭২৮, ১৫৭৩৯, ১৫৭৪২, ১৬৫১৩, ১৫৪৬-৪৭। মিশকাত ১৩৮৮, স্বহীহ আবী দাউদ ৩৭২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৮৮. বুখারী ৮৭৭, ৮৯৪, ৯১৯; মুসলিম ৮৪৪-১২, তিরমিযী ৪৯২, ৪৯৪; নাসায়ী ১৩৭৬, ১৪০৫-৭; আহমাদ ৪৪৫২, ৪৫৩৯, ৪৯০১, ৪৯২৩, ৪৯৮৫, ৪৯৮৮, ৫০৫৮, ৫০৬৩, ৫১০৭, ৫১২০, ৫১৪৭, ৫১৮৮, ৫২৮৯, ৫৪২৭, ৫৪৫৮, ৫৪৬৪, ৫৭৪৩, ৫৭৯৪, ৫৯২৫, ৫৯৮৪, ৬২৩১, ৬২৯১, ৬৩৩৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৩১, দারিমী ১৫৩৫-৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩/১০৮৯। সাহল বিন আবূ সাহল সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ স্বফওয়ান বিন সুলায়ম আতা' বিন ইয়াসার আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, জুমুআহ্র দিন প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির গোসল করা কর্তব্য।[১০৮৯]

٨١/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

৫/৮১. অধ্যায় : জুমুআহ্র দিনের গোসল ঐচ্ছিক।

١٠٩٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا».

১/১০৯০। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ্ আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উদূ করে জুমুআহ্র স্বলাতে এসে ইমামের নিকটবর্তী হয়ে বসলো এবং নীরবে মনোযোগ সহকারে খুতবাহ শুনলো, তার এক জুমুআহ থেকে পরবর্তী জুমুআহ্র মধ্যবর্তী সময়ের এবং আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। আর যে ব্যক্তি কংকর স্পর্শ করলো, সে অনর্থক কাজ করলো।[১০৯০]

١٠٩١/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْمَكِّيُّ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ تُجْـزِئُ عَنْـهُ الْفَرِيـضَةُ وَمَـنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ».

২/১০৯১। নাদর বিন আলী আল-জাহদমী ইয়াযীদ বিন হারূন ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-মাক্কী (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াযীদ আর-রাকাশী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআহ্র দিন উদূ করলো, সে উত্তম কাজই করলো এবং ফারদ আদায়ের জন্য তা তার পক্ষে যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি গোসল করে, তবে গোসলই অধিক উত্তম।[১০৯১]

٨٢/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي التَّهْجِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

৫/৮২. অধ্যায় : সকাল সকাল জুমুআহ্র স্বলাত আদায় করতে যাওয়ার ফাদীলাত।

১০৮৯. বুখারী ৮৫৮, ৮৭৯-৮০, ৮৯৫, ২৬৬৫; মুসলিম ৮৪৬/১-২, নাসায়ী ১৩৭৫, ১৩৭৭, ১৩৮৩; আবূ দাউদ ৩৪১, ৩৪৪, আহমাদ ১০৬৪৪, ১০৮৫৭, ১১১৮৪, ১১২৩১, ১১২৬১; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৩০, দারিমী ১৫৩৭। স্বহীহ আবী দাউদ ৩৬৮, ৩৭১। তাহক্বীক্ব আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৯০. মুসলিম ৮৫৭, তিরমিযী ৪৯৮, আবূ দাউদ ১০৫০, আহমাদ ৯২০০। স্বহীহ আবূ দাউদ ৯৬৪। তাহক্বীক্ব আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৯১. স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৮০, মিশকাত ৫৪০। তাহক্বীক্ব আলবানী ঃ 'ফারদ্ব আদায়ের জন্য যথেষ্ট'– এ কথা ব্যতীত স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইসমাঈল বিন মুসলিম সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইবনু মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আমর ইবনুল ফাল্লাস বলেন, হাদীস বর্ণনায় তিনি দুর্বল তাছাড়া তিনি হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ২. ইয়াযীদ আর-রকাশী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনার চেয়ে রাস্তা কেটে বসে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনিয়। আমর ইবনুল ফাল্লাস বলেন, হাদীস বর্ণায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই।

١٠٩٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الصَّلَاةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي بَقَرَةٍ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَمُهْدِي كَبْشٍ حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ زَادَ سَهْلٌ فِي حَدِيثِهِ فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَجِيءُ بِحَقٍّ إِلَى الصَّلَاةِ».

১/১০৯২। হিশাম বিন আম্মার ও সাহল বিন আবূ সাহল, সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ, যুহরী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, জুমুআহ্‌র দিন হলে মাসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতাগণ অবস্থান করেন এবং লোকেদের আগমনের ক্রমানুসারে তাদের নাম লিখেন। যেমন প্রথম আগমনকারীর নাম প্রথমে। ইমাম যখন খুতবাহ দিতে বের হন, তখন তারা তাদের নথি গুটিয়ে নেন এবং মনোযোগ সহকারে খুতবাহ শোনেন। স্বলাতে প্রথম আগমনকারীর সাওয়াব একটি উট কুরবানীকারীর সমান, তারপরে আগমনকারীর নেকী একটি গরু কুরবানীকারীর সমান, তারপর আগমনকারীর নেকী একটি মেষ কুরবানীকারীর সমান, এমনকি তিনি মুরগী ও ডিমের কথা উল্লেখ করেন। **সাহ্‌ল বিন আবূ সাহলের রিওয়ায়তে আরো আছে ঃ এরপর যে ব্যক্তি আসে, সে কেবল স্বলাত পড়ার নেকী পায়।**[১০৯২]

١٠٩٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّبْكِيرِ كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ كَنَاحِرِ الشَّاةِ حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ».

২/১০৯৩। আবূ কুরায়ব, ওয়াকী', সাঈদ বিন বাশীর (দঈফ বা দুর্বল), কাতাদাহ, হাসান, সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) জুমুআহ্‌র স্বলাতে সকাল সকাল আগমনের একটি উদাহরণ দেন ঃ যেমন উট কুরবানীকারী, গরু কুরবানীকারী, বকরী কুরবানীকারী, এমনকি তিনি মুরগী পর্যন্ত উল্লেখ করেন।[১০৯৩]

١٠٩٤/٣ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَوَجَدَ ثَلَاثَةً وَقَدْ سَبَقُوهُ فَقَالَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ مِنْ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ ثُمَّ قَالَ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ».

৩/১০৯৪। কাসীর বিন উবায়দ আল-হিমসী, আবদুল মাজীদ বিন আবদুল আযীয (তিনি সত্যাবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন), মা'মার, আ'মাশ, ইবরাহীম, আলকামাহ বলেন, আমি

১০৯২. বুখারী ৮৮১, ৯২৯, ৩২১১; মুসলিম ৮৫০/১-২, তিরমিযী ৪৯৯, নাসায়ী ৮৬৪, ১৩৮৫-৮৮; আবূ দাউদ ৩৫১, আহমাদ ৭২১৭, ৭৪৬৭, ৭৭০৮, ৯৬১০, ১০০৯৬, ১০১৯০, ১০২৬৮; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২২৭, দারিমী ১৫৪৩-৪৪। স্বহীহ তারগীব ৭১৩, স্বহীহ আবূ দাউদ ৩৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৯৩. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন বাশীর সম্পর্কে শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী। ইবনু আদী বলেন, তিনি যা বর্ণনা করেছেন তার মাঝে কোন সমস্যা দেখি না তবে সম্ভবত তিনি হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল।

আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে জুমুআহ্‌র স্বলাত আদায় করতে বের হলাম। তিনি মাসজিদে গিয়ে তিন ব্যক্তিকে দেখেন যে, তারা তার আগে এসেছে। তিনি বলেন, চারজনের মধ্যে (আমি) চতুর্থ। তবে চারজনের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি খুব দূরে নয়। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের দিন লোকেরা আল্লাহ্‌র সামনে বসবে জুমুআহ্‌র স্বলাতে তাদের আগমনের ক্রমানুসারে ঃ প্রথম আগন্তুক, দ্বিতীয় আগন্তুক, তৃতীয় আগন্তুক, চতুর্থ আগন্তুক এভাবে। তিনি বলেন, চারজনের চতুর্থ। আর চারজনের মধ্যে চতুর্থজন খুব দূরে নয়।[১০৯৪]

٨٣/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الزِّينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫/৮৩. অধ্যায় : জুমুআহ্‌র দিন বেশভূষা অবলম্বন করা।

١٠٩٥/١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبِ مِهْنَتِهِ».

١٠٩٥/١ (١) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ.

১/১০৯৫। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব আমর ইবনুল হারিস ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব মূসা বিন সাঈদ (মাকবূল) মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হাব্বান আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) তিনি জুমুআহ্‌র দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা যদি তোমাদের কাজকর্মের পেশাকদ্বয় ছাড়া জুমুআহ্‌র দিনের জন্য আরো দু'টি পরিধেয় বস্ত্র ক্রয় করতে।

১/১০৯৫ (১)। আবূ বকার বিন আবূ শায়বাহ আমাদের কোন এক শায়খ (ইসমু মুবহাম) আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যাবদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হাব্বান ইউসুফ বিন আবদুল্লাহ বিন সালাম তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন সালাম) (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দেন..... পূর্বোক্ত হাদীস্রের অনুরূপ।[১০৯৫]

١٠٩٦/٢/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ».

৫/২/১০৯৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আমর বিন আবূ সালামাহ (তিনি সত্যাবদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যুহায়র (তিনি সত্যাবদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি হাদীস্র দুর্বল) হিশাম বিন

১০৯৪. নাসায়ী ১৪৩০ স্বহীহ, দঈফ তারগীব ৪৩৬ দঈফ, যিলালি জান্নাহ ৬২০ দঈফ, ফিলাল ৬২০, দঈফাহ ২৮১০। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল মাজীদ বিন আবদুল আযীয সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন।

১০৯৫. নাসায়ী ১৩৭৪, আবূ দাউদ ১০৭৮, দারিমী ১৫২৬। স্বহীহ আবী দাউদ ৯৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

উরওয়াহ্ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ নাবী জুমুআহ্র দিন লোকেদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি তাদেরকে দৈনন্দিনের পোশাক পরিহিত দেখেন। রসূলুল্লাহ বলেন, তোমাদের কী হলো যে, তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে সে কি তার কাজকর্মের পোশাকদ্বয় ছাড়া জুমুআহ্র স্বলাতের জন্য আরো একজোড়া পোশাক গ্রহণ করতে পারে না?[১০৯৬]

١٠٩٧/٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَحَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَدِيعَةَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ طُهُورَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

৩/১০৯৭। সাহল বিন আবূ সাহল ও হাওস্রার বিন মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান ইবনু আজলান সাঈদ আল-মাকবূরী তার পিতা (আবূ সাঈদ কায়সান) আবদুল্লাহ বিন ওদীআহ আবূ যার নাবী বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআহ্র দিন উত্তমরূপে গোসল করে, উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, তার উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে এবং আল্লাহ তার পরিবারের জন্য যে সুগন্ধির ব্যবস্থা করেছেন, তা শরীরে লাগায়, এরপর জুমুআহ্র স্বলাতে এসে অনর্থক আচরণ না করে এবং দু'জনের মাঝে ফাঁক করে অগ্রসর না হয়, তার এক জুমুআহ থেকে পরবর্তী জুমুআহ্র মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হয়।[১০৯৭]

١٠٩٨/٤ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ».

৪/১০৯৮। আম্মার বিন খালিদ আল-ওয়াসিতী আলী বিন গুরাব (তিনি শীয়া মতাবলম্বী) স্বালিহ বিন আবূল আখদর (দঈফ বা দুর্বল) যুহরী উবায়দ বিন সাব্বাক ইবনু আব্বাস তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ এই দিনকে মুসলিমদের ঈদের দিনরূপে নির্ধারণ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি জুমুআহ্র স্বলাত আদায় করতে আসবে সে যেন গোসল করে এবং সুগন্ধি থাকলে তা শরীরে লাগায়। আর মিসওয়াক করাও তোমাদের কর্তব্য।[১০৯৮]

٨٤/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

৫/৮৪. অধ্যায় : জুমুআহ্র স্বলাতের ওয়াক্ত।

১০৯৬. তা'লাক ইবনু খুযাইমাহ ১৬৬৫, স্বহীহ আবী দাউদ ৯৮৯, মিশকাত ১৩৮৯, গয়াতুল মারাম ৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১০৯৭. আহমাদ ২১০২৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

১০৯৮. মুওয়াত্তা মালিক ১৪৬। মিশকাত ১৩৯৮, ১৩৯৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আলী বিন গুরাব সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার মাঝে দুর্বলতা আছে। উসমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে সিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন। ২. স্বালিহ বিন আবূল আখদর সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল বলেছেন।

١٠٩٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

১/১০৯৯। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ্ আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম আমার পিতা (আবূ হাযিম সালামাহ বিন দীনার) সাহল বিন সা'দ (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা জুমুআহ্‌র স্বলাত পড়ার পরেই দুপুরের আহার করতাম এবং বিশ্রাম নিতাম।[১০৯৯]

٢/١١٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَلَا نَرَى لِلْحِيطَانِ فَيْئًا نَسْتَظِلُّ بِهِ».

২/১১০০। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবদুর রহমান বিন মাহদী ইয়া'লা ইবনুল হারিস ইয়াস বিন সালামাহ ইবনুল আকওয়া' তার পিতা (সালামাহ বিন আমর ইবনুল আকওয়া') (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাঃ)-এর সাথে জুমুআহ্‌র স্বলাত পড়ে ফেরার সময় দেয়ালের এতটুকু ছায়াও দেখতাম না যার ছায়া আমরা গ্রহণ করতে পারি।[১১০০]

١١٠١/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ كَانَ «يُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ».

৩/১১০১। হিশাম বিন আম্মার আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল) আমার পিতা (সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ) (মাসতূর বা অপরিচিত) তার পিতা (আম্মার বিন সা'দ) (মাকবূল) তার দাদা সা'দ বিন আয়িয (রাঃ) তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়ে সূর্য পশ্চিমাকাশে জুতার ফিতার ন্যায় ঢলে পড়ার পর আযান দিতেন।[১১০১]

١١٠٢/٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ.

৪/১১০২। আহমাদ বিন আবদাহ মু'তামির বিন সুলায়মান হুমায়দ আনাস (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা জুমুআহ্‌র স্বলাত পড়ে ফিরে আসার পর দুপুরের বিশ্রাম করতাম।[১১০২]

٨٥/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫/৮৫. অধ্যায় : জুমুআহ্‌র দিনে খুতবা।

১০৯৯. বুখারী ৯৩৮-৩৯, ৯৪১, ২৩৪৯, ৫৪০৩, ৬২৪৮, ৬২৭৯; মুসলিম ৮৫৯, তিরমিযী ৫২৫, আবূ দাউদ ১০৮৬। স্বহীহ আবী দাউদ ৯৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১০০. বুখারী ৪১৬৮, মুসলিম ৮৬০/১-২, নাসায়ী ১৩৯১, আবূ দাউদ ১০৮৫, আহমাদ ১৬০৬১, ১৬১১১; দারিমী ১৫৪৫-৪৬। ইরওয়া' ৫৯৮, স্বহীহ আবী দাউদ ৯৯৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১০১. নাসায়ী ৫২৪ স্বহীহ, তিরমিযী ১৪৯ হাসান স্বহীহ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন সা'দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। ২. সা'দ বিন আম্মার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

১১০২. বুখারী ৯০৫। স্বহীহ আবী দাউদ ৯৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١١٠٣/١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا جَلْسَةً زَادَ بِشْرٌ وَهُوَ قَائِمٌ».

১/১১০৩। মুহম্মদ বিন গায়লান আবদুর রায্যাক মা'মার উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার হতে। ইয়াহইয়া বিন খালাফ আবূ সালামাহ বিশর ইবনুল মুফাদদল উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার হতে। নাবী (জুমুআহ্র স্বলাতের) দু'টি খুতবাহ দিতেন এবং দু' খুতবাহ্র মাঝখানে কিছুক্ষণ বসতেন। বিশ্র-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনি দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতেন।[১১০৩]

١١٠٤/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ».

২/১১০৪। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ মুসাবির আল-ওয়াররাক জা'ফার বিন আমর বিন হুওয়ায়রিস (মাকবূল) তার পিতা (আম্র বিন হুরায়স্র) হতে। তিনি বলেন, আমি নাবী-কে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতে দেখেছি।[১১০৪]

١١٠٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَخْطُبُ قَائِمًا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْعُدُ قَعْدَةً ثُمَّ يَقُومُ».

৩/১১০৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ সিমাক বিন হারব জাবির বিন সামুরাহ হতে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতেন। তবে তিনি একবার কিছুক্ষণ বসতেন, অতঃপর (দ্বিতীয় খুতবাহ দিতে) দাঁড়াতেন।[১১০৫]

١١٠٦/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيَذْكُرُ اللهَ وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَصَلَاتُهُ قَصْدًا».

৪/১১০৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান সিমাক (বিন হারব) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু ইকরামাহ কর্তৃক হাদীস্র বর্ণনায় বিশৃংখলা করেছেন, তাবে তা শেষ বয়সে উপলবদ্ধি করেন) জাবির বিন সামুরাহ হতে। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান সিমাক (বিন হারব) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু ইকরামাহ কর্তৃক হাদীস্র বর্ণনায় বিশৃংখলা করেছেন, তাবে তা

১১০৩. বুখারী ৯২০, ৯২৮; মুসলিম ৮৬১, তিরমিযী ৫০৬, নাসায়ী ১৪১৬, আবূ দাউদ ১০৯২, দারিমী ১৫৫৮। ইরওয়া' ৬০৪, স্বহীহ্ আবী দাউদ ১০১২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১০৪. মুসলিম ১৩৫৯, নাসায়ী ৫৩৪৩, ৫৩৪৬; আবূ দাউদ ৪০৭৭, আহমাদ ১৮২৫৯, ইবনু মাজাহ ২৮২১, ৩৫৮৪, ৩৫৮৭। মুখতাসার শামাইয়া ৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১০৫. মুসলিম ৮৬২/১-২, ৮৬৬/১-২; তিরমিযী ৫৬০, নাসায়ী ১৪১৫, ১৪১৭-১৮, ১৫৮২-৮৪; আবূ দাউদ ১০৯৪, ১১০১, ১১০৭; আহমাদ ২০২৮৯, ২০৩০৬, ২০৩২২, ২০৩৩৫, ২০৩৬০, ২০৩৮৩, ২০৪১৩, ২০৪২২, ২০৪২৭, ২০৪৩৯, ২০৪৫২, ২০৪৬৫, ২০৫২০, ২০৫২৯, ২০৪৪৬; দারিমী ১৫৫৭, ১৫৫৯; ইবনু মাজাহ ১১০৬। ইরওয়া' ৩/৭১, স্বহীহ আবী দাউদ ১০০৩, ১০০৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

শেষ বয়সে উপলবদ্ধি করেন) জাবির বিন সামুরাহ (ﷺ) তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতেন, তারপর (প্রথম খুতবাহ শেষে) বসতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে কুরআনের আয়াত পড়তেন এবং আল্লাহ্‌র যিকির করতেন। তাঁর খুতবাহ ও স্বলাত দু'টোই ছিল নাতিদীর্ঘ।[১১০৬]

১১০٧/٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ وَإِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلَى عَصًا».

৫/১১০৭। হিশাম বিন আম্মার আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল) আমার পিতা (সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ) (মাসতূর বা অপরিচিত) তার পিতা (আম্মার বিন সা'দ) (মাকবূল) তার দাদা (সা'দ বিন আয়িয) (ﷺ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) যুদ্ধক্ষেত্রে খুতবাহ দিলে ধনুকে ভর করে খুতবাহ দিতেন এবং জুমুআহ্‌র খুতবাহ দিলে লাঠিতে ভর দিয়ে খুতবাহ দিতেন।[১১০৭]

১১০৮/৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ «أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا قَالَ أَوَمَا تَقْرَأُ {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ غَرِيبٌ لَا يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحْدَهُ».

৬/১১০৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইবনু আবূ গানিয়্যাহ আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) ইবরাহীম আলকামাহ আবদুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, নাবী (ﷺ) কি দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতেন, না বসে? তিনি বলেন, তুমি কি এ আয়াত পাঠ করোনি ঃ "এবং তারা তোমাকে রেখে গেল দাঁড়ানো অবস্থায়" (সূরাহ জুমুআহ ঃ ১১)?[১১০৮]

১১০৯/৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ».

৭/১১০৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আমর বিন খালিদ (আবদুল্লাহ) ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) মুহাম্মাদ বিন যায়দ ইবনুল মুহাজির মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (ﷺ) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) মিম্বারে উঠে সালাম দিতেন। হাসান।[১১০৯]

১১০৬. মুসলিম ৮৬২/১-২, ৮৬৬/১-২; তিরমিযী ৫৬০, নাসায়ী ১৪১৫, ১৪১৭-১৮, ১৫৮২-৮৪; আবূ দাউদ ১০৯৪, ১১০১, ১১০৭; আহমাদ ২০২৮৯, ২০৩০৬, ২০৩২২, ২০৩৩৫, ২০৩৬০, ২০৩৮৩, ২০৪১৩, ২০৪২২, ২০৪২৭, ২০৪৩৯, ২০৪৫২, ২০৪৬৫, ২০৫২০, ২০৫২৯, ২০৪৪৬; দারিমী ১৫৫৭, ১৫৫৯; ইবনু মাজাহ ১১০৫। স্বহীহ আবী দাউদ ১০০৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১০৭. জামি সগীর ৪৩৮৪ দঈফ, দঈফাহ ৯৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন সা'দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। ২. সা'দ বিন আম্মার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

১১০৮. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১০৯. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল।

٨٦/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الِاسْتِمَاعِ لِلْخُطْبَةِ وَالْإِنْصَاتِ لَهَا

৫/৮৬. অধ্যায় : নীরবে মনোযোগ সহকারে খুতবাহ শুনতে হবে।

١١١٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ».

১/১১১০। (আবূ বকার বিন আবূ শায়বাহ)(শাবাবাহ বিন সাওওয়ার)(ইবনু আবূ যি'ব)(যুহরী)(সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব)(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)) নাবী (সাঃ) বলেন, জুমুআহ্‌র দিন ইমামের খুতবাহ দানকালে যখন তুমি তোমার সাথীকে বললে, 'চুপ করো' তখন তুমি অনর্থক কাজ করলে।[১১১০]

١١١١/٢ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَبَارَكَ وَهُوَ قَائِمٌ فَذَكَّرَنَا بِأَيَّامِ اللهِ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبُو ذَرٍّ يَغْمِزُنِي فَقَالَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا الْآنَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ اسْكُتْ فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَالَ سَأَلْتُكَ مَتَى أُنْزِلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ فَلَمْ تُخْبِرْنِي فَقَالَ أُبَيٌّ لَيْسَ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَ أُبَيٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَ أُبَيٌّ».

২/১১১১। (মুহরিয বিন সালামাহ আল-আদানী)(আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার নিজ লিখিত কিতাব ছাড়া অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন))(শারীক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ নামির (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন))(আতা বিন ইয়াসার)(উবাই বিন কা'ব (রাঃ)) রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমুআহ্‌র স্বলাতে (খুতবাহ দিতে) দাঁড়িয়ে সূরাহ তাবারাকা (মুল্‌ক) পাঠ করেন এবং আমাদের উদ্দেশে আল্লাহ্‌র দিনসমূহের ইতিহাস বর্ণনা করেন। আবূদ-দারদা' অথবা আবূ যার (রাঃ) আমাকে খোঁচা মেরে বলেন, সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে? আমি তো তা এখনই শুনলাম। তিনি তার দিকে ইশারা করে বলেন, চুপ করুন। সহাবীরা চলে গেলে তিনি বলেন, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম সূরাটি কখন নাযিল হয়েছে, অথচ আপনি আমাকে তা অবহিত করেননি? উবাই (রাঃ) বলেন, আজকে আপনার স্বলাত হয়নি, অনর্থক কাজই হয়েছে। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাঁকে বর্ণনা করেন এবং উবাই (রাঃ) যা বলেছেন, তাঁকে তাও অবহিত করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, উবাই ঠিকই বলেছে।[১১১১]

٨٧/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

৫/৮৭. অধ্যায় ৮৭ : ইমামের খুতবাহ দানকালে কোন ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলে।

١١١٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ جَابِرًا وَأَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ «أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَمَّا عَمْرٌو فَلَمْ يَذْكُرْ سُلَيْكًا».

১১১০. বুখারী ৯৩৪, মুসলিম ৮৫১/১-২, তিরমিযী ৫১২, নাসায়ী ১৪০১-২, আবূ দাউদ ১১১২, আহমাদ ৭২৮৮, ৭৬২৯, ৭৭০৬, ৮৮৫৭, ৮৯০২, ৯৯২৭, ১০৩৪২, ১০৫০৭; মুওয়াত্তা মালিক ২৩২, দারিমী ১৫৪৮-৪৯। ইরওয়া' ৬১৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১১১. আহমাদ ২০৭৮০। তা'লীকুর রগীব ১/২৫৭, সহীহ তারগীব ৭২০, ইরওয়া' ৮০-৮১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১/১১১২। ∘(হিশাম বিন আম্মার)(সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ)(আমর বিন দীনার ও আবুয যুবায়র)(জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ)) ∘ তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর খুতবাহ দানকালে সুলাইক আল-গাতাফানী (রাঃ) মাসজিদে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, তুমি কি স্বলাত পড়েছ? সে বললো, না। তিনি বলেন, তুমি দু' রাকআত পড়ে নাও। রাবী আম্‌র বিন দীনারের বর্ণনায় সুলাইক (রাঃ)-এর নাম উল্লেখিত হয়নি।[১১১২]

١١١٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ «أَصَلَّيْتَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ».

২/১১১৩। ∘(মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ)(সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ)((মুহাম্মাদ) ইবনু আজলান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর হাদীসের ব্যাপারে সংমিশ্রণ করেছেন))(ইয়াদ বিন আদুল্লাহ)(আবূ সাঈদ (রাঃ)) ∘ তিনি বলেন, নাবী (সাঃ)-এর খুতবাহ দানকালে এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। তিনি বলেন, তুমি কি স্বলাত পড়েছ? সে বললো, না। তিনি বলেন, তুমি দু' রাকআত পড়ে নাও।[১১১৩]

١١١٤/٣ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَا جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ قَالَ لَا قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

৩/১১১৪। ∘(দাউদ বিন রুশায়দ)(হাফস্ব বিন গিয়াস্ব)(আ'মাশ)(আবূ স্বালিহ)(আবূ হুরায়রাহ)∘ ∘(দাউদ বিন রুশায়দ)(হাফস্ব বিন গিয়াস্ব)(আ'মাশ)(আবূ সুফইয়ান (তালহাহ বিন নাফি'))(জাবির (রাঃ)) ∘ তারা বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুতবারত অবস্থায় সুলাইক আল-গাতফানী (রাঃ) এলেন। নাবী (সাঃ) তাকে বলেন, তুমি কি এখানে আসার পূর্বে দু' রাকআত পড়েছ? সে বললো, না। তিনি বলেন, তুমি সংক্ষেপে দু' রাকআত পড়ে নাও।[১১১৪]

٨٨/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَخَطِّي النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫/৮৮. অধ্যায় : জুমুআহ্‌র দিন লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া নিষেধ।

١١١٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ».

১১১২. বুখারী ৯৩০-৩১, ১১৭০; মুসলিম ৮৭৫/১-৬, তিরমিযী ৫১০, নাসায়ী ১৩৯৫, ১৪০৯; আবূ দাউদ ১১১৫-১৬, আহমাদ ১৩৭৫৯, ১৩৮৯৭, ১৩৯৯৬, ১৪৫৪২, ১৪৬৪৯; দারিমী ১৫৫১, ১৫৫৫; ইবনু মাজাহ ১১১৪। স্বহীহ আবী দাউদ ১০২১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১১৩. তিরমিযী ৫১১, নাসায়ী ১৪০৮, দারিমী ১৫৫২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

১১১৪. বুখারী ৯৩০-৩১, ১১৭০; মুসলিম ৮৭৫/১-৬, তিরমিযী ৫১০, নাসায়ী ১৩৯৫, ১৪০৯; আবূ দাউদ ১১১৫-১৬, আহমাদ ১৩৭৫৯, ১৩৮৯৭, ১৩৯৯৬, ১৪৫৪২, ১৪৬৪৯; দারিমী ১৫৫১, ১৫৫৫; ইবনু মাজাহ ১১১২। তাহকীক আলবানী ঃ তুমি আসার পূর্বে এ কথা ব্যতীত স্বহীহ্ এ কথাটি শায।

১/১১১৫। আবূ কুরায়ব আবদুর রহমান আল-মুহারিবী ইসমাঈল বিন মুসলিম (দঈফ বা দুর্বল) হাসান .... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) জুমুআহ্‌র দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুতবারত অবস্থায় এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলো। সে লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তুমি বসো, তুমি (অন্যকে) কষ্ট দিয়েছ এবং অনর্থক কাজ করেছ।[১১১৫]

١١١٦/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ».

২/১১১৬। আবূ কুরায়ব রিশদীন বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল) যাব্বান বিন ফায়িদ (হাদীস ও ইবাদাতের ব্যাপারে খুবই দুর্বল) সাহল বিন মুআয বিন আনাস (তার থেকে যাব্বান এর রেওয়ায়ত ছাড়া কোন সমস্যা নেই) তার পিতা (মুআয বিন আনাস) (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআহ্‌র দিন লোকের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে অগ্রসর হয়েছে, (কিয়ামাতের দিন) তাকে জাহান্নামের পুল বানানো হবে।[১১১৬]

٨٩/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ عَنْ الْمِنْبَرِ

৫/৮৯. অধ্যায় : ইমামের মিম্বার থেকে নামার পর কথা বলা।

١١١٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُكَلَّمُ فِي الْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنْ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

১/১১১৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবূ দাঊদ (সুলায়মান বিন দাঊদ ইবনুল জারূদ) (তিনি স্বিকাহ হাফিয কিন্তু একাধিক হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) স্বাবিত (বিন আসলাম) আনাস বিন মালিক (রাঃ) নাবী (সাঃ) জুমুআহ্‌র দিন মিম্বার থেকে নেমে প্রয়োজনীয় কথা বলতেন।[১১১৭]

১১১৫. তা'লীকুর রগীব ১/২৫৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন মুসলিম সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইবনু মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আমর ইবনুল ফাল্লাস বলেন, হাদীস বর্ণনায় তিনি দুর্বল তাছাড়া তিনি হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১১১৬. তিরমিযী ৫১৩, আহমাদ ১৫১৮২। জামি সগীর ৫৫১৬ দঈফ, তিরমিযী ৫১৩ দঈফ, মিশকাত ১৩৯২, দঈফ তারগীব ৪৩৭, বিন খুযাইমাহ ১৮১০ হাসান। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী উক্ত হাদীসের রাবী ১. রিশদীন বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তার থেকে কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করেন নি। আমর ইবনুল ফাল্লাস ও আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী মুনকারুল হাদীস ও তার মাঝে অমনযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। ২. যাব্বান বিন ফায়িদ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইয়হইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হিব্বান তাকে মুনকার বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল।

১১১৭. তিরমিযী ৫১৭, নাসায়ী ১৪১৯, আবূ দাঊদ ১১২০, আহমাদ ১১৮৭৫। দঈফ আবী দাঊদ ২০৯, কিন্তু ইশার কথা সহীহ, সহীহ আবী দাঊদ ১৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ শায। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ দাঊদ সম্পর্কে ইবনু মাহদী বলেন, তিনি মানুষের মাঝে সত্যবাদী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি।

٥/٩٠. بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫/৯০. অধ্যায় : জুমুআহ্‌র সলাতের কিরাআত।

١١١٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْمَدَنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ «فَصَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا».

১/১১১৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ হাতিম বিন ইসমাঈল আল-মাদানী জা'ফার বিন মুহাম্মাদ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ তালিব) উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (উবায়দুল্লাহ) বলেন, মারওয়ান ইবনুল হাকাম আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মাদীনাহ্‌য় তার স্থলাভিষিক্ত করে মাক্কাহ্‌য় যান। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের নিয়ে জুমুআহ্‌র দিন সলাত পড়লেন। তিনি প্রথম রাকআতে সূরাহ জুমুআহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরাহ ইযা জাআকাল মুনাফিকূন' পড়েন। উবায়দুল্লাহ্ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাযি.) সলাত থেকে অবসর হলে আমি তাকে বললাম, আপনি এমন দু'টি সূরাহ পড়লেন, যা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কূফায় পড়েছিলেন। আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে এ' দু'টি সূরাহ পড়তে শুনেছি।[১১১৮]

١١١٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ أَنْبَأَنَا ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَخْبِرْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ».

২/১১১৯। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ সুফইয়ান দমরাহ বিন সাঈদ উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (উবায়দুল্লাহ) বলেন, দহ্হাক বিন কায়স (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নু'মান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে লিখে পাঠান যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমুআহ্‌র সলাতে সূরাহ জুমুআহ্‌র সাথে আর কোন্ সূরাহ পড়তেন তা আপনি আমাদের অবহিত করুন। তিনি বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' সূরাহ পড়তেন।[১১১৯]

١١٢٠/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِي عِنَبَةَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ».

৩/১১২০। হিশাম বিন আম্মার ওয়ালীদ বিন মুসলিম সাঈদ বিন সিনান (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আবূ যাহিরিয়্যাহ (হুদায়র বিন কুরায়ব) আবূ ইনাবাহ (আবদুল্লাহ বিন ইনাবাহ)

১১১৮. মুসলিম ৮৭৭, ৫১৯; আবূ দাউদ ১১২৪। ইরওয়া' ২/৬৪, স্বহীহ আবী দাউদ ১০২৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১১৯. মুসলিম ৮৭৮/১-২, তিরমিযী ৫৩৩, নাসায়ী ১৪২৩-২৪, আবূ দাউদ ১১২২-২৩, আহমাদ ১৭৯১৪। স্বহীহ আবী দাউদ ১০২৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

আল-খাওলানী (রাঃ)) নাবী (সাঃ) জুমুআহ্‌র স্বলাতে "সাব্বিহ ইসমা রব্বিকাল আলা" সূরাহ এবং 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ' সূরাহ পড়তেন।[১১২০]

٥/٩١. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

৫/৯১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি জুমুআহ্‌র স্বলাতের এক রাকআত পেলো।

١١٢١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى».

১/১১২১। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ উমার বিন হাবীব (দঈফ বা দুর্বল) বিন আবূ যি'ব যুহরী আবূ সালামাহ ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআহ্‌র স্বলাতের এক রাকআত পেলো, সে যেন তার সাথে আরো এক রাকআত মিলায় (পড়ে)।[১১২১]

١١٢٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ».

২/১১২২। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী আবু সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বলাতের এক রাকআত পেলো, সে স্বলাত পেয়ে গেলো।[১১২২]

١١٢٣/٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

৩/১১২৩। আমর বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী বাকীয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ য়ূনুস বিন ইয়াযীদ আল-আয়লী যুহরী সালিম ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন,

---

১১২০. স্বহীহ আবী দাউদ ১০২৭, ১০৩০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন সিনান সম্পর্কে ইমাম বুখারী, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ও আহমাদ বিন সালিহ আল-মিসরী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১১২১. মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৩৮। ইরওয়া' ৬২২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী উমার বিন হাবীব সম্পর্কে আস-সাজী বলেন, তিনি স্বিকাহ রাবী থেকে হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইবনু আদী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা থাকলেও তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমরা তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করিনি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল ও মিথ্যুক। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। এ হাদীসের ৬৬টি শাহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে দারাকুতনী ১৫টি, সুনানুল কুবরা ৫টি, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ ৩টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

১১২২. বুখারী ৫৫৬, ৫৭৯-৮০; মুসলিম ৬০৭/১-২, ৬০৮; তিরমিযী ১৮৬, ৫২৪; নাসায়ী ৫১৪-১৭, ৫৫৩-৫৬; আবূ দাউদ ৪১২, ৮৯৩, ১১২১; আহমাদ ৭১৭৫, ৭২৪২, ৭৪০৮, ৭৪৮৫, ৭৫৪০, ৭৬০৯, ৭৭০৭, ৭৭৩৯, ৭৭৯৫, ৮৩৭৯, ৮৬৬৩, ৮৯৩২, ৯৬০২, ৯৬৩৮, ৯৭৭৯, ৯৯৬৬, ৯৯৮৬, ১০৩৭২; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৫, ১৫; দারিমী ১২০, ১২২; ইবনু মাজাহ ৬৯৯। ইরওয়া' ৩/৮৭, আবী দাউদ ১০২৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআহ্র স্বলাতের বা অন্য স্বলাতের এক রাক'আত পেলো, সে (পূর্ণ) স্বলাত পেয়ে গেলো।[১১২৩]

٩٢/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ

৫/৯২. অধ্যায় : জুমুআহ্র স্বলাতের জন্য দূর থেকে আগমন।

١١٢٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «إِنَّ أَهْلَ قُبَاءَ كَانُوا يُجَمِّعُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».

১/১১২৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া সাঈদ বিন আবূ মারইয়াম আবদুল্লাহ বিন উমার (বিন হাফস্ব বিন আস্বিম বিন উমার আল-উমরী আল-কারশী) (দঈফ বা দুর্বল) নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, কুবাবাসীগণ জুমুআহ্র দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে জুমুআহ্র স্বলাত আদায় করতো।[১১২৪]

٩٣/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

৫/৯৩. অধ্যায় : যে ব্যক্তি বিনা ওজরে জুমুআহ্র স্বলাত ত্যাগ করলো।

١١٢٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ».

১/১১২৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লহা বিন ইদরীস ও ইয়াযীদ বিন হারূন ও মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) উবায়দাহ বিন সুফইয়ান আল-হাদরামী আবূল জা'দ আদদমরী (রাঃ) তিনি স্বহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অবহেলা করে একাধারে তিন জুমুআহ্ ত্যাগ করলো, তার অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়।[১১২৫]

١١٢٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ ح و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ».

১১২৩. নাসায়ী ৫৫৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১২৪. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল্লাহ বিন উমার (বিন হাফস্ব বিন আস্বিম বিন উমার আল-উমরী আল-কারশী) সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্বে ইদতিরাব রয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সানাদের মাঝে অতিরিক্ত করেন ও স্বিকাহ রাবী বিপরীত হাদীস্ব বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন।

১১২৫. তিরমিযী ৫০০, নাসায়ী ১৩৬৯, আবূ দাউদ ১০৫২। মিশকাত ১৩৭১, তা'লীক বিন খুযাইমাহ ১৮৫৭-১৮৫৮, স্বহীহ আবী দাউদ ৯৬৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন আমর সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি স্বালিহ। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি কখনো হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্ব বর্ণনায় সমস্যা নেই। ইমাম নাসায়ী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। উক্ত হাদীস্বের রাবী যুহায়র সম্পর্কে উস্বমান আদ-দারিমী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। স্বালিহ জাযারাহ তাকে স্বিকাহ বলেছেন।

২/১১২৬। (মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বান্না)(আবূ আমির)(যুহায়র (বিন মুহাম্মাদ) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি খুবই দুর্বল)(আসীদ বিন আবূ আসীদ)(আবদুল্লাহ বিন কাতাদাহ)(জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)) (আহমাদ বিন ঈসা আল-মিস্রী)(আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব)(বিন আবূ যি'ব)(আসীদ বিন আবূ আসীদ)(আবদুল্লাহ বিন কাতাদাহ)(জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনে পরপর তিন জুমুআহ ত্যাগ করলো, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।[১১২৬]

١١٢٧/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنْ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ فَيَرْتَفِعَ ثُمَّ تَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيءُ وَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا وَتَجِيءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ».

৩/১১২৭। (মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার)(মা'দী বিন সুলায়মান (দঈফ বা দুর্বল))((মুহাম্মাদ) ইবনু আজলান)(তার পিতা (আজলান))(আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শোন! তোমাদের কেউ বকরী চরাবার জন্য এক বা দু' মইল দূরে চলে গেল, অতঃপর সেখানে ঘাস না পেয়ে আরও দূরে চলে গেল, তারপর জুমুআহ্‌র দিন এলো, কিন্তু সে এসে জুমুআহ্‌র স্বলাতে উপস্থিত হলো না। তারপর আরেক জুমুআহ এলো এবং সে তাতেও হাযির হলো না, তারপর আরেক জুমুআহ এলো এবং সে তাতেও হাযির হলো না, শেষে তার অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়।[১১২৭]

١١٢٨/٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ».

৪/১১২৮। (নাদর বিন আলী আল-জাহদমী)(নূহ বিন কায়স (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী)(তার ভাই (খালিদ বিন কায়স) (তিনি সত্যবাদী))(কাতাদাহ)(হাসান)(সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ)) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় জুমুআহ্‌র স্বলাত ত্যাগ করলো, সে যেন এক দীনার দান-খয়রাত করে। যদি সে তা না পায়, তাহলে যেন অর্ধ দীনার দান-খয়রাত করে।[১১২৮]

٥/٩٤. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ

৫/৯৪. অধ্যায় : জুমুআহ্‌র ফারদ স্বলাতের পূর্বের স্বলাত (কাবলাল জুমুআহ্)।

١١٢٩/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ».

১১২৬. আহমাদ ১৪১৪৯। স্বহীহ আবী দাউদ ৯৬৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

১১২৭. তা'লীকুর রগীব ১/২৬০ স্বহীহ তারগীব ৭৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্বের রাবী মা'দী বিন সুলায়মান সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী তার হাদীস্বের ব্যাপরে স্বহীহ বলেছেন। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন।

১১২৮. নাসায়ী ১৩৭২, আবূ দাউদ ১০৫৬, আহমাদ ১৯৫৮৩, ১৯৬৪৬। মিশকাত ১৩৭৪, দঈফ আবী দাউদ ১৯৫-১৯৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী নূহ বিন কায়স সম্পর্কে আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই।

৫/১/১১২৯। ◆মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ✖ ইয়াযীদ বিন আবদুর রব ✖ বাকিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বলদের থেকে অধিক ইরসাল করেছেন) ✖ মুবাশ্‌শির বিন উবায়দ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) ✖ হাজ্জাজ বিন আরতাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল ও তাদলীস করেন) ✖ আতিয়্যাহ আল-উফী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন ও তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন) ✖ ইবনু আব্বাস (রাঃ)◆ তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) জুমুআহ্‌র (ফার্‌দ) স্বলাতের পূর্বে চার রাকআত স্বলাত আদায় করতে এবং তাতে মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না।[১১২৯]

٩٥/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

৫/৯৫. অধ্যায় : জুমুআহ্‌র ফার্‌দ স্বলাতের পরের স্বলাত (বা'দাল জুমুআহ্)।

١١٣٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ «إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ».

১/১১৩০। ◆মুহাম্মাদ বিন রুমহ ✖ লায়স্র বিন সা'দ ✖ নাফি' ✖ আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)◆ তিনি জুমুআহ্‌র (ফার্‌দ) স্বলাত পড়ার পর তার ঘরে এসে দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করতেন।[১১৩০]

١١٣١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ».

২/১১৩১। ◆মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ ✖ সুফইয়ান ✖ আমর ✖ ইবনু শিহাব ✖ সালিম ✖ তার পিতা আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)◆ নাবী (সাঃ) জুমুআহ্‌র (ফার্‌দ) স্বলাত পড়ার পর দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতেন।[১১৩১]

١١٣٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا».

১১২৯. জামি সগীর ৪৫৫০ দঈফ জিদ্দান, দঈফা ১০০১ বাত্বিল। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীস্রের রাবী বাকিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, যখন তিনি স্বিকাহ রাবী থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেন, তখন তাকে স্বিকাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। ইমাম নাসায়ী বলেন, যখন তিনি হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দদ্বয় দ্বারা হাদীস্র বর্ণনা করেন, তখন তিনি স্বিকাহ হিসেবে গণ্য হবেন। ২. মুবাশ্‌শির বিন উবায়দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস্র বর্ণনা করেন ও মিথ্যুক এবং তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, হাদীস্র বিশারদগণ তাকে প্রত্যখান করেছেন।

১১৩০. বুখারী ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩; মুসলিম ৭২৯, ৮৮২/১-২; তিরমিযী ৫২১-২২, নাসায়ী ৮৭৩, ১৪২৭-২৮, আবূ দাউদ ১১২৭-২৮, ১১৩০, ১১৩২, ১২৫২; আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৯০২, ৫২৭৪, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৬৫৫, ৫৭৭৩, ৬০২০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪০০, দারিমী ১৪৩৭, ১৫৭৩-৭৪; ইবনু মাজাহ ১১৩১। ইরওয়া' ৩/৯১, স্বহীহ আবী দাউদ ১০৩২, ১০৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৩১. বুখারী ৯৩৭, ১১৬৯, ১১৭৩; মুসলিম ৭২৯, ৮৮২/১-২; তিরমিযী ৫২১-২২, নাসায়ী ৮৭৩, ১৪২৭-২৮, আবূ দাউদ ১১২৭-২৮, ১১৩০, ১১৩২, ১২৫২; আহমাদ ৪৪৯২, ৪৫৭৭, ৪৯০২, ৫২৭৪, ৫৪২৫, ৫৪৫৬, ৫৬৫৫, ৫৭৭৩, ৬০২০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪০০, দারিমী ১৪৩৭, ১৫৭৩-৭৪; ইবনু মাজাহ ১১৩০। ইরওয়া' ৬২৪ স্বহীহ, আবূ দাউদ ১০৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩/১১৩২। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও আবূস সায়িব সালম বিন জুনাদাহ (তিনি স্বিকাহ কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো বিপরীত বর্ণনা করেন) আবদুল্লাহ বিন ইদরীস সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তিতে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ দুর্বল হয়ে যায়) তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা জুমুআহ্র (ফার্দ) স্বলাতের পর আরো স্বলাত আদায় করতে চাইলে চার রাকআত (সুন্নাত) পড়বে।[১১৩২]

٩٦/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالِاحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

৫/৯৬. অধ্যায় : জুমুআহ্র দিন স্বলাতের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসা এবং ইমামের খুতবাহ দানকালে নিতম্বের উপর বসা।

١١٣٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يُحَلَّقَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ».

১/১১৩৩। আবূ কুরায়ব হাতিম বিন ইসমাঈল (মুহাম্মাদ) বিন আজলান আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আম্র) (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন রুমহ (আবদুল্লাহ) বিন লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় তিনি সংমিশ্রণ করেছেন) (মুহাম্মাদ) বিন আজলান আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আম্র) (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমুআহ্র দিন (ফার্দ) স্বলাত পড়ার পূর্বে মাসজিদে গোলাকার হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।[১১৩৩]

١١٣٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَعْنِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ».

২/১১৩৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বাফ্ফা আল-হিমস্বী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বাকীয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু দুর্বলদের থেকে তিনি অধিক তাদলীস করেছেন) আবদুল্লাহ বিন ওয়াকিদ (মাজহুল বা অপরিচিত) মুহাম্মাদ বিন আজলান আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্ব) দাদা (আবদুল্লাহ বিন আম্র) (রাঃ) তিনি বলেন, জুমুআহ্র দিন ইমামের খুতবাহ দানকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিতম্বের উপর বসতে নিষেধ করেছেন।[১১৩৪]

১১৩২. মুসলিম ৮৮১/১-৩, তিরমিযী ৫২৩, নাসায়ী ১৪২৬, আবূ দাঊদ ১১৩১, আহমাদ ৭৩৫২, ৯৪০৬, ১০১০৮; দারিমী ১৫৭৫। ইরওয়া' ৬২৫, স্বহীহ আবী দাউদ ১৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৩৩. তিরমিযী ৩২২, নাসায়ী ৭১৪, আবূ দাউদ ১০৭৯, আহমাদ ৬৬৩৮। তা'লীক বিন খুযাইমাহ ১৩০৪, ১০৩৫, ১৮১৬; স্বহীহ আবী দাউদ ৯৯১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১১৩৪. স্বহীহ আবী দাউদ ১০১৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বাফ্ফা আল-হিমস্বী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমমা নাসায়ী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ২. বাকিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, যখন তিনি স্বিকাহ রাবী থেকে হাদীস্র

٥/٩٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

৫/৯৭. অধ্যায় : জুমুআহ্র দিনের আযান।

١١٣٥/١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ «مَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ إِذَا خَرَجَ أَذَّنَ وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَذَلِكَ» فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى دَارٍ فِي السُّوقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ فَإِذَا خَرَجَ أَذَّنَ وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ.

১/১১৩৫। ইউনসূফ বিন মূসা আল-কাত্তান জারীর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শিয়া ও কাদারিয়ার অর্ন্তর্ভুক্ত) যুহরী সায়িব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আবূ খালিদ (সুলায়মান বিন হায়্যান) আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শিয়া ও কাদারিয়ার অর্ন্তভূক্ত) যুহরী সায়িব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাত্র একজন মুয়াযযিন ছিল। তিনি যখন (খুতবাহ দিতে) বের হতেন, তখন সে আযান দিতো এবং তিনি যখন (মিম্বার থেকে) নামতেন, তখন সে ইকামাত দিতো। আবূ বাক্র ও উমার (রাঃ)-এর আমালেও এ নিয়মই চালু থাকে। উস্‌মান (রাঃ)-এর আমলে মুসলিমদের সংখ্যা বেড়ে গেলে তিনি বাজারে অবস্থিত আয-যাওরা নামক স্থান থেকে তৃতীয় আযান দেয়ার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর তিনি যখন বের হতেন, তখন মুয়াযযিন আযান দিতো এবং তিনি মিম্বার থেকে নামলে সে ইকামাত দিতো।[১১৩৫]

٥/٩٨. بَاب مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَخْطُبُ

৫/৯৮. অধ্যায় : ইমামের খুতবাহ দানকালে তার দিকে মুখ করে বসা।

١١٣٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ».

১/১১৩৬। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া হাইস্রাম বিন জামীল (আবদুল্লাহ) ইবনুল মুবারাক আবান বিন তাগলিব আদী বিন স্রাবিত তার পিতা (স্রাবিত) (مجهول الحال বা তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (খুতবাহ দেয়ার জন্য) মিম্বারে উঠে দাঁড়ালে তাঁর সহাবীগণ তাঁর দিকে তাদের মুখ ঘুরিয়ে বসতেন।[১১৩৬]

বর্ণনা করেন, তখন তাকে স্রিকাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। ইমাম নাসায়ী বলেন, যখন তিনি হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দদ্বয় দ্বারা হাদীস্র বর্ণনা করেন, তখন তিনি স্রিকাহ হিসেবে গণ্য হবেন। ৩. আবদুল্লাহ বিন ওয়াকিদ সম্পর্কে ইমামগণ তাকে মাজহুল বা অপরিচিত বলেছেন।

১১৩৫. বুখারী ৯১২-১৩, ৯১৫-১৬; তিরমিযী ৫১৬, নাসায়ী ১৩৯২-৯৪, আবূ দাউদ ১০৮৭, আহমাদ ১৫৩০১। স্বহীহ আবূ দাউদ ৯৯৮, ৯৯৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৩৬. স্বহীহাহ ২০৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٩٩/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ

৫/৯৯. অধ্যায় : জুমুআহ্র দিন দুআ' কবূল হওয়ার একটি মুহূর্ত আছে।

١١٣٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ» وَقَلَّلَهَا بِيَدِهِ.

১/১১৩৭। মুহাম্মাদ ইবনুস্ব স্বাব্বাহ্ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ্ আয়্যূব মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জুমুআহ্র দিন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, কোন মুসলিম বান্দা সেই মুহূর্তে স্বলাতরত অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই তিনি তাকে তা দান করেন। তিনি হাতের ইশারায় বলেন যে, সেই মুহূর্তটি খুবই সীমিত।[১১৩৭]

١١٣٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ مِنَ النَّهَارِ لَا يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَهُ قِيلَ أَيُّ سَاعَةٍ قَالَ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا».

২/১১৩৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ্ খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) কাস্বীর বিন আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আওফ আল-মুযানী (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আওফ আল-মুযানী) (মাকবূল) দাদা আম্র বিন আওফ আল-মুযানী (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ জুমুআহ্র দিন এমন একটি মুহূর্ত আছে, যখন কোন বান্দাহ আল্লাহ্র কাছে কিছু প্রার্থনা করলে তিনি তার প্রার্থিত বস্তু তাকে দান করেন। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কোন্ মুহূর্ত? তিনি বলেন, স্বলাত শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকে তা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে (সেই মুহূর্তটি)।[১১৩৮]

١١٣٩/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ فَقُلْتُ صَدَقْتَ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ قُلْتُ أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ قُلْتُ إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ قَالَ «بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ».

১১৩৭. বুখারী ৯৩৫, ৫২৯৫, ৬৪০০; মুসলিম ৮৫২/১-৩, তিরমিযী ৪৯১, নাসায়ী ১৪৩০-৩২, আবূ দাউদ ১০৪৬, আহমাদ ৭১১১, ৭৪২৩, ৭৬৩১, ৭৭১১, ৭৭৬৪, ৮৯৫৩, ৯৮৭৪, ৯৯২৯-৩০, ৯৯৭০, ১০০৮২, ১০১৬৭, ২৭২৩৪, ২৭২৬৯, ২৭৩৩৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৪২-৪৩, দারিমী ১৫৬৯। সহীহ তারগীব ৭০২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১১৩৮. তিরমিযী ৪৯০। ইবনু মাজাহ ১১৩৯ হাসান সহীহ, সহীহ তারগীব ৭০২ হাসান সহীহ, দঈফ তারগীর ৪৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীসের রাবী কাস্বীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন অথবা মিথ্যার একটি রুকন। আমহাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন।

৩/১১৩৯। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ইবনু আবূ ফুদায়ক দহ্হাক বিন উসমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূন নাদর (সালিম বিন আবূ উমায়্যাহ) আবূ সালামাহ (আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ) আবদুল্লাহ বিন সালাম তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ -এর বসে থাকা অবস্থায় আমি বললাম, আমরা আল্লাহ্‌র কিতাবে জুমুআহ্‌র দিনের এমন একটি মুহূর্ত সম্পর্কে উল্লেখ পেয়েছি যে, সেই মুহূর্তে কোন মু'মিন বান্দা স্বলাতরত অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট কিছু প্রার্থনা করলে, তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করেন। আবদুল্লাহ বলেন, রসূলুল্লাহ আমার দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এক ঘণ্টার সামান্য সময় মাত্র। আমি বললাম, আপনি যথার্থই বলেছেন, এক ঘণ্টার সামান্য সময়ই। আমি বললাম, সেটি কোন মুহূর্ত? তিনি বলেন, সেটি হলো দিনের শেষ মুহূর্ত। আমি বললাম, তা স্বলাতের সময় নয়? তিনি বলেন, হাঁ। মু'মিন বান্দা এক স্বলাত শেষ করে বসে বসে অন্য স্বলাতের প্রতীক্ষায় থাকলে সে স্বলাতের মধ্যেই থাকে।[১১৩৯]

١٠٠/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ

৫/১০০. অধ্যায় ঃ বারো রাকআত সুন্নাতের বর্ণনা।

١١٤٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو يَحْيَى الرَّازِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ».

১/১১৪০। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইসহাক বিন সুলায়মান আবূ ইয়াহইয়া আর-রাযী মুগীরাহ বিন যিয়াদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আতা আয়িশাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত বারো রাকআত সুন্নাত স্বলাত পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। যোহরের (ফরজের) আগে চার রাকআত ও (ফরজের) পরে দু' রাকআত, মাগরিবের (ফরজের) পরে দু' রাকআত, ইশার (ফরজের) পরে দু' রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকআত।[১১৪০]

١١٤١/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ».

২/১১৪১। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ মুসায়্যাব বিন রাফি' আনবাসাহ বিন আবূ সুফইয়ান উম্মু হাবীবাহ বিনতু আবূ সুফইয়ান নাবী বলেন, যে ব্যক্তি দিনে বারো রাকআত (সুন্নাত) স্বলাত পড়লো, তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।[১১৪১]

১১৩৯. আহমাদ ২৩২৬৯। তা'লীকু রগীব ১/২৫১, মিশকাত ১৩৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

১১৪০. তিরমিযী ৪১৪, নাসায়ী ১৭৯৪। তা'লীকুর রগীব ১/২০১, স্বহীহ তারগীব ৫৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৪১. মুসলিম ৭২৮/১-২, তিরমিযী ৪১৫, নাসায়ী ১৭৯৬-৯৯, ১৮০১-২, ১৮০৪, ১৮০৮-১০; আহমাদ ২৬২২৮, ২৬৮৬৫। স্বহীহাহ ২৩৪৭, স্বহীহ আবী দাউদ ১১৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١١٤٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ أَظُنُّهُ قَالَ قَبْلَ الْعَصْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَظُنُّهُ قَالَ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ».

৩/১১৪২। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান ইবনুল আস্‌বাহানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি দুর্বল ছিলো) তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক বারো রাকআত (সুন্নাত) স্বলাত পড়লো, তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। ফজরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকআত, যোহরের (ফরজের) পূর্বে দু' রাকআত এবং পরে দু' রাকআত। রাবী বলেন আমার ধারণা মতে তিনি বলেছেন, আসরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকআত, মাগরিবের (ফরযের) পরে দু' রাকআত এবং আমার ধারণা মতে তিনি বলেছেন, ইশার (ফরযের) পরে দু' রাক'আত।[১১৪২]

١٠١/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

৫/১০১ অধ্যায় : ফজরের (ফরযের) পূর্বে দু' রাকআত সুন্নাত স্বলাত সম্পর্কে।

١١٤٣/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

১/১১৪৩। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ আমর বিন দীনার ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুবহে সাদেক স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হওয়ার পর দু' রাকআত সুন্নাত স্বলাত আদায় করতে।[১১৪৩]

١١٤٤/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ».

২/১১৪৪। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ আনাস বিন সীরীন ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের আযান শোনামাত্র দু' রাকআত সুন্নাত স্বলাত আদায় করতেন।[১১৪৪]

১১৪২. নাসায়ী ১৮১১। আবূ দাউদ ১২৫০ স্বহীহ, জামি সগীর ৫৭৩৬, ৬৩৬২ স্বহীহ, ৫৬৫৭, ৫৬৫৮, ৫৬৭২ দঈফ, স্বহীহাহ ২৩৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাদীস্বটি দঈফ; যুহরের পূর্বে ৪ রাকআত এই শব্দে স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্বিকাহ। সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্ব স্বহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন।

১১৪৩. আহমাদ ৪৫৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ তবে হাদীস্বটি ইবনু উমার হাফস্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১৪৪. বুখারী ৯৯৫, মুসলিম ৭৪৯, তিরমিযী ৪৬১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١١٤٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ».

৩/১১৪৫। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) উমার (রাঃ)-এর কন্যা হাফসাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের স্বলাতের আযান হওয়ার পরে এবং ফজর স্বলাত আদায় করতে যাওয়ার পূর্বে হালকাভাবে (স্বল্প সময়ে) দু' রাকআত সুন্নাত স্বলাত আদায় করতেন।[১১৪৫]

١١٤٦/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ».

৪/১১৪৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস্ব আবূ ইসহাক (তিনি স্বিকাহ রাবী কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আসওয়াদ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) উদূ করার পর দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতেন, তারপর (ফারয) স্বলাত পড়ার জন্য চলে যেতেন।[১১৪৬]

١١٤٧/٥ - حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ».

৫/১১৪৭। খালীল বিন আমর আবূ আমর শারীক (বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ শারীক) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অনেক ভূল করেন) আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ বিন আবদাহ) (তিনি স্বিকাহ রাবী কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছে) হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) (শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী ও হাদীস্রের ব্যাপারে দুর্বল) আলী (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) ইকামতের কাছাকাছি সময় দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতেন।[১১৪৭]

٥/١٠٢. بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

৫/১০২. অধ্যায় : ফজরের ফারয স্বলাতের পূর্বের দু' রাকআত সুন্নাত স্বলাতের কিরআত।

١١٤٨/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ».

১১৪৫. বুখারী ৬১৮, ১১৭৩, ১১৮১; মুসলিম ৭২৩/১-২, নাসায়ী ১৭৬০-৬১, ১৭৬৫-৭৯; আহমাদ ২৫৮৮৪, ২৫৮৯০, ২৫৮৯৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৮৫, দারিমী ১৪৩৩-৪৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৪৬. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৪৭. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। শারীক সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু যখন তার হাদীস্র স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হয় তখন তিনি তার মত পরিবর্তন করে নেন এটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তাকে হাদীস্রে সংমিশ্রণ করতে দেখেছি। ২. হারিস্র (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন স্বালিহ আল-মিস্রী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়।

১/১১৪৮। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ও ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ ইয়াযীদ বিন কায়সান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) ফজরের ফারয্ স্বলাতের পূর্বেই দু' রাকআত সুন্নাত স্বলাতে সূরাহ কাফিরূন ও সূরাহ ইখলাস পড়তেন।[১১৪৮]

١١٤٩/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ».

২/১১৪৯। আহমাদ বিন সিনান ও মুহাম্মাদ বিন উবাদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যান আবূ আহমাদ সুফইয়ান আবূ ইসহাক মুজাহিদ ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে একমাস যাবত ফজরের ফারয্ স্বলাতের পূর্বেকার দু' রাকআত সুন্নাত স্বলাতে সূরাহ কাফিরূন ও সূরাহ ইখলাস তিলাওয়াত করতে দেখেছি (শুনেছি)।[১১৪৯]

١١٥٠/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَكَانَ يَقُولُ «نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ».

৩/১১৫০। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন জুরায়রী (সাঈদ বিন ইয়াস) (তিনি স্বিকাহ রাবী কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) আবদুল্লাহ বিন শাকীক আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের (ফরদের) পূর্বে দু' রাকআত সুন্নাত স্বলাত আদায় করতেন। তিনি বলতেন ঃ এ দু' রাকআত স্বলাতে কাফিরূন ও সূরাহ ইখলাস্র পড়া কতই না উত্তম![১১৫০]

١٠٣/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

৫/১০৩. অধ্যায় : ইকামাত দেয়ার পর ফারয্ স্বলাত ব্যতীত অন্য কোন স্বলাত পড়া যাবে না।

١١٥١/١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ح و حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ».

১১৪৮. মুসলিম ৭২৬, নাসায়ী ৯৪৫। মিশকাত ৮৫২, স্বহীহ্ আবী দাউদ ১১৪২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৪৯. তিরমিযী ৪১৭, নাসায়ী ৯৯২, আহমাদ ৫৬৫৮, ৫৬৬৬, ৫৭০৮। মিশকাত ১/২৬৮, স্বহীহাহ ৩৩২৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৫০. বুখারী ৬১৯, ৬২৬, ৯৯৪, ১১৬৪-৬৫, ১১৮২; তিরমিযী ৮৫৯, নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৭৪৯, ১৭৫৬, ১৭৫৭-৫৮, ১৭৬২, ১৭৮০-৮১; আবূ দাউদ ১২৫১, ১২৫৪-৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪, ১৩৩৬, ১৩৩৯-৪০, ১৩৫৯-৬০; আহমাদ ২৩৪৯৭, ২৩৬৪৭, ২৩৭১৯, ২৩৭৩৭, ২৩৭৫০, ২৩৮১৯, ২৩৯৪০, ২৪০১৬, ২৪০৫৬, ২৪২১১, ২৪৩৩৯, ২৪৩৭৯, ২৪৪৪৭, ২৪৪৮৬, ২৪৫৮১, ২৪৬২৩, ২৪৭৮৭, ২৪৭৯১, ২৪৮১৬, ২৪৮৩৩, ২৪৯৫৮, ২৫০০২, ২৫০৩১, ২৫২৭৭, ২৫২৮৫, ২৫৪০৫, ২৫৪৫২, ২৫৪৮৪, ২৫৪৯১, ২৫৫৭৫, ২৫৫৯১, ২৫৬৩৬, ২৫৮৫৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৬, ২৮৬; দারিমী ১৪৩৯, ১৪৪২, ১৪৪৬-৪৭, ১৪৭৩-৭৪। স্বহীহাহ ৬৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١١٥١/١ (١) - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

১/১১৫১। মাহমূদ বিন গায়লান আযহার ইবনুল কাসিম যাকারিয়্যা বিন ইসহাক আমর বিন দীনার আতা' বিন ইয়াসার আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর রাওহ বিন উবাদাহ যাকারিয়্যা বিন ইসহাক আমর বিন দীনার আতা' বিন ইয়াসার আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যখন ইকামাত দেয়া হয়, তখন ফারয্ স্বলাত ছাড়া অন্য কোন স্বলাত পড়া যাবে না।

১/১১৫১ (১)। মাহমূদ বিন গায়লান ইয়াযীদ বিন হারূন হাম্মাদ বিন যায়দ আয়্যুব আম্‌র বিন দীনার আতা' বিন ইয়াসার আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।[১১৫১]

١١٥٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ».

২/১১৫২। আবূ বাক্‌র বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আসিম (বিন সুলায়মান) আবদুল্লাহ বিন সারজিস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) (ফজরের) ফারয্ স্বলাত আদায়রত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে ফজরের স্বলাতের পূর্বে দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতে দেখেন। তিনি স্বলাতশেষে তাকে বলেন, তোমার দু' স্বলাতের কোন্‌টি হিসাব করলে?[১১৫২]

١١٥٣/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَهُوَ يُصَلِّي فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحَطْنَا بِهِ نَقُولُ لَهُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ لِي «يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ أَرْبَعًا».

৩/১১৫৩। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ তার পিতা (সা'দ বিন ইবরাহীম) হাফস বিন আসিম আবদুল্লাহ বিন মালিক বিন বুহাইনাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) স্বলাতরত এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন ফজরের স্বলাতের ইকামাত হয়ে গেছে। তিনি তাকে কী যেন বললেন যা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। সে স্বলাত শেষ করলে আমরা তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে কী বলেছেন? লোকটি বললো, তিনি আমাকে বললেন ঃ অচিরেই তোমাদের কেউ ফজরে চার রাকআত (ফারয্) স্বহীহ্ পড়বে।[১১৫৩]

১১৫১. মুসলিম ৭১০/১-২, তিরমিযী ৪২১, নাসায়ী ৮৬৫-৬৬, আবূ দাউদ ১২৬৬, আহমাদ ৮১৭৯, ৮৪০৯, ৯৫৬৩, ১০৩২০, ১০৪৯৩; দারিমী ১৪৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৫২. মুসলিম ৭১২, নাসায়ী ৮৬৮, আবূ দাউদ ১২৬৫। স্বহীহ আবী দাউদ ১১৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৫৩. বুখারী ৬৬৩, মুসলিম ৭১১/১-২, নাসায়ী ৮৬৭, আহমাদ ২২৪১৩, ২৭৭১২; দারিমী ১৪৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٥/١٠٤. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَتَى يَقْضِيهِمَا

৫/১০৪. অধ্যায় : কারো ফজরের দু' রাকআত সুন্নত ছুউটে গেলে সে তা কখন কাযা করবে?

١١٥٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا «يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا قَالَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ».

১/১১৫৪। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আদুল্লাহ বিন নুমায়র সা'দ বিন সাঈদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম কায়স বিন আমর (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) এক ব্যক্তিকে ফজরের স্বলাতের পর দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতে দেখে বলেন, ফজরের স্বলাত কি দু'বার? লোকটি তাঁকে বললো, আমি ফজরের পূর্বের দু' রাকআত পড়তে পারিনি, সেই দু' রাকআত পড়লাম। রাবী বলেন, তখন নাবী (সাঃ) নীরব থাকলেন।[১১৫৪]

١١٥٥/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَضَاهُمَا بَعْدَ مَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ».

২/১১৫৫। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ও ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) মারওয়ান বিন মুআবিয়াহ ইয়াযীদ বিন কায়সান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত না পড়ে ঘুমিয়ে রইলেন। তিনি সূর্যোদয়ের পর তা পড়লেন।[১১৫৫]

٥/١٠٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ الرَّكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ

৫/১০৫. অনুচ্ছেদ : যোহরের ফার্‌দ স্বলাতের পূর্বের চার রাকআত সম্পর্কে।

١١٥٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ أَيُّ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا قَالَتْ كَانَ «يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ».

১/১১৫৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ জারীর কাবূস (فيه لين হাদীস্র বর্ণনার ব্যাপারে তার মাঝে দুর্বলতা আছে) তার পিতা (হুসায়ন বিন জুনদুব বিন আমর ইবনুল হারিস্র) (কাবূস) বলেন, আমার পিতা আমাকে আয়িশাহ (রাঃ)-এর নিকট জানতে পাঠান যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন্ স্বলাত নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়তে পছন্দ করতেন? তিনি বলেন, তিনি যোহরের পূর্বে চার রাক'আত স্বলাত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়তেন এবং তার রুকূ'-সাজদাহসমূহ উত্তমরূপে আদায় করতেন।[১১৫৬]

১১৫৪. তিরমিযী ৪২২, আবূ দাঊদ ১২৬৭, আহমাদ ২৩২৪৮। স্বহীহ আবূ দাঊদ ১১৫১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৫৫. তিরমিযী ৪২৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৫৬. আহমাদ ২৩৬৪৪। স্বহীহ তারগীব ৫৮৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী কাবূস সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান স্রিকাহ বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাদে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই।

١١٥٧/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ قَرْثَعٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَقَالَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ».

২/১১৫৭। ∝আলী বিন মুহাম্মাদ ✕ওয়াকী' ✕উবায়দাহ বিন মুআত্তিব আদদবীয়্য (দঈফ বা দুর্বল ও শেষ বয়সে সংমিশ্রণ করেছেন) ✕ইবরাহীম ✕সাহম বিন মিনজাব ✕কাযাআহ ✕কারসা' ✕আবূ আয়্যূব (খালিদ বিন যায়দ বিন কুলায়ব আনসারী) (রাঃ) ∝ নাবী (সাঃ) সূর্য ঢলে গেলে যোহরের (ফরযের) পূর্বে এক সালামে চার রাকআত (সুন্নাত) সলাত আদায় করতেন।তার মাঝে সালাম দিয়ে পার্থক্য করতেন না তিনি বলতেন ঃ সূর্য ঢলে গেলে অসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়।[১১৫৭]

٥/١٠٦. بَاب مَنْ فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ

৫/১০৬. অধ্যায় : কারো যোহরের চার রাকআত সুন্নাত ছুটে গেলে।

١١٥٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ» قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا قَيْسٌ عَنْ شُعْبَةَ.

১/১১৫৮। ∝মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও যায়দ বিন আখযাম ও মুহাম্মাদ বিন মা'মার ✕মূসা বিন দাঊদ আল-কূফী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ✕কায়স ইবনুর রাবী' ✕শু'বাহ ✕খালিদ আল-হাযযা' ✕আবদুল্লাহ বিন শাকীক ✕আয়িশাহ (রাঃ) ∝ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যোহরের চার রাকআত সুন্নাত ছুটে গেলে, তিনি তা যোহরের দু' রাকআত সুন্নাতের পর পড়তেন।[১১৫৮]

٥/١٠٧. بَاب فِيمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ

৫/১০৭. অধ্যায় : কারো যোহরের পরের দু' রাকআত সুন্নাত ছুটে গেলে।

١١٥٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَرْسَلَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَ الرَّسُولِ فَسَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِي لِلظُّهْرِ وَكَانَ قَدْ بَعَثَ سَاعِيًا وَكَثُرَ عِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَقَدْ أَهَمَّهُ شَأْنُهُمْ إِذْ ضُرِبَ الْبَابُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ

১১৫৭. আবূ দাঊদ ১২৭০। সহীহ আবী দাঊদ ১১৫৩, মিশকাত ১১৬৮, যহীহ তারগীব ৫৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ ফসলের বাক্য ছাড়া সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী উবায়দাহ বিন মুআত্তিব আদদবীয়্য সম্পর্কে আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল ও তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষেরা তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

১১৫৮. তিরমিযী ৪২৬। দঈফা ৪২০৮ মুনকার। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন দাঊদ ইমামগণ বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন।

فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ يَقْسِمُ مَا جَاءَ بِهِ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ «شَغَلَنِي أَمْرُ السَّاعِي أَنْ أُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ».

১/১১৫৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্ উম্মু সালামাহ (আবদুল্লাহ) বলেন, মুয়াবিয়া এক ব্যক্তিকে উম্মু সালামাহ -এর নিকট পাঠালেন। আমিও এই ব্যক্তির সাথে গেলাম। তিনি উম্মু সালামাহ -কে (যোহরের দু' রাকআত সুন্নাত সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ আমার ঘরে যোহরের স্বলাতের উদূ করছিলেন। তিনি এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার কাছে বহু সংখ্যক মুহাজির উপস্থিত হন। তাদের অবস্থা তাঁকে চিন্তান্বিত করেছিল। হঠাৎ ঘরের দরজায় আঘাত করা হলো। তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং যোহরের স্বলাত পড়লেন। অতঃপর তিনি বসে আগত মাল বণ্টন করতে লাগলেন। রাবী বলেন, এ অবস্থায় আসরের স্বলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করে দু' রাকআত স্বলাত পড়লেন, অতঃপর বললেন ঃ যাকাত আদায়কারীর বিষয় আমাকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে যোহরের পরের দু' রাক'আত পড়া থেকে। আসরের পর সেই দু' রাকআত পড়লাম।[১১৫৯]

١٠٨/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا

৫/১০৮. অধ্যায় : যোহরের ফারয্ স্বলাতের আগে ও পরে যে ব্যক্তি চার রাকআত করে সুন্নাত স্বলাত পড়লো।

١١٦٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشُّعَيْثِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ».

১/১১৬০। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আশ-শা'ঈয়্যি তার পিতা (আবদুল্লাহ ইবনুল মুহাজির) আনবাসাহ বিন আবূ সুফইয়ান উম্মু হাবীবা নাবী বলেন, যে ব্যক্তি যোহরের (ফারদের) আগে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত স্বলাত পড়লো, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।[১১৬০]

١٠٩/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ

৫/১০৯. অধ্যায় : দিনের বেলা নফল স্বলাত পড়া উত্তম।

১১৫৯. বুখারী ১২৩৩, ৪৩৭০; মুসলিম ৮৩৪, নাসায়ী ৫৭৯-৮০, আবূ দাউদ ১২৭৩, আহমাদ ২৬১১১, দারিমী ১৪৩৬। স্বহীহ আবী দাউদ ১১৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন সালিহ তাকে সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই।

১১৬০. তিরমিযী ৪২৭-২৮, আবূ দাউদ ১২৬৯, আহমাদ ২৬২৩২। মিশকাত ১১৬৮, স্বহীহ আবী দাউদ ১১৫২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١/١١٦١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَأَبِي وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهُ فَقُلْنَا أَخْبِرْنَا بِهِ نَأْخُذْ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْنَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ بِمِقْدَارِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَا هُنَا قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ قَالَ عَلِيٌّ فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّهَارِ وَقَلَّ مَنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا».

قَالَ وَكِيعٌ زَادَ فِيهِ أَبِي فَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ يَا أَبَا إِسْحَقَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِحَدِيثِكَ هَذَا مِلْءَ مَسْجِدِكَ هَذَا ذَهَبًا.

১/১১৬১। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', আমার পিতা (জাররাহ বিন মালীহ বিন আদী) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন), সুফইয়ান ও ইসরাঈল (বিন য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক), আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দ) (তিনি স্বিকাহ রাবী কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন), আস্বিম বিন দমরাহ আস-সালূলী, তিনি বলেন, আমরা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিনের বেলার নফল স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তোমরা তা করতে সমর্থ নও। আমরা বললাম, আপনি আমাদের সেই সম্পর্কে অবহিত করুন, আমরা তা থেকে আমাদের সাধ্যমত গ্রহণ করবো। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফজরের স্বলাত পড়ার পর কিছুক্ষণ অবসর থাকতেন। অবশেষে সূর্য আসরের সময় পশ্চিমাকাশে যত উপরে থাকে, পূর্বাকাশে ঠিক ততটা উপরে উঠলে তিনি দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতো, অতঃপর অবসর থাকতেন। অবশেষে পশ্চিম আকাশে সূর্য যতটা উপরে থাকলে যোহরের স্বলাতের ওয়াক্ত থাকে, পূর্বাকাশে সূর্য ঠিক ততখানি উপরে উঠলে তিনি চার রাকআত স্বলাত আদায় করতো। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর তিনি যোহরের (ফারদ) স্বলাতের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দু' রাকআত পড়তেন। তিনি আসরের পূর্বেও দু' সালাম চার রাকআত স্বলাত আদায় করতো এবং তার মাঝখানে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, আম্বিয়া (আলাইহিস সালাম) এবং তাদের অনুগত মু'মিন মুসলিমদের জন্য শান্তি ও স্বস্তি কামনা করতেন (তাশাহ্হুদ পড়তেন)। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এই হলো রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিনের বেলার ষোল রাকআত নফল স্বলাত। খুব কম লোকই তার উপর স্থায়ীভাবে আমাল করতে পারে। ওয়াকী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমার পিতা এতে আরো বলেছেন, হাবীব বিন আবূ স্বাবিত (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেছেন, হে আবূ ইসহাক! আপনার এই হাদীস্রের পরিবর্তে এই মাসজিদে ভর্তি সোনা আমার মালিকানাভুক্ত হলে তাও আমার প্রিয় হতো না।[১১৬১]

১১৬১. তিরমিযী ৪২৪, ৫৯৮; নাসায়ী ৮৭৪-৭৫, আহমাদ ৬৫১। মিশকাত ১১৭১, মুখতাসর শামাইল ২৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী জাররাহ বিন মালীহ বিন আদী সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি সত্যবাদী তার হাদীস্রের ব্যাপরে কোন সমস্যা নেই। ২. আবূ ইসহাক সম্পর্কে ইবুন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন।

١١٠/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

৫/১১০. অধ্যায় : মাগরিবের (ফার্দ স্বলাতের) পূর্বে দু' রাকআত স্বলাত।

١١٦٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ».

১/১১৬২। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ ও ওয়াকী' কাহমাস আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাঃ) তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নাবী (সাঃ) বরেছেন ঃ প্রতি দু' আযানের মধ্যবর্তী সময়ে একটা স্বলাত আছে। তিনি এই কথা তিনবার বলেন এবং তৃতীয়বারে বলেন, তবে যে চায় তার জন্য।[১১৬২]

١١٦٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَرَى أَنَّهَا الْإِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

২/১১৬৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আলী বিন যায়দ বিন জুদআন (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানায় মুআযযিন (মাগরিবের) আযান দিলে মনে হতো তা যেন ইকামাত। কারণ প্রচুর সংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে মাগরিবের আগে দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতো।[১১৬৩]

١١١/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

৫/১১১. অধ্যায় : মাগরিবের ফার্দ স্বলাতের পরে দু' রাকআত স্বলাত।

١١٦٤/١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ».

১/১১৬৪। ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী হুশায়ম খালিদ আল-হাযযা' আবদুল্লাহ বিন শাকীক আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) মাগরিবের (ফার্দ) স্বলাত পড়ার পর আমার ঘরে ফিরে এসে দু' রাকআত সুন্নাত স্বলাত আদায় করতো।[১১৬৪]

١١٦٥/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ فِي مَسْجِدِنَا ثُمَّ قَالَ «ارْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ».

১১৬২. বুখারী ৬২৪, ৬২৭; মুসলিম ৮৩৮, তিরমিযী ১৮৫, নাসায়ী ৬৮১, আবূ দাঊদ ১২৮৩, আহমাদ ১৬৩৪৮, ২০০২১, ২০০৩৭, ২০০৫১; দারিমী ১৪৪০। সহীহ আবী দাঊদ ১১৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১১৬৩. বুখারী ৫০৩, ৬২৫; মুসলিম ৮৩৭, নাসায়ী ৬৮২, আহমাদ ১৩৫৭১, দারিমী ১৪৪১। সহীহ আবী দাঊদ ১১৬২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন যায়দ বিন জুদআন সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১১৬৪. তিরমিযী ৪৩৬। সহীহ আবী দাঊদ ১১৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/১১৬৫। আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনুদ দহ্হাক (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) (তার নিজ শহর ব্যতিত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তিনি শিয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) আস্রিম বিন উমার বিন কাতাদাহ মুহামূদ বিন লাবীদ রাফি' বিন খাদীজ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের আবদুল আশহাল গোত্রে আসলেন এবং আমাদেরসহ আমাদের মাসজিদে মাগরিবের স্বলাত পড়লেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা এই দু' রাকআত তোমাদের বাড়িতে গিয়ে পড়বে।[১১৬৫]

٥/١١٢. بَاب مَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

৫/১১২. অধ্যায় : মাগরিবের ফার্‌দ স্বলাতের পরের দু' রাকআত (সুন্নাত) স্বলাতের কিরাআত।

١١٦٦/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ وَأَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ».

১/১১৬৬। আহমাদ ইবনুল আযহার আবদুর রহমান বিন ওয়াকিদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল মালিক ইবনুল ওয়ালীদ (দঈফ বা দুর্বল) আস্রিম বিন বাহদালাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যির (বিন হুবায়শ) ও আবূ ওয়ায়িল আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) মুহাম্মমাদ ইবনুল মুআম্মাল ইবনুস্র স্বাব্বাহ বাদাল ইবনুল মুহাব্বার আবদুল মালিক ইবনুল ওয়ালীদ (দঈফ বা দুর্বল) আস্রিম বিন বাহদালাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) যির ও আবূ ওয়ায়িল আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) মাগরিবের (ফার্‌দ) স্বলাতের পরের দু' রাকআতে সূরাহ কাফিরূন ও সূরাহ ইখলাস পড়তেন।[১১৬৬]

১১৬৫. তা'লীক বিন খুযাইমাহ ১২০০, ১২০১, স্বহীহ আবী দাউদ ১১৭৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনুদ দহ্হাক সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার নিকট আশ্চর্য আশ্চর্য হাদীস্র শুনা যায়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস্র বর্ণনা করেন। স্বালিহ জাযারাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার ও মিথ্যুক। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন বরং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মুহাম্মাদ বিন আওফ বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন, তার কিছু হাদীস্রের ব্যাপরে অনুসরণ করা যাবে না। ২. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল।

১১৬৬. তিরমিযী ৪৩১। লিগাইরিহি, মিশকাত ৮৫১, স্বহীহাহ ৩৩২৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন ওয়াকিদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার ও স্বিকাহ রাবী থেকে চুরি করে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ২. আবদুল মালিক ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে অনুসরণ করা যাবে না। আল-আযদী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায়া মুনকার। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

٥/١١٣. بَاب مَا جَاءَ فِي السِّتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

৫/১১৩. অধ্যায় : মাগরিবের স্বলাতের পর ছয় রাকআত (আওয়াবীন) স্বলাত।

١١٦٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ الْيَمَامِيُّ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً».

১/১১৬৭। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূল হুসায়ন আল-উকলী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু রাওরীর হাদীস বর্ণনায় ভুল করেছেন) উমার বিন আবূ খাসআম আল-ইয়ামামী (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের স্বলাতের পর ছয় রাকআত নফল স্বলাত পড়লো এবং তার মাঝখানে কোন মন্দ কথা বলেনি, তাকে বারো বছরের ইবাদাতের সম-পরিমাণ নেকী দান করা হলো।[১১৬৭]

٥/١١٤. بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ

৫/১১৪. অধ্যায় : বিত্‌রের স্বলাত।

١١٦٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ لَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

১/১১৬৮। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিসরী লায়স বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব আবদুল্লাহ বিন রাশিদ আয-যাওফী (মাসতূর বা অপরিচিত) আদুল্লাহ বিন আবূ মুররাহ আয-যাওফী (তিনি সত্যবাদী) খারিজা বিন হুযায়ফাহ আল-আদাবী (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ একটি স্বলাত দ্বারা তোমাদের সাহায্য করছেন। এটা তোমাদের জন্য অনেক লাল উটের চেয়েও উত্তম। তা হলো বিত্‌রের স্বলাত। আল্লাহ তোমাদের জন্য এটা ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন।[১১৬৮]

১১৬৭. তিরমিযী ৪৩৫, ইবনু মাজাহ ১৩৭৪। জামি সগীর ৫৬৬১ দঈফ জিদ্দান, ইবনু মাজাহ ১৩৭৪ দঈফ জিদ্দান, তিরমিযী ৪৩৫ দঈফ জিদ্দান, মিশকাত লাম তাতিম্মা ১১৭৩, দঈফ তারগীব ৩৩১ দঈফ, দঈফা হ৪৬৯ দঈফ জিদ্দান। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবূল হুসায়ন আল-উকলী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। উসমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে সিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-মিসরী বলেন তিনি সত্যবদী। ২. উমার বিন আবূ খাসআম আল-ইয়ামামী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না।

১১৬৮. তিরমিযী ৪৫২, আবূ দাউদ ১৪১৮, দারিমী ১৫৭৬। আবূ দাউদ ১৪১৮ দঈফ, ইরওয়া ৪২৩ স্বহীহ, জামি সগীর ১৬২২ দঈফ, তিরমিযী ৪৫২ স্বহীহ, মিশকাত ১২৬৭ দঈফ, দঈফ তারগীব ৩৩৯ দঈফ, ইরওয়া' ৪২৩, স্বহীহাহ ১০৮, ১১৪১,

١١٦٩/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ «أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ».

২/১১৬৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ্ আবূ বাকর বিন আয়্যাশ আবূ ইসহাক আসিম বিন দমরাহ আস-সালূলী তিনি বলেন, আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় বিত্‌র বাধ্যতামূলক স্বলাত নয় এবং তোমাদের ফার্‌দ স্বলাতের সম-পর্যায়ভুক্তও নয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিত্‌রের স্বলাত আদায় করেছেন, অতঃপর বলেছেন, হে আহলে কুরআন! তোমরা বিত্‌রের স্বলাত পড়ো। নিশ্চয় আল্লাহ বিত্‌র (বেজোড়), তিনি বিত্‌রকে ভালবাসেন।[১১৬৯]

١١٧٠/٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ لَكَ وَلَا لِأَصْحَابِكَ».

৩/১১৭০। উস্‌মান বিন আবূ শায়বাহ্ আবূ হাফস্ আল-আব্বার আ'মাশ আমর বিন মুররাহ আবূ উবায়দাহ .... আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) নাবী (ﷺ) বলেন, আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড় ভালোবাসেন। হে কুরআনের বাহকগণ! তোমরা বিত্‌র স্বলাত পড়ো। এক বেদুঈন বললো, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কি বললেন? রাবী বলেন, (তা) তোমার জন্য নয় এবং তোমার সাথীদের জন্যও নয়।[১১৭০]

١١٥/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

৫/১১৫. অধ্যায় : বিত্‌র স্বলাতের কিরাআত।

١١٧١/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ طَلْحَةَ وَزُبَيْدٍ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ».

১/১১৭১। উস্‌মান বিন আবূ শায়বাহ্ আবূ হাফস্ আল-আব্বার আ'মাশ তলহাহ ও যুবায়দ যির (বিন আবদুল্লাহ বিন যুরারাহ) সাঈদ বিন আদুর রহমান বিন আবযা তার পিতা (সাঈদ বিন আবদুর রহমান বিন আবযা) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিত্‌রের স্বলাতে সূরাহ আ'লা, সূরাহ কাফিরূন ও সূরাহ ইখলাস্ পড়তেন।[১১৭১]

দঈফাহ ২৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ 'লাল উটের চেয়ে উত্তম কথা' কথাটি ছাড়া স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন রাশিদ আয-যাওফী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অপরিচিত।

১১৬৯. তিরমিযী ৪৫৩-৫৪, নাসায়ী ১৬৭৫-৭৬, আবূ দাউদ ১৪১৬, আহমাদ ৬৫৪, ৭৬৩, ৭৮৮, ৮৪৪, ৯২৯, ১২৬৫; দারিমী ১৫৭৯। স্বহীহ আবী দাউদ ১২৭৪, স্বহীহ তারগীব ৫৯০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৭০. আবূ দাউদ ১৪১৬। স্বহীহ আবী দাউদ ১২৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৭১. নাসায়ী ১৭২৯-৩০, আবূ দাউদ ১৪২৩। স্বহীহ আবী দাউদ ১২৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١١٧٢/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ».

١١٧٢/٢ (١) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

২/১১৭২। নাদর বিন আলী আল-জাহদমী আবূ আহমাদ য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ কম করেন) তার পিতা (আবূ ইসহাক) (তিনি স্বিকাহ কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ বিত্‌রের স্বলাতে সূরাহ আলা, সূরাহ কাফিরূন ও সূরাহ ইখলাস পড়তেন।

২/১১৭২ (১)। আহমাদ বিন মানসূর আবূ বাকর শাবাবাহ য়ূনুস বিন আবূ ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ কম করেন) আমার পিতা (আবূ ইসহাক) (তিনি স্বিকাহ কিন্তু **শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) সাঈদ বিন জুবায়র আহমাদ ইবনু আব্বাস নাবী সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস্রের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।**[১১৭২]

١١٧٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْنَا عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ «يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ».

৩/১১৭৩। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ ও আবূ ইউসুফ আর-রাক্কী মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস্‌-স্বায়দালানী মুহাম্মাদ বিন সালামাহ খুস্বায়ফ (বিন আবদুর রহমান) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন, তিনি মুরজিয়া মতাবলম্বী) আবদুল আযীয বিন জুরায়জ (لين অর্থাৎ হাদীস্র বর্ণনার ব্যাপারে দুর্বল) তিনি বলেন, আমরা আয়িশাহ -কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ বিত্‌রের স্বলাতে কি (সূরা) পড়তেন? তিনি বলেন, তিনি প্রথম রাকাাতে সূরাহ আলা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরাহ কাফিরূন, তৃতীয় রাকআতে সূরাহ ইখলাস ও মুআব্বিযাতাইন (সূরাহ ফালাক ও নাস) পড়তেন।[১১৭৩]

১১৭২. তিরমিযী ৪৬২, নাসায়ী ১৭০২-৩, আহমাদ ২৭১৫, ২৭২০, ২৭৩৫, ২৭৭২, ২৯০০, ৩৫২১; দারিমী ১৫৮৬। রওযুন নাযীর ৪৪২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৭৩. তিরমিযী ৪৬৩, আবূ দাউদ ১৪২৩। স্বহীহ আবী দাউদ ১২৮০, মিশকাত ১২৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. খুস্বায়ফ সম্পর্কে আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু আদী বলেন, তিনি স্বিকাহ রাবী থেকে হাদীস্র বর্ণনা করলে তখন তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। ২. আবদুল আযীয বিন জুরায়জ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি অপরিচিত তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

١١٦. وبَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ

১১৬. অধ্যায় : বিত্‌রের স্বলাত এক রাকআত।

١١٧٤/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ».

১/১১৭৪। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ আনাস বিন সীরীন ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের স্বলাত দু' দু' রাকআত করে পড়তেন এবং এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন।[১১৭৪]

١١٧٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غَلَبَتْنِي عَيْنِي أَرَأَيْتَ إِنْ نِمْتُ قَالَ اجْعَلْ أَرَأَيْتَ عِنْدَ ذَلِكَ النَّجْمِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا السِّمَاكُ ثُمَّ أَعَادَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ قَبْلَ الصُّبْحِ».

২/১১৭৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূশ-শাওয়ারিব আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ আসিম (বিন সুলায়মান) আবূ মিজলায (লাহিক বিন হুমায়দ বিন সাঈদ) ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, রাতের স্বলাত দু' দু' রাকআত করে এবং বিত্‌র স্বলাত এক রাকআত। (রাবী বলেন) আমিম বললাম, আপনার কি মত, যদি আমার চোখকে (ঘুম) পরাভূত করে এবং আমি ঘুমিয়ে যাই? তিনি বলেন, তুমি এই তারকার দিকে লক্ষ্য করো। তখন আমি মাথা তুলে সিমাক (মৎস) তারকা দেখতে পেলাম। এরপর তিনি হাদীস্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, রাতের স্বলাত দু' দু' রাকআত করে এবং সুবহে সাদিকের পূর্বে বিত্‌র স্বলাত এক রাকআত পড়বে।[১১৭৫]

١١٧٦/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَقَالَ كَيْفَ أُوتِرُ قَالَ «أَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ قَالَ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ الْبُتَيْرَاءُ فَقَالَ سُنَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ يُرِيدُ هَذِهِ سُنَّةُ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ».

১১৭৪. বুখারী ৪৭২-৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৮, ১১৩৭; মুসলিম ৭৩৯/১-৪, ৭৪৯/১-৩, ৭৫০, ৭৫১/১-৩, ৭৫২/১-২, ৭৫৩; তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, ৪৬৭, ৪৬৯, ৫৯৭; নাসায়ী ১৬৬৬-৭৪, ১৬৮২, ১৬৮৯-৯৫; আবূ দাউদ ১২৯৫, ১৩২৬, ১৪২১, ১৪৩৬, ১৪৩৮, আহমাদ ৪৫৫৭, ৪৮৩২, ৪৮৬৩, ৪৯৬৭, ৫০১২, ৫০৭৭, ৫১৯৫, ৫৩১৯, ৫৩৭৬, ৫৪৪৭, ৫৪৫৯, ৫৪৭৯, ৫৫১২, ৫৫২৪, ৫৭২৫, ৫৭৫৯, ৫৯০১, ৫৯৭২, ৬১৩৪, ৬১৪১, ৬২২২, ৬৩১৯, ৬৩৩৭, ৬৩৮৫, ৬৪০৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৯, দারিমী ১৪৫৮-৫৯, ইবনু মাজাহ ১১৭৫-৭৬, ১৩১৮-২০, ১৩২২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৭৫. বুখারী ৪৭২-৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৮, ১১৩৭; মুসলিম ৭৩৯/১-৪, ৭৪৯/১-৩, ৭৫০, ৭৫১/১-৩, ৭৫২/১-২, ৭৫৩; তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, ৪৬৭, ৪৬৯, ৫৯৭; নাসায়ী ১৬৬৬-৭৪, ১৬৮২, ১৬৮৯-৯৫; আবূ দাউদ ১২৯৫, ১৩২৬, ১৪২১, ১৪৩৬, ১৪৩৮, আহমাদ ৪৫৫৭, ৪৮৩২, ৪৮৬৩, ৪৯৬৭, ৫০১২, ৫০৭৭, ৫১৯৫, ৫৩১৯, ৫৩৭৬, ৫৪৪৭, ৫৪৫৯, ৫৪৭৯, ৫৫১২, ৫৫২৪, ৫৭২৫, ৫৭৫৯, ৫৯০১, ৫৯৭২, ৬১৩৪, ৬১৪১, ৬২২২, ৬৩১৯, ৬৩৩৭, ৬৩৮৫, ৬৪০৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৯, দারিমী ১৪৫৮-৫৯, ইবনু মাজাহ ১১৭৪, ১১৭৬, ১৩১৮-২০, ১৩২২; স্বহীহ আবী দাউদ ১১৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩/১১৭৬। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ্ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক তাদলীস ও ইরসাল করেছেন) তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবনু উমার (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলো, আমি কিভাবে বিত্র পড়বো? তিনি বলেন, তুমি এক রাকআত বিত্র পড়বে। সে বললো, আমি আশংকা করি যে, লোকেরা আমাকে শিকড় কাটা বলবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্র সুন্নাত ও তাঁর রসূলেও। তিনি মনে করেন, এটাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সুন্নাত।[১১৭৬]

١١٧٧/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُسَلِّمُ فِي كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ».

৪/১১৭৭। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ (মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহামন বিন বিন আবূ যি'ব) যুহরী উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি দু' রাকআতে সালাম ফিরাতেন এবং বিত্র এক রাকআত পড়তেন।[১১৭৭]

١١٧/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

৫/১১৭. অধ্যায় : বিত্র স্বলাতে দুআ' কুনূত।

١١٧٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي جَدِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ «اللَّهُمَّ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَاهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ».

১/১১৭৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ শারীক আবূ ইসহাক বুরায়দ বিন আবূ মারয়াম আবূল হাওরা' হাসান বিন আলী (রাঃ) তিনি বলেন, আমার নানা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বিত্র স্বলাতের কুনূতে পড়ার জন্য কতগুলো বাক্য শিক্ষা দিয়েছে: اللَّهُمَّ عَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَاهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّنَا تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ (আল্লাহুম্মা আফিনী ফীমান আফায়ত ওয়াতাওল্লানী ফীমান তাওয়াল্লায়ত, ওয়াহদীনী ফীমান হাদায়ত, ওয়াকীনী শাররা মা কাদায়ত, ওয়া বারিকলী ফীমান আ'তায়ত,

---

১১৭৬. বুখারী ৪৭২-৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৮, ১১৩৭; মুসলিম ৭৩৯/১-৪, ৭৪৯/১-৩, ৭৫০, ৭৫১/১-৩, ৭৫২/১-২, ৭৫৩; তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, ৪৬৭, ৪৬৯, ৫৯৭; নাসায়ী ১৬৬৬-৭৪, ১৬৮২, ১৬৮৯-৯৫; আবূ দাউদ ১২৯৫, ১৩২৬, ১৪২১, ১৪৩৬, ১৪৩৮, আহমাদ ৪৫৫৭, ৪৮৩২, ৪৮৬৩, ৪৯৬৭, ৫০১২, ৫০৭৭, ৫১৯৫, ৫৩১৯, ৫৩৭৬, ৫৪৪৭, ৫৪৫৯, ৫৪৭৯, ৫৫১২, ৫৫২৪, ৫৭২৫, ৫৭৫৯, ৫৯০১, ৫৯৭২, ৬১৩৪, ৬১৪১, ৬২২২, ৬৩১৯, ৬৩৩৭, ৬৩৮৫, ৬৪০৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৯, দারিমী ১৪৫৮-৫৯, ইবনু মাজাহ ১১৭৪-৭৫, ১৩১৮-২০, ১৩২২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুত্তালিব বিন আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে দারাকুতনী স্বিকাহ বললেও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ইরসাল করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার হাদীস্ব দলীলযোগ্য নয় কারণ তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ইরসাল করেন।

১১৭৭. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

ইন্নাকা লা তাকদী আলায়ক, ইন্নাহু লা ইয়াযিল্লু মাওঁ ওয়ালায়ত, সুবহানাকা রব্বানা তাবারাকতা ওয়া তাআলায়ত।) অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! যাদের প্রতি তুমি উদারতা প্রদর্শন করেছো, তাদের সাথে আমাকেও উদারতা প্রদর্শন করো, যাদের তুমি অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছো, তাদের সাথে আমারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করো, যাদের তুমি হিদায়াত দান করেছো তাদের সাথে আমাকেও হিদায়াত দান করো। তোমার নির্ধারিত অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করো। তুমি আমাকে যা দান করেছো তাতে বরকত দাও। কেবল তুমিই নির্দেশ দিতে পারো, তোমার উপর কারো নির্দেশ চলে না। তুমি যার পৃষ্ঠপোষকতা দাও, সে কখনও অপমানিত হয় না। হে আমাদের রব! তুমি পবিত্র, কল্যাণময় ও সুউচ্চ"।[১১৭৮]

١١٧٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمْرٍو الْفَزَارِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ الْوِتْرِ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

২/১১৭৯। আবূ উমার হাফস্ বিন আমর বাহয বিন আসাদ হাম্মাদ বিন সালামাহ্ হিশাম বিন আমর আল-ফাযারী (মাকবূল) আবদুর রহমান ইবনুল হারিস বিন হিশাম আল-মাখযূমী আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) নাবী (সাঃ) বিত্‌রের স্বলাতের শেষে বলতেন: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবি রিদাকা মিন সুখতিক, ওয়া আউযুবি মুআফাতিকা মিন উকূবাতিক, ওয়া আউযুবিকা মিনকা লা উহস্বী স্বানাআ আলায়ক, আনতা কামা আস্বনায়তা আলা নাফসিক।) অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার সন্তুষ্টির উসীলায় আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই, আপনার ক্ষমার উসীলায় আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, আপনার সৌন্দর্যময় গুণাবলীর উসীলায় আপনার মহিমময় গুণাবলী থেকে আশ্রয় পাই, আমি আপনার প্রশংসা গণনা করে শেষ করতে পারি না, আপনি আপনার প্রশংসারই অনুরূপ"।[১১৭৯]

١١٨/٥. بَاب مَنْ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْقُنُوتِ

৫/১১৮. অধ্যায় : যে ব্যক্তি দুআ' কুনুতে তার হস্তদ্বয় উঠায় না।

١١٨٠/١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ «لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ».

১/১১৮০। নাস্বর বিন আলী আল-জাহদামী ইয়াযীদ বিন যুরায়' সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ আনাস বিন মালিক (রাঃ) নাবী (সাঃ) ইস্‌তিসকার স্বলাত ব্যতীত তাঁর অন্য

১১৭৮. তিরমিযী,৪৬৪, না,১৭৪৫, ১৭৪৬ আহমাদ, ১৪২৫ আ, ১৭২০, ২৭৮২০। ইরওয়া' ৪২৯, মিশকাত ১২৭৩, তা'লীক বিন খুযাইমাহ ১০৯৫, স্বহীহ আবী দাউদ ১১৮১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৭৯. তিরমিযী, ৩৫৬৬, না, ১৭৪৭, আহমাদ, ১৪২৭। ইরওয়া' ৪৩০, মিশকাত ১২৭৬, স্বহীহ আবী দাউদ ৮২৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

কোন দুআয় তাঁর দু'হাত উঠাতেন না (হাত তুলে মোনাজত করতেন না)। তিনি ইস্‌তিস্‌কার স্বলাতে এতটা উপরে হাত উঠাতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হতো।[১১৮০]

٥/١١٩. بَاب مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

৫/১১৯. অধ্যায় : যে ব্যক্তি দুআয় নিজের হাত উঠায় এবং তার মুখমণ্ডলে মাসহ করে।

١١٨١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ بِبَاطِنِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».

১/১১৮১। আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ্ আয়িয বিন হাবীব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) স্বালিহ্ বিন হাস্‌সান আল-আনস্বারী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তুমি আল্লাহ্‌র নিকট দুআ' করলে তোমার দু' হাতের তালু উপরে তুলে দুআ' করবে, তার পিঠ তুলে দুআ' করবে না এবং দুআশেষে উভয় হাত তোমার মুখমণ্ডলে মাসহ করবে।[১১৮১]

٥/١٢٠. بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

৫/১২০. অধ্যায় : রুকূ'র আগে বা পরে দুআ' কুনূত পড়া।

١١٨٢/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ».

১/১১৮২। আলী বিন মায়মূন আর-রাক্কী মাখলাদ বিন ইয়াযীদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সুফইয়ান যুবায়দ আল-ইয়ামী সাঈদ বিন আবদুর রহমান আবযা তার পিতা (আবদুর রহমান আবযা) উবাই বিন কা'ব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বিত্‌রের স্বলাত আদায় করতো এবং রুকূ'র আগে দুআ' কুনূত পড়্তেন।[১১৮২]

١١٨٣/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سُئِلَ عَنْ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ «كُنَّا نَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ».

১১৮০. বুখারী ১০৩১, ৩৫৬৫; মুসলিম ৮৯৫/১-২ নাসায়ী ১৫১৩, ১৭৪৮; আহমাদ ১১৭০, দারিমী ১৫৩৫। স্বহীহ আবী দাউদ ১০৬১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৮১. আহমাদ ১৪৮৫, ইবনু মাজাহ ৩৮৬৬। ইরওয়া' ৪৩৪, স্বহীহাহ ৫৯৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আয়িয বিন হাবীব সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সত্যবাদী। দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করেছেন। স্বালিহ্ বিন হাস্‌সান আল-আনস্বারী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার ও দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১১৮২. নাসায়ী ১৬৯৯। ইরওয়া' ৪২৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/১১৮৩। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী সাহল বিন ইউসুফ হুমায়দ আনাস বিন মালিক তিনি বলেন, ফজরের স্বলাতে দুআ' কুনূত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, আমরা (কখনো) রুকূ'র আগে বা (কখনো) রুকূ'র পরে দুআ' কুনূত পড়তাম।[১১৮৩]

١١٨٤/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ الْقُنُوتِ فَقَالَ «قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ».

৩/১১৮৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার আবদুল ওয়াহ্‌হাব আয়্যুব মুহাম্মাদ তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক -কে দুআ' কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ রুকূ'র পরে দুআ' কুনূত পড়েছেন।[১১৮৪]

١٢١/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ آخِرَ اللَّيْلِ

৫/১২১. অধ্যায় : শেষ রাতে বিত্‌র স্বলাত পড়া।

١١٨٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ فِي السَّحَرِ».

১/১১৮৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ বাকর বিন আয়্যাশ আবূ হুস্বায়ন ইয়াহইয়া বিন ওয়াস্সাব মাসরূক তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ কে রসূলুল্লাহ -এর বিত্‌রের স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি প্রতি রাতেই বিত্‌র স্বলাত আদায় করতেন, কখনো রাতের প্রথম ভাগে, কখনো রাতের মধ্যভাগে, কখনো শেষভাগে। ইনতিকালের পূর্বে তিনি রাতের শেষভাগ পর্যন্ত তা বিলম্বিত করতেন।[১১৮৫]

١١٨٦/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ».

২/১১৮৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শু'বাহ আবূ ইসহাক আস্বিম বিন দমরাহ (তিনি সত্যবাদী) আলী মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ আবূ ইসহাক আস্বিম বিন দমরাহ (তিনি সত্যবাদী) আলী তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ প্রতির

১১৮৩. বুখারী ৭৯৮, ১০০১, ১০০২, ৩১৭০, ৪০৮৮, ৪০৯০-৪০৯২, ৪০৯৪-৪০৯৬, ৬৩৯৪; মুসলিম ৬৭৭/১-৪, নাসায়ী ১০৭০, ১০৭১, ১০৭৭, ১০৭৯; আহমাদ ১৪৪৪, ১৪৪৫; আহমাদ ১২২৯৪, ১২৪৩৮, ১২৭০৭, ১৩৫৩৯; দারিমী ১৫৯৬, ১৫৯৯; ইবনু মাজাহ ১১৮৪, ১২৪৩। ইরওয়া' ২/১৬০, মিশকাত ১২৯৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৮৪. বুখারী ৭৯৮, ১০০১, ১০০২, ৩১৭০,৪০৮৮, ৪০৯০-৪০৯২, ৪০৯৪-৪০৯৬, ৬৩৯৪; মুসলিম ৬৭৭/১-৪; নাসায়ী ১০৭০, ১০৭১, ১০৭৭, ১০৭৯; আবূ দাউদ ১৪৪৪, ১৪৪৫; আহমাদ ১২২৯৪, ১২৪৩৮, ১২৭০৭, ১৩৫৩৯; দারিমী ১৫৯৬, ১৫৯৯; ইবনু মাজাহ ১১৮৪, ১২৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৮৫. বুখারী ৯৯৬, মুসলিম ৭৪৫/১-২, তিরমিযী ৪৫৬, নাসায়ী ১৬৮১, আহমাদ ১৪৩৫, আহমাদ ২৪৪৫৩ দারিমী ১৫৮৭। স্বহীহ আবী দাউদ ১২৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

রাতে বিত্‌র স্বলাত আদায় করতো, কখনো রাতের প্রথমভাগে, কখনো মধ্যভাগে এবং কখনো শেষভাগে তাঁর বিত্‌র পড়তেন।[১১৮৬]

١١٨٧/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ».

৩/১১৮৭। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (আবদুল মালিক বিন হুমায়দ) বিন আবূ গানিয়্যাহ আ'মাশ আবূ সুফইয়ান জাবির (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ শেষরাতে জাগতে পারবে না বলে আশংকা করলে সে যেন রাতের প্রথমভাগেই বিত্‌র পড়ে নেয়, অতঃপর ঘুমায়। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাতের শেষভাগে স্বলাত পড়ার আশা করে সে যেন শেষরাতে বিত্‌র পড়ে। কেননা শেষ রাতের কিরাআত (শুনার জন্য ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়। তাই তা অধিক উত্তম।[১১৮৭]

١٢٢/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ

৫/১২২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি বিত্‌র স্বলাত না পড়ে ঘুমালো অথবা ভুলে গেলো।

١١٨٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَدِينِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ».

১/১১৮৮। আবূ মুস্‌আব আহমাদ বিন আবূ বাকর আল-মাদানী ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (যায়দ বিন আসলাম) আতা বিন ইয়াসার আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিত্‌র স্বলাত না পড়ে ঘুমিয়ে গেলো বা তা পড়তে ভুলে গেলো, সে যেন ভোরবেলা অথবা যখন তার স্মরণ হয় তখন তা পড়ে নেয়।[১১৮৮]

١١٨٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاهٍ.

১১৮৬. আহমাদ ৮২৭, ১২১৯, ১২৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ হসান স্বহীহ।

১১৮৭. মুসলিম ৭৫৫/১-২,তিরমিযী ৪৫৫, আহমাদ ১৪৩৩৫, ২৭৫২১। স্বহীহাহ ২৬১০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৮৮. তিরমিযী ৪৬৫,আহমাদ ১৪৩১,আ ১০৮৭১। তাখরীজুল মিশকাত ১২৬৮, ১২৭৯; ইরওয়া' ২/১৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আলী ইবনুল মাদীনী ও মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

২/১১৮৯। [মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও আহমাদ ইবনুল আযহার] [আবদুর রায্যাক] [মা'মার] ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর] [আবূ নাদরাহ] [আবূ সাঈদ (রাঃ)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা ভোরে উপনীত হওয়ার আগেই বিত্‌র স্বলাত পড়ো।

মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, এই হাদীস্ব প্রমাণ করে যে, আবদুর রহমানের রিওয়ায়াত (১১৮৮) দুর্বল বিধায় আমালযোগ্য নয়।[১১৮৯]

٥/١٢٣. بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِثَلَاثٍ وَخَمْسٍ وَسَبْعٍ وَتِسْعٍ

৫/১২৩. অধ্যায় : বিত্‌র স্বলাত তিন, পাঁচ, সাত বা নয় রাকআত।

١١٩٠/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

১/১১৯০। [আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী] [ফিরইয়াবী (মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন ওয়াকিদ বিন উস্বমান)] [আওযাঈ] [যুহরী] [আতা' বিন ইয়াযীদ আল-লায়স্বী] [আবূ আয়্যূব আল-আনস্বারী (রাঃ)] রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, বিত্‌র স্বলাত সত্য। অতএব কেউ চাইলে তা পাঁচ রাকআতও পড়তে পারে, তিন রাকআতও পড়তে পারে এবং এক রাকআতও পড়তে পারে।[১১৯০]

١١٩١/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ «كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللهُ فِيمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنْ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَدْعُو رَبَّهُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُو رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ».

২/১১৯১। [আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ] [মুহাম্মাদ বিন বিশর] [সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ] কাতাদাহ] [যুরারাহ বিন আওফা] [সা'দ বিন হিশাম] তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে মু'মিনগণের মাতা! আপনি আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিত্‌র স্বলাত সম্পর্কে ফতোয়া দিন। তিনি বলেন, আমরা তাঁর জন্য মিসওয়াক ও উদূর পানি প্রস্তুত রাখতাম। আল্লাহ যখন চাইতেন তখন তাঁকে রাতের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। তিনি উঠে মিসওয়াক করতেন ও উদূ করতেন, অতঃপর নয় রাকআত স্বলাত আদায় করতো। তাতে তিনি কেবল অষ্টম রাকআতেই বসতেন এবং তাঁর প্রতিপালকের নিকট দুআ' করতেন, আল্লাহ্‌রযিকির করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন এবং তাঁকে ডাকতেন,

১১৮৯. মুসলিম ৭৫৪/১-২, তিরমিযী ৪৬৮, নাসায়ী ১৬৮৩, ১৬৮৪; আহমাদ ১০৭১৩, ১০৯০৯, ১০৯৩১, ১১২৭৮; দারিমী১৫৮৮। ইরওয়া' ৪২২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৯০. নাসায়ী ১৭১০, ১৭১১-১৭১৩; আহমাদ ১৪২২,২৩০৩৩; দারিমী ১৫৮২। মিশকাত ১২৬৫, স্বহীহ আবী দাউদ ১২৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

অতঃপর বসতেন এবং আল্লাহ্‌র যিকির করতেন, তাঁর প্রশংসা করতেন, তাঁর প্রভুর নিকট দুআ' করতেন এবং তার নাবীর উপর দুরূদ পড়তেন, অতঃপর আমাদের শুনিয়ে সালাম ফিরাতেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি বসা অবস্থায় দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতো। এভাবে এগার রাকআত স্বলাত হতো। অতঃপর রসূলুল্লাহ ২ বয়স বেড়ে গেলে এবং তার শরীর ভারী হয়ে গেলে তিনি সাত রাকআত বিত্‌র পড়তেন এবং সালাম ফিরানোর পর দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতো।[১১৯১]

١١٩٢/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ وَلَا كَلَامٍ».

৩/১১৯২। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ হুমায়দ বিন আবদুর রহমান যুহায়র মানসূর হাকাম মিকসাম উম্মু সালামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সাত বা পাঁচ রাকআত বিত্‌র স্বলাত আদায় করতো এবং এর মাঝখানে সালাম ফিরাতেন না, কথাও বলতেন না।[১১৯২]

١٢٤/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ فِي السَّفَرِ

৫/১২৪. অধ্যায় : সফরে বিত্‌রের স্বলাত পড়া।

١١٩٣/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنْ اللَّيْلِ قُلْتُ وَكَانَ يُوتِرُ قَالَ نَعَمْ».

১/১১৯৩। আহমাদ বিন সিনান ও ইসহাক বিন মানসূর ইয়াযীদ বিন হারূন শু'বাহ জাবির (বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) (দঈফ বা দুর্বল ও রাফিযী মতাবলম্বী) সালিম তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) সফরে দু' রাকআত (ফারদ) স্বলাত আদায় করতো, তার চেয়ে বেশি পড়তেন না। আর তিনি তাহাজ্জুদ স্বলাতও পড়তেন। আমি বললাম, তিনি কি বিত্‌র স্বলাত আদায় করতো? তিনি বলেন, হাঁ।[১১৯৩]

١١٩٤/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ».

১১৯১. বুখারী ৯৯৪,১১২৩, ১১৩৯, ১১৪০, ৬৩১০,মুসলিম ৭৩৬/১-২ ৭৩৭ নাসায়ী ১৩১৫,১৬০১, ১৬৫১, ১৭০৯, ১৭১৮,১৭১৯,১৭২০-১৭২৫ আহমাদ ৫৬, ১২৫১, ১৩৪২, ১৩৪৬, ১৩৫১, আহমাদ ২৩৪৯৭, ২৩৫৩৭, ২৩৫৫০, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৭৪৮, ১৩৯২৫, ২৩৯৪০, ২৪১৬, ২৪৫৬, ২৪১৯৪, ২৪২১১, ২৪৫৮১, ২৪৭৯১, ২৪৮১৬, ২৪৯৫৮, ২২৫৩১, ২৫২৭৭, ২৫৪৫২, ২৫৫৭৫, ২৫৫৮৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৪, ২৬৫; দারিমী ১৪৪৭, ১৪৭৩, ১৪৭৫ ১৫৮৫। স্বহীহ আবী দাউদ ১২১৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৯২. তিরমিযী ৪৫৭। স্বহীহাহ ২৯৬১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৯৩. ইবনু মাজাহ ১১৯৪, আহমাদ ২১৫৭। নাসায়ী ১৪৫৭ হাসান স্বহীহ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীসের রাবী জাবির (বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) সম্পর্কে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ স্বিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

২/১১৯৪। ইসমাঈল বিন মূসা শারীক জাবির (বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) (দঈফ বা দুর্বল ও রাফিযী মতাবলম্বী) আমির ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমার তারা বলেন, রসূলুল্লাহ সফরে দু' রাকআত স্বলাত প্রবর্তন করেন। এই দু' রাকআতই পূর্ণ স্বলাত, কসর নয়। সফরে বিত্‌রের স্বলাত সুন্নাত।[১১৯৪]

١١٢٥/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ جَالِسًا

৫/১২৫. অধ্যায় ঃ বিত্‌রের স্বলাতের পর বসে দু' রাকআত নামায পড়া।

١١٩٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ مُوسَى الْمَرَئِيُّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

১/১১৯৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার হাম্মাদ বিন মাসআদাহ মায়মূন বিন মূসা আল-মারায়ী হাসান (বিন আবূল হাসান ইয়াসার) তার মাতা (উম্মু সালামাহ এর মাওলা খায়রাহ) (মাকবূলাহ) উম্মু সালামাহ নাবী বিত্‌রের স্বলাতের পর বসা অবস্থায় হালকাভাবে দু' রাকআত (নফল) স্বলাত আদায় করতো।[১১৯৫]

١١٩٦/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ».

২/১১৯৬। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী উমার বিন আবদুল ওয়াহীদ আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ (আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ) আয়িশাহ বলেন, রসূলুল্লাহ এক রাকাত বিত্‌র পড়তেন। অতঃপর তিনি বসা অবস্থায় দু' রাকআত নফল স্বলাত আদায় করতো, তাতে কিরাআতও বসে পড়তেন। তিনি রুকূ' করতে ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে যেতেন, তারপর রুকূ' করতেন।[১১৯৬]

١٢٦/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الضَّجْعَةِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَبَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ

৫/১২৬. অধ্যায় ঃ বিত্‌র ও ফজরের দু' রাকআত সুন্নাত পড়ার পর কাত হয়ে শুয়ে থাকা।

١١٩٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا كُنْتُ أُلْفِي أَوْ أَلْقَى النَّبِيَّ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَّا وَهُوَ نَائِمٌ عِنْدِي».

١/قَالَ وَكِيعٌ تَعْنِي بَعْدَ الْوِتْرِ.

১১৯৪. ইবনু মাজাহ ১১৯৩, আহমাদ ২১৫৭। মিশকাত ১৩৫০ দঈফ জিদ্দান। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীসের রাবী জাবির (বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) সম্পর্কে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ সিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

১১৯৫. তিরমিযী ৪৭১। মিশকাত ১২৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১১৯৬. নাসায়ী ১৭৫৬। মিশকাত ১২৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১১৯৭। ◊[আলী বিন মুহাম্মাদ][ওয়াকী'][মিসআর (বিন কিদাম) ও সুফইয়ান (বিন সাঈদ)][সা'দ বিন ইবরাহীম][আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◊ তিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রাতের শেষভাগে আমার পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়েছি। ওয়াকী' (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ বিত্‌রের স্বলাত পড়ার পর।[১১৯৭]

١١٩٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ».

২/১১৯৮। ◊[আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ][ইবসমাঈল বিন উলায়্যাহ][আবদুর রহমান বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কাদারীয়া মতাবলম্বী)][যুহরী][উরওয়াহ (ইবনুয-যুবায়র)][আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)]◊ তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের দু' রাকআত (সুন্নাত) পড়ার পর তাঁর ডান কাতে ভর করে শুয়ে থাকতেন।[১১৯৮]

١١٩٩/٣ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ».

৩/১১৯৯। ◊[উমার বিন হিশাম (মাকবূল)][নাদর বিন শুমায়ল][শু'বাহ][সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি দুর্বল ছিল)][তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান)][আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)]◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের দু' রাকআত (সুন্নাত) স্বলাত পড়ার পর কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন।[১১৯৯]

١٢٧/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

৫/১২৭. অধ্যায় : বাহনের উপর বিত্‌র স্বলাত পড়া।

١٢٠٠/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَتَخَلَّفْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ مَا خَلَفَكَ قُلْتُ أَوْتَرْتُ فَقَالَ أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ».

১১৯৭. বুখারী ১১৩৩, মুসলিম ৭৪২, আহমাদ ১৩১৮, আহমাদ ২৪৭৫০, ২৫৭৯৩। স্বহীহ আবী দাউদ ১১৯১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১১৯৮. বুখারী ৬২৬, ৯৯৪, ১১১৯,১১২৩, ৬৩১০, মুসলিম ৭৩৬/১-২ তিরমিযী ৪৪০, নাসায়ী ৬৮৫, ১৬৯৬, ১৭২৬, ১৭৬২, আহমাদ ১২৬২-৬৩, ১৩৩৬; আহমাদ ২৩৫৩৭, ২৩৯৪০, ২৪০১৬, ২৪০৫৬, ২৪২১১, ২৪৩৭৯, ২৪৪৮৬, ২৪৫৮১, ২৪৮১৬, ২৫২৭৭, ২৫৫৭৫, ২৫৬৩৬; দারিমী ১৪৪৭, ১৪৭৩। স্বহীহ আবী দাউদ ১১৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

১১৯৯. তিরমিযী ৪২০, আবূ দাউদ ১২৬১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বলেন, তিনি স্বিকাহ। সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন, সাবত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্ব স্বহীহ নয়। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার খবর মাকবূল বা গ্রহণযোগ্য। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন।

১/১২০০। আহমাদ বিন সিনান আবদুর রহমান বিন মাহদী মালিক বিন আনাস আবূ বাকর বিন উমার বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন উমার ইবনুল খাত্তাব সাঈদ বিন ইয়াসার তিনি বলেন, আমি (সফরে) ইবনু উমার -এর সাথে ছিলাম। আমি পিছনে পড়ে বিত্‌র স্বলাত পড়ে নিলাম। তিনি বলেন, তোমাকে কিসে পেছনে ফেলেছে?: আমি বললাম, আমি বিত্‌রের স্বলাত আদায় করেছি। তিনি বলেন, তোমার জন্য কি রসূলুল্লাহ -এর মধ্যে অনুসরণীয় আদর্শ নেই? আমি বললাম, হাঁ, আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ তাঁর উটের পিঠে বিত্‌রের স্বলাত আদায় করতো।[১২০০]

١٢٠١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ».

২/১২০১। মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ আল-আসফাতী আবূ দাঊদ আব্বাদ বিন মানসূর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কাদারিয়া মতাবলম্বী, হাদীস্ব বর্ণনায় তাদলীস করেছেন, শেষ বয়সে তার স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিলো) ইকরামাহ ইবনু আব্বাস নাবী তাঁর বাহনের উপর বিত্‌রের স্বলাত আদায় করতো।[১২০১]

١٢٨/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

৫/১২৮. অধ্যায় : রাতের প্রথম ভাগে বিত্‌র স্বলাত পড়া।

١٢٠٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ أَيَّ حِينٍ تُوتِرُ قَالَ أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ قَالَ فَأَنْتَ يَا عُمَرُ فَقَالَ آخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ».

١٢٠٢/١ (١) - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/১২০২। আবূ দাঊদ সুলায়মান বিন তাওবাহ ইয়াহইয়া বিন আবূ বুকায়র যায়িদাহ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্বের ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে) জাবির বিন আবদুল্লাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ আবূ বাক্‌র -কে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কখন বিত্‌রের স্বলাত পড়ো? তিনি বলেন, ইশার স্বলাতের পরে, রাতের প্রথম ভাগে। তিনি বলেন, হে উমার! তুমি কখন? তিনি বলেন, রাতের শেষভাগে। নাবী বলেন, হে আবূ বাক্‌র! তুমি তো মজবুত নীতির উপর আছো। আর হে উমার! তুমি দৃঢ় সংকল্পের উপর আছো।

১২০০. বুখারী ৯৯৯, ১০০০, ১০৯০; মুসলিম ৭০০/১-৩, তিরমিযী ৪৭২, নাসায়ী ৪৯০, ৭৪৪, ১৬৮৬-৮৮; আবূ দাঊদ ১২২৪, আহমাদ ৪৫০৪, ৫১৮৬, ৬১৮৯; মুওয়াত্তা মালিক ২৭১, দারিমী ১৫৯০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২০১. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্বের রাবী আব্বাদ বিন মানসূর সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান স্বিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে একাধিক হাদীস্ব মুনকার ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১/১২০২ (১)। আবূ দাঊদ সুলায়মান বিন তাওবাহ মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার নাবী আবূ বাক্‌র -কে বলেন, ... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[১২০২]

١٢٩/٥. بَاب السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ

৫/১২৯. অধ্যায় ঃ স্বলাতের মধ্যে ভুল হলে (সাহু সাজদাহ)

١٢٠٣/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْوَهْمُ مِنِّي فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ تَحَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ».

১/১২০৩। আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ আলী বিন মুসহির আ'মাশ ইবরাহীম আলকামাহ আবদুল্লাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স্বলাত পড়লেন এবং তাতে বেশী অথবা কম করলেন (ইবরাহীম বলেন, সন্দেহ আমার হয়েছে)। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! স্বলাতে কি কিছু বাড়ানো হয়েছে? তিনি বলেন, আমি তো একজন মানুষই, আমিও বিস্মৃত হই, যেমন তোমরা বিস্মৃত হও। অতএব তোমাদের কেউ (স্বলাতে) বিস্মৃত হলে সে যেন বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ করে। অতঃপর নাবী মোড় ঘুড়ে দু'টি সাজদাহ করলেন।[১২০৩]

١٢٠٤/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي عِيَاضٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ أَحَدُنَا يُصَلِّي فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ».

২/১২০৪। আমর বিন রাফি' ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ হিশাম ইয়াহইয়া ইয়াদ (বিন হিলাল) (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ সাঈদ আল-খুদরী কে জিজ্ঞেস করে বলেন, আমাদের কেউ স্বলাত পড়লো কিন্তু সে যে কতো রাকআত পড়লো তা মনে করতে পারছে না। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের কেউ স্বলাত পড়লো কিন্তু সে যে কতো রাকআত পড়লো তা মনে করতে না পারলে বসা অবস্থায় যেন দু'টি সাজদাহ করে।[১২০৪]

১২০২. আহমাদ ১৩৯১২, ১৪১২৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল মুনকার বলেছেন।

১২০৩. বুখারী ৪০১, ৪০৪, ১২২৬, ৬৬৭১, ৭২৪৯; মুসলিম ৫৭২/১-৭, তিরমিযী ৩৯২-৯৩, নাসায়ী ১২৪০-৪৬, ১২৫৪-৫৯; আবূ দাউদ ১০১৯-২০, ১০২২; আহমাদ ৪১৫৯, দারিমী ১৪৯৮, ইবনু মাজাহ ১২০৫, ১২১১-১২, ১২১৮। ইরওয়া' ৩৩৯, স্বহীহ আবী দাউদ ৯৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২০৪. মুসলিম ৫৭১, তিরমিযী ৩৯৬, নাসায়ী ১২৩৮-৩৯, আবূ দাউদ ১০২৪, ১০২৬, ১০২৯; আহমাদ ১০৬৯৮, ১০৯২৭, ১০৯৯০, ১১০৭৬, ১১০৮৬, ১১১০৭, ১১২৯২, ১১৩৭৩, ১১৩৮৫, ২৭৭৩৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২১৪, দারিমী ১৪৯৫, ইবনু মাজাহ ১২১০। স্বহীহাহ ১৩৯২, স্বহীহ আবী দাউদ ৯৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াদ (বিন হিলাল) সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে স্বহীহ।

١٣٠/٥. بَاب مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَهُوَ سَاهٍ

৫/১৩০. অধ্যায় ঃ যে ব্যক্তি ভুলবশত যোহরের স্বলাত পাঁচ রাকআত পড়লো।

١٢٠٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ «صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ فَقِيلَ لَهُ فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ».

১/১২০৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও আবূ বাকর বিন খাল্লাদ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ শু'বাহ হাকাম (বিন উতবাহ) ইবরাহীম (বিন ইয়াযীদ বিন কায়স) আলকামাহ আবদুল্লাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) যোহরের স্বলাত পাঁচ রাকআত পড়লেন। তাঁকে বলা হলো, স্বলাতে কি বাড়ানো হয়েছে? তিনি বলেন, তা কিভাবে? অতএব তাকে (বুঝিয়ে) বলা হলে তি পা ঘুমিয়ে নিয়ে দু'টি সাজদাহ করেন।[১২০৫]

١٣١/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ سَاهِيًا

৫/১৩১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাআতে (না বসে) ভুলে দাঁড়িয়ে গেলো।

١٢٠٦/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى صَلَاةً أَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ».

১/১২০৬। উসমান ও আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী আ'রাজ (আদুল্লাহ বিন মালিক ইবনুল কাশাব) [উপাধি] বিন বুহায়নাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) স্বলাত পড়লেন। (রাবী বলেন) আমার মনে হয় তা ছিল যোহরের (বা আস্বরের) স্বলাত। দ্বিতীয় রাকআতে না বসে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। শেষে তিনি সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাজদাহ করলেন।[১২০৬]

١٢٠٧/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَابْنُ فُضَيْلٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ لَهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّ ابْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ نَسِيَ الْجُلُوسَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَسَلَّمَ».

১২০৫. বুখারী ৪০১, ৪০৪, ১২২৬, ৬৬৭১, ৭২৪৯; মুসলিম ৫৭২/১-৭, তিরমিযী ৩৯২-৯৩, নাসায়ী ১২৪০-৪৬, ১২৫৪-৫৯; আবূ দাঊদ ১০১৯-২০, ১০২২; আহমাদ ৪১৫৯, দারিমী ১৪৯৮, ইবনু মাজাহ ১২০৩, ১২১১-১২, ১২১৮। স্বহীহ আবী দাঊদ ৯৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২০৬. বুখারী ৮২৯, মুসলিম ৫৭০/১-৩, তিরমিযী ৩৯১, নাসায়ী ১১৭৭-৭৮, ১২২২-২৩, ১২৬১; আহমাদ ২২৪১২, ২২৪২৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২১৮-১৯, দারিমী ১৪৯৯, ১৫০০; ইবনু মাজাহ ১২০৭। ইরওয়া' ৩৩৮, স্বহীহ আবূ দাঊদ ৯৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/১২০৭। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইবনু নুমায়র ও (মুহাম্মাদ) ইবনু ফুদায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শিয়া মতাবলম্বী) ও ইয়াযীদ বিন হারূন উসমান বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ও ইয়াযীদ বিন হারূন ও আবূ মুআবিয়াহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আবদুর রহমান আর-আ'রাজ (আদুল্লাহ বিন মালিক ইবনুল কাশাব) [উপাধি] ইবনু বুহায়নাহ নাবী যোহরের দ্বিতয়ি রাকআতে বসতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান। স্বলাত শেষে তিনি সালাম ফিরানোর আগে দু'টি সাহু সাজদাহ করেন এবং সালাম ফিরান।[১২০৭]

١٢٠٨/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ».

৩/১২০৮। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ সুফইয়ান জাবির (বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) (দঈফ বা দুর্বল, রাফিদী মতাবলম্বী) মুগীরাহ বিন শুবায়ল কায়স বিন আবূ হাযিম মুগীরাহ বিন শু'বাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, **তোমাদের কেউ দ্বিতীয় রাকআতের পর (ভুলে) দাঁড়িয়ে গেলে এবং তখনও যদি তার দাঁড়ানো সম্পূর্ণ না হয়, তবে সে যেন বসে যায়। আর যদি সে পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যায় তবে সে যেন না বসে এবং (শেষে) দু'টি সাহু সাজদাহ করে।**[১২০৮]

١٣٢/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَرَجَعَ إِلَى الْيَقِينِ

৫/১৩২. অধ্যায় : কোন ব্যক্তির স্বলাতে সন্দেহ হলে সে ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবে।

١٢٠٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ».

১/১২০৯। আবূ ইউসুফ আর-রাক্কী মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আস-স্বায়দালানী মুহাম্মাদ বিন সালামাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) মাকহুল কুরায়ব ইবনু আব্বাস আবদুর রহমান বিন আওফ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -

১২০৭. বুখারী ৮২৯, মুসলিম ৫৭০/১-৩, তিরমিযী ৩৯১, নাসায়ী ১১৭৭-৭৮, ১২২২-২৩, ১২৬১; আহমাদ ২২৪১২, ২২৪২৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২১৮-১৯, দারিমী ১৪৯৯, ১৫০০; ইবনু মাজাহ ১২০৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১২০৮. তিরমিযী ৩৬৪-৬৫, আবূ দাউদ ১০৩৬-৩৭, আহমাদ ১৭৬৯৮, ১৭৭০৮, ১৭৭৫১, ১৭৭৬৭; দারিমী ১৫০১। ইরওয়া' ২/১০৯-১১০, মিশকাত ১০২০, সহীহাহ ৩২১, সহীহ আবী দাউদ ৯৪৯-৯৫০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী জাবির (বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) সম্পর্কে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ সিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারো স্বলাতের এক ও দু' রাকআতের মধ্যে সন্দেহ হলে সে যেন তাকে এক রাকআত গণ্য করে। তার দু' ও তিন রাকআতের মধ্যে সন্দেহ হলে সে যেন তাকে দু' রাকআত গণ্য করে। আর তিন ও চার রাককআতের মধ্যে সন্দেহ হলে সে যেন তাকে তিন রাকআত গণ্য করে, তারপর অবশিষ্ট স্বলাত পূর্ণ করে, যাতে সন্দেহটা অতিরিক্ত স্বলাতে হয়। অতঃপর সে যেন সালাম ফিরানোর পূর্বে, বসা অবস্থায় দু'টি সাজদাহ করে।[১২০৯]

١٢١٠/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ».

২/১২১০। আবূ কুরায়ব — আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) — (মুহাম্মাদ) বিন আজলান — যায়দ বিন আসলাম — আতা বিন ইয়াসার — আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের কারো স্বলাতের মধ্যে তার সন্দেহ হলে সে যেন সন্দেহ পরিহার করে প্রবল ধারণার উপর ভিত্তি করে। প্রবল ধারণার ভিত্তিতে স্বলাত শেষ করার পর দু'টি (সাহু) সাজদাহ করবে। এই অবস্থায় যদি তার স্বলাত আগেই পূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে (ধারণার ভিত্তিতে পড়া) অতিরিক্ত রাকআতটি হবে নফল। আর যদি স্বলাত (আগেই) অপূর্ণ থেকে থাকে তাহলে ঐ রাকআতটি হবে তার স্বলাত পূর্ণ করার সহায়ক এবং সাজদাহ দু'টি হবে শয়তানের জন্য নাকে খত দেয়ার মত অপ্রীতিকর।[১২১০]

١٣٣/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَتَحَرَّى الصَّوَابَ

৫/১৩৩. অধ্যায় : স্বলাতের মধ্যে কোন ব্যক্তির সন্দেহ হলে সে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে চিন্তা করবে।

١٢١١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةً لَا نَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَسَأَلَ فَحَدَّثْنَاهُ فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ «لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَنْبَأْتُكُمُوهُ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَأَيُّكُمْ مَا شَكَّ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ مِنْ الصَّوَابِ فَيُتِمَّ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ».

১২০৯. তিরমিযী ৩৯৮, আহমাদ ১৬৫৯। স্বহীহাহ ১৩৫৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২১০. মুসলিম ৫৭১, তিরমিযী ৩৯৬, নাসায়ী ১২৩৮-৩৯, আবূ দাউদ ১০২৪, ১০২৬, ১০২৯; আহমাদ ১০৬৯৮, ১০৯২৭, ১০৯৯০, ১১০৭৬, ১১০৮৬, ১১১০৭, ১১২৯২, ১১৩৭৩, ১১৩৮৫, ২৭৭৩৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২১৪, দারিমী ১৪৯৫, ইবনু মাজাহ ১২০৪। স্বহীহ ইরওয়া' ৪১১, স্বহীহ আবী দাউদ ৯৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্ব দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সলেহ কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন।

১/১২১১। ∝মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ✕ মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ✕ শু'বাহ (ইবনুল হাজ্জাজ) ✕ মানসূর (ইবনুল মু'তামির) ✕ ইবরাহীম ✕ আলকামাহ ✕ আবদুল্লাহ্ (রাঃ) ∝ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক ওয়াক্‌তের স্বলাত পড়লেন। আমরা বুঝতে পারলাম না যে, তিনি বেশি পড়লেন নাকি কম পড়লেন। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলে আমরা তাঁকে (অনুমানে) বললাম। তিনি তাঁর পা ঘুরিয়ে কিবলামুখী হয়ে দু'টি সাজদাহ করেন, অতঃপর সালাম ফিরান। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে (বসে) বলেন, স্বলাতে নতুন কিছু ঘটলে অবশ্যই আমি তা তোমাদের অবহিত করতাম। অবশ্যই আমি একজন মানুষ; আমিও বিস্মৃত হই, যেমন তোমরা বিস্মৃত হও। অতএব আমি বিস্মৃত হলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। তোমাদের কারো স্বলাতের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হলে সে যেন চিন্তা করে। আর এটাই **যথার্থতার অধিক নিকটবর্তী**। সে তার ভিত্তিতে স্বলাত পূর্ণ করবে, সালাম ফিরাবে এবং দু'টি সাজদাহ করবে।[১২১১]

١٢١٢/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ».

قَالَ الطَّنَافِسِيُّ هَذَا الْأَصْلُ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَرُدُّهُ.

২/১২১২। ∝আলী বিন মুহাম্মাদ ✕ ওয়াকী' ✕ মিসআর (বিন কিদাম) ✕ মানসূর (ইবনুল মু'তামির) ✕ ইবরাহীম ✕ আলকামাহ ✕ আবদুল্লাহ (রাঃ) ∝ তিনি বতেলন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের কারো স্বলাতের মধ্যে সন্দেহ হলে সে যেন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চিন্তা করে (ভেবে দেখে), অতঃপর দু'টি সাজদাহ করে। আত-তানাফিসী (রহঃ) বলেন, এ একটি মূলনীতি যা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার কেউ রাখে না।[১২১২]

١٣٤/٥. بَاب فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ سَاهِيًا

৫/১৩৪. অধ্যায় : ভুল করে কেউ দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাকআতে সালাম ফিরালে।

١٢١٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «سَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَصُرَتْ أَمْ نَسِيتَ قَالَ مَا قَصُرَتْ وَمَا نَسِيتُ قَالَ إِذًا فَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ».

১/১২১৩। ∝আলী বিন মুহাম্মাদ ও আবূ কুরায়ব ও আহমাদ বিন সিনান ✕ আবূ উসামাহ ✕ উবায়দুল্লাহ বিন উমার ✕ নাফি' ✕ ইবনু উমার (রাঃ) ∝ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভুলবশত দ্বিতীয় রাকআতে

১২১১. বুখারী ৪০১, ৪০৪, ১২২৬, ৬৬৭১, ৭২৪৯; মুসলিম ৫৭২/১-৭, তিরমিযী ৩৯২-৯৩, নাসায়ী ১২৪০-৪৬, ১২৫৪-৫৯; আবূ দাউদ ১০১৯-২০, ১০২২; আহমাদ ৪১৫৯, দারিমী ১৪৯৮, ইবনু মাজাহ ১২০৩, ১২০৫, ১২১২, ১২১৮। ইরওয়া' ৪০২, স্বহীহ আবী দাউদ ৯৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২১২. বুখারী ৪০১, ৪০৪, ১২২৬, ৬৬৭১, ৭২৪৯; মুসলিম ৫৭২/১-৭, তিরমিযী ৩৯২-৯৩, নাসায়ী ১২৪০-৪৬, ১২৫৪-৫৯; আবূ দাউদ ১০১৯-২০, ১০২২; আহমাদ ৪১৫৯, দারিমী ১৪৯৮, ইবনু মাজাহ ১২০৩, ১২০৫, ১২১১, ১২১৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

সালাম ফিরালে যুল-ইয়াদাইন (রাঃ) নামক এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! স্বলাত কি কমানো হয়েছে, না আপনি ভুলে গেছেন? তিনি বলেন, কমানোও হয়নি এবং আমি ভুলেও যাইনি। তিনি (যুল-ইয়াদাইন) বলেন, তাহলে আপনি দু' রাকআত পড়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ যুল-ইয়াদায়ন যা বলছে ঘটনা কি তাই? সহাবীগণ বলেন, হাঁ। অতএব তিনি অগ্রসর হয়ে দু' রাকআত স্বলাত পড়ে সালাম ফিরালেন, অতঃপর দু'টি সাহু সাজদাহ করলেন।[১২১৩]

١٢١٤/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا فَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ يَقُولُونَ قَصُرَتْ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يَقُولَا لَهُ شَيْئًا وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ يُسَمَّى ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ «لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ قَالَ فَإِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ».

২/১২১৪। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ (আবদুল্লাহ) বিন আওন (মুহাম্মাদ) বিন সীরীন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নিয়ে রাতের কোন এক ওয়াক্তের স্বলাত দু' রাকআত পড়লেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন, অতঃপর উঠে গিয়ে মাসজিদের একটি কাঠের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। লোকেরা এই বলতে বলতে দ্রুত বেরিয়ে গেলো যে, স্বলাত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। লোকেদের মধ্যে আবূ বাক্র ও উমার (রাঃ)-ও ছিলেন। কিন্তু তারা এ বিষয়ে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সংকোচবোধ করেন। লোকেদের মধ্যে যুল-ইয়াদাইন নামে লম্বা হাতবিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! স্বলাত কি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে, না আপনি বিস্মৃত হয়েছেন? তিনি বলেন, স্বলাত হ্রাসপ্রাপ্তও হয়নি এবং আমি ভুল করিনি। যুল-ইয়াদাইন বলেন, আপনি যে দু' রাকআত পড়েছেন! তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ যুল-ইয়াদাইন যা বলছে তা কি ঠিক? তারা বলেন, হাঁ। রাবী বলেন, নাবী (সাঃ) দাঁড়িয়ে দু' রাকআত স্বলাত পড়ে সালাম ফিরালেন, অতঃপর দু'টি সাজদাহ্ কররেন এবং পুনরায় সালাম ফিরালেন।[১২১৪]

١٢١٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ «سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنْ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَنَادَى يَا رَسُولَ اللهِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ».

৩/১২১৫। মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্নান্না ও আহমাদ বিন স্বাবিত আল-জাহ্দারী আবদুল ওয়াহ্হাব খালিদ আল-হাযযা' আবূ কিলাবাহ আবূল মুহাল্লিব ইমরান ইবনুল হুস্বায়ন (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের স্বলাত তিন রাকআত পড়ার পর সালাম ফিরান, অতঃপর উঠে

১২১৩. আবূ দাউদ ১০১৫। সহীহ আবী দাউদ ৯৩২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১২১৪. বুখারী ৪৮২, ৭১৪-১৫, ১২২৭-২৯, ৬০৫১, ৭২৫০; মুসলিম ৫৭৩/১-২, তিরমিযী ৩৯৪, ৩৯৯; নাসায়ী ১২২৪-৩০, ১২৩৩, ১২৩৫; আবূ দাউদ ১০০৮, ১০১৪-১৫; আহমাদ ৭১৬০, ৭৩২৭, ৭৭৬১, ৮৭৮৩, ৯১৮১, ৯৬০৯; দারিমী ২১০-১১, দারিমী ১৪৯৬-৯৭। ইরওয়া' ২/১৩০, সহীহ আবী দাউদ ৯২৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

গিয়ে হুজরায় প্রবেশ করেন। খিরবাক নামক লম্বা হাতবিশিষ্ট এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! স্বলাত কি কমানো হয়েছে? তিনি বিসন্ন অবস্থায় তাঁর পরিধেয় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বেরিয়ে এসে (বিষয়টি সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে অবহিত করা হলে তিনি (ভুলে) পরিত্যক্ত রাকআতটি পড়েন, অতঃপর সালাম ফিরান, অতঃপর দু'টি সাজদাহ করে পুনরায় সালাম ফিরান।[১২১৫]

١٣٥/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ

৫/১৩৫. অধ্যায় : সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাজদাহ সাহু সম্পর্কে

١٢١٦/١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَدْخُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمْ».

১/১২১৬। সুফইয়ান বিন ওয়াকী' ইউনুস বিন বাকীর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) (মুহাম্মাদ) বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শিয়া ও কাদারীয়া মতাবলম্বী) যুহরী আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) বলেন, তোমাদের কারো স্বলাতে রত থাকা অবস্থায় তার নিকট নিশ্চয় শয়তান আসে, অতঃপর তার ও তার অন্তরের মধ্যখানে প্রবেশ করে। অবশেষে সে স্মরণ করতে পারে না যে, সে (স্বলাত) বেশি পড়েছে না কম পড়েছে। এরূপ অবস্থা হলে সে যেন সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাজদাহ করে, অতঃপর সালাম ফিরায়।[১২১৬]

١٢١٧/٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ ابْنِ آدَمَ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ».

২/১২১৭। সুফইয়ান বিন ওয়াকী' ইউনুস বিন বাকীর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) (মুহাম্মাদ) ইবনু ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শিয়া ও কাদারীয়া মতাবলম্বী) সালামাহ বিন সাফওয়ান বিন সালামাহ আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (ﷺ) বলেন, নিশ্চয় শয়তান আদম সন্তান ও তার অন্তরের মধ্যখানে প্রবেশ করে। ফলে সে স্মরণ করতে পারে না যে, সে কত রাকআত পড়েছে। তার এরূপ অবস্থা হলে সে যেন সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাজদাহ করে।[১২১৭]

১২১৫. মুসলিম ৫৭৪/১-২, তিরমিযী ৩৯৫, নাসায়ী ১২৩৬-৩৭, ১৩৩১; আবূ দাউদ ১০১৮, ১০৩৯; আহমাদ ১৯৩২৭, ১৯৩৬৭, ১৯৪৫৮। ইরওয়া' ৪০০, স্বহীহ আবী দাউদ ৯৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২১৬. বুখারী ৬০৮, ১২২২, ১২৩১-৩২, ৩২৮৫; মুসলিম ৩৮৯/১-৩, তিরমিযী ৩৯৭, নাসায়ী ৬৭০, ১২৫২-৫৩; আবূ দাউদ ৫১৬, ১০৩০; আহমাদ ৭৬৩৭, ৭৭৪৪, ৭৭৬৩, ৯৬১৫, ৯৮৯৩, ১০১৬৫, ১০৪৯০, ২৭৩৫৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৫৪, ২২৪; দারিমী ১২০৪, ১৪৯৪; ইবনু মাজাহ ১২১৭। স্বহীহ আবূ দাউদ ৯৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী।

১২১৭. বুখারী ৬০৮, ১২২২, ১২৩১-৩২, ৩২৮৫; মুসলিম ৩৮৯/১-৩, তিরমিযী ৩৯৭, নাসায়ী ৬৭০, ১২৫২-৫৩; আবূ দাউদ ৫১৬, ১০৩০; আহমাদ ৭৬৩৭, ৭৭৪৪, ৭৭৬৩, ৯৬১৫, ৯৮৯৩, ১০১৬৫, ১০৪৯০, ২৭৩৫৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক ১৫৪, ২২৪; দারিমী ১২০৪, ১৪৯৪; ইবনু মাজাহ ১২১৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

١٣٦/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ

৫/১৩৬. অধ্যায় : যে ব্যক্তি সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাহু সাজদাহ করে।

١٢١٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ «سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ».

১/১২১৮। আবূ বাকর বিন আবূ খাল্লাদ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ মানসূর (ইবনুল মু'তামির) ইবরাহীম আলকামাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাহু সাজদাহ করেছেন এবং তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাই করেছেন।[১২১৮]

١٢١٩/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمٍ الْعَنْسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «فِي كُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ».

২/১২১৯। হিশাম বিন আম্মার ও উসমান বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) উবায়দুল্লাহ বিন উবায়দ (তিনি সত্যবাদী) যুহায়র বিন সালিম আল-আনসী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে ও হাদীস বর্ণনায় ইরসাল করেন) আবদুর রহমান বিন জুবায়র বিন নুফায়র সাওবান (বিন বুজাদ্দাদ আল-হাশিমী) (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ প্রতিটি ভুলের জন্য সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ করতে হবে।[১২১৯]

١٣٧/٥. مَا جَاءَ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ

৫/১৩৭. অধ্যায় : শুরু করা স্বলাতের ভিত্তি ঠিক রাখা।

١٢٢٠/١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ فَمَكَثُوا ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ وَكَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «إِنِّي خَرَجْتُ إِلَيْكُمْ جُنُبًا وَإِنِّي نَسِيتُ حَتَّى قُمْتُ فِي الصَّلَاةِ».

১২১৮. বুখারী ৪০১, ৪০৪, ১২২৬, ৬৬৭১, ৭২৪৯; মুসলিম ৫৭২/১-৭, তিরমিযী ৩৯২-৯৩, নাসায়ী ১২৪০-৪৬, ১২৫৪-৫৯; আবূ দাউদ ১০১৯-২০, ১০২২; আহমাদ ৪১৫৯, দারিমী ১৪৯৮, ইবনু মাজাহ ১২০৩, ১২০৫, ১২১১-১২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২১৯. আবূ দাউদ ১০৩৮, আহমাদ ২১৯১১। ইরওয়া' ২/৪৭, স্বহীহ আবী দাউদ ৯৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ২. যুহায়র বিন সালিম আল-আনসী সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার, তিনি সাওবান থেকে হাদীস শ্রবণ না করেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

১/১২২০। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবদুল্লাহ বিন মূসা আত-তায়মী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন) উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আসওয়াদ বিন সুফইয়ান এর 'মাওলা' আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন স্রাওবান আবূ হুরায়রাহ (رضي الله عنه) তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) স্বলাত আদায় করতে বের হয়ে এসে তাকবীরে তাহরীমা করার পর তাদের প্রতি ইশারা কররে তারা স্বঅবস্থায় অপেক্ষা করেন। অতঃপর তিনি চলে গিয়ে গোসল করেন। তিনি তাঁর মাথা থেকে পানি টপকানো অবস্থায় ফিরে এসে তাদের সাথে স্বলাত পড়েন। স্বলাতশেষে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট নাপাক অবস্থায় বের হয়ে এসেছিলাম, আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম, এমনকি স্বলাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম।[১২২০]

١٢٢١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ».

২/১২২১। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া হাইস্রাম বিন খারিজাহ (তিনি সত্যবাদী) ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) বিন জুরায়জ (তিনি স্রিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস ও ইরসাল করেন) (আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ) বিন আবূ মুলায়কাহ আয়িশাহ্ (رضي الله عنها) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, স্বলাতরত অবস্থায় কারো বমি হলে, নাক দিয়ে রক্ত বের হলে, খাদ্য বা পানীয় পেট থেকে মুখে চলে এলে অথবা বীর্যরস নির্গত হলে, সে যেন বাইরে এসে উদূ করে, অতঃপর পূর্বোক্ত স্বলাতের অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করে, উক্ত অবস্থায় যদি সে কথা না বলে থাকে।[১২২১]

١٣٨/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَتَصَرَّفُ

৫/১৩৮. অধ্যায় : স্বলাতরত অবস্থায় কারো উদূ ছুটে গেলে সে কিভাবে বের হয়ে যাবে।

١٢٢٢/١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عَبِيدَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ».

١٢٢٢/١ (١) - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১২২০. বুখারী ৬৩৯-৪০, মুসলিম ৬০৫/১-২, নাসায়ী ৭৯২, ৮০৯; আবূ দাউদ ২৩৩, ২৩৫; আহমাদ ৮২৬১, ১০৩৪১। মিশকাত ১০০৯, স্বহীহ আবী দাউদ ২২৭-২৩১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ সম্পর্কে মাসলামাহ বিন কাসিম তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ২. আবদুল্লাহ বিন মূসা আত-তায়মী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার বার্ণিত হাদীস্র আমি কোন সমস্যা দেখিনি। ৩. উসামাহ বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ উল্লেখ্য করে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আল-আজালী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে দলীল হিসেবে নয়। ইমমা নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নয়।

১২২১. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

১/১২২২। উমার বিন শাব্বাহ বিন আবীদাহ বিন যায়দ উমার বিন আলী আল-মুকাদ্দামী হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ নাবী বলেন, তোমাদের কারো স্বলাতরত অবস্থায় উদূ ছুটে গেলে সে যেন তার নাক ধরে বের হয়ে যায়।

১/১২২২ (১)। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহ্ব উমার বিন কায়স (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ নাবী সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১২২২]

٥/١٣٩. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ

৫/১৩৯. অধ্যায় : রুগ্ন ব্যক্তির স্বলাত।

١٢٢٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِيَ النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

১/১২২৩। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' ইবরাহীম বিন তাহমান হুসায়ন (বিন যাকওয়ান) আল-মুআল্লিম (আবদুল্লাহ) বিন বুরায়দাহ ইমরান বিন হুসায়ন তিনি বলেন, আমি ভগন্দর রোগে আক্রান্ত ছিলাম। আমি নাবী -এর নিকট এ অবস্থায় স্বলাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তুমি দাঁড়ানো অবস্থায় স্বলাত পড়ো, তাতে সমর্থ না হলে বসে পড়ো, তাতেও সমর্থ না হলে কাত হয়ে শুয়ে স্বলাত পড়।[১২২৩]

١٢٢٤/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى جَالِسًا عَلَى يَمِينِهِ وَهُوَ وَجِعٌ».

২/১২২৪। আবদুল হামীদ বিন বায়ান আল-ওয়াসিতী ইসহাক (বিন ইউসুফ) আল-আযরাক সুফইয়ান (বিন সাঈদ) জাবির (বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) (দঈফ বা দুর্বল ও রাফিদী মতাবলম্বী) আবূ হারীয (মাজহুল বা অপরিচিত) ওয়ায়িল বিন হুজুর তিনি বলেন, আমি নাবী -কে তাঁর রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর ডান পায়ের উপর বসে স্বলাত আদায় করতে দেখেছি।[১২২৪]

১২২২. আবূ দাউদ ১১১৪। স্বহীহ আবী দাউদ ১০২০, মিশকাত ১০০৭, স্বহীহাহ ২৯৭৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী উমার বিন কায়স সম্পর্কে মালিক বিন আনাস মিথ্যুক বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও বাতীল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১২২৩. তিরমিযী ৩৭১, আহমাদ ১৯৩১৮। ইরওয়া' ২৯০, স্বহীহ আবী দাউদ ৮৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২২৪. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীসের রাবী ১. জাবির (বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস) সম্পর্কে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ সিকাহ বললেও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ২. আবূ হারীয সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অপরিচিত।

١٤٠/٥. بَاب فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَاعِدًا

৫/১৪০. অধ্যায় : বসা অবস্থায় নফল স্বলাত পড়া।

١/١٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «وَالَّذِي ذَهَبَ بِنَفْسِهِ ﷺ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا».

১/১২২৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস্ব (সালাম বিন সুলায়ম) আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দ) আবূ সালামাহ (আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আওফ) উম্মু সালামাহ (হিন্দ বিনতু আবূ উমায়্যাহ ইবনুল মুগীরাহ) তিনি বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি তাঁর জান নিয়েছেন, তিনি (ﷺ) মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে তাঁর অধিকাংশ (নফল) স্বলাত বসা অবস্থায় পড়তেন। তাঁর নিকট অধিক পছন্দনীয় নেক আমাল ছিল তাই যা বান্দা নিয়মিত করতে পারে, তা পরিমাণে কম হলেও।[১২২৫]

٢/١٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ إِنْسَانٌ أَرْبَعِينَ آيَةً».

২/১২২৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ ওয়ালীদ বিন আবূ হিশাম আবূ বাকর বিন মুহাম্মাদ আমরাহ আয়িশাহ তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) নফল স্বলাতের কিরাআত বসা অবস্থায় পড়তেন। অতঃপর তিনি যখন রুকূ' করার ইচ্ছা করতেন তখন কোন লোকের চল্লিশ আয়াত পরিমাণ পড়ার মত সময় কিয়াম করতেন (দাঁড়িয়ে থাকতেন)।[১২২৬]

٣/١٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَّا قَائِمًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَجَعَلَ يُصَلِّي جَالِسًا حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَرْبَعُونَ آيَةً أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَسَجَدَ».

৩/১২২৭। আবূ মারওয়ান আল-উস্মানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বয়স ভারী না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাতের স্বলাত দাঁড়িয়েই পড়তেন। অতঃপর তিনি বসা অবস্থায় স্বলাত আদায় করতে থাকেন। শেষে যখন তাঁর চল্লিশ বা তিরিশ আয়াত পরিমাণ বাকি থাকতো তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন, অতঃপর তা পড়া শেষ করে সাজদাহয় যেতেন।[১২২৭]

১২২৫. নাসায়ী ১৬৫৩-৫৫, আহমাদ ২৬১৮৬, ইবনু মাজাহ ৪২৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১২২৬. বুখারী ১১১৮-১৯, ১১১৪৮; মুসলিম ৭৩০/১-৪, ৭৩১/১-৪, ৭৩২/১-৩; তিরমিযী ৩৭৪-৭৫, নাসায়ী ১৬৪৬-৫০, ১৬৫২, ১৬৫৬-৫৭; আবূ দাঊদ ৯৫৩-৫৬, আহমাদ ২৪৪৪০, ২৪৯২০, ২৫১৬০, ২৫৪০৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩১২-১৩; ইবনু মাজাহ ১২২৭-২৮। স্বহীহ আবী দাঊদ ৮৮০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২২৭. বুখারী ১১১৮-১৯, ১১১৪৮; মুসলিম ৭৩০/১-৪, ৭৩১/১-৪, ৭৩২/১-৩; তিরমিযী ৩৭৪-৭৫, নাসায়ী ১৬৪৬-৫০, ১৬৫২, ১৬৫৬-৫৭; আবূ দাঊদ ৯৫৩-৫৬, আহমাদ ২৪৪৪০, ২৪৯২০, ২৫১৬০, ২৫৪০৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩১২-১৩; ইবনু মাজাহ ১২২৬, ১২২৮। স্বহীহ আবী দাঊদ ৮৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٢٢٨/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ «كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا».

৪/১২২৮। ◊ আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ✕ মুআয বিন মুআয ✕ হুমায়দ ✕ আবদুল্লাহ্ বিন শাকীক আল-উকাইলী ✕ আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ◊ (আবদুল্লাহ্) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাতের স্বলাত সম্পর্কে আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তিনি কখনও দীর্ঘ রাত ধরে দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় করতো, আবার কখনও দীর্ঘ রাত ধরে বসে স্বলাত আদায় করতো। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাআত পাঠ করলে রুকূ''ও দাঁড়ানো অবস্থায় করতেন এবং বসা অবস্থায় কিরাআত পড়লে রুক'ও বসা অবস্থায় করতেন।[১২২৮]

١٤١/٥. بَاب صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

৫/১৪১. অধ্যায় : বসা অবস্থায় পড়া স্বলাতের নেকী দাঁড়ানো অবস্থায় পড়া স্বলাতের অর্ধেক।

١٢٢٩/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَقَالَ «صَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ».

১/১২২৯। ◊ উস্মান বিন আবূ শায়বাহ ✕ ইয়াহইয়া বিন আদাম ✕ কুতবাহ (বিন আবদুল আযীয) ✕ আ'মাশ ✕ হাবীব বিন আবূ স্বাবিত ✕ আবদুল্লাহ বিন বাবাহ ✕ আবদুল্লাহ্ বিন আম্‌র (ইবনুল আস্‌) (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ◊ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় তিনি বসা অবস্থায় স্বলাত পড়ছিলেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বসে স্বলাত পড়ে তার নেকী, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে স্বলাত পড়ে তার অর্ধেক।[১২২৯]

١٢٣٠/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى أُنَاسًا يُصَلُّونَ قُعُودًا فَقَالَ «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ».

২/১২৩০। ◊ নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী ✕ বিশর বিন উমার ✕ আবদুল্লাহ বিন জা'ফার ✕ ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ বিন সা'দ ✕ আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ◊ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে এসে কিছু সংখ্যক লোককে বসা অবস্থায় স্বলাত আদায় করতে দেখেন। তিনি বলেন, বসে স্বলাত আদায়কারির স্বলাতের নেকী দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায়কারীর স্বলাতের অর্ধেক।[১২৩০]

১২২৮. বুখারী ১১১৮-১৯, ১১১৪৮; মুসলিম ৭৩০/১-৪, ৭৩১/১-৪, ৭৩২/১-৩; তিরমিযী ৩৭৪-৭৫, নাসায়ী ১৬৪৬-৫০, ১৬৫২, ১৬৫৬-৫৭; আবূ দাউদ ৯৫৩-৫৬, আহমাদ ২৪৪৪০, ২৪৯২০, ২৫১৬০, ২৫৪০৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩১২-১৩; ইবনু মাজাহ ১২২৬, ১২২৭। স্বহীহ আবূ দাউদ ৮৮০, ১১৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২২৯. মুসলিম ৭৩৫, নাসায়ী ১৬৫৯, আবূ দাউদ ৯৫০, আহমাদ ৬৪৭৬, ৬৭৬৪, ৬৮৪৪, ৬৮৫৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩০৯-১০, দারিমী ১৩৮৪। ইরওয়া' ২/২০৬, স্বহীহ আবী দাউদ ৮৭৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৩০. আহমাদ ১২৮২৪, ১৩১০৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

۱۲۳۱/۳ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ».

৩/১২৩১। বিশর বিন হিলাল আস্-স্বাওয়াফ ইয়াযীদ বিন যুরায়' হুসায়ন আল-মুআল্লিম আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ ইমরান বিন হুসায়ন (রাঃ) যে ব্যক্তি বসে স্বলাত পড়ে তার সম্পর্কে তিনি (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে স্বলাত পড়ে সে অধিক উত্তম। আর যে ব্যক্তি বসে স্বলাত পড়ে তার নেকী দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায়কারীর অর্ধেক। আর যে ব্যক্তি শোয়া অবস্থায় স্বলাত পড়ে তার নেকী বসা অবস্থায় স্বলাত আদায়কারির অর্ধেক।[১২৩১]

۱٤۲/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ

৫/১৪২. অধ্যায় : রোগাক্রান্ত অবস্থায় (সাঃ)-এর স্বলাত

۱۲۳۲/۱ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ لَمَّا ثَقُلَ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ تَعْنِي رَقِيقٌ وَمَتَى مَا يَقُومُ مَقَامَكَ يَبْكِي فَلَا يَسْتَطِيعُ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ قَالَتْ فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ قَالَ فَجَاءَ حَتَّى أَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ».

১/১২৩২। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ ও ওয়াকী' আ'মাশ ইবরাহীম (বিন ইয়াযীদ বিন কায়স) আসওয়াদ (বিন ইয়াযীদ বিন কায়স) আয়িশাহ (রাঃ) আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আ'মাশ ইবরাহীম (বিন ইয়াযীদ বিন কায়স) আসওয়াদ (বিন ইয়াযীদ বিন কায়স) আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মৃত্যুব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় বিলাল (রাঃ) এসে তাঁকে স্বলাতের কথা অবহিত করেন। তিনি বলেন, তোমরা আবূ বাক্রকে নির্দেশ দাও তিনি যেন লোকেদের স্বলাত পড়ান। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আবূ বাক্র (রাঃ) নরম দিকের লোক। যখনই তিনি তআপনার স্থানে দাঁড়াবেন তকনই কেঁদে ফেলবেন এবং (স্বলাত পড়াতে) সক্ষম হবেন না। অতএব আপনি যদি উমার (রাঃ)-কে নির্দেশ দিতেন তাহলে তিনি লোকেদের স্বলাত পড়াতেন। তিনি বলেন, তোমরা আবূ বাক্রকে নির্দেশ দাও তিনি যেন লোকেদের স্বলাত পড়ান। তোমরা (মু'মিন জননীগণ) যেন ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গিনীগণের অনুরূপ। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমরা আবূ বাক্র (রাঃ)-

---

১২৩১. বুখারী ১১১৫-১৬, তিরমিযী ৩৭১, নাসায়ী ১৬৬০, আবূ দাউদ ৯৫১-৫২, আহমাদ ১৯৩৮৬, ১৯৩৯৮, ১৯৪৭২, ১৯৪৮১। ইরওয়া' ৪৫৫ স্বহীহ, আবী দাউদ ৮৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

এর নিকট লোক পাঠালে তিনি লোকেদের নিয়ে স্বলাত পড়া শুরু করেন। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেকে একটু হালকা (সুস্থ) বোধ করলে দু' ব্যক্তির কাঁধে ভর করে মাটিতে তাঁর পদদ্বয় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে স্বলাত আদায় করতে রওয়ানা হন। আবূ বাক্র (রাঃ) তাঁর আগমন টের পেয়ে পেছনে সরে যেতে উদ্যোগী হন। নাবী (ﷺ) ইশারা করে তাকে স্বস্থানে স্থির থাকতে বলেন। রাবী বলেন, তিনি (মাসজিদে) এসে পৌঁছলে সাহায্যকারীদ্বয় তাঁকে আবূ বাক্র (রাঃ)-এর পাশে বসিয়ে দেন। আবূ বাক্র (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর ইকতিদা করলেন এবং লোকেরা আবূ বাক্র (রাঃ)-এর ইকতিদা করে।[১২৩২]

١٢٣٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خِفَّةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيْ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ».

২/১২৩৩। ◊ আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ⟩ আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ⟩ হিশাম বিন উরওয়াহ ⟩ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) ⟩ আয়িশাহ (রাঃ) ◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর রোগগ্রস্ত অবস্থায় আবূ বাক্র (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন লোকেদের স্বলাত পড়ান। অতএব তিনি তাদের স্বলাত পড়াচ্ছিলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) কিছুটা হালাক (সুস্থতা) বোধ করলেন। অতএব তিনি বের হলেন, তখন আবূ বাক্র (রাঃ) লোকেদের ইমামতি করছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে দেখে পেছনে হটতে উদ্যোগী হন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে ইশারা করে স্বস্থানে থাকতে বলেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ (রাঃ)-এর ঠিক বামে বসলেন। আবূ বাক্র (রাঃ) তাঁর ইমামতিতে স্বলাত পড়েন এবং লোকেরা আবূ বাক্র (রাঃ)-এর ইমামতিতে স্বলাত পড়ে।[১২৩৩]

١٢٣٤/٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ مِنْ كِتَابِهِ فِي بَيْتِهِ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ أَنْبَأَنَا عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ «أَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ أَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ أَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَبِي رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ ذَلِكَ الْمَقَامَ يَبْكِي لَا يَسْتَطِيعُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَهُ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ مُرُوا بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ أَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ قَالَ فَأُمِرَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ وَأُمِرَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَجَدَ خِفَّةً فَقَالَ انْظُرُوا لِي مَنْ أَتَّكِئُ عَلَيْهِ فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَاتَّكَأَ عَلَيْهِمَا

১২৩২. বুখারী ১৯৮, ৬৬৪-৬৫, ৬৭৯, ৬৮২-৮৩, ৬৮৭, ৭১২-১৩, ৭১৬, ২৫৮৮, ৩০৯৯, ৩৩৮৪, ৪৪৪২, ৫৭১৪, ৭৩০৩; মুসলিম ৪১৮, তিরমিযী ৩৬৭২, নাসায়ী ৮৩৩-৩৪, আবূ দাউদ ২১৩৭, আহমাদ ২৩৫৪১, ২৫৩৪৮, ২৫৩৮৬, ২৫৬০৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪১৪, দারিমী ৮২, ১২৫৭; ইবনু মাজাহ ১২৩৩, ১৬১৮। ইরওয়া' ৫৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১২৩৩. বুখারী ১৯৮, ৬৬৪-৬৫, ৬৭৯, ৬৮২-৮৩, ৬৮৭, ৭১২-১৩, ৭১৬, ২৫৮৮, ৩০৯৯, ৩৩৮৪, ৪৪৪২, ৫৭১৪, ৭৩০৩; মুসলিম ৪১৮, তিরমিযী ৩৬৭২, নাসায়ী ৮৩৩-৩৪, আবূ দাউদ ২১৩৭, আহমাদ ২৩৫৪১, ২৫৩৪৮, ২৫৩৮৬, ২৫৬০৬; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪১৪, দারিমী ৮২, ১২৫৭; ইবনু মাজাহ ১২৩২, ১৬১৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

Contents

فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَنْكِصَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ اثْبُتْ مَكَانَكَ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى قَضَى أَبُو بَكْرٍ صَلَاتَهُ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُبِضَ».

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ غَيْرُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ.

৩/১২৩৪। নাস্র বিন আলী আল-জাহদমী আবদুল্লাহ বিন দাঊদ সালামাহ বিন নুবায়ত নুআয়ম বিন আবূ হিন্দ নুবায়ত বিন শারীত সালিম বিন উবায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর অসুস্থ অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়লেন, অতঃপর হুঁশ ফিরে পেলে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ স্বলাতের ওয়াক্ত হয়েছে কি? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, বিলালকে আযান দিতে নির্দেশ দাও এবং আবূ বাক্রকে লোকেদের নিয়ে স্বলাত আদায় করতে নির্দেশ দাও। তিনি আবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন, অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে পেলে তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ স্বলাতের ওয়াক্ত হয়েছে কি? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন, বিলালকে আযান দিতে এবং আবূ বাক্রকে লোকেদের নিয়ে স্বলাত আদায় করতে নির্দেশ দাও। তিনি পুনরায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তিনি সংজ্ঞা ফিরে পেলে জিজ্ঞেস করেন ঃ স্বলাতের ওয়াক্ত হয়েছে কি? লোকেরা বললো, হ্যাঁ। তিনি বলেন, বিলালকে আযান দিতে এবং আবূ বাক্রকে লোকেদের নিয়ে স্বলাত আদায় করতে নির্দেশ দাও। আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমার পিতা নরম দিলের মানুষ। তিনি যখন ঐ স্থানে দাঁড়াবেন তখন কেঁদে দিবেন এবং (কিরাআত পড়তে) সক্ষম হবেন না। অতএব আপনি যদি অপর কাউকে নির্দেশ দিতেন। তিনি পুনরায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে পেলে তিনি বলেন, বিলালকে আযান দিতে এবং আবূ বাক্রকে লোকেদের নিয়ে স্বলাত আদায় করতে নির্দেশ দাও। তোমরা হলে ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গী বা সঙ্গিনী। রাবী বলেন, বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দেশ দেয়া হলে তিনি আযান দেন এবং আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নির্দেশ দেয়া হলে তিনি লোকেদের নিয়ে স্বলাত পড়েন। ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছুটা হালকা বোধ করলে বলেন, দেখো তো আমার ভর দিয়ে যাওয়ার মত কাউকে পাওয়া যায় কিনা। বারীরা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও অপর এক ব্যক্তি এলে তিনি তাদের উপর ভর করে (মাসজিদে যান)। আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে দেখতে পেয়ে পিছনে সরতে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে ইশারায় স্বস্থানে স্থির থাকতে বলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পাশে বসেন। আবূ বাক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার স্বলাত শেষ করেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকাল করেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (ইমাম ইবনু মাজাহ) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। নাস্র বিন আলী ব্যতীত আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।[১২৩৪]

٤/١٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ كَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ ادْعُوهُ قَالَتْ حَفْصَةُ يَا رَسُولَ اللهِ نَدْعُو لَكَ عُمَرَ قَالَ ادْعُوهُ قَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ يَا رَسُولَ اللهِ نَدْعُو لَكَ الْعَبَّاسَ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ فَنَظَرَ فَسَكَتَ فَقَالَ عُمَرُ قُومُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ حَصِرٌ وَمَتَى لَا يَرَاكَ يَبْكِي وَالنَّاسُ يَبْكُونَ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى

১২৩৪. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

بِالنَّاسِ فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَبَّحُوا بِأَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ لِيَسْتَأْخِرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَيْ مَكَانَكَ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِهِ وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ».

قَالَ وَكِيعٌ وَكَذَا السُّنَّةُ قَالَ فَمَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ.

৩/১২৩৫। ০{আলী বিন মুহাম্মাদ}{ওয়াকী'}{ইসরাঈল}{আবূ ইসহাক}{আরকাম বিন শুরাহবীল}{ইবনু আব্বাস (রাঃ)}০ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর আয়িশাহ (রাঃ)-এর ঘরে ছিলেন। তিনি বলেন, তোমরা আলীকে আমার নিকট ডেকে আনো। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আবূ বাক্‌রকেও আপনার নিকট ডেকে আনি? তিনি বলেন, তাকেও ডেকে আনো। হাফসা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা উমারকেও আপনার নিকট ডেকে আনি? তিনি বলেন, তাকেও ডাকো। উম্মুল ফাদল (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আব্বাস (রাঃ)-কেও আপনার নিকট ডেকে আনি? তিনি বলেন, হাঁ। তারা একত্র হলে নাবী (সাঃ) মাথা উত্তোলন করে তাকান এবং নিশ্চুপ থাকেন উমার (রাঃ) বলেন, তোমরা নাবী (সাঃ)-এর নিকট থেকে উঠে যাও। অতঃপর বিলাল (রাঃ) এসে তাঁকে স্বলাত সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন, আবূ বাক্‌রকে নির্দেশ দাও তিনি যেন লোকেদের নিয়ে স্বলাত পড়েন। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আবূ বাক্‌র (রাঃ) নরম দিলের লোক, তিনি কিরাআত পড়তে সক্ষম হবেন না, তিনি আপনাকে দেখতে না পেলেই কেঁদে ফেলবেন এবং লোকেরাও কেঁদে ফেলবে। অতএব আপনি যদি উমার (রাঃ)-কে লোকেদের স্বলাত পড়াবার নির্দেশ দিতেন! আবূ বাক্‌র (রাঃ) বেরিয়ে এসে লোকেদের সাথে নিয়ে স্বলাত শুরু করলেন। ইত্যবসরে নাবী (সাঃ) হালকা বোধ করলেন এবং দু'জন লোকের উপর ভর করে তাঁর দু' পা মাটিতে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বের হলেন। লোকেরা তাকে দেখতে পেয়ে সুবহানাল্লাহ বলে আবূ বাক্‌র (রাঃ)-কে সতর্ক করলো। তিনি পেছনে সরে যেতে উদ্যোগী হলে নাবী (সাঃ) তাকে ইশারা করে স্বস্থানে থাকতে বলেন। নাবী (সাঃ) এসে তার ডান পাশে বসলেন এবং আবূ বাক্‌র (রাঃ) দাঁড়ালেন। আবূ বাক্‌র (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর ইকতিদা করলেন এবং লোকেরা আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর ইকতিদা করলো। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবূ বাক্‌র (রাঃ) যে পর্যন্ত কিরাআত পড়েছিলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তারপর থেকে কিরাআত শুরু করেন। ওয়াকী' (রহঃ) বলেন, এটাই সুন্নাত। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর এই রোগেই ইনতিকাল করেন।[১২৩৫]

١٤٣/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَلْفَ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِهِ

৫/১৪৩. অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর উম্মাতেরই একজনের পিছনে স্বলাত পড়েন।

١٢٣٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ قَالَ «وَقَدْ أَحْسَنْتَ كَذَلِكَ فَافْعَلْ».

১২৩৫. আহমাদ ৩৩৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১/১২৩৬। ০(মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বান্না)(মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম) বিন আবূ আদী)(হুমায়দ)(বাকর বিন আবদুল্লাহ)(হামযাহ ইবনুল মুগীরাহ)(তার পিতা (মুগীরাহ বিন শু'বাহ) (রাঃ)০ তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) অনুপস্থিত ছিলেন। আমরা সম্প্রদায়ের নিকট যখন পৌছলাম তখন আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) লোকেদের এক রাকআত পড়ানো শেষ করেছেন মাত্র। নাবী (সাঃ) উপস্থিত অনুভব করে তিনি পেছনে সরে যেতে উদ্যোগী হলেন। নাবী (সাঃ) তাকে স্বলাত পড়ে শেষ করতে ইশারা করেন। (স্বলাত শেষে) তিনি বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছো। তুমি এমনটিই করবে।[১২৩৬]

١٤٤/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

৫/১৪৪. অধ্যায় : ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য।

١٢٣٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا».

১/১২৩৭। ০(আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ)(আবদাহ বিন সুলায়মান)(হিশাম বিন উরওয়াহ)(তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র))(আয়িশাহ (রাঃ))০ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোগাক্রান্ত হলে তাঁর কতক সহাবী তাঁকে দেখতে এলেন। নাবী (সাঃ) বসা অবস্থায় স্বলাত পড়লেন, কিন্তু তারা তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে স্বলাত পড়লেন। তিনি তাদেরকে ইশারা করে বসতে বলেন। তিনি স্বলাত শেষে বলেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। অতএব তিনি রুকূ'তে গেলে তোমরাও রুকূ'তে যাও, তিনি মাথা তুললে তোমরাও মাথা তোল এবং তিনি বসে স্বলাত পড়লে তোমরাও বসে স্বলাত পড়ো (বুখারী, নং ৬৫৪)।[১২৩৭]

١٢٣٨/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا نَعُودُهُ وَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ».

২/১২৩৮। ০(হিশাম বিন আম্মার)(সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ)(যুহরী)(আনাস বিন মালিক (রাঃ))০ নাবী (সাঃ) ঘোড়ার পিঠ থেকে নিক্ষিপ্ত হলে তাঁর ডান পার্শ্বদেশ আহত হয়। আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। স্বলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি বসা অবস্থায় আমাদের স্বলাত পড়ান এবং আমরাও তাঁর পেছনে বসা অবস্থায় স্বলাত পড়ি। তিনি স্বলাত শেষ করে বলেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। তিনি যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো, তিনি যখন রুকূ' করেন,

---

১২৩৬. মুসলিম ২৭৪/১-২, নাসায়ী ১০৯, আহমাদ ১৭৭০৫, ১৭৭১০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৩৭. বুখারী ৬৮৮, ১১১৩, ১২৩৬, ৫৬৫৮; মুসলিম ৪১২, আবূ দাউদ ৬০৫, আহমাদ ২৩৭২৯, ২৩৭৮২, ২৩৮৭৫, ২৪৬২৫, ২৫০৯০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩০৭। স্বহীহ আবী দাউদ ৬১৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

তোমরাও রুকূ‘ করো, তিনি যখন ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলেন, তোমরা বলো, ‘রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ’। তিনি যখন সাজদাহ করেন, তোমরাও সাজদাহ করো এবং তিনি যখন বসা অবস্থায় স্বলাত পড়েন, তোমরাও সকলে বসা অবস্থায় স্বলাত পড়ো।[১২৩৮]

١٢٣٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

৩/১২৩৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ হুশায়ম বিন বাশীর উমার বিন আবূ সালামাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) তার পিতা (আবূ সালামাহ) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। অতএব তিনি যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলো, তিনি যখন রুকুতে যান, তোমরাও রুকূ‘তে যাও, তিনি যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদা বলেন, তোমরা তখন ‘রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ’ বলো, তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় স্বলাত পড়লে তোমরাও দাঁড়ানো অবস্থায় স্বলাত পড়ো এবং তিনি বসা অবস্থায় স্বলাত পড়লে তোমরাও বসা অবস্থায় স্বলাত পড়ো।[১২৩৯]

١٢٣٩/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ «إِنْ كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».

৪/১২৪০। মুহাম্মাদ বিন রুমহ আল-মিস্‌রী লায়স বিন সা‘দ আবুয যুবায়র জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বসা অবস্থায় (ইমামতি করেন), আমরা তাঁর পিছনে স্বলাত পড়লাম, আবূ বাক্‌র (রাঃ) লোকেদের শুনানোর জন্য উচ্চকণ্ঠে তাঁর তাকবীরের পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি আমাদের দিকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখলেন। তিনি ইশারা করলে আমরা বসে পড়লাম এবং বসা অবস্থায় তাঁর সাথে স্বলাত পড়লাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ তোমরা প্রায় পারস্য ও রোমবাসীদের মত কাজ করে ফেলেছিলে। তাদের নেতারা বসা থাকতো এবং তারা তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতো, কিন্তু তোমরা তা করো না। তোমরা তোমাদের ইমামদের অনুসরণ করো। তিনি দাঁড়িয়ে স্বলাত পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে স্বলাত পড়ো এবং তিনি বসে স্বলাত পড়লে তোমরাও বসে স্বলাত পড়ো।[১২৪০]

১২৩৮. বুখারী ৬৮৯, ৭৩২-৩৩, ৮০৫, ১১১৪; মুসলিম ৪১১, তিরমিযী ৩৬১, নাসায়ী ৭৯৪, ৮৩২, ১০৬১; আবূ দাউদ ৬০১, আহমাদ ১১৬৬৪, ১২২৪১; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩০৬, দারিমী ১২৫৬, ইবনু মাজাহ ৮৭৬। ইরওয়া’ ৩৯৪, স্বহীহ আবী দাউদ ৬১৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৩৯. বুখারী ৭২২, ৭৩৪; মুসলিম ৪১৪-১৭, নাসায়ী ৯২১-২২, আবূ দাউদ ৬০৩, আহমাদ ৭১০৪, ৮২৯৭, ৮৬৭২, ৯০৭৪, ৯১৫১, ২৭২০৯, ২৭২১৫, ২৭২৭৩, ২৭৩৮৩; দারিমী ১৩১১, ইবনু মাজাহ ৮৪৬, ৯৬০। ইরওয়া’ ২/১২১-১২২, স্বহীহ আবী দাউদ ৬১৬, ৬১৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৪০. মুসলিম ৪১৩, নাসায়ী ৭৯৮, ১২০০; আবূ দাউদ ৬০৫, আহমাদ ১৪১৮০। স্বহীহ আবী দাউদ ৬১৫, ৬১৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٤٥/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

৫/১৪৫. অধ্যায় : ফজরের স্বলাতে দুআ' কুনূত পড়া প্রসঙ্গে।

١٢٤١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ فَكَانُوا «يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ».

১/১২৪১। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আদুল্লাহ বিন ইদরীস, হাফস্ব বিন গিয়াস্ব ও ইয়াযীদ বিন হারূন আবূ মালিক আল-আশজাঈ সা'দ বিন তারিক তিনি বলেন, আমি আমার পিতা (তারিক বিন আশইয়াম বিন মাসউদ) (রাঃ) কে বললাম, হে পিতা! আপনি অবশ্যই রসূলুল্লাহ (সাঃ), আবূ বাক্র (রাঃ), উমার (রাঃ) ও উস্‌মান (রাঃ)-এর পিছনে স্বলাত আদায় করেছেন এবং এই কুফায় আলী (রাঃ)-এর পেছনে প্রায় পাঁচ বছর স্বলাত আদায় করেছেন। তাঁরা কি ফজরের স্বলাতে দুআ' কুনূত পড়তেন? তিনি বলেন, হে বৎস! এটা তো বিদ্‌আত।[১২৪১]

١٢٤٢/٢ - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ».

২/১২৪২। হাতমি বিন বাকর আদ্‌দবিয়্যু (মাকবূল) মুহাম্মাদ বিন ইয়া'লা যুনবুর (দঈফ বা দুর্বল) আম্বাসাহ বিন আবদুর রহমান (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আবদুল্লাহ বিন নাফি' (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (নাফি') উম্মু সালামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের স্বলাতে দুআ' কুনূত পড়তে নিষেধ করেছেন।[১২৪২]

١٢٤٣/٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَ».

১২৪১. তিরমিযী ৪০২, নাসায়ী ১০৮০, আহমাদ ১৫৪৪৯, ২৬৬৬৮। ইরওয়া' ৪৩৫, মিশকাত ১২৯২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৪২. ইরওয়া ৪৩৬ দঈফ, তিরমিযী ৪০১, ৪০২ স্বহীহ, বিন খুযাইমাহ ১০৯৪ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ মাওযু। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ইয়া'লা যুনবুর সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও তিনি বলেন, তার মাধ্যমে দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন সিনান বলেন, তিনি জাহমিয়া দলের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আস-সাজী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। ২. আম্বাসাহ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, হাদীস্ব বিশারদগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম তিরমিযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস্ব বর্ণনা করেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ৩. আবদুল্লাহ বিন নাফি' সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি একাধিক মুনকার হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার ও অধিক দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৩/১২৪৩। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী ইয়াযীদ বিন যুরায়' হিশাম কাতাদাহ আনাস বিন মালিক রসূলুল্লাহ ফজরের স্বলাতে দুআ' কুনূত পড়তেন। এতে তিনি আরবের কতক গোত্রকে এক মাস ধরে অভিসম্পাত করেছিলেন, অতঃপর তা ত্যাগ করেন।[১২৪৩]

١٢٤٤/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ».

৪/১২৪৪। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন; রসূলুল্লাহ ফাজ্‌রের স্বলাতে (রুকূ' থেকে) মাথা তুলে বললেন ঃ "হে আল্লাহ্! ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ, সালামাহ বিন হিশাম, আইয়াশ বিন আবূ রবীআ ও মাক্কাহ্‌র অসহায় মুসলিমদের নাজাত দিন। হে আল্লাহ্! মুদার গোত্রের উপর আপনার নিপীড়ন জোরদার করুন এবং তাদের উপর ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর সময়কার দুর্ভিক্ষের মত কয়েক বছরের দুর্ভিক্ষ কার্যকর করুন।"[১২৪৪]

١٤٦/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ

৫/১৪৬. অধ্যায় : স্বলাতের অবস্থায় সাপ ও বিছা হত্যা করা।

١٢٤٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ».

১/১২৪৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ ইবনুস্‌ স্বাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ মা'মার ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর দমদম বিন জাওস আবূ হুরায়রাহ থেকে বর্ণিত। নাবী স্বলাতরত অবস্থায়ও দু'টি কালো প্রাণী হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন ঃ বিছা ও সাপ।[১২৪৫]

١٢٤٦/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الدَّهَّانُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَدَغَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَقْرَبٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ «لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدَعُ الْمُصَلِّيَ وَغَيْرَ الْمُصَلِّي اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ».

২/১২৪৬। আহমাদ বিন উস্‌মান বিন হাকীম আল-আওদী ও আব্বাস বিন জা'ফার আলী বিন স্বাবিত আদ-দাহ্‌হান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শিয়া মতাবলম্বী) হাকাম বিন আবদুল মালিক (দঈফ বা

১২৪৩. বুখারী ৭৯৮, ১০০১-২, ৩১৭০, ৪০৮৮, ৪০৯০-৯২, ৪০৯৪-৯৬, ৬৩৯৪; মুসলিম ৬৭৭/১-৪, নাসায়ী ১০৭০-৭১, ১০৭৭, ১০৭৯; আবূ দাঊদ ১৪৪৪-৪৫, আহমাদ ১২২৯৪, ১২৪৩৮, ১২৭০৭, ১৩৫৩৯; দারিমী ১৫৯৬, ১৫৯৯; ইবনু মাজাহ ১১৮৩-৮৪। ইরওয়া' ২/১৬১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১২৪৪. বুখারী ৮০৪, ১০০৬, ২৯৩২, ৩৩৮৬, ৪৫৬০, ৪৫৯৮, ৬২০০, ৬৩৯৩, ৬৯২৪; মুসলিম ৬৭৫/১-২, নাসায়ী ১০৭৩-৭৪, আবূ দাঊদ ১৪৪২, আহমাদ ৭২১৯, ৭৪১৫, ৯৭২২, ১৫৯৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১২৪৫. তিরমিযী ৩৯০, নাসায়ী ১২০২-৩, আবূ দাঊদ ৯২১, আহমাদ ৭১৩৮, ৭৩৩২, ৭৪২০, ৭৭৫৮, ৯৭৬৬, ৯৭৯৮, ৯৯৮৪; দারিমী ১৫০৪। সহীহ আবী দাঊদ ৮৫৪, মিশকাত ১০০৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

দুর্বল)✗কাতাদাহ✗সাঈদ ইবনুল মাসায়্যাব✗আয়িশাহ (রাঃ)✗ তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে তাঁর স্বলাতরত অবস্থায় একটি বিছা দংশন করে। তিনি বলেন, আল্লাহ বিছাকে অভিশপ্ত করুন, সে স্বলাতী ও অস্বলাতী কাউকেই ছাড়ে না। তোমরা একে হেরেম শরীফে ও তার বাইরে সর্বত্র হত্যা করো।[১২৪৬]

١٢٤٧/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَتَلَ عَقْرَبًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ».

৩/১২৪৭। ✗মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া✗হাইস্নাম বিন জামীল✗মিনদাল বিন আলী (দঈফ বা দুর্বল)✗(মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ) ইবনু আবূ রাফি' (দঈফ বা দুর্বল)✗তার পিতা (উবায়দুল্লাহ বিন রাফি')✗দাদা আবূ রাফি' (রাঃ)✗ নাবী (ﷺ) স্বলাত অবস্থায় একটি বিছা হত্যা করেন।[১২৪৭]

١٤٧/٥. بَاب النَّهْيِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ

৫/১৪৭. অধ্যায় : ফাজর ও আস্বর স্বলাতের পরে কোন স্বলাত পড়া নিষিদ্ধ।

١٢٤٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ».

১/১২৪৮। ✗আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ✗আদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ উসামাহ✗উবায়দুল্লাহ বিন উমার✗খুবায়ব বিন আবদুর রহমান✗হাফস্ব বিন আস্বিম✗আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)✗ রসূলুল্লাহ (ﷺ) দু' সময়ে স্বলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন: ফজরের স্বলাতের পর সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের স্বলাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।[১২৪৮]

١٢٤٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

১২৪৬. আহমাদ ২৫৬০১। স্বহীহাহ ৫৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী হাকাম বিন আবদুল মালিক সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন বরং তিনি দুর্বল। ইবনু খিরাশ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভযোগ্য নন বরং তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১২৪৭. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মিনদাল বিন আলী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই, তবে অন্যত্র বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি কিছু হাদীস্বের মাঝে সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ যুরআহর আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ২. (মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ) ইবনু আবূ রাফি' সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল ও অধিক মুনকার। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১২৪৮. মুসলিম ৮২৫, নাসায়ী ৫৬১, আহমাদ ৯৬৩৭, ১০০৬৪, ১০২৪৫, ১০৪৬৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৫১৪, ইবনু মাজাহ ১২৫২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/১২৪৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন ইয়া'লা আত-তায়মী আবদুল মালিক বিন উমায়র কাব্বাআহ (বিন ইয়াহইয়া) আবূ সাঈদ আল-খুদরী থেকে বর্ণিত। নাবী বলেন, আসরের স্বলাতের পর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন স্বলাত নাই এবং ফজরের স্বলাতের পর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন স্বলাত নাই।[১২৪৯]

١٢٥٠/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ».

৩/১২৫০। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ কাতাদাহ আবূল আলিয়াহ (রাফী' বিন মিহরান) ইবনু আব্বাস উমার (ইবনুল খাত্তাব) আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আফ্ফান হাম্মাম কাতাদাহ আবূল আলিয়াহ ইবনু আব্বাস উমার (ইবনুল খাত্তাব) (ইবনু আব্বাস) বলেন, আমাকে কয়েকজন সন্তোষভাজন ব্যক্তি বলেছেন, উমার -ও তাদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের মধ্যে উমার -ই আমার অধিক সন্তোষভাজন ব্যক্তি। রসূলুল্লাহ বলেছেন, ফজরের স্বলাতের পর থেকে সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত কোন স্বলাত নাই এবং আসরের স্বলাতের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোন স্বলাত নাই।[১২৫০]

١٤٨/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

৫/১৪৮. অধ্যায় : যে সকল সময়ে স্বলাত পড়া মাকরূহ।

١٢٥١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ أُخْرَى قَالَ «نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطُ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَطْلُعَ الصُّبْحُ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تُبَشْبِشَ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ».

১/১২৫১। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ গুনদার শু'বাহ ইয়া'লা বিন আতা ইয়াযীদ বিন তালক (মাজহুল বা অপরিচিত) আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী (দঈফ বা দুর্বল) আমর বিন আবাসাহ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, এমন কোন সময় আছে কি, যা আল্লাহ্‌র নিকট অন্য সময়ের তুলনায় অধিক প্রিয়? তিনি বলেন, হ্যাঁ, মধ্য রাত। অতএব

১২৪৯. বুখারী ৫৮৬, ১১৯৭, ১৮৬৪, ১৯৯৬; মুসলিম ৮২৭, নাসায়ী ৫৬৬-৬৭, আহমাদ ১০৬৩৯, ১০৯৫৫, ১১১১৩, ১১১৮০, ১১২৩৭, ১১৩০৫, ১১৪৮৯, ২৭৯৫১, ২৭৯৪৬। ইরওয়া' ৪৭৯, সহীহ আবী দাউদ ১১৫৭। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

১২৫০. বুখারী ৫৮১, মুসলিম ৮২৬, তিরমিযী ১৮৩, নাসায়ী ৫৬২, ৫৬৯; আবূ দাউদ ১২৭৬, আহমাদ ১০২, ১৩১, ২৭২, ৩৬৬, ১৪৩৩। সহীহ আবী দাউদ ১১৫৭। তাহকীক আলবানী : সহীহ।

তুমি পারলে তখন থেকে ভোর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে স্বলাত পড়ো; অতঃপর (ফজরের স্বলাত পড়ে) সূর্য উদিত হয়ে তা কিছুটা উপরে না উঠা পর্যন্ত বিরত থাক। অতঃপর তুমি পারলে খুঁটি তার ছায়ার উপর স্থির হওয়ার পূর্ব (দ্বিপ্রহর) পর্যন্ত স্বলাত আদায় করতে পারো। অতঃপর সূর্য ঢলে না পড়া পর্যন্ত (স্বলাত পড়া থেকে) বিরত থাকো। কেননা ঠিক দুপুরে জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয়। অতঃপর তুমি পারলে তোমার আসরের স্বলাত পড়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বলাত আদায় করতে পারো। অতঃপর সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত বিরত থাকো। কেননা তা শয়তানের দু' শিং-এর মধ্যখান দিয়ে অস্ত যায় ও উদিত হয়।[১২৫১]

١٢٥٢/٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَالَ «نَعَمْ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعْ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ صَلِّ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعْ الصَّلَاةَ فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ وَتُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُهَا حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ فَإِذَا زَالَتْ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ دَعْ الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».

২/১২৫২। ❖[আবুল হাসান দাঊদ আল-মুনকাদিরী]✕[বিন আবূ ফুদায়ক]✕[দহ্হাক বিন উস্মান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন)]✕[মাকবূরী (সাঈদ বিন আবূ সাঈদ কায়সান) (তিনি স্বিকাহ রাবী তবে মৃত্যুর চার বছর পূর্বে স্মৃতি শক্তির পরিবর্তন হয়)]✕[আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]❖ তিনি বলেন, সাফওয়ান বিন মুআত্তাল (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা সুরে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এমন একটি বিষয় আপনার নিকট জিজ্ঞেস করতে চাই যে সম্পর্কে আপনি জ্ঞাত কিন্তু আমি অজ্ঞ। তিনি বলেন, তা কি? তিনি বলেন, রাত ও দিনের সময়সমূহের মধ্যে এমন সময়ও কি আছে যখন স্বলাত পড়া মাকরূহ? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তুমি ফজরের স্বলাত পড়ার পর থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত (নফল) স্বলাত পড়া ত্যাগ করো। কারণ তা শয়তানের দু' শিং-এর মধ্যখান দিয়ে উদিত হয়। অতঃপর তুমি স্বলাত পড়ো। এই স্বলাতে (ফেরেশতাগণ) উপস্থিত হয় এবং (ইবাদাত) কবূল করা হয়, (তা পড়তে পারো) যাবত না সূর্য তীরের মত তোমার মাথার উপর এসে সোজা হয়। যখন সূর্য তীরের মত তোমার মাথার উপর স্থির হয় তখন স্বলাত পড়া ত্যাগ করো। কারণ এ সময় জাহান্নামকে উত্তপ্ত করা হয় এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়, যাবত না সূর্য তোমার ডান ভ্রূ দিয়ে ঢলে পড়ে। তা ঢলে পড়ার পর থেকে তোমার আসরের স্বলাত পড়ার পূর্ব পর্যন্ত (সময়ে নফল) স্বলাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন এবং তা কবূল করা হয়। অতঃপর তুমি সূর্যাস্ত না যাওয়া পর্যন্ত স্বলাত ত্যাগ কর।[১২৫২]

১২৫১. মুসলিম ৮৩২, তিরমিযী ৩৫৭৯, নাসায়ী ৫৭২, ৫৮৪; আহমাদ ১৬৫৬৬, ১৬৫৭১, ১৮৯৪০; ইবনু মাজাহ ১৩৬৪। নাসায়ী ৫৮৪ স্বহীহ, বিন খুযাইমাহ ১১৪৭ স্বহীহ, স্বহীহ আবী দাউদ ১১৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ 'মধ্য রাতের কথা' কথাটি ছাড়া স্বহীহ, কারণ মুনকার। আর স্বহীহ হচ্ছে মধ্য রাতের কথা। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. ইয়াযীদ বিন তালক সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ২. আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী তকে দুর্বল বলেছেন। স্বালিহ জাযারাহ বলেন, তার হাদীস্ব মুনকার। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আল-আয্দী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার।

১২৫২. মুসলিম ৮২৫, নাসায়ী ৫৬১, আহমাদ ৯৬৩৭, ১০০৬৪, ১০২৪৫, ১০৪৬৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৫১৪, ইবনু মাজাহ ১২৪৮। স্বহীহাহ ১৩৭১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

١٢٥٣/٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ أَوْ قَالَ يَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنَا الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا فَإِذَا دَلَكَتْ أَوْ قَالَ زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثَ».

৩/১২৫৩। ইসহাক বিন মানসূর আবদুর রায্যাক (তিনি সিকাহ হাফিয রাবী তবে শেষ বয়সে অন্ধ ছিলেন তাই হাদীস বর্ণনায় পরিবর্তন আসে ও শীয়া মতাবলম্বী হন) মা'মার যায়দ বিন আসলাম (তিনি সিকাহ রাবী তবে হাদীস বর্ণনায় ইরসাল করেন) আতা' বিন ইয়াসার আবূ আবদুল্লাহ আস-সুনাবিহী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, নিশ্চয় সূর্য শায়তানের দু' শিং-এর মধ্যখান দিয়ে উদিত হয় অথবা তার সাথে শায়তানের দু' শিং-ও উদিত হয়। সূর্য উপরে উঠলে তা থেকে সে পৃথক হয়ে যায়। আবার সূর্য যখন আসমা'নের মধ্যখানে আসে তখন সে তার সামনে আসে। সূর্য যখন ঢলে যায় তখন সে তা থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার যখন তা অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি আসে তখন সে তার সামনে এসে যায়। অতঃপর তা অস্তমিত হলে সে আবার পৃথক হয়ে যায়। অতএব তোমরা এই তিন সময়ে (নফল) সলাত পড়ো না।[১২৫৩]

١٤٩/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي كُلِّ وَقْتٍ

৫/১৪৯. অধ্যায় : যে কোন সময়ে মাক্কাহ শরীফে সলাত পড়ার অনুমতি আছে।

١٢٥٤/١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».

১/১২৫৪। ইয়াহইয়া বিন হাকীম সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ আবুয যুবায়র আবদুল্লাহ বিন বাবায়হ যুবায়র বিন মুতইম (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলছেন ঃ হে আবদে মানাফের বংশধর! কোন ব্যক্তি দিনের অথবা রাতের যে কোন সময় ইচ্ছা এই ঘর তাওফাফ করলে বা এখানে সলাত পড়লে তোমরা তাকে বাধা দিও না।[১২৫৪]

١٥٠/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا

৫/১৫০. অধ্যায় : নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব করে সলাত পড়া সম্পর্কে।

১২৫৩. নাসায়ী ৫৫৯, আহমাদ ১৮৫৮৪, ১৮৫৯১; মুওয়াত্তা মালিক ৫১০। জামি সগীর ৬৬৩ দঈফ, ৭১১৫ সহীহ, আহমাদ ১২৫১, ১২৫২ সহীহ, নাসায়ী ৫৭২ সহীহ, মিশকাত ১০৩৯ মুত্তাফাকুন আলাইহি, দঈফ জ্যামের ১৪৭২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রায্যাক সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই।

১২৫৪. তিরমিযী ৮৬৮, নাসায়ী ২২৪, আবূ দাউদ ১৮৯৪, আহমাদ ১৬৩০১, ১৬৩২৮, ১৬৩৩৩; দারিমী ১৯২৬। ইরওয়া' ৪৮১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٢٥٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً».

১/১২৫৫। ◊ মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ্ ✕ আবূ বাকর বিন আবূ আয়্যাশ (তিনি স্বিকাহ রাবী তবে বৃদ্ধকালে তার হিফযে দুর্বলতা আসে কিন্তু লিখিত কিতাব থেকে বর্ণিত হাদীস্ব স্বহীহ) ✕ আস্বিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ✕ যির (বিন হুবায়শ) ✕ আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) ◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, অচিরেই হয়ত তোমরা এমন সব লোকের সাক্ষাত পাবে যারা নির্দিষ্ট ওয়াক্তে স্বলাত না পড়ে ভিন্ন ওয়াক্তে তা পড়বে। তোমরা তাদের সাক্ষাৎ পেলে নিজেদের ঘরে তোমাদের প্রসিদ্ধ ওয়াক্তে স্বলাত পড়ে নিও, অতঃপর তাদের সাথে (জামাআতে) তা পড়ে নিও এবং একে নফলরূপে গণ্য করো।[১২৫৫]

١٢٥٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِهِمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ لَكَ».

২/১২৫৬। ◊ মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ✕ মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ✕ শু'বাহ ✕ আবূ ইমরান আল-জাওনী ✕ আবদুল্লাহ ইবনুস্ব-স্বামিত ✕ আবূ যার (রাঃ) ◊ নাবী (সাঃ) বলেন, তুমি স্বলাতের নির্দিষ্ট ওয়াক্তে তা পড়ে নাও। অতঃপর ইমামকে লোকেদের নিয়ে স্বলাতরত পেলে তুমিও তাদের সাথে স্বলাত পড়ো। তুমি আগে স্বলাত না পড়ে থাকলে এটা তোমার সেই স্বলাত হবে, অন্যথায় তা হবে তোমার জন্য নফল।[১২৫৬]

١٢٥٧/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي أُبَيِّ ابْنِ امْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَعْنِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «سَيَكُونُ أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا فَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا».

৩/১২৫৭। ◊ মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ✕ আবূ আহমাদ ✕ সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ ✕ মানসূর ✕ হিলাল বিন ইয়াসাফ ✕ আবূল মুস্বান্না ✕ আবূ উবায় (আবদুল্লাহ বিন আমর) ✕ উবাদাহ ইবনুস্ব-স্বামিত (রাঃ) ◊ নাবী (সাঃ) বলেন, অচিরেই এমন সব শাসকের আবির্ভাব হবে যারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে স্বলাতকে তার ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করবে। অতএব তোমরা তাদের সাথে (জামাআতে) তোমাদের নফল স্বলাত পড়ো।[১২৫৭]

১২৫৫. আবূ দাউদ ৪৩২, আহমাদ ৩৮৭৯, ৪০২০, ৪৩৩৪। স্বহীহ আবী দাউদ ৪৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবূ বাকর বিন আবূ আয়্যাশ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আল-আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, হাদীস্ব বিশারদগণ তার থেকে বেঁচে থেকেছেন।

১২৫৬. মুসলিম ৬৪৮/১-৪, তিরমিযী ১৭৬, নাসায়ী ৭৭৮, আবূ দাউদ ৪৩১, আহমাদ ২০৯০৮, ২০৯৭৯; দারিমী ১২২৭-২৮। স্বহীহ আবী দাউদ ৪৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৫৭. আবূ দাউদ ৪৩৩। স্বহীহ আবী দাউদ ৪৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٥١/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

৫/১৫১. অধ্যায় : স্বলাতুল খাওফ বা (শংকাকালীন) স্বলাত

١٢٥٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ «أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِطَائِفَةٍ مَعَهُ فَيَسْجُدُونَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يَنْصَرِفُ الَّذِينَ سَجَدُوا السَّجْدَةَ مَعَ أَمِيرِهِمْ ثُمَّ يَكُونُونَ مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّوا مَعَ أَمِيرِهِمْ سَجْدَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ أَمِيرُهُمْ وَقَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ وَيُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ بِصَلَاتِهِ سَجْدَةً لِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا» قَالَ يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ الرَّكْعَةَ.

১/১২৫৮। মুহাম্মাদ ইবনুস স্বাব্বাহ জারীর উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) খাওফ (শংকাকালীন স্বলাত) সম্পর্কে বলেছেন, ইমাম তার সাথের একদল লোকসহ স্বলাত পড়বে, তারা (তার সাথে) এক রাকআত স্বলাত পড়বে এবং অপর দল তাদের ও তাদের শত্রুদের মধ্যে প্রতিরোধ বজায় রাখবে। অতঃপর আমীরের সাথে এক রাকআত পড়া দলটি (প্রতিরক্ষা ব্যূহে) চলে যাবে এবং যে দলটি স্বলাত পড়েনি তাদের স্থানে অবস্থান নিবে এবং স্বলাত না পড়া দলটি অগ্রসর হয়ে তাদের আমীরের সাথে এক রাকআত স্বলাত পড়বে। অতঃপর তাদের আমীর তার স্বলাত পূর্ণ করে চলে যাবে এবং পূর্বোক্ত দু'টি দল পৃথক পৃথকভাবে আরো এক রাকআত স্বলাত পড়ে নিবে। যদি অধিক সন্ত্রস্ত অবস্থা বিরাজ করে তবে পদাতিক অবস্থায় বা অশ্বারোহী অবস্থায় (যেভাবে সম্ভব) স্বলাত পড়ে নিবে। রাবী বলেন, এখানে সাজদাহ দ্বারা রাকআত বুঝানো হয়েছে।[১২৫৮]

١٢٥٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ «يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الصَّفِّ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى مُقَامِ أُولَئِكَ وَيَجِيءُ أُولَئِكَ فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ».

١٢٥٩/٢ (١) - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فَسَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِي يَحْيَى اكْتُبْهُ إِلَى جَنْبِهِ وَلَسْتُ أَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَلَكِنْ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى.

২/১২৫৯। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান ইয়াহইয়াহ বিন সাঈদ আল-আনস্বারী কাসিম বিন মুহাম্মাদ স্বালিহ বিন খাওয়াত সাহল বিন আবূ হাসমা (রাঃ) তিনি স্বলাতুল খাওফ সম্পর্কে বলেন, ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবেন, তাদের একদলও তার সাথে (স্বলাতে) দাঁড়াবে এবং অপর দল শত্রুর প্রতিরোধে থাকবে এবং তাদের দৃষ্টি থাকবে কাতারের দিকে। তিনি

১২৫৮. বুখারী ৯৪২-৪৩, ৪১৩২, ৪১৩৪, ৪৫৩৫; মুসলিম ৮৩৯/১-২, নাসায়ী ৫৬৪, ১৫৩৮-৪২; আবূ দাউদ ১২৪৩, আহমাদ ৬৩৪১, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৪২, দারিমী ১৫২১। ইরওয়া' ৫৮৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

তাদেরকে নিয়ে এক রাকআত পড়বেন, অতঃপর তারা স্বতন্ত্রভাবে দু' সাজদাহয় এক রাকআত পড়বেন তাদের স্থানে। অতঃপর তারা পূর্বোক্ত দলের স্থানে ফিরে যাবে এবং তারা এসে গেলে তিনি তাদেরকে নিয়ে দু' সাজদাহয় আরো এক রাকআত পড়বেন। এতে তার হবে দু' রাকআত এবং লোকেদের হবে এক রাকআত। অতঃপর তারা দু' সাজদাহয় এক রাকআত পড়বেন।

২/১২৫৯ (১)। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান শু'বাহ আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম কাসিম বিন মুহাম্মাদ স্বালিহ বিন খাওয়াত সাহল বিন আবূ হাসমা (রাঃ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্রে ইয়াহইয়া বিন সা'ঈদের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী (মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার) বলেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আমাকে বললেন, এ হাদীসও এক কোণায় লিখে নাও। আমি হাদীসটি মুখস্থ রাখতে পারিনি কিন্তু তা ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-আনসারীর হাদীসের অনুরূপ।[১২৫৯]

١٢٦٠/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ حَتَّى إِذَا نَهَضَ سَجَدَ أُولَئِكَ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ حَتَّى قَامُوا مُقَامَ أُولَئِكَ وَتَخَلَّلَ أُولَئِكَ حَتَّى قَامُوا مُقَامَ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَرَكَعَ بِهِمْ النَّبِيُّ ﷺ جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلُونَهُ فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ أُولَئِكَ سَجْدَتَيْنِ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَكَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَجَدَ طَائِفَةٌ بِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ وَكَانَ الْعَدُوُّ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ».

৩/১২৬০। আহমাদ বিন আবদাহ আবদুল ওয়ারিস বিন সাঈদ আয়্যুব আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সহাবীগণকে নিয়ে স্বলাতুল খাওফ আদায় করেন। তিনি তাঁর নিকটস্থ সকলকে নিয়ে রুকূ' করেন এবং অন্যরা দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথম দল সাজদাহ করে অবসর হলে দ্বিতীয় দল স্বতন্ত্রভাবে দু'টি সাজদাহ করে। অতঃপর প্রথম দল পিছনে সরে গিয়ে পূর্বোক্ত দলের স্থানে অবস্থান নেয় এবং শেষোক্ত দল সামনে অগ্রসর হয়ে (জামাআতে) প্রথম দলের স্থানে এসে দাঁড়ায়। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকটস্থ সকলকে নিয়ে রুকূ' করেন এবং সাজদাহ করেন। তারা সাজদাহ থেকে অবসর হলে দ্বিতীয় দল দু'টি সাজদাহ করে। তাদের প্রতিটি দল নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে এক রাকআত স্বলাত পড়ে এবং পৃথকভাবে এক রাকআত পড়ে, তখন শত্রুবাহিনী তাদের সন্মুভাগে ছিল।[১২৬০]

١٥٢/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

৫/১৫২. অধ্যায় : স্বলাতুল কুসূফ (সূর্যগ্রহণের স্বলাত)

١٢٦١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا».

১২৫৯. বুখারী ৪১৩০-৩১, মুসলিম ৮৪১-৪২, তিরমিযী ৫৬৫, নাসায়ী ১৫৩৬-৩৭, ১৫৫৩; আবূ দাঊদ ১২৩৭-৩৯, আহমাদ ১৫২৮৩, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৪০-৪১, দারিমী ১৫২২। স্বহীহ আবী দাঊদ ১১২৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৬০. বুখারী ৪১৩৭, মুসলিম ৮৪০/১-২, নাসায়ী ১৫৪৫-৪৮, আহমাদ ১৪৫১১। স্বহীহ আবী দাঊদ ১১১২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১/১২৬১। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আমার পিতা (আবদুল্লাহ বিন নুমায়র) ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ কায়স বিন আবূ হাযিম আবূ মাসঊদ (উকবাহ বিন আমর বিন সা'লাবাহ) (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মানবজাতির মধ্যে কারো মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অতএব তোমরা তা দেখলে স্বলাতে দাঁড়িয়ে যাও।[১২৬১]

٢/١٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى انْجَلَتْ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللهُ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ».

২/১৬২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না, আহমাদ বিন স্নাবিত ও জামীল ইবনুল হাসান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) আবদুল ওয়াহ্হাব (তিনি স্নিকাহ রাবী কিন্তু মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে হাদীস্র বর্ণনায় কিছু পরিবর্তন ঘটে) খালিদ আল-হাযযা' (তিনি স্নিকাহ রাবী তবে হাদীস্র বর্ণনায় ইরসাল করেন) আবূ কিলাবাহ (আবদুল্লাহ বিন স্বায়দ বিন আমর বিন নাবিল) (তিনি স্নিকাহ রাবী তবে হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ইরসাল করেন) নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগে সূর্যগ্রহণ হয়। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মাসজিদে এসে পৌছেন। গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বলাতে রত থাকেন অতঃপর তিনি বলেন, এক দল লোক ধারণা করে যে, কোন মহান নেতার মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয়ে থাকে। আসলে তা নয়। কারো মৃত্যু অথবা জীবিত থাকার কারণে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। আল্লাহ তাআ'লা যখন তাঁর কোন সৃষ্টির উপর তাজাল্লী বিস্তার করেন তখন তা তাঁর ভয়ে ভীত হয়।[১২৬২]

٣/١٢٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ فَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا

১২৬১. বুখারী ১০৪১, ১০৫৭, ৩২০৪; মুসলিম ৯১১/১-২, নাসায়ী ১৪৬২, আহমাদ ১৬৬৫২, দারিমী ১৫২৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৬২. নাসায়ী ১৪৮৫, ১৪৮৮-৯০; আবূ দাউদ ১১৯৩। মিশকাত ১৪৯৩, ইরওয়া' ১৩১, তা'লীক স্বহীহ বিন খুযাইমাহ ১৪০২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী জামীল ইবনুল হাসান বিন জামীল আল-আত্তাকী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্নিকাহ তবে অপরিচিত। ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তিনি ভালো। ২. আবদুল ওয়াহ্হাব সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্নিকাহ তবে তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন।

هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ».

৩/১২৬৩। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব য়ূনুস ইবনু শিহাব উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র আয়িশাহ (رضي الله عنها) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি বের হয়ে মাসজিদে চলে যান। তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলেন এবং লোকজন তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়। রসূলুল্লাহ (ﷺ) দীর্ঘ কিরাআত পড়েন, অতঃপর তাকবীর বলে দীর্ঘ রুকূ' করেন, অতঃপর মাথা তুলে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ" বলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিরাআত পড়েন, তবে তা ছিল পূর্বের কিরাআতের তুলনায় কম দীর্ঘ। অতঃপর তাকবীর বলে রুকূ'তে গিয়ে দীর্ঘ রুকূ' করেন, তবে তা পূর্বের রুকুর চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রব্বানা ওয়ালাকাল হাম্দ" বলেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতেও তাই করেন। তিনি মোট চার রাকআত স্বলাত পড়েন এবং তাঁর স্বলাত শেষ করার পূর্বেই সূর্যগ্রহণ সমাপ্ত হয়। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে লোকেদের উদ্দেশে ভাষণ দেন। তিনি আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করার পর বলেন, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত দু'টি নিদর্শন। কারো জীবন-মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ বা **চন্দ্রগ্রহণ হয় না। তোমরা তা দেখলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে স্বলাতে রত হও।**[১২৬৩]

٤/١٢٦٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْكُسُوفِ فَلَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا».

৪/১২৬৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' সুফইয়ান (বিন সাঈদ) (তিনি স্বিকাহ হাফিয রাবী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো তাদলীস করেন) আসওয়াদ বিন কায়স স্বা'লাবাহ বিন ইবাদ (মাকবূল) সামুরাহ বিন জুনদুব (رضي الله عنه) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের সাথে নিয়ে সূর্যগ্রহণের স্বলাত পড়লেন। আমরা তাঁর (কিরাআতের) কোন শব্দ শুনতে পাইনি।[১২৬৪]

٥/١٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ

১২৬৩. বুখারী ১০৪৪, ১০৪৬-৪৭, ১০৫০, ১০৫৬, ১০৫৮, ১০৬৪, ১০৬৬, ১২১২, ৩২০৩; মুসলিম ৯০১/১-৫, ৯০২-৩; তিরমিযী ৫৬১, ৫৬৩; নাসায়ী ১৪৬৫-৬৬, ১৪৭০, ১৪৭২-৭৭, ১৪৮১, ১৪৯৪, ১৪৯৭, ১৪৯৯, ১৫০০; আহমাদ ১১৭৭, ১১৮০, ১১৮৭-৮৮, ১১৯০; আহমাদ ২৩৭৪৭, ২৩৯৫২, ২৪৭৮৪, ২৪৮২৩; মুওয়াত্তা মালিক ৪৪৪, ৪৪৬; দারিমী ১৫২৭, ১৫২৯। ইরওয়া' ৬৫৮, স্বহীহ আবী দাউদ ১০৬৮, ১০৭১ । তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৬৪. তিরমিযী ৫৬২, নাসায়ী ১৪৮৪, আবূ দাউদ ১১৮৪। মিশকাত ১৪৯০, দঈফ আবী দাউদ ২১৬, তা'লীক স্বহীহ ইবনু খুযাইমাহ ১৩৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী স্বা'লাবাহ বিন ইবাদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার ব্যাপরটি অজ্ঞাত। ইবনু হাজার ও ইবনুল কাত্তান বলেন, তিন মাজহুল বা অপরিচিত।

السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ «لَقَدْ دَنَتْ مِنِّي الْجَنَّةُ حَتَّى لَوِ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيْ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ نَافِعٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ لَهَا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خِشَاشِ الْأَرْضِ».

৫/১২৬৫। মুহরিয বিন সালামাহ আল-আদানী নাফি' বিন উমার আল-জুমহী (আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ) বিন আবূ মুলায়কাহ আসমা' বিনতু আবূ বাক্র (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূর্যগ্রহণের স্বলাত পড়েন। তাতে তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন, দীর্ঘ রুকূ' করেন, রুকূ' থেকে উঠেও দীর্ঘ কিয়াম করেন, পুনরায় দীর্ঘ রুকূ' করেন, অতঃপর মাথা তোলেন, অতঃপর সাজদাহয় গিয়ে দীর্ঘ সাজদাহ করেন, অতঃপর মাথা তোলেন, আবার দীর্ঘ সাজদাহ করেন, অতঃপর উঠে দীর্ঘ কিয়াম করেন, অতঃপর রুকূ'তে গিয়েও দীর্ঘক্ষণ রুকূ'তে থাকেন, অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় সাজদাহয় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ সাজাদাহয় থাকেন, অতঃপর মাথা তুলে পুনরায় সাজদাহয় গিয়ে দীর্ঘক্ষণ সাজদাহয় থাকেন। অতঃপর স্বলাত শেষ করে বলেন, জান্নাত আমার নিকটবর্তী হলো, এমনকি আমি ইচ্ছা করলে হাত বাড়িয়ে তার ফলগুচ্ছ আহরণ করে তোমাদের জন্য নিয়ে আসতে পারতাম। অনুরূপভাবে জাহান্নাম আমার নিকটবর্তী হলো, এমনকি আমি বললাম, হে প্রভু! আমি তাদের মধ্যে থাকতেও (কি তাদের শাস্তি দেয়া হবে)? নাফি' (রহঃ) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, আমি এক নারীকে দেখলাম যে, তার একটি বিড়াল তাকে নখর দ্বারা আঁচড় কাটছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তার এ অবস্থা কেন? ফেরেশতারা বলেন, সে একে আটক করে রেখেছিল, অবশেষে অনাহারে এটি মারা যায়। সে একে আহারও দেয়নি এবং ছেড়েও দেয়নি, যাতে জমিনের কীট-পতঙ্গ খেতে পারতো।[১২৬৫]

٥/١٥٣. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

৫/১৫৩. অধ্যায় : ইস্‌তিস্‌কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) স্বলাত

١٢٦٦/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأُمَرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا مَنَعَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي قَالَ «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ».

১/১২৬৬। আলী বিন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওয়াকী' সুফইয়ান হিশাম বিন ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন কিনানাহ (মাকবূল) তার পিতা (ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন কিনানাহ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) (ইসহাক) বলেন, কোন এক শাসক ইসতিসকার স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আমাকে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট পাঠান। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সরাসরি আমার নিকট জিজ্ঞেস করতে তাকে কিসে বাধা দিলো! তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিনয়ী ও নম্রভাবে,

---

১২৬৫. বুখারী ৭৪৫, মুসলিম ৯০৫, নাসায়ী ১৪৯৮, আহমাদ ২৬৪২৩-২৪, ২৬৪৫২; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

সাধারণ পোশাক পরে, ভীত বিহাল হয়ে রওয়ানা করে ধীরপদে (মাঠে) পৌঁছে দু' রাকআত স্বলাত পড়লেন, যেভাবে তিনি ঈদের স্বলাত পড়েন। কিন্তু তিনি তোমাদের এই খুতবাহ্র ন্যায় খুতবাহ দেননি।[১২৬৬]

١٢٦٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ يُحَدِّثُ أَبِي عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ «خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى لِيَسْتَسْقِيَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

١٢٦٧/٢ (١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ قَالَ سُفْيَانُ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو أَجَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ أَوِ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ قَالَ لَا بَلِ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ.

২/১২৬৭। মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ্ সুফইয়ান (বিন উইয়ায়নাহ) আবদুল্লাহ বিন আবূ বাক্র আব্বাদ বিন তামীম তার চাচা (আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আস্বিম) তিনি নাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ইসতিসকার স্বলাত পড়ার জন্য মাঠে রওয়ানা হলেন। তিনি (মাঠে পৌঁছে) কিবলামুখী হন, তাঁর চাদর উল্টিয়ে পরেন এবং দু' রাকআত স্বলাত পড়েন।

২/১২৬৭ (১)। মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ্ সুফ্ইয়ান বিন উইয়ায়নাহ্ ইয়াহ্ইয়া বিন সাঈদ আবূ বাক্র বিন মুহাম্মাদ বিন আম্র বিন হায্ম আব্বাদ বিন তামীম তার চাচা (আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আস্বিম) নাবী সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুফ্ইয়ান-মাসঊদী বলেন, আমি আবূ বাক্র বিন মুহাম্মাদকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি তাঁর পোশাকের উপরিভাগ নিচে করেছিলেন, না ডান দিক বাঁ দিকে করেছিলেন? তিনি বলেন, না, বরং ডান দিক বাঁ দিকে করেছিলেন।[১২৬৭]

١٢٦٨/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي «فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ».

৩/১২৬৮। আহমাদ ইবনুল আযহার ও হাসান বিন আবুর রাবী' ওয়াহব বিন জারীর আমার পিতা (জারীর বিন হাযিম বিন যায়দ) নু'মান (বিন রাশিদ) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) যুহরী হুমায়দ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ এক

১২৬৬. তিরমিযী ৫৫৮, ১৫০৮; নাসায়ী ১৫০৬, ১৫২১; আবূ দাঊদ ১১৬৫। ইরওয়া' ৬৬৫, ৬৬৯; মিশকাত ১৫০৫, তাবলীক বিন খুযাইম ১৪০১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১২৬৭. বুখারী ১০০৫, ১০১১-১২, ১০২৩-৩০, ৬৩৪৩; মুসলিম ৮৯৪/১-৪, তিরমিযী ৫৫৬, নাসায়ী ১৫০৫, ১৫০৭, ১৫০৯-১২, ১৫১৯-২০, ১৫২২; আবূ দাঊদ ১১৬১-৬২, ১১৬৪, ১১৬৬-৬৭; আহমাদ ১৫৯৯৭, ১৫৯৯৯, ১৬০১৩, ১৬০২৫, ১৬০৩৮; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৪৮, দারিমী ১৫৩৩-৩৪। নাসায়ী ১৫০৫ স্বহীহ, স্বহীহ আবী দাঊদ ১০৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو أَجَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ أَوِ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ قَالَ لَا بَلِ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ. মাসউদীর কথা ব্যতীত স্বহীহ।

Contents

দিন বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য রওয়ানা হলেন। তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে আযান ও ইক্বামাত ব্যতীত দু' রাকআত স্বলাত পড়েন, অতঃপর আমাদের উদ্দেশে খুতবাহ দিলেন, তাঁর মুখমণ্ডল কিবলামুখী করে তাঁর উভয় হাত উপরে তুলে আল্লাহ্‌র নিকট দুআ' করেন এবং তাঁর চাদর উলোটপালট করে পরেন, চাদরের ডান দিক বামে এবং বাম দিক ডানে আনেন।[১২৬৮]

١٥٤/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ

৫/১৫৪. অধ্যায় : ইসতিসক্বার স্বলাতের দুআ'।

١٢٦٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبٍ يَا كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاحْذَرْ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَسْقِ اللهَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيئًا مَرِيعًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ قَالَ فَمَا جَمَّعُوا حَتَّى أُجِيبُوا قَالَ فَأَتَوْهُ فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْمَطَرَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ تَهَدَّمَتْ الْبُيُوتُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَجَعَلَ السَّحَابُ يَنْقَطِعُ يَمِينًا وَشِمَالًا».

১/১২৬৯। ০(আবূ কুরায়ব)X(আবূ মুআবিয়াহ)X(আ'মাশ)X(আমর বিন মুররাহ)X(সালিম বিন আবূল জা'দ)X(শুরাহবীল ইবনুস সিমত)X(তিনি কা'ব বিন মুররাহ (রাঃ))০-কে বলেন, হে কা'ব বিন মুররাহ! আমাদের নিকট রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস্ব বর্ণনা করুন এবং সতর্কতা অবলম্বন করুন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আল্লাহ্‌র নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দু'হাত তুলে দুআ' করেন ঃ "আল্লাহুম্মা আসকিনা গাইছান মারী'আন মারী'আন তবাকান আজিলান গাইরা রাইছিন নাফিআন গাইরা দাররিন" (হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান করুন যা সুপেয়, ফসল উৎপাদক, পর্যাপ্ত, বিলম্বে নয়, অবিলম্বে, উপকারী এবং ক্ষতিকর নয়)। কা'ব (রাঃ) বলেন, জুমুআহ্‌র স্বলাত শেষ না হতেই বৃষ্টি হয়ে গেলো। পরে লোকেরা তাঁর নিকট এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করলো এবং বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! বাড়িঘর ধ্বসে যাচ্ছে। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের উপর নয়, আমাদের আশেপাশে বর্ষিত হোক। রাবী বলেন, তৎক্ষণাৎ মেঘমালা টুকরা টুকরা হয়ে ডানে-বামে সরে গেলো।[১২৬৯]

١٢٧٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٍ وَلَا يَخْطِرُ لَهُمْ فَحْلٌ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا طَبَقًا مَرِيعًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ ثُمَّ نَزَلَ فَمَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ مِنْ وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إِلَّا قَالُوا قَدْ أُحْيِينَا».

১২৬৮. আহমাদ ৮১২৮। ইবনু খুযাইমাহ ১৪০৯ দঈফ। তাহক্বীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী নু'মান (বিন রাশিদ) সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি একাধিক মুনকার হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্বের মধ্যে অধিক সন্দেহ থাকে। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল।

১২৬৯. আহমাদ ২৭৬৮৯। ইরওয়া' ১/১৪৫। তাহক্বীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/১২৭০। মুহাম্মাদ বিন আবূল কাসিম (উপাধি) আবূল আহওয়াস্ব হাসান ইবনুর রাবী' আবদুল্লাহ বিন ইদরীস হুসায়ন হাবীব বিন আবূ স্বাবিত ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, এক বেদুইন নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি অবশ্যি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট থেকে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি যাদের রাখালদের পর্যাপ্ত আহারের সংস্থান নেই, এমনকি তারা তাদের চতুস্পদ জন্তুর বেঁচে থাকার আশাও ত্যাগ করেছে। তিনি স্বলাত পড়লেন অতঃপর মিম্বারে উঠে আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন, অতঃপর দুআ' বললেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সাহায্যকারী বৃষ্টির পানি দান করুন যা সুপেয়, পর্যাপ্ত, ফসল উৎপাদক, প্রচুর, অবিলম্বে, বিলম্বে নয়"। অতঃপর তিনি মিম্বার থেকে নামলেন। অতঃপর যে সকল লোকই তাঁর নিকট এসেছে তারাই বলেছে, আমাদের এখানে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে।[১২৭০]

١٢٧١/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَرَكَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «اسْتَسْقَى حَتَّى رَأَيْتُ أَوْ رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» قَالَ مُعْتَمِرٌ أُرَاهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ.

৩/১২৭১ আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আফ্ফান (বিন মুসলিম) মু'তামির তার পিতা (সুলায়মান বিন তরখান) বারাকাহ (আবূল ওয়ালীদ) বাশীর বিন নাহীক আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বৃষ্টিপাতের জন্য দুআ' করলেন, এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা (উপরে হাত তোলার কারণে) দেখতে পাই। অধস্তন রাবী মু'তামির (রহঃ) বলেন, আমার মতে তিনি ইসতিসকার স্বলাতে এভাবে দুআ' করেন।[১২৭১]

١٢٧٢/٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَمَا نَزَلَ حَتَّى جَيَّشَ كُلُّ مِيزَابٍ بِالْمَدِينَةِ فَأَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ.

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ * ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ.

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ».

৪/১২৭২। আহমাদ ইবনুল আযহার আবূন নাদর (হাশিম ইবনুল কাসিম বিন মুসলিম বিন মিকসাম) আবূ আকীল (আবদুল্লাহ বিন উকায়ল) (তিনি সত্যবাদী) উমার বিন হামযাহ (দঈফ বা দুর্বল) সালিম তার পিতা আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) তিনি বলেন, কখনও কখনও আমার কবির কবিতা স্মরণ হতো এবং আমি মিম্বারের উপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেহারা মোবারকের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করে রাখতাম। তিনি মিম্বার থেকে অবতরণ না করতেই মাদীনাহ্র বাড়িঘরের ছাদের পানিবাহী নল দিয়ে (বৃষ্টির) পানি পড়তে শুরু করে (পানি অপসারী নালা দিয়ে পানি বয়ে যেতে শুরু করতো)। তখন কবির কবিতা আমার মনে পড়ে যেতো ঃ "কত সুন্দর সৌন্দর্যময় সত্তা, যাঁর উসীলায় বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনা করা যায়, যিনি ইয়াতীম ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল"। এটা আবূ তালিবের কবিতা।[১২৭২]

১২৭০. ইরওয়া' ১/১৪৫-১৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

১২৭১. আহমাদ ৭১৭২, ৮৬১২। তা'লীক বিন খুযাইমাহ ১৪১৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১২৭২. বুখারী ১০০৯, আহমাদ ৫৬৪০। বুখারীতে তা'লীক ও মাওদূদ রূপে। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী উমার বিন হামযাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।

٥/١٥٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

৫/১৫৫. অধ্যায় : দু' ঈদের স্বলাত সম্পর্কে

١٢٧٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ «صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَذَكَّرَهُنَّ وَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ وَبِلَالٌ قَائِلٌ بِيَدَيْهِ هَكَذَا فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخُرْصَ وَالْخَاتَمَ وَالشَّيْءَ».

১/১২৭৩। «মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ»«সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ»«আয়্যূব»«আতা'»«তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)» কে বলতে শুনেছি, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি খুতবা দানের পূর্বে স্বলাত আদায় করেছেন, অতঃপর খুতবাহ দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তিনি মহিলাদের তাঁর ভাষণ শুনাতে পারেননি (তাঁর কণ্ঠস্বর তাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি)। অতএব তিনি তাদের নিকট এসে তাদেরকে উপদেশ দেন, ওয়াজ-নাসীহাত করেন এবং তাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দেন। আর বিলাল (রাঃ) তার হাতের কাপড় এভাবে ধরেন। মহিলারা তাদের স্বর্ণের বালা, আংটি ও অন্যান্য জিনিস (সেই কাপড়ের মধ্যে) ঢেলে দিতে থাকেন।[১২৭৩]

١٢٧٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ».

১/১২৭৪। «আবূ বাকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী»«ইয়াহইয়া বিন সাঈদ»«(আবদুল মালিক বিন আবদুল আযীয) বিন জুরায়জ»«হাসান বিন মুসলিম»«তাঊস (বিন কায়সান)»«ইবনু আব্বাস (রাঃ)» নাবী (ﷺ) ঈদের দিন আযান ও ইকামাত ব্যতীত (ঈদের) স্বলাত পড়েন।[১২৭৪]

١٢٧٥/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ و عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

৩/১২৭৫। «আবূ কুরায়ব»«আবূ মুআবিয়াহ»«আ'মাশ»«ইসমাঈল বিন রাজা'»«তার পিতা (রাজা' বিন রাবীআহ)»«আবূ সাঈদ (রাঃ)» «আবূ কুরায়ব»«আবূ মুআবিয়াহ»«আ'মাশ»«কায়স বিন

১২৭৩. বুখারী ৯৮, ৮৬৩, ৯৫৯-৬০, ৯৬২, ৯৬৪, ৯৭৫, ৯৭৭, ১৪৪৯, ৪৮৯৫, ৫২৪৯, ৫৮৮০-৮১, ৭৩২৫; মুসলিম ৮৮৪/১-৩, ৮৮৬; নাসায়ী ১৫৬৯, ১৫৮৬; আবূ দাউদ ১১৪২, ১১৪৬, ১১৫৯; আহমাদ ১৬০৩-৪, ১৬১০, ১৯০৫, ১৯৮৪, ২০৬৩, ২১৭০, ২৫২৯, ২৫৬৯, ২৫৮৮, ৩০৫৪, ৩০৯৫, ৩২১৫, ৩২১৭, ৩৩০৫, ৩৪৭৭; ইবনু মাজাহ ১২৯১। স্বহীহ আবী দাউদ ১০৩৬-১০৩৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৭৪. বুখারী ৯৫৯-৬০, মুসলিম ৮৮৬/১-২, তিরমিযী ৫৩৭, আবূ দাউদ ১১৪৬-৪৭, আহমাদ ২১৭০, ২৫৬৯, ৩০৯৫, ৩২১৭, ৩৩০৫। স্বহীহ আবী দাউদ ১০৪১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

মুসলিম (তিনি স্বিকাহ রাবী কিন্তু মুরজিয়াহ মতাবলম্বী) তারিক ইবনু শিহাব (রাঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) তিনি বলেন, ঈদের দিন মারওয়ান (ঈদের মাঠে) মিম্বার বের করে আনে এবং ঈদের স্বলাত পড়ার আগে খুতবাহ দেয়। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে মারওয়ান! তুমি সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করেছো। তুমি ঈদের দিন (মাঠে) মিম্বার বের করে এনেছো, অথচ তা ঈদের মাঠে বের করে আনা হতো না। আবার তুমি ঈদের স্বলাত পড়ার পূর্বে খুতবা দিতে শুরু করলে, অথচ স্বলাতের আগে খুতবাহ দিয়ে শুরু করা হতো না। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন, এই ব্যক্তি অবশ্যি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি **ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে এবং তার হাত দিয়ে তা প্রতিহত করার সামর্থ্য থাকলে সে যেন তা নিজ হাতে প্রতিহত করে। তার সেই সামর্থ্য না থাকলে সে যেন মুখের ভাষায় তা প্রতিহত (বা প্রতিবাদ) করে।** যদি মুখের ভাষায় প্রতিহত করার সামর্থ্য তার না থাকে তবে সে যেন তার অন্তরে তা প্রতিহত করে। এটা ঈমানের খুবই নিম্নস্তর।[১২৭৫]

١٢٧٦/٤ - حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ».

৪/১২৭৬। হাওস্বার বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু **উমার (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ), অতঃপর আবূ বাক্র (রাঃ), অতঃপর উমার (রাঃ) খুতবাদানের পূর্বে ঈদের স্বলাত আদায় করতেন।**[১২৭৬]

١٥٦/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي كَمْ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

৫/১৫৬. অধ্যায় : দু' ঈদের স্বলাতে ইমাম কত তাকবীর দিবেন?

١٢٧٧/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

১/১২৭৭। হিশাম বিন আম্মার আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল) আমার পিতা (সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ) (মাসতূর বা অপরিচিত) তার পিতা (আম্মার বিন সা'দ) (মাকবূল) দাদা (সা'দ বিন আয়িয) (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু' ঈদের স্বলাতের প্রথম রাকআতে কুরআন পাঠের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকআতেও কুরআন পাঠের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন।[১২৭৭]

১২৭৫. বুখারী ৯৫৬, মুসলিম ৪৯, তিরমিযী ২১৭২, নাসায়ী ৫০০৮-৯, আবূ দাউদ ১১৪০, ৪৩৪০; আহমাদ ১০৬৮৯, ১০৭৬৬, ১১০৬৮, ১১১০০, ১১১২২, ১১৪৬৬; ইবনু মাজাহ ৪০১৩। স্বহীহ আবী দাউদ ১০৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৭৬. বুখারী ৯৫৭, ৯৬৩; মুসলিম ৮৮৮, তিরমিযী ৫৩১, নাসায়ী ১৫৬৪, আহমাদ ৫৬৩০। ইরওয়া' ৬৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৭৭. দারিমী ১৬০৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন সা'দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। ২. সা'দ বিন আম্মার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। এ হাদীসের ৬৯টি শাহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে তিরমিযী ১টি, ইবনু মাজাহ ৩টি, আহমাদ ৫টি, দারাকুতনী ৬টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

١٢٧٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا».

২/১২৭৮। আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন ইয়া'লা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও সন্দেহ করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্র) দাদা আবদুল্লাহ্ বিন আমর ইবনুল আস্র থেকে বর্ণিত। নাবী ঈদের স্বলাতে পর্যায়ক্রমে (প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে) সাত ও পাঁচ তাকবীর দিতেন।[১২৭৮]

١٢٧٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ».

৩/১২৭৯। আবূ মাসউদ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দ বিন আকীল মুহাম্মাদ বিন খালিদ বিন আসমা'হ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) কাস্রীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ) (মাকবূল) দাদা (আম্র বিন আওফ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ দু' ঈদের স্বলাতে প্রথম রাকআতে সাত তাকবীর এবং শেষের রাকআতে পাঁচ তাকবীর দিতেন।[১২৭৯]

١٢٨٠/٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ وَعُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ».

৪/১২৮০। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী) আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব (আবদুল্লাহ) ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার নিজ লিখিত কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন) খালিদ বিন ইয়াযীদ ও উকায়ল ইবনু শিহাব উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র আয়িশাহ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহার স্বলাতে রুকূ'-সাজদাহর তাকবীর ব্যতীত অতিরিক্ত সাত ও পাঁচ তাকবীর দিতেন।[১২৮০]

١٥٧/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

৫/১৫৭. অধ্যায় : দু' ঈদের স্বলাতের কিরাআত।

১২৭৮. আবূ দাউদ ১১৫১। স্বহীহ আবী দাউদ ১০৪৫-১০৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

১২৭৯. তিরমিযী ৫৩৬। মিশকাত ১০৪১, তা;লীক বিন খুযাইমাহ ১৪৩৮, ১৪৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্রের রাবী কাস্রীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন অথবা মিথ্যার একটি রুকন। আমহাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১২৮০. আবূ দাউদ ১১৪৯। ইরওয়া' ৬৩৯, স্বহীহ আবী দাউদ ১০৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٢٨١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ».

১/১২৮১। মুহাম্মাদ ইবনুস্ব স্বাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির তার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনুল মুনতাশির) হাবীব বিন সালিম নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু' ঈদের স্বলাতে সূরাহ "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা" ও সূরাহ "হাল আতাকা হাদীস্বুল গাশিয়া" পড়তেন।[১২৮১]

١٢٨٢/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ «خَرَجَ عُمَرُ يَوْمَ عِيدٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ قَالَ بِقَافْ وَاقْتَرَبَتْ».

২/১২৮২। মুহাম্মাদ ইবনুস্ব স্বাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ দমরাহ বিন সাঈদ উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ .... তিনি বলেন, উমার (রাঃ) ঈদের স্বলাত আদায় করতে রওয়ানা হলেন। তিনি আবূ ওয়াকিদ আল-লায়স্বী (রাঃ)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আজকের মত এ দিনে নাবী (সাঃ) কী তিলাওয়াত করতেন? তিনি জানান যে, মহানাবী (সাঃ) সূরাহ "কাফ" ও সুরা "ইকতারাবাতিস সাআহ" দ্বারা কিরাআত পড়তেন।[১২৮২]

١٢٨٣/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ «يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ».

৩/১২৮৩। আবূ বাকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) ঈদের স্বলাতে সুরা আলা' ও সূরাহ গাশিয়া পড়তেন।[১২৮৩]

١٥٨/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

৫/১৫৮. অধ্যায় : দু' ঈদের স্বলাতে খুতবা।

১২৮১. মুসলিম ৮৭৮, তিরমিযী ৫৩৩, নাসায়ী ১৪২৪, ১৫৯০; আবূ দাউদ ১১২২, আহমাদ ১৭৯১৬, ১৭৯৪২, ১৭৯৬৩, ১৭৯৭০; দারিমী ১৫৬৮, ১৬০৭। ইরওয়া' ৬৪৪, স্বহীহ আবী দাউদ ১০২৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৮২. মুসলিম ৮৯১/১-২, তিরমিযী ৫৩৪, নাসায়ী ১৫৬৭, আবূ দাউদ ১১৫৪, আহমাদ ২১৩৮৯, ২১৪০৪; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৩৩। স্বহীহাহ ১০৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৮৩. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হুজ্জাহ নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করা উচিত নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

Contents

١٢٨٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا كَاهِلٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ فَحَدَّثَنِي أَخِي عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا».

১/১২৮৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, ওয়াকী', ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ, আমার ভাই (সা'দ বিন আবূ খালিদ), আবূ কাহিল (কায়স বিন আয়িয) (রাঃ) তিনি নাবী (সাঃ)-এর সাহচর্য লাভ করেন। তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে একটি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় খুতবাহ দিতে দেখেছি। এক হাবশী গোলাম উষ্ট্রীর লাগাম ধরে রেখেছিল।[১২৮৪]

١٢٨٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَائِذٍ هُوَ أَبُو كَاهِلٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ حَسْنَاءَ وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِهَا».

২/১২৮৫। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র, মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ, ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ, আবূ কাহিল (কায়স বিন আয়িয (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে একটি সুন্দর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছি। এক হাবশী গোলাম তার লাগাম ধরে রেখেছিলস।[১২৮৫]

١٢٨٦/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَجَّ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ «يَخْطُبُ عَلَى بَعِيرِهِ».

৩/১২৮৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়াবাহ, ওয়াকী', সালামাহ বিন নুবায়ত, তার পিতা (নুবায়ত বিন শারীত (রাঃ) তিনি হাজ্জ করেন এবং বলেন, আমি নাবী (সাঃ)-কে তাঁর উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় খুতবাহ দিতে দেখেছি।[১২৮৬]

١٢٨٧/٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ».

৪/১২৮৭। হিশাম বিন আম্মার, আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ আল-মুআয্যিন (দঈফ বা দুর্বল), আমার পিতা (সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ আল-মুআয্যিন) মাসতূর বা অপরিচিত), তার পিতা (সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ আল-মুআয্যিন) (মাকবূল), দাদা (সা'দ বিন আয়িয) (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) অধিকাংশ খুতবাহ্য় বেশি বেশি তাকবীর বলতেন এবং তিনি দু' ঈদের খুতবাহ্য় আরো অধিক সংখ্যায় তাকবীর বলতেন।[১২৮৭]

١٢٨٨/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقِفُ عَلَى رِجْلَيْهِ

১২৮৪. নাসায়ী ১৫৭৩, আহমাদ ১৮২৫০, ইবনু মাজাহ ১২৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১২৮৫. নাসায়ী ১৫৭৩, আহমাদ ১৮২৫০, ইবনু মাজাহ ১২৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১২৮৬. নাসায়ী ৩০০৭-৮, আবূ দাউদ ১৯১৬, আহমাদ ১৮২৪৬, ১৮২৪৮। ইরওয়া' ৬৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১২৮৭. ইরওয়া ৬৪৭ দঈফ, জামি সগীর ৪৫৯৭ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ আল-মুআয্যিন সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ২. সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ আল-মুআয্যিন সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত।

فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَيَقُولُ «تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا فَأَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالشَّيْءِ فَإِنْ كَانَتْ حَاجَةٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا يَذْكُرُهُ لَهُمْ وَإِلَّا انْصَرَفَ».

৫/১২৮৮। আবূ কুরায়ব আবূ উসামাহ দাউদ বিন কায়স ইয়ায বিন আবদুল্লাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের দিন বের হতেন এবং লোকেদের নিয়ে দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতেন, তারপর সালাম ফিরাতেন। এরপর তিনি তাঁর উভয় পায়ের উপর দাঁড়িয়ে উপবিষ্ট লোকেদের দিকে মুখ করে বলতেন ঃ তোমরা দান-খয়রাত করো, তোমরা দান-খয়রাত করো। দান-খয়রাতকারীদের অধিকাংশই ছিল মহিলা। তারা কানবালা, আংটি ও অন্যান্য জিনিস দান করে। তিনি যদি কোথাও সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা জরুরী মনে করতেন, তাহলে তাদের উদ্দেশে সে সম্পর্কে আলোচনা করতেন, অন্যথায় ফিরে আসতেন।[১২৮৮]

١٢٨٩/٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ».

৬/১২৮৯। ইয়াহইয়া বিন হাকীম আবূ বাহর (আবদুর রহমান বিন উসমান) (দঈফ বা দুর্বল) ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-খাওলানী (দঈফ বা দুর্বল) আবুয যুবায়র জাবির (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন অথবা ঈদুল আযহার দিন বের হলেন। অতঃপর তিনি (স্বলাত শেষে) দাঁড়িয়ে খুতবাহ দেন, তারপর কিছুক্ষণ বসার পর পুনরায় দাঁড়িয়ে খুতবাহ দেন।[১২৮৯]

١٥٩/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي انْتِظَارِ الْخُطْبَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

৫/১৫৯. অধ্যায় : স্বলাতের পর খুতবাহ্র জন্য অপেক্ষা করা।

١٢٩٠/١ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ الْبَجَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ ثُمَّ قَالَ «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ».

১/১২৯০। হাদীয়্যাহ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ও আমর বিন রাফি' আল-বাজালী ফাদল বিন মূসা ইবনু জুরায়জ আতা' (বিন আবূ রাবাহ আসলাম) আবদুল্লাহ্ ইবনুস সাইব (রাঃ) তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের নিয়ে ঈদের স্বলাত পড়েন, অতঃপর বলেন, আমরা স্বলাত আদায়

১২৮৮. বুখারী ৩০৪, ১৪৬২; মুসলিম ৮০, ৮৮৯; নাসায়ী ১৫৭৬। ইরওয়া' ৬৩০, ৬৩৫; স্বহীহা ২৯৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৮৯. তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. আবূ বাহর (আবদুর রহমান বিন উসমান) সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষেরা তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ২. ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-খাওলানী সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। ইবনু মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণযোগ্য নয়। আমর ইবনুল ফাল্লাস বলেন, হাদীস্ব বর্ণনায় তিনি দুর্বল তাছাড়া তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন।

করেছি। অতএব যে পছন্দ করে সে খুতবাহ্‌র জন্য বসুক এবং যে চলে যেতে পছন্দ করে সে চলে যাক।[১২৯০]

١٦٠/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا

৫/১৬০. অধ্যায় : ঈদের স্বলাতের আগে ও পরে (নফল) স্বলাত পড়া।

١٢٩١/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «خَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ الْعِيدَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا».

১/১২৯১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ শু'বাহ আদী বিন স্বাবিত সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বের হয়ে এসে লোকেদের সাথে স্বলাত পড়েন। তিনি ঈদের স্বলাতের পূর্বে বা পরে (নফল) স্বলাত পড়েননি।[১২৯১]

١٢٩٢/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا فِي عِيدٍ».

২/১২৯২। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আত-তায়িফী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন ও সন্দেহ করেন) আমর বিন শুআয়ব তার পিতা (শুআয়ব বিন মুহাম্মাদ বিন আদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্) দাদা আবদুল্লাহ বিন আম্‌র বিন শুআইব (রাঃ) নাবী (সাঃ) ঈদের স্বলাতের আগে বা পরে (নফল) স্বলাত পড়েননি।[১২৯২]

١٢٩٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

৩/১২৯৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া হায়স্বাম বিন জামীল উবায়দুল্লাহ বিন আমর আর-রাক্কী আদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল (বিন আবূ তালিব) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্বের ব্যাপারে দুর্বলতা আছে) আতা বিন ইয়াসার আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের স্বলাতের আগে কোন স্বলাত আদায় করতে না। তবে তিনি তাঁর বাড়িতে ফিরে আসার পর দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতেন।[১২৯৩]

١٦١/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا

৫/১৬১. অধ্যায় : পদব্রজে ঈদগাহে যাওয়া।

১২৯০. নাসায়ী ১৫৭১, আবূ দাউদ ১১৫৫। ইরওয়া' ৬২৯, স্বহীহ আবী দাউদ ১০৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৯১. বুখারী ৯৮, ৮৬৩, ৯৫৯-৬০, ৯৬২, ৯৬৪, ৯৭৫, ৯৭৭, ১৪৪৯, ৪৮৯৫, ৫২৪৯, ৫৮৮০-৮১, ৭৩২৫; মুসলিম ৮৮৪/১-৩, ৮৮৬; নাসায়ী ১৫৬৯, ১৫৮৬; আবূ দাউদ ১১৪২, ১১৪৬, ১১৫৯; আহমাদ ১৬০৩-৪, ১৬১০, ১৯০৫, ১৯৮৪, ২০৬৩, ২১৭০, ২৫২৯, ২৫৬৯, ২৫৮৮, ৩০৫৪, ৩০৯৫, ৩২১৫, ৩২১৭, ৩৩০৫, ৩৪৭৭; ইবনু মাজাহ ১২৭৩। ইরওয়া' ৬৩১, স্বহীহ আবী দাউদ ১০৫১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১২৯২. আহমাদ ৬৬৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

১২৯৩. আহমাদ ১০৮৪২, ১০৯৬২। ইরওয়া' ৩৯৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

Contents

١٢٩٤/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا».

১/১২৯৪। হিশাম বিন আম্মার আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল) আমার পিতা (সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ) (মাসতূর বা অপরিচিত) তার পিতা (আম্মার বিন সা'দ) (মাকবূল) দাদা (সা'দ বিন আয়িয) **তিনি বলেন, নাবী** পদব্রজে ঈদগাহে যেতেন **এবং পদব্রজেই ঈদগাহ থেকে ফিরে আসতেন।**[১২৯৪]

١٢٨٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ وَعُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا».

২/১২৯৫। মুহাম্মাদ ইবনুস স্বাব্বাহ আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-উমারী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) তার পিতা (আবদুল্লাহ আল-উমারী) (দঈফ বা দুর্বল) ও উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ পদব্রজেই ঈদগাহে যেতেন এবং পদব্রজেই ফিরে আসতেন।[১২৯৫]

١٢٨٥/٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «إِنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُمْشَى إِلَى الْعِيدِ».

৩/১২৯৬। ইয়াহইয়া বিন হাকীম আবূ দাউদ যুহায়র আবূ ইসহাক হারিস (বিন আবদুল্লাহ) (শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী, তার হাদীসের ব্যাপরে দুর্বলতা রয়েছে) আলী তিনি বলেন, পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।[১২৯৬]

١٢٨٦/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا».

৪/১২৯৭। মুহাম্মাদ ইবনুস স্বাব্বাহ আবদুল আযীয ইবনুল খাত্তাব মিনদাল (বিন আলী) (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (উবায়দুল্লাহ

১২৯৪. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়া' ৬৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন সা'দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। ২. সা'দ বিন আম্মার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

১২৯৫. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-উমারী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম বুখারী তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১২৯৬. তিরমিযী ৫৩০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী হারিস (বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন স্বালিহ আল-মিস্রী বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়।

বিন আবূ রাফি')⟩দাদা (আবূ রাফি') (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) পদব্রজে ঈদগাহে আসতেন।[১২৯৭]

١٦٢/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْخُرُوجِ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ طَرِيقٍ وَالرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِهِ

৫/১৬২. অধ্যায় : ঈদগাহে এক রাস্তা দিয়ে গমন এবং ভিন্ন রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন।

١٢٩٨/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ سَلَكَ عَلَى دَارِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ثُمَّ عَلَى أَصْحَابِ الْفَسَاطِيطِ ثُمَّ انْصَرَفَ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى طَرِيقِ بَنِي زُرَيْقٍ ثُمَّ يَخْرُجُ عَلَى دَارِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَدَارِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى الْبَلَاطِ».

১/১২৯৮। ⟨হিশাম বিন আম্মার⟩আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ (দঈফ বা দুর্বল)⟩আমার পিতা (সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ) (মাসতূর বা অপরিচিত)⟩তার পিতা (আম্মার বিন সা'দ) (মাকবূল)⟩দাদা (সা'দ বিন আয়িয) (রাঃ)⟩ নাবী (ﷺ) যখন দু' ঈদের স্বলাতের জন্য বের হতেন, তখন সাঈদ বিন আবূল আস (রাঃ)-এর ঘরের নিকট দিয়ে আসহাবে ফাসাতীত-এর দিক থেকে ঈদগাহে যেতেন। ফেরার পথে তিনি বনূ যরাইক্বের পথ ধরে, আম্মার বিন ইয়াসির ও আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)-এর ঘরের সম্মুখ দিয়ে বালাত নামক স্থানের দিকে আসতেন।[১২৯৮]

١٢٩٩/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

২/১২৯৯। ⟨ইয়াহইয়া বিন হাখীম⟩আবূ কুতায়বাহ⟩আবদুল্লাহ বিন উমার (বিন হাফস্ব বিন আস্বিম বিন উমার) (দঈফ বা দুর্বল)⟩নাফি'⟩ইবনু উমার (রাঃ)⟩ তিনি এক রাস্তা দিয়ে ঈদের মাঠে যেতেন এবং ভিন্ন রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন। তার মতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপ করতেন।[১২৯৯]

١٣٠٠/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ».

৩/১৩০০। ⟨আহমাদ ইবনুল আযহার⟩আবদুল আযীয ইবনুল খাত্তাব⟩মিনদাল (বিন আলী) (দঈফ বা দুর্বল)⟩মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' (দঈফ বা দুর্বল)⟩তার পিতা (উবায়দুল্লাহ

১২৯৭. ইবনু মাজাহ ১৩০০। তাহক্বীক আলবানী ঃ হাসান। মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল ও তার মাঝে একাধিক মুনকার হাদীস্ব পাওয়া যায়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১২৯৮. রওযন নাসীর ৩৩৫। তাহক্বীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. আবদুর রহমান বিন সা'দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। ২. সা'দ বিন আম্মার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

১২৯৯. আবূ দাউদ ১১৫৬। ইরওয়া' ৬৩৭, স্বহীহ আবী দাউদ ১০৪৯। তাহক্বীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল্লাহ বিন উমার (বিন হাফস্ব বিন আস্বিম বিন উমার আল-উমরী আল-কারশী) সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার হাদীস্বে ইদতিরাব রয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সানাদের মাঝে অতিরিক্ত করেন ও স্বিকাহ রাবী বিপরীত হাদীস্ব বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

বিন আবূ রাফি')দাদা (আবূ রাফি') থেকে বর্ণিত। নাবী পায়ে হেঁটে ঈদের মাঠে আসতেন এবং ভিন্ন পথে প্রত্যাবর্তন করতেন।[১৩০০]

١٣٠١/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ».

৪/১৩০১। মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ (দঈফ বা দুর্বল)আবূ তুমায়লাহ (ইয়াহইয়া বিন ওয়াযিহ)ফুলায়হ বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভূল করেন)সাঈদ ইবনুল হারিস্ব আয-যুরাকীআবূ হুরায়রাহ নাবী এক রাস্তা দিয়ে ঈদের মাঠে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন।[১৩০১]

١٦٣/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي التَّقْلِيسِ يَوْمَ الْعِيدِ

৫/১৬৩. অধ্যায় : ঈদের দিন দফ বাজানো।

١٣٠٢/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ شَهِدَ عِيَاضٌ الْأَشْعَرِيُّ عِيدًا بِالْأَنْبَارِ فَقَالَ «مَا لِي لَا أَرَاكُمْ تُقَلِّسُونَ كَمَا كَانَ يُقَلَّسُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

১/১৩০২। সুওয়ায়দ বিন সাঈদশারীক (বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ শারীক) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভূল করেন)মুগীরাহআমির (বিন শুরাহীল)তিনি বলেন, ইয়াদ আল-আশআরী আম্বার নামক এলাকায় ঈদের স্বলাতে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে দফ বাজাতে দেখছি না কেন, যেমন রসূলুল্লাহ-এর সামনে তা বাজানো হতো?[১৩০২]

١٣٠٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا وَقَدْ رَأَيْتُهُ إِلَّا شَيْءٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُقَلَّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ».

১৩০০. ইবনু মাজাহ ১২৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. মিনদাল (বিন আলী) সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈণ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ২. মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল ও তার মাঝে একাধিক মুনকার হাদীস্ব পাওয়া যায়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৩০১. বুখারী ৯৮৬, তিরমিযী ৫৪১, আহমাদ ৮২৪৯, দারিমী ১৬১৩। মিশকাত ১৪৪৭, ইরওয়া' ৩/১০৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন স্বিকাহ বললেও ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার হাদীস্বে অধিক মুনকার হাদীস্ব রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্বের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও ইবনু খিরাশ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৩০২. দঈফা ৪২৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। শারীক (বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ শারীক)সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু যখন তার হাদীস্ব স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হয় তখন তিনি তার মত পরিবর্তন করে নেন এটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তাকে হাদীস্বে সংমিশ্রণ করতে দেখেছি।

١٣٠٣/٢ (١) - قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا ابْنُ دِيزِيلَ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرٍ نَحْوَهُ.

২/১৩০৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবূ নুআয়ম (ফাদল বিন দুকায়ন বিন হাম্মাদ বিন যুহায়র) ইসরাঈল আবূ ইসহাক (আমর বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দ) আমির (বিন শুরাহীল) কায়স বিন সা'দ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানায় যা কিছু ঘটেছে তা আমি দেখেছি। একটি বিষয় আমি অবশ্যই দেখেছি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়ে ঈদুল ফিতরের দিন 'দফ' বাজানো হতো।

২/১৩০৩ (১)। আবুল হাসান বিন সালামাহ আল-কাত্তান ইবনু দীযীল আদাম শায়বান জাবির (রাঃ) আবুল হাসান বিন সালামাহ আল-কাত্তান ইবনু দীযীল আদাম ইসরাঈল জাবির (রাঃ) ইবরাহীম বিন নাস্‌র আবূ নুআয়ম শারীক আবূ ইসহাক আমির (বিন শুরাহীল) কায়স বিন সা'দ (রাঃ)[১৩০৩]

١٦٤/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْحَرْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

৫/১৬৪. অধ্যায় : ঈদের স্বলাতে বল্লম নিয়ে যাওয়া (সুতরা হিসাবে ব্যবহারের জন্য)

١٣٠٤/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ».

১/১৩০৪। হিশাম বিন আম্মার ঈসা বিন য়ূনুস আওযাঈ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের দিন ভোরবেলা ঈদগাহে যেতেন এবং তাঁর আগে আগে একটি বর্শা বহন করা হতো। তিনি ঈদগাহে পৌঁছলে তাঁর সামনে বর্শাটি পুঁতে দেয়া হতো। তিনি সেদিকে ফিরে স্বলাত আদায় করতেন। এ ছিল সেই সময়কার ঘটনা, যখন ঈদগাহ ছিলো খোলা মাঠ। তাতে এমন কিছু ছিল না যাকে সুতরা বানানো যেত।[১৩০৪]

١٣٠٥/٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا صَلَّى يَوْمَ عِيدٍ أَوْ غَيْرَهُ نُصِبَتْ الْحَرْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ».

قَالَ نَافِعٌ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.

১৩০৩. আহমাদ ১৫০৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন।

১৩০৪. বুখারী ৪৯৪, ৪৯৮, ৯৭২-৭৩; মুসলিম ৫০১/১-২, নাসায়ী ৭৪৭, ১৫৬৫; আবূ দাউদ ৬৮৭, আহমাদ ৫৭০০, ৬২৫০, ৬২৮৩, ৬৩৫২; দারিমী ১৪১০, ইবনু মাজাহ ৯৪১, ১৩০৫। ইরওয়া' ৫০৪ সহীহ, আবী দাউদ ৬৮৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/১৩০৫। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, ঈদের স্বলাত অথবা অন্য কোন স্বলাত আদায়কালে নাবী (সাঃ)-এর সামনে একটি বল্লম পুঁতে দেয়া হতো। তিনি সেদিকে ফিরে স্বলাত আদায় করতেন, লোকেরা তাঁর পেছনে থাকতো। নাফি' (রহঃ) বলেন, তাঁর অনুসরণে শাসকগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করেন।[১৩০৫]

١٣٠٦/٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «لَّى الْعِيدَ بِالْمُصَلَّى مُسْتَتِرًا بِحَرْبَةٍ».

৩/১৩০৬। হারূন বিন সাঈদ আল-আয়লী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব সুলায়মান বিন বিলাল ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আনাস বিন মালিক (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের মাঠে বর্শা দ্বারা সুতরা করে স্বলাত আদায় করতেন।[১৩০৬]

١٦٥/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ

৫/১৬৫. অধ্যায় : দু' ঈদের স্বলাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ

١٣٠٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ فَقُلْنَا أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».

১/১৩০৭। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ হিশাম বিন হাস্সান হাফস্বাহ বিনতু সীরীন উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন (ঈদের মাঠে) মহিলাদের নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, আমরা বললাম, তাদের কারো যদি চাদর না থাকে, তার ব্যাপারে আপনার কী মত? তিনি বলেন, তার বোন নিজ চাদর থেকে তাকে পরাবে।[১৩০৭]

١٣٠٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ لِيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلْيَجْتَنِبْنَ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ».

২/১৩০৮। মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ সুফইয়ান আয়্যূব (মুহাম্মাদ) বিন সীরীন উম্মু আতিয়্যাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা নাবালেগা ও বালেগা সকল মহিলাকে ঈদের মাঠে নিয়ে আসবে, যাতে তারা ঈদের নামাযে এবং মুসলিমদের দুআয় শরীক হতে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা যেন ঈদের মাঠে যাওয়া থেকে বিরত থাকে।[১৩০৮]

১৩০৫. বুখারী ৪৯৪, ৪৯৮, ৯৭২-৭৩; মুসলিম ৫০১/১-২, নাসায়ী ৭৪৭, ১৫৬৫; আবূ দাউদ ৬৮৭, আহমাদ ৫৭০০, ৬২৫০, ৬২৮৩, ৬৩৫২; দারিমী ১৪১০, ইবনু মাজাহ ৯৪১, ১৩০৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩০৬. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩০৭. বুখারী ৩২৪, ৩৫১, ৯৭১, ৯৭৪, ৯৮০-৮১, ১৬৫২; মুসলিম ৮৯০/১-৩, তিরমিযী ৫৩৯, নাসায়ী ৩৯০, ১৫৫৮-৫৯; আবূ দাউদ ১১৩৬, ১১৩৯; আহমাদ ২০২৬৫, দারিমী ১৬০৯, ইবনু মাজাহ ১৩০৮। স্বহীহ আবী দাউদ ১০৪১-১০৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩০৮. বুখারী ৩২৪, ৩৫১, ৯৭১, ৯৭৪, ৯৮০-৮১, ১৬৫২; মুসলিম ৮৯০/১-৩, তিরমিযী ৫৩৯, নাসায়ী ৩৯০, ১৫৫৮-৫৯; আবূ দাউদ ১১৩৬, ১১৩৯; আহমাদ ২০২৬৫, দারিমী ১৬০৯, ইবনু মাজাহ ১৩০৭। স্বহীহাহ ২৪০৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٣٠٩/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُخْرِجُ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَهُ فِي الْعِيدَيْنِ».

৩/১৩০৯। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ হাফস্ব বিন গিয়াস্ব হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) আবদুর রহমান বিন আবিস (বিন রাবীআহ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাবী (সাঃ) তাঁর কন্যাদের ও স্ত্রীদের দু' ঈদের স্বলাতে নিয়ে যেতেন।[১৩০৯]

١٦٦/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ فِي يَوْمٍ

৫/১৬৬. অধ্যায় : একই দিনে দু' ঈদ একত্র হলে

١٣١٠/١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِيدَيْنِ فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَالَ «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ».

১/১৩১০। নাস্বর বিন আলী আল-জাহদমী আবূ আহমাদ ইসরাঈল উস্বমান ইবনুল মুগীরাহ ইয়াস বিন আবূ রামলা আশ-শামী (মাজহুল বা অপরিচিত) তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে যায়দ বিন আরকাম (রাঃ) এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি ঃ একই দিন দু' ঈদে আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ। সে বললো, তিনি কিভাবে কী করতেন? যায়দ (রাঃ) বলেন, তিনি ঈদের স্বলাত পড়ার পর জুমুআহ্‌র স্বলাতের ব্যাপারে অবকাশ দিতেন। অতঃপর যার ইচ্ছা হতো সে জুমুআহ্‌র স্বলাত আদায় করতো।[১৩১০]

١٣١١/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ».

١٣١١/٢ (١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

২/১৩১১। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমস্বী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) বাকিয়্যাহ শু'বাহ মুগীরাহ আদ-দবিয়্যু আবদুল আযীয বিন রুফায়' আবূ স্বালিহ ইবনু

১৩০৯. আহমাদ ২০৫৫, ৩৩০৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী হাজ্জাজ বিন আরত্বাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন, তিনি আমর থেকে হাদীস্ব তাদলীস করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় তাদলীস করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বলদের থেকে তাদলীস করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি তাকে ইচ্ছা করেই বর্জন করেছি।

১৩১০. নাসায়ী ১৫৯১, আবূ দাউদ ১০৭০, আহমাদ ১৮৮৩১, দারিমী ১৬১২। স্বহীহ আবী দাউদ ৯৮১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইয়াস বিন আবূ রামলা আশ-শামী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও ইমাম যাহাবী ও ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে স্বহীহ।

Contents

আব্বাস (রাঃ)> রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমাদের আজকের এ দিন দু' ঈদ একত্র হয়েছে। অতএব যার ইচ্ছা সে জুমুআহ্‌র সলাত ছেড়ে দিতে পারে। ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই জুমুআহ্‌র সলাত পড়বো।

২/১৩১১ (১)। <মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া X ইয়াযীদ বিন আবদু রব X বাকিয়্যাহ X শু'বাহ X মুগীরাহ আদ-দবিয়্যু X আবদুল আযীয বিন রুফায়' X আবূ স্বালিহ X আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)> রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমাদের আজকের এই দিন দু' ঈদ একত্র হয়েছে। অতএব যার ইচ্ছা সে জুমুআহ্‌র সলাত ছেড়ে দিতে পারে। ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই জুমুআহ্‌র সলাত আদায় করব।[১৩১১]

١٣١٢/٣ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ «مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ».

৩/১৩১২। <জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লাস (দঈফ বা দুর্বল) X মিনদাল বিন আলী (দঈফ বা দুর্বল) X আবদুল আযীয বিন উমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) X নাফি' X ইবনু উমার (রাঃ)> তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যমানায় একবার দু' ঈদ একত্র হলো। তিনি লোকেদের নিয়ে ঈদের সলাত পড়ার পর বলেন, **যে ব্যক্তি জুমুআহ্‌র সলাতে আসতে চায় সে আসুক এবং যে চলে যেতে চায় সে চলে যাক (এবং যোহরের সলাত পড়ুক)।**[১৩১২]

١٦٧/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مَطَرٌ

৫/১৬৭. অধ্যায় : বৃষ্টির কারণে মাসজিদে ঈদের সলাত পড়া।

١٣١٣/١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «أَصَابَ النَّاسَ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ».

১/১৩১৩। <আব্বাস বিন উস্‌মান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) X ওয়ালীদ বিন মুসলিম X ঈসা বিন আবদুল আ'লা বিন আবূ ফারওয়াহ (মাজহুল বা অপরিচিত) X আবূ ইয়াহইয়া উবায়দুল্লাহ আত-তায়মী (মাকবূল) X আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)> তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যমানায় ঈদের দিন বৃষ্টি হলে তিনি লোকেদের নিয়ে মাসজিদে সলাত পড়েন।[১৩১৩]

১৩১১. সহীহ আবী দাউদ ৯৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৩১২. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীসের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার একধিক মুনকার হাদীস্র রয়েছে। ২. মিনদাল বিন আলী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই, তবে অন্যত্র বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি কিছু হাদীসের মাঝে সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ যুরআহর আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৩১৩. আবূ দাউদ ১১৬০। আবূ দাউদ ৩৮০, ৫০৭, ৫৬৩, ৮৫৬, ৮৬৩, ৯১৮, ১০০৮, ১০২৩, ১১৩০, ১৩৫২, ১৩৭৩ সহীহ, ১১৬০, ১১৮৪, ২১৭৪, ৪৮৮৬ দঈফ, ৯৩৭৪ হাসান সহীহ, ১৯০৫, ৩২০৩ সহীহ; ইরওয়া ৫২২ হাসান, ৪৪৪৫ দঈফ; ইবনু মাজাহ ১০০০, ১২১৪, ১৫২৭, ৩০৭৪, ৩৬৯৫ সহীহ; নাসায়ী ৫৩৬, ৬৬৪, ৬৯৯, ৭১১, ৮৩১, ৮৩৪, ৮৮৪, ১২১৭,

١٦٨/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ السِّلَاحِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ

৫/১৬৮. অধ্যায় : ঈদের দিন অস্ত্রসজ্জিত হওয়া।

١٣١٤/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يُلْبَسَ السِّلَاحُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ».

১/১৩১৪। আবদুল কুদ্দূস বিন মুহম্মাদ নাবিল বিন নাজীহ (দঈফ বা দুর্বল) ইসমাঈল বিন যিয়াদ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য ও মিথ্যুক) ইবনু জুরায়জ আতা' ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) দু' ঈদের দিন দেশের কোন শহরে অস্ত্রসজ্জিত হতে নিষেধ করেছেন, তবে শত্রুর উপস্থিতিতে তা করা যেতে পারে।[১৩১৪]

١٦٩/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الِاغْتِسَالِ فِي الْعِيدَيْنِ

৫/১৬৯. অধ্যায় : দু' ঈদের দিন গোসল করা।

١٣١٥/١ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى».

১/১৩১৫। জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস (দঈফ বা দুর্বল) হাজ্জাজ বিন তামীম (দঈফ বা দুর্বল) মায়মূন বিন মিহরান ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদহার দিন গোসল করতেন।[১৩১৫]

১২২৪, ১৩১৪, ১৪৬০, ১৪৯১, ১৫১২, ১৫৯৯, ২১৯৩, ২১৯৫, ২৯৩৯ সহীহ, ১০৫৩, ১৩১৩ হাসান সহীহ, ১৪৮৪, ১৪৯০ দঈফ; তিরমিযী ১৪৭, ৩০২, ৩০৩, ৩৪০ , ৫৮৩, ৮৫৬, ২৬৯২, ২৯৬২ সহীহ, ৫১১ হাসান সহীহ, ২৯৫৩ হাসান; মিশকাত ৩২৭ , ১৪৪৮, ১৪৯৩ দঈফ, ৭০৫, ৭৯০, ১০১৭, ১১৪৭, ১২৯৫, ১৪৮৪, ১৬৫৯, ৩৯০৬, ৬২০১ মুত্তাফাকুন আলাইহি; ৮০৪, ১১৫৩, ১১৮৭, ২৫৪৫ সহীহ, ৪২১৩, ৪৮৫৮ লাম তাতিম্মা; সহীহ তারগীব ২৭৬, ৩০১, ৪১০, ৫৩৫, ৫৩৬ সহীহ, ৬৬৯ হাসান সহীহ; দঈফ তারগীব ১৮২ দঈফ মুআয্‌যাস, ২২৮ মুনকার, ১৭২৯ দঈফ, দঈফা ২/৫৬০ মাওযূ ৯/৪২৪৪; সহীহা ২৫৩১, ৩৪৪৬; বিন খুযাইমাহ ১০৭৪, ১৩৯৭ দঈফ, ১২০০ হাসান। মিশকাত ১৪৪৮, দঈফ আবী দাউদ ২১৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আব্বাস বিন উসমান দিমাশকী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী সিকাহ বললেও ইবুন হিব্বান বলেন, তিনি তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেন। ২. ঈসা বিন আবদুল আ'লা বিন আবূ ফারওয়াহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও ইবনুল কাত্তান বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

১৩১৪. দঈফাহ ৫৬৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীসের রাবী নাবিল বিন নাজীহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী সিকাহ বললেও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তার একাধিক হাদীস রয়েছে যা তিনি খুব অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, বিশেষ করে তিনি সাওরির হাদীসে এমনটি করেছেন। দারাকুতনী বলেন, তিনি সিকাহ নন। ২. ইসমাঈল বিন যিয়াদ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইবনু হিব্বান তার দাজ্জাল কিতাবে বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা ঠিক নয়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল।

১৩১৫. ইরওয়া' ১৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীসের রাবী ১. জুবারাহ ইবনুল মুগাল্লিস সম্পর্কে মুসলিম বিন কায়স বলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চায়তো) তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন তিনি মুদতারাব ভাবে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার

١٣١٦/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ» وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ.

২/১৩১৬। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী ইউসুফ বিন খালিদ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য ও বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন) আবূ জা'ফার (উমায়র বিন ইয়াযীদ বিন উমায়র) আল-খাতমী আবদুর রহমান বিন উকবাহ্ আল-ফাকিহ্ বিন সা'দ (মাজহুল বা অপরিচিত) দাদা ফাকিহ বিন সা'দ (রাঃ) তিনি সহাবী ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও আরাফার দিন গোসল করতেন। ফাকিহ্ (রাঃ) তার পরিবার-পরিজনদের ঐ দিনগুলিতে গোসল করার নির্দেশ দিতেন।[১৩১৬]

١٧٠/٥. بَاب فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

৫/১৭০. অধ্যায় : দু' ঈদের স্বলাতের ওয়াক্ত।

١٣١٧/٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ وَقَالَ إِنْ كُنَّا لَقَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ.

১/১৩১৭। আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনুদ-দহ্হাক (মাতরূক বা প্রত্যখানযোগ্য) ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) স্বফওয়ান বিন আমর ইয়াযীদ বিন খুমায়র আবদুল্লাহ্ বিন বুসর (রাঃ) তিনি লোকেদের সাথে ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আযহার দিন বের হলেন। ইমামের বিলম্বে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, আমরা তো এ সময়ে ঈদের স্বলাত শেষ করতাম। আর তখন চাশতের স্বলাতের সময়।[১৩১৭]

একধিক মুনকার হাদীস্ব রয়েছে। ২. হাজ্জাজ বিন তামীম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ্ বললেও আল-আযদী তাকে দুর্বল বলেছেন। আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ্ নন।

১৩১৬. আহমাদ ১৬২৭৯। জামি সগীর ৪৫৯০ দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ মাওযু। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইউসুফ বিন খালিদ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে কোন হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না কারণ, তিনি মিথ্যুক। আমর বিন ফাল্লাস ও আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইমাম বুখারী তার ব্যাপরে চুপ থেকেছেন। ২. আবদুর রহমান বিন উকবাহ্ আল-ফাকিহ্ বিন সা'দ সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

১৩১৭. আবূ দাঊদ ১১৩৫। ইরওয়া' ৩/১০১, স্বহীহ্ আবী দাঊদ ১০৪০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ্। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. আবদুল ওয়াহ্হাব ইবনুদ দহ্হাক সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার নিকট আশ্চর্য আশ্চর্য হাদীস্ব শুনা যায়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস্ব বর্ণনা করেন। স্বালিহ্ জাযারাহ্ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার ও মিথ্যুক। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন বরং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মুহাম্মাদ বিন আওফ বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন, তার কিছু হাদীস্বের ব্যাপরে অনুসরণ করা যাবে না। ২. ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় তিনি স্বিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল।

١٧١/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ

৫/১৭১. অধ্যায় : রাতে স্বলাত দু' রাকআত করে পড়বে।

١٣١٨/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى».

১/১৩১৮। ∝(আহমাদ বিন আবদাহ)(হাম্মাদ বিন যায়দ)(আনাস বিন সীরীন)(ইবনু উমার (রাঃ))∝ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতের (তাহাজ্জুদ) স্বলাত দু' দু' রাকআত করে পড়তেন।[১৩১৮]

١٣١٩/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى».

২/১৩১৯। ∝(মুহাম্মাদ বিন রুমহ)(লায়স বিন সা'দ)(নাফি')(ইবনু উমার (রাঃ))∝ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, রাতের (নফল) স্বলাত দু' রাকআত করে পড়বে।[১৩১৯]

١٣٢٠/٣ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وعَنْ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وعَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ «يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَافَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ».

৩/১৩২০। ∝(সাহল বিন আবূ সাহল)(সুফইয়ান)(যুহরী)(সালিম)(তার পিতা ইবনু উমার (রাঃ))∝ ∝(সাহল বিন আবূ সাহল)(সুফইয়ান)(আবদুল্লাহ বিন দীনার)(ইবনু উমার (রাঃ))∝ ∝(সাহল বিন আবূ সাহল)(সুফইয়ান)(বিন আবূ লাবীদ)(আবূ সালামাহ)(ইবনু উমার (রাঃ))∝ ∝(সাহল বিন আবূ সাহল)(সুফইয়ান)(আমর বিন দীনার)(তাউস)(ইবনু উমার (রাঃ))∝ তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট রাতের স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তা দু' দু' রাকআত করে পড়বে। ভোর হওয়ার আশঙ্কা হলে, এক রাকআত বিত্র পড়বে।[১৩২০]

১৩১৮. বুখারী ৪৭২-৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৮, ১১৩৭; মুসলিম ৭৩৯/১-৪, ৭৪৯/১-৩, ৭৫০, ৭৫১/১-৩, ৭৫২/১-২, ৭৫৩; তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, ৪৬৭, ৪৬৯, ৫৯৭; নাসায়ী ১৬৬৬-৭৪, ১৬৮২, ১৬৮৯-৯৫; আবূ দাউদ ১২৯৫, ১৩২৬, ১৪২১, ১৪৩৬, ১৪৩৮, আহমাদ ৪৫৫৭, ৪৮৩২, ৪৮৬৩, ৪৯৬৭, ৫০১২, ৫০৭৭, ৫১৯৫, ৫৩১৯, ৫৩৭৬, ৫৪৪৭, ৫৪৫৯, ৫৪৭৯, ৫৫১২, ৫৫২৪, ৫৭২৫, ৫৭৫৯, ৫৯০১, ৫৯৭২, ৬১৩৪, ৬১৪১, ৬২২২, ৬৩১৯, ৬৩৩৭, ৬৩৮৫, ৬৪০৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৯, দারিমী ১৪৫৮-৫৯, ইবনু মাজাহ ১১৭৪-৭৬, ১৩১৯-২০, ১৩২২। তাহকীক আলবানী ঃ লাম তা'তি।

১৩১৯. বুখারী ৪৭২-৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৮, ১১৩৭; মুসলিম ৭৩৯/১-৪, ৭৪৯/১-৩, ৭৫০, ৭৫১/১-৩, ৭৫২/১-২, ৭৫৩; তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, ৪৬৭, ৪৬৯, ৫৯৭; নাসায়ী ১৬৬৬-৭৪, ১৬৮২, ১৬৮৯-৯৫; আবূ দাউদ ১২৯৫, ১৩২৬, ১৪২১, ১৪৩৬, ১৪৩৮, আহমাদ ৪৫৫৭, ৪৮৩২, ৪৮৬৩, ৪৯৬৭, ৫০১২, ৫০৭৭, ৫১৯৫, ৫৩১৯, ৫৩৭৬, ৫৪৪৭, ৫৪৫৯, ৫৪৭৯, ৫৫১২, ৫৫২৪, ৫৭২৫, ৫৭৫৯, ৫৯০১, ৫৯৭২, ৬১৩৪, ৬১৪১, ৬২২২, ৬৩১৯, ৬৩৩৭, ৬৩৮৫, ৬৪০৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৯, দারিমী ১৪৫৮-৫৯, ইবনু মাজাহ ১১৭৪-৭৬, ১৩১৮, ১১৩২০, ১৩২২। স্বহীহ আবী দাউদ ১১৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩২০. বুখারী ৪৭২-৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৮, ১১৩৭; মুসলিম ৭৩৯/১-৪, ৭৪৯/১-৩, ৭৫০, ৭৫১/১-৩, ৭৫২/১-২, ৭৫৩; তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, ৪৬৭, ৪৬৯, ৫৯৭; নাসায়ী ১৬৬৬-৭৪, ১৬৮২, ১৬৮৯-৯৫; আবূ দাউদ ১২৯৫, ১৩২৬, ১৪২১, ১৪৩৬, ১৪৩৮, আহমাদ ৪৫৫৭, ৪৮৩২, ৪৮৬৩, ৪৯৬৭, ৫০১২, ৫০৭৭, ৫১৯৫, ৫৩১৯, ৫৩৭৬, ৫৪৪৭, ৫৪৫৯,

١٣٢١/٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ».

৪/১৩২১। ❮সুফইয়ান বিন ওয়াকী'❯❮আস্সাম বিন আলী❯❮আ'মাশ❯❮হাবীব বিন আবূ স্নাবিত❯❮সাঈদ বিন জুবায়র❯❮ইবনু আব্বাস (রাঃ)❯ বলেন, নাবী (ﷺ) রাতের (তাহাজ্জুদ) স্বলাত দু' রাকআত দু' রাকআত করে পড়তেন।[১৩২১]

١٧٢/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

৫/১৭২. অধ্যায় : রাতের ও দিনের স্বলাত দু' রাকআত করে।

١٣٢٢/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى».

১/১৩২২। ❮আলী বিন মুহাম্মাদ❯❮ওয়াকী'❯❮শু'বাহ❯❮ইয়া'লা বিন আতা'❯❮আলী (বিন আবদুল্লাহ) আল-আযদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন)❯❮ইবনু উমার (রাঃ)❯ ❮মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও আবূ বাকর বিন খাল্লাদ❯❮মুহাম্মাদ বিন জা'ফার❯❮শু'বাহ❯❮ইয়া'লা বিন আতা❯❮আলী (বিন আবদুল্লাহ) আল-আযদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন)❯❮ইবনু উমার (রাঃ)❯ রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, রাত ও দিনের স্বলাত দু' দু' রাকআত করে।[১৩২২]

١٣٢٣/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ «صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ».

২/১৩২৩। ❮আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন রুমহ❯❮বিন ওয়াহব❯❮ইয়াদ বিন আবদুল্লাহ❯❮মাখরামাহ বিন সুলায়মান❯❮ইবনু আব্বাসের মাওলা কুরায়ব❯❮উম্মু হানী (ফাখিতাহ) বিনতু আবূ তালিব (রাঃ)❯ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাক্কাহ বিজয়ের দিন আট রাক'য়াত চাশতের স্বলাত পড়েন এবং প্রতি দু' রাকআত অন্তর সালাম ফিরান।

৫৪৭৯, ৫৫১২, ৫৫২৪, ৫৭২৫, ৫৭৫৯, ৫৯০১, ৫৯৭২, ৬১৩৪, ৬১৪১, ৬২২২, ৬৩১৯, ৬৩৩৭, ৬৩৮৫, ৬৪০৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৯, দারিমী ১৪৫৮-৫৯, ইবনু মাজাহ ১১৭৪-৭৬, ১৩১৮-১৯, ১৩২২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩২১. মুসলিম ২৫৬, আবূ দাউদ ৫৮, ইবনু মাজাহ ২৮৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী।

১৩২২. বুখারী ৪৭২-৭৩, ৯৯১, ৯৯৩, ৯৯৫, ৯৯৮, ১১৩৭; মুসলিম ৭৩৯/১-৪, ৭৪৯/১-৩, ৭৫০, ৭৫১/১-৩, ৭৫২/১-২, ৭৫৩; তিরমিযী ৪৩৭, ৪৬১, ৪৬৭, ৪৬৯, ৫৯৭; নাসায়ী ১৬৬৬-৭৪, ১৬৮২, ১৬৮৯-৯৫; আবূ দাউদ ১২৯৫, ১৩২৬, ১৪২১, ১৪৩৬, ১৪৩৮, আহমাদ ৪৫৫৭, ৪৮৩২, ৪৮৬৩, ৪৯৬৭, ৫০১২, ৫০৭৭, ৫১৯৫, ৫৩১৯, ৫৩৭৬, ৫৪৪৭, ৫৪৫৯, ৫৪৭৯, ৫৫১২, ৫৫২৪, ৫৭২৫, ৫৭৫৯, ৫৯০১, ৫৯৭২, ৬১৩৪, ৬১৪১, ৬২২২, ৬৩১৯, ৬৩৩৭, ৬৩৮৫, ৬৪০৩; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৯, দারিমী ১৪৫৮-৫৯, ইবনু মাজাহ ১১৭৪-৭৬, ১৩১৮-২০। স্বহীহ আবী দাউদ ১১৭২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

আট রাক'য়াত যুহার স্বলাত পড়ার কথা' স্বহীহ যা বুখারী, মুসলিমে রয়েছে, স্বহীহ আবী দাউদ ১১৬৮, কিন্তু প্রতি দু'রাকআত অন্তর সালামের কথা মুনকার।[১৩২৩]

٣/١٣٢٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ».

৩/১৩২৪। হারূন বিন ইসহাক আল-হামদানী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল (তিনি শীয়া মতাবলম্বী) আবূ সুফইয়ান (তারীফ ইবনু শিহাব) আস-সাঈদী (দঈফ বা দুর্বল) আবূ নদরাহ (মুনযির বিন মালিক বিন সিনান বিন উবায়দ) আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) বলেন, প্রতি দু' রাকআত অন্তর একবার সালাম ফিরাবে।[১৩২৪]

٤/١٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَافِعٍ ابْنِ الْعَمْيَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَبَاءَسُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ وَتَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ».

৪/১৩২৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ বিন সাওয়ার শু'বাহ আবদু রব বিন সাঈদ আনাস বিন আবূ আনাস আবদুল্লাহ বিন নাফি' ইবনুল আমইয়া' (মাজহুল বা অপরিচিত) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস মুত্তালিব বিন আবূ ওয়াদাআহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রাতের স্বলাত দু' দু' রাকআত করে। প্রতি দু' রাকআতের শেষে রয়েছে তাশাহ্হুদ। অত্যন্ত বিনয়-নম্রতা সহকারে, শান্তভাবে ও একাগ্রতার সাথে স্বলাত পড়বে এবং বলবে ঃ "হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন।" যে ব্যক্তি তা করেনি তার নামায ত্রুটিপূর্ণ।[১৩২৫]

১৩২৩. বুখারী ২৮০, ৩৫৭, ১১০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮; মুসলিম ৩৩৬/১-৫, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪; নাসায়ী ২২৫, ৪১৫; আবূ দাউদ ১২৯০-৯১, আহমাদ ২৬৩৪৮, ২৬৩৫৬, ২৬৩৬৪, ২৬৮৩৩, ২৬৮৪০, ২৬৮৪২; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৮-৫৯, দারিমী ১৪৫২-৫৩, ইবনু মাজাহ ৬৬৫, ৬১৪, ১৩৭৯। আবূ দাউদ ১২৯০, ইরওয়া ৪৬৪ স্বহীহ, স্বহীহাহ ২৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ سَلَّمَ কথাটি বেশী হওয়ায় মুনকার তবে উক্ত কথাটি ছাড়া হাদীস্বটি স্বহীহ।

১৩২৪. জামি সগীর ৪০১৭, ৫২৬৬ দঈফ, নাসায়ী ১৭১৯ স্বহীহ, দঈফা ৪০২৩, স্বহীহা ২৩৭, যাসাজিলাত ইলমিয়া দঈফ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন ফুদায়ল সম্পর্কে ইবনু মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। ২. আবূ সুফইয়ান তরীফ আস-সা'দী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল।

১৩২৫. আবূ দাউদ ১২৯৬। আবূ দাউদ ১২৯৫, ১২৯৬, ১৩২৬, ১৪২১ স্বহীহ, জামি সগীর ৩৮২৯, ৩৮৩০, ৩৮৩১ স্বহীহ, ৩৫১১, ৩৫১৩ দঈফ, ইবনু মাজাহ ১১৭৫, ১৩১৯, ১৩২০, ১৩২২ স্বহীহ, নাসায়ী ১৬৬৬, ১৬৬৭, ১৬৭৪, ১৬৯২, ১৬৯৩, ১৬৯৪ স্বহীহ, তিরমিযী ৪২৪, ৪৩৭, ৪৪৫, ৪৪৯, ৫৯৭ স্বহীহ, মিশকাত ১২৫৪ মুত্তাফাকুন আলাইহি, স্বহীহা ১৯১৯, রিয়াদুস ১১৭৬, বিন খুযাইমাহ স্বহীহ, নাকদুত তাজ আল জামে ১২৩, তা'লীক স্বহীহ বিন খুযাইমাহ ১২১২,১২১৩, দঈফ আবী দাউদ ২৩৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল্লাহ বিন নাফি' ইবনুল আমইয়া' সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্ব স্বহীহ নয়।

١٧٣/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

৫/১৭৩. অধ্যায় : রমাযান মাসের কিয়ামুল লাইল (তারাবীহ্ স্বলাত)

١٣٢٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

১/১৩২৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রমাদান মাসের স্বওম রাখে (এবং রাতে) দণ্ডায়মান হয় (স্বলাত পড়ে) তার পূর্ববর্তী গুনাহ মাফ করা হয়।[১৩২৬]

١٣٢٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْهُ حَتَّى بَقِيَ سَبْعُ لَيَالٍ فَقَامَ بِنَا لَيْلَةَ السَّابِعَةِ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ كَانَتْ اللَّيْلَةُ السَّادِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمْ يَقُمْهَا حَتَّى كَانَتْ الْخَامِسَةُ الَّتِي تَلِيهَا ثُمَّ قَامَ بِنَا حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ فَقَالَ «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَإِنَّهُ يَعْدِلُ قِيَامَ لَيْلَةٍ ثُمَّ كَانَتْ الرَّابِعَةُ الَّتِي تَلِيهَا فَلَمْ يَقُمْهَا حَتَّى كَانَتْ الثَّالِثَةُ الَّتِي تَلِيهَا قَالَ فَجَمَعَ نِسَاءَهُ وَأَهْلَهُ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ قَالَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قِيلَ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ بَقِيَّةِ الشَّهْرِ».

২/১৩২৭। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূশ শাওয়ারিব মাসলামাহ বিন আলকামাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) দাউদ বিন আবূ হিন্দ ওয়ালীদ বিন আবদুর রহমান আল-জুরশী জুবায়র বিন নুফায়র আল-হাদরামী আবূ যার (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে রমযানে স্বওম রাখলাম। তিনি আমাদের নিয়ে এ মাসে (নফল স্বলাতে) দাঁড়াননি, এমনকি রমযানের মাত্র সাতটি রাত বাকি রইল। সপ্তম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রাত স্বলাত পড়লেন। এরপর ষষ্ঠ রাতে তিনি (নফল) স্বলাত পড়েননি। অতঃপর পঞ্চম রাতে তিনি আমাদের নিয়ে প্রায় অর্ধরাত পর্যন্ত স্বলাত পড়েন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এর রাতের অবশিষ্ট অংশও যদি আপনি আমাদের নিয়ে স্বলাত আদায় করতেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে স্বলাত পড়ে ফিরে আসে, সে সারা রাত স্বলাত পড়ার সমান নেকী পায়। অতঃপর তিনি চতুর্থ রাতে স্বলাত পড়েননি। তৃতীয় রাত এলে তিনি তাঁর স্ত্রীদের, পরিজনদের একত্র করেন এবং লোকেরাও একত্র হয়। রাবী বলেন, তিনি আমাদের নিয়ে এত দীর্ঘক্ষণ স্বলাত পড়লেন যে, আমরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত

১৩২৬. বুখারী ৩৫, ৩৭-৩৮, ১৯০১, ২০০৮-৯, ২০১৪; মুসলিম ৭৫৯/১-২, ৭৬০/১-২; তিরমিযী ৬৮৩, ৮০৮; নাসায়ী ১৬০২-৩, ২১৯৪, ২১৯৬-০৭, ৫০২৪-২৭; আবূ দাউদ ১৩৭১-৭২, আহমাদ ৭১৩০, ৭২৩৮, ৭৭২৯, ৭৮২১, ৮৭৭৫, ৯১৮২, ৯৭৬৭, ৯৯৩১, ১০১৫৯, ১০৪৬২, ২৭৫৮৩, ২৭৬৭৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৫১, দারিমী ১৭৭৬, ইবনু মাজাহ ১৬৪১ স্বহীহ ইরওয়া' ৯০৬, স্বহীহ আবী দাউদ ১১৮১ ।। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

হওয়ার আশঙ্কা করলাম। আবূ যার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কল্যাণ কী? তিনি বলেন, সাহরী। অতঃপর তিনি আমাদের নিয়ে মাসের অবশিষ্ট রাতগুলোতে আর কোন নফল স্বলাত পড়েননি।[১৩২৭]

١٣٢٨/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ النَّضْرِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ لَقِيتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِيكَ يَذْكُرُهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ «شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

৩/১৩২৮। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী ও উবায়দুল্লাহ বিন মূসা, নাস্র বিন আলী আল-জাহদমী, নাদর বিন শায়বান (لين الحديث হাদীসের ব্যাপরে তার মাঝে দুর্বলতা আছে)। ইয়াহইয়া বিন হাকীম, আবূ দাউদ, নাস্র বিন আলী আল-জাহদমী ও কাসিম ইবনুল ফাদল আল-হুদ্দানী, নাদর বিন শায়বান (لين الحديث হাদীসের ব্যাপরে তার মাঝে দুর্বলতা আছে), আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান, তার পিতা (আবদুর রহমান বিন আওফ) (রাঃ) (নাদর) বলেন, আমি আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আপনি আপনার পিতাকে রমাদান মাস সম্পর্কে যে হাদীস্র বলতে শুনেছেন তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, হাঁ, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে,রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রমাদান মাস সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, এমন একটি মাস, আল্লাহ তোমাদের উপর তার স্বওম ফার্‌দ করেছেন এবং আমি তোমাদের উপর এর দণ্ডায়মান হওয়া (রাত জেগে ইবাদাত করা) সুন্নাত করেছি। অতএব এয ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় এ মাসে স্বওম রাখে ও (রাতে ইবাদাতে) দণ্ডায়মান হয় সে তার জন্মদিনের মত পাপমুক্ত হয়ে যায়।[১৩২৮]

١٧٤/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

৫/১৭৪. অধ্যায় : রাতে ইবাদাতে দণ্ডায়মান হওয়া (কিয়ামুল লাইল)

١٣٢٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِاللَّيْلِ بِحَبْلٍ فِيهِ ثَلَاثُ عُقَدٍ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَيُصْبِحُ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَصْبَحَ كَسِلًا خَبِيثَ النَّفْسِ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا».

১/১৩২৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ, আবূ মুআবিয়াহ, আ'মাশ, আবূ স্বালিহ, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, রাতের বেলা শায়তান তোমাদের প্রত্যেকের

১৩২৭. তিরমিযী ৮০৬, নাসায়ী ১৩৬৪, আবূ দাউদ ১৩৭৫, আহমাদ ২০৯১০, ২০৯৩৬; দারিমী ১৭৭৭। ইরওয়া' ৪৪৭, মিশকাত ১২৯৮, স্বহীহ আবী দাউদ ১২৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩২৮. নাসায়ী ২২০৮, ২২১০। তালীকুর রগীব ২/৭৩। তাহকীক আলবানী ঃ 'দণ্ডায়মান হওয়া সুন্নাত করেছি' এ পর্যন্ত দঈফ। বাকী অংশ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী নাদর বিন শায়বান সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও তিনি অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র

মাথায় একটি দড়ি দিয়ে তিনটি গিরা দেয়। সে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলে একটি গিরা খুলে যায়। সে উঠে উদূ করলে আরেকটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর সে যখন স্বলাতে দাঁড়ায়, তখন সমস্ত গিরা খুলে যায়। ফলে সে প্রশান্ত মনে হৃষ্টচিত্তে ভোরে উপনীত হয় এবং কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। আর সে যদি এরূপ না করে, তবে তার ভোর হয় অলসতা ও অপবিত্র মন নিয়ে। ফলে সে কল্যাণ লাভ করতে পারে না।[১৩২৯]

١٣٣٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ «ذَلِكَ الشَّيْطَانُ بَالَ فِي أُذُنَيْهِ».

২/১৩৩০। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌ স্বাব্বাহ্‌ জারীর মানসূর আবূ ওয়ায়িল আবদুল্লাহ্‌ (বিন মাসঊদ বিন গাফিল বিন হাবীব) (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা হলো যে, সে এক ঘুমে রাত কাটিয়ে ভোরে উপনীত হয়। তিনি বলেন, এ ব্যক্তির দু'কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।[১৩৩০]

١٣٣١/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».

৩/১৩৩১। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌ স্বাব্বাহ্‌ ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর আবূ সালামাহ্‌ আবদুল্লাহ্‌ বিন আম্‌র (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তুমি অমুক ব্যক্তির মত হয়ো না, যে রাতে উঠতো (নফল ইবাদাত করতো), পরে তা ছেড়ে দিয়েছে।[১৩৩১]

١٣٣٢/٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَدَثَانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ لِسُلَيْمَانَ يَا بُنَيَّ لَا تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৪/১৩৩২। যুহায়র বিন মুহাম্মাদ, হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস্‌ স্বাব্বাহ্‌, আব্বাস বিন জা'ফার ও মুহাম্মাদ বিন আম্‌র আল-হাদাস্বানী (মাসতূর বা অপরিচিত) সুনায়দ বিন দাঊদ (দঈফ বা দুর্বল) ইউসুফ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির) জাবির বিন আবদুল্লাহ্‌ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সুলায়মান (আঃ)-এর মা তাঁকে বললেন, হে বৎস! তুমি রাতে অধিক ঘুমিও না। কেননা রাতের অধিক ঘুম মানুষকে কিয়ামাতের দিন নিঃস্ব অবস্থায় ত্যাগ করে।[১৩৩২]

১৩২৯. বুখারী ১১৪২, ৩২৬৯; মুসলিম ৭৭৬, নাসায়ী ১৬০৭, আবূ দাউদ ১৩০৬, আহমাদ ৭২৬৬, ৭৩৯২, ১০০৭৫; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪২৬। স্বহীহ্‌ তারগীব ৬০৯, স্বহীহ্‌ আবী দাউদ ১১৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ্‌।

১৩৩০. বুখারী ১১৪৪, ৩২৭০; মুসলিম ৭৭৪, নাসায়ী ১৬০৮-৯, আহমাদ ৩৫৪৭, ৪০৪৯। তারগীব ৬৪০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ্‌

১৩৩১. বুখারী ১১৫২, মুসলিম ১১৫৯, নাসায়ী ১৭৬৩-৬৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ্‌।

১৩৩২. রওযুল নামীর ২২২, তা'লীকুর রগীব ১/২২৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন আমর আল-হাদাস্বানী সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি অপরিচিত। ২. সুনায়দ বিন দাউদ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন,

٥/١٣٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُوسَى أَبُو يَزِيدَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ».

৫/১৩৩৩। ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ আত-তালহী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সাবিত বিন মূসা আবূ ইয়াযীদ (দঈফ বা দুর্বল) শারীক তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন) আ'মাশ আবূ সুফইয়ান (তালহাহ বিন নাফি') জাবির (ﷺ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে অধিক পরিমাণে সলাত পড়ে, দিনে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়।[১৩৩৩]

٦/١٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَقِيلَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ».

৬/১৩৩৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও বিন আবূ আদী ও আবদুল ওয়াহ্হাব ও মুহাম্মাদ বিন জা'ফার আওফ বিন আবূ জামীলাহ যুরারাহ বিন আওফা আবদুল্লাহ্ বিন সালাম (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মাদীনাহয় পদার্পণ করলে লোকেরা তাঁকে দেখার জন্য ভীড় জমায় এবং বলাবলি হয় যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এসেছেন। আমিও লোকেদের সাথে তাঁকে দেখতে গেলাম। আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ) চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে, এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়। তখন তিনি সর্বপ্রথম যেকথা বলেন তা হলো ঃ হে লোকসকল! তোমরা পরস্পর সালাম বিনিময় করো, অভুক্তকে আহার করাও এবং রাতের বেলা মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সলাত পড়ো। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[১৩৩৪]

٥/١٧٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَيْقَظَ أَهْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ

৫/১৭৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি রাতে নিজের পরিজনকে (ইবাদাতের জন্য) ঘুম থেকে জাগায়।

١/١٣٣٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنْ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا مِنْ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ».

তিনি সত্যবাদী কিন্তু দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় সিকাহ রাবী বিপরীত বর্ণনা করেন। ৩. শারীক সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু যখন তার হাদীস সিকাহ রাবীর বিপরীত হয় তখন তিনি তার মত পরিবর্তন করে নেন এটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তাকে হাদীসে সংমিশ্রণ করতে দেখেছি।

১৩৩৩. জামি সগীর ৫৮১ দঈফ, দঈফা ৪৫৪৪ মাওযূ, দঈফাহ ৪৬৪৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

১৩৩৪. তিরমিযী ২৪৮৫, দারিমী ১৪৬০, ইবনু মাজাহ ৩২৫১। ইরওয়া' ৩/২৩৯, সহীহ তারগীব ৬১২, সহীহাহ ৫৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

Contents

১/১৩৩৫। আব্বাস বিন উস্বমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) ওয়ালীদ বিন মুসলিম শায়বান আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ আলী ইবনুল আকমার আল-আগাররু (সুলায়মান) আবূ সাঈদ ও আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজ স্ত্রীকেও ঘুম থেকে জাগ্রত করে উভয়ে দু' রাকআত (নফল) স্বলাত পড়ে, তাদের উভয়কে আল্লাহ্র পর্যাপ্ত যিক্রকারী পুরুষ ও পর্যাপ্ত যিকিরকারী স্ত্রীলোকদের তালিকাভুক্ত করা হয়।[১৩৩৫]

١٣٣٦/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ رَشَّ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى رَشَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ».

২/১৩৩৬। আহমাদ বিন স্বাবিত আল-জাহদারী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বিন আজলান ক'কা' বিন হাকীম আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অনুগ্রহ ধন্য করুন, যে রাতে উঠে স্বলাত পড়ে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়, তারপর সেও স্বলাত পড়ে। আর যদি সে (স্ত্রী) জাগতে অস্বীকার করে, তাহলে স্বামী তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়। **আল্লাহ সেই মহিলাকে অনুগ্রহ** ধন্য করুন, যে রাতে উঠে স্বলাত পড়ে এবং তার স্বামীকেও জাগায়, আর সেও স্বলাত পড়ে। স্বামী জাগতে অস্বীকার করলে সে তার মুখমণ্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয়।[১৩৩৬]

١٧٦/٥. بَاب فِي حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ

৫/১৭৬. অধ্যায় : সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা।

١٣٣٧/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ ذَكْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَافِعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنِ أَخِي بَلَغَنِي أَنَّكَ حَسَنُ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بِحُزْنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا وَتَغَنَّوْا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا».

১/১৩৩৭। আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন বাশীর বিন যাকওয়ান আদ-দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম আবূ রাফি' (ইসমাঈল বিন রাফি') হাদীস্ব সংরক্ষণের ব্যাপারে দুর্বল) (আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ) বিন আবু মুলায়কাহ আবদুর রহমান ইবনুস সায়িব (মাকবূল) তিনি বলেন, সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস্ব (রাঃ) আমাদের নিকট এলেন। তখন তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল। আমি তাকে সালাম দিলে তিনি বলেন, তুমি কে? আমি তাকে আমার পরিচয় দিলে তিনি বলেন, মারহাবা, হে ভাতিজা! আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি সুকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করো। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয় এই কুরআন দুশ্চিন্তার সাথে নাযিল হয়েছে। অতএব তোমরা যখন কুরআন

১৩৩৫. আবূ দাঊদ ১৩০৯, ১৪৫১। মিশকাত ১২৩৮, স্বহীহ আবী দাঊদ ১১৮২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৩৬. নাসায়ী ১৬১০, আবূ দাঊদ ১৩০৮, ১৪৫০; আহমাদ ৭৩২২, ৭৩৬২, ৯৩৪৪। মিশকাত ১২৩০, স্বহীহ আবী দাঊদ ১১৮১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

তিলাওয়াত করো, তখন কাঁদো। যদি তোমরা কাঁদতে না পারো, তাহলে কান্নার ভাব জাগ্রত করো এবং সুমধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করো। যে ব্যক্তি সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের নয়।[১৩৩৭]

١٣٣٨/٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَابِطٍ الْجُمَحِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ أَبْطَأْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتِ قُلْتُ كُنْتُ أَسْتَمِعُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِكَ لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى اسْتَمَعَ لَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ «هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا».

২/১৩৩৮। আব্বাসব বিন উসমান আদ-দমাশকী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ওয়ালীদ বিন মুসলিম হানযালাহ বিন আবূ সুফইয়ান আবদুর রহমান বিন সাবিত আল-জুমহী নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে এক রাতে আমি ইশার পর খানিকটা বিলম্বে ঘরে আসি। তিনি বলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, আমি আপনার সহাবীদের একজনের কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম। আমি কখনো তার মত সুকণ্ঠ কারো তিলাওয়াত শুনিনি। আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুনতেই উঠে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে উঠে গেলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, এতো আবূ হুযাইফাহর মুক্তদাস সালিম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমার উম্মাতের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি সৃষ্টি করেছেন।[১৩৩৮]

١٣٣٩/٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللهَ».

৩/১৩৩৯। বিশর বিন মুআয আদ-দরীর আবদুল্লাহ বিন জা'ফার আল-মাদানী (দঈফ বা দুর্বল, শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি লোপ পেয়েছিলো) ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন মুজাম্মি' (দঈফ বা দুর্বল) আবুয যুবায়র জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মানুষের মধ্যে সুকণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতকারী সেই ব্যক্তি যার তিলাওয়াত শুনে তোমাদের ধারণা হয় যে, সে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।[১৩৩৯]

১৩৩৭. আবূ দাউদ ১৪৬৯, আহমাদ ১৪৭৯, ১৫১৫, ১৫৫২। তা'লীকুর রগীব ২/২১৫, কিন্তু সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করা থেকে সহীহ, সিফাতুস, সলাহ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ রাফি' (ইসমাঈল বিন রাফি') সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও মুনকার।

১৩৩৮. আহমাদ ২৪৭৯২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৩৩৯. তা'লীকুর গীবত ২/২১৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুল্লাহ বিন জা'ফার আল-মাদানী সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ২. ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন মুজাম্মি' সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। ইমাম নাসায়ী তকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

١٣٤٠/٤ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مَيْسَرَةَ مَوْلَى فَضَالَةَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللهُ أَشَدُّ أَذَنًا إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ».

৪/১৩৪০। রাশিদ বিন সাঈদ বিন রাশিদ আর-রামলী > ওয়ালীদ বিন মুসলিম > আওযাঈ > ইসমাঈল বিন উবায়দুল্লাহ > ফাদলাহ এর মাওলা মায়সারাহ (মাকবূল) > ফাযালাহ্ বিন উবায়দ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন গায়িকা তার গানের প্রতি যতটা একাগ্র থাকে, আল্লাহ তাআলা সুকণ্ঠে ও সশব্দে কুরআন তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত তার চেয়ে অধিক কান লাগিয়ে শোনেন।[১৩৪০]

١٣٤١/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَسَمِعَ قِرَاءَةَ رَجُلٍ فَقَالَ «مَنْ هَذَا فَقِيلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ».

৫/১৩৪১। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া > ইয়াযীদ বিন হারূন > মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী **কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) > আবূ সালামাহ > আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)** তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ **(সাঃ) মাসজিদে প্রবেশ করে এক ব্যক্তির কুরআন তিলাওয়াত শোনেন।** তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ কে এই ব্যক্তি? বলা হলো, আবদুল্লাহ বিন কায়স। তিনি বলেন, তাকে দাউদ (আঃ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে।[১৩৪১]

١٣٤٢/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ».

৬/১৩৪২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার > ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও মুহাম্মাদ বিন জা'ফার > শু'বাহ > তালহাহ আল-ইয়ামী > আবদুর রহমান আওসাজাহ > আল-বারাআ বিন আযিব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের সুকণ্ঠী আওয়াজ দ্বারা কুরআনকে সুসজ্জিত করো।[১৩৪২]

١٧٧/٥. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنْ اللَّيْلِ

৫/১৭৭. অধ্যায় : যে ব্যক্তি রাতে তার নিয়মিত তিলাওয়াত না করে ঘুমিয়ে যায়।

١٣٤٣/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ

১৩৪০. আহমাদ ২৩৪২৯, ২৭৭২৬। জামি সগীর ৪৬৩০ দঈফ, দঈফা ২৯৩১ দঈফ, তা'লীকুর রগীব ২/২১৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

১৩৪১. নাসায়ী ১০১৯, আহমাদ ৮৬০২, ৯৫১৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৩৪২. নাসায়ী ১০১৫-১৬, আবূ দাউদ ১৪৬৮, আহমাদ ১৮০২৪, ১৮১৪২, ১৮২৩৪, ২৭৬৫২; দারিমী ৩৫০০-১। সহীহাহ ৭৭২, সহীহ আবী দাউদ ১৩১০, মিশকাত ২১৯৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ».

১/১৩৪৩। আহমাদ বিন আমর ইবনুস সারহ আল-মিস্‌রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব য়ূনুস বিন ইয়াযীদ ইবনু শিহাব সায়িব বিন ইয়াযীদ ও উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আবদুর রহমান বিন আবদুল কারী উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার রাতের নিয়মিত তিলাওয়াত বা তার অংশবিশেষের তিলাওয়াত বাদ রেখে ঘুমিয়ে পড়লো, অতঃপর তা ফাজর থেকে যোহরের স্বলাতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নিলো, সে যেন তা রাতেই পড়েছে বলে (তার আমালনামায়) লিপিবদ্ধ হয়।[১৩৪৩]

١٣٤٤/٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ».

২/১৩৪৪। হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল হুসাইন বিন আলী আল-জু'ফী যায়িদাহ সুলায়মান আল-আ'মাশ হাবীব বিন আবূ সাবিত আবদাহ বিন আবূ লুবাবাহ সুওয়ায়দ বিন গাফলাহ আবূদ-দারদা' (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি (ঘুমাতে) তার বিছানায় এসে রাতে উঠে স্বলাত পড়ার নিয়ত করলো, কিন্তু ঘুমের আধিক্যের কারণে তার ভোরে ঘুম ভাংলো, তাকে তার নিয়াত অনুযায়ী নেকী দেয়া হবে। তার এ ঘুম তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার জন্য দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য।[১৩৪৪]

٥/١٧٨. بَاب فِي كَمْ يُسْتَحَبُّ يُخْتَمُ الْقُرْآنُ

৫/১৭৮. অধ্যায় : কত দিনে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব।

١٣٤٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ أَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ فَنَزَّلُوا الْأَحْلَافَ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَنْزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَنِي مَالِكٍ فِي قُبَّةٍ لَهُ فَكَانَ يَأْتِينَا كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُحَدِّثُنَا قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَقُولُ «وَلَا سَوَاءَ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِّينَ فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَبْطَأَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَلَيْنَا اللَّيْلَةَ قَالَ إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُتِمَّهُ».

১৩৪৩. মুসলিম ৭৪৭, তিরমিযী ৫৮১, নাসায়ী ১৭৯০-৯২, আবূ দাউদ ১৩১৩, আহমাদ ৩৭৯, মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৭০, দারিমী ১৪৭৭। স্বহীহ আবী দাউদ ১১৮৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৪৪. নাসায়ী ১৭৮৭। ইরওয়া' ৪৫৪, স্বহীহ তারগীব ১৯,৬০০ তা'লীক বিন খুযাইমাহ ১১৭১-১১৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

قَالَ أَوْسٌ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَيْفَ تُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ.

১/১৩৪৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন ইয়া'লা আত-তায়িফী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল ও সন্দেহ করেন) উস্বমান বিন আবদুল্লাহ বিন আওস (মাকবূল) তার দাদা আওস বিন হুযাইফাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নিকট আসলাম। তারা তাদের মিত্র বনু মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ)-এর মেহমান হলেন। আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) বনূ মালেকের তাঁবুতে অবস্থান করেন। তিনি প্রতি রাতে ইশা স্বলাতের পর আমাদের নিকট আসতেন এবং তাঁর দু' পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। তিনি কখনো এক পায়ের উপর ভর করে আবার কখনো উভয় পায়ের উপর ভর করে কথাবার্তা বলতেন। তিনি অধিকাংশই আমাদের কাছে তাঁর নিজ গোত্র কুরায়শদের নির্মম আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং বলতেন ঃ এ কথা বলতে কোন দোষ নেই যে, আমরা ছিলাম দুর্বল ও লাঞ্ছিত। আমরা যখন মাদীনাহ্র দিকে বেরিয়ে এলাম, তখন আমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। কখনো আমরা তাদের উপর বিজয়ী হতাম, আবার কখনো তারা আমাদের উপর জয়লাভ করতো। এক রাতে তিনি তার পূর্ব নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্বে আমাদের নিকট এলেন। আমি বললাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আজ রাতে আপনি আমাদের নিকট বিলম্বে এসেছেন! তিনি বলেন, আমার কুরআনের কিছু তিলাওয়াত বাকী থাকায়, তা তিলাওয়াত না করা পর্যন্ত বের হওয়া অপছন্দ করলাম।

আওস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহাবীদের নিকট জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কিভাবে কুরআনের অংশ নির্দিষ্ট করে তিলাওয়াত করতেন? তারা বলেন, প্রথম দিন তিন সূরা, দ্বিতীয় দিন পাঁচ সূরা, তৃতীয় দিন সাত সূরা, চতুর্থ দিন নয় সূরা, পঞ্চম দিন এগার সূরা, ষষ্ঠ দিন তের সূরাহ এবং সপ্তম দিন হিযবুল মুফাসসাল হতে শেষ অংশ।[১৩৪৫]

١٣٤٦/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ فَاقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ فَقُلْتُ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرَةٍ قُلْتُ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ قُلْتُ دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي فَأَبَى».

১৩৪৬। আবূ বাকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বিন জুরায়জ বিন আবূ মুলায়কাহ ইয়াহইয়া বিন হাকীম বিন স্বফওয়ান (মাকবূল) আবদুল্লাহ্ বিন আম্র (ইবনুল আস্ব) (রাঃ) তিনি বলেন, আমি কুরআন মুখস্থ করেছি এবং তা প্রতি রাতে সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমার আশংকা যে, তুমি দীর্ঘজীবী হবে এবং বার্ধক্যে দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই তুমি এক

১৩৪৫. আবূ দাউদ ১৩৯৩। দঈফ আবী দাউদ ২৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। আবূ খালিদ আল-আহমার সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হাদীস্ব দলীল যোগ্য নয়। আলী বিন মাদীনী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ ও ভুল করেন।

মাস অন্তর কুরআন খতম করো। আমি বললাম, আমাকে আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা উপকৃত হতে দিন। তিনি বলেন, তাহলে তুমি দশ দিন অন্তর কুরআন খতম করো। আমি বললাম, আপনি আমাকে আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা উপকৃত হতে দিন। তিনি বলেন, তাহলে তুমি সাত দিন অন্তর খতম করো। আমি বললাম, আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা আমাকে উপকৃত হতে দিন। তখন তিনি তা অস্বীকার করেন।[১৩৪৬]

١٣٤٧/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ».

৩/১৩৪৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ কাতাদাহ ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুশ-শিখ্খীর আবদুল্লাহ বিন আম্র (রাঃ) আবূ বাকর বিন খাল্লাদ খালিদ ইবনুল হারিস শু'বাহ কাতাদাহ ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুশ-শিখ্খীর আবদুল্লাহ বিন আম্র (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তিন দিনের কম সময়ে যে ব্যক্তি কুরআন খতম করে, সে কুরআনের কিছুই বুঝতে পারে না।[১৩৪৭]

١٣٤٨/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ حَتَّى الصَّبَاحِ».

৪/১৩৪৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর সাঈদ বিন আবূ আরূবাহ কাতাদাহ যুরারাহ বিন আওফা সাঈদ বিন হিশাম আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক রাতে কুরআন খতম করেছেন বলে আমার জানা নেই।[১৩৪৮]

١٧٩/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

৫/১৭৯. অধ্যায় : রাতের স্বলাতের কিরাআত।

١٣٤٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ «كُنْتُ أَسْمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَأَنَا عَلَى عَرِيشِي».

১/১৩৪৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' মিসআর আবূল আলা' (হিলাল বিন খাব্বাব) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় পরিবর্তন হয়) ইয়াহইয়া বিন জা'দাহ উম্মু হানী বিনতু আবূ তালিব (রাঃ) তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের ছাদে শোয়া অবস্থায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাতের কিরাআত শুনতে পেলাম।[১৩৪৯]

১৩৪৬. বুখারী ১৯৭৮, ৫০৫২-৫৪; মুসলিম ১১৫৯/১-২, তিরমিযী ২৯৪৯, নাসায়ী ২৩৯০, ২৪০০; নাসায়ী ১৩৮৮-৯১, ১৩৯৪; আহমাদ ৬৪৪১, ৬৪৭০, ৬৪৮০, ৬৪৯১, ৬৫০৯, ৬৭২৫, ৬৭৩৬, ৬৭৭১, ৬৮০২, ৬৮৩৪, ৬৮৩৭, ৬৯৮৪; দারিমী ১৪৯৩, ৩৪৮৬, ৩৪৮৭। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ।

১৩৪৭. তিরমিযী ২৯৪৯, আবূ দাউদ ১৩৯৪, আহমাদ ৬৪৯১, ৬৫০৯, ৬৭৩৬, ৬৭৭১, ৬৮০২; দারিমী ১৪৯৩। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ।

১৩৪৮. মুসলিম ৭৪৬, নাসায়ী ১৬০১, ১৬৪১, ২১৮২, ২৩৪৮; আহমাদ ২৪১১৫, দারিমী ১৪৭৫। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ।

১৩৪৯. নাসায়ী ১০১৩, আহমাদ ২৬৩৬৬, ২৬৮৩৬। মুখতাসার শাথায়িল ২৭২। তাহকীক আলবানী : হাসান স্বহীহ।

Contents

١٣٥٠/٢ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دَجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ «قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ حَتَّى أَصْبَحَ يُرَدِّدُهَا وَالْآيَةُ ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾».

২/১৩৫০। বাকর বিন খালফ আবূ বিশর ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কুদামাহ বিন আবদুল্লাহ (মাকবূল) জাসরাহ বিনতু দাজাজাহ (মাকবূলাহ) আবূ যার (রাঃ) তিনি বলেন, একদা নাবী (সাঃ) স্বলাতে দাঁড়িয়ে ভোর হওয়া পর্যন্ত একটি আয়াত বারবার তিলাওয়াত করতে থাকেন ঃ "আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর আপনি যদি তাদের ক্ষমা করেন তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"– (সূরাহ মায়িদা ঃ ১১৮)।[১৩৫০]

١٣٥١/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فَكَانَ «إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لِلهِ سَبَّحَ».

৩/১৩৫১। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ সা'দ বিন উবায়দাহ মুসতাওরিদ ইবনুল আহনাফ স্বিলাহ বিন যুফার হুযাইফাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী (সাঃ) রাতে (স্বলাতে) কুরআন পড়ে রহমতের আয়াতে পৌঁছে রহমত কামনা করতেন এবং আযাবের আয়াতে পৌঁছে আযাব থেকে আশ্রয় চাইতেন এবং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণাকারী আয়াতে পৌঁছে তাঁর তাসবীহ পাঠ করতেন।[১৩৫১]

١٣٥٢/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا فَمَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ فَقَالَ «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ وَوَيْلٌ لِأَهْلِ النَّارِ».

৪/১৩৫২। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আলী বিন হাশিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) (মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান) ইবনু আবূ লায়লা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি অনেক অনেক দুর্বল) স্বাবিত আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা আবূ লাইলা (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) রাতে নফল স্বলাত পড়েন, আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে নফল স্বলাত পড়লাম। তিনি আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন, আমি। জাহান্নামের আগুন থেকে আল্লাহর আস্রয় প্রার্থনা করছি আর জাহান্নামের অধিবাসীদের জন্য ধবংস।[১৩৫২]

১৩৫০. নাসায়ী ১০১০, আহমাদ ২০৯৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৩৫১. মুসলিম ৭৭২, তিরমিযী ২৬২, নাসায়ী ১০০৮-৯, ১১৩৩, ১৬৬৪; আবূ দাউদ ৮৭১, আহমাদ ২২৭৫০, ২২৮৫৮, ২২৮৯০; দারিমী ১৩০৬। স্বহীহ আবী দাউদ ৮১৫, মুখতাসার শামাইল ২৩২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৫২. আবূ দাউদ ৮৮১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইবনু আবূ লায়লা সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্বিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, আমি তার চেয়ে দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, সমস্যা নেই।

١٣٥٣/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًّا».

৫/১৩৫৩। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না আবদুর রহমান বিন মাহদী জারীর বিন হাযিম কাতাদাহ তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাঃ) এর নিকট নাবী (ﷺ)-এর কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, তিনি সশব্দে কিরাআত পড়তেন।[১৩৫৩]

١٣٥٤/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَوْ يُخَافِتُ بِهِ قَالَتْ «رُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا خَافَتَ قُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي هَذَا الْأَمْرِ سَعَةً».

৬/১৩৫৪। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বুরদ বিন সিনান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কাদারিয়া মতাবলম্বী) উবাদাহ বিন নুসায় গুদইফ ইবনুল হারিস তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ (রাঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কি সশব্দে কুরআন পড়তেন, না অস্পষ্ট শব্দে? তিনি বলেন, কখনো তিনি সশব্দে আবার কখনো অস্পষ্ট শব্দে কিরাআত পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি এ বিষয়ে (উভয়টির) অবকাশ রেখেছেন।[১৩৫৪]

١٨٠/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ اللَّيْلِ

৫/১৮০. অধ্যায় : কোন ব্যক্তি তাহাজ্জুদ স্বলাত আদায় করতে উঠে যে দুআ' পড়বে।

١٣٥٥/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَهَجَّدَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».

١٣٥٥/١ (١) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْأَحْوَلُ خَالُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ سَمِعَ طَاوُسًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

১/১৩৫৫। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ সুলায়মান আল-আহওয়াল তাউস (বিন কায়সান) ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রাতের তাহাজ্জুদ স্বলাত

১৩৫৩. বুখারী ৫০৪৫-৪৬, নাসায়ী ১০১৪, আবূ দাউদ ১৪৬৫, আহমাদ ১১৮৭৪, ১২৬৩৮। মুখতাসার শামায়িল ২৬৯, স্বহীহ আবী দাউদ ১৩১৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৫৪. তিরমিযী ৪৪৯। মিশকাত ১৩৬৩, স্বহীহ আবী দাউদ ২২২, মুখতাসার শামায়িল ২৭১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

আদায় করতে উঠে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমি আসমান-যমীন ও এগুলোর মধ্যস্থ সকল কিছুর জ্যোতি। সমস্ত প্রশংসা তোমার, তুমিই আসমান-যমীন এবং এগুলোর মধ্যস্থ সকল কিছুর ধারক। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি আসমান-যমীন এবং এগুলোর মধ্যস্থ সবকিছুর অধিপতি। সমস্ত প্রশংসা তোমার। তুমি সত্য, তোমার অঙ্গীকার সত্য, তোমার সাক্ষাত লাভ সত্য, তোমার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামাত সত্য, আম্বিয়া কিরাম সত্য এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার উপর ভরসা করেছি, তোমার দিকে ফিরে এসেছি, তোমার জন্য বিতর্ক করি এবং তোমার কাছেই বিচারপ্রার্থী। অতএব তুমি আমার পূর্বাপর পাপরাশি ক্ষমা করে দাও, যা আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে করেছি। তুমিই আদি, তুমিই অন্ত, তুমিই একমাত্র ইলাহ এবং তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তোমার শক্তি ব্যতীত ক্ষতি রোধ করার এবং কল্যাণ লাভ করার কোন শক্তি নেই"।

১/১৩৫৫ (১)। [আবূ বাক্‌র বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী] [সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ্] [সুলায়মান বিন আবূ মুসলিম আল-আহওয়াল] [তাঊস (বিন কায়সান)] [ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)] তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে তাহাজ্জুদের স্বলাত আদায় করতে উঠে বলতেন........ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[১৩৫৫]

٢/١٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَاذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ بِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمُقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

২/১৩৫৬। [আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ] [যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্বাওরীর হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেছেন)] [মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন)] [আযহার বিন সাঈদ] [আস্বিম বিন হুমায়দ] [তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা)] কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে স্বলাত আদায় করতে উঠে প্রথমে কী পড়তেন? তিনি বলেন, তুমি আমার নিকট যে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছো, তোমার আগে সে সম্পর্কে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করেনি। তিনি দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ ও দশবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে হিদায়াত দান করো, আমাকে রিযিক দাও এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করো"। তিনি কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[১৩৫৬]

১৩৫৫. বুখারী ১১২০, ৬৩১৭, ৭৩৮৫, ৭৪৪২, ৭৪৯৯; মুসলিম ৭৬৯, তিরমিযী ৩৪১৮, নাসায়ী ১৬১৯, আবূ দাউদ ৭৭১, আহমাদ ২৭০৫, ২৭৪৩, ২৮০৮, ৩৩৫৮, ৩৪৫৮; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৫০০, দারিমী ১৪৮৬। স্বহীহ আবী দাউদ ৭৪৫-৭৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৫৬. নাসায়ী ১৬১৭, আবূ দাউদ ৭৬৬। স্বহীহ আবী দাউদ ৭৪২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্বমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্বিকাহ বলেছেন।

١٣٥٧/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمَ كَانَ يَسْتَفْتِحُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَقُولُ «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ احْفَظُوهُ جِبْرَئِيلَ مَهْمُوزَةً فَإِنَّهُ كَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

৩/১৩৫৭। আবদুর রহমান বিন উমার, উমার বিন য়ূনুস আল-ইয়ামী, ইকরামাহ বিন আম্মার, ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর, আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (ﷺ) রাতে জাগ্রত হয়ে তাঁর (তাহাজ্জুদ) সলাতের শুরুতে কী বলতেন? আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তিনি বলতেন : "হে আল্লাহ জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল (আঃ)-এর প্রভু, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনার বান্দারা যে বিষয় নিয়ে মতভেদ করে, আপনি তার মীমাংসাকারী। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়ে থাকে, আপনি মেহেরবাণী করে সে বিষয়ে আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আপনিই সরল সঠিক পথে হিদায়াত দান করেন। আবদুর রহমান বিন উমার (রহঃ) বলেন, তোমরা জিবরাঈল শব্দটি হামযা অক্ষরযোগে পাঠ করো। কেননা নাবী (ﷺ) থেকে এরূপই বর্ণিত আছে।[১৩৫৭]

١٨١/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي كَمْ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ

৫/১৮১. অধ্যায় : রাতে কত রাকআত সলাত আদায় করবে?

١٣٥٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ فِيهِنَّ سَجْدَةً بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ».

১/১৩৫৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ, শাবাবাহ, বিন আবূ যি'ব, যুহরী, উরওয়াহ (ইবনুয-যুবায়র), আয়িশাহ (রাঃ) আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী, ওয়ালীদ, আওযাঈ, যুহরী (ইবনু শিহাব), উরওয়াহ, আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) ইশার সলাতের পর থেকে ফজরের সলাতের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এগারো রাকআত সলাত আদায় করতেন। তিনি প্রতি দু' রাকআত পর সালাম ফিরাতেন এবং এক রাকআত বিত্‌র পড়তেন। তিনি এ সলাতে এতো দীর্ঘ সাজদাহ করতেন যে, তাঁর মাথা উঠানোর পূর্বে তোমাদের যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত

১৩৫৭. মুসলিম ৭৭০, তিরমিযী ৩৪৩০, নাসায়ী ১৬২৫, আবূ দাউদ ৭৬৭, আহমাদ ২৪৬৯৯। তাহকীক আলবানী : হাসান।

করতে পারতো। মুআয্যিন যখন ফজরের স্বলাতের প্রথম আযান শেষ করে নীরব হতো, তখন তিনি উঠে দাঁড়িয়ে হালকাভাবে দু' রাকআত স্বলাত আদায় করতেন।[১৩৫৮]

١٣٥٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً».

২/১৩৫৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবদাহ বিন সুলায়মান হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ তিনি বলেন, নাবী রাতে তেরো রাকআত স্বলাত আদায় করতেন।[১৩৫৯]

١٣٦٠/٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ».

৩/১৩৬০। হান্নাদ ইবনুস সারী আবূল আহওয়াস আ'মাশ ইবরাহীম আসওয়াদ আয়িশাহ থেকে বর্ণিত। নাবী রাতে নয় রাকআত স্বলাত আদায় করতেন।[১৩৬০]

١٣٦١/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَا «ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا ثَمَانٍ وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ».

১৩৫৮. বুখারী ৬১৯, ৬২৬, ৯৯৪, ১১৩৯, ১১৬৪-৬৫, ৬৩১০; মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬/১-২, ৭৩৭/১-২, ৭৩৮; তিরমিযী ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৯; নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৬৯৬, ১৭২৬, ১৭৪৯, ১৭৫৬-৫৮, ১৭৬২, ১৭৮০-৮১; আবূ দাউদ ১২৫১, ১২৫৪-৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪-৩৬, ১৩৩৮-৪০, ১৩৪২, ১৩৫৯-৬০; আহমাদ ২৩৭৯৭, ২৩৫৩৭, ২৩৫৫০, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৬৪৭, ২৩৭১৬, ২৩৭৩৭, ২৩৭৪৮, ২৩৭৫০, ২৩৮১৯, ২৩৯২৫, ২৩৯৪০, ২৩৯৯৬, ২৪০১৬, ২৪০৫৬, ২৪১৯৪, ২৪২১১, ২৪৩৩৯, ২৪৩৭৯, ২৪৪৪৭, ২৪৪৮৬, ২৪৫৮১, ২৪৬২৩, ২৪৭৮৭, ২৪৭৯১, ২৪৮১৬, ২৪৯৫৮, ২৫০০২, ২৫০৩১, ২৫২৭৭, ২৫২৮৫, ২৫৩৭২, ২৫৩৯৮, ২৫৪৫২, ২৫৪৫৬, ২৫৪৯১, ২৫৫৭৫, ২৫৫৮৭, ২৫৬৩৬, ২৫৮৩৫, ২৫৮৫৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৪-৬৬, ২৬৮; দারিমী ১৪৩৯, ১৪৪৬-৪৭, ১৪৭৩-৭৫, ১৫৮১, ১৫৮৫; ইবনু মাজাহ ১৩৫৯-৬০। স্বহীহ আবী দাউদ ১২০৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৫৯. বুখারী ৬১৯, ৬২৬, ৯৯৪, ১১৩৯, ১১৬৪-৬৫, ৬৩১০; মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬/১-২, ৭৩৭/১-২, ৭৩৮; তিরমিযী ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৯; নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৬৯৬, ১৭২৬, ১৭৪৯, ১৭৫৬-৫৮, ১৭৬২, ১৭৮০-৮১; আবূ দাউদ ১২৫১, ১২৫৪-৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪-৩৬, ১৩৩৮-৪০, ১৩৪২, ১৩৫৯-৬০; আহমাদ ২৩৭৯৭, ২৩৫৩৭, ২৩৫৫০, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৬৪৭, ২৩৭১৬, ২৩৭৩৭, ২৩৭৪৮, ২৩৭৫০, ২৩৮১৯, ২৩৯২৫, ২৩৯৪০, ২৩৯৯৬, ২৪০১৬, ২৪০৫৬, ২৪১৯৪, ২৪২১১, ২৪৩৩৯, ২৪৩৭৯, ২৪৪৪৭, ২৪৪৮৬, ২৪৫৮১, ২৪৬২৩, ২৪৭৮৭, ২৪৭৯১, ২৪৮১৬, ২৪৯৫৮, ২৫০০২, ২৫০৩১, ২৫২৭৭, ২৫২৮৫, ২৫৩৭২, ২৫৩৯৮, ২৫৪৫২, ২৫৪৫৬, ২৫৪৯১, ২৫৫৭৫, ২৫৫৮৭, ২৫৬৩৬, ২৫৮৩৫, ২৫৮৫৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৪-৬৬, ২৬৮; দারিমী ১৪৩৯, ১৪৪৬-৪৭, ১৪৭৩-৭৫, ১৫৮১, ১৫৮৫; ইবনু মাজাহ ১৩৫৮, ১৩৬০। স্বহীহ আবী দাউদ ১২০৫, ১২০৯, ১২১০, ১২১২, ১২২০। তাহকীক আলবানী ঃ

১৩৬০. বুখারী ৬১৯, ৬২৬, ৯৯৪, ১১৩৯, ১১৬৪-৬৫, ৬৩১০; মুসলিম ৭২৪, ৭৩৬/১-২, ৭৩৭/১-২, ৭৩৮; তিরমিযী ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৯; নাসায়ী ৬৮৫, ৯৪৬, ১৬৯৬, ১৭২৬, ১৭৪৯, ১৭৫৬-৫৮, ১৭৬২, ১৭৮০-৮১; আবূ দাউদ ১২৫১, ১২৫৪-৫৫, ১২৬২, ১৩৩৪-৩৬, ১৩৩৮-৪০, ১৩৪২, ১৩৫৯-৬০; আহমাদ ২৩৭৯৭, ২৩৫৩৭, ২৩৫৫০, ২৩৫৫৩, ২৩৫৯৬, ২৩৬৪৭, ২৩৭১৬, ২৩৭৩৭, ২৩৭৪৮, ২৩৭৫০, ২৩৮১৯, ২৩৯২৫, ২৩৯৪০, ২৩৯৯৬, ২৪০১৬, ২৪০৫৬, ২৪১৯৪, ২৪২১১, ২৪৩৩৯, ২৪৩৭৯, ২৪৪৪৭, ২৪৪৮৬, ২৪৫৮১, ২৪৬২৩, ২৪৭৮৭, ২৪৭৯১, ২৪৮১৬, ২৪৯৫৮, ২৫০০২, ২৫০৩১, ২৫২৭৭, ২৫২৮৫, ২৫৩৭২, ২৫৩৯৮, ২৫৪৫২, ২৫৪৫৬, ২৫৪৯১, ২৫৫৭৫, ২৫৫৮৭, ২৫৬৩৬, ২৫৮৩৫, ২৫৮৫৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৪-৬৬, ২৬৮; দারিমী ১৪৩৯, ১৪৪৬-৪৭, ১৪৭৩-৭৫, ১৫৮১, ১৫৮৫; ইবনু মাজাহ ১৩৫৮-৫৯। মুখতাসার শামায়িল ২৩১, স্বহীহ আবূ দাউদ ১১২১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৪/১৩৬১। ∝ মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন মায়মূন আবূ উবায়দ আল-মাদীনী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) ✗ আমার পিতা (উবায়দ বিন মায়মূন আবূ উবায়দ আল-মাদীনী) (মাসতূর বা অপরিচিত) ✗ মুহাম্মাদ বিন জা'ফার ✗ মূসা বিন উকবাহ ✗ আবূ ইসহাক ✗ আমির আশ-শাবী ✗ তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) ∝ কে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রাতের স্বলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলেন, তেরো রাকআত, এর মধ্যে আট রাকআত তাহাজ্জুদ, তিন রাকআত বিত্র এবং ফজরের ওয়াক্ত হলে পর দু' রাকআত (সুন্নাত)।[১৩৬১]

١٣٦٢/٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ بْنِ ثَابِتٍ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قُلْتُ لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً».

৫/১৩৬২। ∝ আবদুস সালাম বিন আস্বিম (মাকবূল) ✗ আবদুল্লাহ বিন নাফি' বিন স্বাবিত আয-যুবায়রী ✗ মালিক বিন আনাস ✗ আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকর ✗ তার পিতা (আবূ বাকর) ✗ আবদুল্লাহ বিন কায়স বিন মাখরামাহ ✗ যায়দ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) ∝ তিনি বলেন, আমি (মনে মনে) বললাম, আমি অবশ্যি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আজকের রাতের স্বলাত দেখবো। তিনি বলেন, আমি তাঁর ঘরের বা তাঁর তাঁবুর দরজার কাঠের সাথে ঠেস দিয়ে বসে থাকলাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) দাঁড়িয়ে হালকাভাবে দু' রাকআত স্বলাত পড়েন, অতঃপর দীর্ঘ দু' রাকআত পড়েন, তারপর আরো দু' রাকআত পড়েন, যা পূর্ববর্তী দু' রাক্আতের চেয়ে কম দীর্ঘ, তারপর দু' রাকআত পড়েন, যা ছিল তার পূর্ববর্তী দু' রাকআত অপেক্ষা কম দীর্ঘ, তারপর আরো দু'রাকআত পড়েন, যা ছিল তার পূর্ববর্তী দু' রাকআত অপেক্ষা স্বল্প দীর্ঘ, এরপর আরো দু' রাকআত পড়েন, তারপর বিত্র পড়েন। এভাবে মোট তেরো রাকআত হলো।[১৩৬২]

١٣٦٣/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَامَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ «اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ

১৩৬১. আবূ দাউদ ১৩৩৮, ১৩৬৫ স্বহীহ; জামি সগীর ৪৯৬৯ স্বহীহ; মিশকাত ১১৯১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন মায়মূন আল-মাদানী আবূ উবায়দ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তার স্বিকাহ হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করলেও অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন। ২. উবায়দ বিন মায়মূন সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযি বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৩৬২. মুসলিম ৭৬৫, আবূ দাউদ ১৩৬৬, আহমাদ ২১১৭২, মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৬৮। স্বহীহ আবী দাউদ ১২৩৬, মুখতাসর শামায়িল ২২৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ أُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ».

৬/১৩৬৩। আবূ বাকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী মা'ন বিন ঈসা আনস বিন মাখরামাহ বিন সুলায়মান ইবনু আব্বাসের (রাঃ) মাওলা কুরায়ব ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি তার খালা এবং নাবী (সাঃ)-এর স্ত্রী মায়মূনা (রাঃ)-এর ঘরে ঘুমালেন। তিনি বলেন, আমি বালিশে আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর স্ত্রী লম্বালম্বি শুয়ে পড়েন। নাবী (সাঃ) ঘুমিয়ে পড়েন। অর্ধরাত বা তার চেয়ে কম কিছু অথবা বেশি অতিবাহিত হলে তিনি জেগে তাঁর দু' হাত দিয়ে ঘুমের রেশ তাঁর চেহারা থেকে দুর করেন, অতঃপর সূরাহ আলু ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঝুলন্ত পানির মশকের কাছে গিয়ে তা থেকে পানি নিয়ে উত্তমরূপে উদূ করেন, তারপর স্বলাতে দাঁড়িয়ে যান। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমিও উঠে গেলাম এবং তিনি যা করলেন আমিও তদ্রূপ করলাম, তারপর তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে মললেন। তারপর তিনি দু' রাকআত স্বলাত পড়েন, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর দু' রাকআত, তারপর বিত্‌র স্বলাত পড়েন। তারপর তিনি আরাম করেন, যাবত না তাঁর নিকট মুআয্‌যিন আসে। অতঃপর তিনি হালকাভাবে দু' রাকআত (ফজরের সুন্নাত) স্বলাত পড়েন, অতঃপর (ফজরের ফার্‌দ) স্বলাত আদায় করতে বেরিয়ে যান।[১৩৬৩]

٥/١٨٢. بَاب مَا جَاءَ فِي أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

৫/১৮৩. অধ্যায় : রাতের কোন্ সময় অধিক উত্তম?

١٣٦٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ قَالَ «حُرٌّ وَعَبْدٌ» قُلْتُ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللهِ مِنْ أُخْرَى قَالَ نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطُ».

১/১৩৬৪। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ, মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ ইয়া'লা বিন আতা ইয়াযীদ বিন তালক (মাজহুল বা অপরিচিত) আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী (দঈফ বা দুর্বল) আম্‌র বিন আবাসা (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সাথে কে কে ইসলাম গ্রহণ করেছেন? তিনি বলেন, স্বাধীন ও ক্রীতদাস। আমি বললাম, এমন কোন সময় আছে কি যা অপর

১৩৬৩. বুখারী ১১৭, ১৩৮, ৬৯৭-৯৯, ৭২৬, ৭২৮, ৮৫৯, ৫৯১৯, ৬৩১৬; মুসলিম ৭৬৩/১-৯, তিরমিযী ২৩২, নাসায়ী ৮০৬, আবূ দাউদ ৬১০, আহমাদ ৩১৫৯, দারিমী ১২৫৫, ইবনু মাজাহ ৯৭৩। স্বহীহ আবী দাউদ ১২৩৭, ইরওয়া' ২৯৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

সময়ের তুলনায় আল্লাহ্‌র নিকটতর (নৈকট্য লাভের উত্তম সময়)? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাতের মধ্যভাগ।[১৩৬৪]

١٣٦٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي آخِرَهُ».

২/১৩৬৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ উবায়দুল্লাহ ইসরাঈল আবূ ইসহাক আসওয়াদ আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) রাতের প্রথমভাগে ঘুমাতেন এবং শেষবাগে জাগ্রত থাকতেন।[১৩৬৫]

١٣٦٦/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيَقُولُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلِذَلِكَ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ عَلَى أَوَّلِهِ».

৩/১৩৬৬। আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ও ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ ইবনু শিহাব আবূ সালামাহ ও আবূ আবদুল্লাহ আর-আগাররু আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের মহান প্রতিপালক (পৃথিবীর নিকটতম আকাশে) অবতরণ করেন এবং ফাজর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বলতে থাকেনঃ আমার কাছে যে চাইবে আমি তাকে দান করবো, আমার নিকট যে দুআ' করবে আমি তার দুআ' কবূল করবো, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করবো। এ কারণেই সহাবীগন রাতের প্রথমাংশ অপেক্ষা শেষাংশে সলাত পড়া পছন্দ করতেন।[১৩৬৬]

١٣٦٧/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ مِنْ اللَّيْلِ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثَاهُ قَالَ لَا يَسْأَلَنَّ عِبَادِي غَيْرِي مَنْ يَدْعُنِي أَسْتَجِبْ لَهُ مَنْ يَسْأَلْنِي أُعْطِهِ مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي أَغْفِرْ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

১৩৬৪. মুসলিম ৮৩২, তিরমিযী ৩৫৭৯, নাসায়ী ৫৭২, ৫৮৪; আহমাদ ১৬৫৬৬, ১৬৫৭১, ১৮৯৪০; ইবনু মাজাহ ১২৫১। আবূ দাউদ ১৩৩৪, ১৩৩৮, ১৩৩৯, ১৩৪০, ১৩৬০, ১৩৬৫ সহীহ, ১৩৫০ হাসান সহীহ, ১৩৬৩ দঈফ; জামি সগীর ৪৯৬৯ সহীহ। তাহকীক আলবানী ঃ শায, মাহফূয ঈশার রাকআত। উক্ত হাদীসের রাবী ১. ইয়াযীদ বিন তালক সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ২. আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী তকে দুর্বল বলেছেন। সালিহ জাযারাহ বলেন, তার হাদীস মুনকার। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আল-আযদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার।

১৩৬৫. বুখারী ১১৪৬, মুসলিম ৭৩৯, নাসায়ী ১৬৪০, ১৬৮০; আহমাদ ২৩৮১৯, ২৪১৮৫, ২৪২৫৪, ২৫৬২৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৩৬৬. বুখারী ১১৪৫, ৬৩২১, ৭৪৯৪; মুসলিম ৭৫৮/১-৫, তিরমিযী ৪৪৬, ৩৪৯৮; আবূ দাউদ ১৩১৫, ৪৭৩৩; আহমাদ ৭৪৫৭, ৭৫৩৮, ৭৫৬৭, ৭৭৩৩, ৯৩০৮, ৯৯৪০, ১০১৬৬, ১০২৪০, ১০৩৭৭, ২৭৬২০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৯৬, দারিমী ১৪৭৮-৭৯, ১৪৮৪। ইরওয়া' ৪৫০, সহীহ আবী দাউদ ১১৮৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪/১৩৬৭। ০(আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ)(মুহাম্মাদ বিন মুস্‌আব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভূল করেন))(আওযাঈ)(ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্বীর)(হিলাল বিন আবূ মায়মূনাহ)(আতা বিন ইয়াসার)(রিফাআহ আল-জুহানী (রাঃ))০ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রাতের অর্ধেক বা দু'-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা (বান্দাকে) অবকাশ দেন। ফাজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি বলতে থাকেন ঃ আমার বান্দা আমাকে ছাড়া আর কারো কাছে চাইবে না। যে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিবো, যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দান করবো, যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো।[১৩৬৭]

٥/١٨٣. بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُرْجَى أَنْ يَكْفِيَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

৫/১৮৩. অধ্যায় : কোন্ জিনিস রাতের ইবাদাতের পরিপূরক হতে পারে।

١٣٦٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» قَالَ حَفْصٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ فَحَدَّثَنِي بِهِ.

১/১৩৬৮। ০(মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র)(হাফস্ব বিন গিয়াস্ব ও আসবাত বিন মুহাম্মাদ)(আ'মাশ)(ইবরাহীম)(আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ)(আলকামাহ)(আবূ মাসঊদ (রাঃ))০ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি রাতে সূরাহ বাকারার শেষ দু' আয়াত তিলাওয়াত করলে তা তার জন্য যথেষ্ট। হাফ্‌স্ব (রহঃ) তার হাদীস্বে উল্লেখ করেন যে, আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, আমি আবূ মাসঊদ (রাঃ)-এর সাথে তার তাওয়াফরত অবস্থায় সাক্ষাত করি। তখন তিনি আমার নিকট এ হাদীস্ব বর্ণনা করেন।[১৩৬৮]

١٣٦٩/٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

২/১৩৬৯। ০(উস্বমান বিন আবূ শায়বাহ)(জারীর)(মানসূর)(ইবরাহীম)(আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ)(আবূ মাসঊদ (রাঃ))০ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরাহ বাকারার শেষ দু' আয়াত তিলাওয়াত করে, তা তার জন্য যথেষ্ট।[১৩৬৯]

٥/١٨٤. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُصَلِّي إِذَا نَعَسَ

৫/১৮৪. অধ্যায় : স্বলাতরত ব্যক্তি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে।

১৩৬৭. আহমাদ ১৫৭৮২, দারিমী ১৪৮১। ইরওয়া' ২/১৯৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৬৮. বুখারী ৪০০৮, ৫০১০, ৫০৪০, ৫০৫১; মুসলিম ৮০৭-৮, তিরমিযী ২৮৮১, আবূ দাঊদ ১৩৯৭, আহমাদ ১৬৬২০, ১৬৬৪২, ১৬৬৫১; দারিমী ১৪৮৭, ৩৩৮৮; ইবনু মাজাহ ১৩৬৯। স্বহীহ আবী দাউদ ১২৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৬৯. বুখারী ৪০০৮, ৫০১০, ৫০৪০, ৫০৫১; মুসলিম ৮০৭-৮, তিরমিযী ২৮৮১, আবূ দাঊদ ১৩৯৭, আহমাদ ১৬৬২০, ১৬৬৪২, ১৬৬৫১; দারিমী ১৪৮৭, ৩৩৮৮; ইবনু মাজাহ ১৩৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

١٣٧٠/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ فَيَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ».

১/১৩৭০। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ X আবদুল্লাহ বিন নুমায়র X হিশাম বিন উরওয়াহ X তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) X আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) আবূ মারওয়ান মুহাম্মাদ বিন উসমান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন) X আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম X হিশাম বিন উরওয়াহ X তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) X আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সলাতরত অবস্থায় তোমাদের কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সে যেন শুয়ে যায়, যাবত না তার ঘুম দূরীভূত হয়। কেননা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সলাত পড়লে কী বলা হচ্ছে, তা সে জানে না। হয়তো সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে।[১৩৭০]

١٣٧١/٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى حَبْلًا مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هَذَا الْحَبْلُ قَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ «حُلُّوهُ حُلُّوهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ».

২/১৩৭১। ইমরান বিন মূসা আল-লায়সী X আবদুল ওয়ারিস বিন সাঈদ X আবদুল আযীয বিন সুহায়ব X আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে প্রবেশ করে দুটি খুঁটির মাঝখানে একটি রশি বাঁধা দেখলেন। তিনি বলেন, এ রশি কিসের? তারা বলেন, যয়নবের জন্য। তিনি সলাত আদায় করতে পড়তে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে এই রশিতে ঝুলে পড়েন। তিনি বলেন, এটি খুলে ফেলো, এটি খুলে ফেলো। তোমাদের কারো সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত সলাত পড়বে। যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন যেন শুয়ে পড়ে।[১৩৭১]

١٣٧٢/٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ اضْطَجَعَ».

৩/১৩৭২। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) X হাতিম বিন ইসমাঈল X আবূ বাকর বিন ইয়াহইয়া ইবনুন নাদর মাসতূর বা অপরিচিত) X তার পিতা (ইয়াহইয়া ইবনুন নাদর) X আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

১৩৭০. বুখারী ২১২, মুসলিম ৭৮৬, তিরমিযী ৩৫৫, নাসায়ী ১৬২, আবূ দাঊদ ১৩১০, আহমাদ ২৩৭৬৬, ২৫১৩৩, ২৫১৭১, ২৫৬৯৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৫৯, দারিমী ১৩৮৩। সহীহ তারগীব ৬৩৭, সহীহ আবী দাঊদ ১১৮৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৩৭১. বুখারী ১১৫০, মুসলিম ৭৮৪, নাসায়ী ১৬৪৩, আবূ দাঊদ ১৩১২, আহমাদ ১১৫৭৫, ১২৫০৪, ১২৭০৮, ১৩২৭৮। সহীহ আবী দাঊদ ১১৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

তোমাদের কেউ যখন রাতে স্বলাতে দাঁড়ায় এবং কিরাআত পাঠে তার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে (তন্দ্রার কারণে), সে কী বলে তা বুঝেনা, তখন সে শুয়ে পড়বে।[১৩৭২]

١٨٥/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

৫/১৮৫. অধ্যায় : মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ের স্বলাত।

١٣٧٣/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

১/১৩৭৩। আহমাদ বিন মুনী' ইয়া'কূব ইবনুল ওয়ালীদ আল-মাদানী (ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরা তাকে মিথ্যুক বলেছেন) হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয্-যুবায়র) আয়িশাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বিশ রাকআত স্বলাত পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন।[১৩৭৩]

١٣٧٤/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ الْيَمَامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلَتْ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً».

২/১৩৭৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ও আবূ উমার হাফস্ব বিন উমার যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্বাওরীর হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেছেন) উমার বিন আবূ খাস্বআম আল-ইয়ামামী অপরিচিত) ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্বীর আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের স্বলাতের পর ছয় রাকআত স্বলাত পড়লো এবং এ স্বলাতের মাঝখানে কোন অশিষ্ট কথা বলেনি, তাকে বারো বছরের ইবাদাতের নেকী দেয়া হয়।[১৩৭৪]

١٨٦/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

৫/১৮৬. অধ্যায় : বাড়িতে নফল স্বলাত পড়া।

১৩৭২. মুসলিম ৭৮৭, আবূ দাউদ ১৩১১, আহমাদ ২৭৪৫০। স্বহীহ তারগীব ৬৩৯, স্বহীহ আবী দাউদ ১১৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৭৩. তিরমিযী ৪৩৫। জামি সগীর ৫৬৬২ মাওযূ, দঈফা ১/৪৬৭ মাওযূ। তাহকীক আলবানী ঃ মাওযূ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. ইয়া'কূব বিন হুমায়দ সম্পর্কে মাসলামাহ বিন কাসিম তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, তার বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ২. উমার বিন আবূ খাসআম আল-ইয়ামামী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহও না আবার দুর্বলও না আবার নির্ভরযোগ্য না।

১৩৭৪. তিরমিযী ৪৩৫, ইবনু মাজাহ ১১৬৭। জামি সগীর ৫৬৬১ দঈফ জিদ্দান, ইবনু মাজাহ ১১৬৭ দঈফ জিদ্দান, তিরমিযী ৪৩৫ দঈফ জিদ্দান, মিশকাত ১১৭৩ লাম, দঈফ তারগীব ৩৩১ দঈফ জিদ্দান, দঈফা ৪৬৯ দঈফ জিদ্দান। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্বমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ৩. ওয়ালীদ বিন উকবাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ২. উমার বিন আবূ খাস্বআম আল-ইয়ামামী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না।

١٣٧٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ مِمَّنْ أَنْتُمْ قَالُوا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ فَبِإِذْنٍ جِئْتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ عُمَرُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ فَنُورٌ فَنَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ».

١٣٧٥/١ (١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১/১৩৭৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূল আহওয়াস্ব (সালাম বিন সুলায়ম) তারিক (বিন আবদুর রহমান) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আস্বিম বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) .... তিনি বলেন, ইরাকের একটি প্রতিনিধি দল উমার (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য রওয়ানা হলেন। তারা তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদের বলেন, তোমরা কারা? তারা বললো, ইরাকীদের পক্ষ থেকে। তিনি বলেন, তোমরা অনুমতি নিয়ে এসেছো কি? তারা বললো, হাঁ। রাবী বলেন, তারা তাকে কোন ব্যক্তি তার ঘরে (নফল) স্বলাত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। উমার (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কোন ব্যক্তির ঘরে স্বলাত পড়া হলো নূর (আলো)। অতএব তোমরা তোমাদের ঘরকে আলোকিত করো।

১/১৩৭৫ (১)। মুহাম্মাদ বিন আবুল হুসায়ন আবদুল্লাহ বিন জা'ফার আবদুল্লাহ বিন আম্‌র যায়দ বিন আবূ উনাইসাহ আবূ ইসহাক আস্বিম বিন আম্‌র (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) উমার ইবনুল খাত্তাব এর মাওলা 'উমায়র (মাকবূল) উমার (রাঃ) নাবী (সাঃ) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস্বের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১৩৭৫]

١٣٧٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ مِنْهَا نَصِيبًا فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا».

২/১৩৭৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রহমান বিন মাহদী সুফইয়ান আ'মাশ আবূ সুফইয়ান জাবির বিন আবদুল্লাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ স্বলাত পড়লে তার কিছু অংশ সে যেন তার ঘরে পড়ে। কারণ তার স্বলাতের উসীলায় আল্লাহ তার ঘরে প্রাচুর্য দান করেন।[১৩৭৬]

١٣٧٧/٣ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا».

১৩৭৫. আহমাদ ৮৭। তা'লীকুর রগীব ১/১৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

১৩৭৬. আহমাদ ১০৭২৮, ১১১৭৩। স্বহীহাহ ১৩৯২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

৩/১৩৭৭। ◊ যায়দ বিন আখযাম ও আবদুর রহমান বিন উমার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উবায়দুল্লাহ বিন উমার নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) ◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরগুলো কবরে পরিণত করো না (ঘরেও কিছু সুন্নাত বা নফল স্বলাত পড়ো)।[১৩৭৭]

١٣٧٨/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاةُ فِي بَيْتِي أَوْ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ «أَلَا تَرَى إِلَى بَيْتِي مَا أَقْرَبَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَلَأَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً».

৪/১৩৭৮। ◊ আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ আবদু রহমান বিন মাহদী মুআবিয়াহ বিন স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) 'আলা' ইবনুল হারিস্ব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কাদারিয়া মতাবলম্বী) হারাম বিন মুআবিয়াহ তার চাচা আবদুল্লাহ বিন সা'দ (রাঃ) ◊ তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোনটি উত্তম- আমার ঘরের স্বলাত অথবা মাসজিদের স্বলাত? তিনি বলেন, তুমি কি আমার ঘর দেখো না, তা মাসজিদের কত নিকটে? তা সত্ত্বেও আমার মাসজিদে স্বলাত পড়া অপেক্ষা আমার ঘরে স্বলাত পড়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। কিন্তু ফারয স্বলাত হলে (তা মাসজিদে পড়বে)।[১৩৭৮]

١٨٧/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

৫/১৮৭. অধ্যায় : চাশতের স্বলাত।

١٣٧٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ أَوْ مُتَوَافُونَ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي أَنَّهُ صَلَّاهَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ «صَلَّاهَا ثَمَانَ رَكَعَاتٍ».

১/১৩৭৯। ◊ আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্ব বলেন, উস্মান বিন আফ্ফান (রাঃ)-এর আমলে বহু লোকের উপস্থিতিতে আমি চাশতের স্বলাত (স্বলাতুদ দুহা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু মায়মূনা (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ বলতে পারেননি যে, নাবী (সাঃ) এ স্বলাত আদায় করেছেন কি না। তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, নাবী (সাঃ) এই স্বলাত আট রাকআত পড়েছেন।[১৩৭৯]

১৩৭৭. বুখারী ৪৩২, ১১৮৭; মুসলিম ৭৭৭/১-২, তিরমিযী ৪৫১, নাসায়ী ১৫৯৮, আবূ দাউদ ১৪৪৮, আহমাদ ৪৪৯৭। স্বহীহ তারগীব ৪৩৫, স্বহীহ আবী দাউদ, ৯৫৮, স্বহীহাহ ২৪১৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৭৮. আহমাদ ১৮৫২৮। ইরওয়া' ২/১৯০, স্বহীহ তারগীব ৪৩৯, স্বহীহ আবী দাউদ ২০৫, মুখতামার শামায়িল ২৫১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৭৯. বুখারী ২৮০, ৩৫৭, ১১০৪, ১১৭৬, ৩১৭১, ৪২৯২, ৬১৫৮; মুসলিম ৩৩৬/১-৫, তিরমিযী ৪৭৪, ২৭৩৪; নাসায়ী ২২৫, ৪১৫; আবূ দাউদ ১২৯০-৯১, আহমাদ ২৬৩৪৮, ২৬৩৫৬, ২৬৩৬৪, ২৬৮৩৩, ২৬৮৪০, ২৬৮৪২; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৩৫৮-৫৯, দারিমী ১৪৫২-৫৩, ইবনু মাজাহ ৪৬৫, ৬১৪, ১৩২৩। ইরওয়া' ৪৬৪, মুখতাযার শামায়িল ২৪৬, স্বহীহ আবী দাউদ ১১৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন স্বালিহ তাকে স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ

١٣٨٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ».

২/১৩৮০। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ কুরায়ব যূনুস বিন বুকায়র (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) মূসা বিন (ফুলান বিন) আনাস (অপরিচিত) সুমামাহ বিন আনাস আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি বার রাকআত চাশতের স্বলাত পড়লো, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি স্বর্ণের ইমারত নির্মাণ করেন।[১৩৮০]

١٣٨١/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ «أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَتْ نَعَمْ أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ».

৩/১৩৮১। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ শাবাবাহ শু'বাহ ইয়াযীদ আর-রিশক মুআযাহ আল-আদাবীয়্যাহ তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী (ﷺ) কি চাশতের স্বলাত আদায় করতো? তিনি বলেন, হাঁ, চার রাকআত, আবার আল্লাহ্র মর্জি হলে তার বেশিও পড়তেন।[১৩৮১]

١٣٨٢/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

৪/১৩৮২। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' নাহ্হাস বিন কাহম (দঈফ বা দুর্বল) শাদ্দাদ আবূ আম্মার আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি চাশতের দু' রাকআত স্বলাতের হেফাজত করলো, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হলো, তা সমুদ্রের ফেনারাশির ন্যায় অধিক হলেও।[১৩৮২]

١٨٨/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ

৫/১৮৮. অধ্যায় : ইস্তিখারার স্বলাত

আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৩৮০. তিরমিযী ৪৭৩ । জামি সগীর ৪৬৫৮, তিরমিযী ৪৭৩, মিশকাত ১৩১৬, দঈফ তারগীব ৪০৩, ৪০৫ সকল বর্ণনায়, রওযুন নাযীর ১১১, মিশকাত ১৩১৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ। ২. মূসা বিন (ফুলান বিন) আনাস সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

১৩৮১. মুসলিম ৭১৯/১-২। ইরওয়া' ৫৬২, মুখতাসার শামায়িল ২৪৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৮২. তিরমিযী ৪৭৬, আহমাদ ৯৪২৩, ১০০৭০, ১০১০২। জামি সগীর ৫৪৪৯ দঈফ, মিশকাত ১৩১৮, দঈফা ৪০২ দঈফ, মিশকাত ১৩১৮, তা'লীকুর রগীব ১/২৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী নাহ্হাস বিন কাহম সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি আতা এর নিকট থেকে মুনকারভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন।

Contents

١٣٨٣/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الإِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ فَيُسَمِّيهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَإِنْ كَانَ شَرًّا لِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُمَا كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ».

১/১৩৮৩। আহমাদ বিন ইউসুফ আস-সুলামী খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) আবদুর রহমান বিন আবূ মাওয়ালী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ইসতিখারার নিয়ম শিক্ষা দিতেন, যেমন (গুরুত্ব সহকারে) তিনি আমাদের কুরআনের সূরাহ শিক্ষা দিতেন। তিনি **বলতেনঃ তোমাদের কেউ যখন কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন দু' রাকআত নফল স্বলাত পড়ে,** অতঃপর বলে, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার ইল্‌ম অনুযায়ী তোমার নিকট কল্যাণের দিকে পরিচালিত করার প্রার্থনা করি এবং তোমার শক্তি থেকে শক্তি চাই, আমি তোমার মহান অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। কেননা তুমি ক্ষমতা রাখো এবং আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জানো, আমি জানি না, তুমি অদৃশ্য বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। হে আল্লাহ্! যদি তুমি জানো, আমার এ কাজ (উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে হবে) আমার দীন-দুনিয়া এবং পরিণাম হিসেবে কল্যাণকর (অথবা বর্তমান ও ভবিষ্যতে আমার জন্য মংগলময়) মনে করো তবে আমাকে সে কাজের ক্ষমতা দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করো এবং এতে আমায় বকরত দান করো। আর তুমি যদি মনে করো যে, (প্রথম বারের মত বলবে) আমার ধর্ম, আমার জীবন ও পরিণাম হিসেবে এটা অকল্যাণকর, তবে আমার থেকে তা দূরে রাখো এবং তা থেকে আমাকেও দূরে রাখো, আর আমার জন্য যা কল্যাণকর, সে কাজে আমাকে সন্তুষ্ট রাখো"।[১৩৮৩]

١٨٩/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ

৫/১৮৯. অধ্যায় :স্বলাতুল হাজাত (প্রয়োজন পূরণের স্বলাত)।

١٣٨٤/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ عَنْ فَائِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ أَسْأَلُكَ أَلَّا تَدَعَ لِي ذَنْبًا إِلَّا

১৩৮৩. বুখারী ১১৬৬, ৬৩৮২, ৭৩৯০; তিরমিযী ৪৮০, নাসায়ী ৩২৫৩, আবূ দাঊদ ১৫৩৮, আহমাদ ১৪২৯৭। স্বহীহ তারগীব ৬৮২, স্বহীহ আবী দাঊদ, ১৩৭৬-১৩৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِي ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ».

১/১৩৮৪। ∝সুওয়ায়ীদ বিন সাঈদ ✕ আবূ আস্বিম আল-আব্বাদানী (আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ) (لين الحديث হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল) ✕ ফায়িদ বিন আবদুর রহমান (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) ✕ আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা আল-আসলামী (রাঃ) ∝ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বলেন, আল্লাহ্‌র নিকট অথবা তাঁর কোন মাখলুকের নিকট কারো কোন প্রয়োজন থাকলে, সে যেন উদূ করে দু' রাকআত স্বলাত পড়ে, অতঃপর বলে ঃ

"পরম সহনশীল ও দয়ালু আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। মহান আরশের রব আল্লাহ অতীব পবিত্র। সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অবধারিত রহমাত, তোমার অফুরন্ত ক্ষমা, সকল সদাচারের ভাণ্ডার এবং প্রতিটি পাপাচার থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করি। আমি তোমার নিকট আরো প্রার্থনা করি যে, তুমি আমার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দাও, আমার দুশ্চিন্তা দূর করে দাও, তোমার সন্তুষ্টিমূলক প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করে দাও।"

অতঃপর সে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য যা চাওয়ার আছে তা প্রার্থনা করবে। কারণ তা আল্লাহ্ই নির্ধারিত করেন।[১৩৮৪]

١٣٨٥/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ادْعُ اللهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ ادْعُهْ «فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ».

٢/قَالَ أَبُو إِسْحَقَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

১৩৮৫। ∝আহমাদ বিন মানসূর বিন সায়্যার ✕ উস্মান বিন উমার ✕ শু'বাহ ✕ আবূ জা'ফার আল-মাদানী ✕ উমারাহ বিন খুযায়মাহ বিন স্বাবিত ✕ উস্মান বিন হুনায়ফ (রাঃ) ∝ এক অন্ধ লোক নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললো, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য দুআ' করুন। তিনি যেন আমাকে রোগমুক্তি দান করেন। তিনি বলেন, তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য দুআ' করতে বিলম্ব করবো, আর তা হবে কল্যাণকর। আর তুমি চাইলে আমি দুআ' করবো। সে বললো, তাঁর নিকট দুআ' করুন। তিনি তাকে উত্তমরূপে উদূ করার পর দু' রাকআত স্বলাত পড়ে এ দুআ' করতে বলেন, "হে আল্লাহ্! আমি তোমার

১৩৮৪. তিরমিযী ৪৭৯। মিশকাত ১৩২৭, তা'লীকুর রগীব ১/২৪২-২৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. আবূ আস্বিম আল-আব্বাদানী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, আমি তাকে চিনি না। ২. ফায়িদ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। বরং তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমামা বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্বে মিথ্যা রয়েছে। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই।

নিকট প্রার্থনা করছি, রহমতের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উসীলা দিয়ে, আমি তোমার প্রতি নিবিষ্ট হলাম। হে মুহাম্মাদ (ﷺ) ! আমার চাহিদা পূরণের জন্য আমি আপনার উসীলা দিয়ে আমার রবের প্রতি মনোযোগী হলাম, যাতে আমার প্রয়োজন মিটে। হে আল্লাহ্! আমার জন্য তাঁর সুপারিশ কবূল করো"।[১৩৮৫]

١٩٠/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ التَّسْبِيحِ

৫/১৯০. অধ্যায় : স্বলাতুত তাসবীহ

١٣٨٦/١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عِيسَى الْمَسْرُوقِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ يَا عَمِّ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَنْفَعُكَ أَلَا أَصِلُكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا انْقَضَتْ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهِيَ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلٍ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللهُ لَكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُولُهَا فِي يَوْمٍ قَالَ قُلْهَا فِي جُمُعَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ حَتَّى قَالَ فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ».

১/১৩৮৬। মূসা বিন আবদুর রহমান আবূ ঈসা আল-মাসরূক যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্বাওরীর হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেনছেন) মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবূ বাকর বিন আমর বিন হাযম এর মাওলা সুওয়ায়দ বিন আবূ সাঈদ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ রাফি' (رضي الله عنه) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আব্বাস (رضي الله عنه)-কে বললেন ঃ হে চাচাজান! আমি কি আপনার অবাধ্য হতে বিরত থাকবো না, আমি কি আপনার উপকার করবো না, আমি কি আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবো না? তিনি বলেন, হাঁ, হে আল্লাহ্র রসূল! তিনি বলেন, তাহলে আপনি চার রাকআত স্বলাত পড়ুন। আপনি প্রতি রাকআতে সূরাহ ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরাও পড়ুন। আপনি কিরাআত পাঠ শেষে রুকূ' করার আগে পনের বার বলুন ঃ "আল্লাহ পুতঃ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, আল্লাহ মহান"। অতপর রুকূ'তে গিয়ে ঐ দুআ' দশবার পড়ুন, অতঃপর রুকূ' থেকে আপনার মাথা তুলে ঐ দুআ' দশবার পড়ুন, অতঃপর সাজদাহয় গিয়ে ঐ দুআ' দশবার পড়ুন, অতঃপর আপনার মাথা তুলে দশবার ঐ দুআ' পড়ুন, পুনরায় সাজদাহয় গিয়ে তা দশবার পড়ুন, পুনরায় সাজদাহ থেকে আপনার মাথা তুলে উঠে দাঁড়ানোর আগে তা দশবার পড়ুন। এভাবে প্রতি রাকআতে তা পঁচাত্তর বার এবং চার রাকআতে তিন শতবার হবে। আপনার পাপরাশি বালুর স্তুপের সম-পরিমাণ হলেও আল্লাহ তা মাফ করবেন। আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! প্রতি দিন এ স্বলাত পড়ার সামর্থ্য কার আছে? তিনি বলেন, তাহলে প্রতি জুমুআহ্র দিন তা পড়ুন। তাতেও সমর্থ না হলে প্রতি মাসে একবার পড়ুন। অবশেষে তিনি বলেন, তাহলে অন্তত বছরে একবার তা পড়ুন।[১৩৮৬]

১৩৮৫. তিরমিযী ৩৫৭৮। তা'লীক বিন খুযাইসাহ ১২০৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৩৮৬. তিরমিযী ৪৮২। মিশকাত ১২২৮, ১৩২৯, স্বহীহ তারগীব ৬৭৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٣٨٧/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أَحْبُوكَ أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ «إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَقَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرُ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».

২/১৩৮৭। আবদুর রহমান বিন বিশর ইবনুল হাকাম আন-নায়সাবূরী মূসা বিন আবদুল আযীয (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) হাকাম বিন আবান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে আব্বাস! হে প্রিয় চাচাজান! আমি কি আপনাকে কিছু দান করবো না, আমি কি আপনার সাথে আত্মীয় সম্পর্ক বজায় রাখবো না, আমি কি আপনার অবাধ্য হতে বিরত থাকবো না, আমি কি আপনাকে এমন কলেমা বলে দিব না, যা পড়লে আল্লাহ আপনার আগের-পরের, নতুন-পুরান, ভুলক্রমে, স্বেচ্ছায়, ছোট-বড়, গোপন-প্রকাশ্য সব ধরনের গুনাহ মাফ করে দিবেন? সেই দশটি কলেমা হলো ঃ আপনি চার রাকআত সলাত পড়ুন এবং তার প্রতি রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরাহ পড়ুন। প্রথম রাকআতের কিরাআত পাঠ শেষ হলে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনি পনের বার বলুন ঃ "আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান"। অতঃপর আপনি রুকূ' করুন এবং রুকূ' অবস্থায় তা দশবার বলুন, অতঃপর রুকূ' থেকে আপনার মাথা তুলে তা দশবার বলুন। অতঃপর আপনি সাজদাহয় যান এবং সাজদাহবনত অবস্থায় তা দশবার বলুন, অতঃপর সাজদাহ থেকে আপনার মাথা তুলে তা দশবার বলুন, অতঃপর সাজদাহয় গিয়ে আবার তা দশবার বলুন, অতঃপর সাজদাহ থেকে আপনার মাথা তুলে তা দশবার বলুন। এভাবে তা প্রতি রাকআতে পঁচাত্তর বার হলো। এ নিয়মে আপনি চার রাকআত সলাত পড়ুন। আপনি প্রতিদিন একবার এ সলাত আদায় করতে সক্ষম হলে তাই করুন। আপনি তাতে সক্ষম না হলে প্রতি সপ্তাহে তা একবার পড়ুন। আপনি তাতেও সক্ষম না হলে প্রতি মাসে তা একবার পড়ুন। আপনি তাতেও সক্ষম না হলে অন্তত জীবনে তা একবার পড়ুন।[১৩৮৭]

১৩৮৭. আবূ দাউদ ১২৯৭। মিশকাত, ১৩২৮, তা'লীক বিন খুযাইমাহ ১২১৬, সহীহ আবী দাউদ ১১৭৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ তবে হুজ্জাহ নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ

١٩١/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

৫/১৯১. অধ্যায় : শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রাত সম্পর্কে

١٣٨٨/١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

১/১৩৮৮। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল আবদুর রায্‌যাক (আবূ বাকর বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ) বিন আবূ সাবরাহ (দঈফ বা দুর্বল) ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) মুআবিয়াহ বিন আবদুল্লাহ বিন জা'ফার (মাকবূল) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন জা'ফার) আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন মধ্য শাবানের রাত আসে তখন তোমরা এ রাতে দাঁড়িয়ে স্বলাত পড়ো এবং এর দিনে স্বওম রাখো। কেননা এ দিন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আল্লাহ পৃথিবীর নিকটতম আকাশে নেমে আসেন এবং বলেন, কে আছো আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তাকে ক্ষমা করবো। কে আছো রিযিকপ্রার্থী, আমি তাকে রিযিক দান করবো। কে আছো রোগমুক্তি প্রার্থনাকারী, আমি তাকে নিরাময় দান করবো। কে আছো এই প্রাথ্রনাকারী। ফজরের সময় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত (তিনি এভাবে আহ্বান করেন)।[১৩৮৮]

١٣٨٩/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قَالَتْ قَدْ قُلْتُ وَمَا بِي ذَلِكَ وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ».

২/১৩৮৯। আবদাহ বিন আবদুল্লাহ আল-খুযাঈ ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক আবূ বাকর ইয়াযীদ বিন হারূন হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্রীর .... উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, এক রাতে আমি নাবী (সাঃ)-কে (বিছানায়) না পেয়ে তাঁর খোঁজে বের হলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি জান্নাতুল বাকিতে, তাঁর মাথা আকাশের দিকে তুলে আছেন। তিনি বলেন, হে আয়িশাহ! তুমি কি আশঙ্কা করেছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন? আয়িশাহ (রাঃ) বলেন,

যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ২. সুওয়ায়দ বিন আবূ সাঈদ ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৩৮৮. মিশকাত ১৩০৮ মাওযূ, দঈফ তারগীব ৬৩২ মাওযূ, যাঈফা ২১৩২ মাওযূ, মিশকাত ১৩০৮, দঈফাহ ২১৩২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ জিদ্দান অথবা মাওযূ। উক্ত হাদীস্রের রাবী (আবূ বাকর বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ) বিন আবূ সাবরাহ সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি দুর্বল। ২. ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বললেও অন্যত্রে তিনি বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে সত্যবাদী বলেছেন।

তা নয়, বরং আমি ভাবলাম যে, আপনি হয়তো আপনার কোন স্ত্রীর কাছে গেছেন। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন এবং কালব গোত্রের শেষপালের পশমের চাইতেও অধিক সংখ্যক লোকের গুনাহ মাফ করেন।[১৩৮৯]

١٣٩٠/٣ - حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَرْزَبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».

١٣٩٠/٣ (١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

৩/১৩৯০। রাশিদ বিন সাঈদ বিন রাশিদ আর-রামলী ওয়ালীদ ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনাস সংমিশ্রণ করেন) দহ্‌হাক বিন আয়মান (মাজহুল বা অপরিচিত) দহ্‌হাক বিন আবদুর রহমান বিন আরযাব .... আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁর সৃষ্টির সকলকে ক্ষমা করেন।

৩/১৩৯০ (১)। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতালম্বী) আবুল আসওয়াদ নায্‌র বিন আবদুল জাব্বার ইবনু লাহীআহ যুবায়র বিন সুলায়ম (মাজহুল বা অপরিচিত) দহ্‌হাক বিন আবদুর রহমান তার পিতা (আবদুর রহমান) (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস্রের অনুরূপ বর্ণিত আছে।[১৩৯০]

١٩٢/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّجْدَةِ عِنْدَ الشُّكْرِ

৫/১৯২. অধ্যায় : কৃতজ্ঞতাসূচক স্বলাত ও সাজদাহ

١٣٩١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَتْنِي شَعْثَاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ رَكْعَتَيْنِ».

১৩৮৯. মুসলিম ৯৭৩-৭৪, তিরমিযী ৭৩৯, নাসায়ী ২০৩৭, আহমাদ ২৫৪৮৭। মিশকাত ১২৯৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী হাজ্জাজ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি আমর থেকে হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু দুর্বলদের থেকে তাদলীস করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বর্জন করেছি।

১৩৯০. জামি সগীর ১৮১৯ হাসান, মিশকাত ১৩০৬ দঈফ, স্বহীহা ৪/১৫৬৩ স্বহীহ, মিশকাত ১৩০৬, ১৬০৭, ফিলাল ৫১০, স্বহীহ আবী দাউদ ১১৪৪, ১৫৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমুহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল। ২. দহ্‌হাক বিন আয়মান সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে? তা অজ্ঞাত। ৩. যুবায়র বিন সুলায়ম সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ৩. আবদুর রহমান সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

১/১৩৯১। আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ সালামাহ বিন রাজা' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু গারীব) শা'স্বা' (তার ব্যাপারে ভালো-মন্দ কিছুই জানা যায়নি) আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ জাহলের শিরশ্ছেদের সুসংবাদ প্রাপ্তি দিবসে দু' রাকআত শোকরানা স্বলাত পড়েন।[১৩৯১]

١٣٩٢/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبِي أَنْبَأَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «بُشِّرَ بِحَاجَةٍ فَخَرَّ سَاجِدًا».

২/১৩৯২। ইয়াহইয়া বিন উস্নমান বিন স্বালিহ আল-মিস্রী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) আমার পিতা (উস্নমান বিন স্বালিহ আল-মিস্রী) বিন লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পার হাদীস্ন বর্ণনাস সংমিশ্রণ করেন) ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব আমর ইবনুল ওয়ালীদ বিন আবদাহ আস-সাহমী আনাস বিন মালিক (রাঃ) নাবী (সাঃ)-কে কোন প্রয়োজন বা কাজ পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলে তিনি (কৃতজ্ঞতার) সাজদাহ্য় লুটিয়ে পড়েন।[১৩৯২]

١٣٩٣/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِدًا.

৩/১৩৯৩। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়াহ আবদুর রায্যাক মা'মার যুহরী আবদুর রহমান বিন কা'ব বিন মালিক তার পিতা (কা'ব বিন মালিক) (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ যখন তার তাওবা কবূল করেন তখন, তিনি (কৃতজ্ঞতার) সাজদাহ্য় লুটিয়ে পড়েন।[১৩৯৩]

١٣٩٤/٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى».

৪/১৩৯৪। আবদাহ বিন আবদুল্লাহ আল-খুযাঈ ও আহমাদ বিন ইউসুফ আল-আসলামী আবূ আস্নিম বাক্কার বিন আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকরাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ন বর্ণনায় সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকরাহ) আবূ বাক্রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর নিকট কোন খুশির খবর আসলে তিনি মহামহিম আল্লাহ্র সমীপে কৃতজ্ঞতার সাজদাহ্য় লুটিয়ে পড়তেন।[১৩৯৪]

١٩٣/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ كَفَّارَةٌ

৫/১৯৩. অধ্যায় : স্বলাত গুনাহের কাফফারাস্বরূপ।

১৩৯১. দারিমী ১৪৬২। বিন খুযাইমাহ ৯৯৯ স্বহীহ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্নের রাবী সালামাহ বিন রাজা' সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তার স্নিকাহ গ্রন্থে তাকে স্নিকাহ হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আদী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন যেগুলোর অনুসরণ করা যাবে না। ২. শা'স্বা' সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তার পরিচয় অজ্ঞাত।

১৩৯২. ইরওয়া' ২/২২৭-২২৮। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৩৯৩. আহমাদ ১৫৩৫৪। ইরওয়া' ৪৭৭, স্বহীহ আবী দাউদ ২৪৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৩৯৪. তিরমিযী ১৫৭৮, আবূ দাউদ ২৭৭৪। ইরওয়া' ৪৭৪, স্বহীহ আবী দাউদ ২৪৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

١٣٩٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِيثًا يَنْفَعُنِي اللهُ بِمَا شَاءَ مِنْهُ وَإِذَا حَدَّثَنِي عَنْهُ غَيْرُهُ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ صَدَّقْتُهُ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ مِسْعَرٌ ثُمَّ يُصَلِّي وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ».

১/১৩৯৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও নাস্র বিন আলী ওয়াকী' মিসআর ও সুফইয়ান উস্মান ইবনুল মুগীরাহ আস্-স্বাকাফী আলী বিন রাবীআহ আল-ওয়ালিবী আসমা' ইবনুল হাকাম আল-ফাযারী আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) বলেন, যখন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট হাদীস্র শুনতাম, তখন আল্লাহ তার দ্বারা আমার যতটুকু উপকার করতে চাইতেন করতেন। আর অন্য কেউ তাঁর থেকে আমার নিকট হাদীস্র বর্ননা করলে আমি তাকে শপথ করাতাম। সে শপথ করার পর আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। আবূ বাক্‌র (রাঃ) আমার নিকট হাদীস্র বর্ননা করতেন এবং তিনি সত্য বলতেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি গুনাহ করার পর উত্তমরূপে উদূ করে দু' রাকআত স্বলাত পড়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। মিসআর (রহঃ)-এর বর্ণনায় শুধু স্বলাত উল্লেখ আছে (রাকআত সংখ্যা উল্লেখ নাই)।[১৩৯৫]

١٣٩٦/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَظُنُّهُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السُّلَاسِلِ فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ فَرَابَطُوا ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ عَاصِمٌ يَا أَبَا أَيُّوبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَدُلُّكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ» أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ قَالَ نَعَمْ.

২/১৩৯৬। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ আবুয যুবায়র সুফইয়ান বিন আবদুল্লাহ আস্রিম বিন সুফ্ইয়ান আস্-স্বাকাফী আবূ আয়্যুব ও উক্বাহ বিন আমির (রাঃ) (আস্রিম) বলেন, তারা সালাসিল যুদ্ধ অভিযানে অংশগ্রহণ করতে রওয়ানা হন। এরপর তারা সীমান্ত এলাকায় সারিবদ্ধভাবে ঘোড়া বিন্যস্ত করেন। পরে তারা মুআবিয়াহ (রাঃ)-এর নিকট ফিরে আসেন। তখন তার নিকট উপস্থিত ছিলেন আবূ আয়্যুব ও উক্বাহ বিন আমির (রাঃ)। আস্রিম (রহঃ) বলেন, হে আবূ আয়্যুব! এ বছরের যুদ্ধাভিযানে আমরা অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আমরা অবহিত হয়েছি যে, যে ব্যক্তি চারটি মাসজিদে স্বলাত পড়বে, তার গুনাহ মাফ করা হবে। আবূ আয়্যুব (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি চারটি মাসজিদে স্বলাত পড়বে, তার গুনাহ মাফ করা হবে। আবূ আয়্যুব (রাঃ) বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তোমাকে এর চেয়েও সহজ পথ বলে দিচ্ছি। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি যথাবিধি উদূ করে যথাবিধি স্বলাত পড়লে, তার পূর্বেকার গুনাহ ক্ষমা করা হয়। হে উক্বা! হাদীস্রটি কি এরূপ? তিনি বলেন, হাঁ।[১৩৯৬]

১৩৯৫. তিরমিযী ৪০৬, ৩০০৬; আবূ দাউদ ১৫২১, আহমাদ ২, ৪৮, ৫৭। মিশকাত ১৩২৪, স্বহীহ আবী দাউদ ১৩৬১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৩৯৬. নাসায়ী ১৪৪। তা'লাক রগীব ১/৯৮,৯৯, স্বহীহ তারগীব ১৯১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

١٣٩٧/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ أَحَدِكُمْ نَهْرٌ يَجْرِي يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ».

৩/১৩৯৭। আবদুল্লাহ বিন আবূ যিয়াদ ইয়া'কূব বিন ইবরাহীম বিন সা'ঈদ ইবনু শিহাব এর ভাতিজা (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুসলিম) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) তার চাচা (ইবনু শিহাব) স্বালিহ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ ফারওয়াহ আমির বিন সা'দ আবান বিন উসমান উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : **তুমি কি মনে করো**, কারো বাড়ির আঙ্গিনায় যদি প্রবহমান নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন **পাঁচবার গোসল করে**, তবে তার শরীরে কি কোন ময়লা থাকে? তিনি বলেন, কিছুই থাকে না। তিনি বলেন, পানি যেভাবে ময়লা দূর করে দেয়, তদ্রূপ স্বলাতও গুনাহ দূর করে দেয়।[১৩৯৭]

١٣٩٨/٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ يَعْنِي مَا دُونَ الْفَاحِشَةِ فَلَا أَدْرِي مَا بَلَغَ غَيْرَ أَنَّهُ دُونَ الزِّنَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ «﴿أَقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِي هَذِهِ قَالَ لِمَنْ أَخَذَ بِهَا».

৪/১৩৯৮। সুফইয়ান বিন ওয়াকী' ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ সুলায়মান আত-তায়মী আবু উসমান আন-নাহদী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তি এক নারীর সাথে অপকর্ম করে, তবে যেনা নয়। আমি জানি না, আসলে কী ঘটেছিল। সম্ভবত যিনা ব্যতীত অন্য কিছু। সে নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে ব্যাপারটি তাঁর কাছে বর্ণনা করে। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) "স্বলাত আদায় করো দিনের দু' প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে, সৎকর্ম অবশ্যই অসৎ কর্ম মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে এতো তাদের জন্য উপদেশ" (সূরাহ হূদ : ১১৪)। সেই ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! এ আয়াত কি আমার জন্যই? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এর উপর আমাল করবে (তার জন্যও)।[১৩৯৮]

١٩٤/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا

৫/১৯৪. অধ্যায় : পাঁচ ওয়াক্তের ফারদ স্বলাত ও তার হিফাযাত করা।

١٣٩٩/١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى آتِيَ عَلَى

১৩৯৭. আহমাদ ৫২০। ইরওয়া' ১/৪৭-৪৮। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ।

১৩৯৮. বুখারী ৫২৬, ৪৬৮৭; মুসলিম ২৭৬৩/১-২, তিরমিযী ৩১১২, আবূ দাউদ ৪৪৬৮, আহমাদ ৩৬৪৫, ৪০৮৩; ইবনু মাজাহ ৪২৫৪। ইরওয়া' ৮/২৩-২৪। তাহকীক আলবানী : স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী সুফইয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী মন্তব্য করেছেন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী।

مُوسَى فَقَالَ مُوسَى مَاذَا افْتَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوَضَعَ عَنِّي شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَقُلْتُ قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي».

১/১৩৯৯। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আল-মিসরী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব ইউনুস বিন ইয়াযীদ ইবনু শিহাব আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফারদ করেছিলেন। আমি তা নিয়ে ফেরার পথে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট আসলাম। তখন মূসা (আলাইহিস সালাম) বলেন, আপনার প্রভু আপনার উম্মাতের জন্য কী ফারদ করেছেন? আমি বললাম ঃ তিনি আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফারদ করেছেন। তিনি বলেন, আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান। কেননা আপনার উম্মাত তা পড়তে সক্ষম হবে না। অতএব আমি আমার প্রভুর নিকট ফিরে গেলে তিনি তার অর্ধেক কমিয়ে দেন। অতঃপর আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে তা অবহিত করলাম। তিনি বলেন, আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে গেলাম। তিনি বলেন, তা পাঁচ ওয়াক্ত, পঞ্চাশের সমান। আর আমার কথা কখনো পরিবর্তন হয় না। তারপর আমি মূসা (আলাইহিস সালাম)এর নিকট ফিরে আসলে তিনি আবার বলেন, আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান। আমি বললাম, আমি আমার প্রভুর নিকট পুনরায় ফিরে যেতে লজ্জাবোধ করছি।[১৩৯৯]

١٤٠٠/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمِ أَبِي عُلْوَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «أُمِرَ نَبِيُّكُمْ ﷺ بِخَمْسِينَ صَلَاةً فَنَازَلَ رَبَّكُمْ أَنْ يَجْعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ».

২/১৪০০। আবূ বাকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী আবূল ওয়ালীদ শারীক আবদুল্লাহ বিন উস্‌ম আবূ উলওয়ান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তোমাদের নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাতের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এরপর তোমাদের রব তা পাঁচ ওয়াক্তে পরিণত করেন।[১৪০০]

١٤٠١/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ الْمُخْدِجِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ قَدْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

৩/১৪০১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইবনু আবূ আদী শু'বাহ আবদুর রব বিন সাঈদ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বিন হাব্বান (আবদুল্লাহ) বিন মুহায়রিয (আবূ রাফী') মুখদিজী

১৩৯৯. তিরমিযী ২১৩, নাসায়ী ৪৪৯-৫০, আহমাদ ১২২৩০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪০০. আহমাদ ২৮৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ লিগাইরিহী। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল্লাহ বিন উস্‌ম আবূ উলওয়ান সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

(মাকবূল) উবাদাহ ইবনুস্‌-স্বামিত (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্‌ত স্বলাত ফারয্‌ করেছেন। যে ব্যক্তি স্বলাতের কোন হক নষ্ট না করে তা যথাযথভাবে আদায় করবে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট কিয়ামাতের দিন তার জন্য এই প্রতিশ্রুতি আছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি স্বলাতের হক নষ্ট করবে এবং যথাযথভাবে স্বলাত পড়বে না, তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন, অন্যথায় মাফ করবেন।[১৪০১]

١٣٠٢/٤ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ قَالَ فَقَالُوا هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَجَبْتُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ وَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ».

৪/১৪০২। ঈসা বিন হাম্মাদ আল-মিস্‌রী, লায়স্‌ বিন সা'দ, সাঈদ আল-মাকবূরী, শারীক বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ নামির (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন), আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, একদা আমরা মাসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি উটের পিঠে আরোহিত অবস্থায় এসে তার উটটিকে মাসজিদের নিকট বসিয়ে সেটিকে বাঁধলো, অতঃপর জিজ্ঞেস করলো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (ﷺ) কে? রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। রাবী বলেন, তারা বললেন, হেলান দিয়ে বসা এই সুন্দর ব্যক্তি। লোকটি তাঁকে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! নাবী (ﷺ) তাকে বলেন, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। লোকটি তাঁকে বলবো, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো এবং আমার প্রশ্নগুলো আপনার জন্য হবে কঠোর। এতে আপনি কিছু মনে করবেন না। তিনি বলেন, তোমার ইচ্ছামত প্রশ্ন করো। লোকটি তাঁকে বললো, আমি আপনাকে আপনার প্রভুর এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভুর শপথ দিচ্ছি, আল্লাহ কি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরণ করেছেন? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ইয়া আল্লাহ্‌! হাঁ। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে দিন-রাত পাঁচ ওয়াক্‌ত স্বলাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ইয়া আল্লাহ্‌! হাঁ। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে বছরের এই মাসে স্বওম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন? রসূলুল্লাহ (ﷺ)

১৪০১. নাসায়ী ৪৬১, আবূ দাউদ ৪২৫, ১৪২০; আহমাদ ২২১৮৫, ২২১৯৬, ২২২৪৬, ২৭৭৪০; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৭০, দারিমী ১৫৭৭। স্বহীহ আবী দাউদ ৪৫১, ১২৭৬, মিশকাত ৫৭০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

বলেন, ইয়া আল্লাহ্! হাঁ। সে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ কি আপনাকে আমাদের ধনাঢ্যদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করে তা আমাদের গরীবদের মধ্যে বিত্রণের নির্দেশ দিয়েছেন? রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, ইয়া আল্লাহ্! হাঁ। লোকটি বললো, আপনি যা নিয়ে এসেছেন আমি তার উপর ঈমান আনলাম। আর আমার সম্প্রদায়ের যেসব লোক আমার পেছনে রয়েছে, আমি তাদের প্রতিনিধি এবং আমি হলাম সা'দ বিন বাক্র গোত্রের সদস্য দিমাম বিন স্বা'লাবাহ।[১৪০২]

١٤٠٣/٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السُّلَيْكِ أَخْبَرَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي.

৫/১৪০৩। ইয়াহইয়া বিন উসমান বিন সাঈদ বিন কাসীর বিন দীনার আল-হিমসী > বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ (তিনি দুর্বলদের থেকে অধিক তাদলীস করেছেন) > দুবারাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আবুস সুলায়ক (মাজহুল বা অপরিচিত) > দুওয়ায়দ বিন নাফি' > যুহরী > সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব > কাতাদাহ বিন রিবঈ (রাঃ) তাকে অবহিত করেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, মহামহিম আল্লাহ বলেছেন, আমি আপনার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত ফার্দ করেছি এবং আমি আমার নিকট এ অঙ্গীকার করছি যে, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ওয়াক্তমত এসব স্বলাতের হেফাজত করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে হেফাজত করবে না, তার জন্য আমার পক্ষ থেকে কোন অঙ্গীকার নাই।[১৪০৩]

١٩٥/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ

৫/১৯৫. অধ্যায় : মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নাববীতে স্বলাত পড়ার ফাযীলাত।

١٤٠٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدَنِيُّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

١٤٠٤/١ (١) - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

১৪০২. বুখারী ৬৩, মুসলিম ১২, তিরমিযী ৬১৯, নাসায়ী ২০৯১-৯৩, আবূ দাউদ ৪৮৬, আহমাদ ১২৩০৮, দারিমী ৬৫০। সহীহ আবী দাউদ ৫০৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪০৩. আবূ দাউদ ৪৩০। জামি সগীর ৪০৪৫ দঈফ, সহীহা ৪০৩৩ সহীহ, সহীহ আবী দাউদ ৪৫৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ১. বাকিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, যখন তিনি সিকাহ রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তাকে সিকাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। ইমাম নাসায়ী বলেন, যখন তিনি হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দদ্বয় দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তিনি সিকাহ হিসেবে গণ্য হবেন। ২. দুবারাহ বিন আবদুল্লাহ বিন আবুস সুলায়ক সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি অপরিচিত।

১/১৪০৪। আবু মুস্‌আব আল-মাদানী আহমাদ বিন আবূ বাকর মালিক বিন আনাস যায়দ বিন রাবাহ ও উবায়দুল্লাহ বিন আবু আবদুল্লাহ আবূ আবদুল্লাহ আল-আগাররু আবূ হুরায়রাহ রসূলুল্লাহ বলেন, মাসজিদুল হারাম ব্যতীত, অন্যান্য মাসজিদে পড়া স্বলাতের তুলনায় আমার এ মাসজিদে পড়া স্বলাত হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ।

১/১৪০৪ (১)। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ [১৪০৪]

١٤٠٥/٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

২/১৪০৫। ইসহাক বিন মানসূর আবদুল্লাহ বিন নুমায়র উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার নাবী বলেন, অন্যান্য মাসজিদে পড়া স্বলাত অপেক্ষা আমার এ মাসজিদে পড়া স্বলাত হাজার গুণ উত্তম (ফাযীলাতপূর্ণ) মাসজিদুল হারাম ব্যতীত।[১৪০৫]

١٤٠٦/٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ».

৩/১৪০৬। ইসমাঈল বিন আসাদ যাকারিয়্যা বিন আদী উবায়দুল্লাহ বিন আমর আবদুল কারীম আতা' জাবির রসূলুল্লাহ বলেন, মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অপরাপর মাসজিদের স্বলাত অপেক্ষা আমার মাসজিদের স্বলাত হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ (ফাদীলাতপূর্ণ)। অন্যান্য মাসজিদের স্বলাতের তুলনায় মাসজিদুল হারামের স্বলাত এক লক্ষ গুণ উত্তম (ফাদীলাতপূর্ণ)।[১৪০৬]

١٩٦/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

৫/১৯৬. অধ্যায় : বাইতুল মাকদিস মাসজিদে স্বলাত পড়ার ফাযীলাত।

١٤٠٧/١ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ «أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ قَالَ فَتُهْدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهُ».

১৪০৪. বুখারী ১১৯০, মুসলিম ১৩৯৪/১-৪, তিরমিযী ৩২৫, নাসায়ী ৬৯৪, ২৮৯৯; আহমাদ ৭২১২, ৭৩৬৭, ৭৪৩২, ৭৬৭৬, ৭৬৮১, ৭৮৮৫, ৯৬৮০, ৯৭০১, ৯৭৬২, ৯৯০৫, ৯৯২৬, ১০০৯৭; মুওয়াত্ত্বা মালিক ৪৬১, দারিমী ১৪১৮। ইরওয়া' ৯৭১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪০৫. মুসলিম ১৩৯৫, নাসায়ী ২৮৯৭, আহমাদ ৪৬৩২, ৪৮২৩, ৫১৩১, ৫৩৩৫, ৬৪০০; দারিমী ১৪১৯। ইরওয়া' ৪/১৪৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪০৬. আহমাদ ১৪২৮৪, ১৪৮৪৭। ইরওয়া ৪/১৪৬, ১১২৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১/১৪০৭। ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ আর-রাক্কী ঈসা বিন য়ূনুস স্রাওর বিন ইয়াষীদ যিয়াদ বিন সাওদাহ তার ভাই উসমান বিন আবূ সাওদাহ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুক্তদাসী মায়মূনাহ (বিনতু সা'দ) (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে আমাকে ফাতওয়া দিন। তিনি বলেন, এটা হাশরের মাঠ এবং সকলের একত্র হওয়ার ময়দান। তোমরা তাতে স্বলাত পড়ো। কেননা সেখানে এক ওয়াক্ত স্বলাত পড়া অন্যান্য স্থানের তুলনায় এক হাজার গুণ উত্তম। আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন, যদি আমি সেখানে যেতে সমর্থ না হই? তিনি বলেন, তুমি তাতে বাতি জ্বালানোর জন্য যায়তুন তৈল হাদিয়া পাঠাও। যে ব্যক্তি তা করলো, সে যেন সেখানে উপস্থিত হলো।[১৪০৭]

١٤٠٨/٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ ثَلَاثًا حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ وَمُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ».

২/১৪০৮। উবায়দুল্লাহ ইবনুল জাহম আল-আনমাতী (মাকবূল) আয়্যূব বিন সুওয়ায়ীদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ যুরআহ আস-সায়বানী ইয়াহইয়া বিন আমর আবদুল্লাহ ইবনুদ-দায়লামী আবদুল্লাহ বিন আম্র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, সুলায়মান বিন দাউদ (আলাইহিস সালাম) বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ শেষ করে আল্লাহ্র কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেন ঃ আল্লাহ্র হুকুমমত সুবিচার, এমন রাজত্ব যা তার পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিসে কেবলমাত্র স্বলাত পড়ার জন্য আসবে, তার গুনাহ যেন তার থেকে বের হয়ে যায় তার মা তাকে প্রসব করার দিনের মত। এরপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, প্রথম দু'টি তাঁকে দান করা হয়েছে এবং আমি আশা করি তৃতীয়টিও তাঁকে দান করা হবে।[১৪০৮]

١٤٠٩/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى».

৩/১৪০৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবদুল আ'লা মা'মার যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, (আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উদ্দেশে)। তিনটি মাসজিদ ব্যতীত আর কোথাও সফর করা যাবে নাঃ মাসজিদুল হারাম, আমার এই মাসজিদ এবং মাসজিদুল আক্সা।[১৪০৯]

১৪০৭. আবূ দাউদ ৪৫৭, আহমাদ ২৭০৭৯। দঈফ আবী দাউদ ৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীস্রের রাবী উসমান বিন আবূ সাওদাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্রিকাহ বললেও ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত।

১৪০৮. নাসায়ী ৬৯৩, আহমাদ ২৭৭৬২। তা'লীকুর রগীব ২/১৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪০৯. বুখারী ১১৮৯, মুসলিম ১৩৯৭/১-২, নাসায়ী ৭০০, আবূ দাউদ ২০৩৩, আহমাদ ৭১৫১, ৭২০৮, ৭৬৭৮, ১০১২৯; মুওয়াত্ত্বা মালিক ২৪৩, দারিমী ১৪২১। ইরওয়া' ৭৭৩, ৯৭০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٤/١٤١٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَا».

৪/১৪১০। হিশাম বিন আম্মার মুহাম্মাদ বিন শুআয়ব ইয়াযীদ বিন আবূ মারয়াম কাযাআহ আবূ সাঈদ ও আবদুল্লাহ বিন আম্র ইবনুল আস্ব (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তিনটি মাসজিদ ব্যতীত আর কোথাও (আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের আশায়) সফর করা যাবে না। মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুল আকসা এবং আমার এই মাসজিদের দিকে।[১৪১০]

٥/١٩٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ

৫/১৯৭. অধ্যায় : কুবা মাসজিদে স্বলাত পড়ার ফাযীলাত।

١/١٤١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَبْرَدِ مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ».

১/১৪১১। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কাদারিয়া মতাবলম্বী, হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূল আবরাদ (মাকবূল) উসাইদ বিন যুহায়র আল-আনস্বারী (রাঃ) তিনি নাবী (সাঃ)-এর সহাবী ছিলেন। নাবী (সাঃ) হতে বলেন, কুবা মাসজিদে এক ওয়াক্ত স্বলাত পড়া একটি উমরার সমতুল্য।[১৪১১]

٢/١٤١٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ قَالَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ».

২/১৪১২। হিশাম বিন আম্মার হাতিম বিন ইসমাঈল ও ঈসা বিন য়ূনুস মুহাম্মাদ বিন সুলায়মান আল-কারমানী (মাকবূল) আবূ উমামাহ বিন সাহল বিন হুনায়ফ (রাঃ) সাহ্‌ল বিন হুনাইফ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ঘরে পবিত্রতা অর্জন করলো, অতঃপর কুবা মাসজিদে এসে এক ওয়াক্ত স্বলাত পড়লো, তার জন্য একটি উমরাহ্‌র সমান সাওয়াব রয়েছে।[১৪১২]

٥/١٩٨. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

৫/১৯৮. অধ্যায় : জামে মাসজিদে স্বলাত পড়ার ফাদীলাত।

১৪১০. বুখারী ১১৯৭, তিরমিযী ৩২৬, আহমাদ ১১০১৭, ১১০৯১, ১১২১৫, ১১৩২৯, ১১৪৭৩, ২৭৯২২, ২৭৯২৫, ২৭৯৪৭, ২৭৯৪৯। ইরওয়া' ৩/২৩১-২৩৫, ৪/১৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪১১. তিরমিযী ৩২৪। তা'লীকুর রগীব ২/১৩৮, ১৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪১২. নাসায়ী ৬৯৯, আহমাদ ১৫৫৫১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٤١٣/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا رُزَيْقٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَلْهَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ».

১/১৪১৩। হিশাম বিন আম্মার আবূল খাত্তাব (হাম্মাদ) আদ-দিমাশকী (মাজহূল বা অপরিচিত) রুযায়ক আবূ আবদুল্লাহ আল-হানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তির নিজ ঘরে এক ওয়াক্ত স্বলাত পড়ার নেকী এক ওয়াক্ত স্বলাতেরই সমান, তার পাড়ার বা গোত্রের মাসজিদে তার এক স্বলাত পঁচিশ স্বলাতের সমতুল্য, জুমুআহ মাসজিদে তার এক স্বলাত পাঁচ শত স্বলাতের সমান। মাসজিদুল আকসায় তার এক স্বলাত পঞ্চাশ হাজার স্বলাতের সমতুল্য, আমার মাসজিদে তার এক স্বলাত পঞ্চাশ হাজার স্বলাতের সমতুল্য এবং মাসজিদুল হারামে তার এক স্বলাত এক লাখ স্বলাতের সমতুল্য।[১৪১৩]

١٩٩/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي بَدْءِ شَأْنِ الْمِنْبَرِ

৫/১৯৯. অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিম্বারের সূচনা।

١٤١٤/١ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الْجِذْعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ شَيْئًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسْمِعَهُمْ خُطْبَتَكَ قَالَ «نَعَمْ فَصَنَعَ لَهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ فَهِيَ الَّتِي أَعْلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ وَضَعُوهُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُومَ إِلَى الْمِنْبَرِ مَرَّ إِلَى الْجِذْعِ الَّذِي كَانَ يَخْطُبُ إِلَيْهِ فَلَمَّا جَاوَزَ الْجِذْعَ خَارَ حَتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ الْجِذْعِ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ حَتَّى سَكَنَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّى إِلَيْهِ» فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ وَغُيِّرَ أَخَذَ ذَلِكَ الْجِذْعَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَكَانَ عِنْدَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى بَلِيَ فَأَكَلَتْهُ الْأَرَضَةُ وَعَادَ رُفَاتًا.

১/১৪১৪। ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ আর-রাক্কী উবায়দুল্লাহ বিন আমর আর-রাক্কী আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আকীল তুফায়ল বিন উবাই বিন কা'ব তার পিতা (উবাই বিন কা'ব) (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাপড়ার মাসজিদে থাকা অবস্থায় একটি খেজুর গাছের খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে স্বলাত আদায় করতো। তিনি ঐ খেজুর গাছের খুঁটি ঘেঁষে খুতবাহ দিতেন। তাঁর সহাবীদের একজন বলেন, আমরা কি আপনার জন্য এমন একটি জিনিসের ব্যবস্থা করবো, যার উপর আপনি জুমুআহ্র দিন

১৪১৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ৭৫২, তা'লীকুর রগীব ২/১৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূল খাত্তাব (হাম্মাদ) আদ-দিমাশকী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি প্রশিদ্ধ নয়। ২. রুযায়ক আবূ আবদুল্লাহ আল-হানী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়।

দাঁড়াবেন। যাতে লোকেরা আপনাকে দেখতে পায় এবং আপনার খুতবাহ তাদের শুনাতে পারেন। তিনি বলেন, হাঁ। তখন ঐ ব্যক্তি তাঁর জন্য তিন ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বার তৈরি করেন। এটি ছিল সবচাইতে উঁচু মিম্বার। মিম্বারটি বানানো হলে তারা তা যথাস্থানে স্থাপন করেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বারে উঠে খুতবাহ দেয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি ঐ খুঁটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তা চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠে। ফলে তা ফেটে যায়। রসূলুল্লাহ (ﷺ) শুকনো খেজুর গাছের কান্নার শব্দ শুনে নেমে আসেন এবং তাতে নিজ হাতে বুলিয়ে দেন। ফলে তা শান্ত হয়ে যায়। তারপর তিনি মিম্বারে ফিরে যান। এরপর যখন তিনি স্বলাত আদায় করতেন তখন ঐ খুঁটির দিকে রোখ করে স্বলাত আদায় করতেন। অতঃপর মাসজিদ যখন (সংস্কারের জন্য) ভাঙ্গা হলো, তখন উবাই বিন কা'ব (রাঃ) খুঁটিটি নিয়ে তার ঘরে রাখেন। অবশেষে উইপোকা তা খেয়ে ফেলে এবং ফলে তা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।[১৪১৪]

١٤١٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ ذَهَبَ إِلَى الْمِنْبَرِ «فَحَنَّ الْجِذْعُ فَأَتَاهُ فَاحْتَضَنَهُ فَسَكَنَ فَقَالَ لَوْ لَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

২/১৪১৫। ◊[আবূ বাকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী]X[বাহয বিন আসাদ]X[হাম্মাদ বিন সালামাহ]X[আম্মার বিন আবূ আম্মার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন)]X[ইবনু আব্বাস (রাঃ)]◊ ◊[আবূ বাকর বিন খাল্লাদ আল-বাহিলী]X[বাহয বিন আসাদ]X[হাম্মাদ বিন সালামাহ]X[সাবিত]X[আনাস (রাঃ)]◊ নাবী (ﷺ) খেজুর গাছের একটি শুকনা খুঁটি ঘেঁষে খুতবাহ দিতেন। নাবী (ﷺ) মিম্বারের ব্যবস্থা করলে, তিনি (খুতবাহ দেয়ার জন্য) মিম্বারে গিয়ে উঠলে খেজুর গাছের খুঁটিটি কেঁদে উঠে। তিনি তার কাছে এসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দেন এবং তা শান্ত হয়। অতঃপর তিনি বলেন, আমি তার গায়ে হাত না বুলালে তা কিয়ামাত পর্যন্ত রোনাজারি করতো।[১৪১৫]

١٤١٦/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ هُوَ فَأَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي «هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ نَجَّارٌ فَجَاءَ بِهِ فَقَامَ عَلَيْهِ حِينَمَا وُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ فَقَامَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ».

৩/১৪১৬। ◊[আহমাদ বিন সাবিত আল-জাহদারী]X[সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ]X[আবূ হাযিম]X[সাহল বিন সা'দ (রাঃ)]◊ (আবূ হাযিম) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মিম্বার কিসের দ্বারা নির্মিত ছিল সে বিষয়ে লোকেরা মতভেদ করে। তারা সাহল বিন সা'দ (রাঃ)-এর নিকট এসে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আর কেউ বেঁচে নেই। এটি ছিল আল-গাবা বনভূমির আছল নামীয় গাছের তৈরি। অমুক মহিলার মুক্তদাস কাঠমিস্ত্রী তা তৈরি করেছিল। সেটি এনে স্থাপন করা হলে মহানাবী (ﷺ) তাঁর উপর দাঁড়ান। অতঃপর তিনি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালে

১৪১৪. আহমাদ ২০৭৬১, ২০৭৪৫; দারিমী ৩৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৪১৫. তিরমিযী ৩৬২৭, আহমাদ ২৩৯৬, ১২৯৫০; দারিমী ৩৯। স্বহীহাহ ২১৭৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়ায়, অতঃপর তিনি কিরাআত পড়েন, তারপর রুকূ' করেন, অতঃপর মাথা উঠান, অতঃপর কিবলামুখী অবস্থায় পেছনে সরে এসে যমীনে সাজদাহ করেন, অতঃপর আবার মিম্বারের দিকে এগিয়ে গিয়ে কিরাআত পড়েন, তারপর রুকূ' করে দাঁড়িয়ে যান, অতঃপর আগের মত পেছনে সরে এসে মাটিতে সাজদাহ করেন।[১৪১৬]

١٤١٧/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ أَوْ قَالَ إِلَى جِذْعٍ ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا قَالَ «فَحَنَّ الْجِذْعُ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى سَمِعَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى أَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَسَحَهُ فَسَكَنَ».

٤/فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

৪/১৪১৭। আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ ইবনু আবূ আদী সুলায়মান আত-তায়মী আবূ নাদরাহ্ জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি গাছের মূলে অথবা খেজুর গাছের কাণ্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর তিনি একটি মিম্বার গ্রহণ করেন। রাবী বলেন, খেজুর কাণ্ডটি কেঁদে দিলো। জাবির (রাঃ) বলেন, এমনকি মাসজিদের লোকেরা এর কান্না শুনতে পায়। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) গাছের নিকট এসে তাতে হাত বুলান, ফলে তা শান্ত হয়। তাদের কতক বললেন, তিনি এর কাছে না এলে এটা কিয়ামাত পর্যন্ত কাঁদতো।[১৪১৭]

٢٠٠/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ

৫/২০০. অধ্যায় : (নফল) স্বলাতসমূহে দীর্ঘ কিয়াম করা।

١٤١٨/١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ «صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ الْأَمْرُ قَالَ هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَتْرُكَهُ».

১/১৪১৮। আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ ও সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির আ'মাশ আবূ ওয়ায়িল আবদুল্লাহ্ (বিন মাসঊদ) (রাঃ) বলেন, এক রাতে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে স্বলাত আদায় করলাম। তিনি এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ান যে, শেষে আমি একটি অসমীচীন কাজের ইচ্ছা করলাম। আবূ ওয়ায়িল (রহঃ) বলেন, আমি বললাম, সেটি কী? তিনি বলেন, আমি তাঁকে একাকী স্বলাতরত অবস্থায় ত্যাগ করে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম।[১৪১৮]

١٤١٩/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا».

১৪১৬. বুখারী ৩৭৭, ৪৪৮, ২০৯৪, ২৫৬৯; মুসলিম ৫৪৪, নাসায়ী ৭৩৯, আবূ দাঊদ ১০৮০, আহমাদ ২২৩৬৪, দারিমী ১২৫৮। ইরওয়া' ৫৪৫, আবী দাঊদ ৯৯২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪১৭. বুখারী ৯১৮, ২০৯৫, ৩৫৮৪-৮৫; আহমাদ ১৩৭০৫, ১৩৭২৯, ১৩৭৯৪, ১৩৮৭০, ১৪০৫৯; দারিমী ১৫৬২। স্বহীহাহ ২১৭৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪১৮. বুখারী ১১৩৫, মুসলিম ৭৭৩, আহমাদ ৩৬৩৮, ৩৭৫৭, ৩৯২৭, ৪১৮৭। মুখতাসার শামায়িল ২২৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

২/১৪১৯। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যিয়াদ বিন ইলাকাহ মুগীরাহ বলেন, রসূলুল্লাহ এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে স্বলাত পড়েন যে, তাঁর পদদ্বয় ফুলে যায়। বলা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?[১৪১৯]

١٤٢٠/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا».

৩/১৪২০। আবূ হিশাম আর-রিফাঈ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ (নির্ভরযোগ্য রাবী নয়) ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন) আ'মাশ আবূ স্বালিহ আবূ হুরায়রাহ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (দীর্ঘক্ষণ ধরে) স্বলাত আদায় করতে থাকতেন, এমনকি তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেতো। তাঁকে বলা হলো, আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?[১৪২০]

١٤٢١/٤ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ قَالَ «طُولُ الْقُنُوتِ».

৪/১৪২১। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর আবূ আসিম ইবনু জুরায়জ আবুয যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ বলেন, নাবী -কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ স্বলাত উত্তম? তিনি বলেন, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়া স্বলাত।[১৪২১]

٢٠١/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ السُّجُودِ

৫/২০১. অধ্যায় : অধিক সাজদাহ সম্পর্কে।

١٤٢٢/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ قَالَ «عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً».

১৪১৯. বুখারী ১১৩০, ৪৮৩৬, ৬৪৭১; মুসলিম ২৮১৯/১-২, তিরমিযী ৪১২, নাসায়ী ১৬৪৪, আহমাদ ১৭৭৩৩, ১৭৭৭৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪২০. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ হিশাম আর-রিফাঈ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আমি তার ব্যাপারে খারাপ কিছু দেখি না। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও স্বিকাহ রাবী বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, আমি দেখেছি মুহাদ্দীসগণ তার ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, তিনি দুর্বল। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ২. ইয়াহইয়া বিন ইয়ামান সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সাওরীর হাদীস্রে অধিক ভুল করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৪২১. মুসলিম ৭৫৬, তিরমিযী ৩৮৭, আহমাদ ১৩৮২১, ১৪৭৮৮। ইরওয়া' ৪৫৮, স্বহীহ আবী দাউদ ১১৯৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১/১৪২২। ◊ হিশাম বিন আম্মার ও আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ✗ ওয়ালীদ বিন মুসলিম ✗ আবদুর রহমান বিন স্রাবিত বিন স্রাওবান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী) ✗ তার পিতা (স্রাবিত বিন স্রাওবান) ✗ মাকহুল ✗ কাস্রীর বিন মুররাহ ✗ আবূ ফাতিমাহ (রাঃ) ◊ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে এমন একটি আমাল বলে দিন, যা আমি অবিচলভাবে অনবরত করতে পারি। তিনি বলেন, তুমি সাজদাহ করো। কেননা তুমি যখনই আল্লাহ্র জন্য একটি সাজদাহ করবে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমার মর্যাদা একধাপ সমুন্নত করবেন এবং তোমার একটি গুনাহ মাফ করবেন।[১৪২২]

٢/١٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ حَدَّثَهُ مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ لَقِيتُ ثَوْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْنِي حَدِيثًا عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ قَالَ فَسَكَتَ ثُمَّ عُدْتُ فَقُلْتُ مِثْلَهَا فَسَكَتَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لِي عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ لِلّٰهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» قَالَ مَعْدَانُ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

২/১৪২৩। ◊ আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম ✗ ওয়ালীদ বিন মুসলিম ✗ আবদুর রহমান বিন আমর আবু আমর আল-আওযাঈ ✗ ওয়ালীদ বিন হিশাম আল-মুআয়তী ✗ মা'দান বিন আবূ তালহাহ আল-ইয়া'মারী ✗ বলেন, আমি স্রাওবান (রাঃ) ◊ এর সাথে সাক্ষাত করে তাকে বললাম, আপনি আমার নিকট একটি হাদীস্র বর্ণনা করুন, আশা করি তার দ্বারা আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। রাবী বলেন, তিনি নীরব থাকলেন। আমি বিষয়টি পুনর্ব্যক্ত করলাম, এবারও তিনি নীরব থাকলেন। এভাবে তিনবার নীরব থাকলেন। অবশেষে তিনি আমাকে বলেন, তুমি অবশ্যই আল্লাহ্র জন্য সাজদাহ করো। কেননা আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন বান্দা আল্লাহ্র জন্য একটি সাজদাহ করলেই আল্লাহ এর বিনিময়ে তার একধাপ মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। মা'দান (রহঃ) বলেন, অতঃপর আমি আবূদ-দারদা' (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনিও একই কথা বলেন।[১৪২৩]

٣/١٤٢٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْمُرِّيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ».

৩/১৪২৪। ◊ আব্বাস বিন উস্রমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) ✗ ওয়ালীদ বিন মুসলিম ✗ খালিদ বিন ইয়াযীদ আল-মুররী ✗ য়ূনুস বিন মায়সারাহ বিন হালবাস ✗ সুনাবিহী ✗ উবাদাহ ইবনুস্র-স্রামিত (রাঃ) ◊ তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যখন কোন বান্দা আল্লাহ্র জন্য একটি সাজদাহ করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে একটি নেকী দান করেন,

---

১৪২২. আহমাদ ১৫১০০। ইরওয়া' ২/২১০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

১৪২৩. মুসলিম ৪৮৮, তিরমিযী ৩৮৮, ১১৩৯; আহমাদ ২১৮৬৫, ১১৯০৫। ইরওয়া' ৪৫৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

Contents

তার একটি গুনাহ্ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা এক ধাপ উন্নত করেন। অতএব তোমরা অধিক সংখ্যায় সাজদাহ করো।[১৪২৪]

٢٠٢/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي أَوَّلِ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ

৫/২০২. অধ্যায় : সর্বপ্রথম বান্দার স্বলাতের হিসাব নেয়া হবে।

١٤٢٥/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ».

১/১৪২৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার, ইয়াযীদ বিন হারূন, সুফইয়ান বিন হুসায়ন, আলী বিন যায়দ (দঈফ বা দুর্বল), আনাস বিন হাকীম আদ-দব্বী (মাসতূর বা অপরিচিত) তিনি বলেন, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) আমাকে বললেন, তুমি তোমার শহরে পৌঁছে তার বাসিন্দাদের অবহিত করবে যে, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের দিন মুসলিম বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম ফারদ স্বলাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি সে তা পূর্ণরূপে আদায় করে থাকে (তবে তো ভালো), অন্যথায় বলা হবে : দেখো তো তার কোন নফল স্বলাত আছে কি না? যদি তার নফল স্বলাত থেকে থাকে, তবে তা দিয়ে তার ফারদ স্বলাত পূর্ণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সব ফারদ আমালের ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হবে।[১৪২৫]

١٤٢٦/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ح و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ فَإِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِمَلَائِكَتِهِ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ».

২/১৪২৬। আহমাদ বিন সাঈদ আদ-দারিমী, সুলায়মান বিন হারব, হাম্মাদ বিন সালামাহ, দাঊদ বিন আবূ হিন্দ, যুরারাহ বিন আওফা, তামীম আদ-দারী (রাঃ)। হাসান বিন মুহাম্মাদ

১৪২৪. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪২৫. তিরমিযী ৪১৩, নাসায়ী ৪৬৫-৬৭, আবূ দাউদ ৮৬৪, আহমাদ ৭৮৪২, ৯২১০, ১৬৫০১; ইবনু মাজাহ ১৪২৬। সহীহ আবী দাউদ ৮১০, মিশকাত ১৩৩০-১৩৩১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন যায়দ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সিকাহ সালিহ। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ২. আনাস বিন হাকীম আদ-দব্বী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার বিষয়টি অজ্ঞাত। ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

ইবনুস্ স্বাব্বাহ্‌ আফ্‌ফান হাম্মাদ হুমায়দ হাসান এক ব্যক্তি (ইসমু মুবহাম) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ০ ০ হাসান বিন মুহাম্মাদ ইবনুস্ স্বাব্বাহ্‌ আফ্‌ফান হাম্মাদ দাঊদ বিন আবূ হিন্দ যুরারাহ বিন আওফা তামীম আদ-দারী (রাঃ) ০ নাবী (সাঃ) বলেন, কিয়ামাতের দিন বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম তার স্বলাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি সে তা যথাযথভাবে পড়ে থাকে, তখন তার নফল স্বলাত তার জন্য অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য করা হবে। সে তা পূর্ণরূপে না পড়ে থাকলে মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলবেনঃ দেখো তো আমার বান্দার জন্য নফল কিছু পাও কিনা। সে তার ফরযে যা ঘাটতি করেছে, তোমরা তা নফল দ্বারা পূরণ করো। তারপর অপরাপর আমালের হিসাবও অনুরূপভাবে নেয়া হবে।[১৪২৬]

٢٠٣/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةُ النَّافِلَةِ حَيْثُ تُصَلَّ الْمَكْتُوبَةُ

৫/২০৩. অধ্যায় : ফারদ স্বলাতের স্থানে দাঁড়িয়ে নফল স্বলাত পড়া সম্পর্কে।

١٤٢٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ يَعْنِي السُّبْحَةَ».

১/১৪২৭। ০ আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ লায়স (বিন আবূ সুলায়ম বিন যানীম) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অনেক সংমিশ্রণ করেন) হাজ্জাজ বিন উবায়দ (মাজহুল বা অপরিচিত) ইবরাহীম বিন ইসমাঈল (মাজহুলুল হাল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ০ নাবী (সাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ (ফারদ) স্বলাত পড়ার পর একটু সামনে এগিয়ে বা পিছনে সরে অথবা তার ডানে বা বাঁমে সরে (নফল) স্বলাত আদায় করতে কি অপরাগ হবে?[১৪২৭]

١٤٢٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّ فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ».

١٤٢٨/٢ (١) - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

২/১৪২৮। ০ মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া কুতায়বাহ বিন ওয়াহব উসমান বিন আতা' (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (আতা বিন আবূ আসলাম) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ

১৪২৬. তিরমিযী ৪১৩, নাসায়ী ৪৬৫-৬৭, আবূ দাঊদ ৮৬৪, আহমাদ ৭৮৪২, ৯২১০, ১৬৫০১; ইবনু মাজাহ ১৪২৫। স্বহীহ আবী দাঊদ ৮১২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪২৭. আবূ দাঊদ ১০০৬, আহমাদ ৯২১২। স্বহীহ আবী দাঊদ ৬২৯, আবী দাঊদ ৬২৯, ৯২২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. লায়স সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ হাতিম এবং আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। ২. হাজ্জাজ বিন উবায়দ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি অপরিচিত। ৩. ইবরাহীম বিন ইসমাঈল সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

করেন)✘মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ)✘◊ থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ইমাম যে স্থানে দাঁড়িয়ে ফারয স্বলাত পড়ে, সেই স্থান থেকে না সরে সে যেন (নফল) স্বলাত না পড়ে।

২/১৪২৮ (১)। ◊✘কাস্রীর বিন উবায়দ আল-হিমস্বী✘বাকিয়্যাহ✘আবূ আবদুর রহমান তামীমী (মাজহুল বা অপরিচিত)✘উস্রমান বিন আতা (দঈফ বা দুর্বল)✘তার পিতা (আতা বিন আবূ আসলাম) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন)✘মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ)✘◊ নাবী (সাঃ) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস্রের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১৪২৮]

٢٠٤/٥. بَاب مَا جَاءَ فِي تَوْطِينِ الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي فِيهِ

৫/২০৪. অধ্যায় : মাসজিদে স্বলাত পড়ার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়া।

١٤٢٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ».

১/১৪২৯। ◊✘আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ✘ওয়াকী'✘আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, ও কাদারিয়াহ মতাবলম্বী)✘তার পিতা (জা'ফার বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম)✘তামীম বিন মাহমূদ (فيه لين হাদীস্র বর্ণনায় তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে)✘আবদুর রহমান বিন শিব্‌ল (রাঃ)✘◊ ◊✘আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ✘ইয়াহইয়া বিন সাঈদ✘আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন, ও কাদারিয়াহ মতাবলম্বী)✘তার পিতা (জা'ফার বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম)✘তামীম বিন মাহমূদ (فيه لين হাদীস্র বর্ণনায় তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে)✘আবদুর রহমান বিন শিব্‌ল (রাঃ)✘◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন ঃ স্বলাতের সাজদাহয় কাকের মত ঠোকর মারতে, হিংস্র জন্তুর ন্যায় বাহুদ্বয় যমীনের উপর বিছিয়ে দিতে এবং (মাসজিদে) কোন লোকের স্বলাত পড়ার স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে, যেমন উট আস্তাবলে স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।[১৪২৯]

١٤٣٠/٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ «كَانَ يَأْتِي إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ دُونَ الْمُصْحَفِ فَيُصَلِّ قَرِيبًا مِنْهَا فَأَقُولُ لَهُ أَلَا تُصَلِّي هَا هُنَا وَأُشِيرُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَيَقُولُ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى هَذَا الْمُقَامَ».

১৪২৮. আবূ দাউদ ৬১৬। স্বহীহ আবী দাউদ, ৬২৯, মিশকাত ৯৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. উস্রমান বিন আতা' সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। আল-জাওযুজানী বলেন, হাদীস্র বর্ণনায় তিনি নির্ভরযোগ্য নয়। ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ২. বাকিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, যখন তিনি স্রিকাহ রাবী থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেন, তখন তাকে স্রিকাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। ইমাম নাসায়ী বলেন, যখন তিনি হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দদ্বয় দ্বারা হাদীস্র বর্ণনা করেন, তখন তিনি স্রিকাহ হিসেবে গণ্য হবেন। ৩. আবূ আবদুর রহমান তামীমী সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৪২৯. নাসায়ী ১১১২, আবূ দাউদ ৮৬২, আহমাদ ১৫১০৪, ১৫২৪০; দারিমী ১৩২৩। স্বহীহাহ ১১৬৮, মিশকাত ৯২, স্বহীহ আবী দাউদ ৮০৮। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল হামীদ বিন জা'ফার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন। ২. তামীম বিন মাহমূদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে মন্তব্য রয়েছে। আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে অনুসরণ করা যাবে না। আদ-দাওলাবী তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যাতি করেছেন।

২/১৪৩০। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান আল-মাখযুমী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) ইয়াযীদ বিন আবু উবায়দ সালামাহ ইবনুল আক্ওয়া' (রাঃ) তিনি একটি খুঁটির নিকটে দাঁড়িয়ে দুপুরের স্বলাত আদায় করতেন, তবে সারিতে নয়। আমি (ইয়াযীদ) তাকে মাসজিদের কোন স্থানের দিকে ইশারা করে বললাম, আপনি এখানে স্বলাত পড়েন না কেন? তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ স্থানে স্বলাত আদায় করার চেষ্টা করতে দেখলাম।[১৪৩০]

٥/٢٠٥. بَاب مَا جَاءَ فِي أَيْنَ تُوضَعُ النَّعْلُ إِذَا خُلِعَتْ فِي الصَّلَاةِ

৫/২০৫. অধ্যায় : তুমি স্বলাত পড়ার সময় জুতা খুললে তা কোথায় রাখবে?

١/١٤٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ».

১/১৪৩১। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বিন জুরায়জ মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ আবদুল্লাহ বিন সুফইয়ান আবদুল্লাহ্ ইবনুস সায়িব (রাঃ) তিনি বলেন, আমি মাক্কাহ বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে স্বলাত আদায় করতে দেখলাম। তিনি তাঁর জুতাজোড়া তাঁর বাম পাশে রাখলেন।[১৪৩১]

٢/١٤٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَا عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ وَلَا وَرَاءَكَ فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ».

২/১৪৩২। ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন হাবীব ও মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আবদুর রহমান আল-মুহারিবী আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) তার পিতা (সাঈদ বিন আবূ সাঈদ কায়সান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তুমি তোমার পদদ্বয়ে জুতা পরে থাকবে। তুমি তা খুলে ফেললে তোমার দু' পায়ের মাঝখানে তা রাখো, তা তোমার ডান পাশেও রেখো না এবং তোমার সাথীর ডানে বা তোমার পেছনেও রেখো না। অন্যথায় তাতে তোমার পেছনের লোক কষ্ট পাবে।[১৪৩২]

১৪৩০. বুখারী ৫০২, মুসলিম ৫০৯, আহমাদ ১৬০৮১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪৩১. নাসায়ী ৭৭৬, আবূ দাউদ ৬৪৮। স্বহীহ আবী দাউদ ৬৫৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪৩২. আবূ দাউদ ৬৫৪-৫৫। দঈফা ৯৮৮ দঈফ জিদ্দান, স্বহীহ আবী দাউদ ৬৬১, রওফুল। তাহকীক আলবানী ঃ নিতান্ত দঈফ, দু'প্রান্তের অংশ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তার মাজলিসে বসে জানতে পেরেছি যে, তার মাঝে মিথ্যাবাদীতা রায়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখানযোগ্য। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ যুরআহ তাকে দুর্বল সব্যস্ত করেছেন। আমর ইবনুল ফাল্লাস তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

(٦) : كِتَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَنَائِزِ

পর্ব (৬) : জানাযাহ

١/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

৬/১. অধ্যায় : রোগীকে দেখতে যাওয়া

١٤٣٣/١ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

১/১৪৩৩। হান্নাদ ইবনুস সারীয়্যু আবুল আহওয়াস আবূ ইসহাক হারিস (বিন আবদুল্লাহ) (শা'বী তাকে মিথ্যুক বলেছেন, রাফিদী মতালম্বী ও হাদীস বর্ণনায় দুর্বল) আলী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি 'হক' রয়েছে ঃ সে তার সাথে সাক্ষাতকালে তাকে সালাম দিবে, সে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত কবুল করবে, সে হাঁচি দিলে তার জবাব দিবে, সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাবে, সে মারা গেলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করবে এবং সে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, তার জন্যও তা পছন্দ করবে।[১৪৩৩]

١٤٣٤/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ».

২/১৪৩৪। আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ ও মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আবদুল হামীদ বিন জা'ফার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কাদারিয়া মাতালম্বী, হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (জা'ফার বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাকীম) হাকীম বিন আফলাহ (মাকবূল) আবূ মাসউদ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের চারটি অধিকার আছে ঃ সে হাঁচি দিলে তার জবাব দিবে, সে তাকে দাওয়াত দিলে তা কবুল করবে, সে মারা গেলে তার জানাযায় উপস্থিত হবে এবং সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে।[১৪৩৪]

١٤٣٥/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدُّ التَّحِيَّةِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ».

১৪৩৩. তিরমিযী ২৭৩৬, আহমাদ ৬৭৫, দারেমী ২৬৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ কথাটি অতিরিক্ত হওয়ায় দঈফ, তবে উক্ত বাক্যগুলো অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উক্ত হাদীসের রাবী হারিস (বিন আবদুল্লাহ) সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আহমাদ বিন সালিহ আল-মিসরী বলেন, তিনি সিকাহ। ইমাম নাসায়ী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস থেকে দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়।

১৪৩৪. আহমাদ ২১৮৩৭। সহীহাহ ২১৫৪, ১৮৩২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৩/১৪৩৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ মুহাম্মাদ বিন বিশর মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবু সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, (সাঃ) বলেছেন ঃ এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার আছে ঃ সালামের জবাব দেয়া, দাওয়াত কবুল করা, জানাযায় উপস্থিত হওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং হাঁচিদাতা আলহামদু লিল্লাহ বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।[১৪৩৫]

١٤٣٦/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ «عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَاشِيًا وَأَبُو بَكْرٍ وَأَنَا فِي بَنِي سَلِمَةَ».

৪/১৪৩৬। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আস্র-স্রানআনী সুফইয়ান মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবূ বাক্‌র (রাঃ) পদব্রজে আমাকে দেখতে আসেন। তখন আমি বনু সালিমায় অবস্থান করছিলাম।[১৪৩৬]

١٤٣٧/٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ».

৫/১৪৩৭। হিশাম বিন আম্মার মাসলামাহ বিন আলী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) ইবনু জুরায়জ হুমায়দ আত-তাবীল আনাস বিন মালিক (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) তিন দিন পর রোগীকে দেখতে যেতেন।[১৪৩৭]

١٤٣٨/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْمَرِيضِ».

৬/১৪৩৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ উকবাহ বিন খালিদ আস-সাকূনী মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মী (মুনকারুল হাদীস্র) তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল হারিস্র) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন, বলেছেন ঃ তোমরা রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তার দীর্ঘায়ু কামনা করবে। যদিও তা কিছুই প্রতিরোধ করতে পারে না, তবুও তা রোগীর অন্তরে আনন্দের উদ্রেক করে।[১৪৩৮]

١٤٣٩/٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ مَا تَشْتَهِي قَالَ أَشْتَهِي خُبْزَ بُرٍّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ».

১৪৩৫. সহীহুল বুখারী ১২৪০, মুসলিম ২১৬২, নাসায়ী ৫০৩০ আহমাদ ২৭৫১১। স্রহীহাহ ১৮৩২। তাহকীক আলবানী ঃ স্রহীহ।

১৪৩৬. সহীহুল বুখারী ১৯৪, ৪৫৭৭, ৫৬৫১, ৫৬৬৪, ৫৬৭৬, ৬৭২৩, ৬৭৫৩, ৭৩০৯, মুসলিম ১৬১৬, তিরমিযী ২০৯৬, ২০৯৭, ৩০১৫, আবূ দাউদ ২৮৮৬, ২৮৮৭, ৩০৯৬, দারেমী ৭৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ স্রহীহ।

১৪৩৭.. দঈফাহ ১৪৫, মিশকাত ১৫৮৭। তাহকীক আলবানী ঃ বানোয়াট। উক্ত হাদীস্রের রাবী মাসলামাহ বিন আলী সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন, আবার দোষত্রুটি থেকে মুক্তও নন।

১৪৩৮. তিরমিযী ২০৮৭, ইবনু মাজাহ ১৪৩৭। মিশকাত ১৫৭২, দঈফাহ ১৮২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী রাবী মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আত-তায়মীকে আহমাদ বিন হাম্বাল দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, তার হাদীস্র মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে মুনকারুল হাদীস্র বলেছেন।

৭/১৪৩৯। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল সফওয়ান বিন হুবায়রাহ (لين الحديث হাদীস বর্ণনায় দুর্বল) আবূ মাকীন ইকরামাহ ইবনু আব্বাস নাবী এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে বলেন, তুমি কী চাও? সে বললো, আমি গমের রুটি খেতে চাই। নাবী বলেন, কারো কাছে গমের রুটি থাকলে সে যেন তা তার ভাইয়ের জন্য পাঠায়। অতঃপর নাবী বলেন, তোমাদের কারো রোগী কিছু খেতে আকাঙক্ষা কররে সে তাকে যেন তা খাওয়ায়।[১৪৩৯]

١٤٤٠/٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ «أَتَشْتَهِي شَيْئًا أَتَشْتَهِي كَعْكًا قَالَ نَعَمْ فَطَلَبُوا لَهُ».

৮/১৪৪০। সুফইয়ান বিন ওয়াকী' আবূ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী (আবদুল হামীদ বিন আবদুর রহমান) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি মুরজিয়া মতাবলম্বী) আ'মাশ ইয়াযীদ (বিন আবান) আর-রাকাশী (দঈফ বা দুর্বল) আনাস বিন মালিক তিনি বলেন, নাবী এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে তার নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ তুমি কি কিছু খেতে আগ্রহী? তুমি কি কা'কা (পারস্য দেশীয় রুটি) খেতে আগ্রহী? সে বললো, হাঁ। অতএব তারা তার জন্য তা খুঁজে আনে। দঈফ।[১৪৪০]

١٤٤١/٩ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ».

৯/১৪৪১। জা'ফার বিন মুসাফির (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) কাসীর বিন হিশাম জা'ফার বিন বুরকান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু যুহরীর হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেছেন) মায়মূন বিন মিহরান .... উমার ইবনুল খাত্তাব তিন বলেন, নাবী আমাকে বললেন ঃ তুমি কোন রোগীকে দেখতে গেলে তাকে তোমার জন্য দুআ করতে বলো। কেননা তার দুআ ফেরেশতাদের দুআর মত।[১৪৪১]

٢/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَادَ مَرِيضًا

৬/২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি রোগীকে দেখতে যায় তার সওয়াব।

১৪৩৯. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ১৫৭২, দঈফাহ ১৮২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। সফওয়ান বিন হুবায়রাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন: তিনি একজন শায়খ, ইবনু হিব্বান তাকে শক্তিশালী বলেছেন।

১৪৪০. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ১৫৯২ তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী সুফয়ান বিন ওয়াকী' সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে অনেক সমালোচনা রয়েছে। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন। উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ (বিন আবান) আর-রিকাশী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনার চেয়ে রাস্তা কেটে বসে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনিয়। আমর ইবনুল ফাল্লাস বলেন, হাদীস বর্ণায় নির্ভরযোগ্য নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই।

১৪৪১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত ১৪৮৮, দঈফাহ ১০০৩। তাহকীক আলবানী: নিতান্ত দঈফ।

Contents

١٤٤٢/١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ».

১/১৪৪২। উসমান বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ হাকাম আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা আলী (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি তার রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে গেলে সে না বসা পর্যন্ত জান্নাতের খেজুর আহরণ করতে থাকে। অতঃপর সে বসলে রহমত তাকে ঢেকে ফেলে। সে ভোরবেলা তাকে দেখতে গেলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দুআ করতে থাকে। সে সন্ধ্যাবেলা তাকে দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে।[১৪৪২]

١٤٤٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ الْقَسْمَلِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا».

২/১৪৪৩। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ইউসুফ বিন ইয়া'কূব আবূ সিনান আল-কাসমালী (لين الحديث হাদীস বর্ণনায় দুর্বল) উসমান বিন আবূ সাওদাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি রোগীকে দেখতে গেলে আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী তাকে ডেকে বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছো, তোমার পথ চলা কল্যাণময় হোক এবং তুমি জান্নাতে একটি বাসস্থান নির্ধারণ করে নিলে।[১৪৪৩]

٣/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

৬/৩. অধ্যায় ঃ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর তালকীন দেয়া।

١٤٤٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

১/১৪৪৪। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ইয়াযীদ বিন কায়সান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ হাযিম আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-এর তালকীন দাও।[১৪৪৪]

১৪৪২. আবূ দাউদ ৩০৯৮, আহমাদ ৭৫৬। মিশকাত ১৫০২ সহীহ, সহীহাহ ১৩৬৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী হাকামকে ইবনু হিব্বান তার সিকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেন যে, হাকাম তাদলীস করতেন।

১৪৪৩. তিরমিযী ২০০৮। মিশকাত দ্বিতীয় তাহকীক, ১৫৭৫, ৫-১৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ সিনান আল-কাসমালী সম্পর্কে ইবনু খাররাশ বলেন, সে সত্যবাদী। ইবনু হিব্বান তাকে শক্তিশালী বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন তাকে দইফুল হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন।

১৪৪৪. মুসলিম ৯১৭। ইরওয়াহ ৩/১৪৯, মুসলিম। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٤٤٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».

২/১৪৪৫। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রহমান বিন মাহদী সুলায়মান বিন বিলাল উমারাহ বিন গাযিয়্যাহ ইয়াহইয়া বিন উমারাহ আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিদের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-এর তালকীন দাও।[১৪৪৫]

١٤٤٦/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ لِلْأَحْيَاءِ قَالَ أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ».

৩/১৪৪৬। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবূ আমির কাস্রীর বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন জা'ফার (মাসতূর বা অপরিচিত) তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন জা'ফার) (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মূমুর্ষ ব্যক্তিদের "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম, সুবহানাল্লাহি রব্বিল আরশিল আযীম, আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন"-এর তালকীন দাও। তারা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! জীবিত (সুস্থ) ব্যক্তিদের বেলায় এ দুআ কেমন হবে? তিনি বললেন ঃ অধিক উত্তম, অধিক উত্তম।[১৪৪৬]

٤/٦. بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ

৬/৪. অধ্যায় : রোগীর নিকট উপস্থিত হয়ে যে দুআ পড়তে হয়।

١٤٤٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً» قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَأَعْقَبَنِي اللهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

১/১৪৪৭। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আ'মাশ শাকীক উম্মু সালামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা রোগী কিংবা মৃতের নিকট উপস্থিত হলে (তার সম্পর্কে) ভালো কথা বলবে। কেননা তোমরা যা বলবে, ফেরেশতারা তার উপর আমীন' বলবেন। আবূ সালামাহ (রাঃ) ইনতিকাল করলে, আমি নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আবূ সালামাহ ইন্তিকাল করেছেন। তিনি বলেন, তুমি বলো, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ও তাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে তার চেয়েও উত্তম প্রতিদান দাও।" রাবী বলেন, আমি

১৪৪৫. মুসলিম ৯১৬, তিরমিযী ৯৭৬ নাসায়ী ১৮২৬, আবূ দাউদ ৩১১৭, আহমাদ ১০৬১০। ইরওয়াহ ৬৮৬, মুসলিম। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪৪৬. মিশকাত ১৬২৬, দঈফাহ ৪৩১৭, কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন দাও এ বাক্য সহীহ। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন জা'ফার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেন, তিনি মাসতূর বা অপরিচিত।

তাই করলাম। আল্লাহ্ আমাকে তার চাইতেও উত্তম বিনিময় মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-কে দান করেছেন।[১৪৪৭]

١٤٤٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اقْرَءُوهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ يَعْنِي يس».

২/১৪৪৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আলী ইবনুল হাসান বিন শাকীক ইবনুল মুবারাক সুলায়মান আত-তায়মী আবূ উসমান (সা'দ) (মাকবূল) তার পিতা (ইসমু মুবহাম বা নাম অপরিচিত) মা'কিল বিন ইয়াসার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতদের কাছে সূরা ইয়াসিন পড়ো।[১৪৪৮]

١٤٤٩/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةُ أَتَتْهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ فَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنْ لَقِيتَ فُلَانًا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلَامَ قَالَ غَفَرَ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشْرٍ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَهُوَ ذَاكَ».

৩/১৪৪৯। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইয়াযীদ বিন হারূন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন, শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) হারিস বিন ফুদায়ল যুহরী আবদুর রহমান বিন কা'ব বিন মালিক তার পিতা (কা'ব বিন মালিক) (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল মুহারিবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক হারিস বিন ফুদায়ল যুহরী আবদুর রহমান বিন কা'ব বিন মালিক তার পিতা (কা'ব বিন মালিক) (রাঃ) (আবদুর রহমান) বলেন, কা'ব (রাঃ)-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তার নিকট উম্মু বিশর বিনতুল বারা' বিন মারূর (রাঃ) এসে বলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! তুমি অমুকের সাক্ষাত পেলে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম পৌঁছাবে। তিনি বলেন, হে উম্মু বিশর! আল্লাহ্ তোমাকে ক্ষমা করুন। আমি এখন তার চেয়ে জরুরী কাজে ব্যস্ত আছি। তিনি বলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! তুমি কি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনোনি ঃ মু'মিন ব্যক্তির আত্মা সবুজ পাখির মতো অবস্থান করে জান্নাতের গাছের সাথে ঝুলে থাকে? তিনি বলেন, হাঁ। উম্মু বিশর (রাঃ) বলেন, প্রকৃত কথা এটাই।[১৪৪৯]

١٤٥٠/٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَقُلْتُ اقْرَأْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ السَّلَامَ.

১৪৪৭. মুসলিম ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, তিরমিযী ৯৭৭, নাসায়ী ১৮২৫, আবূ দাউদ ৩১১৯, ৩১১৫, আহমাদ ২৫৯৫৮, ২৬০৬৮, ২৬০৯৫, ২৬১২৯, ২৬১৫৭, মুয়াত্তা মালেক ৫৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪৪৮. আবূ দাউদ ৩১২১, আহমাদ ১৯৭৮৯, ১৯৮০৩। মিশকাত ১৬২২, হরওয়া ৬৮৮, দঈফাহ ৫৮৬১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

১৪৪৯. তিরমিযী ১৬৪১, নাসায়ী ২০৭৩, আহমাদ ১৫৩৪৯, ১৫৩৬০, ১৫৩৬৫, ২৬৬২৫, মুয়াত্তা মালেক ৫৬৬। মিশকাত ১৬৩১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

Contents

৪/১৪৫০। আহমাদ ইবনুল আযহার মুহাম্মাদ বিন ঈসা ইউসুফ ইবনুল মাজিশূন মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির বলেন, আমি মুমূর্ষু জাবির বিন আবদুল্লাহ্ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ -কে সালাম পৌঁছে দিবেন।[১৪৫০]

٥/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِي النَّزْعِ

৬/৫. অধ্যায়: মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যুযন্ত্রণার কারণে প্রতিদান দেয়া হবে।

١٤٥١/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا يَخْنُقُهُ الْمَوْتُ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ﷺ مَا بِهَا قَالَ لَهَا «لَا تَبْتَئِسِي عَلَى حَمِيمِكِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ».

১/১৪৫১। হিশাম বিন আম্মার ওয়ালীদ বিন মুসলিম আওযাঈ আতা' আয়িশাহ্ () রসূলুল্লাহ তার নিকট উপস্থিত হন। তখন তার নিকট তার এক প্রতিবেশী মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। নাবী তাকে চিন্তিত দেখে বলেন, তোমার প্রতিবেশির কারণে তুমি চিন্তিত হয়ো না। কেননা এটা তার সৎকর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত।[১৪৫১]

١٤٥٢/٢ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ».

২/১৪৫২। বাকর বিন খালাফ আবূ বিশর ইয়াহইয়া বিন সাঈদ মুসান্না বিন সাঈদ কাতাদাহ (আবদুল্লাহ্) ইবনু বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) নাবী বলেন, কপালের ঘামসহ মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যু হয়।[১৪৫২]

١٤٥٣/٣ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ كَرْدَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَتَى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مِنْ النَّاسِ قَالَ «إِذَا عَايَنَ».

৩/১৪৫৩। রাওহ ইবনুল ফারাজ নাস্‌র বিন হাম্মাদ (দঈফ বা দুর্বল) মূসা বিন কারদাম (মাজহুল বা অপরিচিত) মুহাম্মাদ বিন কায়স আবূ বুরদাহ আবূ মূসা তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, বান্দার পরিচয় মানুষ থেকে কখন ছিন্ন হয়ে যায়? তিনি বলেন, যখন সে (মৃত্যুর ফেরেশতা ও বারযাখ) দেখতে পায়।[১৪৫৩]

٦/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ

৬/৬. অধ্যায় : মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করে দেয়া।

১৪৫০. আহমাদ ১১২৬৩, ১৮৯৮৮। মিশকাত ১৬৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আহমাদ বিন আযহার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তার সিকাত গ্রন্থে বলেন, তিনি সিকাহ তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করতেন।

১৪৫১. দঈফাহ ৪৭৭২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। মুহাদ্দিসগণ বলেন, উক্ত হাদীসের রাবী ওয়ালীদ বিন মুসলিম সিকাহ তবে তিনি বেশি বেশি তাদলীস করতেন।

১৪৫২. তিরমিযী ৯৮২, নাসায়ী ১৮২৮, আহমাদ ২২৫১৩। মিশকাত ১৬১০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪৫৩. তাহকীক আলবানী ঃ নিতান্ত দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন কারদাম সম্পর্কে ইমাম আযদী বলেন, লায়সা বি যাকা (সে কিছুই নয়)। ইমাম যাহাবী বলেন, তাকে মাজহুল বা অপরিচিত বলা হয়েছে।

١٤٥٤/١ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ».

১/১৪৫৪। ইসমাঈল বিন আসাদ মুআবিয়াহ বিন আমর আবূ ইসহাক আল-ফাযারী খালিদ আল-হায্যা' আবূ কিলাবাহ কাবীসাহ বিন যুআয়ব উম্মু সালামাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আবূ সালামাহ (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হন, তখন তার চোখ খোলা ছিল। তিনি তার চোখ বন্ধ করে দেন, অতঃপর বলেন, যখন রূহ কবয করা হয়, তখন চোখ তার অনুসরণ করে।[১৪৫৪]

١٤٥٥/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ».

২/১৪৫৫। আবূ দাঊদ সুলায়মান বিন তাওবাহ আসিম বিন আলী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) কাযাআহ বিন সুওয়ায়দ (দঈফ বা দুর্বল) হুমায়দ আল-আ'রাজ যুহরী মাহমূদ বিন লাবীদ শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়ে তার চোখ দু'টি বন্ধ করে দিও। কেননা চোখ রূহের অনুসরণ করে এবং তোমরা তার সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করবে। কারণ গৃহবাসীরা যা বলে ফেরেশতারা তাতে আমীন' বলেন।[১৪৫৫]

٧/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

৬/৭. অধ্যায় : মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা

١٤٥٦/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ».

১/১৪৫৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান আসিম বিন উবায়দুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) কাসিম বিন মুহাম্মাদ আয়িশাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) উসমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর লাশ চুম্বন করেন। আমি যেন এখনো তাঁর দু' গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে দেখেছি।[১৪৫৬]

১৪৫৪. মুসলিম ৯২০, আবূ দাঊদ ৩১১৮, আহমাদ ২৬০০৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪৫৫. আহমাদ ১৬৬৮৬। সহীহাহ ১০৯২। তাহকীক আলবানী ঃ মুসলিমে চোখ বন্ধ করে দেয়ার কথা ব্যতীত হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী কাযাআহ বিন সুওয়ায়দ সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন একস্থানে সিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন সে দঈফ। ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, সে তেমন শক্তিশালী নয়।

১৪৫৬. তিরমিযী ৯৮৯, আবূ দাঊদ ৩১৬৩, আহমাদ ২৩৬৪৫, ২৩৭৬৫। মিশকাত ১৬২৩, ইরওয়াহ ৬৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আসিম বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ বলেন, মুহাদ্দিসগণ তার হাদীস গ্রহণ করা হতে বেচেঁ থাকতেন। ইবনু মাহদী বলেন, তার হাদীস নিতান্তই প্রত্যাখ্যাত। ইমাম বুখারী বলেন, সে মুনকারুল

Contents

١٤٥٧/٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ.

২/১৪৫৭। আহমাদ বিন সিনান ও আব্বাস বিন আবদুল আযীম ও সাহল বিন আবূ সাহল ইয়াহইয়া বিন সাঈদ সুফইয়ান মূসা বিন আবূ আয়িশাহ্ উবায়দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস ও আয়িশাহ্ () আবূ বাক্র নাবী -এর লাশ চুম্বন করেন।[১৪৫৭]

٨/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

৬/৮. অধ্যায় : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া।

١-١٤٥٨/٢-١٤٥٩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَقَالَ «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيهِ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَكَانَ فِيهِ ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

১-২/১৪৫৮-১৪৫৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব আস্‌-সাকাফী আয়্যূব মুহাম্মাদ বিন সীরীন উম্মু আতিয়্যাহ তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ -এর কন্যা উম্মু কুলসুমের গোসল দেই। তখন রসূলুল্লাহ আমাদের নিকট এসে বলেন, তোমরা তাকে তিন বা পাঁচ অথবা ততোধিক বার কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করাও। শেষবারে কর্পূর বা কিছু কর্পূর লাগিয়ে দাও। তোমরা গোসল দেওয়া শেষ করে আমাকে ডাকবে। অতএব আমরা তার গোসল দেয়া শেষ করে তাঁকে সংবাদ দিলাম। তিনি তাঁর জামা আমাদের দিকে নিক্ষেপ করে বলেন, এটি দিয়ে ভালো করে আবৃত করো।

আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ্ আবদুল ওয়াহ্হাব আস্‌-সাকাফী আয়্যূব হাফসাহ্ উম্মু আতিয়্যাহ থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। হাফসাহ -এর বর্ণনায় আছে ঃ "তোমরা তাকে বেজোড় সংখ্যায় গোসল দাও।" তার বর্ণনায় আরো আছে, "তোমরা তাকে তিন বা পাঁচবার গোসল দাও।" তার বর্ণনায় আরো আছে ঃ "তোমারা তার ডান দিক থেকে তার উযুর অঙ্গগুলো থেকে গোসল শুরু করো।" এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ উম্মু আতিয়্যাহ বলেন, "আমরা তার মাথার চুল তিন গোছায় বিভক্ত করে আঁচড়ে দিলাম"।[১৪৫৮]

হাদীস। এ হাদীসের ৫৩টি শাহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে তিরমিযী ১টি, আবূ দাউদ ১টি, আহমাদ ৩টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

১৪৫৭. নাসায়ী ১৮৩৯, ১৮৪০, ১৮৪১। মিশকাত ১৬২৪, ইরওয়াহ ৬৯২, বুখারী। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪৫৮. সহীহুল বুখারী ১৬৭, ১২৫৩, ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৫৬, ১২৫৭, ১২৫৯, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬২, ১২৬৩, মুসলিম ৯৩৯, তিরমিযী [illegible], নাসায়ী [illegible] ১৮৮৯, ১৮৯০, ১৮৯৩, ১৮৯৪, আব

١٤٦٠/٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ «لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ».

৩/১৪৬০। ⇒বিশর বিন আদাম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল)⇒রাওহ বিন উবাদাহ⇒ইবনু জুরায়জ⇒হাবীব বিন আবূ স্বাবিত⇒আস্বিম বিন দমরাহ⇒আলী (রাঃ)⇒ তিন বলেন, নাবী (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি তোমার উরু খুলে রেখো না এবং জীবিত ও মৃত কারো উরুর প্রতি দৃষ্টিপাত করো না।[১৪৫৯]

١٤٦١/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ».

৪/১৪৬১। ⇒মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্বাফ্ফা আল-হিমস্বী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন)⇒বাকীয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু দুর্বলদের নিকট থেকে অধিক তাদলীস করেন)⇒মুবাশ্শির বিন উবায়দ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য)⇒যায়দ বিন আসলাম⇒আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ)⇒ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃতদের আমানাতের সাথে (গোপনীয় অঙ্গসমূহ যথাসম্ভব ঢেকে রেখে) গোসল দাও।[১৪৬০]

١٤٦٢/٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

৫/১৪৬২। ⇒আলী বিন মুহাম্মাদ⇒আবদুর রহমান আল-মুহারিবী⇒আব্বাদ বিন কাস্বীর (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য)⇒আমর বিন খালিদ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য)⇒হাবীব বিন আবূ স্বাবিত⇒আস্বিম বিন দমরাহ⇒আলী (রাঃ)⇒ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিলো, কাফন পরালো, সুগন্ধি মাখলো, বহন করে নিয়ে গেলো, তার জানাযার স্বলাত পড়লো এবং তার গোচরিভূত হওয়া তার গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করলো না, তার থেকে তার গুনাহসমূহ তার জন্মদিনের মত বের হয়ে যায়।[১৪৬১]

দাউদ ৩১৪২, ৩১৪৫, ৩১৪৭, আহমাদ ২৬৭৫২, ২৬৭৫৭, মুয়াত্তা মালেক ৫১৮। ইরওয়াহ ১২৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪৫৯. আবূ দাউদ ৩১৪০, ৪০১৫, আহমাদ ১২৫২। ইরওয়াহ ২৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ নিতান্ত দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী বিশর বিন আদাম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি শক্তিশালী। ইমাম যাহাবী বলেন, সে সত্যবাদী। ইমাম আবূ হাতিম আর-রাযী ও দারাকুতনী বলেন, সে শক্তিশালী নয়।

১৪৬০. দঈফাহ ৪৩৯৫। তাহকীক আলবানী ঃ বানোয়াট। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুবাশ্শির বিন উবায়দ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, সে কিছুই নয়, সে বানোয়াট হাদীস্ব রচনা করতো। ইমাম বুখারী বলেন, সে মুনকারুল হাদীস্ব।

১৪৬১. তা'লীকুর রগীব ৪/১৭০। তাহকীক আলবানী ঃ নিতান্ত দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আব্বাদ বিন কাস্বীর সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করো না। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস্ব লেখার যোগ্য নয়। আমর বিন খালিদ সম্পর্কে ওকী বিন জাররাহ বলেন, তার থেকে মিথ্যা বলা প্রকাশ পেয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যাবাদী।

١٤٦٣/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ».

৬/১৪৬৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূশ-শাওয়ারিব আবদুল আযীয ইবনুল মুখতার সুহায়ল বিন আবূ স্বালিহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে তার স্মৃতি শক্তি লোপ পায়) তার পিতা (আবূ সালেহ যাকওয়ান) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল দিলো, সে যেন গোসল করে।[1462]

٩/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

৬/৯. অধ্যায় : স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে গোসল দেয়া।

١٤٦٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ.

১/১৪৬৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আহমাদ বিন খালিদ আয-যাহবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) ইয়াহইয়া বিন আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র তার পিতা (আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, যা আমি পরে অবগত হয়েছি, তা যদি পূর্বে অবহিত হতে পারতাম, তাহলে নাবী (ﷺ)-কে তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত আর কেউ গোসল দিতে পারতো না।[1463]

١٤٦٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ الْبَقِيعِ فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَقُولُ وَا رَأْسَاهُ فَقَالَ بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَا رَأْسَاهُ ثُمَّ قَالَ «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ».

২/১৪৬৫। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আহমাদ বিন হাম্বাল মুহাম্মাদ বিন সালামাহ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) ইয়া'কূব বিন উতবাহ যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আয়িশাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বাকী থেকে ফিরে এসে আমাকে মাথা ব্যথায় যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় পেলেন। তখন আমি বলছিলাম, হে আমার মাথা! তিনি বলেন, হে আয়িশাহ! আমিও মাথা ব্যথায় ভুগছি। হে আমার মাথা! অতঃপর তিনি বলেন, তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যেতে, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি হতো না। কেননা আমি তোমাকে গোসল করাতাম, কাফন পরাতাম, তোমার জানাযার স্বলাত আদায় করতাম এবং তোমাকে দাফন করতাম।[1464]

১৪৬২. তিরমিযী ৯৯৩, আবূ দাঊদ ৩১৬১, আহমাদ ৭৬৩২। মিশকাত ৫৪১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪৬৩. আবূ দাঊদ ৩১৪১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ্।

১৪৬৪. ইরওয়াহ ৭০০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

٦/١٠. بَاب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ

৬/১০. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-কে গোসল করানোর বিবরণ।

١٤٦٦/١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَخَذُوا فِي غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ «لَا تَنْزِعُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَمِيصَهُ».

১/১৪৬৬। সাঈদ বিন ইয়াহইয়া ইবনুল আযহার আল-ওয়াসিতী আবূ মুআবিয়াহ আবূ বুরদাহ (উমার বিন ইয়াযীদ) (দঈফ বা দুর্বল) বুরাইদাহ (রাঃ) তিনি বলেন, গোসল দানকারীগণ নাবী (ﷺ)-কে গোসল দিতে শুরু করলে, তাদের মধ্যকার একজন ভিতর থেকে তাদেরকে জোর গলায় বলেন, তোমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরনের জামা খুলো না।[১৪৬৫]

١٤٦٧/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خِذَامٍ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ لَمَّا غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ مَا يَلْتَمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ «بِأَبِي الطَّيِّبُ طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَيِّتًا».

২/১৪৬৭। ইয়াহইয়া বিন খিযাম (মাকবূল) সফওয়ান বিন ঈসা মা'মার যুহরী সাঈদ ইবনুল মাসায়্যাব আলী বিন আবূ তালিব (রাঃ) তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-কে গোসল দানকালে মৃতের থেকে যা (নাপাকী) অন্বেষণ করা হয়, গোসলদানকারী তা তাঁর মধ্যে অন্বেষণ করেন, কিন্তু কিছুই পাননি। আলী (রাঃ) বলেন, আমার পিতার শপথ! হে তায়্যিব! ধন্য আপনার জীবন, ধন্য আপনার মৃত্যু।[১৪৬৬]

١٤٦٨/٣ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَنَا مُتُّ فَاغْسِلُونِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ بِئْرِي بِئْرِ غَرْسٍ».

৩/১৪৬৮। আব্বাদ বিন ইয়া'কূব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু রাফিদী মতাবলম্বী) হুসায়ন বিন যায়দ বিন আলী ইবনুল হুসায়ন বিন আলী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ইসমাঈল বিন আবদুল্লাহ বিন জা'ফার তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন জা'ফার) আলী (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমি মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমাকে আমার গারস কূপের সাত মশ্‌ক পানি দিয়ে গোসল দিবে।[১৪৬৭]

১৪৬৫. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী : মুনকার, তা'লীক ইবনু মাজাহ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ বুরদাহ (উমার বিন ইয়াযীদ) সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে সিকাহ বললেও আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইবনু আদী বলেন, দুর্বলদের থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করত তিনি তাদের মাঝে একজন। আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না।

১৪৬৬. তাহকীক আলবানী : সহীহ্।

১৪৬৭. দঈফাহ ১২৩৭। তাহকীক আলবানী : দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী হুসায়ন বিন যায়দ বিন আলী ইবনুল হুসায়ন বিন আলী সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইমাম দারাকুতনী তকে সিকাহ বললেও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে।

١١/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ ﷺ

৬/১১. অধ্যায় : নাবী (ﷺ)-এর কাফন।

١٤٦٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَقِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُفِّنَ فِي حِبَرَةٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ جَاءُوا بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَلَمْ يُكَفِّنُوهُ».

১/১৪৬৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ হাফস্ব বিন গিয়াস্ব হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতা (উরওয়াহ ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ্ (রাঃ) নাবী (ﷺ)-কে তিনখানা সাদা ইয়ামানী কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়। এর মধ্যে কামিস ও পাগড়ী ছিলো না। আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে বলা হলো, তারা (লোকেরা) ধারণা করে যে, তাকে কারুকার্য খচিত চাদর (হিবারা) দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে। আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, তারা কারুকার্য খচিত চাদর এনেছিল, কিন্তু তা দিয়ে তাঁকে কাফন দেয়নি।[১৪৬৮]

١٤٧٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ هَذَا مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رِيَاطٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ».

২/১৪৭০। মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী আমর বিন আবূ সালামাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ মুআয়দ হাফস্ব বিন গায়লান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু কাদারিয়া মতাবলম্বী) সুলায়মান বিন মূসা নাফি' আবদুল্লাহ্ বিন উমার (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে (ইয়ামানের) সাহূল এলাকার তৈরি তিন খণ্ড সাদা মসৃণ কাপড়ে কাফন দেয়া হয়।[১৪৬৯]

١٤٧١/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ قَمِيصُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ».

২/১৪৭১। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন ইদরীস ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) হাকাম মিকসাম ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে তিনখানা কাপড়ে কাফন দেয়া হয় ঃ তার মধ্যে ছিলো যে জামা পরিহিত অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন এবং নাজারানে তৈরি একটি চাদর।[১৪৭০]

১৪৬৮. সহীহুল বুখারী ১২৬৪, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১৩৮৭, মুসলিম ৯৪১, তিরমিযী ৯৯৬, নাসায়ী ১৮৯৭, ১৮৯৮, ১৮৯৯, আবূ দাউদ ৩১৫১, আহমাদ ২৩৬০২, ২৪১০৪, ২৪৩৪৮, ২৪৪৮৪, ২৪৭৯৫, ২৫৪১৮, মুয়াত্তা মালেক ৫২১, ৫২২। ইরওয়াহ ৭২২, বুখারী। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪৬৯. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান, সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী আমর বিন আবূ সালামাহ সম্পর্কে ওয়ালীদ বিন মুসলিম স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় কিন্তি তার হাদীস্ব দলীলযোগ্য নয়। আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বে সন্দেহ আছে।

১৪৭০. আবূ দাউদ ৩১৫৩, আহমাদ ২৮৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন স্বালিহ তাকে স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে কিন্তু দলীল হিসেবে গ্রহণ করা গ্রহণযোগ্য নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই।

١٢/٦. بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَفَنِ

৬/১২. অধ্যায় : মুস্তাহাব কাফন প্রসঙ্গে।

١٤٧٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ فَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَالْبَسُوهَا».

১/১৪৭২। মুহাম্মাদ ইবনুস-স্বাব্বাহ আবদুল্লাহ বিন রাজা' আল-মাক্কী আবদুল্লাহ বিন উসমান বিন খুসায়ম সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কাপড়সমূহের মধ্যে সাদা কাপড়ই অধিক উত্তম। অতএব তোমরা তোমাদের মৃতদের সাদা কাপড়ে কাফন দাও এবং তোমরাও সাদাকাপড় পরিধান করো।[১৪৭১]

١٤٧٣/٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ».

২/১৪৭৩। য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা' ইবনু ওয়াহব হিশাম বিন সা'দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তিনি শীয়া মতবলম্বী) হাতিম বিন আবূ নাদর (মাজহুল বা অপরিচিত) উবাদাহ বিন নুসায় তার পিতা (নুসায়) (মাজহুল বা অপরিচিত) উবাদাহ ইবনুস-স্নামিত (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, উত্তম কাফন হলো হুল্লাহ (চাদর)।[১৪৭২]

١٤٧٤/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ».

৩/১৪৭৪। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার উমার বিন য়ূনুস ইকরামাহ বিন আম্মার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) হিশাম বিন হাস্সান মুহাম্মাদ বিন সীরীন আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের ওলী নিযুক্ত হলে সে যেন তার উত্তম কাফনের ব্যবস্থা করে।[১৪৭৩]

١٣/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

৬/১৩. অধ্যায় : কাফনে আবৃত করার সময় লাশ দর্শন।

١٤٧٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ «لَا تُدْرِجُوهُ فِي أَكْفَانِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَأَتَاهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ وَبَكَى».

১৪৭১. তিরমিযী ৯৯৪, আবূ দাউদ ৪০৬১, আহমাদ ২২২০, ২৪৭৫, ৩০২৭, ৩৩৩২, ৩৪১৬। মিশকাত ১৬৩৮, মুখতাসার শামায়িল ৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪৭২. আবূ দাউদ ৬১৫৬। মিশকাত ১৬৪১। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হিশাম বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার মুখস্তশক্তি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু দলীলযোগ্য নয়। ২. হাতিম বিন আবূ নাদর সম্পর্কে ইবনু কাত্তান বলেন, তিনি অপরিচিত। ৩. নুসায় সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

১৪৭৩. তিরমিযী ৯৯৫, মাজাহ ১৪৭৪। আহকাম ৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১/১৪৭৫। ০[মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন সামুরাহ][মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান][আবূ শায়বাহ (ইউসুফ) (দঈফ বা দুর্বল)][আনাস বিন মালিক (রাঃ)]০ বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-তনয় ইবরাহীম ইন্তিকাল করলে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকেদের বলেন, আমি না দেখা পর্যন্ত তোমরা তাকে তার কাফনে আবৃত করো না। অতঃপর তিনি এসেতার উপর ঝুঁকে পড়েন এবং কাঁদেন।[১৪৭৪]

١٤/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ النَّعْيِ

৬/১৪. অধ্যায় : মৃতের জন্য বিলাপ করা নিষেধ।

١٤٧٦/١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ لَا تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ «يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ».

১/১৪৭৬। ০[আমর বিন রাফি'][আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক][হাবীব বিন সুলায়ম (মাকবূল)][বিলাল বিন ইয়াহ্ইয়া][হুযায়ফাহ (রাঃ)]০ এর উপস্থিতিতে কেউ মারা গেলে তিনি বলতেন, তার (মৃত্যু) সম্পর্কে তোমরা কাউকে খবর দিয়ো না। কেননা আমি তার জন্য বিলাপের আশঙ্কা করছি। আমি আমার এই দু' কানে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিলাপ করতে নিষেধ করতে শুনেছি।[১৪৭৫]

١٥/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ

৬/১৫. অধ্যায় : জানাযায় অংশগ্রহণ করা।

١٤٧٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

১/১৪৭৭। ০[আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও হিশাম বিন আম্মার][সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ][যুহরী][সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]০ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা দ্রুত জানাযার ব্যবস্থা করবে। কেননা সে সত্যকর্মপরায়ণ লোক হলে তো উত্তম, তোমরা তাকে সেদিকে পৌঁছে দিলে। সে এর অন্যথা হলে তো তা বড়ই মন্দ, তোমরা তা তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখলে।[১৪৭৬]

١٤٧٨/٢ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ «مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنْ السُّنَّةِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ».

১৪৭৪. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ, তা'লাক ইবনু মাজাহ্। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ শায়বাহ (ইউসুফ) সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার নিকট আশ্চর্য আশ্চর্য হাদীস শুনা যায়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও মুনকার এবং তার নিকট আশ্চর্য আশ্চর্য হাদীস শুনা যায়। ইবনুল হিব্বান বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা ঠিক নয়। আল-উকায়লী তকে দুর্বল বলেছেন। আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বিশারদদের নিকট নির্ভরযোগ্য নয়।

১৪৭৫. তিরমিযী ৯৮৬, আহমাদ ২২৯৪৫। আহকাম ৩১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৪৭৬. সহীহুল বুখারী ১৩১৫, মুসলিম ৯৪৪, তিরমিযী ১০১৫, নাসায়ী ১৯১০, ১৯১১, আবূ দাউদ ৩১৮১, আহমাদ ২৭৩০৪, মুয়াত্তা মালেক ৫৭৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/১৪৭৮। হুমায়দ বিন মাসআদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ মানসূর উবায়দ বিন নিসতাস আবূ উবায়দাহ .... আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি লাশ বহন করে, সে যেন খাটের চারদিক ধারণ করে। কারণ এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর সে চাইলে আরো ধরতে পারে, আর চাইলে ত্যাগও করতে পারে।[১৪৭৭]

١٤٧٩/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسْرِعُونَ بِهَا قَالَ «لِتَكُنْ عَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ».

৩/১৪৭৯। মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন আকীল বিশর বিন সাবিত শু'বাহ লায়স (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) আবূ বুরদাহ আবূ মূসা (রাঃ) নাবী (সাঃ) একটি লাশ তাড়াহুড়া করে নিয়ে যেতে দেখে বলেন, তোমরা যেন শান্তভাবে যাও।[১৪৭৮]

١٤٨٠/٤ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاسًا رُكْبَانًا عَلَى دَوَابِّهِمْ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ «أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ رُكْبَانٌ».

৪/১৪৮০। কাসীর বিন উবায়দ আল-হিমসী বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালীদ আবূ বাকর বিন আবূ মারয়াম রাশিদ বিন সা'দ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুক্তদাস সাওবান (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কতক লোককে জন্তুযানে আরোহিত অবস্থায় লাশের সাথে যেতে দেখে বলেন, তোমাদের কি লজ্জা হয় না যে, আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ পদব্রজে যাচ্ছেন আর তোমরা বাহনে উপবিষ্ট হয়ে যাচ্ছো![১৪৭৯]

١٤٨١/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ».

৫/১৪৮১। মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার রাওহ বিন উবাদাহ সাঈদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন জুবায়র বিন হায়্যাহ যিয়াদ বিন জুবায়র বিন হায়্যাহ মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আরোহী ব্যক্তি লাশের পেছনে থাকবে এবং পদব্রজে গমনকারী যেমন ইচ্ছা চলতে পারে।[১৪৮০]

১৪৭৭. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

১৪৭৮. আহমাদ ১৯১৯৬। তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীসের রাবী লায়স সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুদতারাবুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ হাতিম এবং আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন।

১৪৭৯. তিরমিযী ১০১২, আবূ দাউদ ৩১৭৭। মিশকাত ১৬৭২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. বাকিয়্যাহ সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, যখন তিনি সিকাহ রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তাকে সিকাহ হিসেবে গণ্য করা হবে। ইমাম নাসায়ী বলেন, যখন তিনি হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দদ্বয় দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তিনি সিকাহ হিসেবে গণ্য হবেন। ২. আবূ বাকর বিন আবূ মারয়াম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেনে হাদীস র্বণনায় সংমিশ্রণ করেন ও দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার ও দুর্বল। আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

১৪৮০. তিরমিযী ১০৩১, নাসায়ী ১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৮, আবূ দাউদ ৩১৮০, ১৭৬৯৭, ১৭৭০৯, ১৭৭১৬। ইরওয়াহ ৭১৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٦/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

৬/১৬. অধ্যায় : লাশের আগে আগে যাওয়া।

١٤٨٢/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ».

১/১৪৮২। আলী বিন মুহাম্মাদ ও হিশাম বিন আম্মার ও সাহল বিন আবূ সাহল সুফইয়ান যুহরী সালিম তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) বলেন, আমি নাবী, আবূ বাক্র ও উমার-কে লাশের আগে আগে হেঁটে যেতে দেখেছি।[১৪৮১]

١٤٨٣/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ».

২/১৪৮৩। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী ও হারূন বিন আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল মুহাম্মাদ বিন বাকর আল-বুরসানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) য়ূনুস বিন ইয়াযীদ আল-আয়লী যুহরী আনাস বিন মালিক বলেন, রসূলুল্লাহ, আবূ বাক্র, উমার ও উস্‌মান লাশের আগে আগে হেঁটে যেতেন।[১৪৮২]

١٤٨٤/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ الْحَنَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا».

৩/১৪৮৪। আহমাদ বিন আবদাহ আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ আত-তায়মী (لين الحديث হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) আবূ মাজিদাহ আল-হানাফী (মাজহুল বা অপরিচিত) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ লাশের অনুসরন করতে হবে (পিছনে পিছনে যেতে হবে), লাশ অনুসরণ করবে না (পেছনে থাকবে না)। যে ব্যক্তি লাশের আগে আগে যায়, সে জানাযার সাথে শরীক নয়।[১৪৮৩]

١٧/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ التَّسَلُّبِ مَعَ الْجِنَازَةِ

৬/১৭. অধ্যায় : উদলা শরীরে লাশের সাথে সাথে যাওয়া নিষেধ।

১৪৮১. তিরমিযী ১০০৭, ১০০৮, ১০০৯, নাসায়ী ১৯৪৪, ১৯৪৫, আবূ দাউদ ৩১৭৯। মিশকাত ১৬৬৮, ইরওয়াহ ৭৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪৮২. তিরমিযী ১০১০। ইরওয়াহ ৩/১৯১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪৮৩. তিরমিযী ১০১১, আবূ দাউদ ৩১৮৪। মিশকাত ১৬৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ আত-তায়মী সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আল-আজালী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভযোগ্য নন। ২. আবূ মাজিদাহ আল-হানাফী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি অপরিচিত। আস-সাজী বলেন, তিনি অপরিচিত।

١٤٨٥/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَزَوَّرِ عَنْ نُفَيْعٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَأَبِي بَرْزَةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُونَ فِي قُمُصٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَبِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ أَوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِي غَيْرِ صُوَرِكُمْ قَالَ فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُودُوا لِذَلِكَ».

১/১৪৮৫। আহমাদ বিন আবদাহ আমর ইবনুন নু'মান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আলী ইবনুল হাযাওওয়ার (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য, শীয়ার খুব মতাবলম্বী) নুফায়' (ইবনুল হারিস) (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য, ইবনু মাঈন তাকে মিথুক বলেছেন) ইমরান ইবনুল হুসায়ন ও আবূ বারযাহ (রাঃ) তারা বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে একটি জানাযার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। তিনি একদল লোককে পরিধেয় বস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেবল জামা পরিহিত অবস্থায় হেঁটে যেতে দেখেন। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তোমরা কি জাহিলী যুগের রীতিনীতি অবলম্বন করছো অথবা জাহিলী যুগের কাজ করছো? আমরা ইচ্ছা হয় যে, আমি তোমাদের বদদোয়া করি এবং তোমরা চেহারায় বিকৃত আকৃতিতে পরিবর্তিত হয়ে যাও। রাবী বলেন, তারা তাদের কাপড় পরিধান করলো এবং আর কখনো অনুরূপ করেনি।[১৪৮৪]

١٨/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الْجِنَازَةِ لَا تُؤَخَّرُ إِذَا حَضَرَتْ وَلَا تُتْبَعُ بِنَارٍ

৬/১৮. অধ্যায় : জানাযাহ হাযির হলে বিলম্ব করবে না এবং আগুন নিয়ে লাশের অনুসরণ করবে না।

١٤٨٦/١ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تُؤَخِّرُوا الْجَنَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ».

১/১৪৮৬। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব সাঈদ বিন আবদুল্লাহ আল-জুহানী (মাকবূল) মুহাম্মাদ বিন উমার বিন আলী বিন আবূ তালিব তার পিতা (উমার বিন আলী বিন আবূ তালিব) দাদা (আলী বিন আবূ তালিব) (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, জানাযাহ উপস্থিত হলে তোমরা (দাফনে) বিলম্ব করো না।[১৪৮৫]

১৪৮৪. মিশকাত ১৭৫০। তাহকীক আলবানী ঃ বানোয়াট। উক্ত হাদীসের রাবী আমর ইবনুন নু'মান সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, তিনি দর্বল রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ২. আলী ইবনুল হাযাওওয়ার সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখানযোগ্য। ৩. নুফায়' সম্পর্কে কাতাদাহ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি বলেছেন যে, তিনি আবাদালাহ থেকে শ্রবণ করেছেন অথচ তিনি তার থেকে শ্রবণ করেননি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার ও দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১৪৮৫. তিরমিযী ১৭১, আহমাদ ৮৩০। মিশকাত ৬০৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী সাঈদ বিন আবদুল্লাহ আল-জুহানী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি অপরিচিত।

١٤٨٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ أَنْبَأَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَالَ أَوْصَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ «لَا تُتْبِعُونِي بِمِجْمَرٍ قَالُوا لَهُ أَوَ سَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

২/১৪৮৭। মুহাম্মাদ বিন আবদুল আ'লা' আস্র-স্নআনী মু'তামির বিন সুলায়মান ফুদায়ল বিন মায়সারাহ আবূ হারীয (আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবূ বুরদাহ বলেন, আবূ মূসা আল-আশআরী (রাঃ) এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি ওয়াসিসয়াত করে লেন, তোমরা আমার লাশের সাথে আগুন নিয়ে যেও না। তারা তাকে বলেন, আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শুনেছি।[১৪৮৬]

١٩/٦. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

৬/১৯. অধ্যায় : একদল মুসলিম যার জানাযার স্লাত পড়লো।

١٤٨٨/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُفِرَ لَهُ».

১/১৪৮৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ উবায়দুল্লাহ শায়বান আ'মাশ আবূ স্নালিহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, এক শত মুসলমান কারো জানাযার স্লাত পড়লে তাকে ক্ষমা করা হয়।[১৪৮৭]

١٤٨٩/٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْخَرَّاطُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هَلَكَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لِي يَا كُرَيْبُ قُمْ فَانْظُرْ هَلِ اجْتَمَعَ لِابْنِي أَحَدٌ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَيْحَكَ كَمْ تَرَاهُمْ أَرْبَعِينَ قُلْتُ لَا بَلْ هُمْ أَكْثَرُ قَالَ فَاخْرُجُوا بِابْنِي فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَشْفَعُونَ لِمُؤْمِنٍ إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ».

২/১৪৮৯। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী বাকর বিন সুলায়ম (মাকবূল) হুমায়দ বিন যিয়াদ আল-খার্‌রাত (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) শারীক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর মুক্তদাস কুরায়ব বলেন, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর এক ছেলে মারা গেলে তিনি আমাকে বলেন, হে কুরাইব! উঠে গিয়ে দেখো তো, আমার ছেলের জানাযায় কেউ এসেছে কিনা? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, তোমার অমঙ্গল হোক, তুমি তাদের কতজনকে দেখলে, চল্লিশজন? আমি বললাম, না, বরং তারা আরো অধিক। তিনি বলেন, তোমরা আমার ছেলের লাশ নিয়ে বের হও। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ অন্তত চল্লিশজন মু'মিন অপর মু'মিন ব্যক্তির সুপারিশ করলে, আল্লাহ্ তাদের সুপারিশ কবুল করেন।[১৪৮৮]

১৪৮৬. তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৪৮৭. আহকাম ৯৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪৮৮. মুসলিম ৯৪৮, আবূ দাউদ ৩১৭০, আহমাদ ২৫০৫। স্বহীহাহ ২২৬৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٤٩٠/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ الشَّامِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَتَقَالَّ مَنْ تَبِعَهَا جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا صَفَّ صُفُوفٌ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَيِّتٍ إِلَّا أَوْجَبَ».

৩/১৪৯০। ◊[আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ][আবদুল্লাহ বিন নুমায়র][মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী)][ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব][মারস্রাদ বিন আবদুল্লাহ আল-ইয়াযানী][মালিক বিন হুবায়রাহ আশ্-শামী (রাঃ)]◊ তিনি সহাবী ছিলেন। মারস্রাদ (রহঃ) বলেন, কোন জানাযাহ উপস্থিত হলে এবং লোকসংখ্যা কম হলে, তিনি তাদের তিন সারিতে কাতারবন্দী করে স্বলাত পড়তেন। তিনি আরো বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কোন মৃতের জানাযায় মুসলমানদের তিন সারি লোক হলেই তা (জান্নাত) অবধারিত করে।[১৪৮৯]

٢٠/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

৬/২০. অধ্যায় ঃ মৃত ব্যক্তির প্রতি প্রশংসা করা

١٨٩١/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ وَجَبَتْ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِهَذِهِ وَجَبَتْ وَلِهَذِهِ وَجَبَتْ فَقَالَ «شَهَادَةُ الْقَوْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ شُهُودُ اللهِ فِي الْأَرْضِ».

১/১৪৯১। ◊[আহমাদ বিন আবদাহ][হাম্মাদ বিন যায়দ][স্বাবিত][আনাস বিন মালিক (রাঃ)]◊ বলেন, নাবী (সাঃ)-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হলো এবং তার উচ্ছসিত প্রশংসা করা হলো। তিনি বলেন, অবধারিত হয়ে গেলো। তারপর আরেকটি লাশ তাঁর নিকট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তার কুৎসা বর্ণনা করা হলো। তিনি বলেন, অবধারিত হয়ে গেলো। বলা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি এই লাশের জন্য অবধারিত হয়ে গেলো এবং ঐ লাশের জন্যও অবধারিত হয়ে গেলো বললেন। তিনি বলেন, দলের সাক্ষ্য অনুপাতে। মু'মিনরা পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ।[১৪৯০]

١٤٩٢/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فِي مَنَاقِبِ الْخَيْرِ فَقَالَ وَجَبَتْ ثُمَّ مَرُّوا عَلَيْهِ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فِي مَنَاقِبِ الشَّرِّ فَقَالَ وَجَبَتْ «إِنَّكُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ».

১৪৮৯. তিরমিযী ১০২৮, আবূ দাঊদ ৩১৬৬, আহমাদ ১৬২৮৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্ব। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ।

১৪৯০. সহীহুল বুখারী ১৩৬৭, ২৬৪২, মুসলিম ৯৪৯, তিরমিযী ১০৫৮, নাসায়ী ১৯৩২, আহমাদ ১২৪২৬, ১২৫২৬, ১২৬২৭, ১২৭৯১, ১৩১৬০, ১৩৫৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/১৪৯২। ∝আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ✕আলী বিন মুসহির✕মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন)✕আবূ সালামাহ✕আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ∝ তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর নিকট দিয়ে একটি লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং তার নানারূপ ভূয়সী প্রশংসা করা হলো। তিনি বলেনঃ অবধারিত হয়ে গেলো। অতঃপর তাঁর নিকট দিয়ে লোকেরা আরেকটি লাশ বয়ে নিয়ে গেলো এবং তার বিভিন্নপ কুৎসা বণৃনা করা হলো। তিনি বলেনঃ অবধারিত হয়ে গেলো। কেননা তোমরা পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র সাক্ষীস্বরূপ।[১৪৯১]

٢١/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ

৬/২১. অধ্যায় : জানাযার স্বলাতে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান।

١٤٩٣/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ أَخْبَرَنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ الْفَزَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا».

১/১৪৯৩। ∝আলী বিন মুহাম্মাদ✕আবু উসামাহ✕হুসায়ন বিন যাকওয়ান✕আবদুল্লাহ বিন বুরায়দাহ আল-আসলামী✕সামুরাহ বিন জুনদুব আল-ফাযারী (রাঃ) ∝ রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিফাসগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী এক মহিলার জানাযার স্বলাত পড়েন এবং তিনি তার মাঝ বরাবর দাঁড়ান।[১৪৯২]

١٤٩٤/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى بِامْرَأَةٍ فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ مِنَ الْجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ وَقَامَ مِنَ الْمَرْأَةِ مُقَامَكَ مِنَ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ احْفَظُوا».

২/১৪৯৪। ∝নাস্র বিন আলী আল-জাহদমী✕সাঈদ বিন আমির✕হাম্মাম✕আবু গালিব (হাযুর) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন)✕বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাঃ) ∝ কে এক ব্যক্তির জানাযার স্বলাত পড়তে দেখলাম। তিনি তার মাথা বরাবর দাঁড়ান। আরেকটি মহিলার লাশ উপস্থিত করা হলে লোকেরা বললো, হে আবূ হামযাহ! তার জানাযার স্বলাত পড়ুন। তিনি খাটের মাঝ বরাবর দাঁড়ান। আলা' বিন যিয়াদ (রহঃ) তাকে বলেন, হে আবূ হামযা! আপনি পুরুষের জানাযায় যেভাবে দাঁড়িয়েছেন, মহিলার জানাযায় যেভাবে দাঁড়িয়েছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কেও সেভাবে দাঁড়াতে দেখেছেন কি? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি আমাদের দিকে ফিরে বলেন, তোমরা স্মরণ রেখো।[১৪৯৩]

٢٢/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

৬/২২. অধ্যায় : জানাযার স্বলাতে কিরাআত পড়া।

১৪৯১. নাসায়ী ১৯৩৩, আবূ দাউদ ৩২৩৩, আহমাদ ৭৪৯৯, ৯৬৮৪, ৯৭২৬, ১০০৯৩, ১০৪৫৫। স্বহীহাহ ২৬০০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪৯২. সহীহুল বুখারী ৩৩২, ১৩৩১, ১৩৩২, মুসলিম ৯৬৪, ১৪৮২, তিরমিযী ১০৩৫, নাসায়ী ৩৯৩, ১৯৭৬, ১৯৭৯, আবূ দাউদ ৩১৯৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৪৯৩. তিরমিযী ১০৩৪, আবূ দাউদ ৩১৯৪। মিশকাত ১৬৭৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٤٩٥/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

১/১৪৯৫। আহমাদ বিন মানী' যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেছেন) ইবরাহীম বিন উস্রমান (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) হাকাম মিকসাম ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাবী (ﷺ) জানাযার স্বলাতে সূরা ফাতিহা পড়েন।[১৪৯৪]

١٤٩٦/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَتْ «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

২/১৪৯৬। আমর বিন আবূ আস্রিম আন-নাবীল ও ইবরাহীম ইবনুল মুসতামির আবূ আস্রিম হাম্মাদ বিন জা'ফার আল-আবদী (لين الحديث তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ ও ইরসাল করেন) উম্মু শারীক আল-আনস্রারিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে জানাযার স্বলাতে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৪৯৫]

٢٣/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

৬/২৩. অধ্যায় : জানাযার স্বলাতে দু'আ করা।

١٤٩٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ الْمَدِينِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ».

১/১৪৯৭। আবূ উবায়দ মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন মায়মূন আল-মাদীনী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) মুহাম্মাদ বিন সালামাহ আল-হাররানী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল হারিস্র আত-তায়মী আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)

১৪৯৪. তিরমিযী ১০২৬ তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে স্রিকাহ বলেছেন। ২. ইবরাহীম বিন উস্রমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিন হাদীস্র বর্ণানয় স্রিকাহ নন। ইমাম বুখারী তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী তাকে মুনকার বলেছেন। এ হাদীস্রের ৭২টি শাহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে তিরমিযী ২টি, সুনানুল কুবারা ৬টি, মুসনাদ শাফিঈ ৫টি, ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

১৪৯৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. হাম্মাদ বিন জা'ফার আল-আবদী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বললেও আল-আয্দী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আদী তাকে মুনকার বলেছেন। ২. শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি স্রিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই।

Contents

বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার সলাত পড়াকালে তার জন্য একনিষ্ঠভাবে দু'আ করো।[১৪৯৬]

١٤٩٨/٢ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ».

২/১৪৯৮। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আলী বিন মুসহির মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) জানাযার সলাতে বলতেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের মধ্যে যাকে জীবিত রাখো তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো এবং আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দান করো, তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যুদান করো। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমাদের পথভ্রষ্ট করো না।"।[১৪৯৭]

١٤٩٩/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَسْمَعُهُ يَقُولُ «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ».

৩/১৪৯৯। আবদুর রহমান বিন ইবরাহীম আদ-দিমাশকী ওয়ালীদ বিন মুসলিম মারওয়ান বিন জানাহ্ য়ূনুস বিন মায়সারাহ বিন হালবাস ওয়াসিলাহ ইবনুল আস্‌কা' (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) মুসলমানদের এক ব্যক্তির জানাযার সলাত আদায় করলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ্! অমুকের পুত্র অমুক তোমার যিম্মায় এবং তোমার নিরাপত্তার বন্ধনে। তুমি তাকে কবরের বিপর্যয় ও দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো এবং তাকে দয়া করো। কেননা তুমিই কেবল ক্ষমাকারী পরম দয়ালু"।[১৪৯৮]

١٥٠٠/٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ الْفَضَالَةِ حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا

১৪৯৬. আবূ দাউদ ৩১৯৯। মিশকাত ১৬৭৪, ইরওয়াহ ৭৩২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. আবূ উবায়দ মুহাম্মাদ বিন উবায়দ বিন মায়মূন আল-মাদীনী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান তাকে স্বিকাহ বললেও তিনি বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ২. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস্র। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি স্বালিহ।

১৪৯৭. মিশকাত ১৬৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৪৯৮. আবূ দাউদ ৩২০২, আহমাদ ১৫৫৮৮। মিশকাত ১৬৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ بِدَارِهِ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» قَالَ عَوْفٌ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي مُقَامِي ذَلِكَ أَتَمَنَّى أَنْ أَكُونَ مَكَانَ الرَّجُلِ.

৪/১৫০০। ইয়াহইয়া বিন হাকীম আবূ দাউদ আত-তয়ালাসী ফারাজ ইবনুল ফাদালাহ (দঈফ বা দুর্বল) ইস্‌মাহ বিন রাশিদ (মাজহুল বা অপরিচিত) হাবীব বিন উবায়দ আওফ বিন মালিক বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -এর সাথে এক আনসারির জানাযার সলাতে শরীক ছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি তাকে দয়া করো, তাকে ক্ষমা করো এবং তার উপর করুণা বর্ষণ করো, তাকে ক্ষমা করো, তার পাপরাশি দুর করে দাও। তাকে ঠাণ্ডা পানি ও বরফ দ্বারা ধৌত করো এবং সাদা কাপড় থেকে যেভাবে ময়লা পরিষ্কার করা হয়, তদ্রূপ তাকে গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন করো। তার ঘরের পরিবর্তে তাকে উত্তম আবাস দান করো, তার পরিবার থেকেও উত্তম পরিবার তাকে দান করো এবং তাকে কবরের বিপর্যয় ও দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো"। আওফ বলেন, তখন আমার আকাঙ্ক্ষা হলো যে, আমি যদি ঐ ব্যক্তির স্থানে হতাম।[১৪৯৯]

١٥٠١/٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «مَا أَبَاحَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ فِي شَيْءٍ مَا أَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ يَعْنِي لَمْ يُوَقِّتْ».

৫/১৫০১। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ হাফস্‌ বিন গিয়াস্‌ হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্‌ বর্ণনায় অধিক ভূল ও তাদলীস করেন) আবুয-যুবায়র জাবির তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ , আবূ বাক্‌র ও উমার আমাদের জন্য জানাযার সলাতে যে (কোন সময় পড়ার) অবকাশ রেখেছেন, তা অন্য কোন সলাতের বেলায় রাখেননি অর্থাৎ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট করেননি।[১৫০০]

٢٤/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا

৬/২৪. অধ্যায় : জানাযার সলাতে চার তাকবীর বলা।

١٥٠٢/١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْإِيَاسِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا».

১/১৫০২। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্‌ বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) মুগীরাহ বিন আবদুর রহমান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্‌ বর্ণনায় সন্দেহ

১৪৯৯. মুসলিম ৯৬৩, তিরমিযী ১০২৫, নাসায়ী ১৯৮৩, ১৯৮৪, আহমাদ ২৩৪৫৫, ২৩৪৮০। ইরওয়াহ ৩/৪২, মুসলিম। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ফারাজ ইবনুল ফাদালাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্‌ বর্ণনায় দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসালম বলেন তিনি হাদীস্‌ বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী, তার হাদীস্‌ গ্রহণ করা যায় তবে দলীলযোগ্য নয়। ২. ইস্‌মাহ বিন রাশিদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় অজ্ঞাত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৫০০. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী হাজ্জাজ সম্পর্কে হাজ্জাজ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি আমর থেকে হাদীস্‌ বর্ণনায় তাদলীস করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বওেলন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্‌ বর্ণনায় তাদলীস করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্‌ বর্ণনায় দুর্বলদের থেকে তাদলীস করেন।

Contents

করেন) খালিদ ইবনুল ইয়াস (মাতরূক বা প্রত্যাখাযোগ্য) ইসমাঈল বিন আমর বিন সাঈদ ইবনুল আস্র উস্রমান বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম ইবনুল হারিস্র (মাজহুল বা অপরিচিত) উস্রমান বিন আফ্ফান (রাঃ) নাবী (সাঃ) উস্রমান বিন মাযউন (রাঃ)-এর জানাযার স্বলাত চার তাকবীর পড়েন।[১৫০১]

١٥٠٣/٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا الْهَجَرِيُّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا قَالَ فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا قَالُوا تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ يُسَلِّمُ».

২/১৫০৩। আলী বিন মুহাম্মাদ আবদুর রহমান আল-মুহারিবী আল-হাজারী (ইবরাহীম বিন মুসলিম) (لين الحديث হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহাবী আবদুল্লাহ্ বিন আবূ আওফা আল-আসলামী (রাঃ) এর সাথে তার এক কন্যার জানাযার স্বলাত আদায় করলাম। তিনি তাতে চার তাকবীর বলেন। চতুর্থ তাকবীরের পর তিনি ক্ষণিক নীরব থাকেন। রাবী বলেন, আমি কাতারবদ্ধ লোকেদের সুবহানাল্লাহ বলতে শুনেছি। তিনি সালাম ফিরানোর পর লেন, তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি পঞ্চম তাকবীর বলবো? তারা বললো, আমরা তাই অনুমান করেছিলাম। তিনি বলেন, আমি কখনো তা করতাম না। তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) চার তাকবীর বলতেন, তারপর ক্ষণিক চুপচাপ থাকতেন, তারপর আল্লাহ্র মর্জি কিছু পড়তেন, তারপর সালাম ফিরাতেন।[১৫০২]

١٥٠٤/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَبَّرَ أَرْبَعًا».

৩/১৫০৪। আবূ হিশাম আর-রিফাঈ (মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন মুহাম্মাদ বিন কাস্রীর) (ليس بالقوي হাদীস্র বর্ণনায় তিনি শক্তিশালী নন) ও মুহাম্মাদ ইবনুস্র-স্রাব্বাহ ও আবূ বাকর বিন খাল্লাদ ইয়াহইয়া ইবনুল ইয়ামান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন) মিনহাল বিন খালীফাহ (দঈফ বা দুর্বল) হাজ্জাজ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল ও তাদলীস করেন) আতা' ইবনু আব্বাস (রাঃ) নাবী (সাঃ) চার তাকবীর বলেন।[১৫০৩]

১৫০১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী খালিদ ইবনুল ইয়াস সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যাখানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন বরং দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার ও দুর্বল। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ২. উস্রমান বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম ইবনুল হারিস্র সম্পর্কে হাদীস্র বিশারদগণ বলেন, তিনি অপরিচিত।

১৫০২. আহমাদ ১৮৬৫৯, ১৮৯২৫। আহকাম ১২৬, রওয ৩৬৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী আল-হাজারী (ইবরাহীম বিন মুসলিম) সম্পর্কে আল-আযদী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী তকে মুনকার বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন।

১৫০৩. আহকাম ১১১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ হিশাম আর-রিফাঈ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আমি তার মাঝে কোন সমস্যা দেখি না। ইবনু হিব্বান তাকে স্রিকাহ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন ও স্রিকাহ রাবী বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকল হাদীস্র

٢٥/٦. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ كَبَّرَ خَمْسًا

৬/২৫. অধ্যায় : যে ব্যক্তি জানাযার স্বলাতে পাঁচ তাকবীর বলে।

١٥٠٥/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ «يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا».

১/১৫০৫। ◆[মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার]✕[মুহাম্মাদ বিন জা'ফার]✕[শু'বাহ]✕[আমর বিন মুররাহ]✕[আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা]✕[বলেন, যায়দ বিন আরকাম (রাঃ)]◆ ◆[ইয়াহইয়া বিন হাকীম]✕[ইবনু আবূ আদী ও আবূ দাঊদ]✕[শু'বাহ]✕[আমর বিন মুররাহ]✕[আবদুর রহমান বিন আবূ লায়লা]✕[বলেন, যায়দ বিন আরকাম (রাঃ)]◆ আমাদের জানাযার স্বলাতে চার তাকবীর বলতেন। তিনি এক জানাযার স্বলাতে পাঁচ তাকবীর বলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঁচ তাকবীরও বলেছেন।[১৫০৪]

١٥٠٦/٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّافِعِيُّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَبَّرَ خَمْسًا».

২/১৫০৬। ◆[ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী]✕[ইবরাহীম বিন আলী আর-রাফিঈ (দঈফ বা দুর্বল)]✕[কাসীর বিন আবদুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল)]✕[তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ) (মাকবূল)]✕[দাদা (আমর বিন আওফ) (রাঃ)]◆ নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (ﷺ) পাঁচ তাকবীর বলেছেন।[১৫০৫]

٢٦/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

৬/২৬. অধ্যায় : শিশুর জানাযার স্বলাত।

١٥٠٧/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ».

বিশারদগণকে একমত দেখেছি। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ২. মিনহাল বিন খালীফাহ সম্পর্কে বাযযার স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৫০৪. মুসলিম ৯৫৭, তিরমিযী ১০২৩, নাসায়ী ১৯৮২, আবূ দাঊদ ৩১৯৭, আহমাদ ১৮৭৮৬, ১৮৮১৩, ১৮৮২৫, ১৮৮৩৩। মুসলিম। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫০৫. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন আলী আর-রাফিঈ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আস-সাজী তাকে মুনকার বলেছেন। ইবনু হিব্বান তকে দুর্বল হিসেবে আখ্যাতি করেছেন। ২. কাসীর বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন অথবা তিনি মিথ্যুকে একটি রুকন। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে মুনকার বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

Contents

১/১৫০৭। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার রাওহ বিন উবাদাহ সাঈদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন জুবায়র বিন হায়্যাহ আমার চাচা যিয়াদ বিন জুবায়র আমার আবূ জুবায়র বিন হায়্যাহ মুগীরাহ বিন শু'বাহ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ শিশুর জানাযাহ পড়তে হবে।[১৫০৬]

١٥٠٨/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ».

২/১৫০৮। হিশাম বিন আম্মার রাবী' বিন বাদর (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আবুয-যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ শিশু (ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর) চিৎকার করলে (অতঃপর মারা গেলে) তার জানাযাহ পড়তে হবে এবং তার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।[১৫০৭]

١٥٠٩/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ».

৩/১৫০৯। হিশাম বিন আম্মার বাখতারী বিন উবায়দ (দঈফ বা দুর্বল, মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) তার পিতা (উবায়দ বিন সুলায়মান) (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের শিশুদের জানাযার সলাত পড়ো। কারণ তারা তোমাদের অগ্রগামী সঞ্চয়।[১৫০৮]

٦/٢٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذِكْرِ وَفَاتِهِ

৬/২৭. অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ছেলের জানাযাহ এবং তার ইনতিকালের বিবরণ।

١٥١٠/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيٌّ لَعَاشَ ابْنُهُ وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

১/১৫১০। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র মুহাম্মাদ বিন বিশর ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আবূ আওফা (রাঃ) কে বললাম, আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পুত্র ইবরাহীমকে দেখেছেন? তিনি বলেন, সে শিশুকালেই মারা যায়। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পর যদি কারো

১৫০৬. তিরমিযী ১০৩১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫০৭. তিরমিযী ১০৩২, দারেমী ৩১২৫। সহীহাহ ১৫৩, ইরওয়াহ ১৭০৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী রাবী' বিন বাদর সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও উসমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৫০৮. ইরওয়াহ ৭২৫। তাহকীক আলবানী ঃ নিতান্ত দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী রাবী' বিন বাদর সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু আদী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ২. উবায়দ বিন সুলায়মান সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন তিনি অপরিচিত।

নাবী (ﷺ) হওয়ার (আল্লাহ্‌র) সিদ্ধান্ত থাকতো তাহলে তাঁর পুত্র জীবিত থাকতো। কিন্তু তাঁর পরে কোন নাবী (ﷺ) নাই।[১৫০৯]

١٥١١/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ إِنَّ «لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ».

২/১৫১১। আবদুল কুদ্দূস বিন মুহাম্মাদ দাঊদ বিন শাবীব আল-বাহিলী ইবরাহীম বিন উসমান (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) হাকাম বিন উতায়বাহ মিকসাম ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পুত্র ইবরাহীম মৃত্যুবরণ করলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) তার জানাযার স্বলাত পড়েন এবং বলেনঃ তার জন্য জান্নাতে একজন ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে। সে জীবিত থাকলে অবশ্যি সত্যবাদী ও নাবী (ﷺ) হতো। সে জীবিত থাকলে তার মাতৃকুল স্বাধীন হয়ে যেতো এবং কিবতী থাকতো না।[১৫১০]

١٥١٢/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ الْقَاسِمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ خَدِيجَةُ يَا رَسُولَ اللهِ دَرَّتْ لُبَيْنَةُ الْقَاسِمِ فَلَوْ كَانَ اللهُ أَبْقَاهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِضَاعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ إِتْمَامَ رَضَاعِهِ فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ لَهَوَّنَ عَلَيَّ أَمْرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ تَعَالَى فَأَسْمَعَكِ صَوْتَهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ بَلْ أُصَدِّقُ اللهَ وَرَسُولَهُ ﷺ».

৩/১৫১২। আবদুল্লাহ বিন ইমরান আবূ দাঊদ হিশাম বিন আবুল ওয়ালীদ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) তার মাতা (ইসমু মুবহাম বা নাম অপরিচিত) ফাতিমাহ বিনতুল হুসায়ন তার পিতা হুসায়ন বিন আলী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পুত্র কাসিম ইন্তিকাল করলে খাদীজা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কাসিমের জন্য পর্যাপ্ত দুধ রয়েছে, আল্লাহ্‌ যদি তাকে দুধ পানের মেয়াদ পর্যন্ত জীবিত রাখতেন! রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তার দুধ পানের মেয়াদ জান্নাতে পূর্ণ করা হবে। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি তা জানাতে পারলে তার ব্যাপারে শান্ত্বনা লাভ করতাম। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তুমি চাইলে আমি আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করি, তিনি তোমাকে তার শব্দ শুনাবেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! বরং আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলকে বিশ্বাস করি।[১৫১১]

٢٨/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ

৬/২৮. অধ্যায় : শহীদগণের জানাযার স্বলাত এবং তাদের দাফন-কাফন।

১৫০৯. সহীহুল বুখারী ৬১৯৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৫১০. দঈফাহ ২২০৩, ৩২০২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বাধীন হওয়া বাক্য ব্যতীত স্বহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন উসমান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সিকাহ নন। ইমাম বুখারী তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী তাকে মুনকার বলেছেন।

১৫১১. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ নিতান্ত দঈফ. তা'লীক ইবনু মাজাহ।

١٥١٣/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ بِهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلَ «يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ».

১/১৫১৩। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আবূ বাকর বিন আয়্যাশ ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ (দঈফ বা দুর্বল) মিকসাম ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে শহীদদের লাশ উপস্থিত করা হলো। তিনি একসঙ্গে দশ দশজনের জানাযার স্বলাত আদায় করলেন। আর হামযা (রাঃ)-এর লাশ যেভাবে ছিল সেভাবেই রেখে দেয়া হলো। অন্যদের লাশ তুলে নেয়া হলো এবং তার লাশ স্বস্থানে পড়ে থাকলো।[১৫১২]

١٥١٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمْ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا».

২/১৫১৪। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স বিন সা'দ ইবনু শিহাব আবদুর রহমান বিন কা'ব বিন মালিক জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) উহুদ যুদ্ধের শহীদের দু' বা তিনজনকে এক কাপড়ে একত্র করে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করতেন ঃ তাদের মধ্যে কে কুরআনের অধিক জ্ঞানী? তাদের কারো প্রতি ইশারা করে তাঁকে জানানো হলে তিনি তাকে আগে কবরে রাখতেন এবং বলতেন ঃ আমি তাদের সকলের পক্ষে সাক্ষী। তিনি তাদেরকে তাদের রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করার নির্দেশ দেন এবং তাদের জানাযার স্বলাতও পড়া হয়নি, গোসলও দেয়া হয়নি।[১৫১৩]

١٥١٥/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمْ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ».

৩/১৫১৫। মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আলী বিন আসিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী) আতা' ইবনুস-সায়িব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) উহুদের শহীদদের দেহ থেকে লৌহবর্ম, অস্ত্র ও চামড়ার জুতা খুলে নেয়ার এবং তাদেরকে তাদের রক্তমাখা কাপড়ে দাফন করার নির্দেশ দেন।[১৫১৪]

১৫১২. আহকাম ৮২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে তাবে দলীলযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু আদী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে তবে তিনি দুর্বল। এ হাদীস্রের ৭৪টি শাহিদ হাদীস্র রয়েছে, তন্মধ্যে স্বহীহ বুখারীতে ১টি, স্বহীহ মুসলিম ১টি, আবূ দাঊদ ১টি, আহমাদ ১টি, স্বহীহ ইবনু হিব্বান ৩টি, দারাকুতনী ২টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

১৫১৩. ১৯৫৫, আবূ দাঊদ ৩১৩৮, আহমাদ ১৩৭৭৭। ইরওয়াহ ৭০৭, বুখারী। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৫১৪. আবূ দাঊদ ৩১৩৪, আহমাদ ২২১৮। মিশকাত ১৬৪৩, ইরওয়াহ ৭০৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান স্বিকাহ বললেও অন্যত্রে বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল

١٥١٦/٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعَ نُبَيْحًا الْعَنْزِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ».

৪/১৫১৬। হিশাম বিন আম্মার ও সাহল বিন আবূ সাহল, সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ, আসওয়াদ বিন কায়স, নুবায়হ আল-আনাযী (মাকবূল), জাবির বিন আবদুল্লাহ্ বলেন, রসূলুল্লাহ উহুদের শহীদগণকে তাদের শাহাদাত লাভের স্থানে ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। তাদেরকে মাদীনাহ্য় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।[১৫১৫]

٢٩/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

৬/২৯. অধ্যায় : মাসজিদে জানাযার স্বলাত পড়া।

١٥١٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ».

১/১৫১৭। আলী বিন মুহাম্মাদ, ওয়াকী', ইবনু আবূ যি'ব, স্বালিহ (বিন নুহবান) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন), আবূ হুরায়রাহ বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মাসজিদে জানাযার স্বলাত পড়লো, তাতে তার কোন ছওয়াব হলো না।[১৫১৬]

١٥١٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللهِ «مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ».

قَالَ ابْن مَاجَةَ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَقْوَى.

২/১৫১৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ, য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ, ফুলায়হ বিন সুলায়মান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেন), স্বালিহ বিন আজলান (মাকবূল), আব্বাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র, আয়িশাহ্ বলেন, আল্লাহ্র শপথ! রসূলুল্লাহ সুহায়ল বিন বাইদার জানাযার স্বলাত মাসজিদেই পড়েছেন। ইবনু মাজাহ বলেন, আয়িশাহ্ বর্ণিত হাদীস্রটি সনদের দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী।[১৫১৭]

করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইবনু মিনদাহ বলেন, তিনি দুর্বল। ২, আতা' ইবনুস-সায়িব সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিলো। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছিলো ফলে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন।

১৫১৫. তিরমিযী ১৭১৭, আবূ দাউদ ৩১৬৫, আহমাদ ১৩৭৫৫, দারেমী ৪৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী নুবায়হ আল-আনাযী সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে আসওয়াদ ছাড়া তার থেকে কেউ হাদীস্র বর্ণনা করেনি।

১৫১৬. আবূ দাউদ ৩১৯১, আহমাদ ৯৪৩৭, ৯৫৫৫, ১০১৮৩। স্বহীহা ২৩৫২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৫১৭. মুসলিম ৯৭৩, তিরমিযী ১০৩৩, নাসায়ী ১৯৬৭, ১৯৬৮, আবূ দাউদ ৩১৮৯, ৩১৯০, আহমাদ ২৩৯৭৭, ২৪৪৯৩, ২৪৮২৯, ২৫৭১৩, মুয়াত্তা মালেক ৫৩৮। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

٦/٣٠. بَاب مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا يُدْفَنُ

৬/৩০. অধ্যায় : যেসব ওয়াক্তে মৃতের জানাযাহ পড়বে না এবং দাফন করবে না।

١٥١٩/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ جَمِيعًا عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ».

১/১৫১৯। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' মূসা বিন আলী বিন রাবাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) আমার পিতা (আলী বিন রাবাহ) উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাঃ) আমর বিন রাফি' আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক মূসা বিন আলী বিন রাবাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন) আমার পিতা (আলী বিন রাবাহ) উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে তিন সময়ে আমাদের মৃতদের জানাযাহ পড়তে এবং তাদেরক কবরস্থ করতে নিষেধ করেছেনঃ সূর্য সুস্পষ্টভাবে উদয়কালে, সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দুপুরের সময় এবং সূর্যাস্তের সময়, যতক্ষণ না তা অস্তমিত হয়।[১৫১৮]

١٥٢٠/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَدْخَلَ رَجُلًا قَبْرَهُ لَيْلًا وَأَسْرَجَ فِي قَبْرِهِ».

২/১৫২০। মুহাম্মাদ ইবনুস্‌-স্বাব্বাহ ইয়াহইয়া ইবনুল ইয়ামান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন) মিনহাল বিন খালীফাহ (দঈফ বা দুর্বল) আতা' ইবনু আব্বাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) এক ব্যক্তিকে রাতের বেলা কবরে রাখেন এবং (লাশ ঠিকমত রাখার সুবিধার্থে) কবরে আলোর ব্যবস্থা করেন।[১৫১৯]

١٥٢١/٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا».

৩/১৫২১। আমর বিন আবদুল্লাহ আল-আওদী ওয়াকী' ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আল-মাক্কী (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) আবুয-যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা অনন্যোপায় না হলে তোমাদের মৃতদের রাতের বেলা দাফন করো না।[১৫২০]

১৫১৮. মুসলিম ৮৩১, তিরমিযী ১০৩০, নাসায়ী ৫৬০, ৫৬৫, ২০১৩, আবূ দাউদ ৩১৯২, আহমাদ ১৬৯২৬, দারেমী ১৪৩২। ইরওয়াহ ৪৮০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৫১৯. তিরমিযী ১০৫৭। আহকাম ১৪১। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইয়াহইয়া ইবনুল ইয়ামান সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সাওরীর হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভুল করেছেন। ইবুন হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন। ২. মিনহাল বিন খালীফাহ সম্পর্কে বাযযার স্বিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন।

১৫২০. মুসলিম ৯৪৩, নাসায়ী ১৮৯৫, ২০১৪, আবূ দাউদ ৩১৪৮, আহমাদ ১৩৭৩২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আল-মাক্কী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন

١٥٢٢/٤ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ».

৪/১৫২২। আব্বাস বিন উসমান আদ-দিমাশকী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ওয়ালীদ বিন মুসলিম ইবনু লাহীআহ (তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবুয-যুবায়র জাবির বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, রাতেতর বেলা এবং দিনের বেলা তোমরা তোমাদের মৃতদের জানাযার সলাত পড়তে পারে।[১৫২১]

٣١/٦. بَاب فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ

৬/৩১. অধ্যায় : আহলে কিবলার জানাযার সলাত পড়া।

١٥٢٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آذِنُونِي بِهِ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا ذَاكَ لَكَ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾».

১/১৫২৩। আবূ বিশর বাকর বিন খালাফ ইয়াহইয়া বিন সাঈদ উবায়দুল্লাহ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, (মুনাফিকদের দলপতি) আবদুল্লাহ বিন উবাই মারা গেলে তার পুত্র নাবী (সাঃ)-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার জামাটি আমাকে দান করুন, আমি তার দ্বারা তাকে দাফন পরাবো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমাকে তার দাফনের সময় খবর দিও। নাবী (সাঃ) তার জানাযার সলাত পড়ার ইচ্ছা কররে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁকে বলেন, তার ব্যাপারে আপনার কি হলো! নাবী (সাঃ) তার জানাযার সলাত পড়েন। নাবী (সাঃ) তাকে বলেনঃ আমাকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে ঃ "আপনি তখন মহান আল্লাহ নাযিল করেন, "তাদের কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার সলাত পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবেন না" (সূরা তওবা ঃ ৮৪)।[১৫২২]

١٥٢٤/٢ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَاتَ رَأْسُ الْمُنَافِقِينَ بِالْمَدِينَةِ وَأَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنْ يُكَفِّنَهُ فِي قَمِيصِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَفَّنَهُ فِي قَمِيصِهِ وَقَامَ عَلَى قَبْرِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ «﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾».

বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইমাম বুখারী তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণণায় মুনকার ও দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি দুর্বল। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৫২১. দঈফাহ ৩৯৭৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. আব্বাস বিন উসমান দিমাশকী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী সিকাহ বললেও ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেন। ২. ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার কিতাব সমুহ পুড়ে যাওয়ায় হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন, কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা দুর্বল।

১৫২২. সহীহুল বুখারী ১২৬৯, ৪৬৭০, ৪৬৭২, ৫৭৯৬, মুসলিম ২৪০০, ২৭৭৪, তিরমিযী ৩০৯৮, নাসায়ী ১৯০০, আহমাদ ৪৬৬৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/১৫২৪। ◊[আম্মার বিন খালিদ আল-ওয়াসিতী ও সাহল বিন আবূ সাহল]X[ইয়াহইয়া বিন সাঈদ]X[মুজালিদ (বিন সাঈদ) (ليس بالقوي তিনি হাদীস্র বর্ণনায় শক্তিশালী নন)]X[আমির (বিন শুরাহীল)]X[জাবির (রাঃ)]◊ বলেন, মুনাফিক নেতা (উবাই) মাদীনাহ্য় মারা গেলো। সে ওসিয়াত করলো যে, নাবী (ﷺ) যেন তার জানাযার স্বলাত আদায় করেন এবং তাঁর জামা দিয়ে যেন তাকে কাফন দেয়া হয়। তিনি তার জানাযার স্বলাত পড়েন, তাঁর জামা দিয়ে তাকে কাফন দেন এবং তার কবরের পাশে (দুআ করতে) দাঁড়ান। তখন আল্লাহ্ তাআলা নাযিল করেন (অনুবাদ) ঃ "তাদের কারো মৃত্যু হলে তুমি কখনো তার জন্য জানাযার স্বলাত পড়বে না এবং তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না" (সূরা তওবা ঃ ৮৪)।[১৫২৩]

١٥٢٥/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ».

৩/১৫২৫। ◊[আহমাদ বিন ইউসুফ আস-সুলামী]X[মুসলিম বিন ইবরাহীম]X[হারিস্র বিন নাবহান (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য)]X[উতবাহ বিন ইয়াকযান (দঈফ বা দুর্বল)]X[আবূ সাঈদ (মাজহুল বা অপরিচিত)]X[মাকহুল]X[ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা' (রাঃ)]◊ বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ তোমরা প্রত্যেক মৃত্যের জন্য জানাযার স্বলাত আদায় করো এবং প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বে জিহাদ করো।[১৫২৪]

١٥٢٦/٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ جُرِحَ فَآذَتْهُ الْجِرَاحَةُ فَدَبَّ إِلَى مَشَاقِصَ فَذَبَحَ بِهَا نَفْسَهُ «فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ» قَالَ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَدَبًا.

৪/১৫২৬। ◊[আবদুল্লাহ বিন আমির বিন যুরারাহ]X[শারীক বিন আবদুল্লাহ]X[সিমাক বিন হারব]X[জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ)]◊ নাবী (ﷺ)-এর এক স্বাহাবী আহত হন। এর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি তার তীরের ফলা দ্বারা আত্মহত্যা করেন। নাবী (ﷺ) তার জানাযার স্বলাত পড়েননি। রাবী বলেন, তা ছিল তাঁর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় (শাস্তিস্বরূপ)।[১৫২৫]

٣٢/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

৬/৩২. অধ্যায় : দাপনের পর জানাযার স্বলাত পড়া।

১৫২৩. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীস্রে মুজালিদ বিন সাঈদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি দঈফ বা দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

১৫২৪. ইরওয়াহহ/৩০৯। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী হারিস্র বিন নাবহান সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্র লিখা হয়না। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম বুখারী বলেন, মুনকারুল হাদীস্র। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। উতবাহ বিন ইয়াকযান সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবূ সাঈদ সম্পর্কে হাদীস্র বিশারদগণ বলেন, তিনি অপরিচিত।

১৫২৫. মুসলিম ৯৭৮, তিরমিযী ১০৬৮, নাসায়ী ১৯৬৪, আহমাদ ২০২৯২, ২০৩৩৭, ২০৩৭০, ২০৩৯৮, ২০৪০৪, ২০৪৭০, ২০৫২৫। ইরওয়াহ ৩/১৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٥٢٧/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَ عَنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي «فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا».

১/১৫২৭। আহমাদ বিন আবদাহ হাম্মাদ বিন যায়দ সাবিত আবূ রাফি' আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এক কৃষ্ণকায় নারী মাসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিতো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দেখতে না পেয়ে কয়েক দিন পর তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাঁকে জানানো হলো যে, সে মারা গেছে। তিনি বলেনঃ তোমরা কেন আমাকে অবহিত করোনি? অতঃপর তিনি তার কবরের পাশে আসেন এবং তার জানাযার সলাত আদায় করেন।[১৫২৬]

١٥٢٨/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقِيعَ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ قَالُوا فُلَانَةُ قَالَ فَعَرَفَهَا وَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا قَالُوا كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ قَالَ «فَلَا تَفْعَلُوا لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا».

২/১৫২৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ হুশায়ম উসমান বিন হাকীম খারিজাহ বিন যায়দ বিন সাবিত ইয়াযীদ বিন সাবিত (রাঃ) তিনি যায়দ (রাঃ)-এর বড় ভাই। তিনি বলেন, আমরা নাবী (সাঃ)-এর সাথে বের হলাম। তিনি বাকী গোরস্থানে পৌঁছে একটি নতুন কবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তারা বলেন, অমুক মহিলার কবর। রাবী বলেন, তিনি তাকে চিনতে পেরে বলেন, তোমরা কেন আমাকে তার সম্পর্কে জানালে না? তারা বললেন, আপনি রোযা অবস্থায় দুপুরের বিশ্রাম করছিলেন। তাই আমরা আপনাকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করিনি। তিনি বলেন, তোমরা এরূপ করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে এবং আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকলে তোমরা অবশ্যই আমাকে তার সম্পর্কে জানাবে। কেননা তার জন্য আমার সলাত তার রহমত লাভের উপায় হবে। অতঃপর তিনি কবরের নিকট আসলেন এবং আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম। তিনি চার তাকবীরে তার জানাযার সলাত পড়েন।[১৫২৭]

١٥٢٩/٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ مَاتَتْ وَلَمْ يُؤْذَنْ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا آذَنْتُمُونِي بِهَا ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ «صُفُّوا عَلَيْهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا».

৩/১৫২৯। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় হাদীস) মুহাম্মাদ বিন যায়দ ইবনু মুহাজির বিন কুনফুয আবদুল্লাহ বিন আমির বিন

১৫২৬. সহীহুল বুখারী ৪৫৮, ৪৬০, ১৩৩৭, মুসলিম ৯৫৬, আবূ দাউদ ৩২০৩, আহমাদ ৮৪২০। ইরওয়াহ ৩/১৮৪।
১৫২৭. নাসায়ী ২০২২। ইরওয়াহ ৩/১৮৪-১৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

রাবীআহ আমির বিন রাবীআহ থেকে এক কৃষ্ণকায় মহিলা মারা গেলো। নাবী -কে অবহিত করা হয়নি। পরে তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হলে তিনি বলেন, তোমরা কেন আমাকে তার সম্পর্কে অবহিত করলে না? অতঃপর তিনি তাঁর সহাবীগণকে বলেন, তোমরা তার (স্বলাতের জন্য) কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াও। তারপর তিনি তার জানাযার স্বলাত পড়েন।[১৫২৮]

١٥٣٠/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُهُ فَدَفَنُوهُ بِاللَّيْلِ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَعْلَمُوهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي قَالُوا كَانَ اللَّيْلُ وَكَانَتْ الظُّلْمَةُ فَكَرِهْنَا أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ «فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ».

৪/১৫৩০। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ মুআবিয়াহ আবূ ইসহাক আশ-শায়বানী শা'বী ইবনু আব্বাস থেকে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন। সে মারা গেলে লোকেরা তাকে রাতে দাফন করে। সকাল বেলা তারা রসূলুল্লাহ -কে বিষয়টি অবহিত করে। তিনি বলেনঃ আমাকে তা জানাতে কিসে তোমাদের বাধা দিলো? তারা বললো, গভীর অন্ধকার রাত ছিল বিধায় আমরা আপনাকে কষ্ট দেয়া সমীচীন মনে করিনি। তিনি তার কবরের নিকট এসে তার জানাযার স্বলাত পড়েন।[১৫২৯]

١٥٣١/٥ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا قُبِرَ».

৫/১৫৩১। আব্বাস বিন আযীম আম্বারী ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আহমাদ বিন হাম্বাল গুনাদার শু'বাহ হাবীব ইবনুশ-শাহীদ স্বাবিত আনাস থেকে এক ব্যক্তিকে দাফন করার পর নাবী তার জানাযার স্বলাত পড়েন।[১৫৩০]

١٥٣٢/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ».

৬/১৫৩২। মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ (দঈফ বা দুর্বল) মিহরান বিন আবূ উমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন, তার স্মৃতি শক্তি দুর্বল) আবূ সিনান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আলকামাহ বিন মারস্রাদ ইবনু বুরায়দাহ তার পিতা (বুরায়দাহ) থেকে নাবী এক ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার জানাযার স্বলাত পড়েন।[১৫৩১]

১৫২৮. ইরওয়াহ ৩/১৮৫ । তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

১৫২৯. সহীহুল বুখারী ৮৫৭, ১২৪৭, ১৩১৯, ১৩২১, ১৩২২, ১৩২৬, ১৩৩৬, ১৩৪০, মুসলিম ৯৫৪ তিরমিযী ১০৩৭, নাসায়ী ২০২৩, ২০২৪, আবূ দাঊদ ৩১৯৬, আহমাদ ৩১২৪। ইরওয়াহ ২/৭৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৫৩০. মুসলিম ৯৫৫, আহমাদ ১১৯০৯, ১২১০৮। ইরওয়াহ ৩/১৮৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৫৩১. ইরওয়াহ ৩/১৮৫। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন স্রিকাহ বললেও ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার হাদীস্রে অধিক মুনকার হাদীস্র রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও ইবনু খিরাশ তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ২. মিহরান বিন আবূ উমার সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সুফইয়ানের হাদীস্র অধিক ভুল করেছেন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

١٥٣٣/٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَـنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَتْ سَوْدَاءُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَتُوُفِّيَتْ لَيْلًا فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُخْبِرَ بِمَوْتِهَا فَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ «فَوَقَفَ عَلَى قَبْرِهَا فَكَبَّرَ عَلَيْهَا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ وَدَعَا لَهَا ثُمَّ انْصَرَفَ».

৭/১৫৩৩। আবূ কুরায়ব সাঈদ বিন শুরাহবীল ইবনু লাহীআহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার কিতাবসমূহ পুড়ে যাওয়ার পর হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) উবায়দুল্লাহ ইবনুল মুগীরাহ আবুল হায়সাম আবূ সাঈদ (রাঃ) তিনি বলেন, এক কৃষ্ণকায় মহিলা মাসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিতো। সে রাতের বেলা মারা গেলো (এবং রাতেই দাফন করা হলো) এবং ভোরবেলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তার মৃত্যুর সংবাদ দেয়া হলো। তিনি বলেন, তোমরা কেন আমাকে তার সম্পর্কে জানাওনি? অতঃপর তিনি তার সহাবীগণকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাকবীর দিয়ে স্বলাত পড়েন এবং তার জন্য দুআ করেন। লোকেরাও তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে (স্বলাতে অংশগ্রহণ করেন)। অতঃপর তিনি ফিরে আসেন।[১৫৩২]

٣٣/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ

৬/৩৩. অধ্যায় : নাজাশীর জানাযার স্বলাত সম্পর্কে।

١٥٣٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ «فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ».

১/১৫৩৪। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবদুল আ'লা' মা'মার যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেনঃ নাজাশী ইনতিকাল করেছেন। অতএব রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সহাবীগণকে নিয়ে জান্নাতুল বাকির উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। আমরা তাঁর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সামনে অগ্রসর হয়ে চার তাকবীরের সাথে জানাযার স্বলাত পড়েন।[১৫৩৩]

١٥٣٥/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ح و حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ جَمِيعًا عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَقَامَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ وَإِنِّي لَفِي الصَّفِّ الثَّانِي فَصَلَّى عَلَيْهِ صَفَّيْنِ».

২/১৫৩৫। ইয়াহইয়া বিন খালফ ও মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) বিশর ইবনুল মুফাদদাল য়ূনুস (বিন উবায়দ বিন দীনার) আবূ কিলাবাহ (আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আমর বিন নাবিল) আবুল মুহাল্লিব ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাঃ) আমর বিন রাফি' হুশায়ম য়ূনুস (বিন উবায়দ বিন দীনার) আবূ কিলাবাহ (আবদুল্লাহ বিন যায়দ বিন আমর

১৫৩২. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ্।

১৫৩৩. সহীহুল বুখারী ১২৪৫, ১৩১৮, ১৩২৮, ১৩৩৩, ৩৮৮০, ৩৮৮১, মুসলিম ৯৫১, তিরমিযী ১০২২, নাসায়ী ১৮৭৯, ১৯৭১, ১৯৭২, ১৯৮০, ২০৪১, ২০৪২, আবূ দাঊদ ৩২০৪, আহমাদ ৭৭১৯, ৯৩৬৩, ৯৩৭১, ১০৪৭১, মুয়াত্তা মালেক ৫৩০। স্বহীহ, ইরওয়াহ ৭২৯, বুখারী, মুসলিম। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

বিন নাবিল) আবুল মুহাল্লিব ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাদের ভাই নাজাশী ইনতিকাল করেছেন। অতএব তোমরা তার জানাযার সলাত পড়ো। রাবী বলেন, নাবী (সাঃ) দাঁড়ালেন এবং আমরা তাঁর পিচনে দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়লাম। অবশ্যয় আমি ছিলাম দ্বিতীয় কাতারে। তিনি (মোক্তাদীদের) দু' কাতারে সারিবদ্ধ করে তার জানাযার সলাত পড়েন।[১৫৩৪]

١٥٣٦/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ».

৩/১৫৩৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ মুআবিয়াহ বিন হিশাম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সুফইয়ান হুমরান বিন আ'ইয়ান (দঈফ বা দুর্বল, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী) আবুত-তুফায়ল (আমির বিন ওয়াসিলাহ বিন আবদুল্লাহ) (রাঃ) মুজাম্মি' বিন জারিয়াহ আল-আনসারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাদের ভাই নাজ্জাশী ইনতিকাল করেছেন। তোমরা দাঁড়িয়ে তার জানাযার সলাত পড়ো। অতএব আমরা তাঁর পিছনে দু' কাতারে সারিবদ্ধ হলাম।[১৫৩৫]

١٥٣٧/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِهِمْ فَقَالَ «صَلُّوا عَلَى أَخٍ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ قَالُوا مَنْ هُوَ قَالَ النَّجَاشِيُّ».

৪/১৫৩৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্নান্না আবদুর রহমান বিন মাহদী মুস্নান্না বিন সাঈদ কাতাদাহ আবুত-তুফায়ল হুযাইফাহ বিন উসাইদ (রাঃ) নাবী (সাঃ) তাদেরকে সাথে নিয়ে বের হয়ে বলেন, অন্য দেশে মৃত্যুবরণকারী তোমাদের এক ভাইয়ের জানাযার সলাত পড়ো। তারা বলেন, তিনি কে? তিনি বলেন, নাজাশী।[১৫৩৬]

١٥٣٨/٥ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو السَّكَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا».

৫/১৫৩৮। সাহল বিন আবূ সাহল মাক্কী বিন ইবরাহীম আবূস সাকান মালিক নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) চার তাকবীরে নাজ্জাশীর জানাযার সলাত পড়েন।[১৫৩৭]

٦/٣٤. بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَمَنْ انْتَظَرَ دَفْنَهَا

৬/৩৪. অধ্যায় : জানাযায় অংশগ্রহণকারীর এবং তার দাফনের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তির সওয়াব।

১৫৩৪. মুসলিম ৯৫৩, তিরমিযী ১০৩৯, আহমাদ ১৯৩৮৯, ১৯৪৩৯, ১৯৪৬১, ১৯৫০৩। ইরওয়াহ ৩/১৭৬, মুসলিম। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৩৫. ইরওয়াহ ২/১৭৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হুমরান বিন আ'ইয়ান সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শীয়া মতাবলম্বী। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি রাফিজী মতাবলম্বী। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৫৩৬. আহমাদ ১৫৭১২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৩৭. ইরওয়াহ ৩/১৭৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٥٣٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالُوا وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ».

১/১৫৩৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়াবাহ আবদুল আ'লা' মা'মার যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জানাযার সলাত পড়লো তার জন্য এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি দাফনকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো, তার জন্য দু' কীরাত সওয়াব। লোকেরা বললো, দু' কীরাত? তিনি বলেন, দু'টি পাহাড়ের সমান।[১৫৩৮]

١٥٤٠/٢ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قَالَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِيرَاطِ فَقَالَ مِثْلُ أُحُدٍ».

২/১৫৪০। হুমায়দ বিন মাসআদাহ খালিদ ইবনুল হারিস সাঈদ কাতাদাহ সালিম বিন আবুল-জা'দ মা'দান বিন আবূ তালহাহ সাওবান (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সলাত পড়লো, তার জন্য এক কীরাত সওয়াব। আর যে ব্যক্তি তার দাফনেও অংশগ্রহণ করলো, তার জন্য দু' কীরাত সওয়াব। রাবী বলেন, নাবী (সাঃ)-কে এক কীরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ তা উহুদ পাহাড় সমতুল্য।[১৫৩৯]

١٥٤١/٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هَذَا».

৩/১৫৪১। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ আবদুর রহমান আল-মুহারিবী হাজ্জাজ বিন আরতাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল ও তাদলীস করেন) আদী বিন সাবিত যির বিন হুবায়শ উবাই বিন কা'ব (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সলাত পড়লো, তার জন্য এক কীরাত সওয়াব এবং সে যে ব্যক্তি দাফনের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকলো তার জন্য দু' কীরাত সওয়াব। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! একটি কীরাত এই উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বিশাল।[১৫৪০]

٣٥/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ

৬/৩৫. অধ্যায় : লাশ বয়ে নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়ানো।

১৫৩৮. সহীহুল বুখারী ৪৭ মুসলিম ৯৪৫, তিরমিযী ১০৪০, আবূ দাউদ ৩১৬৮, আহমাদ ৮০৬৬, ৯২৬৬, ৯৭২৯, ১০০১৮, ১০০৯০, ১০৪৯৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৩৯. মুসলিম ৯৪৬, আহমাদ ২১৮৭১, ২১৮৭৯, ২১৯২৯, ২১৯৩৫, ২১৯৪৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৪০. আহমাদ ২০৬৯৬। তা'লীকুর রগীব ৪/১৭২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী হাজ্জাজ বিন আরতাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন, তিনি আমর থেকে হাদীস তাদলীস করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় দুর্বলদের থেকে তাদলীস করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি তাকে ইচ্ছা করেই বর্জন করেছি। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

Contents

١٥٤٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ».

১/১৫৪২। মুহাম্মাদ বিন রুমহ লায়স্র বিন সা'দ নাফি' ইবনু উমার আমির বিন রবীআহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হিশাম বনি আম্মার সুফইয়ান যুহরী সালিম তার পিতা (আবদুল্লাহ বিন উমার) আমির বিন রাবীআহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা যখন লাশ বয়ে নিয়ে যেতে দেখো, তখন তার জন্য দাঁড়াও, যাবত না তা তোমাদেরকে পেছনে ফেলে যায় অথবা লাশ নামিয়ে রাখা হয়।[১৫৪১]

١٥٤٣/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ وَقَالَ «قُومُوا فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا».

২/১৫৪৩। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও হান্নাদ ইবনুস-সারিয়্যি আবদাহ বিন সুলায়মান মুহাম্মাদ বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে দিয়ে একটি লাশ নিয়ে যাওয়া হলে তিনি দাঁড়ান এবং বলেনঃ তোমরা দাঁড়িয়ে যাও। কেননা মৃত্যুর কারণে ভীত হওয়া উচিত।[১৫৪২]

١٥٤٤/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ «قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِجِنَازَةٍ فَقُمْنَا حَتَّى جَلَسَ فَجَلَسْنَا».

৩/১৫৪৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' শু'বাহ মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির মাসঊদ ইবনুল হাকাম আলী বিন আবূ তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি লাশ বয়ে নিয়ে যেতে দেখে দাঁড়ালে আমরাও দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি বসলে আমরাও বসে পড়ি।[১৫৪৩]

١٥٤٥/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا اتَّبَعَ جِنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ خَالِفُوهُمْ».

৪/১৫৪৫। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও উকবাহ বিন মুকরাম স্রফওয়ান বিন ঈসা বিশর বিন রাফি' (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান বিন জুনাদাহ বিন আবূ উমায়্যাহ (দঈফ বা দুর্বল) তার পিতা (সুলায়মান বিন জুনাদাহ বিন আবূ উমায়্যাহ) (মুনকার) দাদা (জুনাদাহ বিন আবূ উমায়্যাহ) উবাদা ইবনুস্র-স্রামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লাশের সাথে সাথে গেলে লাশ কবরে না রাখা পর্যন্ত বসতেন না। জনৈক ইহূদী পণ্ডিত তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে মুহাম্মাদ!

১৫৪১. সহীহুল বুখারী ১৩০৭, ১৩০৮, মুসলিম ৯৫৮, তিরমিযী ১০৪২, নাসায়ী ১৯১৫, ১৯১৬, আবূ দাউদ ৩১৭২, আহমাদ ১৫২৬০, ১৫২৭২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৫৪২. আহমাদ ৭৮০০। স্বহীহাহ ২০১৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৫৪৩. মুসলিম ৯৬২, তিরমিযী ১০৪৪, নাসায়ী ১৯২৩, ১৯৯৯, ২০০০, আবূ দাউদ ৩১৭৫, আহমাদ ৬২৪, ১০৯৭, ১১৭১, মুয়াত্তা মালেক ৫৪৯। ইরওয়াহ ৭৪১। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

আমরাও তাই করি। রসূলুল্লাহ (ﷺ) তৎক্ষণাৎ বসে পড়েন এবং বলেনঃ তোমরা তাদের বিপরীত করো।[১৫৪৪]

٣٦/٦. بَاب مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

৬/৩৬. অধ্যায় : কবরস্থানে গেলে যা বলতে হয়।

١٥٤٦/١ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُهُ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ».

১/১৫৪৬। ইসমাঈল বিন মূসা (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী) শারীক বিন আবদুল্লাহ আস্বিম বিন উবায়দুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন আমির বিন রাবীআহ আয়িশাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-কে হারিয়ে ফেললাম (বিছানায় পেলাম না)। তিনি জান্নাতুল বাকিতে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে বলেন, "হে কবরবাসি মু'মিনগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের জন্য অগ্রগামী এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ্! তাদের পুরস্কার থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং তাদের পরে আমাদের বিপদে ফেলো না।" তাদের পুরস্কার থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং তাদের পরে আমাদের বিপদে ফেলো না।[১৫৪৫]

١٥٤٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ كَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ».

২/১৫৪৭। মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ বিন আদাম (মাকবূল) আহমাদ সুফইয়ান আলকামাহ বিন মারস্রাদ সুলায়মান বিন বুরায়দাহ তার পিতা (বুরাইদাহ) (রাঃ) তিনি বলেন, যে তারা যখন কবরস্থানে যেতেন, তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের শিক্ষা দিতেনঃ "হে কবরবাসি মু'মিন ও মুসলিমগণ!

১৫৪৪. তিরমিযী ১০২০, আবূ দাউদ ৩১৭৬। মিশকাত ১৬৮১, ইরওয়াহ ৩/১৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. বিশর বিন রাফি' সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মুনকার ভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেন। ইমমা বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ২. আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান বিন জুনাদাহ বিন আবূ উমায়্যাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে সুতরাং তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে? তা অজ্ঞাত। ৩. সুলায়মান বিন জুনাদাহ বিন আবূ উমায়্যাহ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকার তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার।

১৫৪৫. মুসলিম ৯৭৪, নাসায়ী ২০৩৭, ২০৩৯, আহমাদ ২৩৯০৪, ২৩৯৫৪, ২৪২৮০, ২৪৯৪৩, ২৫৩২৭। তাহকীক আলবানী ঃ এ বাক্যে দঈফ, ইরওয়াহ ৩/২৩৭, রাকা প্রথম অংশ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ১. ইসমাঈল বিন মূসা সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। ২. আস্বিম বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, **তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়** এবং তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, **তার দ্বারা দলীল** সাব্যস্ত করা যাবে না।

তোমাদেরকে সালাম। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদেরও তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি"।[১৫৪৬]

٦/٣٧. بَاب مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَقَابِرِ

৬/৩৭. অধ্যায় : কবরস্থানে বসা।

١٥٤٨/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ «فَقَعَدَ حِيَالَ الْقِبْلَةِ».

১/১৫৪৮। **মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ** (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) হাম্মাদ বিন যায়দ **ইউনুস বিন খাব্বাব** (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী) মিনহাল বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) যাযান (আল-বায্‌যার) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ইরসাল করেন) বারা' বিন আযিব (রাঃ) তিনি বলেন, আমার রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে একটি জানাযায় বের হলাম। তিনি কিবলামুখী হয়ে বসে পড়েন।[১৫৪৭]

١٥٤٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جِنَازَةٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ «فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ».

২/১৫৪৯। আবূ কুরায়ব আবূ খালিদ আল-আহমার (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) আমর বিন কায়স মিনহাল বিন আমর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) যাযান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ইরসাল করেন) বারা' বিন আযিব (রাঃ) তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে একটি জানাযায় বের হলাম। আমরা কবরস্থানে পৌঁছলে তিনি বসে পড়েন (এবং আমরাও নীরবে অনড় হয়ে বসে পড়লাম), যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে।[১৫৪৮]

٦/٣٨. بَاب مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ

৬/৩৮. অধ্যায় : লাশ কবরে রাখা।

١٥٥٠/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ح و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ قَالَ «بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ وَقَالَ أَبُو خَالِدٍ مَرَّةً إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ».

১৫৪৬. মুসলিম ৯৭৫, নাসায়ী ২০৪০, আহমাদ ২২৪৭৬, ২২৫৩০। ইরওয়াহ ৩/২৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৪৭. (১৫৪৯) নাসায়ী ২০০১, আবূ দাউদ ৩২১২, ৪৭৫৩, আহমাদ ১৮০৬৩, ১৮১৫১। আহকাম ১৫৬-১৫৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৪৮. নাসায়ী ২০০১, আবূ দাউদ ৩২১২, ৪৭৫৩, আহমাদ ১৮০৬৩, ১৮১৫১। মিশকাত ১৭১৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১/১৫৫০। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) লায়স্র বিন আবূ সুলায়ম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সংমিশ্রণ করেন) নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) আবুদল্লাহ বিন সাঈদ আবূ খালিদ আল-আহমার হাজ্জাজ নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, লাশ কবরে রাখার সময় নাবী (সাঃ) বলতেন ঃ "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ"। আবূ খালিদ (রহঃ) বলেন, লাসকে তার কবরে রাখার সময় তিনি বলতেনঃ "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা সুন্নাতি রাসূলিল্লাহ"। হিশাম (রহঃ) তার হাদীস্রে বলেন, "বিস্‌মিল্লাহি ওয়া ফী সাবীলিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ"।[১৫৪৯]

١٥٥١/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ «سَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَعْدًا وَرَشَّ عَلَى قَبْرِهِ مَاءً».

২/১৫৫১। আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আর-রাকাশী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) আবদুল আযীয ইবনুল খাত্তাব মিনদাল বিন আলী (দঈফ বা দুর্বল) মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' (দঈফ বা দুর্বল) দাউদ ইবনুল হুস্রায়ন তার পিতা হুস্রায়ন (لين الحديث বা হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) আবূ রাফি' (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) (খাটিয়া থেকে) সা'দ (রাঃ)-এর লাশ পাযের দিক থেকে কবরে নামান এবং তার কবরে পানি ছিটিয়ে দেন।[১৫৫০]

١٥٥٢/٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَاسْتُقْبِلَ اسْتِقْبَالًا».

৩/১৫৫২। হারূন বিন ইসহাক মুহারিবী আমর বিন কায়স আতিয়্যাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক ভূল করেন) আবূ সাঈদ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর লাশ কিবলার দিক থেকে কবরে রাখার জন্য গ্রহণ করা হয, তাঁর মুখমণ্ডল কিবলামুখী রাখা হয় এবং তাঁর পাঁয়ের দিক থেকে রওযা মুবারকে নামানো হয়।[১৫৫১]

১৫৪৯. তিরমিযী ১০৪৬, আবূ দাউদ ৩২১৩, আহমাদ ৪৭৯৭, ৪৯৭০, ৫২১১, ৫৩৪৭, ৬০৭৬। মিশকাত ১৭০৭, ইরওয়াহ ৭৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ স্রহীহ।

১৫৫০. মিশকাত ১৭১৯। তাহকীক আলবানী ঃ অত্যন্ত দঈফ। উক্ত হাদীস্রের ১. রাবী আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আর-রকাশী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি স্রিকাহ। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু সানাদে অধিক ভূল করেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন। ২. মিনদাল বিন আলী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই, তবে অন্যত্র বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু নুমায়র বলেন, তিনি কিছু হাদীস্রের মাঝে সংমিশ্রণ করেছেন। আবূ যুরআহর আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ৩. মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও তার মাঝে একাধিক মুনকার হাদীস্র পাওয়া যায়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১৫৫১. তাহকীক আলবানী ঃ মুনকার। উক্ত হাদীস্রের রাবী আতিয়্যাহ বিন সা'দ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ বলেন, তিনি লায়্যিন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার উপর নির্ভর করা যায় না।

١٥٥٣/٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَضَرْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا وَضَعَهَا فِي اللَّحْدِ قَالَ «بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا أُخِذَ فِي تَسْوِيَةِ اللَّبِنِ عَلَى اللَّحْدِ قَالَ اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهَا وَصَعِّدْ رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا قُلْتُ يَا ابْنَ عُمَرَ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ أَمْ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ قَالَ إِنِّي إِذًا لَقَادِرٌ عَلَى الْقَوْلِ بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

৪/১৫৫৩। হিশাম বিন আম্মার হাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-কিলাবী (দঈফ বা দুর্বল) ইদরীস আল-আওদী (মাজহুল বা অপরিচিত) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব বলেন, আমি ইবনু উমার (রাঃ) এর সাথে এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি কবরে লাশ রাখার সময় বলেন, "বিসমিল্লাহি ওয়া ফী সাবীলিল্লাহ ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ"। কবরের উপর মাটি সমান করে দেওয়ার সময় তিনি বলেন, "হে আল্লাহ্! তাকে শয়তান ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ্! তার পার্শ্বদেশ থেকে মাটি সরিয়ে দিন এবং তার রূহ উঠিয়ে নিন এবং সন্তুষ্টির সাথে তাকে সাক্ষাত দান করুন"। আমি বললাম, হে ইবনু উমার! আপনি কি এ কথা রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনেছেন, না আপনার নিজের থেকে বলেছেন? তিনি বলেন, আমি সামর্থ্য রাখি, তবে আমি একথা রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনেছি।[১৫৫২]

٣٩/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ

৬/৩৯. অধ্যায় : লাহ্দ কবর উত্তম।

١٥٥٤/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا».

১/১৫৫৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র হাক্কাম বিন সালম আর-রাযী আলী বিন আবদুল আ'লা' (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) তার পিতা (আবদুল আ'লা') (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) সাঈদ বিন জুবায়র ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ আমাদের জন্য লাহ্দ এবং অন্যদের জন্য শাক্ক কবর।[১৫৫৩]

١٥٥٥/٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا».

২/১৫৫৫। ইসমাঈল বিন মূসা আস-সুদ্দী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও রাফিদী মতাবলম্বী) শারীক আবুল ইয়াকযান (দঈফ বা দুর্বল ও হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ

১৫৫২. তিরমিযী ১০৪৬, আবূ দাউদ ৩২১৩, আহমাদ ৪৭৯৭, ৪৯৭০, ৫২১১, ৫৩৪৭, ৬০৭৬। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ, প্রথম দিকের কিছু অংশ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. হাম্মাদ বিন আবদুর রহমান সম্পর্কে আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, দুর্বল। ২. ইদরীস আল-আওদী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত।

১৫৫৩. তিরমিযী ১০৪৫ ;নাসায়ী ২০০৯; আবূ দাউদ ৩২০৮। মিশকাত ১৭০১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

করেন)⟩ যাযান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ইরসাল করেন)⟩ জারীর বিন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমাদের জন্য লাহ্দ অন্যদের জন্য শাক্ক কবর।[১৫৫৪]

١٥٥٦/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ «أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نَصْبًا كَمَا فُعِلَ بِرَسُولِ اللهِ».

৩/১৫৫৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুস্রান্না⟩ আবূ আমির⟩ আবদুল্লাহ বিন জা'ফার আয-যুহরী⟩ ইসমাঈল বিন মুহাম্মাদ বিন সা'দ⟩ আমির বিন সা'দ⟩ সা'দ (রাঃ) বলেন, আমার জন্য তোমরা লাহ্দ কবর তৈরি করো এবং নিদর্শনস্বরূপ সেখানে ইট পুঁতে দিও, যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বেলায় করা হয়েছিল।[১৫৫৫]

٦/٤٠. بَاب مَا جَاءَ فِي الشَّقِّ

৬/৪০. অধ্যায় : শাক্ক কবর।

١٥٥٧/١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ فَقَالُوا نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ «فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ».

১/১৫৫৭। মাহমূদ বিন গায়লান⟩ হাশিম ইবনুল কাসিম⟩ মুবারাক বিন ফুদালাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন)⟩ হুমায়দ আত-তাবীল⟩ আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, নাবী (সাঃ) যখন ইনতিকাল করেন তখন মাদীনাহ্য় এক ব্যক্তি লাহ্দ কবর খনন করতো এবং অপর ব্যক্তি শাক্ক কবর খনন করতো। সহাবীগণ বলেন, আমরা আমাদের প্রভুর দরবারে ইসিস্তখারা করবো এবং তাদের উভয়ের কাছে সংবাদপ াঠাবো। তাদের মধ্যে যে আগে আসবে (তাকে রাখবো) এবং অন্যজনকে বাদ দিবো। অতএব তাদের দু'জনকেই ডেকে পাঠানো হলো এবং লাহ্দ কবর খননকারী আগে পেঁওছে গেলো। অতএব সহাবীগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য লাহ্দ কবর খনন করেন।[১৫৫৬]

١٥٥٨/٢ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ طُفَيْلٍ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي اللَّحْدِ وَالشَّقِّ حَتَّى تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَقَالَ عُمَرُ لَا تَصْخَبُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا فَأَرْسَلُوا إِلَى الشَّقَّاقِ وَاللَّاحِدِ جَمِيعًا فَجَاءَ اللَّاحِدُ «فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ دُفِنَ ﷺ».

২/১৫৫৮। উমার বিন শাব্বাহ বিন উবায়দাহ বিন যায়দ⟩ উবায়দ বিন তুফায়ল আল-মুকরী (মাজহুল বা অপরিচিত)⟩ আবদুর রহমান বিন আবূ মুলায়কাহ আল-কুরাশী (দঈফ বা দুর্বল)⟩ ইবনু আবূ মুলায়কাহ⟩ আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ইনতিকাল করেন, তকন সহাবীগণ

১৫৫৪. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৫৫৫. মুসলিম ৯৬৬; নাসায়ী ২০০৭, ২০০৮; আহমাদ ১৪৯২, ১৬০৪। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৫৫৬. আহমাদ ১২০০৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ।

তাঁকে লাহ্‌দ অথবা শাক্ক কবরে দাফন করার ব্যাপারে মতভেদ করেন, এমনকি তারা এ নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হন এবং তাদের কণ্ঠস্বর উচু হয়ে যায়। উমার (রাঃ) বলেন, তোমরা জীবিত ও মৃত কোন অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উচ্চ কণ্ঠে বিতণ্ডা করো না অথবা অনুরূপ কিছু বলেছেন। তোমরা শাক্ক ও লাহ্‌দ খননকারী সকলের নিকট খবর পাঠাও। অতএব লাহ্‌দ কবর খননকারী (আগে) আসলো এবং সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য লাহ্‌দ কবর খনন করলো, অতঃপর তাঁকে দাফন করা হলো।[১৫৫৭]

٦/٤١. بَاب مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْقَبْرِ

৬/৪১. অধ্যায় : কবর খনন করা।

١٥٥٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ الْأَدْرَعِ السُّلَمِيِّ قَالَ جِئْتُ لَيْلَةً أَحْرُسُ النَّبِيَّ ﷺ فَإِذَا رَجُلٌ قِرَاءَتُهُ عَالِيَةٌ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ فَفَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ فَحَمَلُوا نَعْشَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «ارْفُقُوا بِهِ رَفَقَ اللهُ بِهِ إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ وَحَفَرَ حُفْرَتَهُ فَقَالَ أَوْسِعُوا لَهُ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ حَزِنْتَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَجَلْ إِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ».

১/১৫৫৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ যায়দ ইবনুল হুবাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু সাওরীর হাদীস বর্ণনায় ভুল করেছেন) মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) সাঈদ বিন আবূ সাঈদ (মাজহুল বা অপরিচিত) আল-আদরা' আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি এক রাতে নাবী (সাঃ)-কে পাহারা দিতে আসলাম। এক ব্যক্তি উচ্চ কণ্ঠে কুরআন পড়ছিলো। নাবী (সাঃ) বেরিয়ে এলে আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এ ব্যক্তির মসসসসনস তো রিয়াকার। রাবী বলেন, লোকটি মাদীনাহ্‌য় মারা গেলে লোকজন তার দাফন-কাফনে শংকাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা তার লাশ বহন করে নিয়ে গেলো। নাবী (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তার প্রতি সদয় হও, আল্লাহ তার প্রতি সদয় হয়েছেন। কারণ সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসতো। রাবী বলেন, তার কবর খনন করলে নাবী (সাঃ) বলেনঃ তার কভর আরো প্রশস্ত করো। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সদয় হয়েছেন। তাঁর কোন সহাবী বলেন, ইয়া রাসসূলাল্লাহ্! আপনি নিশ্চয় তার ব্যাপারে চিন্তান্বিত। তিনি বলেন, হাঁ, নিশ্চয় সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসতো।[১৫৫৮]

১৫৫৭. মিশকাত দ্বিতীয় তাহকীক ১৭০০। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী উবায়দ বিন তুফায়ল আল-মুকরী সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ বলেন, তিনি অপরিচিত। ২. আবদুর রহমান বিন আবূ মুলায়কাহ আল-কুরাশী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইবনু খিরাশ তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার একাধিক দুর্বল হাদীস রয়েছে।

১৫৫৮. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ১. যায়দ ইবনুল হুবাব সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আলী ইবনুল মাদীনী ও উসমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে সিকাহ বলেছেন। ২. মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি সিকাহ তবে হুজ্জাহ নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস। ৩. সাঈদ বিন আবূ সাঈদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অপরিচিত।

١٥٦٠/٢ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الدَّهْمَاءِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا».

২/১৫৬০। আযহার বিন মারওয়ান আবদুল ওয়ারিস্ব বিন সাঈদ আয়্যূব হুমায়দ বিন হিলাল আবূদ-দাহমা' হিশাম বিন আমির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা প্রশস্ত করে কবর খনন করো এবং সদয় হও।[১৫৫৯]

٤٢/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَلَامَةِ فِي الْقَبْرِ

৬/৪২. অধ্যায় : কবরে নিদর্শন স্থাপন করা।

١٥٦١/١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نُبَيْطٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ».

১/১৫৬১। আব্বাস বিন জা'ফার মুহাম্মাদ বিন আয়্যূব আবূ হুরায়রাহ আল-ওয়াসিতী আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু লিখিত হাদীস্ব ব্যতীত হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) কাস্বীর বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন) যায়নাব বিনতু নুবায়ত আনাস বিন মালিক (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) উস্বমান বিন মাযঊন (রাঃ)-এর কবর একটি পাথর দিয়ে চিহ্নিত করে রাখেন।[১৫৬০]

٤٣/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

৬/৪৩. অধ্যায় : কবরের উপর কিছু নির্মাণ করা, তা পাকা করা এবং তাতে কিছু লিপিবদ্ধ করা নিষেধ।

١٥٦٢/١ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ».

১/১৫৬২। আযহার বিন মারওয়ান ও মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ব বর্ণনায় ভূল করেন) আবদুল ওয়ারিস্ব আয়্যূব আবুয-যুবায়র জাবির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন।[১৫৬১]

১৫৫৯. তিরমিযী ১৭১৩; নাসায়ী ২০১১; আবূ দাউদ ৩২১৫। মিশকাত ১৭০৩, ইরওয়াহ ৭৪৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৬০. উক্ত হাদীস্বটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী ১. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। মালিক বিন আনাস তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ২. কাস্বীর বিন যায়দ সম্পর্কে ইবনু আম্মার স্বিকাহ বললেও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার মাঝে দুর্বলতা আছে। আহামদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি তার মাঝে খারাপ কিছু দেখিনি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার মাজে খারপ কিছু নেই।

১৫৬১. মুসলিম ৯৭০; তিরমিযী ১০৫২, নাসায়ী ২০২৭, ২০২৮, ২০২৯; আবূ দাউদ ৩২২৫, আহমাদ ১৩৭৩৫, ১৪১৫৫, ১৪২৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٥٦٣/٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ شَيْءٌ

২/১৫৬৩। আবদুল্লাহ বিনসাঈদ হাফস্ব বিন গিয়াস্ব ইবনু জুরায়জ সুলায়মান বিন মূসা .... জাবির (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কবরের উপর কিছু রিখতে নিষেধ করেছেন।[১৫৬২]

١٥٦٤/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ».

৩/১৫৬৪। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আর-রাকাশী উহায়ব আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জাবির কাসিম বিন মুখায়মিরাহ আবূ সাঈদ (রাঃ) নাবী (সাঃ) কবরের উপর কিছু নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।[১৫৬৩]

٤٤/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي حَثْوِ التُّرَابِ فِي الْقَبْرِ

৬/৪৪. অধ্যায় : কবরে মাটি বিছিয়ে দেয়া।

١٥٦٥/١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُلْثُومٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا».

১/১৫৬৫। আব্বাস বিন ওয়ালীদ আদ-দিমাশকী ইয়াহইয়া বিন স্বালিহ সালামাহ বিন কুলসুম আওযাঈ ইয়াহইয়া বিন আবূ কাস্বীর আবূ সালামাহ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তির জানাযার স্বলাত পড়লেন, অতঃপর মৃতের কবরের নিকট এসে তার মাথার দিকে তিনবার মাটি ছড়িয়ে দিলেন।[১৫৬৪]

٤٥/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا

৬/৪৫. অধ্যায় : কবর মাড়ানো এবং তার উপর বসা নিষেধ।

١٥٦٦/١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ تُحْرِقُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».

১/১৫৬৬। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ আবদুল আযীয বিন আবূ হাযিম সুহায়ল (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতি শক্তি দুর্বল হয়েছিলো) তার পিতা (আবূ স্বালিহ যাকওয়ান আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কবরের উপর তোমাদের কারো বসার চাইতে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসা তার জন্য উত্তম।[১৫৬৫]

১৫৬২. তিরমিযী ১০৫২; নাসায়ী ২০২৭; আবূ দাউদ ৩২২৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ্।

১৫৬৩. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৫৬৪. ইরওয়াহ ৭৫১, মিশকাত ১৭২০। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৫৬৫. মুসলিম ৯৭১; না২০৪৪; আবূ দাউদ ৩২২৮,আহমাদ ৮০৪৬, ৮৮১১, ৯৪৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٥٦٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ».

২/১৫৬৭। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন সামুরাহ আল-মুহারিবী লায়স্ বিন সা'দ ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব আবুল খায়র মারসাদ বিন আবদুল্লাহ আল-ইয়াযানী উকবা বিন আমির (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের কবরের উপর দিয়ে আমার হেঁটে যাওয়া অপেক্ষা জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর দিয়ে অথবা তরবারির উপর দিয়ে আমার হেঁটে যাওয়া অথবা আমার জুতাজোড়া আমার পায়ের সাথে সেলাই করা আমার নিকট অধিক প্রিয়। কবরস্থানে পায়খানা করা এবং বাজারের মাঝখানে পায়খানা করার মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখি না।[১৫৬৬]

٦/٤٦. بَاب مَا جَاءَ فِي خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الْمَقَابِرِ

৬/৪৬. অধ্যায় : জুতা খুলে কবরস্থান অতিক্রম করা।

١٥٦٨/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَةِ مَا تَنْقِمُ عَلَى اللهِ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَ اللهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئًا كُلُّ خَيْرٍ قَدْ آتَانِيهِ اللهُ «فَمَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ثُمَّ مَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ فَالْتَفَتَ فَرَأَى رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ فَقَالَ يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا».

١٥٦٨/١ (١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ يَقُولُ حَدِيثٌ جَيِّدٌ وَرَجُلٌ ثِقَةٌ.

১/১৫৬৮। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' আসওয়াদ বিন শায়বান খালিদ বিন সুমায়র (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ বর্ণনায় সন্দেহ কম করেন) বাশীর বিন নাহীক বাশীর ইবনুল খাসাসিয়াহ (রাঃ) তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে পায়চারি করছিলাম। তিনি বলেন, হে ইবনুল খাসাসিয়া! তুমি আল্লাহ্র নিকট এর চাইতে বড় নিয়ামত আর কী আশা করো যে, তুমি তাঁর রসূল (সাঃ)-এর সাথে সকালবেলা পায়চারি করছো। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি আল্লাহ্র নিকট এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করি না। কেননা আল্লাহ্ আমাকে সব ধরনের কল্যাণ দান করেছেন। অতঃপর তিনি মুসলমানদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, এসব লোক বিপুল কল্যাণ লাভ করেছে। অতঃপর তিন মুশরিকদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, এসব লোক ইতোপূর্বে প্রচুর কল্যাণ লাভ করেছে। রাবী বলেন, তিনি এক ব্যক্তিকে জুতা পরিহিত অবস্থায় কবরস্থান অতিক্রম করতে দেখে বলেন, হে জুতা পরিধানকারী! তোমার জুতা জোড়া খুলে ফেলো।

১৫৬৬. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ, ইরওয়াহ ৬৩।

Contents

১/১৫৬৮ (১)। ◊[মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার][আবদুর রহমান বিন মাহদী][বালেন, আবদুল্লাহ বিন উসমান]◊ এমন বলতেন। হাদীসটি যাইয়েদ, এর রাবীসমূহ মজবুত।[১৫৬৭]

٤٧/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

৬/৪৭. অধ্যায় : কবর যিয়ারত করা।

١٥٦٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ».

১/১৫৬৯। ◊[আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ][মুহাম্মাদ বিন উবায়দ][ইয়াযীদ বিন কায়সান (তিনি সত্যবাদী **কিন্তু হাদীস** বর্ণনায় ভুল করেন)][আবূ হাযিম][আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)]◊ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) **বলেছেন** ঃ তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৫৬৮]

١٥٧٠/٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ».

২/১৫৭০। ◊[ইবরাহীম বিন সাঈদ আল-জাওহারী][রাওহ][বিসতাম বিন মুসলিম][আবুত তায়্যাহ][ইবনু আবূ মুলায়কাহ][আয়িশাহ (রাঃ)]◊ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কবর যিয়ারতের অনুমতি দিয়েছেন।[১৫৬৯]

١٥٧١/٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ».

৩/১৫৭১। ◊[য়ূনুস বিন আবদুল আ'লা'][ইবনু ওয়াহব][ইবনু জুরায়জ][আয়্যুব বিন হানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু (فيه لين বা তার মাঝে হাদীস বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে)][মাসরূক ইবনুল আজদা'][ইবনু মাসউদ (রাঃ)]◊ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা দুনিয়া বিমুখ বানায় এবং আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৫৭০]

٤٨/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ

৬/৪৮. অধ্যায় : মুশরিকদের কবর যিয়ারত।

١٥٧٢/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ».

১৫৬৭. নাসায়ী ২০৪৮; আবূ দাউদ ৩২৩০; আহমাদ ২০২৬০। আহকাম ১৩৬-১৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৫৬৮. (১৫৭২) মুসলিম ৯৭৬ ;নাসায়ী ২০৩৪; আবূ দাউদ ৩২৩৪; আহমাদ ৯৩৯৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৬৯. আহকাম ১৮১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৭০. আহমাদ ৪৩০৭। মিশকাত ১৭৬৯, আহকামুল জানায়ীয। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আয়্যুব বিন হানী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী বলেন, আমি তাকে চিনি না।

১/১৫৭২। ∞আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ✕ মুহাম্মাদ বিন উবায়দ ✕ ইয়াযীদ বিন কায়সান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) ✕ আবূ হাযিম ✕ আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) ∞ তিনি বলেন, নাবী (সাঃ) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেন। তিনি কান্নাকাটি করেন এবং তাঁর সাথের লোকেদেরও কাঁদান। অতঃপর তিনি বলেন, আমি আমার রবের নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। আমি আমার রবের নিকট তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত করো। কেননা তা তোমাদের মৃত্যু স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৫৭১]

١٥٧٣/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَكَانَ وَكَانَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي النَّارِ قَالَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيْنَ أَبُوكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ» قَالَ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدُ وَقَالَ لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ تَعَبًا مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلَّا بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ.

২/১৫৭৩। ∞মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ইবনুল বাখতারী আল-ওয়াসিতী ✕ ইয়াযীদ বিন হারূন ✕ ইবরাহীম বিন সা'দ ✕ যুহরী ✕ সালিম ✕ তার পিতা (ইবনু উমার) (রাঃ) ∞ বলেন, এক বেদুইন নাবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো হে আল্লাহ্র রসূল! আমার পিতা আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখতেন এবং তিনি এই এই কাজ করতেন। তিনি কোথায় আছেন? তিনি বলেন, জাহান্নামে। রাবী বলেন, এতে সে ব্যথিত হলো। সে বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনার পিতা কোথায় আছে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তুমি যখন কোন মুশরিকের কবর অতিক্রম করো, তখন তাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ দিও। রাবী বলেন, সেই বেদুইন পরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং বলে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিশ্চয় আমাকে একটি কাজের দায়িত্ব দিয়েছেনঃ আমি কোন কাফেরের কবর অতিক্রম করলেই তাকে দোযখের দুঃসংবাদ দিয়েছি।[১৫৭২]

٤٩/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

৬/৪৯. অধ্যায় : মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারতের ব্যাপারে বিধিনিষেধ রয়েছে।

١٥٧٤/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بِشْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ وَقَبِيصَةُ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ».

১/১৫৭৪। ∞আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও আবূ বিশর ✕ কাবীস্বাহ (বিন উকবাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সুফইয়ান) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনা করেন) ✕ সুফইয়ান ✕ আবদুল্লাহ বিন উস্রমান বিন খুসায়ম ✕ আবদুর রহমান বিন বাহমান (মাকবূল)

১৫৭১. মুসলিম ৯৭৬ ;নাসায়ী ২০৩৪; আবূ দাউদ ৩২৩৪; আহমাদ ৯৩৯৫। ইরওয়াহ ৭৭২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।
১৫৭২. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ, স্বহীহাহ ১৮।

আবদুর রহমান বিন হাস্‌সান বিন স্নাবিত তার পিতা (হাস্‌সান বিন স্নাবিত) আবূ কুরায়ব উবায়দ বিন সাঈদ সুফইয়ান আবদুল্লাহ বিন উস্নমান বিন খুসায়ম আবদুর রহমান বিন বাহমান (মাকবূল) আবদুর রহমান বিন হাস্‌সান বিন স্নাবিত তার পিতা (হাস্‌সান বিন স্নাবিত) মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী আল-ফিরয়াবী ও কাবীস্নাহ (বিন উকবাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সুফইয়ান) (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ন বর্ণনায় কখনো কখনো স্নিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্ন বর্ণনা করেন) সুফইয়ান আবদুল্লাহ বিন উস্নমান বিন খুসায়ম আবদুর রহমান বিন বাহমান (মাকবূল) আবদুর রহমান বিন হাস্‌সান বিন স্নাবিত তার পিতা (হাস্‌সান বিন স্নাবিত) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিণীদের অভিসম্পাত করেছেন।[১৫৭৩]

١٥٧٥/٢ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ».

২/১৫৭৫। আযহার বিন মারওয়ান আবদুল ওয়ারিস্ন মুহাম্মাদ বিন জুহাদাহ আবূ স্নালিহ ইবনু আব্বাস তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিণীদের অভিসম্পাত করেছেন।[১৫৭৪]

١٥٧٦/٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ أَبُو نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ».

৩/১৫৭৬। মুহাম্মাদ বিন খালাফ আল-আসকালানী আবূ নাস্নর মুহাম্মাদ বিন তালিব (মাজহূল বা অপরিচিত) আবূ আওয়ানাহ উমার বিন আবূ সালামাহ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্ন বর্ণনায় ভুল করেন) তার পিতা (আবূ সালামাহ) আবূ হুরায়রাহ বলেন, রসূলুল্লাহ ঘন ঘন কবর যিয়ারতকারিণীদের বদদোয়া করেছেন।[১৫৭৫]

٥٠/٦ بَاب مَا جَاءَ فِي اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

৬/৫০. অধ্যায় : জানাযায় মহিলাদের অংশগ্রহণ।

١٥٧٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ «نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا».

১/১৫৭৭। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ উসামাহ হিশাম হাফস্নাহ উম্মু আতিয়্যাহ তিনি বলেন, আমাদেরকে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়নি।[১৫৭৬]

১৫৭৩. আহমাদ ১৫২৩০। মিশকাত ১৭৮৭০, ইরওয়াহ ৩/২৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৫৭৪. তিরমিযী ৩২০;নাসায়ী ২০৪৩;আবূ দাউদ ৩২৩৬;আহমাদ ২০৩১,২৫৯৮,২৯৭৭, ৩১০৮। ইরওয়াহ ৭৬২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৫৭৫. তিরমিযী ১০৫৬;আহমাদ ৮৪৫৬। ইরওয়াহ ৭৬২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীস্নের রাবী মুহাম্মাদ বিন তালিব সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় অজ্ঞাত।

১৫৭৬. সহীহুল বুখারী ৩১৩,১২৭৮,৫৩৪১;মুসলিম ৯৩৮;আবূ দাউদ ৩১৬৭;আহমাদ ২৬৭৫৮। ইরওয়াহ ৭৬২। তাহকীক আলবানী ঃ স্নহীহ।

١٥٧٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ قَالَ مَا يُجْلِسُكُنَّ قُلْنَ نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ قَالَ هَلْ تَغْسِلْنَ قُلْنَ لَا قَالَ هَلْ تَحْمِلْنَ قُلْنَ لَا قَالَ هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي قُلْنَ لَا قَالَ «فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ».

২/১৫৭৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসাফ্‌ফা আল-হিমসী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আহমাদ বিন খালিদ ইসরাঈল ইসমাঈল বিন সালমান (দঈফ বা দুর্বল) দীনার (তিনি রাফিদী মতাবলম্বী) আবূ উমার ইবনুল খাফীয়্যাহ আলী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেরিয়ে এসে মহিলাদের বসা দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তোমরা কেন বসে আছো? তারা বললেন, আমরা লাশের অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন, তোমরা কি লাশের গোসল করাবে? তারা বললেন, না। তিনি বলেন, তোমরা কি লাশ বহন করবে? তারা বললেন, না। তিনি বলেন, যারা লাশ কবরে রাখবে তাদের সাথে তোমরাও কি লাশ কবরে রাখবে? তারা বললেন, না তিনি বলেন, তোমরা ফিরে যাও, তোমাদের জন্য গুনাহ ব্যতীত কোন সওয়াব নাই। দঈফ, দঈফাহ ২৭৪২।

٦/٥١. بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ النِّيَاحَةِ

৬/৫১. অধ্যায় : বিলাপ করে কান্নাকটি করা নিষেধ।

١٥٧٩/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ ﴿وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾ قَالَ «النَّوْحُ».

১/১৫৭৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ ও ইরসাল করেন) উম্মু সালামাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর বরাতে বলেন, "তারা উত্তম কাজে তোমাদের অমান্য করবে না" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২), এর অর্থ 'বিলাপ করবে না'।[১৫৭৭]

١٥٨٠/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَرِيزٍ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بِحِمْصَ فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ النَّوْحِ».

২/১৫৮০। হিশাম বিন আম্মার ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেন) আবদুল্লাহ বিন দীনার (দঈফ বা দুর্বল) আবূ হারীয (মাজহুল বা অপরিচিত) বলেন, মুআবিয়াহ (রাঃ) হিম্‌স নামক স্থানে ভাষণ দানকালে তার ভাষণে উল্লেখ করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন।[১৫৭৮]

১৫৭৭. তিরমিযী ৩৩০৭। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান, তা'লীক ইবনু মাজাহ। উক্ত হাদীসের রাবী শাহর বিন হাওশাব সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান এবং আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ তাকে বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, কোন সমস্যা নেই।

১৫৭৮. বুখারী উম্মে আতিয়্যাহ হতে। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ২. আবদুল্লাহ বিন দীনার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান সিকাহ বললেও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-

١٥٨١/٣ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ابْنِ مُعَانِقٍ أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ».

৩/১৫৮১। আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী ও মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আবদুর রায্যাক মা'মার ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর ইবনু মুআনিক অথবা আবূ মুআনিক আবূ মালিক আল-আশআরী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ বিলাপকারিণী তওবা না করে মারা গেলে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে আলকাত্‌রাযুক্ত কাপড় এবং লেলিহান শিখার বর্ম পরাবেন।[১৫৭৯]

١٥٨٢/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ النَّائِحَةَ إِنْ لَمْ تَتُبْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَإِنَّهَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهَا سَرَابِيلُ مِنْ قَطِرَانٍ ثُمَّ يُعْلَى عَلَيْهَا بِدِرْعٍ مِنْ لَهَبِ النَّارِ».

৪/১৫৮২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ উমার বিন রাশিদ আল-ইয়ামামী (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াহইয়া বিন আবূ কাসীর ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা জাহিলী প্রথা। অতএব যে বিলাপকারিণী মৃত্যুর পূর্বে তওবা করেনি, কিয়ামাতের দিন তাকে আলকাত্‌রাযুক্ত জামা পরিয়ে উঠানো হবে, অতঃপর তাকে লেলিহান শিখার বর্ম পরানো হবে।[১৫৮০]

١٥٨٣/٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ».

৫/১৫৮৩। আহমাদ বিন ইউসুফ উবায়দুল্লাহ ইসরাঈল আবূ ইয়াহইয়া (لين الحديث বা হাদীস বর্ণনায় দুর্বল) মুজাহিদ ইবনু উমার (রাঃ) তিনি বলেন, কোন লাশের সাথে বিলাপকারিণী থাকলে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।[১৫৮১]

٥٢/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ

৬/৫২. অধ্যায় : শোকে মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করা এবং জামা ছেঁড়া নিষেধ।

রাবী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ৩. আবূ হারীয সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অপরিচিত। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৫৭৯. মুসলিম ৯৩৪;আহমাদ ২২৩৯৬, ২২৩৯৭, ২২৪০৫। তা'লীকুর রগীব ৪/১৭৭, তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৮০. তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ্। উক্ত হাদীসের রাবী উমার বিন রাশিদ আল-ইয়ামামী সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আল-আজালী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

১৫৮১. আহমাদ ৫৬৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ ইয়াহইয়া সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। বাযযার বলেন, আমরা তার দোষত্রুটি সম্পর্কে অজ্ঞাত।

١٥٨٤/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ وَضَرَبَ الْخُدُودَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ».

১/১৫৮৪। আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' সুফইয়ান যুবায়দ ইবরাহীম মাসরূক আবদুল্লাহ (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও আবদুর রহমান সুফইয়ান যুবায়দ ইবরাহীম মাসরূক আবদুল্লাহ (রাঃ) আলী বিন মুহাম্মাদ ও আবূ বাকর বিন খাল্লাদ ওয়াকী' আ'মাশ আবদুল্লাহ বিন মুররাহ মাসরূক আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মৃত্যু শোকে) বুকের কাপড় ছিঁড়ে, মুখমণ্ডলে আঘাত করে এবং জাহিলী যুগের ন্যায় চীৎকার করে কান্নাকাটি করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[১৫৮২]

١٥٨٥/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ».

২/১৫৮৫। মুহাম্মাদ বিন জাবির আল-মুহারিবী ও মুহাম্মাদ বিন কারামাহ আবূ উসামাহ আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ বিন জাবির মাকহুল ও কাসিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু অধিক গরীব) আবূ উমামাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চেহারা ক্ষতবিক্ষতকারিণী, বক্ষদেশের জামা ছিন্নকারিণী, ধ্বংস ও মৃত্যু কামনাকারিণী ও শোকগাথার আয়োজনকারিণীকে অভিসম্পাত করেছেন।[১৫৮৩]

١٥٨٦/٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ قَالَا لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ فَأَفَاقَ فَقَالَ لَهَا أَوَ مَا عَلِمْتِ أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ».

৩/১৫৮৬। আহমাদ বিন উসমান বিন হাকীম আল-আওদী জা'ফার বিন আওন আবুল উমায়স আবূ সখরাহ আব্দুর রহমান বিন ইয়াযীদ ও আবূ বুরদা তারা বলেন, আবূ মূসা (আশআরী) (রাঃ) যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর, তখন তার স্ত্রী উম্মু আবদুল্লাহ্ গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে করতে আসে। তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে তাকে বলেন, তুমি কি জানো না, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যার প্রতি অসন্তুষ্ট, আমিও তার প্রতি অসন্তুষ্ট? তিনি তার নিকট বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মৃত্যুশোকে) মাথা মুণ্ডন করে, চীৎকার করে কান্নাকাটি করে এবং জামা ছিড়ে, আমি তার থেকে দায়মুক্ত।[১৫৮৪]

১৫৮২. সহীহুল বুখারী ১২৯৪;মুসলিম ১০৩;তিরমিযী ৯৯৯;নাসায়ী ১৮৬০,১৮৬২,১৮৬৪; আহমাদ ৩৬৫০, ৪১০০, ৪২০৩, ৪৩৪৮, ৪৪১৬। ইরওয়াহ ৭৭০। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৮৩. সহীহাহ ২১৪৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৮৪. মুসলিম ১০৪; নাসায়ী ১৮৬১, ১৮৬৩, ১৮৬৫, ১৮৬৬, ১৮৬৭;আবূ দাউদ ৩১৩০;আহমাদ ১৯০৪১, ১৯০৫৩, ১৯১১৯, ১৯১২৯, ১৯১৯১। ইরওয়াহ ৭৭১। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

٦/٥٣. بَاب مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

৬/৫৩. অধ্যায় : মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা।

١/١٥٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعْهَا يَا عُمَرُ «فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ».

١/١٥٨٧ (١) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

১/১৫৮৭। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ও আলী বিন মুহাম্মাদ ওয়াকী' হিশাম বিন উরওয়াহ ওয়াহব বিন কায়সান মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা' আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী (সাঃ) এক জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। উমার (রাঃ) এক মহিলাকে (কাঁদতে) দেখে ধমকালেন। নাবী (সাঃ) বলেনঃ হে উমার! তাকে ছেড়ে দাও। কেননা অশ্রু বর্ষণকারী, দেহ-মন বেদনাক্লিষ্ট এবং প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী।

১/১৫৮৭ (১) আবূ বকর বিন আবূ শায়বাহ আফ্ফান হাম্মাদ বিন সালামাহ হিশাম বিন 'উরওয়াহ ওয়াহাব বিন কায়সান মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা' সালামাহ বিন আযরাক (মাকবূল) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ)[১৫৮৫]

٢/١٥٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِبَعْضِ بَنَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْضِي فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ فَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقُمْتُ مَعَهُ وَمَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا الصَّبِيَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَرُوحُهُ تَقَلْقَلُ فِي صَدْرِهِ قَالَ حَسِبْتُهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنَّةٌ قَالَ فَبَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الرَّحْمَةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ فِي بَنِي آدَمَ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ.

২/১৫৮৮ মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিক বিন আবূশ-শাওয়ারিব আবদুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ আসিম আল-আহওয়াল আবূ উসমান উসামাহ বিন যায়দ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক কন্যার শিশু পুত্রের মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি নাবী (সাঃ)-কে তার নিকট আসার জন্য লোক মারফত বলে পাঠান। নাবী (সাঃ) তাঁর কন্যাকে বলে পাঠান যে, সবই আল্লাহ্‌র যা তিনি নেন তাও তাঁর এবং যা তিনি দান করেন তাও তাঁর। প্রতিটি বস্তুর জন্য তাঁর নিকট একটি নির্ধারিত কাল রয়েছে। অতএব তোমার ধৈর্যধারণ ও সওয়াবের আশা করা উচিত। নাবী (সাঃ)-এর কন্যা কসম খেয়ে পুনরায় তাঁর কাছে লোক পাঠান। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) উঠে রওয়ানা হন এবং আমিও তাঁর সাথে উঠে রওয়ানা হই। তাঁর সাথে আরো ছিলেন মুআয বিন জাবাল, উবাদা বিনস সামিত ও উবাই বিন কা'ব (রাঃ)। আমরা

১৫৮৫. দঈফাহ ৩৬০৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী সালামাহ বিন আযরাক সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত।

গিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করলে শিশুটিকে যখন তারা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে দিলো, তখন তার রূহ তার বুকের মাঝে ধড়ফড় করছিল। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেন, এ যেন পুরাতন মশক। রাবী বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কেঁদে ফেললেন। উবাদা বিনস সামিত (রাঃ) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! একী? তিনি বলেনঃ মায়া-মমতা, যা আল্লাহ আদম-সন্তানদের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাঁর দয়ালু বান্দাদের অবশ্যই দয়া করেন।[১৫৮৬]

١٥٨٩/٣ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِبْرَاهِيمُ بَكَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ الْمُعَزِّي إِمَّا أَبُو بَكْرٍ وَإِمَّا عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ عَظَّمَ اللهُ حَقَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ لَوْلَا أَنَّهُ وَعْدٌ صَادِقٌ وَمَوْعُودٌ جَامِعٌ وَأَنَّ الْآخِرَ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ لَوَجَدْنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ».

৩/১৫৮৯। সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ইয়াহইয়া বিন সুলায়ম (তিনি সত্যবাদী স্মৃতি শক্তি দুর্বল) ইবনু খুসায়ম শাহর বিন হাওশাব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ ও ইরসাল করেন) আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-র শিশু পুত্র ইবরাহীম ইনতিকাল করলে তিনি নীরবে কাঁদেন। তাঁকে সান্ত্বনা দানকারী আবূ বাক্‌র অথবা উমার (রাঃ) বলেন, আপনি আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব রক্ষার ব্যাপারে অধিক যোগ্য। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ চোখ অশ্রু বর্ষণ করছে, হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে এবং আমরা এমন কিছু বলছি না, যা আমাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করে। যদি তা (মৃত্যু) অবধারিত না হতো, কিয়ামাতের দিন একত্র হওয়ার ওয়াদা না থাকতো এবং পরবর্তীদের জন্য পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত না থাকতো, তাহলে হে ইবরাহীম! আমরা তোমার ব্যাপারে যে কষ্ট পেয়েছি, তার চেয়ে অধিক কষ্ট পেতাম। আমরা তোমার জন্য অবশ্যই দুঃখিত।[১৫৮৭]

١٥٩٠/٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهَا قُتِلَ أَخُوكِ فَقَالَتْ رَحِمَهُ اللهُ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قَالُوا قُتِلَ زَوْجُكِ قَالَتْ وَا حُزْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِلزَّوْجِ مِنَ الْمَرْأَةِ لَشُعْبَةً مَا هِيَ لِشَيْءٍ».

৪/১৫৯০। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ইসহাক বিন মুহাম্মাদ আল-ফারাবী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার স্মৃতি শক্তি কিছু দুর্বল) আবদুল্লাহ বিন উমার (দঈফ বা দুর্বল) ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহশ তার পিতা (মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহশ) হামনাহ বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) তাকে বলা হলো যে, তার ভাইকে শহীদ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়াপরবশ হোন। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" (আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং নিশ্চিত তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী)। তারা বললো, আপনার স্বামীকে শহীদ করা হয়েছে। তিনি বলেনঃ আফ্‌সোস! আমরা তার জন্য চিন্তিত। তখন রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ নিশ্চয় স্বামীর সাথে মহিলাদের এমন ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে, যা অন্য কিছুতে নেই।[১৫৮৮]

১৫৮৬. সহীহুল বুখারী ১২৮৪, ৫৬৫৫, ৬৬০২, ৭৩৭৭, ৭৪৪৮; মুসলিম ৯২৩; নাসায়ী ১৮৬৮, আবূ দাঊদ ৩১২৫; আহমাদ ২১২৬৯, ২১২৮২, ২১২৯২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৮৭. সহীহাহ ১৭৩২। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৫৮৮. দঈফাহ ৩২৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ইসহাক বিন মুহাম্মাদ আল-ফারাবী সম্পর্কে আস-সাজী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন। ২

١٥٩١/٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِنِسَاءِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ هَلْكَاهُنَّ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ فَجَاءَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ حَمْزَةَ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «وَيْحَهُنَّ مَا انْقَلَبْنَ بَعْدُ مُرُوهُنَّ فَلْيَنْقَلِبْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ».

৫/১৫৯১। হারূন বিন সাঈদ আল-মিস্‌রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব উসামাহ বিন যায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) নাফি' ইবনু উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার আবদুল আশহাল গোত্রের মহিলাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তারা উহুদ যুদ্ধে শহীদ তাদের আত্মীয়দের জন্য কান্নারত ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ কিন্তু হামযা! তার জন্য কান্নাকাটি করার কেউ নেই। ইতোমধ্যে কয়েকজন আনসার মহিলা এসে হামযা (রাঃ)-এর জন্য কান্নাকাটি করতে লাগলো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘুম থেকে জেগে উঠে বলেন, তাদের জন্য আফসোস! এতদিন পরে কিসে তাদের কান্নার প্রেরণা যোগালো? তাদের নিকট গিয়ে বলো, তারা যেন ফিরে যায়। আজকের দিনের পর থেকে তারা যেন কোন শহীদের জন্য কান্নকাটি না করে।[১৫৮৯]

١٥٩٢/٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجَرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمَرَاثِي».

৬/১৫৯২। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান ইবরাহীম আল-হাজারী (لين الحديث বা হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) (মৃতের জন্য) বিলাপ করতে বা শোকগাঁথা গাইতে নিষেধ করেছেন।[১৫৯০]

٦/٥٤. بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

৬/৫৪. অধ্যায় : মৃতের জন্য বিলাপ করলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়।

١٥٩٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».

১/১৫৯৩। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ শাযান শু'বাহ কাতাদাহ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ইবনু উমার উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ বিন জা'ফার শু'বাহ কাতাদাহ (বিন দাআমাহ) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ইবনু উমার উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) নাস্‌র বিন আলী আবদুস সামাদ ও ওয়াহব বিন

আবদুল্লাহ বিন উমার সম্পর্কে ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল।

১৫৮৯. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান স্বহীহ, তা'লীক ইবনু মাজাহ।

১৫৯০. দঈফাহ ৪৭২৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী ইবরাহীম আল-হাজারী সম্পর্কে আল-আয্‌দী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন, আবূ যুরআহ আর-রাযী ও মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার।

জারীর শু'বাহ কাতাদাহ সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব ইবনু উমার উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেনঃ মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়।[১৫৯১]

١٥٩٤/٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ إِذَا قَالُوا وَا عَضُدَاهُ وَا كَاسِيَاهُ وَا نَاصِرَاهُ وَا جَبَلَاهُ وَنَحْوَ هَذَا يُتَعْتَعُ وَيُقَالُ أَنْتَ كَذَلِكَ أَنْتَ كَذَلِكَ» قَالَ أَسِيدٌ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ قَالَ وَيْحَكَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ أَبَا مُوسَى حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَرَى أَنَّ أَبَا مُوسَى كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَوْ تَرَى أَنِّي كَذَبْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى.

২/১৫৯৪। ইয়া'কূব বিন হুমায়দ বিন কাসিব (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার লিখিত কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) উসায়দ বিন আবূ আসীদ মূসা বিন আবূ মূসা আল-আশআরী (মাকবূল) তার পিতা (আবূ মূসা আল-আশআরী) (রাঃ) নাবী (সাঃ) বলেন, জীবিতদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হয়, যখন তারা বলেঃ হে আমাদের বাহুদ্বয়, হে আমাদের ভরণপোষণের সংস্থানকারী, হে আমাদের সাহায্যকারী, হে আমাদের পাহাড়সম পরমাত্মীয় ইত্যাদি। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কি এরূপ ছিলে? তুমি কি এরূপ ছিলে? আসীদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ মহাপবিত্র। নিশ্চয় আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না" (সূরা ফাতির ঃ ১৮)। রাবী বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়। আমি তোমার নিকট আবূ মূসা (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করছি এবং তিনি তা রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তুমি কি মনে করো, আবূ মূসা (রাঃ) নাবী (সাঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করেছেন অথবা তুমি কি মনে করো, আমি আবূ মূসা (রাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করছি?[১৫৯২]

١٥٩٥/٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا كَانَتْ يَهُودِيَّةٌ مَاتَتْ فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ يَبْكُونَ عَلَيْهَا قَالَ «إِنَّ أَهْلَهَا يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَإِنَّهَا تُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا».

৩/১৫৯৫। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ আমর ইবনু আবূ মুলায়কাহ আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, এক ইয়াহূদী নারী মারা গেলো। নাবী (সাঃ) তার জন্য তাদের কান্নাকাটি শুনতে পেয়ে বলেন, তার পরিবার-পরিজন তার জন্য ক্রন্দন করছে, অথচ তাকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে।[১৫৯৩]

٥٥/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ

৬/৫৫. অধ্যায় : বিপদে ধৈর্য ধারণ করা।

১৫৯১. সহীহুল বুখারী ১২৮৮, ১২৯০, ১২৯২, মুসলিম ৯২৭, তিরমিযী ১০০২,নাসায়ী ১৮৫৩, ১৮৫৮,আহমাদ ১৮১, ২৪৯, ২৬৬, ২৯০, ৩১৭, ৩৩৬, ৩৫৬, ৩৬৮, ৩৮৮। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ ।

১৫৯২. তিরমিযী ১০০৩। মিশকাত ১৭৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৫৯৩. সহীহুল বুখারী ১২৮৮, ১২৮৯, ৩৯৭৯; মুসলিম ৯২৮, ৯৩২, তিরমিযী ১০০৪, ১০০৬;নাসায়ী ১৮৫৫, ১৮৫৬, ১৮৫৭, ১৮৫৮; আহমাদ ২৩৫৯৫, ২৩৭৮১, ২৪২৩৭, ২৪৫৫৬, ২৫৬৪৮, ২৭৬৬৩; মুয়াত্তা মালেক ৫৫৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٥٩٦/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى».

১/১৫৯৬। ◊(মুহাম্মাদ বিন রুমহ)X(লায়স বিন সা'দ)X(ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব)X(সা'দ বিন সিনান)X(আনাস ইবন মালিক)◊ বলেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ বিপদের প্রথম আঘাতে ধৈর্য ধারণই হচ্ছে প্রকৃত ধৈর্য।[১৫৯৪]

١٥٩٧/٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ.

২/১৫৯৭। ◊(হিশাম বিন আম্মার)X(ইসমাঈল বিন আয়্যাশ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার নিজ শহর ব্যতীত অন্যত্র থেকে হাদীস বর্ণনায় ভূল করেন))X(সাবিত বিন আজলান)X(কাসিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু অধিক গারীব))X(আবূ উমামাহ)◊ নাবী বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ হে বনী আদম! যদি তুমি সওয়াবের আশায় প্রথম আঘাতেই ধৈর্য ধারণ করো তাহলে আমি তোমাকে সওয়াবের বিনিময় হিসাবে জান্নাত দান না করে সন্তুষ্ট হবো না।[১৫৯৫]

١٥٩٨/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَفْزَعُ إِلَى مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي فَأْجُرْنِي فِيهَا وَعَوِّضْنِي مِنْهَا إِلَّا آجَرَهُ اللهُ عَلَيْهَا وَعَاضَهُ خَيْرًا مِنْهَا» قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ ذَكَرْتُ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي هَذِهِ فَأْجُرْنِي عَلَيْهَا فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ وَعِضْنِي خَيْرًا مِنْهَا قُلْتُ فِي نَفْسِي أُعَاضُ خَيْرًا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ ثُمَّ قُلْتُهَا فَعَاضَنِي اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ وَآجَرَنِي فِي مُصِيبَتِي.

৩/১৫৯৮। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ)X(ইয়াযীদ বিন হারূন)X(আবদুল মালিক বিন কুদামাহ আল-জুমাহী (দঈফ বা দুর্বল))X(তার পিতা (কুদামাহ আল-জুমাহী) (মাকবূল))X(উমার বিন আবূ সালামাহ)X(উমমু সালামাহ)X(আবূ সালামাহ)◊ তিনি রসূলুল্লাহ-কে বলতে শুনেছেন ঃ কোন মুসলমান যখন বিপদে পড়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” (আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং নিশ্চিত আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী) পাঠ করে এবং বলে, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট বিপদে সওয়াবের প্রত্যাশা করি, তুমি আমাকে এর পুরস্কার দান করো এবং আমাকে এর বিনিময় দান করো, তখন আল্লাহ্ তাকে পুরস্কৃত করেন এবং এর চেয়ে উত্তম বিনিময়

১৫৯৪. সহীহুল বুখারী ১২৮৩, ১৩০২, ৭১৫৪, মুসলিম ৯২৬,তিরমিযী ৯৮৭, ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবূ দাউদ ৩১২৪, আহমাদ ১২০৪৯। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৫৯৫. মিশকাত ১৭৫৮। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ইসমাঈল বিন আয়্যাশ সম্পর্কে ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, আহলে শাম থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনু আবূ শায়বাহ, আমর ইবনুল ফাল্লাস ও দুহায়ম বলেন, শাম শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় তিনি সিকাহ কিন্তু অন্য শহর থেকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ২. কাসিম সম্পর্কে আল-আজালী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তিনি সিকাহ নন।

দান করেন। রাবী (উম্মু সালামাহ্) বলেন, আবূ সালামাহ (রাঃ) ইনতিকাল করলে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে হাদীস্ব আমার কাছে বর্ণনা করেছিলেন তা স্মরণ করলাম। আমি বললাম, "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। হে আল্লাহ্! আমার বিপদের পুরস্কার আপনার কাছেই আশা করি। অতএব আমাকে তার বিনিময়ে পুরস্কৃত করুন। অতঃপর আমি যখন বলতে চাইলাম, আমাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দান করুন, তখন আমি মনে মনে বললাম, আবূ সালামাহ (রাঃ) অপেক্ষা আমাকে উত্তম কিছু দান করুন। তারপর আমি তা বললাম"। অতএব আল্লাহ্ আমাকে বিনিময়স্বরূপ মুহাম্মাদ (সাঃ) দান করেন এবং আমার বিপদে তিনি আমাকে পুরস্কৃত করেন।[১৫৯৬]

١٥٩٩/٤ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّكَيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَتَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ أَوْ كَشَفَ سِتْرًا فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا رَأَى مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ رَجَاءَ أَنْ يَخْلُفَهُ اللهُ فِيهِمْ بِالَّذِي رَآهُمْ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ «أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي عَنِ الْمُصِيبَةِ الَّتِي تُصِيبُهُ بِغَيْرِي فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي».

৪/১৫৯৯। ওয়ালীদ বিন আমর ইবনুস সুকায়ন আবূ হাম্মাম মূসা বিন উবায়দাহ (দঈফ বা দুর্বল) মুস্রআব বিন মুহাম্মাদ আবূ সালামাহ বিন আবদুর রহমান আয়িশাহ্ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর ও লোকেদের মাঝখানের দরজা খুলে অথবা পর্দা তুলে দেখেন যে, লোকজন আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর পিছনে স্বলাত পড়ছে। তিনি তাদেরকে উক্ত অবস্থায় দেখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন এবং আশা করেন যে, আল্লাহ্ যেন আবূ বাক্‌রকে তাদের প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন, যেভাবে তিনি তাদেরকে দেখতে পেয়েছেন। এরপর তিনি বলেনঃ হে লোকসকল! কোন লোকের উপর অথবা কোন মু'মিন ব্যক্তির উপর কোন বিপদ আসলে সে যেন অপরের উপর আপতিত বিপদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে, বরং আমার উপর আপতিত বিপদের কোন কথা স্মরণ করে প্রশান্তি লাভ করে। কেননা আমার পরে আমার কোন উম্মাতের উপর, আমার বিপদের তুলনায় কঠিন বিপদ আপতিত হবে না।[১৫৯৭]

١٦٠٠/٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَذَكَرَ مُصِيبَتَهُ فَأَحْدَثَ اسْتِرْجَاعًا وَإِنْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ».

৫/১৬০০। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ হিশাম বিন যিয়াদ (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) তার মাতা (ইসমু মুবহাম বা নাম অপরিচিত) ফাতিমাহ বিনতুল হুসায়ন তার পিতা (হুসায়ন বিন আলী (রাঃ)) বলেন, নাবী (সাঃ) বলেছেন ঃ কারো উপর বিপদ

১৫৯৬. তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী আবদুল মালিক বিন কুদামাহ আল-জুমাহী সম্পর্কে আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার তাকে স্বিকাহ বলেছেন।

১৫৯৭. স্বহীহাহ ১১০৬। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ। উক্ত হাদীস্বের রাবী মূসা বিন উবায়দাহ সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে হুজ্জাহ নয়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করা উচিত নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিন হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। উক্ত হাদীসটি শাহিদ এর ভিত্তিতে সহীহ।

আসার পর তা স্মরণ করে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন" পাঠ করলে, আল্লাহ তার বিপদের দিন থেকে শুরু করে বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে সওয়াব দান করতে থাকেন।[১৫৯৮]

٦/٥٦. بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا

৬/৫৬. অধ্যায় : বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়ার সওয়াব।

١٦٠١/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي قَيْسٌ أَبُو عُمَارَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

১/১৬০১। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) কায়স আবূ উমারাহ (فيه لين বা হাদীস বর্ণনায় তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে) আবদুল্লাহ বিন আবূ বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম তার পিতা (আবূ বাকর বিন মুহাম্মাদ বিন আমর বিন হাযম) তার দাদা (আমর বিন হাযম) (রাঃ) নাবী (ﷺ) বলেনঃ যে ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইকে তার বিপদে সান্ত্বনা দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরাবেন।[১৫৯৯]

١٦٠٢/٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ».

২/১৬০২। আমর বিন রাফি' আলী বিন আসিম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন ও শীয়া মতাবলম্বী) মুহাম্মাদ বিন সূকাহ ইবরাহীম আসওয়াদ আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা দেয় তার জন্য রয়েছে অনুরূপ সওয়াব।[১৬০০]

٦/٦٧. بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ

৬/৫৭. অধ্যায় : সন্তানের মৃত্যুতে পিতা-মাতার সওয়াব।

١٦٠٣/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَمُوتُ لِرَجُلٍ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ».

১৫৯৮. আহমাদ ১৭৩৬। দঈফাহ ৪৫৫১। তাহকীক আলবানী ঃ অত্যন্ত দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী হিশাম বিন যিয়াদ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ যুরআহ ও আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়রি সিকাহ।

১৫৯৯. ইরওয়াহ ৭৬৪, সহীহায় নতুন ছাপা ১৯৫। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী খালিদ বিন মাখলাদ সম্পর্কে আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু আদী বলেন, তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। ২. কায়স আবূ উমারাহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী তাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন।

১৬০০. তিরমিযী ১০৭৩। দঈফ, ইরওয়াহ ৭৬৫, মিশকাত ১৭৩৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আলী বিন আসিম সম্পর্কে ইয়াযীদ বিন হারূন বলেন, আমরা তাকে সর্বদা মিথ্যুক হিসেবে জানি। আহামদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল ও সংমিশ্রণ করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট নির্ভরযোগ্য নন।

১/১৬০৩। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ্ সুফ্ইয়ান বিন উইয়ায়নাহ্ যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) নাবী ﷺ বলেনঃ কোন ব্যক্তির তিনটি সন্তান মারা গেলে সে জাহান্নাম পার হয়ে যাবে, তবে শপথ পূর্ণ না করার জন্য (শাস্তি পাবে)।[১৬০১]

١٦٠٤/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ قَالَ لَقِيَنِي عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ السُّلَمِيُّ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا تَلَقَّوْهُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ دَخَلَ».

২/১৬০৪। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ইসহাক বিন সুলায়মান হারীয বিন উসমান শূরাহবীল বিন শুফআহ উতবাহ বিন আবদ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা গেলে, সে জান্নাতের আটটি দরজার যেটি দিয়ে ইচ্ছা তাতে প্রবেশ করতে পারবে।[১৬০২]

١٦٠٥/٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللهِ إِيَّاهُمْ».

৩/১৬০৫। ইউসুফ বিন হাম্মাদ আল-মা'নী আবদুল ওয়ারিস বিন সাঈদ আবদুল আযীয বিন সুহায়ব আনাস বিন মালিক (রাঃ) নাবী ﷺ বলেনঃ কোন মুসলিম পিতা-মাতার তিনটি নাবালেগ সন্তান মারা গেলে, আল্লাহ্ তার বিশেষ অনুগ্রহে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১৬০৩]

١٦٠٦/٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ قَالَ وَاثْنَيْنِ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ سَيِّدُ الْقُرَّاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا قَالَ وَوَاحِدًا».

৪/১৬০৬। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদমী ইসহাক বিন ইউসুফ আওওয়াম বিন হাওশাব আবূ মুহাম্মাদ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ উবায়দাহ .... আবদুল্লাহ্ (বিন মাসউদ) (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তিনটি নাবালেগ সন্তান আগাম পাঠায় (মারা যায়), তার জন্য তারা হবে জাহান্নামের মজবুত ঢালস্বরূপ। তখন আবূ যার (রাঃ) বলেন, আমি দু'টি সন্তান আগাম পাঠিয়েছি। নাবী ﷺ বলেনঃ দু'টি হলেও। সায়্যিদুল কুররা উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি একটি সন্তান আগাম পাঠিয়েছি। তিনি বলেন, একটি হলেও।[১৬০৪]

১৬০১. সহীহুল বুখারী ১০২, মুসলিম ২৬৩২, ২৬৩৪, তিরমিযী ১০৬০ নাসায়ী ১৮৭৫, ১৮৭৬, আহমাদ ৭২২৪, ৭৬৬৪, ৯৭৭০, ৯৮৫৩, ১০৫৪০, মুয়াত্তা মালেক ৫৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৬০২. তা'লীকুর রগীব ৩/৮৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৬০৩. সহীহুল বুখারী ১২৪৮, ১৩৮১; তিরমিযী ১০০৩; নাসায়ী ১৮৭২; ১৮৭৩; আহমাদ ১২১২৬। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৬০৪. তিরমিযী ১০৬১; আহমাদ ৪০৬৬। মিশকাত ১৭৫৫, তা'লীকুর রগীব ৩/৬৩। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী আবূ মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি আওওয়াম বিন হাওশাব থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٨/٦. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطٍ

৬/৫৮. অধ্যায় : কোন মহিলার গর্ভপাত হলে।

١٦٠٧/١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَسِقْطٌ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَارِسٍ أُخَلِّفُهُ خَلْفِي».

১/১৬০৭। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ খালিদ বিন মাখলাদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) ইয়াযীদ বিন আবদুল মালিক আন-নাওফালী (দঈফ বা দুর্বল) ইয়াযীদ বিন রূমান আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার নিকট গর্ভপাতজনিত সন্তান, যা আগে পাঠানো হয়, দুনিয়ায় রেখে যাওয়া অশ্বারোহী সন্তান অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।[১৬০৫]

١٦٠٨/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ أَبُو بَكْرٍ الْبَكَّائِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْدَلٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ النَّخَعِيِّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهَا عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ أَبَوَيْهِ النَّارَ فَيُقَالُ أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ أَدْخِلْ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ».

২/১৬০৮। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক আবু বাকর আল-বাক্কায়ী আবূ গাস্সান মানদাল (বিন আলী) (দঈফ বা দুর্বল) হাসান ইবনুল হাকাম আন-নাখঈ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) আসমা' বিনতু আবিস বিন রাবীআহ (لا يعرف حالها বা তার অবস্থা অর্থাৎ দোষ-গুণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি) তার পিতা (আবিস বিন রাবীআহ) আলী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ গর্ভপাত হওয়া সন্তানের রব তার পিতা-মাতাকে যখন জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তখন সে তার প্রভুর সাথে বিতর্ক করবে। তাকে বলা হবে, ওহে প্রভুর সাথে বিতর্ককারী গর্ভপাত হওয়া সন্তান! তোমার পিতা-মাতাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। অতএব সে তাদেরকে নিজের নাভিরজ্জু দ্বারা টানতে টানতে শেষে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[১৬০৬]

١٦٠٩/٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ».

১৬০৫. দঈফাহ ৪৩০৭। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী খালিদ বিন মাখলাদ সম্পর্কে আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী। ইবনু আদী বলেন, তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। ২. ইয়াযীদ বিন আবদুল মালিক আন-নাওফালী সম্পর্কে মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্নিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী তাকে খুবই দুর্বল বলেছেন।

১৬০৬. তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী মানদাল সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ,বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ২. হাসান ইবনুল হাকাম আন-নাখঈ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় প্রচুর ভুল ও সন্দেহ করেন। ৩. আসমা' বিনতু আবিস বিন রাবীআহ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞাত।

৩/১৬০৯। আলী বিন হাশিম বিন মারযূক আবীদাহ বিন হুমায়দ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ইয়াহইয়া বিন উবায়দুল্লাহ বিন মুসলিম আল-হাদরামী (لين الحديث বা হাদীস বর্ণনায় দুর্বল) মুআয বিন জাবাল নাবী বলেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! গর্ভপাত হওয়া সন্তানের মাতা তাতে সওয়াব আশা করলে ঐ সন্তান তার নাভিরজ্জু দ্বারা তাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।[১৬০৭]

٦/٥٩. بَاب مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ

৬/৫৯. অধ্যায় : মৃতের বাড়িতে খাদ্য পাঠানো।

١٦١٠/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ».

১/১৬১০। হিশাম বিন আম্মার ও মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ জা'ফার বিন খালিদ তার পিতা (খালিদ বিন সাররাহ) আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফর বলেন, জা'ফর -এর শহীদ হওয়ার সংবাদ এসে পৌছলে রসূলুল্লাহ বললেন ঃ তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরি করো। কেননা তাদের উপর এমন বিপদ অথবা বিষয় এসেছে যা তাদের ব্যস্ত রেখেছে।[১৬০৮]

١٦١١/٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أُمِّ عِيسَى الْجَزَّارِ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَوْنٍ ابْنَةُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ «إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شُغِلُوا بِشَأْنِ مَيِّتِهِمْ فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَمَا زَالَتْ سُنَّةً حَتَّى كَانَ حَدِيثًا فَتُرِكَ».

২/১৬১১। ইয়াহইয়া বিন খালাফ আবূ সালামাহ আবদুল আ'লা' মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মতাবলম্বী) আবুদল্লাহ বিন আবূ বাকর উম্মু ঈসা আল-জায্যার (لا يعرف حالها বা তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি) উম্মু আওন বিনতু মুহাম্মাদ বিন জা'ফার (মাকবূলাহ) তার দাদী আসমা বিনত উমাইস বলেন, জা'ফর শহীদ হওয়ার সংবাদ পৌঁছার পর রসূলুল্লাহ নিজের পরিবারের নিকট এসে বলেন, জা'ফরের পরিবার তাদের মৃতের কারণে ব্যস্ত রয়েছে। অতএব তোমরা তাদের জন্য খাদ্য তৈরি করো। আবদুল্লাহ্ বলেন, এটা সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হয়। তবে তা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হলে বর্জন করা হয়।[১৬০৯]

১৬০৭. আহমাদ ২১৫৮৫। মিশকাত ১৭৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ। উক্ত হাদীসের রাবী ইয়াহইয়া বিন উবায়দুল্লাহ বিন মুসলিম আল-হাদরামী সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আল-আজালী বলেন, তিনি সিকাহ নন তবে তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। এ হাদীসের ৯৯ শাহিদ হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে আবূ দাউদ ১টি, ইবনু মাজাহ ৪টি, আহমাদ ২টি, সহীহ ইবনু হিব্বান ২টি ও বাকীগুলো অন্যান্য কিতাবে রয়েছে।

১৬০৮. তিরমিযী ৯৯৮; আহমাদ ৩১৩২। মিশকাত ১৭৩৯। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৬০৯. আহমাদ ২৬৫৪৬। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। ২. উম্মু ঈসা আল-জায্যার সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞাত।

٦٠/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الِاجْتِمَاعِ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةِ الطَّعَامِ

৬/৬০. অধ্যায় : মৃতের বাড়িতে ভীড় জমানো নিষেধ এবং খাদ্য তৈরি করাও নিষেধ।

١٦١٢/١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا نَرَى الِاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنْ النِّيَاحَةِ.

১/১৬১২। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া সাঈদ বিন মানসূর হুশায়ম ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ কায়স বিন আবূ হাযিম জারীর বিন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (রাঃ) শুজাহ বিন মাখলাদ আবুল ফাদল হুশায়ম ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ কায়স বিন আবূ হাযিম জারীর বিন আবদুল্লাহ্ আল-বাজালী (রাঃ) বলেন, মৃতের বাড়িতে ভীড় জমানো ও খাদ্য প্রস্তুত করে পাঠানোকে আমরা বিলাপের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম।[১৬১০]

٦١/٦. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ غَرِيبًا

৬/৬১. অধ্যায় : যে ব্যক্তি সফররত অবস্থায় মারা গেলো।

١٦١٣/١ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ الْهُذَيْلُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ».

১/১৬১৩। জামীল ইবনুল হাসান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) আবুল মুনযির হুযায়ল ইবনুল হাকাম (لين الحديث বা হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল) আবদুল আযীয বিন আবূ রাওয়াদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন ও মুরজিয়া মতাবলম্বী) ইকরামাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ সফররত অবস্থায় মৃত্যু হলো শহীদী মৃত্যু।[১৬১১]

١٦١٤/٢ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ».

২/১৬১৪। হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ বিন ওয়াহব হুওয়ায় বিন আবদুল্লাহ আল-মাআফিরী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবূ আবদুর রহমান আল-হুবলী আবদুল্লাহ্ বিন আম্র (রাঃ) বলেন মাদীনাহ্য় জন্মগ্রহণকারী এক ব্যক্তি মাদীনাহ্য় মারা যায়।

১৬১০. তাখরীজুল ঈমান ৯৫/১০৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৬১১. মিশকাত ১৫৯৪, যয়ীফাহ ৪২৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীস্রের রাবী জামীল ইবনুল হাসান সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু আদী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। ২. আবুল মুনযির হুযায়ল ইবনুল হাকাম সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় মুনকার। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক মুনকার করেন।

নাবী (ﷺ) তার জানাযার স্বলাত পড়েন, অতঃপর বলেন, আহ্! এ ব্যক্তি যদি তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্যত্র মারা যেতো! উপস্থিত লোকেদের একজন বললো, হে আল্লাহ্র রসূল! তা কেন? তিনি বলেনঃ কোন ব্যক্তি তার জন্মভূমি ব্যতীত অন্যত্র মারা গেলে তার মৃত্যুর স্থান থেকে তার জন্মস্থান পর্যন্ত দূরত্বের পরিমাপ করে ততখানি স্থান তারজন্য জান্নাতে নির্ধারণ করা হয়।[১৬১২]

٦/٦٢. بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَرِيضًا

৬/৬২. অধ্যায় : যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় মারা গেলো।

١٦١٥/١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح و حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ».

১/১৬১৫। আহমাদ বিন ইউসুফ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন) আবদুর রায্যাক ইবনু জুরায়জ ইবনু জুরায়জ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ আতা' (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) মূসা বিন ওয়ারদান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) আবূ উবায়দাহ বিন আবূস সাফার হাজ্জাজ বিন মুহাম্মাদ ইবনু জুরায়জ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ আতা' (মাতরূক বা প্রত্যাখানযোগ্য) মূসা বিন ওয়ারদান (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো সন্দেহ করেন) আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রোগাক্রান্ত অবস্থায় মারা যায়, সে শাহাদতের মৃত্যু লাভ করে। কবরের বিপর্যয় হতে তাকে রক্ষা করা হয় এবং সকাল-সন্ধ্যা তার জন্য জান্নাত থেকে রিযিক সরবরাহ করা হয়।[১৬১৩]

٦/٦٣. بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ عِظَامِ الْمَيِّتِ

৬/৬৩. অধ্যায় : মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা নিষেধ।

١٦١٦/١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا».

১/১৬১৬। হিশাম বিন আম্মার আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার লিখিত কিতাব ছাড়া হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন) সা'দ বিন সাঈদ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতি শক্তি দুর্বল) আমরাহ আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা, তা তার জীবিত অবস্থায় ভাঙ্গার সমতুল্য।[১৬১৪]

১৬১২. নাসায়ী ১৮৩২। মিশকাত ১৫৯৩। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান।

১৬১৩. মিশকাত ১৫৯৫, দঈফাহ ৪৬৬১। তাহকীক আলবানী ঃ অত্যন্ত দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ আতা' সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ বলেন, তিনি স্বিকাহ। মালিক বিন আনাস বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন বরং তিনি যা বর্ণনা করেছেন তার সবগুলোতেই মিথ্য ঢুকিয়েছেন।

১৬১৪. আবূ দাঊদ ৩২০৭, ২৩৭৮৭, ২৪১৬৫, ২৪২১৮, ২৪৮২৮, ২৫১১৭, ২৫৭৪৩। ইরওয়াহ ৭৬৩, তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

١٦١٧/٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ».

২/১৬১৭। মুহাম্মাদ বিন মা'মার মুহাম্মাদ বিন বাকর (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় ভূল করেন) আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ (মাজহুল বা অপরিচিত) আবূ উবায়দাহ বিন আবদুল্লাহ বিন যামআহ (মাকবূল) তার মাতা (যায়নাব বিনতু আবূ সালামাহ) উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা, জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতই মারাত্মক গুনাহের কাজ।[১৬১৫]

٦٤/٦. بَاب مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

৬/৬৪. অধ্যায় : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর (অন্তিম) রোগ।

١٦١٨/١ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَيْ أُمَّهْ أَخْبِرِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ «اشْتَكَى فَعَلَقَ يَنْفُثُ فَجَعَلْنَا نُشَبِّهُ نَفْثَهُ بِنَفْثَةِ آكِلِ الزَّبِيبِ وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمَّا ثَقُلَ اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَأَنْ يَدُرْنَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ بِالْأَرْضِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ» فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّهِ عَائِشَةُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

১/১৬১৮। সাহল বিন আবূ সাহল সুফইয়ান বিন উইয়াইনাহ যুহরী উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বলেন, আমি আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আম্মা! আমাকে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর (অন্তিম) রোগ সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তিনি রোগাক্রান্ত হলে আমরা অনুভব করলাম যে, তিনি কিশমিশ ভক্ষণকারীর ন্যায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন। তখনও তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে পালাক্রমে যাতায়াত করতেন। তাঁর রোগ বেড়ে গেলে তিনি তাদের নিকট আয়িশাহর ঘরে অবস্থান করার অনুমতি চাইলেন এবং তারা যেন পালাক্রমে তাঁর নিকট আসেন। আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু' ব্যক্তির উপর ভর করে তাঁর পদদ্বয় হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আমার ঘরে আসেন। তাদের দু'জনের একজন ছিলেন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। আমি (উবাইদুল্লাহ) এ হাদীস্র ইবন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তুমি কি জানো অপর ব্যক্তি কে, যার নাম আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উল্লেখ করেননি? তিনি হলেন আলী বিন আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)।[১৬১৬]

١٦١٩/٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ «أَذْهِبْ الْبَاسْ رَبَّ النَّاسْ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا فَلَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَجَعَلْتُ أَمْسَحُهُ وَأَقُولُهَا فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى قَالَتْ فَكَانَ هَذَا آخِرَ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ ﷺ».

১৬১৫. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইরওয়াহ ৩/২১৫, তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ, গুনাহের কথা ব্যতীত সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে? তা অজ্ঞাত।

১৬১৬. সহীহুল বুখারী ১৯৮, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৭৯, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৭, ৭১২, ৭১৩, ৭১৬, ২৫৮৮, ৩০৯৯, ৩৩৮৪, ৪৪৪২, ৫৭১৪, ৭৩০৩; মুসলিম ৪১৮;তিরমিযী ৩৬৭২;নাসায়ী ৮৩৩, ৮৩৪; আবূ দাউদ ২১৩৭; আহমাদ ২৩৫৪১, ২৫৩৪১, ২৫৩৮৬, ২৫৬০৬, মুয়াত্তা মালেক ৪১৪, দারেমী ৮২, ১৪৫৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

২/১৬১৯। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ আবূ মুআবিয়াহ (মুহাম্মাদ বিন খাযিম) আ'মাশ (সুলায়মান বিন মিহরান) মুসলিম মাসরূক আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নোক্ত বাক্যে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ঃ হে মানুষের প্রভু! আপনি বিপদ দূর করুন এবং রোগমুক্তি দান করুন। আপনি ব্যতীত অপর কারো রোগমুক্তি দানের ক্ষমতা নেই। আপনি এমন নিরাময় দান করুন যার পর আর কোন রোগ থাকবে না।" অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তিম রোগ আরো বেড়ে গেলে আমি উক্ত দুআ পড়ে তাঁর হাত ধরে তাঁর শরীরে মলে দিতাম। তিনি তাঁর হাত আমার হাত থেকে মুক্ত করে নিলেন এবং বললেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে আমার পরম বন্ধুর সাথে মিলিত করুন"। আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর **শেষ কথা** যা শুনেছি তা এই।[১৬১৭]

١٦٢٠/٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ مَرَضُهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ».

৩/১৬২০। আবূ মারওয়ান আল-উসমানী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন) ইবরাহীম বিন সা'দ তার পিতা (সা'দ বিন ইবরাহীম) উরওয়াহ (ইবনুয-যুবায়র) আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোগগ্রস্ত হন, তখন তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য থেকে যে কোনটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দেয়া হয়। আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তিনি যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত তখন তাঁর থেকে উচ্চশব্দ বের হতো। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ "নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)গণ, সত্যনিষ্ঠগণ, শহীদগণ ও সৎকর্মপরায়ণগণ, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন তাদের সঙ্গে" (সূরা নিসা ঃ ৬৯)। তখন আমি বুঝতে পারলাম, তাকেও এখতিয়ার দেয়া হয়েছে।[১৬১৮]

١٦٢١/٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اجْتَمَعْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مِشْيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ مَرْحَبًا بِابْنَتِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَاطِمَةُ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا فَقُلْتُ لَهَا مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ فَقُلْتُ لَهَا حِينَ بَكَتْ أَخَصَّكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَدِيثٍ دُونَنَا ثُمَّ تَبْكِينَ وَسَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قُبِضَ سَأَلْتُهَا عَمَّا قَالَ فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنِي «أَنَّ جِبْرَائِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً وَأَنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي وَأَنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي فَقَالَ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ».

১৬১৭. সহীহুল বুখারী ৪৪৩৬, ৫৬৭৪, ৫৬৭৫, মুসলিম ২১৯১, ২৪৪৪, তিরমিযী ৩৪৯৬ আহমাদ ২৩৬৫৫, ২৩৬৬২, ২৩৭১৪, ২৪২৫৩, ২৪৩১৭, ২৪৩৭০, ২৪৪১৪, ২৪৪২৫, ২৪৪৩৮, ২৪৪৭৪, ২৫২১২, ২৫৭১১, ২৫৮৩৭, ২৫৮৬৮, মুয়াত্তা মালেক ৫৬২। সহীহাহ ২৭৭৫। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৬১৮. সহীহুল বুখারী ৪৪৩৬, ৫৬৭৪, ৫৬৭৫, মুসলিম ২১৯১, ২৪৪৪, তিরমিযী ৩৪৯৬ আহমাদ ২৩৬৫৬, ২৩৬৬২, ২৩৭১৪, ২৪২৫৩, ২৪৩১৭, ২৪৩৭০, ২৪৪১৪, ২৪৪২৫, ২৪৪৩৮, ২৪৪৭৪, ২৫২১২, ২৫৭১১, ২৫৮৩৭, ২৫৮৬৮, মুয়াত্তা মালেক ৫৬২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

৪/১৬২১। «আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ»«আবদুল্লাহ বিন নুমায়র»«যাকারিয়্যা»«ফিরাস (বিন ইয়াহইয়া (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো ভূল করেন)»«আমির»«মাসরূক»«আয়িশাহ্ (রাঃ)» তিনি বলেন, নাবী (ﷺ)-এর স্ত্রীগণ সকলে একত্র হলেন, তাদের একজনও বাদ ছিলেন না। এরপর ফাতিমাহ (রাঃ) আসলেন। আর তার হাঁটাচলার ধরন ছিল যেন রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুরূপ। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ খোশ আমদেদ হে আমার প্রিয় কন্যা। তিনি তাকে নিজের বাম পাশে বসান, অতঃপর তাঁর সাথে চুপেচুপে কিছু কথা বলেন। এতে ফাতিমাহ (রাঃ) কাঁদেন। তিনি পুনরায় তার সাথে গোপনে কিছু কথা বলেন। এতে তিনি হাসেন। পরে আমি ফাতিমাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কেন কাঁদলে? তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গোপন তথ্য প্রকাশ করবো না। আমি বললাম, দুশ্চিন্তার পরে আজকের মত এত খুশী আমি আর কখনো দেখিনি। তার কাঁদার সময় আমি তাঁকে বললাম, রসূলুল্লাহ (ﷺ) কি আমাদের বাদ দিয়ে তোমার সঙ্গে বিশেষ কোন আলাপ করেছেন, তারপর তুমি কাঁদলে? আর রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সঙ্গে যে বিষয়ে আলাপ করেছিলেন, আমি পুনরায় তা তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গোপন তথ্য ফাঁস করবো না। তিনি [রসূলুল্লাহ (ﷺ)] ইনতিকাল করার পর আমি ফাতিমাহ (রাঃ)-কে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলেছেন, জিবরাঈল (আঃ) প্রতি বছর আমাকে একবার কুরআন পড়ে শুনাতেন। এ বছর তিনি তা আমাকে দু'বার পড়ে শুনিয়েছেন। মনে হয় আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয়েছে। তুমিই আমার পরিবারের মধ্যে সবার আগে আমার সঙ্গে মিলিত হবে। আমি তোমার জন্য কত উত্তম পূর্বসূরী। এ কথায় আমি কাঁদলাম। এরপর তিনি আমাকে গোপনে বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি মু'মিন নারীদের বা এ উম্মাতের নারীদের নেত্রী হবে? এতে আমি হেসেছি।[১৬১৯]

١٦٢٢/٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ «مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

৫/১৬২২। «মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র»«মুসআব ইবনুল মিকদাম (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস বর্ণনায় সন্দেহ করেন)»«সুফইয়ান»«আ'মাশ»«শাকীক»«মাসরূক»«বলেন, আয়িশাহ্ (রাঃ)» বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাইতে আর কারো অত কঠিন মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিনি।[১৬২০]

١٦٢٣/٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَرْجِسَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ».

৬/১৬২৩। «আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ»«য়ূনুস বিন মুহাম্মাদ»«লায়স বিন সা'দ»«ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব»«মূসা বিন সারজিস (মাসতূর বা অপরিচিত)»«কাসিম বিন মুহাম্মাদ»«আয়িশাহ্ (রাঃ)» বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুমূর্ষু অবস্থায় দেখলাম যে, তিনি তাঁর নিকটস্থ পানির পাত্রে তাঁর হাত ডুবিয়ে পানি নিয়ে তা তাঁর মুখমণ্ডলে মলছেন, অতঃপর বলেন, "হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে মৃত্যুযন্ত্রণায় সাহায্য করুন"।[১৬২১]

১৬১৯. সহীহুল বুখারী ৩৬২৪, মুসলিম ২৪৫০, তিরমিযী ৩৮৭২, আহমাদ ২৩৯৬২, ২৫৫০১, ২৫৮৭৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৬২০. সহীহুল বুখারী ৫৬৪৬, মুসলিম ২৫৭০, তিরমিযী ২৩৯৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৬২১. তিরমিযী ৯৭৮, আহমাদ ২৩৮৩৫, ২৩৮৯৫, ২৩৯৬০, ২৪৬৫০। মিশকাত ১৫৬৪। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন সারজিস সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ বলেন, তিনি অপরিচিত।

١٦٢٤/٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ كَشْفُ السِّتَارَةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ «فَنَظَرْتُ إِلَى وَجْهِهِ كَأَنَّهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ وَالنَّاسُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَحَرَّكَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ اثْبُتْ وَأَلْقَى السِّجْفَ وَمَاتَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ».

৭/১৬২৪। হিশাম বিন আম্মার সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ যুহরী আনাস বিন মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমি সোমবার রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে শেষবারের মত দেখেছি, যখন তিনি (জানালার) পর্দা সরালেন। আমি তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকালাম, যেন কুরআনের একটি পৃষ্ঠা। তখন লোকজন আবূ বাক্‌র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর পিছনে সলাতরত ছিল। আবূ বাক্‌র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার স্থান ত্যাগ করতে চাইলে, তিনি তাকে ইশারায় স্বস্থানে স্থির থাকতে বলেন এবং পর্দা নামিয়ে দেন। এ দিনের শেষভাগে তিনি ইনতিকাল করেন।[১৬২২]

١٦٢٥/٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ سَفِينَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ».

৮/১৬২৫। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইয়াযীদ বিন হারূন হাম্মাম কাতাদাহ সালিহ আবুল খালীল সাফীনাহ উম্মু সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় বলছিলেন ঃ "সলাত এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসী"। বারবার একথা বলতে বলতে শেষে তাঁর যবান মুবারক জড়িয়ে যায়।[১৬২৩]

١٦٢٦/٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي أَوْ إِلَى حَجْرِي فَدَعَا بِطَسْتٍ فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِي حِجْرِي فَمَاتَ وَمَا شَعَرْتُ بِهِ فَمَتَى أَوْصَى ﷺ».

৯/১৬২৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ ইবনু আওন ইবরাহীম আসওয়াদ বলেন, লোকেরা আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট উল্লেখ করে যে, আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছিলেন (মহানাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর) ওসী (প্রতিনিধি)। আয়িশাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, মহানাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখন তাকে ওসী নিয়োগ করলেন? অবশ্যই আমি তাঁকে আমার বুকের সাথে বা কোলে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। তিনি একটি পাত্র চাইলেন। তিনি আমার কোলেই ঢলে পড়ে ইনতিকাল করেন। আমি তা বুঝতেই পারলাম না। তবে তিনি আবার কখন ওসিয়াত করলেন?[১৬২৪]

٦٥/٦. بَاب ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ ﷺ

৬/৬৫. অধ্যায় : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইনতিকাল ও তাঁর কাফন-দাফন।

১৬২২. মুসলিম ৪১৯, নাসায়ী ১৮৩১। মুখতাসার শামায়িল ৩২২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৬২৩. ইরওয়াহ ৭/২৩৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১৬২৪. সহীহুল বুখারী ২৭৪১, ৪৪৫৯, মুসলিম ১৬৩৬, নাসায়ী ৩৩, ১৮৩০, ৩৬২৪, আহমাদ ২৩৫১৯। মুখতাসার শামায়িল ৩২৩। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

١٦٢٧/١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ ابْنَةِ خَارِجَةَ بِالْعَوَالِي فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَمْ يَمُتْ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا هُوَ بَعْضُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ عِنْدَ الْوَحْيِ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَقَالَ «أَنْتَ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ أَنْ يُمِيتَكَ مَرَّتَيْنِ قَدْ وَاللهِ مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعُمَرُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ يَقُولُ وَاللهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا يَمُوتُ حَتَّى يَقْطَعَ أَيْدِيَ أُنَاسٍ مِنْ الْمُنَافِقِينَ كَثِيرٍ وَأَرْجُلَهُمْ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ﴾» قَالَ عُمَرُ فَلَكَأَنِّي لَمْ أَقْرَأْهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ.

১/১৬২৭। আলী বিন মুহাম্মাদ ✗ আবূ মুআবিয়াহ্ ✗ আবদুর রহমান বিন আবূ বাকর (দঈফ বা দুর্বল) ✗ ইবনু আবূ মুলায়কাহ্ ✗ আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইনতিকাল করেন তখন আবূ বাক্‌র (রাঃ) আওয়ালী নামক স্থানে তাঁর স্ত্রী বিনতে খারিজার ঘরে ছিলেন। লোকজন বলতে লাগলো, নাবী (সাঃ) ইনতিকাল করেননি, বরং ওহী নাযিলের সময় তাঁর যে অবস্থা হতো, এটা তাই। ইতোমধ্যে আবূ বাক্‌র (রাঃ) এসে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে তাঁর দু'চোখের মাঝখানে চুমা দিয়ে বলেন, আপনি দ্বিতীয়বার মারা যাবেন না, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে অধিক সম্মানিত। আল্লাহ্‌র শপথ! রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবশ্যই ইনতিকাল করেছেন। উমার (রাঃ) তখন মাসজিদের এক কোণ থেকে বলছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইনতিকাল করেননি। আর তিনি ব্যাপকভাবে মুনাফিকদের শক্তি খর্ব না করা পর্যন্ত ইনতিকাল করবেন না। তখন আবূ বাক্‌র (রাঃ) মিম্বারে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করতো সে যেন মনে রাখে, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরবেন না। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের ইবাদত করতো সে জেনে রাখুক, মুহাম্মাদ তো ইনতিকাল করেছেন। "মুহাম্মাদ একজন রসূলমাত্র, তার পূর্বে অনেক রসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা সে শহীদ হয়, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে পারবে না, বরং আল্লাহ্ অচিরেই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৪৪)। উমার (রাঃ) বলেন, আমার মনে হলো, আমি যেন এ আয়াত আজই পড়ছি।[১৬২৫]

١٦٢٨/٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بَعَثُوا إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَكَانَ يَضْرَحُ كَضَرِيحِ أَهْلِ مَكَّةَ وَبَعَثُوا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ هُوَ الَّذِي يَحْفِرُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ يَلْحَدُ فَبَعَثُوا إِلَيْهِمَا رَسُولَيْنِ وَقَالُوا اللَّهُمَّ خِرْ لِرَسُولِكَ فَوَجَدُوا أَبَا طَلْحَةَ فَجِيءَ بِهِ وَلَمْ يُوجَدْ أَبُو عُبَيْدَةَ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ

১৬২৫. সহীহুল বুখারী ১২৪২, ৩৬৭০, ৪৪৫৪, ৪৪৫৭, ৫৭১২, নাসায়ী ১৮৩৯, ১৮৪০, ১৮৪১, আহমাদ ২৪৩৪২, ২৭৮০৭। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ্। উক্ত হাদীসের রাবী আবদুর রহমান বিন আবূ বাকর সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় মুনকার। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইবনু খিরাশ তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার থেকে বর্ণিত একধিক দুর্বল হাদীস রয়েছে।

فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ جِهَازِهِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وُضِعَ عَلَى سَرِيرِهِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْسَالًا يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا أَدْخَلُوا الصِّبْيَانَ وَلَمْ يَؤُمَّ النَّاسَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ لَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُحْفَرُ لَهُ فَقَالَ قَائِلُونَ يُدْفَنُ فِي مَسْجِدِهِ وَقَالَ قَائِلُونَ يُدْفَنُ مَعَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ قَالَ فَرَفَعُوا فِرَاشَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّذِي تُوُفِّيَ عَلَيْهِ فَحَفَرُوا لَهُ ثُمَّ دُفِنَ ﷺ وَسَطَ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ وَنَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَقُثَمُ أَخُوهُ وَشُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ أَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ وَهُوَ أَبُو لَيْلَى لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنْشُدُكَ اللهَ وَحَظَّنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ انْزِلْ وَكَانَ شُقْرَانُ مَوْلَاهُ أَخَذَ قَطِيفَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلْبَسُهَا فَدَفَنَهَا فِي الْقَبْرِ وَقَالَ وَاللهِ لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ أَبَدًا فَدُفِنَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ».

২/১৬২৮। নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী ওয়াহব বিন জারীর আমর পিতা জারীর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মাতবলম্বী) হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) ইকরামাহ ইবনু আব্বাস বলেন, সহাবায়ে কিরাম রসূলুল্লাহ -এর কবর খননের সিদ্ধান্ত নিলে, তাঁরা আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ এর নিকট খবর পাঠান। তিনি মাক্কাহবাসীদের কবর খননের ন্যায় কবর খনন করতেন। তাঁরা আবূ তালহা -এর নিকটও খবর পাঠান। তিনি মদীনাবাসীদের জন্য লাহাদ আকৃতির কবর খনন করতেন। তাঁরা তাদের উভয়ের নিকট দু'জন লোক পাঠান। তারা বলেন, হে আল্লাহ্! আপনার রসূলের জন্য আপনি পছন্দ করুন। তারা আবূ তালহা -কে পেয়ে গেলেন এবং তাকে নিয়ে আসা হলো, কিন্তু আবূ উবাইদাহ -কে পাওয়া গেলো না। অতএব আবূ তালহা রসূলুল্লাহ -এর জন্য লাহ্দ কবর খনন করেন। রাবী বলেন, মঙ্গলবার তারা রসূলুল্লাহ -এর কাফনের কাজ সম্পন্ন করলে তাঁকে তাঁর ঘরে খাটের উপর রাখা হয়। এরপর লোকজন দলে দলে রসূলুল্লাহ -এর নিকট প্রবেশ করেন এবং তাঁর জন্য দুআ করেন। পুরুষদের পালা শেষ হলে মহিলারা প্রবেশ করেন। তাদের পালা শেষ হলে বালকরা প্রবেশ করে। রসূলুল্লাহ -এর জানাযায় কেউ ইমামতি করেননি। তাঁর কবর কোথায় খনন করা হবে, এ নিয়ে একদল বলেন, তাঁকে তার মাসজিদে দাফন করা হবে। অপরদল বলেন, তাঁকে তাঁর সহাবীদের সাথে (একই গোরস্থানে) দাফন করা হবে। (নাস্‌র বিন আলী আল-জাহদামী ওয়াহব বিন জারীর আমর পিতা জারীর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় তাদলীস করেন, তিনি শীয়া ও কাদারিয়া মাতবলম্বী) হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ (দঈফ বা দুর্বল) ইকরামাহ ইবনু আব্বাস) আবূ বাক্‌র বলেন, আমি রসূলুল্লাহ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে স্থানে নাবী ইনতিকাল করেন, সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। রাবী বলেন, যে বিছানায় রসূলুল্লাহ ইনতিকাল করেন, তারা তা সরিয়ে নেন এবং তাঁর জন্য সেখানে কবর খনন করেন। অতঃপর তাঁকে বুধবার মধ্যরাতে দাফন করা হয়। আলী বিন আবূ তালিব, ফাদ্বল বিন আব্বাস, তার ভাই কুসাম এবং রসূলুল্লাহ -এর মুক্তদাস শুক্‌রান তাঁর কবরে নামেন। আবূ লায়লা আওস বিন খাওলী আলী বিন আবূ ত্বলিব -কে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রসূলুল্লাহ -এর ব্যাপারে আমাদেরও অংশ রয়েছে। আলী তাকে বলেন, তুমিও নামো। রসূলুল্লাহ -এর মুক্তদাস শুক্‌রান রসূলুল্লাহ -এর পরিহিত চাঁদরটি সাথে নিয়েছিলেন। তিনি তাও কবরে দাফন করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র

শপথ! আপনার পরে তা আর কেউ কখনো পরবে না। অতএব তা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে দাফন করা হয়।[১৬২৬]

١٦٢٩/٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ كَرْبِ الْمَوْتِ مَا وَجَدَ قَالَتْ فَاطِمَةُ وَا كَرْبَ أَبَتَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَوْمِ إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ مِنْ أَبِيكِ مَا لَيْسَ بِتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا الْمُوَافَاةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

৩/১৬২৯। নাসর বিন আলী আবদুল্লাহ ইবনুয-যুবায়র (মাকবূল) আবূয-যবায়র সাবিত আল-বুনানী আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মৃত্যু যন্ত্রণা তীব্রভাবে অনুভব করেন, তখন ফাতিমাহ (রাঃ) বলেন, হায় আমার আব্বার কত কষ্ট। রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আজকের দিনের পরে তোমার আব্বার আর কোন কষ্ট থাকবে না। তোমার আব্বার নিকট এমন জিনিস উপস্থিত হয়েছে, যা কিয়ামাত পর্যন্ত কাউকে ছাড়বে না।[১৬২৭]

١٦٣٠/٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ يَا أَنَسُ «كَيْفَ سَخَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا التُّرَابَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ».

١٦٣٠/٤ (١) - و حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ فَاطِمَةَ قَالَتْ حِينَ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرَائِيلَ أَنْعَاهُ وَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ وَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ وَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ.

قَالَ حَمَّادٌ فَرَأَيْتُ ثَابِتًا حِينَ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَكَى حَتَّى رَأَيْتُ أَضْلَاعَهُ تَخْتَلِفُ.

৪/১৬৩০। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ হাম্মাদ বিন যায়দ সাবিত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, ফাতিমাহ (রাঃ) আমাকে বললেন, হে আনাস! রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর মাটি ঢেলে দিতে তোমাদের অন্তরাত্মা কিভাবে সায় দিতে পারলো।

৪/১৬৩০ (১)। আলী বিন মুহাম্মাদ আবূ উসামাহ হাম্মাদ বিন যায়দ সাবিত আনাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইনতিকাল করলে ফাতিমাহ (রাঃ) বলেন, হায় আমার আব্বা! জিবরাঈল (আঃ) তাঁর থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। হায় আমার আব্বা! তিনি তাঁর রবের নিকটবর্তী হলেন। হায় আব্বা! জান্নাতুল ফিরদাওস তাঁর ঠিকানা। হায় আব্বা! তিনি তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিলেন। হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, আমি সাবিত (রহঃ)-কে এ হাদীস বর্ণনাকালে দেখলাম যে, তিনি কাঁদছেন, এমনকি তার হাড়ের জোড়াগুলোও কাঁপছে।[১৬২৮]

১৬২৬. আহমাদ ৪০। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ, কিন্তু শাক্ক ও লাহাদ কবরের ঘটনা প্রমাণিত; এমনিভাবে যেখানে নাবী (আঃ)-গণ ইনতিকাল করেন সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয় এটা প্রমাণিত। উক্ত হাদীসের রাবী ১. মুহাম্মাদ বিন ইসহাক সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও আজালী বলেন, তিনি সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাসানুল হাদীস। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন তিনি সালিহ। ২. হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে মুনকার বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি তার হাদীস বর্জন করেছি। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করলেও তা দলীলযোগ্য নয়।

১৬২৭. সহীহুল বুখারী ৪৪৬২, আহ১৩০২৬। সহীহাহ ১৬৩৮, মুখতাসার শামায়িল ৩৩৪। তাহকীক আলবানী ঃ হাসান সহীহ।

১৬২৮. সহীহুল বুখারী ৪৪৬২, নাসায়ী ১৮৪৪, আহমাদ ১২০২৬, ১২৬১৯, দারেমী

١٦٣١/٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «لَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ وَمَا نَفَضْنَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ الْأَيْدِيَ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا».

৫/১৬৩১। বিশর বিন হিলাল আস্‌-স্বাওওয়াফ জা'ফার বিন সুলায়মান আদ-দুবাঈ (তিনি সত্যবাদী কিন্তু শীয়া মতাবলম্বী) স্বাবিত আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেদিন মাদীনাহ্য় উপনীত হন, তখন মাদীনাহ্র প্রতিটি বস্তু জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে। আর যেদিন তিনি ইনতিকাল করেন, সেদিন মাদীনাহ্র প্রতিটি বস্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। তাঁর দাফন সম্পন্ন করার পর আমাদের অন্তরে যেন পরিবর্তন অনুভব করলাম।[১৬২৯]

١٦٣٢/٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «كُنَّا نَتَّقِي الْكَلَامَ وَالِانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَخَافَةَ أَنْ يُنْزَلَ فِينَا الْقُرْآنُ فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَكَلَّمْنَا».

৬/১৬৩২। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার আবদুর রহ্মান বিন মাহদী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) সুফইয়ান আবদুল্লাহ বিন দীনার ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানায় আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে খোশালাপ করতে এবং মেলামেশা করতে এজন্য ভয় পেতাম যে, না জানি আমাদের সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইনতিকালের পর থেকে আমরা তাদের সাথে খোলামেলাভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করি।[১৬৩০]

١٦٣٣/٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْعِجْلِيُّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّمَا وَجْهُنَا وَاحِدٌ فَلَمَّا قُبِضَ نَظَرْنَا هَكَذَا وَهَكَذَا».

৭/১৬৩৩। ইসহাক বিন মানসূর আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আতা' আল-ইজলী (তিনি সত্যবাদী কিন্তু হাদীস্র বর্ণনায় কখনো কখনো ভুল করেন) ইবনু আওন হাসান .... উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে থাকা অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি ছিলো একই দিকে (তাঁর দিকে)। তাঁর ইনতিকালের পর আমরা (অস্থির হয়ে) এদিক সেদিক দৃষ্টি দিতে লাগলাম (এখন কী করবো)।[১৬৩১]

١٦٣٤/٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا خَالِي مُحَمَّدُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ جَبِينِهِ

১৬২৯. তিরমিযী ৩৬১৮, আহমাদ ১২৮৯৯, দারেমী ৮৮। মিশকাত ৫৯৬২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৬৩০. সহীহুল বুখারী ৫১৮৭, আহমাদ ৫২৬২। তাহকীক আলবানী ঃ স্বহীহ।

১৬৩১. হাদীস্রটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ, হাসান বাসরীর আনআনাহ বর্ণনা করার কারণে। উক্ত হাদীস্রের রাবী আবদুল ওয়াহ্হাব বিন আতা' আল-ইজলী সম্পর্কে স্বালিহ জাযারাহ তাকে স্বিকাহ বললেও ইমাম বুখারী বলেন, হাদীস্র বিশারদগণ বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ।

فَتُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ عُمَرُ فَكَانَ النَّاسُ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يُصَلِّي لَمْ يَعْدُ بَصَرُ أَحَدِهِمْ مَوْضِعَ الْقِبْلَةِ وَكَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَكَانَتْ الْفِتْنَةُ فَتَلَفَّتَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا».

৮/১৬৩৪। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিযামী আমার মামা মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল মুত্তালিব ইবনুস-সায়িব বিন আবূ ওয়াদাআহ আস-সাহমী (মাকবূল) মূসা বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ উমায়্যাহ আল-মাখযূমী (মাজহুল বা অপরিচিত) মুসআব বিন আবদুল্লাহ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ বিনত আবূ উমাইয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যমানায় লোকেদের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, সলাতী যখন সলাতে দাঁড়াতেন, তখন তাদের কারো দৃষ্টি তার পদদ্বয়ের স্থান অতিক্রম করতো না। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইনতিকাল করার পর মানুষের অবস্থা এরূপ হয় যে, যখন তাদের কেউ সলাতে দাঁড়াতেন, তখন তার দৃষ্টি সাজদাহ্‌র স্থান অতিক্রম করতো না। অতঃপর আবূ বাক্‌র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইনতিকাল করেন এবং উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হন। তখন লোকেদের অবস্থা এরূপ হলো যে, তাদের কেউ যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন তার দৃষ্টি কিবলার দিক অতিক্রম করতো না। উসমান বিন আফ্‌ফান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হওয়ার পর থেকে বিশৃংখলার সূত্রপাত হয়। অতএব লোকজন (সলাতরত অবস্থায়) ডানে-বামে তাকাতে থাকে।[১৬৩২]

١٦٣٥/٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعُمَرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُهَا قَالَ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالَا لَهَا مَا يُبْكِيكِ فَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ قَالَتْ «إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنْ السَّمَاءِ قَالَ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا».

৯/১৬৩৫। হাসান বিন আলী আল-খাল্লাল আমর বিন আসিম সুলায়মান ইবনুল মুগীরাহ সাবিত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইনতিকালের পর আবূ বাক্‌র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেমন উম্মু আয়মানের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতেন, চলুন আমরাও তেমন তার সাথে দেখা করতে যাই। তিনি বলেন, আমরা তার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি কাঁদতে থাকেন। তারা দু'জন তাকে বলেন, আপনি কাঁদছেন কেন! রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা তাঁর জন্য কল্যাণকর। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই জানি যে, আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা তাঁর রসূলের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান থেকে ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেলো। রাবী বলেন, তার এ কথা তাদের উভয়কে কাঁদতে উদ্বুদ্ধ করলো এবং তারাও তার সাথে কাঁদতে লাগলেন।[১৬৩৩]

١٦٣٦/١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَعْنِي بَلِيتَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ».

১৬৩২. হাদীসটি ইমাম ইবনু মাজাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তা'লীকুর রগীব ১/১৯২। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ। উক্ত হাদীসের রাবী মূসা বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ উমায়্যাহ আল-মাখযূমী সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ বলেন, তিনি অপরিচিত।
১৬৩৩. মুসলিম ২৪৫৪। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।

১০/১৬৩৬। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ্ হুসায়ন বিন আলী আবদুর রহ্‌মান বিন ইয়াযীদ বিন জাবির আবুল আশআস আস-সনআনী আওস বিন আওস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে জুমুআহ্‌র দিন সর্বোত্তম। এদিনই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এদিনই শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং এদিনই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে। অতএব তোমরা এদিন আমার প্রতি অধিক সংখ্যায় দুরূদ ও সালাম পেশ করো। কেননা তোমাদের দুরূদ আমার সামনে পেশ করা হয়। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের দুরূদ আপনার নিকট কিভাবে পেশ করা হবে, অথচ আপনি তো মাটির সাথে মিশে যাবেন? তিনি বলেন, আল্লাহ্ তাআলা নাবী (আঃ)গণের দেহ ভক্ষণ যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।[১৬৩৪]

١٦٣٧/١١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ».

১১/১৬৩৭। আমর বিন সাওওয়াদ আল-মিস্রী আবদুল্লাহ বিন ওয়াহবব আমর ইবনুল হারিস সাঈদ বিন আবূ হিলাল যায়দ বিন আয়মান (মাকবূল) উবাদাহ বিন নুসায় আবুদ-দারদা' (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা জুমুআহ্‌র দিন আমার উপর অধিক দুরূদ পাঠ করবে। কেননা তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়, ফেরেশতাগণ তা পৌঁছে দেন। যে ব্যক্তিই আমার উপর দুরূদ পাঠ করে তা থেকে সে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তা আমার নিকট পৌঁছতে থাকে। রাবী বলেন, আমি বললাম, (আপনার) ইনতিকালের পরেও? তিনি বলেন, হাঁ, ইনতিকালের পরেও। আল্লাহ তা'আলা নাবী (আঃ)গণের দেহ ভক্ষণ যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র নাবী (সাঃ) জীবিত এবং তাঁকে রিযিক দেয়া হয়।[১৬৩৫]

১৬৩৪. নাসায়ী ১৩৭৪, আবূ দাউদ ১০৪৭, ১৫৩১, আহমাদ ১৫৭২৯, দারেমী ১৫৭২। তাহকীক আলবানী ঃ সহীহ।
১৬৩৫. মিশকাত ১৩৬৬, ইরওয়াহ ১/৩৫। তাহকীক আলবানী ঃ দঈফ।

হাদীস্ব ও ইলমে হাদীস্ব সম্পর্কিত কিছু কথা

হাদীস্বের সংজ্ঞা ও পরিচয়ঃ

হাদীস্ব আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ 'নতুন', 'কথা' ও 'খবর'। এটি 'কাদীম' (পুরাতন)-এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ।[১] আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে কুরআনকে 'হাদীস্ব' বলেছেন।[২] রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ আল্লাহর কিতাবই হ'ল, উত্তম হাদীস্ব।[৩]

মুহাদ্দিস্বগণের পরিভাষায় 'হাদীস্ব' বলতে বুঝায়, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন এবং তাঁর অবস্থার বিবরণকে। আল্লামা জা'ফর আহমদ উস্বমানী (রহঃ) বলেনঃ 'যা কিছু রাসূল (ﷺ)-এর নামে বর্ণিত আছে, তার সমুদয়কে হাদীস্ব বলা হয়'।[৪]

ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান বলেনঃ 'রাসূলের নামে কথিত কথা, কাজ অনুমোদন ও গুণ-বৈশিষ্ট্যকে হাদীস্ব বলা হয়'।[৫]

আল্লামা তীবি, হাফেজ ইবনু হাজার আসকা'লানী, নবাব স্বিদ্দীক হাসান খান ও ইমাম সাখাবী প্রমুখ বলেনঃ 'হাদীস্বের অর্থ ব্যাপক। রাসূলুল্লাহর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে যেমন হাদীস্ব বলা হয়, তেমনি স্বাহাবী, তাবেঈ ও তবে তাবে' তাবেঈদের কথা কাজ ও অনুমোদনকেও হাদীস্ব বলা হয়'।[৬]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিবরণে নবী কারীম (ﷺ), স্বাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তবে তাবেঈদের কথা, কাজ ও সমর্থন যদিও মোটামুটিভাবে হাদীস্ব নামে অভিহিত, তথাপি শরীয়তী মর্যাদার দৃষ্টিতে এসবের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। তাই হাদীস্ব শাস্ত্রে প্রত্যেকটির জন্য স্বতন্ত্র পরিভাষা নির্ধারিণ করা হয়েছে। যথাঃ নবী কারীম (ﷺ)-এর কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'হাদীস্ব'। স্বাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'আস্বার' এবং তাবেঈ ও তবে তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে বলা হয় 'ফাতাওয়া'।

এছাড়া তিন প্রকারের হাদীস্বের আরো তিনটি পারিভাষিক নাম রয়েছে। যথাঃ নবী কারীম (ﷺ) এর কথা, কাজ ও সমর্থন সংক্রান্ত বিবরণকে বলা হয় 'মারফূ''। স্বাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাওকূফ' এবং তাবেঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে বলা হয় 'মাকতু''।[৭]

হাদীস্বের অপর নাম 'সুন্নাহ'। 'সুন্নাহ' শব্দের অর্থ, চলার পথ, পদ্ধতি ও কর্মনীতি। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেনঃ 'সুন্নাতুন্নবী বলতে সে পথ ও রীতি পদ্ধতিকে বুঝায়, যা নবী কারীম (ﷺ) বাছাই করে নিতেন এবং অবলম্বন করতেন'।[৮] মুহাদ্দিস্বগণ 'হাদীস্ব' ও 'সুন্নাহ' কে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৯]

শায়খ ডক্টর মোস্তফা সাবায়ী বলেনঃ 'আরবী অভিধানে 'সুন্নাহ' অর্থ কর্মপন্থা, কর্মপদ্ধতি-তা ভাল বা মন্দ যা হোক। মুসলিম শরীফের হাদীস্ব দ্বারাও তা বুঝা যায়। পক্ষান্তরে পরিভাষায় 'সুন্নাহ'-এর একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। যেমনঃ

---

১. তাজুল আরোস।
২. সূরা যুমার ঃ ২৩, সূরা তুর ঃ ৩৫, আন নাজমঃ ৫৯।
৩. স্বহীহ আল বুখারী, কিতাবুল আদব।
৪. আল্লামা জা'ফর আহমদ উস্বমানী কাওয়ায়িদ ফী উলুমিল হাদীস্বঃ পৃঃ ১৯।
৫. ডক্টর মাহমুদ তাহ্হান -তায়সীরুল মুস্তালাহ।
৬. তাওজীহুন্নজরঃ পৃঃ ৯৩, আল-হিত্তাহঃ পৃঃ ২৪, ফাতহুল মুগীস্বঃ পৃঃ ১২।
৭. ইবনু হাজার আসকা'লানী, হাদয়ুস সারী, লেখক- হাদীস্বের হিফাজত ও সংকলনঃ পৃঃ ২৮।
৮. ইমাম রাগিব, মুফরাদাতঃ ২৪৫।
৯. কাশফুল আসরারঃ ২/২, তাওজীহুন্নজর, পৃঃ ৩।

(১) হাদীস্ব শাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় রাসূল কারীম (ﷺ) এর কথা, কর্ম ও সম্মতি এবং তাঁর শারিরীক বৈশিষ্ট্য, স্বভাব ও চাল চরিত্রকে 'সুন্নাহ' বলা হয়। তা নুবুওয়াত লাভের আগের হোক বা পরের।

(২) উসূল শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' বলা হয়, প্রত্যেক কথা, কর্ম ও সম্মতিকে, যা রাসূল কারীম (ﷺ) এর সাথে সম্পৃক্ত এবং যার থেকে শরীয়তের কোন না কোন হুকুম প্রমাণিত হয়।

(৩) ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মতে 'সুন্নাহ' হল, ফরদ-ওয়াজিব ব্যতীত শরীয়তের অন্যান্য হুকুম আহকাম।

(৪) মুহাদ্দিস্বগণের মতে এবং অনেক সময় ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের মতেও 'সুন্নাহ বলা হয়, সেই সব কর্মকে যা শরীয়তের কোন দলীল কিংবা উসূলে শরীয়তের কোন আসল তথা মৌল নীতি দ্বারা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত।'[১০]

এছাড়া আরো দু'টি শব্দ কখনো হাদীস্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা হ'ল 'খবর' ও 'আস্সার'। কিন্তু বেশী প্রসিদ্ধ শব্দ হ'ল 'হাদীস্ব' ও 'সুন্নাহ'।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস্ব আল্লামা আবুল হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ 'জানা আবশ্যক যে, রাসূল কারীম (ﷺ) এর কর্ম মোটামুটি দু'প্রকার। প্রথম, যেগুলিতে অনুসরণ জায়িয। দ্বিতীয়, যেগুলিতে অনুসরণ জায়িয নয়। অনুসরণীয় কাজগুলি হ'ল, মুস্তাহাব, সুন্নাত, ওয়াজিব ও ফরদ। অনুসরণ জায়িয নয়- এমন কাজ হল, যথাঃ এক সাথে নয় বিবি রাখা, দিন রাত লাগাতার সিয়াম পালন করা ইত্যাদি। মোট কথা, অনুসরণীয় এবং অনুসরণীয় নয়, এ উভয় প্রকারের কর্মকাণ্ডের উপর হাদীস্ব শব্দটি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু সুন্নাত শব্দটি তেমন নয়। বরং সুন্নাত বলা হয়, তাঁর কেবল অনুসরণীয় কর্মকাণ্ডকে। এ কারণে বলা যায় প্রত্যেক সুন্নাত তো হাদীস্ব, কিন্তু প্রত্যেক হাদীস্ব সুন্নাত নয়। যেমন লজিকের ভাষায় বলা হয়, প্রত্যেক মানুষ তো প্রাণী, কিন্তু প্রত্যেক প্রাণী মানুষ নয়।'[১১]

হাদীস্বের প্রকারভেদ ঃ

হাদীস্ব প্রথমতঃ তিন প্রকার। কাওলী, ফে'লী ও তাকরীরি। রাসূল কারীম (ﷺ) এর কথা জাতিয় হাদীস্বগুলিকে কাওলী বলে। তাঁর কাজ সম্পর্কীয় হাদীস্বগুলিকে ফে'লী বলে। আর তাঁর সমর্থন ও অনুমোদন সম্পর্কীয় হাদীস্বগুলোকে তাকরীরি বলে। এছাড়া হাদীস্ব বর্ণনাকারীদের নিজস্ব গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে হাদীস্বকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ স্বহীহ, হাসান, স্বহীহ লিযাতিহী, স্বহীহ লিগাইরিহী, হাসান লিযাতিহী, হাসান লিগাইরিহী, দঈফ, মুনকার, মাওযু ইত্যাদি। আবার হাদীস্ব বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসাবে হাদীস্বের কয়েকটি শ্রেণী হয়। যথাঃ মুতাওয়াতির, মাশহুর, আযীয ও গরীব ইত্যাদি। অনুরূপ হাদীস্বের সনদ পরম্পরা হিসাবে হাদীস্ব কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যথাঃ মারফূ', মাওকূফ ও মাকতূ ইত্যাদি। এছাড়া হাদীস্বের আর একটি প্রকার আছে তাকে বলা হয় হাদীস্বে কুদসী। ইমাম শাফিয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ 'উলামাদের সর্ব সম্মতিক্রমে 'সুন্নাহ' তিন প্রকারঃ ১-যাতে, কুরআন যা বলেছে হুবহু তাই বর্ণিত হয়েছে। ২-যাতে, কুরআনে যা আছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। ৩-যাতে, কুরআন যে বিষয়ে নীরব সে বিষয়ে নতুন কথা বলা হয়েছে। 'সুন্নাহ' যে প্রকারেরই হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, তাতে আমাদেরকে তাঁর আনুগত্য করতে হবে। সুন্নাহ জানার পর তার বরখেলাফ করার অধিকার আল্লাহ তা'আলা কাউকে দেন নি'।[১২]

হাদীস্বের কতিপয় পরিভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

মারফূ'ঃ নবী কারীম (ﷺ)-এর প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদীস্বে 'মারফূ'' বলে।

মাওকূফঃ স্বাহাবীদের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণ তথা তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত কে হাদীস্বে 'মাওকূফ' বলে।

মাকতূ'ঃ তাবেঈগণের প্রতি নেসবতকৃত কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণকে হাদীস্বে 'মাকতূ'' বলে।

---

১০. মোস্তফা সাবায়ী, আস্সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহাঃ ১/৪৭, আল-ওয়াদউ ফিল হাদীস্বঃ ১/৩৭, ৪০।

১১. আবুল হাসান বাবুনগরী- তানযীমুল আশ্তাত শরহে মিশকাত, ভূমিকা। লেখক- হাদীস্বের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ২৯।

১২. ইমাম শাফেয়ী, আররিসালাঃ ১৬।

Contents

আহাদঃ যে হাদীস্নের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা 'মুতাওয়াতির' হাদীস্নের বর্ণনাকারী অপেক্ষা কম হয়, তাকে 'ওয়াহিদ' বলে। ওয়াহিদ এর বহুবচন হ'ল, 'আহাদ'। আহাদ তিন প্রকার। যথা- মাশহুর, আযীয ও গরীব।

মাশহুরঃ যে হাদীস্নের বর্ণনাকারী স্নাহাবীদের স্তর ব্যতীত সর্বস্তরে দু'য়ের অধিক হয়, তাকে মাশহুর বলে।

আযীযঃ যে হাদীস্নের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা কোন স্তরে দু'য়ের কম হয়না, তাকে আযীয বলে।

গরীবঃ যে হাদীস্নের বর্ণনাকারী কোন স্তরে একে দাঁড়ায়, তাকে গরীব বলে।

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদীস্নের বর্ণনাকারী সকল স্তরে এত বেশী হয় যে, তাঁদের সকলের পক্ষে মিথ্যা হাদীস্ন রচনা অসম্ভব মনে হয়, এরূপ হাদীস্নকে 'মুতাওয়াতির' বলে।

মাকবুলঃ যে হাদীস্নের বর্ণনাকারীদের সততা, তাকওয়া এবং আদালত সর্বজন স্বীকৃত হয়, তাকে 'মাকবূল' বলে। হাদীস্নে মাকবূল দুই প্রকার। যথা- স্নহীহ, হাসান।

মাতরূকুল হাদীস্নঃ যে হাদীস্নের রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে তার হাদীস্নকে মাতরুকুল হাদীস্ন বলে।

মাজহুলুল হাল/মাসতুর : যে রাবী থেকে দুই বা ততোধিব রাবী হাদীস্ন বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন মুহাদ্দিস্ন (স্নিকাহ) শক্তিশালী বলেননি। কারণ তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত।

স্নহীহঃ যে হাদীস্নের সনদ (বর্ণনা সূত্র) মুত্তাসিল[১৩] এবং সকল রাবী (বর্ণনাকারী) আদালত[১৪] এবং দাবৃত[১৫] গুণসম্পন্ন আর যা শুযূয[১৬] ও ইল্লাত[১৭] থেকে মুক্ত হয়, তাকে 'স্নহীহ' বলা হয়।

হাসানঃ হাদীস্নে স্নহীহের উল্লেখিত গুণাবলী বর্তমান থাকার পর যদি বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তাকে হাদীস্নকে 'হাসান' বলে।

স্নহীহ হাদীস্নের স্তরসমূহঃ

স্নহীহ হাদীস্নের সাতটি স্তর আছে।

প্রথমঃ যে হাদীস্নকে বুখারী এবং মুসলিম উভয় বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ঃ যে হাদীস্নকে শুধু ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয়ঃ যে হাদীস্নকে শুধু ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থঃ যে হাদীস্নকে বুখারী, মুসলিমের শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস্ন বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমঃ যে হাদীস্নকে শুধু বুখারীর শর্ত সাপেক্ষে অন্য কোন মুহাদ্দিস্ন বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠঃ যে হাদীস্নকে শুধু মুসলিমের শর্ত মতে অন্য কোন মুহাদ্দিস্ন বর্ণনা করেছেন।

সপ্তমঃ যে হাদীস্নকে বুখারী, মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুহাদ্দিস্ন স্নহীহ মনে করেছেন।

গায়রে মাকবুল তথা দঈফঃ যে হাদীস্নে স্নহীহ ও হাসান হাদীস্নের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকে হাদীস্নে 'দঈফ' বলে।

সনদঃ হাদীস্নের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারীর পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে সনদ বলে।

মতনঃ হাদীস্নের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন বলে।

তা'দীলঃ হাদীস্ন বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে ভাল গুণাগুণ বর্ণনাকে তা'দীল বলে।

জারহঃ হাদীস্ন বর্ণনাকারী রাবী সম্পর্কে খারাব গুণাগুণ বর্ণনাকে জারহ বলে।

---

১৩. মুত্তাস্নিল অর্থ যে সনদের রাবীগণের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে এবং কোন স্তর থেকে কোন রাবী বাদ পড়েনি।

১৪. আদালত তথা ন্যায়পরায়ণতা অর্থ, তাকওয়া ও শিষ্টাচারের গুণে গুণান্বিত হওয়া।

১৫. যাবত অর্থ স্মরণশক্তি, তা শ্রুত হোক কিংবা লিখিত।

১৬. শুযূয অর্থ শক্তিশালী রাবীর বিরোধীতা পাওয়া যাওয়া।

১৭. ইল্লাত অর্থ গুপ্ত দুর্বলতার কোন কারণ। উল্লেখ্য যে, উক্ত পাঁচটি শর্ত পাওয়া না গেলে, হাদীস্নটি স্নহীহ বলে গণ্য হয়না।

মুআল্লাক ঃ যে হাদীসের এক রাবী বা ততোধিক রাবী সনদের শুরু থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মুআল্লাক' বলে।

মুনকাতি'ঃ যে হাদীসের এক রাবী বা একাধিক রাবী বিভিন্ন স্তর থেকে বাদ পড়েছে তাকে 'মুনকাতি'' বলে।

মুরসালঃ যে হাদীসের রাবী সনদের শেষ ভাগ থেকে বাদ পড়েছে অর্থাৎ তাবেঈর পরে সাহাবীর নাম নেই তাকে 'মুরসাল' বলে।

মু'দালঃ যে হাদীসের দুই অথবা দু'য়ের অধিক রাবী সনদের মাঝখান থেকে বাদ পড়ে যায় তাকে 'মু'দাল' বলে।

মাওদূঃ যে হাদীসের কোন রাবী জীবনে কখনো নবী কারীম (ﷺ)-এর নামে মিথ্যা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'মাওদূ' বলে।

মাতরূকঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তাকে 'মাতরূক' বলে।

মুনকারঃ যে হাদীসের রাবী ফাসিক, বেদআতপন্থী ইত্যাদি হয়, তাকে 'মুনকার' বলে।

ইদতিরাবঃ রাবী কর্তৃক হাদীসের মতন ও সনদকে বিভিন্ন প্রকারে এলোমেলোভাবে বর্ণনাকে ইদতিরাব বলা হয়। কোনোরূপ সমন্বয় সাধন না করা পর্যন্ত এ প্রকারের হাদীস গ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে হয়।

তাদলীসঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উসতাযের) নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরের শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করে যে যাতে মনে হয়, তিনি নিজেই উপরের শায়খের নিকট তা শুনেছেন। অথচ তিনি তাঁর নিকট সে হাদীস শুনেননি- এমন হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' আর যিনি এরূপ করেন তাঁকে মুদাল্লিস বলা হয়।

ওয়াহিন, লীন, মাকালঃ ওয়াহিন অর্থ মারাত্মক দুর্বল ও লীন অর্থ দুর্বল। আর মাকাল অর্থ সমালোচনা অর্থাৎ যে রাবীর বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে।

হুজ্জাহঃ হুজ্জাহ হচ্ছে দলীল গ্রহণ করা যায় এমন গুণসম্পন্ন রাবী যে সিকাহ রাবীর পরেই যার স্থান। সিকাহ ও হুজ্জাহ হচ্ছে নির্ভরযোগ্য রাবীর চতুর্থ স্তর।

আসারঃ আসার-এর শাব্দিক অর্থ অবশিষ্ট থাকা। এর দু'টি পরিভাষা রয়েছে। (ক) এটা হাদীসের মুরাদিফ অর্থাৎ- হাদীস ও আসারের পরিভাষা একই। (খ) সাহাবা ও তাবেঈনদের কথা এবং কার্যাবলীকে আসার বলা হয়।

ইনকিতাঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন স্তরে কোনো রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি' হাদীস আর এ বাদ পড়াকে ইনকিতা' বলা হয়।

মুআল্লালঃ যে হাদীসের মধ্যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ত্রুটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপুণ হাদীস শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এ প্রকার হাদীসকে মুআল্লাল বলে। এরূপ ত্রুটিকে 'ইল্লাত' বলে।

হাদীসে কুদসীঃ হাদীসে কুদসী বলতে বুঝায় সেই হাদীসকে যা রাসূল কারীম (ﷺ) আল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, অথচ তা কুরআনের আয়াত নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে ইলহাম বা স্বপ্নযোগে যা জানিয়ে দিতেন এবং নবী (ﷺ) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।[১৮]

মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেনঃ 'হাদীসে কুদসী সেই হাদীসকে বলা হয়, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন। কখনো জিবরাঈলের মাধ্যমে আবার কখনো সরাসরি অহি, ইলহাম বা স্বপ্নযোগে জেনে। আর যে কোন ভাষায় তা প্রকাশ করার দায়িত্ব রাসূলের প্রতি অর্পিত হয়'।[১৯]

---

১৮. তায়সীরু মুসতালাহিল হাদীস, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৩।

১৯. আল আতহাফুস সানিয়্যাহ, হাদীসের হিফাজত ও সংকলন, পৃঃ ৩৪।

সুনান ইবনু মাজাহ'র দুর্বল রাবীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১. সাঈদ বিন বাশীর। উপনামঃ আবূ আবদুর রহমান, বংশঃ আল-আযদী। তিনি মধ্য যুগের তাবিঈ এবং ৮ম স্তরের রাবী। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৬৮ হিজরীতে। তার ৩১ জন শিক্ষক ও ৫৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন রাবী থেকে ও তার নিকট থেকে ৩৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার ব্যাপারে ২৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল, ইবনু আদী তার সম্পর্কে বলেন, আমি তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা দেখিনা তবে তিনি কখনো কখনো হাদীস্র বর্ণনায় সন্দেহ করেন। বায্যার বলেন, তিনি স্বালিহ তার হাদীস্র বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, তিনি হাদীস্রের ব্যাপারে সত্যবাদী। **(তাহযীবুল কামাল ১০/৩৪৮)**। (হাদীস্র নং ১০)

২. রাবী নং ৬৭১২ তাঃ ৫৭৮০) মুজালিদ বিন সাঈদ। তার পূর্ণ নামঃ মুজালিদ বিন সাঈদ বিন উমায়র বিন বিসতাম বিন যী মারান বিন শুরাহবীল বিন রাবীআহ বিন মারস্বাদ বিন জাশাম বিন হাশিদ বিন জাশাম বিন খায়ওয়ান বিন নাওফ বিন হামদান আল-হামদানী। উপনামঃ আবূ আমর, বংশঃ আল-হামদানী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। জন্মঃ ৪৮ হিজরী, মৃত্যুঃ ১৪৪ হিজরী তিনি ৯৬ বছর জীবন যাপন করেন। স্বাহাবীদের সাক্ষাৎ পাননি (৬ষ্ঠ স্তরের রাবী)। **তার ২২ জন শিক্ষক ও ১০৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৩১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার ব্যাপারে ২৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ইমাম বুখারী বলেন, আমি তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করিনি। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন,** তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নন। জারীর বিন হাযিম আল-জাহদমী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইমাম নাসায়ী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে দঈফ বা দুর্বল বলেছেন। ইবনু মাঈন বলেন, তার থেকে দলীল গ্রহণ করা যাবে না, অন্যত্র তিনি বলেন, দঈফ বা দুর্বল। **(তাহযীবুল কামাল ২৭/২১৯-২২০ পৃষ্ঠা)** (হাদীস্র নং ১১, ২৮, ২০০)

৩. (রাবী নং ৪৮৩৩, তাঃ ৩৩০৫) নাম। আবদুল্লাহ বিন সাঈদ বিন আবূ সাঈদ কায়সান আল-মাকবূরী। উপনামঃ আবূ আব্বাদ, বংশঃ লায়স্রী, আল-মাদীনী। উপাধি ইবনু আবূ সাঈদ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৪৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ২৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল ও অন্য স্থানে তাকে খুবই দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, হাদীস্র বিশারদগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল বুরাকী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমি তাকে মিথ্যুক হিসেবে জানি, অন্যত্র তিনি বলেন, আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, তিনি মাজলিসে মিথ্যা কথা বলেন। ইবনু মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **(তাহযীবুল কামাল ১৫/৩১)** (হাদীস্র নং ২১, ২৬০, ৯৬৮, ১৪৩২)

৪. (রাবী নং ৪১২৩) নামঃ আব্বাদ বিন আদাম, বংশঃ আল-হুযালী, তিনি বস্বরায় বসবাস করতেন। তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন (তার ছেলে মুহাম্মাদ) রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন মুহাক্কিকের মন্তব্য পাওয়া যায় তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে অজ্ঞাত। **মান :** মাজহুল বা অপরিচিত। (তাহযীবুল কামাল ১৪নং খণ্ড, ১০৩নং পৃষ্ঠা)। হাদীস্র নং ২২,

৫. (রাবী নং ৫৩৪৪) নামঃ উবায়দ বিন মায়মূন। পূর্ণ নামঃ উবায়দ বিন মায়মূন আল-কারশী আত-তায়মী। উপনামঃ আবূ আব্বাদ, বংশঃ আত-তায়মী। তিনি ৯ম স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ২০৪ হিজরী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন

মুহাক্কিকের মন্তব্য পাওয়া যায় তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাসতূর বা তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাসতূর তবে ইবনু হিব্বান এককভাবে স্বিকাহর মত দিয়েছেন। (তাহযীবুল কামাল ১৯নং খণ্ড, ২৩৭ নং পৃষ্ঠা)। (হাদীস নং ৪৬, ১৩৬১)

৬. (রাবী নং ৭২৫৮) নামঃ মুহাম্মাদ বিন মিহস্বান। পূর্ণ নামঃ মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন উক্কাশাহ বিন মিহস্বান আল-উক্কাশী আল-আসদী। বংশঃ আল-আনদালুসী, আল-হাররানী, আল-আসদী আল-উক্কাশী। তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ১১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সকল হাদীস মুনকার, অন্যত্র বলেন, তিনি দুর্বল ও মিথ্যুক। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত ও মিথ্যুক। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু ইরাক বলেন, তিনি আওযাঈ থেকে মিথ্যার সাথে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও বানিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। **মানঃ** মিথ্যুক। **(তাহযীবুল কামালঃ ২৬নং খণ্ড, ৩৭২নং পৃষ্ঠা)**। (হাদীস নং ৪৯)

৭. (রাবী নং ১৮৪) নামঃ আবূ যায়দ। তিনি প্রথম যুগের তাবিঈ (৭ম স্তরের রাবী), তার ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি একজন থেকে ও তার থেকে একজন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে কোন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায় না। তবে আবূ যুরআহ বলেন, আবূ যায়দ কে? তা আমি জানি না। আবুল কাসিম আত-তবারানী বলেন, আমার মনে হয় আবূ যায়দ বলতে আবদুল মালিক বিন মায়সারকে বুঝানো হয়েছে, والله أعلم আল্লাহই ভালো জানেন। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামাল ৩৩ নং খণ্ড, ৩৩৪ নং পৃষ্ঠা)**। (হাদীস নং ৫০)

৮. (রাবী নং ৯০) নামঃ আবুল মুগীরাহ। তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন (আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন মুহাক্কিকের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, আমি তাকে চিনি না । ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, আমি তাকে চিনি না, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামাল ৩৪ নং খণ্ড, ৩১৫ নং পৃষ্ঠা)**। (হাদীস নং ৫০)

৯. (রাবী নং ৩৫২৪, তাঃ ২৪৭৩) নামঃ সালামাহ বিন ওয়ারদান। উপনামঃ আবূ ইয়া'লা, বংশঃ আল-লায়সী, আল-মাদীনী (তিনি আবদুর রহমান বিন ওয়ারদান এর ভাই)। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৫৫-১৫৬ হিজরী। তিনি শেষ যুগের তাবিঈ (৫ম স্তরের রাবী)। তার ৯ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ, সালামাহ ইবনুল আকওয়া' ও আবদুর রহমান ইবনুল আশয়াম আল-আনসারী (রাঃ) এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে একাধিক হাদীস মুনকার ভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে মুনকার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল অন্যত্র বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান সুফইয়ান কর্তৃক সালামাহ বিন ওয়ারদান থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি। **মানঃ** তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ১১/৩২৪)**। (হাদীস নং ৫১)

Contents

১০. (রাবী নং ২৯৩২) নাম: রিশদীন বিন সা'দ বিন মুফলিহ বিন হিলাল আল-মাহরী। উপনাম: আবুল হাজ্জাজ, বংশ: আল-মাহরী, আল-মিস্রী। তিনি মারওয়া ও মিস্রে বসবাস করতেন। তিনি প্রথম যুগের তাবিঈ (৭ম স্তরের রাবী)। তার ৬৩ জন শিক্ষক ও ৬৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৪ জন থেকে ও তার থেকে ৩৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৬ জন মুহাক্কিক এর মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নন, অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। তাছাড়া তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অমনোযোগী। আবূ হাফস্র উমার বিন শাহীন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ সাঈদ আল-মিস্রী বলেন, কোন সন্দেহ নেই যে তিনি একজন ভালো মানুষ তবে আমি তার মাঝে হাদীস্র বর্ণনায় গাফলাতির কারণে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করতে দেখেছি। ইমাম তিরমিযী বলেন, কিছু আহলে ইলমগণ তার ব্যাপারে বলেছেন, তিনি হাদীস্র হিফয করার আগে হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। আবদুল বাকী বিন কানি' আল-বাগদাদী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার হাদীস্রের ব্যাপারে ব্যস্ত হওয়া কোন আহলে ইলমগণের উচিৎ হবে না, তিনি দুর্বল। **মান:** তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামাল: ৯/১৯১)**। (হাদীস্র নং ৫৪, ৫২১, ৮০২, ১১১৬)

১১. (রাবী নং ৪৩৬৪) নাম: ইবনু আনউম আল-ইফরীকী। পূর্ণ নাম: আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম বিন মুনাব্বিহ ইবনুন নামাদাহ বিন হুওয়াল বিন আমর বিন আওসাত বিন সা'দ বিন যী শা'বায়ন বিন ইয়া'ফুর বিন দব' বিন শা'বান বিন আমর বিন মুআবিয়াহ বিন কায়স আশ-শায়বানী। উপনাম: আবূ খালিদ, আবূ আয়্যূব। বংশ: আশ-শা'বানী, আল-ইফরীকী। জন্ম ৭৫ হিজরী, তিনি আফরীকাহ, মিস্র, কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ৮১ বছর বয়সে ১৫৬ হিজরীতে আফরীকায় ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রথম যুগের তাবিঈ (৭ম স্তরের রাবী)। তার ৬৮ জন শিক্ষক ও ৭৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ৩১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল হাসান আল-কাত্তান বলেন, তার অধিক মুনকার করার কারণে দুর্বল। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, আহলে ইলমগণ তাকে হাদীস্রের ব্যাপারে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-মারওয়াযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর বিন আবূ দাউদ বলেন, তিনি সৎ ব্যক্তি। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে তবে দলীলযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ রাবী থেকে মাওদু'ভাবে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি ইবনু লাহীআহ থেকেও খুবই দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, আহলে ইলমের নিকট তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মান:** তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামাল: ১৭/১০২)**। (হাদীস্র নং ৫৪, ২২৯, ৫১২, ৭১৭, ৯৭০)

১২. (রাবী নং ৪৩৫৯ তা: ৩৮১১) নাম: আবদুর রহমান বিন রাফি'। উপনাম: আবুল হাজার, আবুল জাহম, বংশ: আত-তানুখী আল-মিস্রী। মৃত্যু: ১১৩ হিজরী। তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ১১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন রাবী থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার ব্যাপারে ৭ জন মুহাক্কিক এর মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র মুনকার। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি আবদুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আনউম সূত্রে হাদীস্র বর্ণনা করলে তার হাদীস্র দলীলযোগ্য হবে না। ইবুন হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি একধিক হাদীস্র মুনকার ভাবে বর্ণনা করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন মাহবূব আল-বুনানী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তাছাড়া তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় প্রসিদ্ধ নন। **মানঃ** তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ১৭/৮৩)**। (হাদীস্ব নং ৫৪)

১৩. (রাবী নং ৬৯৮৮ তাঃ ৫২৪১) নামঃ মুহাম্মাদ বিন সাঈদ বিন হাসসান বিন কায়স আল-কুরাশী আল-আসদী। বংশঃ আল-আসদী আশ-শামী। তিনি দিমাশক, আরদান ও শাম শহরে বসবাস করতেন। তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৯ জন শিক্ষক ও ২৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেন। আবুল ফাতহ আল-আম্বদী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তার নাস্তিক হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যাযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করার জন্য পরিচিত। আহমাদ বিন সালিহ বলেন, তিনি নাস্তিক, তিনি ৪ হাজার হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম দারাকুতনী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। সুফইয়ান আস্র-স্রাওরী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবদুল আ'লা বিন মুসহির বিন গাস্সান বলেন, তিনি আরদান শহরের একজন মিথ্যুক। ইমাম মুসলিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। **মানঃ** মিথ্যুক ও জাল হাদীস্ব বর্ণনাকারী। **(তাহযীবুল কামালঃ ২৫/২৬৪)**। (হাদীস্ব নং ৫৫)

১৪. (রাবী নং ৩৩৯৯ তাঃ ২৩৫৭) নামঃ সাঈদ বিন মাসলামাহ, পূর্ণ নামঃ সাঈদ বিন মাসলামাহ বিন হিশাম বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান বিন ইবনুল হাকাম বিন আবুল আস্ব বিন উমায়্যাহ আল-কুরাশী আল-উমাবী। উপনামঃ আবূ উস্বমান, বংশঃ আল-কুরাশী আল-উমাবী। তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ৪৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার ব্যাপারে ১১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল ও মুনকার। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও প্রচুর ভুল করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ১১/৬৩)**। (হাদীস্ব নং ৫৯)

১৫. (রাবী নং ৫৮২০ তাঃ ৪১৪৩) নামঃ আলী বিন নিষার বিন হায়্যান। বংশঃ আল-আসদী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাত্তাহ আল-আম্বদী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। **মানঃ** তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ২১/১৫৫)**। (হাদীস্ব নং ৬২)

১৬. (রাবী নং ৭৮৮০ তাঃ ৬৩৯০) নামঃ নিষার বিন হায়্যান। বংশঃ আল-আসদী। তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন মুহাক্কিকের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি একাধিক মুনকার হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মানঃ** منكر الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ ২৯/৩৩৩)**। (হাদীস্ব নং ৬২, ৭৩)

১৭. (রাবী নং ৫০৪৩ তাঃ ৩৫৫৩) নামঃ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-লায়স্বী। বংশঃ আল-লায়স্বী। তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন মুহাক্কিকের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামালঃ ১৬/১০৪)**। (হাদীস্ব নং ৭৩)

১৮. (রাবী নং ৮৩১০ তা: ৬৮৮৪) নাম: ইয়াহইয়া বিন উষমান আল-কারশী আত-তায়মী। উপনাম: আবূ সাহল, বংশ: আল-কারশী আত-তায়মী। তিনি ৮ম স্তরের রাবী। মৃত্যু ১৮০ হিজরী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি একাধিক মুনকার হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। **মান:** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামাল: ৩১/৪৬৪)**। (হাদীস্র নং ৮৪)

১৯. (রাবী নং ৮৩০১ তা:৬৮৬৪) নাম: ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কাহ আল-কারশী আত-তায়মী। উপনাম: আবূ ইসমাঈল, বংশ: আল-কারশী আত-তায়মী, উপাধি: ইবনু আবূ মুলায়কাহ। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: ১৭৩ হিজরী। তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, ইয়াহইয়া বিন উষমান ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে তার হাদীস্র বর্ণনা করা হলে তা গণ্য করা হবে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। **মান: মাকবূল। (তাহযীবুল কামাল: ৩১/৪১৫)**। (হাদীস্র নং ৮৪)

২০. (রাবী নং ৮২০১ তা: ৬৮১৭) নাম: ইয়াহইয়া বিন আবূ হায়্যাহ। উপনাম: আবূ জুনাব, বংশ: আল-কালবী, আল-কূফী, আল-হিজাযী, উপাধি: ইবনু আবূ হায়্যাহ। তিনি হিজায ও কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: ১৪৭ হিজরীতে কুনাসায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪৬ জন শিক্ষক ও ৫৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩৫ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী ও আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, অন্যত্র তিনি তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি একাধিক মুনকার হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অধিক তাদলীস করার কারণে তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার উপর নির্ভর করা যায় না। হাম্মাদ বিন যায়দ আল-জাহদমী বলেন, তার মিথ্যা কথা বলার ব্যাপারে অভিযোগ করা হয়েছে। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। উষমান বিন সাঈদ আদ-দারিমী বলেন, তিনি দুর্বল। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। মুহাম্মাদ বিন আম্মার, মুহাম্মাদ বিন সা'দ ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। **মান:** তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামাল: ৩১/২৮৪)**। (হাদীস্র নং ৮৬)

২১. (রাবী নং ৪২০২ তা: ৩৬৯০) নাম: আবদুল আ'লা বিন আবুল মুসাবির। উপনাম: আবূ মাসউদ, বংশ: আয-যুহরী, আল-কূফী, আল-কারশী, উপাধি: ইবনু আবুল মুসাবির। তিনি বাগদাদ, কূফা ও মাদায়িন শহরে বসবাস করতেন। তিনি ৭ম স্তরের রাবী। মৃত্যু: ১৬১ হিজরী। তার ২৩ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২০ জন থেকে ও তার থেকে ২৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও মাতরূক। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল।

আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তার সুনান গ্রন্থে তিনি বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ ১৬/৩৬৬)**। (হাদীস নং ৮৭)

২২. (রাবী নং ৮৩৬৪ তাঃ ৬৯৫৮) নামঃ ইয়াযীদ বিন আবান আর-রাকাশী। উপনামঃ আবূ আমর, বংশঃ আর-রাকাশী, আল-বাসরী। তিনি কাদারিয়াহ মতাবলম্বী। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। তিনি ৫ম স্তরের রাবী মৃত্যুঃ ১১৯ হিজরী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ১২৯ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৪৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার বাসরাহ, কূফা ও অন্যান্য স্থনের সিকাহ রাবী থেকে হাদীস বর্ণনায় কোন দোষ নেই। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না, আসমাউস সিফাত গ্রন্থে তিনি বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি সালিহ। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়।, অন্যত্র বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, ও স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। আমর বিন ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। **মানঃ** দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ৩২/৬৪)**। (হাদীস নং ৮৮, ৪৩১, ১০৯১, ১৪৪০)

২৩. (রাবী নং ১২৮৬ তাঃ১২৫২) নামঃ হাসান বিন উমারাহ ইবনুল মুদরাব। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, বংশঃ আল-বাজালী, আল-কূফী। তিনি বাগদাদ ও কূফায় বসবাস করতেন। তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তিনি আবূ জা'ফার আল-মানসূর এর খিলাফাত আমলে বাগদাদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তার ৬৫ জন শিক্ষক ও ৮৭ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৩১ জন থেকে ও তার থেকে ৪০ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩১ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল কাসিম আস-সুহায়লী বলেন, সকল আহলে ইলমের ঐকমত্যে তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি এককভাবে হাদীস বর্ণনা করলে তার হাদীস দ্বারা আহলে ইলমগণ দলীল প্রমাণ করতেন না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস দলীলযোগ্য নন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ মাসউদ আয়্যূব বিন সুওয়ায়দ আল-হিময়ারী বলেন, আমার নিকট সাওরীর চেয়ে তিনি উত্তম। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তার হাদীস গ্রহণ করা যাবে না তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি সিকাহ নন তার হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন ও তার হাদীস বর্জন করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মখরামী তার হাদীস বর্জন করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যাবে না, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। মানঃ متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ ৬/২৬৫)**। (হাদীস নং ৯৫, ৬১৬)

২৪. (রাবী নং ১২০০ তা: ১০২৪) নামঃ হারিস্র বিন আবদুল্লাহ আল-আ'ওয়ার আল-হামদানী। উপনামঃ আবূ যুহায়র, বংশঃ আল-কূফী, আল-হামদানী, আল-খারিফী। তিনি কূফা শহরে বসবাস করতেন। তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ ইসহাক আস-সুবায়ঈ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। যুহায়র বিন হারব আন-নাসায়ী, আলী ইবনুল মাদীনী ও যুহায়র বিন মুআবিয়াহ আল-জু'ফী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। আমির বিন শুরাহবীল আশ-শা'বী বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি একজন বড় মিথ্যুক ছিলেন, আল্লাহর শপথ তিনি একজন মিথ্যুক। মানঃ তাকে মিথ্যুক বলা হয়েছে। (তাহযীবুল কামালঃ ৫/২৩৯)। (হাদীস্র নং ৯৫, ১৩৭, ৩৭৫, ৩৯৬, ৮৯৪, ৮৯৫, ৯৬৫, ১১৪৭, ১২৯৬, ১৪৩৩)

২৫. (রাবী নং ৩৩৯৯ তা: ২৩৫৭) নামঃ সাঈদ বিন মাসলামাহ বিন হিশাম বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান ইবনুল হাকাম বিন আবুল আস্র বিন উমায়্যাহ আল-কারশী আল-উমাবী। উপনামঃ আবূ উস্রমান, বংশঃ আল-কায়িলী, আল-উমাবী, আল-কারশী, আল-জাযারী। তিনি জাযীরাহ যায়তূনাহ ও আর-রিক্কাহ শহরে বসবাস করতেন। তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ৪৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মান্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী, আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও মুনকার। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ১১/৬৩)**। (হাদীস্র নং ৯৯)

++২৬. (রাবী নং ৪৭৯২ তা: ৩২৪৪) নামঃ আবদুল্লাহ বিন খিরাশ বিন হাওশাব আশ-শায়বানী আল-হাওশাবী। উপনামঃ আবূ জা'ফার, বংশঃ আল-হাওশাবী, আশ-শায়বানী, আল-কূফী। তিনি কূফা শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৬১ হিজরী। তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ২৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্র সংরক্ষিত নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, ইবনু আম্মার তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি মিথ্যুক। মানঃ হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ১৪/৪৫৩)**। (হাদীস্র নং ১০৩)

২৭. (রাবী নং ২৭৯৩ তা: ১৭৭৫) নামঃ দাঊদ বিন আতা' আল-মাদীনী। উপনামঃ আবূ সুলায়মান, বংশঃ আল-মাদীনী, আল-মুযনী, আয-যুবায়রী। তিনি মদীনাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন, হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ও মুনকার। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব, ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মানঃ মুনকার। **(তাহযীবুল কামালঃ ৮/৪১৯)**। (হাদীস্র নং ১০৪)

২৮. (রাবী নং ৫৫১৩ তাঃ ৩৮০৭) নামঃ আবূ উস্‌মান বিন খালিদ বিন উমার বিন আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ বিন উস্‌মান বিন আফ্‌ফান আল-কারশী আল-উমাবী। উপনামঃ আবূ আফ্‌ফান, বংশঃ আল-উমাবী, আল-কারশী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মুনকার। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাকে মুনকার বলেছেন। **মানঃ** প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **(তাহযীবুল কামালঃ ১৯/৩৬৩)**। (হাদীস্ব নং ১০৯, ১১০)

২৯. (রাবী নং ৬৪০১ তাঃ ৪৭১৪) নামঃ **ফারজ** বিন ফাদালাহ বিন নুআয়ম আত-তানুখী। উপনামঃ আবুল ফাদালাহ, বংশঃ আত-তানুখী। তিনি **হিমস্ব ও শাম শহরে** বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৭৭হিজরীতে বাগদাদ শহরে তিনি ইন্তেকাল করেন। তিনি **৮ম স্তরের রাবী। তার ৪৪ জন শিক্ষক ও ৭১ জন** ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৭ জন থেকে ও তার থেকে **৩৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস্ব** বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। **তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য** হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি **আহলে ইলমের নিকট দুর্বল**। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সত্যবাদী তার হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল, আমি তার থেকে কোন হাদীস্ব বর্ণনা করিনি। ইমাম বুখারী ও মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ২৩/১৫৬)**। (হাদীস্ব নং ১১২, ১৫০০)

৩০। (রাবী নং ৫৭৭০ তাঃ ৪০৭০) নামঃ আলী বিন যায়দ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ মুলায়কাহ যুহায়র বিন আবদুল্লাহ বিন জুদআন বিন উমার বিন কা'ব বিন সা'দ বিন তামীম বিন মুররাহ আল-কারশী আত-তামীমী। উপনামঃ আবুল হাসান, উপাধিঃ ইবনু আবূ মুলায়কাহ, বংশঃ আত-তামীমী, আল-কারশী। তিনি বাস্বরাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৩১ হিজরীতে তিনি বাস্বরায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১১২ জন শিক্ষক ও ১৫১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪২ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা হলেও তা দলীলযোগ্য হবে না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী তাকে সত্যবাদী বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি আমাদের নিকট দুর্বল। ইমাদুদ্দীন বিন কাস্বীর আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি আমাদের নিকট মুনকার। ওয়াহব বিন খালিদ বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ২০/৪৩৪)**। (হাদীস্ব নং ১১৬, ২১৯, ২৯৪, ৬০২, ১১৬৩, ১৪২৫)

৩১. (রাবী নং ৭৬২৮ তাঃ ৬১০০) নামঃ আলী বিন আবদুর রহমান আল-ওয়াসিতী। বংশঃ আল-ওয়াসিতী। তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তিনি ওয়াসিত ও বাগদাদ শহরে বসবাস করতেন। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার ব্যাপারে হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল ও মিথ্যুক। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মিথ্যুক ও হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি আলী (رضي الله عنه) এর ফাদীলাতের ব্যাপারে প্রায় ৯০টি হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। **(তাহযীবুল কামালঃ ২৮/২৮৮)**। (হাদীস্ব নং ১১৮)

৩২. (রাবী নং ১৪৭২ তা: ২৮৯৭) নামঃ সালত বিন দীনার আল-আম্বদী। উপনামঃ আবূ শুআয়ব, বংশঃ আল-আম্বদী। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ২৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৬ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তার হাদীস্ব মানুষেরা প্রত্যাখ্যান করেছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ। আলী ইবনু জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ ১৩/২২১)**। (হাদীস্ব নং ১২৫, ৩১১)

৩৩. (রাবী নং ৬১৬৪ তা: ৪৪০৯) **নামঃ আমর বিন উস্মান** বিন সায়্যার আল-কিলাবী। উপনামঃ আবূ সাঈদ, আবূ আমর, **আবূ উমার, বংশঃ** আল-কিলাবী, আর-রিক্কী। তিনি রিক্কাহ শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ২১৭ হিজরীতে **রিক্কাহ শহরে ইন্তেকাল** করেন। তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২০ জন শিক্ষক ও ৩১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৭ জন থেকে ও তার থেকে ২৯ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্ব বিশারদের **মন্তব্য** পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইবনু আদী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায়। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-আম্বদী বলেন, তার হাদীস্ব দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আম্বদী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি অন্ধ ছিলেন। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ ২২/১৪৭)**। (হাদীস্ব নং ১২৬, ৭৪৪, ১০০৭)

৩৪. (রাবী নং ৯৭৫ তা: ৩৮৯) নামঃ ইসহাক বিন ইয়াহইয়া বিন তালহাহ বিন উবায়দুল্লাহ আল-কারশী আত-তায়মী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, বংশঃ আত-তায়মী, আল-কারশী, আল-মাদীনী। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন ও মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৫ জন শিক্ষক ও ৪২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ৪২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী, আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী ও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া বলেন, তিনি দুর্বল। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম বুখারী বলেন, তার হিফযের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ ২/৪৮৯)**। (হাদীস্ব নং ১২৬, ১২৭)

৩৫। (রাবী নং ৫২৭৪ তা: ৩৬০১) নামঃআবদুল ওয়াহ্হাব বিন দাহ্হাক বিন আবান আস-সুলামী। উপনামঃ আবুল হারিস্ব, বংশঃ আস-সুলামী। তিনি আরদ শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ২৪৫ হিজরী। তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার দ্বারা দলীল প্রদান করা ঠিক নয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী ও আবূ নুআয়ম আল-আস্বাহানী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, আবূ হাতিম তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু ইরাক বলেন, তিনি হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত, তিনি মিথ্যুক। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **মানঃ** জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। **(তাহযীবুল কামালঃ ১৮/৪৯৪)**। (হাদীস্ব নং ১৪১, ৭৭২, ১১৬৫, ১৩১৭)

৩৬. (রাবী নং ৮০১১ তা: ৬৫৪৮) নামঃ হানী বিন হানী আল-হামদানী আল-কূফী। বংশঃ আল-হামদানী। তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ইবনু

হিব্বান স্বিকাহ্ বললেও ইমাম শাফিঈ বলেন, তার পরিচয় জানা যায়নি। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম নাসায়ী বলেন তার হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ্ গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। **মানঃ** মাকবূল। **(তাহযীবুল কামালঃ ৩০/১৪৫)**। (হাদীস্ব নং ১৪৬, ১৪৭)

৩৭. (রাবী নং ৫৯৩৯ তাঃ ৪২২১) নামঃ উমার বিন হামযাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উমার ইবনুল খাত্তাব আল-কারশী। বংশঃ আল-কারশী আল-আদাবী। তিনি মদীনা, আসকালান ও কূফায় বসবাস করতেন। তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ইবনু হিব্বান স্বিকাহ্ বললেও অন্যত্র বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। ইমাম নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু আদী তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল, অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি উমার বিন মুহাম্মাদ বিন যায়দ এর চেয়েও দুর্বল। **মানঃ** তার হাদীস্ব দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ২১/৩১১)**। (হাদীস্ব নং ১৫২, ১২৭২)

৩৮. (রাবী নং ৫৫৪৭ তাহযীবুত তাহযীব ২৯৩) নামঃ **উস্মান বিন উমায়র বিন কায়স**। উপনামঃ আবুল ইয়াকযান, উপাধিঃ ইবনু আবূ হুমায়দ, বংশঃ আল-বাজালী আল-কূফী। মৃত্যুঃ **১৫০হিজরী**। **তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের** রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ৩৫ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ইমাম বুখারী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। ইবনু মাহদী তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্ব দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার হাদীস্ব বর্জন করেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** তার হাদীস্ব দুর্বল। **(তাহযীবুত তাহযীবঃ ২২/১৪৫)**। (হাদীস্ব নং ১৫৬, ৬২৫, ৯৬৯)

৩৯. (রাবী নং ৫২৫৪ তাঃ ৩৫৮০) নামঃ আবদুল মুহায়মিন বিন আব্বাস বিন সাহল বিন সা'দ আস-সাঈদী আল-আনসারী। বংশঃ আস-সাঈদী। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। ইমাম নাসায়ী বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনুল জুনায়দ বলেন, তার হাদীস্ব দুর্বল। আস-সাজী বলেন, তার নিকট তার পিতা ও দাদার সূত্রে একটি নুসখা রয়েছে যাতে একধিক মুনকার হাদীস্ব রয়েছে। ইবনুল বুরাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** তার হাদীস্ব দুর্বল। **(তাযীবুল কামালঃ ১৮/৪৪০)**। (হাদীস্ব নং ১৬৪, ৪০০, ৫০০, ৫৪৭, ৯১৮)

৪০. (রাবী নং ৬৫৬৫ তাঃ ৪৯৪৮) নামঃ কাস্বীর বিন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আওফ বিন যায়দ বিন মিলহাহ আল-মুযনী আল-মাদীনী। বংশঃ আল-মুযনী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ৪৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৬ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ইমাম শাফিঈ বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন অথবা মিথ্যার একটি রুকন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মুনকারুল হাদীস্ব। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার হাদীস্ব দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্ব নির্ভরযোগ্য নয়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-বুরাকী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ ২৪/১৩৬)**। (হাদীস্ব নং ১৬৫, ২০৯, ২১০, ৩৩৬, ১১৩৮, ১২৭৯, ১৫০৬)

৪১. (রাবী নং ৪৯৩০ তা: ৭৪৬০) নাম: আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ। উপনাম: আবূ আসিম, বংশ: আল-আব্বাদানী আল-বাসারী। তিনি আব্বাদান ও বাসরায় বসবাস করতেন ও বাসরায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **মান:** মাকবূল। **(তাহযীবুল কামাল: ৩৪/৭)**। (হাদীস নং ১৮৪, ১৩৮৪)

৪২. (রাবী নং ১৫৫৬ তা: ৪৭৪৪) **নাম: ফাদল বিন ঈসা বিন আবান আর-রাকাশী।** উপনাম: আবূ ঈসা, বংশ: আর-রাকাশী। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। **তার ৭ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়।** তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন **রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন।** তার সম্পর্কে ২০ জন **হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়।** তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য **হলো: আবূ ফারাজ আল-জাওযী** বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث **তথা যার থেকে কুফরি** নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কাদারিয়্যা মতাবলম্বী ছিলেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মানুষের মাঝে নিকৃষ্ট মানুষ ছিলেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي **ফিসক প্রকাশ** পায়। তাছাড়া তার ব্যাপারে কাদারিয়্যা মতাবলম্বী হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। **ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন,** তিনি খারাপ (পাপাচারী) ব্যক্তি ছিলেন, তার আকীদা জঘন্যতম ছিলো। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি মু'তাযিলা ও হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **মান:** منكر الحديث। **(তাহযীবুল কামাল:** ২৩/২৪৪)। (হাদীস নং ১৮৪)

৪৩. (রাবী নং ১৭৮৭ তা: ৬৭১২) নাম: ওয়ালীদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ সাওর আল-হামদানী, বংশ: আল-হামদানী, উপাধি: ইবনু আবূ সাওর, অবস্থান: তিনি বাসরাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: ১৭২ হিজরী। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি সিমাক থেকে মুনকাররূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে দলীলযোগ্য নন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও অধিক সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম যাহাবী ও সালিহ বিন মুহাম্মাদ (তারা সকলে) তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র তাকে মিথ্যুক বলেছেন। **মান:** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামাল:** ৩১/৩২)। (হাদীস নং ১৯৩)

৪৪. (রাবী নং ৪৬৭০ তা: ৩১৬৪) নাম: আবদুল্লাহ বিন ইসমাঈল, বংশ: আল-কূফী, উপাধি: ইবনু আবূ খালিদ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী, ইবনু আবূ হাতিম আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামাল:** ১৪/৩০৮)। (হাদীস নং ২০০)

৪৫. (রাবী নং ১২২৩ তা: ১০৪৬) নাম: হারিস বিন নাবহান আল-জুরমী, উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, বংশ: আল-জুরমী। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩০ জন শিক্ষক ও ২২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল আরাব আল-কীরওয়ানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয়

এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়।, তিনি দুর্বল ও متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সালিহ ব্যক্তি ছিলেন, তবে তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও খুবই দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ**متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৫/২৮৮)। (হাদীস নং ২১৩, ৭৫০, ৮২২, ১৫২৫)

৪৬. (রাবী নং ২৪২৬ তাঃ ১৩৯০) নামঃ হাফস বিন সুলায়মান আল-আসদী, উপনামঃ আবূ উমার, বংশঃ আল-আসদী, উপাধিঃ ইবনু আবূ দাউদ, তিনি বাগদাদ ও কূফায় অবস্থান করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩৮ জন শিক্ষক ও ৫৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৭ জন থেকে ও তার থেকে ৩৫ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৬ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফারাজ আল-জাওযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট দুর্বল। ইমাম তিরমীযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সানাদে পরিবর্তন করেন ও মুরসাল করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে সালিহ বললেও অন্যত্র তিনি বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। হাফস বিন সুলায়মান বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, তিনি মিথ্যুক, তিনি বানিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম বুখারী তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন, তিনি মিথ্যুক। **মানঃ** হাদীস বানিয়ে বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৭/১০)। (হাদীস নং ২১৬, ২২৪)

৪৭. (রাবী নং ৬৫৬০ তাঃ ৪৯৩৯) নামঃ কাসীর বিন যাযান আন-নাখঈ। বংশঃ আন-নাখঈ, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেই। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/১০৯)। (হাদীস নং ২১৬)

৪৮. (রাবী নং ৫০০৪ তাঃ ৩৪৭৭) নামঃ আবদুল্লাহ বিন গালিব আল-আব্বাদানী। তিনি আব্বাদান নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাসতূর। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসীতাকে সিকাহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল নয়। **মানঃ** মাকবূল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/৪২৩)। (হাদীস নং ২১৯)

৪৯. (রাবী নং ৪৮১৩ তা.তাঃ ৩৮০) নামঃ আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ আল-বাহরানী। বংশঃ আল-বাহরানী। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবু আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইবনু আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে তা অজ্ঞাত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুত তাহযীবঃ** ২০/১৮৯)। (হাদীস নং ২১৯, ১৬১৭)

৫০. (রাবী নং ২৯৬৬ তা: ১৯২৯) নাম: রাওহ বিন জানাহ আল-কারশী। উপনাম: আবূ সাঈদ, আবূ সা'দ, বংশ: আল-কারশী আল-উমাবী আশ-শামী। তিনি দামিশক ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি সানাদের মাঝে ভুল করেন কিন্তু মাতানে কোন সমস্যা নেই। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার থেকে মুনকাররূপে হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার থেকে বায়তুল মা'মূর এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তাতে তার অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নন। আবূ সাঈদ বিন আমর আন-নাক্কাশী বলেন, মুজাহিদ কর্তৃক তার একাধক জাল হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৯/২৩৩)। (হাদীস্র নং ২২২)

৫১. (রাবী নং ২৭৭৯ তা: ১৭৫২) নাম: দাউদ বিন জামীল কেউ বলেছেন, তিনি ওয়ালীদ বিন জামীল। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি দুর্বল ও অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি অপরিচিত, তার থেকে আস্রিম বিন রাজা' বিন হায়ওয়াহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৮/৩৭৮)। (হাদীস্র নং ২২৩)

৫২. (রাবী নং ৬৫৭২ তা: ৪৯৫৫) নাম: কাস্রীর বিন কায়স কেউ বলেন, তিনি কায়স বিন কাস্রীর আশ-শামী। বংশ: আশ-শামী। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী, তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। তার ২ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ গ্রন্থে তার নাম স্রিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। আবদুল বাকী' বিন কানি' আল-বাগদাদী বলেন, তিনি স্রাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন সুমায়' বলেন, তিনি দুর্বল। দুহায়ম বিন দিমাশকী বলেন, তার থেকে হাদীস্র স্রাবিত নয়। **মান:** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৪/১৪৯)। (হাদীস্র নং ২২৩)

৫৩. (রাবী নং ৫৮২৮ তা: ৪১৫৪) নাম: আলী বিন ইয়াযীদ বিন আবূ হিলাল আল-হানী। উপনাম: আবুল হাসান, আবূ আবদুল মালিক, উপাধি: ইবনু আবূ হিলাল, ইবনু আবূ যিয়াদ, বংশ: আল-হানী, আশ-শামী আদ-দিমাশকী। তিনি শাম ও দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। মৃত্যু: ১১৩ হিজরী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিস্রী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম তিরমীযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি منكر الحديث। তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন হাম্বালকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, আহলে ইলমগণ তার ব্যাপারে একমত যে, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী ও ইবনু মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। **মান:** منكر الحديث। (**তাহযীবুল কামাল:** ২১/১৭৮)। (হাদীস্র নং ২২৮, ২৪৫, ২৮৯, ২৯৯)

৫৪. (রাবী নং ২৭৭৬ তাঃ ১৭৫৯) নামঃ দাঊদ বিন যিবরিকান আর-রাকাশী, উপনামঃ আবূ আমর, আবূ উমার, বংশঃ আর-রাকাশী। তিনি বাসরাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৫৬ জন শিক্ষক ও ৫২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৩৬ জন থেকে ও তার থেকে ৩২ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস বর্জন করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি সিকাহ নন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী, আবদুর রহমান বিন ইউসুফ, আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৩৯২)। (হাদীস নং ২২৯)

৫৫. (রাবী নং ৪৫৩৪ তাঃ ৩৪১৬) নামঃ আবদুস সালাম বিন আবুল জুনূব আল-মাদীনী। উপাধিঃ ইবনু আবুল জুনূব। তিনি মদীনাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তার রিওয়ায়ত থেকে কিছু বর্ণনা আছে যার অনুসরণ করা যাবে না তিনি মুনকার করেছেন। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৮/৬৩)। (হাদীস নং ২৩১)

৫৬. (রাবী নং ৬৮৩৯ তাঃ ৫১৫৬) নামঃ মুহাম্মাদ ইবনুল হুসায়ন আত-তামীমী। উপাধিঃ ইবনু আবূ আয়্যূব, বংশঃ আল-হানযলী আত-তামীমী। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে সিকাহ বলেছেন। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/৮২)। (হাদীস নং ২৩৫)

৫৭. (রাবী নং ৬৭৯৭ তাঃ ৫০৩০) নামঃ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল আলা" আশ-শামী, উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, উপাধিঃ আস-সায়িজ, বংশঃ আশ-শামী আদ-দামিশকী, তিনি শাম, আবদান ও দামিশক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২২ জন শিক্ষক ও ৩৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি শামে হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। আবূ সাঈদ বিন আমর আন-নাকাশী ও আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী বলেন, তার থেকে একাধিক জাল হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়।, তিনি তার মাতালিবুল আলিয়া গ্রন্থে তাকে খুবই দুর্বল

হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/৩২৫)। (হাদীস্র নং ২৩৬, ৭৪৬)

৫৮. (রাবী নং ৭৫৬৬ তাঃ ৬০৪৩) নামঃ মুআন বিন রিফাআহ আস-সুলামী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, বংশঃ আস-সুলামী। তিনি হিমস্র ও দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ১৫০ হিজরী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আয্দী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হুজ্জাহ নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। দুহায়ম আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/১৫৭)। (হাদীস্র নং ২৩৬, ২৪৫)

৫৯. (রাবী নং ৬৭৬৬ তাঃ ৫১৬৯) নামঃ মুহাম্মাদ বিন আবূ হুমায়দ ইবরাহীম আল-আনস্বারী। উপনামঃ আবূ ইবরাহীম, উপাধিঃ ইবনু আবূ হুমায়দ, হাম্মাদ। বংশঃ আয্-যুরাকী, আয্-যুহরী, আল-মাদীনী। তিনি মাদীনা ও ইরাকে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪৯ জন শিক্ষক ও ৬৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবু বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি মাদীনার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়া বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** منكر الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/১১২)। (হাদীস্র নং ২৩৭)

৬০. (রাবী নং ৪৩৬৬ তাঃ ৩৮২০) নামঃ আবদুর রহমান বিন যায়দ বিন আসলাম আল-কারশী আল-আদাবী আল-মাদীনী। বংশঃ আল-কারশী আল-আদাবী। তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ১৮২ হিজরী। তার ১৪ জন শিক্ষক ও ৮৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৫৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ইবনুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার দুর্বলতার উপর সকলে একমত। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী, ইমাম তিরমীযী, আবূ নুআয়ম আল-আস্বাহানী, আহমাদ বিন হাম্বাল, আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/১১৪)। (হাদীস্র নং ২৩৮, ৫১৯, ১১৮৮)

৬১. (রাবী নং ২৪৩৫ তাঃ ১৪১০) নামঃ হাফস্র বিন উমার আল-বায্যার। বংশঃ আশ-শামী আল-কূফী। তিনি শাম ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি একাদশ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ মাজহুল।** (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/৪৮)। (হাদীস্র নং ২৩৯)

৬২. (রাবী নং ৫৫৪২ তাঃ ৩৮৪৬) নামঃ উস্মান বিন আতা' বিন আবূ মুসলিম আল-খুরাসানী। উপনামঃ আবূ মাসউদ, উপাধিঃ ইবনু আবূ মুসলিম, বংশঃ আল-খুরাসানী আল-মাকদাসী। তিনি খুরাসান ও মাকদাসে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ১৫৫ হিজরী ফিলিস্তিনে ইন্তেকাল করেন। তার ১১ জন শিক্ষক ও ৫৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে হাদীস্র বানিয়ে বর্ণার অভিযোগ রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে মুনকাররূপে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্রের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, **متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম মুসলিম ও** ইবনু মাঈন বলেন, তিনি **منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। মানঃ হাদীস্র** বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/৪৪১)। (হাদীস্র নং ২৩৯, ১৪২৮)

৬৩. (রাবী নং ৭৩৯৫, তাঃ ৫৮৫৭) নামঃ মারযূক বিন আবূ হুযায়ল আস্র-স্রাকাফী। উপনামঃ আবূ বাকর, উপাধিঃ ইবনু আবূ হুযায়ল। বংশঃ আস্র-স্রাকাফী তিনি শাম ও দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি ওয়ালীদ বিন মুসলিম ছাড়া অন্য কারো থেকে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ বলেন, তিনি স্রিকাহ। **মানঃ** মাকবূল (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/৩৭২)। (হাদীস্র নং ২৪২)

৬৪. (রাবী নং ৯২২, তাঃ ৩২৬) নামঃ ইসহাক বিন ইবরাহীম বিন সাঈদ আস্র-স্রওওয়াফ আল-মাদীনী। বংশঃ আল-মুযনী আল-আনস্রারী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বাগিনদী বলেন, তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/৩৬৭)। (হাদীস্র নং ২৪৩)

৬৫. (রাবী নং ১৩৭১ তাঃ ১৪৩৭) নামঃ হাকাম বিন আবদাহ আশ-শায়বানী । বংশঃ আশ-শায়বানী, তিনি দিমাশক ও বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার ব্যাপারে আমার কোন ধারণা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। **মানঃ** مجهول الحال। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/১২২)। (হাদীস্র নং ২৪৭)

৬৬. (রাবী নং ৫৮৭০ তাঃ ৪১৭৮) নামঃ উমারাহ বিন জুওয়ায়ন আল-আবদী আল-বাস্রারী। উপনামঃ আবূ হারূন, বংশঃ আল-আবদী, তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ১৩৪ হিজরী। তার ৯

জন শিক্ষক ও ৮৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৩০ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি বিশর বিন হারব থেকেও দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইসমাঈল বিন উলায়্যাহ বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। হাম্মাদ বিন যায়দ আল-জাহদামী ও উযমান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২১/২৩২)। (হাদীস্ব নং ২৪৭, ২৪৯)

৬৭. (রাবী নং ৭৬৩০ তাঃ ৬১০২) নামঃ **মুআল্লা** বিন হিলাল বিন সুওয়ায়দ আল-হাদরামী উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, উপাধিঃ আল-আবিদ, বংশঃ আল-জু'ফী, তিনি হাদরামাওত ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৮ জন শিক্ষক ও ৩২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২০ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৯ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ, তিনি মিথ্যুক ছিলেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি যূনুস বিন উবায়দ থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন বাকী অন্যদের থেকে মুনকার করেছে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তার হাদীস্ব বানায়োট ও মিথ্যা। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি মিথ্যুক, তিনি বানিয়ে হাদীস্ব বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী ও ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জুরজানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, সকলে তার মিথ্যার ব্যাপারে একমত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনা করেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম যাহাবী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। সুফইয়ান আস্ব-স্বাওরী তার মিথ্যার ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, তিনি মানুষের মাঝে বড় মিথ্যুক। ইমাম বুখারী তাকে বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল বুরাকী তার মিথ্যার ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন মিথ্যুক, তিনি মিথ্যুক ও জাল হাদীস্ব বর্ণনাকারীর মাঝে অন্যতম। **মানঃ** মিথ্যুক। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/২৯৭)। (হাদীস্ব নং ২৪৮)

৬৮. (রাবী নং ১০৫৯ তাঃ ৪৮৩) নামঃ ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-মাক্কী উপনামঃ আবূ ইসহাক, উপাধিঃ মাক্কী। তিনি মক্কা ও বাসরায় বসবাস করতেন। তিনি রায় নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩৮ জন শিক্ষক ও ১০৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৩০ জন থেকে ও তার থেকে ৪৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম ও আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন আমরা তার দ্বারা দলীল পেশ করি না। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন-নায়সাবূরী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করা যাবে না। ইমাম বুখারী বলেন, ইবনুল মুবারাক ও ইয়াহইয়া বিন মাহদী তাকে বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি সর্বদা হাদীস্ব বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন। **মানঃ** منكر الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩/১৯৮) (হাদীস্ব নং ২৪৮, ৩০১, ১০৯১, ১১১৫, ১২৮৯)

৬৯. (রাবী নং ৭৭৫৫ তা.তাঃ ৬৩৬) নামঃ মূসা বিন উবায়দাহ বিন নাশীত বিন আমর ইবনুল হারিস্ব। উপনামঃ আবূ আবদুল আযীয, তিনি মদীনাহ ও যুবায়দাহ নামক শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১২৮ জন শিক্ষক ও ১১১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি ভালো ব্যক্তি তবে হাফিয নয়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা আমার মতে বৈধ নয়। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, মাতালিবুল আলিয়ায় তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। **মানঃ** মুনকার। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/১০৪)। (হাদীস নং ২৫১, ১২৮৩, ১৩৮৬, ১৫৫৯, ১৫৯৯)

৭০. (রাবী নং ২৪৯৫ তাঃ ১৪৮৫) নামঃ হাম্মাদ বিন আবদুর রহমান আল-কিলাবী। উপনামঃ আবূ আবদুর রহমান, বংশঃ আল-কিলাবী, তিনি হিমস ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার বর্ণনা কম। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি অপরিচিত। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম যাহাবী ও ইমাম ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/২৮০)। (হাদীস নং ২৫৩, ১৫৫৩)

৭১. (রাবী নং ৩১৬ তাঃ ৭৫৮৮) নামঃ আবূ কুরায়ব আল-আযদী। উপনামঃ আবূ কুরায়ব, বংশঃ আল-আযদী, স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি যখন এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেন তখন তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/২৮৮)। (হাদীস নং ২৫৩)

৭২. (রাবী নং ৫৮৫৩ তাঃ ৪১৬৪) নামঃ আম্মার বিন সায়ফ আদ-দবিয়্যু, উপনামঃ আবূ আবদুর রহমান, বংশঃ আদ-দবিয়্যু, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ ১৬০ হিজরী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ১৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, মাশাহির কর্তৃক তার থেকে একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অমনোযোগী। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ ও সাওরী থেকে মুনকাররূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/১৯৪)। (হাদীস নং ২৫৬)

৭৩. (রাবী নং ৩৪৫ তাঃ ৭৬৩৬) নামঃ আবূ মুআয সুলায়মান বিন আরকাম। উপনামঃ আবূ মুআয, তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি ইবনু সীরীন থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন কি না তা অজ্ঞাত, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৩০২)। (হাদীস নং ২৫৬)

৭৪. (রাবী নং ৭৯৪৩ তা: ৬৪৮৩) নামঃ নাহশাল বিন সাঈদ বিন ওয়ারদান আল-কারশী। উপনামঃ আবূ সাঈদ, আবূ আবদুল্লাহ। বংশঃ আল-কারশী। তিনি নায়সাবূর, বাসরাহ, ওয়ারদান ও খুরাসান শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ২৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার ব্যাপারে হাদীস্র চুরি করে শ্রবণ করার অভিযোগ রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য, হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ সাঈদ বিন আমর বলেন, দহহাক কর্তৃক জাল হাদীস্র বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইসহাক বিন রাহওয়ায়হ বলেন, তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। সুলায়মান বিন দাউদ আত-তায়ালাসী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/৩১)। (হাদীস্র নং ২৫৭)

৭৫. (রাবী নং ১৯১২ তা: ৭২৯) নামঃ বাশীর বিন মায়মূন আল-খুরাসানী। উপনামঃ আবূ স্বায়ফী, তিনি বাগদাদ, খুরাসান, ওয়াসিত ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী তার আসামীয়ুদ দুআফা' গ্রন্থে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/১৭৮)। (হাদীস্র নং ২৫৯)

৭৬. (রাবী নং ৫৭৬ তা: ৫২৪) নামঃ আশআস্র বিন সাওওয়ার আল-কিন্দী। উপাধিঃ স্বাহিবুত তাওয়াবীত (সিন্দুক ওয়ালা)। বংশঃ আল-কিন্দী, আন-নাখঈ, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫৭ জন শিক্ষক ও ৭০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৯ জন থেকে ও তার থেকে ৪৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি তার হাদীস্রের মাতানে কোন সমস্যা পায়নি তবে তিনি সানাদে সংমিশ্রণ করেন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তাকে কেউ বর্জন করেছেন এ মর্মে আমার জানা নেই তবে কিছু সংখক লোক তাকে বর্জন করেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি পাপাচারী ব্যক্তি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল ও অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী, আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি সত্যবাদী। মুহাম্মাদ বিন বাশ্শার বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/২৬৪)। (হাদীস্র নং ২৫৯)

৭৭. (রাবী নং ১৩২১ তা: ১৩৩১) নামঃ হুসায়ন ইবনুল মুতাওয়াক্কিল বিন আবদুর রহমান বিন হাস্সান আল-হাকিমী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, উপাধিঃ ইবনু আবূ সারিয়্যি, বংশঃ আল-কারশী আল-হাকিমী। তিনি আসকালান ও মিস্বরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী ও আবূ আরূবাহ আল-হাররানী

বলেন, তিনি মিথ্যুক। মুহাম্মাদ বিন আবূ সিররী আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস্ব কেউ গ্রহণ করে না, করণ, তিনি মিথ্যুক। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৬/৪৬৮)। (হাদীস্ব নং ২৬৩, ৩৫৩)

৭৮. (রাবী নং ৮৫৬৫, তাঃ ৭১২৬) নামঃ ইউসুফ বিন ইবরাহীম আত-তামীমী, উপনামঃ আবূ শায়বাহ, বংশঃ আত-তামীমী, তিনি ওয়াসিত নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার থেকে আশ্চর্য ধরনের হাদীস্ব শ্রবণ করা যায়। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/৪১০)। (হাদীস্ব নং ২৬৪, ১৪৭৫)

৭৯. (রাবী নং ৬৯৫৪, তাঃ ৫২০০) নামঃ মুহাম্মাদ বিন দাব আল-মাদীনী, তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল, তিনি মিথ্যুক। ইমাম যাহাবী বলেন, আবূ যুরআহ ও অন্যান্যরা তাকে মিথ্যুক বলেছেন। খালফুল আহমার বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনা করেন। **মানঃ** মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/১৭২)। (হাদীস্ব নং ২৬৫)

৮০. (রাবী নং ১৪০১, তাঃ ১৮৫৪) নামঃ রাবী' বিন বাদর বিন আমর বিন জাররাদ আত-তামীমী আস-সা'দী। উপনামঃ আবুল আলা', উপাধিঃ উলায়্যাহ, বংশঃ আত-তামীমী আস-সা'দী। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৬ জন শিক্ষক ও ৬৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ৪৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন সালিহ বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। উসমান বিন শায়বাহ আল-আবসী, কুতায়বাহ বিন সাঈদ, মুহাম্মাদ বিন উসমান বিন আবূ শায়বাহ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস্ব বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **মানঃ** প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/৬৩)। (হাদীস্ব নং ২৬৯, ৯৭২, ১৫০৮)

৮১. (রাবী নং ২২৩৩, তাঃ ১০৭১) নামঃ হিব্বান বিন আলী আল-আনাযী, উপনামঃ আবূ আলী, আবূ আবদুল্লাহ, বংশঃ আল-আনাযী, তিনি কূফায় ও বাগদাদে বসবাস করতেন এবং বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩৮ জন শিক্ষক ও ৪৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৬ জন থেকে ও তার থেকে ৩০ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল ফারাজ আল-জাওযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি সালিহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ নাস্র বিন মাকূলা বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি তার থেকে কোন হাদীস্ব বর্ণনা করিনি, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/৩৩৯)। (হাদীস্ব নং ২৭০)

Contents

৮২. (রাবী নং ৮৩৬৮, তাঃ ৬৯৯১) নামঃ ইয়াযীদ বিন আবূ যিয়াদ আল-কারশী আল-হাকিমী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, উপাধিঃ ইবনু আবূ যিয়াদ, বংশঃ আল-কারশী আল-হাকিমী, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। মৃত্যুঃ তিনি ৪৯ হিজরীতে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার ৭৩ জন শিক্ষক ও ১১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৭ জন থেকে ও তার থেকে ৩৪ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি কূফার শীয়াদের অন্তর্ভুক্ত। আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ তবে জামহুর উলামাগণ তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। ইবনু মাঈন বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/১৩৫)। (হাদীস নং ২৭০, ৫০৪, ১১৫৯, ১৩৭৯, ১৪৭১, ১৫১৩)

৮৩. (রাবী নং ১৩৮৯, তাঃ ১৭২৭) নামঃ খালীল বিন যাকারিয়্যা আশ-শায়বানী। উপনামঃ আবূ যাকারিয়্যা, উপাধিঃ আবূ যাকারিয়্যা, বংশঃ আশ-শায়বানী, আল-আবদী, তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১৫ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৭ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। কাসিম বিন যাকারিয়্যা বলেন, আল্লাহর শপথ তিনি মিথ্যুক। আবূ আলী ইবনুস সাকান বলেন, তিনি একাধিক মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৩৩৪)। (হাদীস নং ২৭৪)

৮৪. (রাবী নং ৪০০৬, তাঃ ২৯৬১) নামঃ তারীফ বিন শিহাব আস-সা'দী। উপনামঃ আবূ সুফইয়ান, বংশঃ আস-সা'দী, আল-উতারিদী, স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ২১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, সকলে তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা যাবে না। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৩৭৭)। (হাদীস নং ২৭৬, ৫২০, ৮৩৯, ১৩২৪)

৮৫. (রাবী নং ৯১৪, তাঃ ৩৪২) নামঃ ইসহাক বিন আসীদ আল-খুরাসানী, উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, আবূ আবদুর রহমান, তিনি মারওয়াহ, মিসর ও খুরাসানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি প্রসিদ্ধ নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা যায়। ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ বিন বুকায়র বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীসের ইমাম তাওসীক করেননি। **মানঃ** মাকবূল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২/৪১২)। (হাদীস নং ২৭৯)

৮৬. (রাবী নং ১৫৫ তা: ৭৩২১) নাম: আবূ হাফস্ আদ-দিমাশকী। উপনাম: আবূ হাফস্, তিনি দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তার হাদীস্ মুনকার। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩৩/২৫৩)। (হাদীস্ নং ২৭৯)

৮৭. (রাবী নং ৮৪৩৬, তা: ৭০০৮) নাম: ইয়াষীদ বিন তালক। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তাকে স্বিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন । ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার উপর নির্ভর করা যায়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাকবূল। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩২/১৬৬)। (হাদীস্ নং ২৮৩, ১২৫১, ১৩৬৪)

৮৮. (রাবী নং ৪২৭৩, তা: ৩৭৭৪) নাম: আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী। উপাধি: ইবনু আবূ ষায়দ, তিনি মাদীনা, হাররান ও বায়লামান শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। মৃত্যু: ৮৫ হিজরী। তার ১৬ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্ বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্ বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তার হাদীস্ মুনকার। **মান:** হাদীস্ বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৭/৮)। (হাদীস্ নং ২৮৩, ১২৫১, ১৩৬৪)

৮৯. (রাবী নং ৩৪৪৬, তা: ২৪১৮) নাম: সুফইয়ান বিন ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ। উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৮০ জন শিক্ষক ও ৮১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪৭ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্ বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্ বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্ বর্জন করা হয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১১/২০০)। (হাদীস্ নং ২৮৮, ৪০১, ৪১৬, ৪৮২, ১২১৬, ১২১৭, ১৩২১, ১৩৯৮, ১৪৪০)

৯০. (রাবী নং ১৮২৬, তা: ৬৩৯) নাম: বাহর বিন কানীষ আল-বাহিলী, উপনাম: আবুল ফাদল, বংশ: আল-বাহিলী, তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্ বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্ বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি প্রায় প্রত্যেক রিওয়ায়াতে ইদতিরাব করেন। আবূ বাকর আল-বাষ্যার বলেন, তিনি হাদীস্ বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্ দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, আবূ হাতিম আর-রাষী ও ইবরাহীম বিন ইসহাক আল-হারাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল, প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্ গ্রহণ করা যাবে না। **মান:** متروك الحديث । (**তাহযীবুল কামাল:** ৪/১২)। (হাদীস্ নং ২৯১)

৯১. (রাবী নং ৫৪৮৩, তা: ৩৮৫০) নাম: উস্মান বিন আমর বিন সাজ আল-কারশী। উপনাম: আবূ সাজ। বংশ: আল-কারশী আল-হাররানী, তিনি জাযীরাহ নামক স্থনে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৩২

জন শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৩১ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল ফাতহ আল-আয্দী বলেন, তার হাদীস্বের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/৪৬৭)। (হাদীস্ব নং ২৯১)

৯২. (রাবী নং ৭৫১৮, তা: ৫৯৮৫) নামঃ **মুস্আব বিন শায়বাহ বিন জুবায়র** বিন শায়বাহ বিন উস্মান বিন আবূ তালহাহ বিন আবদুল **উয্যা বিন উস্মান বিন আবদুদ দার আল-কারশী আল-আবদারী**। উপাধিঃ **ইবনু** আবূ তালহাহ, বংশঃ **আল-কারশী আল-আবদারী। তিনি মক্কা শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়,** তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হিফয নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে একাধিক হাদীস্ব বর্ণিত হয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে স্বিকাহ বলেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/৩১)। (হাদীস্ব নং ২৯৩, ৫০৭)

৯৩. (রাবী নং ৩৫১৯, তা: ২৪৬৯) নামঃ সালামাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আম্মার বিন ইয়াসার আনাসী আল-মাদীনী। বংশঃ আল-আনাসী, তিনি মদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি তার দাদা কর্তৃক মুরসাল ভাবে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১১/৩১৯)। (হাদীস্ব নং ২৯৪)

৯৪. (রাবী নং ৬৯৩০ তা: ৫১৬৭) নামঃ মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ বিন হায়্যান আত-তামীমী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, উপাধিঃ আল-হাফিয, বংশঃ আত-তামীমী আর-রাযী, তিনি বাগদাদ ও রায় নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৭৪ জন শিক্ষক ও ১৬১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৭ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল, তিনি মিথ্যুক। আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে বর্জন করেছেন, তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তিনি মিথ্যুক। ইসহাক বিন মানসূর বলেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ বিন হুমায়দ ও উবায়দ বিন ইসহাক আল-আত্তার তারা দুজন মিথ্যুক। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাফিয তবে দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। জা'ফার বিন মুহাম্মাদ আত-তয়ালাসী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বলেন, আল্লাহর শপথ তিনি একজন মিথ্যুক ছিলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ফাদালাক আর-রাযী বলেন, ইবনু হুমায়দ থেকে আমার নিকট ১০০০ হাদীস্ব রয়েছে, কিন্তু তা থেকে আমি একটি হরফও বর্ণনা করিনি। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বলেন, তিনি মিথ্যুক, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/৯৭)। (হাদীস্ব নং ২৯৭, ৬৬৬, ১৩০১, ১৫৩২,)

৯৫. (রাবী নং ৪৬০৬, তা: ৩৫০৬) নাম: আবদুল কারীম বিন আবুল মুখারীক, উপনাম: আবূ উমায়্যাহ, উপাধি: ইবনু আবুল মুখারিক, তিনি বাস্রাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। মৃত্যু: ১২৬ হিজরী। তার ৬৪ জন শিক্ষক ও ৬৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৬ জন থেকে ও তার থেকে ৩০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে একমত। ইমাম দারাকুত্নী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বলেন, আহলে ইলমের নিকট তিনি দুর্বল। **মান:** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামাল:** ১৮/২৫৯)। (হাদীস্র নং ৩০৮, ৪২৯, ৬৫৪)

৯৬. (রাবী নং ৫৫৭২, তা: ৩৮৮৯) নাম: আদী ইবনুল ফাদল আত-তায়মী। উপনাম: আবূ হাতিম, বংশ: আত-তায়মী, তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। মৃত্যু: ১৭১ হিজরী। তার ৪৭ জন শিক্ষক ও ৩৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৫ জন থেকে ও তার থেকে ২৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, মানুষেরা তার হাদীস্র গ্রহণ করে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুত্নী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **মান:** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামাল:** ১৯/৫৩৯)। (হাদীস্র নং ৩০৯)

৯৭. (রাবী নং ১৭৬৩, তা: ৭৩৭৬) নাম: ওয়ালীদ। উপনাম: আবূ যায়দ, উপাধি: স্বাহিবুল বাহী (সৌন্দর্যের অধিকারী), তিনি বানী স্বা'লাবাহ এর মাওলা। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি পরিচিত নন। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামাল:** ৩৩/৩৩৪)। (হাদীস্র নং ৩১৯)

৯৮. (রাবী নং ৬৩৩৬, তা: ৪৬৪৮) নাম: ঈসা বিন আবূ ঈসা আল-হান্নাত আল-গিফারী। উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, আবূ মূসা, উপাধি: ইবনু আবূ ঈসা, বংশ: আল-হান্নাত, আল-গিফারী। তিনি মদীনাহ, কূফা ও বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। মৃত্যু: ১৫১ হিজরী কূফায় ইন্তেকাল করেন। তার ১২ জন শিক্ষক ও ২০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান, ইয়া'কূব বিন শায়বাহ ও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস্র প্রত্যাানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই তবে তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। **মান:** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামাল:** ২৩/১৫)। (হাদীস্র নং ৩২৩)

৯৯. (রাবী নং ৩০২৮, তাঃ ২০০৩) নামঃ যামআহ বিন স্বালিহ আল-জুনদী আল-ইয়ামানী। উপনামঃ আবূ ওয়াহব, তিনি ইয়ামান, জুনদ ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২৭ জন শিক্ষক ও ৪২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় কিছু সন্দেহ করতেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি এমন প্রত্যাখ্যানযোগ্য যে, তার কোন হাদীস্ব দলীলযোগ্য নন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, হুকুম-আহকাম এর ব্যাপারে তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও অধিক ভুল করেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/৩৮৬)। (হাদীস্ব নং ৩২৬, ৪০১, ১০৩০)

১০০. (রাবী নং ৬২৯৬, তাঃ ৪৬৭০) নামঃ ঈসা বিন ইয়াযদাদ/আযদাদ বিন ফাসাআহ আল-ইয়ামানী আল-ফারিসী। তিনি ইয়ামান ও পারস্য শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্ব বিশুদ্ধ নয়, তিনি অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা অজ্ঞাত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে মুরসালরূপে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৩/৫৭)। (হাদীস্ব নং ৩২৬)

১০১. (রাবী নং ৫১৮, তাঃ ৩০০) নামঃ ইয়াযদাদ/আযদাদ বিন ফাসাআহ আল-ইয়ামানী আল-ফারিসী। তিনি ইয়ামানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ২য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায়না। ইমাম বুখারী বলেন, তার কোন সঙ্গী-সাথী ছিল না। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/৩১৬)। (হাদীস্ব নং ৩২৬)

১০২. (রাবী নং ৫১৫৩, তাঃ ৩৬৫০) নামঃ আবদুল্লাহ বিন ইয়াহইয়া বিন সুলায়মান আস্ব-স্বাকাফী। উপনামঃ আবূ ইয়া'কূব, আবূ উবাদাহ, উপাধিঃ আত-তাওআম, বংশঃ আস্ব-স্বাকাফী। তিনি বাস্বরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি বায্যারের হাদীস্বের বিপরীত হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/২৯০)। (হাদীস্ব নং ৩২৭)

১০৩. (রাবী নং ১৯১, তাঃ ৭৩৮৫) নামঃ যিয়াদ বিন সাঈদ আল-হিময়ারী আশ-শামী। উপনামঃ আবূ সাঈদ, তিনি হিমস্ব ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস্ব মুত্তাসিল নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, আমি তাকে চিনি না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে তিনি কে তা অজ্ঞাত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/৩৪৫)। (হাদীস্ব নং ৩২৮, ৩৩৭, ৩৩৮)

১০৪. (রাবী নং ২৩৮৮ তা: ১৩৭৮) নাম: হুসায়ন বিন আবদুর রহমান আল-হিময়ারী। উপনাম: আবূ সাঈদ, বংশ: আল-হিবরানী, স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবূ যুরআহ আর-রাযী তাকে শায়খ বলেছেন। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ৬/৫৫০)। (হাদীস্ব নং ৩৩৭, ৩৩৮)

১০৫. (রাবী নং ৬৯৫৯, তা: ৫২০৫) নাম: মুহাম্মাদ বিন যাকওয়ান আল-আযদী। তিনি তাহিয়াহ ও বাসরায় বসবাস করতেন। তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৫ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ রাবী থেকে মুনকার করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মান:** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৫/১৮০)। (হাদীস্ব নং ৩৪১)

১০৬. (রাবী নং ৬২৯১, তা: ৪৬১২) নাম: ইয়াদ বিন হিলাল তবে কেউ কেউ বলেছেন, তিনি হিলাল বিন ইয়াদ। উপাধি: ইবনু আবূ যুহায়র। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা মনে করে যে, তিনি হিলাল বিন ইয়াদ সেটি তাদের ধারণা। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে স্বিকাহ বলেছেন। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ২২/৫৭৩)। (হাদীস্ব নং ৩৪২, ১২০৪)

১০৭. (রাবী নং ৩৪৬৮, তা: ২৪২৪) নাম: সালম বিন ইবরাহীম আল-ওয়াররাক। উপনাম: আবূ মুহাম্মাদ, বংশ: আল-আবদী, স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তার প্রতি সন্তুষ্ট নন, তিনি তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। **মান:** তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল:** ১১/২১২)। (হাদীস্ব নং ৩৪২)

১০৮. (রাবী নং ৯৫৩, তা: ৩৬৭) নাম: ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ বিন সাওয়াদাহ। উপনাম: আবূ সুলায়মান, উপাধি: ইবনু আবূ ফারওয়াহ, বংশ: আল-উমাবী আল-কারশী, তিনি মাদীনা ও শাম শহরে বসবাস করতেন। তিনি মুআবিয়াহ বিন সুফইয়ান এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৮২ জন শিক্ষক ও ৫৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২৮ জন থেকে ও তার থেকে ২৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৭ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, তিনি মিথ্যুক। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে।

মালিক বিন আনাস তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন ও তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, মাদীনী তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/৪৪৬)। (হাদীস্র নং ৩৪৫, ৪৮২, ৭৩৪)

১০৯. (রাবী নং ৭৪৯৭, তাঃ ৫৯৫৮) নামঃ মাসলামাহ বিন আলী বিন খালফ। উপনামঃ আবূ সাঈদ, তিনি দিমাশক, শাম, খুশায়ন ও বায়তুল বালাত নামক স্থানে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৮৯ হিজরী মারওয়াহ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি মধ্য যুগের ও ৮ম স্তরের রাবী। তার ৫২ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৩৫ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, তার ব্যাপারে হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। আবূ বাকর আর-বুরকানী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/৫৬৭)। (হাদীস্র নং ৩৫১, ১৪৩৭)

১১০. (রাবী নং ২০৭৫ তাঃ ৮৭৯) নামঃ জাবির বিন ইয়াযীদ ইবনুল হারিস্র বিন আবদু ইয়াগুস বিন কা'ব ইবনুল হারিস্র বিন মুআবিয়াহ বিন ওয়ায়িল বিন মুরায়ী বিন জু'ফী আল-জু'ফী। উপনামঃ আবূ ইয়াযীদ, আবূ মুহাম্মাদ, আবূ আবদুল্লাহ, বংশঃ আল-জু'ফী, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১২৮ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১২০ জন শিক্ষক ও ৯০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২১ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি মুরজিয়া মতাবলম্বী, তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়, তিনি দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহামদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও রাফিদী মতাবলম্বী। সাঈদ বিন জুবায়র আল-আসদী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তাকে বর্জন করেছেন। লায়স্র বিন আবূ সুলায়ম বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম মুসলিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, আমরা তাকে বর্জন করেছি। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/৪৬৫)। (হাদীস্র নং ৩৫৬, ৭২৭, ৮৫০, ১১৯৩, ১১৯৪, ১২০৮, ১২২৪)

১১১. (রাবী নং ৩১২৭, তাঃ ২১০২) নামঃ যায়দ আল-হাওয়ারী আল-আম্মী। উপনামঃ আবুল হাওয়ারী, তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩৪ জন শিক্ষক ও ৪৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১৬ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফারাজ আল-জাওযী তার মাওদুআত গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। আবূ বাকর আল-বায্যার তাকে স্বালিহ বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। হাসান বিন সুফইয়ান আন-নাসবী তাকে স্রিকাহ বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমাদের নিকট তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১০/৫৬)। (হাদীস্র নং ৩৫৬, ৪১৯, ৪৬৯, ৮২৮)

১১২. (রাবী নং ৮৬০৪, তাঃ ৭১৭৩) নামঃ য়ূনুস ইবনুল হারিস্র আস্র-স্রাকাফী, বংশঃ আস্র-স্রাকাফী, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার৯ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ৯ জন

থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলে, আমরা তাকে খুবই দুর্বল হিসেবে পেয়েছি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/৫০০)। (হাদীস্ব নং ৩৫৭)

১১৩. (রাবী নং ৭৮৭, তাঃ ২৫৯) **নামঃ ইবরাহীম** বিন আবূ মায়মূনা হিজাযী। উপাধিঃ ইবনু আবূ মায়মূনাহ, তিনি হিজায শহরে বসবাস করতেন। **স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের** রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে **২ জন রাবী হাদীস্ব** বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ **আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান ও ইবনু হাজার** আল-আসকালানী বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে **দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছে** কিন্তু তাকে কোন হাদীস্বের ইমাম তাওস্বীক করেননি। ইমাম যাহাবী বলেন, য়ূনুস ইবনুল হারিস্ব ব্যতীত তার থেকে কেউ হাদীস্ব বর্ণনা করেনি। **মানঃ** مجهول الحال **(তাহযীবুল কামালঃ ২/২২৬)**। (হাদীস্ব নং ৩৫৭)

১১৪. (রাবী নং ২৩৬০ তাঃ ১১৭৮) নামঃ হারীশ ইবনুল খিররীত আল-বাস্রারী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়, তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীলগ্রহণযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৫/৫৮৩)। (হাদীস্ব নং ৩৬১)

১১৫. (রাবী নং ৭৫৩৫, তাঃ ৬০০৯) নামঃ মুতাহ্হার ইবনুল হায়স্বাম ইবনুল হাজ্জাজ আত-তায়ী আল-বাস্রারী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্ব বিশুদ্ধ নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি মূসা বিন আলী থেকে মুনকাররূপে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন, যাতে তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আবূ সাঈদ বিন য়ূনুস আল-মিস্রী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। **তাহযীবুল কামাল** ২৮/৮৮) (হাদীস্ব নং ৩৬২)

১১৬. (রাবী নং ৫৭১১, তাঃ ৪০১৩) নামঃ আলকামাহ বিন আবূ হামযাহ আদ-দুবাঈ আল-বাস্রারী। উপাধিঃ ইবনু আবূ **হামযাহ**। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **তাহযীবুল কামাল** ২০/২৯৬) (হাদীস্ব নং ৩৬২)

১১৭. (রাবী নং ২২১৯, তাঃ ১০৫৭) নামঃ হারিস্বাহ বিন আবূ রিজাল মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন হারিস্বাহ বিন নু'মান। উপাধিঃ ইবনু আবূ রিজাল। বংশঃ নাজ্জার। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্ত রঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ২৩ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি

Contents

দুর্বল, তার হাদীস্ব দলীলযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় **দুর্বল**। **তাহযীবুল কামাল** ৫/৩১৩) (হাদীস্ব নং ৩৬৮, ৮০৬, ৮৭৪, ১০৬২)

১১৮. (রাবী নং ১৮৬) নামঃ আবূ ষায়দ আল-কারশী। **উপনামঃ আবূ ষায়দ**। তিনি মাদীনাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ **জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তার সম্পর্কে ১১** জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে **উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন**, তিনি একজন অপরিচিত ব্যক্তি। আবূ **আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী** বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ যুরআহ আর-রাষী বলেন, তিনি **অপরিচিত, তার নাম** উপনাম কিছুই জানা যায় না। আহমাদ বিন হাম্বাল ও ইবরাহীম বিন ইসহাক ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী তাকে মাজহুল বলেছেন। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (হাদীস্ব নং ৩৮৪)

১১৯. (রাবী নং ১৭৯৭, তাঃ ৬৭২৫) নামঃ ওয়ালীদ বিন উকবাহ বিন নিষার আল-আনাসী, আল-কায়সী। **স্তরঃ** তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাষী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **তাহযীবুল কামাল** ৩১/৬২) (হাদীস্ব নং ৩৯১)

১২০. (রাবী নং ৪৬০৮, তাঃ ৩৫০০) নামঃ আবদুল কারীম বিন রাওহ বিন আম্বাসাহ বিন সাঈদ বিন আবূ আয়্যাশ আল-বাষ্যার। উপনামঃ আবূ সাঈদ, উপাধিঃ ইবনু আবূ আয়্যাশ। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি স্বিকাহ তবে তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ১৮/২৪৯) (হাদীস্ব নং ৩৯২)

১২১. (রাবী নং ২৯৭২, তাঃ ১৯৩২) নামঃ রাওহ বিন আম্বাসাহ বিন সাঈদ বিন আবূ আয়্যাশ আল-বাষ্যার। উপাধিঃ ইবনু আবূ আয়্যাশ। বংশঃ আল-কারশী। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **তাহযীবুল কামাল** ৯/২৪৮) (হাদীস্ব নং ৩৯২)

১২২. (রাবী নং ৬২৪৭, তাঃ ৪৫৩২) নামঃ আম্বাসাহ বিন সাঈদ বিন আবূ আয়্যাশ আল-বাষ্যার। উপাধিঃ ইবনু আবূ আয়্যাশ। **স্তরঃ** তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মানঃ মাজহুল** বা অপরিচিত। **তাহযীবুল কামাল** ২২/৪১০) (হাদীস্ব নং ৩৯২)

১২৩. (রাবী নং ৮৪৬৯ তাঃ ৭০৩৫) নামঃ ইয়াষীদ বিন ইয়াদ বিন জা'দাবাহ আল-লায়ষী। উপনামঃ আবুল হাকাম, বংশঃ লায়ষী। তিনি মাদীনাহ, হিজাষ, বাসরাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫১ জন শিক্ষক ও ৩৭ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২৫ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৬ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন,

তিনি হাদীস্নের ব্যাপারে দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী তার হাদীস্ন বর্জন করেছেন। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাষম বলেন, তিনি মিথ্যুক। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন স্নালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্ন বর্ণনায় খুবই দুর্বল। মালিক বিন আনাস তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। মুহাম্মাদ বিন ওয়াদাহ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, আমি আমার সাথীদের বলতে শুনেছি তারা তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** منكر الحديث **তাহযীবুল কামাল** ৩২/২২১) (হাদীস্ন নং ৩৯৮)

১২৪. (রাবী নং ৮৫২৫ তাঃ ৭০৮৯) নামঃ ইয়া'কূব বিন সালামাহ আল-লায়স্নী। তিনি মাদীনাহ ও হিজাযে বসবাস করতেন। **স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক** ও ৩ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ন বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইমাম তিরমিযী ইমাম বুখারী থেকে বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্নটি শুনেছেন এ মর্মে অজ্ঞাত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্ন বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীস্নের ইমাম তাওস্নীক করেননি। ইমাম যাহাবী বলেন তিনি হুজ্জাহ নয়। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে হাদীস্নটি শুনেছেন কিনা তা জানা যায় না। **মানঃ** মাকবূল। **তাহযীবুল কামাল** ৩২/৩৩৫) (হাদীস্ন নং ৩৯৯)

১২৫. (রাবী নং ২০০৮, তাঃ ৮১৯) নামঃ স্নাবিত বিন দীনার আবূ সাফিয়্যাহ আল-আষদী। উপনামঃ আবূ হামষাহ, উপাধিঃ ইবনু আবূ সাফিয়্যাহ, বংশঃ আল-আষদী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ৪৩ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস্ন বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে, তার থেকে হাদীস্ন গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ন বর্ণনায় এতবেশি সন্দেহ করেন যে, তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। আবূ যুরআহ আর-রাষী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস্ন বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও রাফিদী মতাবলম্বী। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেন উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** হাদীস্ন বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ৪/৩৫৭) (হাদীস্ন নং ৪১০)

১২৬. (রাবী নং ৬৩৭৯ তাঃ ৪৭০৪) নামঃ ফায়িদ বিন আবদুর রহমান আল-কূফী, উপনামঃ আবুল ওয়ারকা'। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ২৫ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস্ন বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস্ন বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি দুর্বল, তবে তার থেকে হাদীস্ন গ্রহণ করা যায়। আবূ বাকর আল-বাষ্‌ষার ও আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্ন বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল, আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী ও আব্বাস বিন মুহাম্মাদ আদ-দাওরী তাকে দুর্বল বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি স্নিকাহ নন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি স্নিকাহ নন। **মানঃ** متروك الحديث। **তাহযীবুল কামাল** ২৩/১৩৭) (হাদীস্ন নং ৪১৬, ১৩৮৪)

১২৭. (রাবী নং ৪৫২৫, তা: ৩৪০৬) নাম: আবদুর রহীম বিন যায়দ ইবনুল হাওয়ারী আল-আম্মী, উপনাম: আবূ যায়দ, তিনি বাসরাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। মৃত্যু: ১৮৪ হিজরী। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩৭ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার অনেক হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী তার হাদীস বর্জন করেছেন, তিনি তাকে মুনকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, আহলে ইলমগণ তার ব্যাপারে নিরবতা পালন করেছেন। ইমাম যাহাবী ও ইমাম বুখারী তাকে পরিত্যাগ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মান:** متروك الحديث। **তাহযীবুল কামাল** ১৮/৩৪) (হাদীস নং ৪১৯)

১২৮. (রাবী নং ৪৯৪৯, তা: ৩৪২৪) নাম: আবদুল্লাহ বিন আরাদাহ বিন শায়বান আশ-শায়বানী আস-সাদূসী, উপনাম: আবূ শায়বান, বংশ: আস-সাদূসী, তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আম (ব্যাপক) ভাবে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অনেক সন্দেহ করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। **মান:** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ১৫/২৯৪) (হাদীস নং ৪২০)

১২৯. (রাবী নং ২৬০৯, তা: ১৫৯২) নাম: খারিজাহ বিন মুসআব বিন খারিজাহ আদ-দুবাঈ। উপনাম: আবুল হাজ্জাজ, বংশ: আদ-দুবাঈ, তিনি খুরাসানে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৬৬ জন শিক্ষক ও ৫৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৪২ জন থেকে ও তার থেকে ৩৮ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাফিয নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি গিয়াস বিন ইবরাহীম ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস বর্ণনায় তাদলীস করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি মিথ্যুকদের থেকে তাদলীস করেছেন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি আমাদের নিকট দুর্বল। ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ তাকে বর্জন করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি আমাদের সকল সাথীদের নিকট দুর্বল। **মান:** متروك الحديث। **তাহযীবুল কামাল** ৮/১৬) (হাদীস নং ৪২১)

১৩০. (রাবী নং ৬৮৫৬, তা: ৫৫৪৬) নাম: মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল বিন আতিয়্যাহ বিন উমার বিন খালিদ। উপনাম: আবূ আবদুল্লাহ, তিনি মারওয়া, বাগদাদ, বুখারাহ, খুরাসান ও কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: ১৮০ হিজরী। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩৯ জন শিক্ষক ও ৬৫ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৩০ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাবে তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী তার হাদীস বর্জন করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী তারা সকলে তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু ইরাক বলেন, তার ব্যাপারে

মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। **তাহযীবুল কামাল** ২৬/২৮০) (হাদীস নং ৪২৪)

১৩১. (রাবী নং ৮৩২৭, তাঃ ৬৯০৬) নামঃ ইয়াহইয়া বিন কাসীর আবূ নাদর আল-বাসারী। উপনামঃ আবূ মালিক, আবূ নাদর। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ২২ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১৭ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট সিকাহ নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী **ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল** হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, **তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া** বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। **তাহযীবুল কামাল** ৩১/৫০২) (হাদীস নং ৪৩১)

১৩২. (রাবী নং ৮১১৭, তাঃ ৬৬৬৩) নামঃ ওয়াসিল ইবনুস সায়িব আর-রাকাশী। উপনামঃ আবূ ইয়াহইয়া, বংশঃ আর-রাকাশী, তিনি বাসরাহ ও খুরাসানে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৪৪ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১৫ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি কূফা থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ যুরআহ আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী, ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান ও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** منكر الحديث **তাহযীবুল কামাল** ৩০/৪০১) (হাদীস নং ৪৩৩)

১৩৩. (রাবী নং ২২২ তাঃ ৭৪২১) নামঃ আবূ সাওরাহ আল-আনসারী। তিনি আবূ আয়্যুব আল-আনসারী এর ভাতিজা। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আবূ আয়্যুব থেকে মুনকাররূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। **মানঃ** **তাহযীবুল কামাল** ৩৩/৩৯৪) (হাদীস নং ৪৩৩)

১৩৪. (রাবী নং ৮২৬১, তাঃ ৬৮২৩) নামঃ ইয়াহইয়া বিন রাশিদ আল-মাযিনী। উপনামঃআবূ সাঈদ, উপাধিঃ আল-বারা'। তিনি বাসরাহ ও মিসরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২২ জন শিক্ষক ও ২১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তাকে সিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার মাঝে হাদীসের ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী

বলেন, তিনি স্বালিহ। স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ৩১/২৯৯) (হাদীস্র নং ৪৩৭, ৯২০)

১৩৫. (রাবী নং ৬০৮১, তা: ৪৩৪৮) নামঃ আমর বিন হুসায়ন আল-উকায়লী আল-কিলাবী। উপনামঃ আবূ উস্রমান, তিনি জাষীরাহ ও বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ২৫ জন শিক্ষক ও ৩৭ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১৭ জন থেকে ও তার থেকে ৩৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আষদী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, আমরা তাকে বর্জন করেছি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু ইরাক ও খাতীব আল-বাগদাদী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **মানঃ** মিথ্যুক। **তাহযীবুল কামাল** ২১/৫৮৭) (হাদীস্র নং ৪৪৫)

১৩৬. (রাবী নং ৭৬৩৭, তা: ৬১১১) নামঃ মা'মার বিন মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' আল-কারশী আল-হাকিমী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, উপাধিঃ ইবনু আবূ রাফি', বংশঃ আল-কারশী আল-হাকিমী। তিনি মাদীনায় ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্ত ব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করেছি কিন্তু তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করিনি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুষায়মাহ বলেন, আমি তার হাদীস্র বর্ণনা করা থেকে মুক্ত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** متروك الحديث। **তাহযীবুল কামাল** ২৮/৩২৯) (হাদীস্র নং ৪৪৯, ৭৩২)

১৩৭. (রাবী নং ৭১৫৭, তা: ৫৪৩২) নামঃ মুহাম্মাদ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবূ রাফি' আল-কারশী আল-হাকিমী। উপাধিঃ ইবনু আবূ রাফি', বংশঃ আল-কারশী আল-হাকিমী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২০ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি কূফার শিয়াদের অন্যতম। তার থেকে বর্ণিত ফাদিলাত সম্পর্কিত হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার দুআফা' গ্রন্থে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। **মানঃ** তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। **তাহযীবুল কামাল** ২৬/৩৬) (হাদীস্র নং ৪৪৯, ৭৩২, ১২৪৭, ১২৯৭, ১৩০০, ১৫৫১)

১৩৮. (রাবী নং ১২৮৫, তা: ১২৫১) নামঃ হাসান বিন আলী আন-নাওফালী আল-হাকিমী। বংশঃ আন-নাওফালী আল-হাকিমী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম, আবুল ফারাজ আল-জাওষী, আহমাদ বিন হাম্বাল, আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে

তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ হাতিম আরা-রাযী বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ। **মানঃ** منكر الحديث **তাহযীবুল কামাল** ৬/২৬৪) (হাদীস নং ৪৬৩)

১৩৯. (রাবী নং ৭০২০, তাঃ ৫২৮৮) নামঃ মুহাম্মাদ বিন শুরাহীল। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীর গ্রন্থে বলেন, তিনি কায়স বিন সা'দ থেকে ও তার থেকে মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন যুরারাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **তাহযীবুল কামাল** ২৫/৩৬৭) (হাদীস নং ৪৬৬)

১৪০. (রাবী নং ২৩৫০, তাঃ ১১৭৩) নামঃ হুরায়স বিন আবূ মাতার আমর আল-হুরায়স। উপনামঃ আবূ আমর, উপাধিঃ ইবনু আবূ মাতার। বংশঃ আল-ফাযারী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ২১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১৫ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী ও আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল ফারাজ আল-জাওযী, আবূ জা'ফার আল-উকায়লী, আবূ হাতিম আর-রাযী, আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী, আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। ইবরাহীম বিন ইসহাক আল-হারাবী বলেন, তিনি হুজ্জাহ নন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ৫/৫৬২) (হাদীস নং ৪৭৬, ৫৮০)

১৪১. (রাবী নং ৫৬৭৩ তাঃ ৩৯৮০) নামঃ উকবাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ মা'মার। উপাধিঃ ইবনু আবূ মা'মার। তিনি মাদীনাহ ও হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তিনি ইলম অর্জনে প্রসিদ্ধ নন। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **তাহযীবুল কামাল** ২০/২০৮) (হাদীস নং ৪৮০)

১৪২. (রাবী নং ২১৪০, তাঃ ৯৪০) নামঃ জা'ফার ইবনুয যুবায়র আল-বাহী আল-হানাফী। তিনি দিমাশক, বাসরাহ ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস আমভাবে গ্রহণ করা যাবে না। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল ফারাজ আল-জাওযী বলেন, সকল আহলে ইলমগণ একমত যে তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আল-আহওয়াস ইবনুল মুফাদ্দাল বলেন, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ বলেন, সকল মানুষ তার ব্যাপারে একমত যে, তিনি মিথ্যুক। উসমান বিন আবুল হায়সাম বলেন, তিনি মানুষের মাঝে বড় মিথ্যুক। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী

মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইয়াযীদ বিন হারূন আল-আয়লী বলেন, তিনি মানুষের মাঝে মিথ্যুকদের অন্যতম। **মানঃ** জাল হাদীস্র বর্ণনাকারী। **তাহযীবুল কামাল** ৫/৩২) (হাদীস্র নং ৪৮৪)

১৪৩. (রাবী নং ২৬৯৩, তা: ১৬৬৩) নামঃ খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ মালিক হানী আল-হামদানী। উপনামঃ আবূ হাকিম, উপাধিঃ ইবনু আবূ মালিক, বংশঃ আল-হামদানী, তিনি দিমাশক ও শাম শহরে বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র মুনকারভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সত্যবাদী তবে অধিক ভুল করেন। আবূ যুরআহ আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি স্রিকাহ। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী ও আলী ইবনুল মাদীনী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** তার হাদীস্র প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **তাহযীবুল কামাল** ৮/১৯৬) (হাদীস্র নং ৪৮৭)

১৪৪. (রাবী নং ২৬৯৪, তা: ১৬৬৪) নামঃ খালিদ বিন ইয়াযীদ বিন উমার বিন হুবায়রাহ আল-ফাযারী। বংশঃ আল-ফাযারী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীস্রের ইমাম তাওস্রীক করেননি। ইমাম যাহবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। **মানঃ** مجهول الحال **তাহযীবুল কামাল** ৮/১৯৯) (হাদীস্র নং ৪৯৭)

১৪৫. (রাবী নং ৩১৬৯, তা: ৭৮৫২) নামঃ যায়নাব বিনতু মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস্র বিন ওয়ায়িল বিন হিশাম বিন সাঈদ বিন সা'দ বিন সাহম বিন আমর বিন হুস্রায়স্র বিন কা'ব বিন লুওয়ায়। বংশঃ আস-সাহমী। **স্তরঃ** তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসীও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি অপরিচিত, তার বর্ণিত হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। **মানঃ** مجهول الحال **তাহযীবুল কামাল** ৩৫/১৮৯) (হাদীস্র নং ৫০৩)

১৪৬. (রাবী নং ১৪৭, তা: ৭৩০১) নামঃ আবূ হাবীব বিন ইয়া'লা বিন মুনায়্যাহ বিন উবায়দ বিন হাম্মাম ইবনুল হারিস্র বিন বাকর বিন যায়দ বিন মালিক বিন হানযলাহ। উপনামঃ আবূ হাবীব। বংশঃ আস্র-স্রাকাফী আত-তামীমী। তিনি ইকরিমাহ'র ভাই। **স্তরঃ** তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইমাম যাহাবী তাকে স্রিকাহ বললেও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **তাহযীবুল কামাল** ৩৩/২২৫) (হাদীস্র নং ৫০৭)

১৪৭. (রাবী নং ১৫৫৭, তা: ৪৭৪৭) নামঃ ফাদল বিন মুবাশশির আল-আনস্রারী। উপনামঃ আবূ বাকর, তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্র আমভাবে গ্রহণ করা যাবে না। আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্রিকাহ নামক গ্রন্থে তাকে স্রিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী, আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু

হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, একটি জামাত তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **তাহ্‌যীবুল কামাল** ২৩/২৫১) (হাদীস্র নং ৫১১)

১৪৮. (রাবী নং ৬৩৭০, তাঃ ৭৫৬৬) নামঃ আবূ গুতায়ফ আল-হুযালী। উপনামঃ আবূ গুতায়ফ, বংশঃ আল-হুযালী। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **তাহ্‌যীবুল কামাল** ৩৪/১৭৮) (হাদীস্র নং ৫১২)

১৪৯. (রাবী নং ৪৫৮৪, তাঃ ৩৪৬২) নামঃ আবদুল আযীয বিন উবায়দুল্লাহ বিন হামযাহ বিন সুহায়ব বিন সিনান আশ-শামী আল-হিমস্রী। তিনি হিমস্র ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪২ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায্‌যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে আশ্চর্য ধরনের হাদীস্র শুনা যায়, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্রিকাহ নন তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী ও আলী ইবনুল মাদীনী তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **তাহ্‌যীবুল কামাল** ১৮/১৭০) (হাদীস্র নং ৫১৬)

১৫০. (রাবী নং ৫৩৬৩) নামঃ উবায়দুল্লাহ বিন গালিব আল-হুযালী। উপনামঃ আবুল খাত্তাব, উপাধিঃ ইবনু আবূ হুমায়দ, বংশঃ আল-হুযালী। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ২৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান, আহমাদ বিন শুআয়ব ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষেরা তার হাদীস্র বর্জন করেছে। ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী, ইয়াহইয়া বিন মাঈন, ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান ও দুহায়ম আদ-দিমাশকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** متروك الحديث (হাদীস্র নং ৫৩০)

১৫১. (রাবী নং ৭৯৩, তাঃ ১৫১) নামঃ ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন নাস্রর আল-ইয়াশকুরী। বংশঃ আল-ইয়াশকুরী। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীস্রের ইমাম তাওস্বীক করেননি। ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** তার অবস্থা অজ্ঞাত। **তাহ্‌যীবুল কামাল** ২/৫০) (হাদীস্র নং ৫৩২)

১৫২. (রাবী নং ৭৯৪, তাঃ ১৪৬) নামঃ ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন আবূ হাবীবাহ আল-আনস্রারী। উপনামঃ আবূ ইসমাঈল। উপাধিঃ ইবনু আবূ হাবীবাহ। বংশঃ আশহালী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ৩৬ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র বিশুদ্ধ নয়। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তার মাঝে কিছু

দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি আমাদের শহরে দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল**) (হাদীস্ব নং ৫৩২, ১০৩২)

১৫৩. (রাবী নং ৫৯১৯, তাঃ ৪৩০০) নামঃ **আমর ইবনুল মুস্বান্না** আল-আশজাঈ। তিনি রিক্কাহ নামক স্থানে বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্ব সংরক্ষিত নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, একটি হাদীস্ব ব্যতীত তার কোন পরিচয় সম্পর্কে আমার জানা নেয়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** মাকবূল। **তাহযীবুল কামাল** ২১/৪৯৪) (হাদীস্ব নং ৫৪৮)

১৫৪. (রাবী নং ২৮২১, তাঃ ১৮০৩) নামঃ দালহাম বিন স্বালিহ আল-কিনদী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি বুকায়র বিন আমির ও ঈসা ইবনুল মাসায়্যাব এর চেয়ে আমার নিকট ভালো। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক মুনকার। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইয়াহইয়া বিন মাঈন ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ৮/৪৯৪) (হাদীস্ব নং ৫৪৯)

১৫৫. (রাবী নং ২১২৪, তাঃ ৯১৯) নামঃ জারীর বিন ইয়াযীদ বিন জারীর বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালী। বংশঃ আল-বাজালী। তিনি শাম ও কূফা শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ৪/৫৫১) (হাদীস্ব নং ৫৫১)

১৫৬. (রাবী নং ১৬৮৮ তাঃ ৬১৮৮) নামঃ মুনযির, উপনামঃ আবূ ইয়াহইয়া, স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে কোন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেন নি। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** তার অবস্থা অজ্ঞাত। **তাহযীবুল কামাল** ২৮/৫১৭) (হাদীস্ব নং ৫৫১)

১৫৭. (রাবী নং ৫৯৭৬, তাঃ ৪২৬৫) নামঃ **উমার** বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ খাস্বআম আল-ইয়ামামী। উপাধিঃ ইবনু আবূ খাস্বআম। তিনি ইয়ামামায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী ও আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ যুরআহ আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম বুখারী তারা সকলে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ২১/৪০৮) (হাদীস্ব নং ৫৫৫, ১১৬৭, ১৩৭৪)

১৫৮. (রাবী নং ৭৩৩২, তা: ৫৬৯৯) নাম: মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন আবূ যিনাদ আস্‌-স্বাকাফী। উপাধি: ইবনু আবূ যিয়াদ, বংশ: আস্‌-স্বাকাফী। তিনি ফিলিস্তিন ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৫ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল ফাতহ্‌ আল-আয্‌দী বলেন, তার হাদীস্ব বিশুদ্ধ নয়, তাছাড়া তার সানাদের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, আমি তার সানাদ ও খবরের ব্যাপারে তার উপর ভরসা করি না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি অপরিচিত একজন ব্যক্তি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা অজ্ঞাত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি হুজ্জাহ নন। **মান:** তার অবস্থা অজ্ঞাত। **তাহযীবুল কামাল** ২৭/১৭) (হাদীস্ব নং ৫৫৭)

১৫৯. (রাবী নং ৭৬৯, তা: ৬২১) **নাম:** আয়্যুব বিন কাতান আল-কিনদী। তিনি ফিলিস্তিন শহরে বসবাস করতেন। **স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক** ও **২ জন ছাত্রের নাম** জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে **১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্ব** বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল **ফাতহ্‌** আল-আয্‌দী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি **মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ** হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি বিদআতপন্থি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্বের সানাদে সমস্যা রয়েছে। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মান:** মাকবূল। **তাহযীবুল কামাল** ৩/৪৮৮) (হাদীস্ব নং ৫৫৭)

১৬০. (রাবী নং ৬৩১০, তা: ৪৬২৬) নাম: ঈসা বিন সিনান আল-হানাফী। উপনাম: আবূ সিনান, তিনি বাস্বরাহ, ফিলিস্তিন ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার সানাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্বের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাযিম আল-কুররা' বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল, আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী, ইমাম যাহাবী, আলী ইবনুল মাদীনী, ইয়াহইয়া বিন মাঈন তারা সকলে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মান:** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ২২/৬০৬) (হাদীস্ব নং ৫৬০, ১৪৪৩)

১৬১. (রাবী নং ৩৪৮, তা: ৭৬৪১) নাম: আবূ মা'কিল। উপনাম: আবূ মা'কিল। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান আল-ফারিসী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। **তাহযীবুল কামাল** ৩৪/৩০৮) (হাদীস্ব নং ৫৬৪)

১৬২. (রাবী নং ২১৭২, তা: ৯৬৬) নাম: জুমায়' বিন উমায়র বিন আফাক আত-তায়মী। উপনাম: আবুল আস্বওয়াদ, বংশ: আত-তায়মী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমভাবে তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী ও হাদীস্ব বানিয়ে বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি মানুষের মাঝে মিথ্যুকদের অন্যতম। **মান:** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ৫/১২৪) (হাদীস্ব নং ৫৭৪)

১৬৩. (রাবী নং ৩৮৪৯ তাঃ ২৭৯৫) নামঃ স্বালিহ্ বিন আবুল আখদর আল-ইয়ামামী। উপাধিঃ ইবনু আবুল আখদর। তিনি ইয়ামামাহ ও বাস্রায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি বাস্রায় ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৩৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি যামআহ বিন স্বালিহ থেকে উত্তম। আবূ যুরআহ আর-রাযী, ইমাম তিরমিযী ও আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, আমার সাথীদের বলতে শুনেছি যে, তারা তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ১৩/৮) (হাদীস্র নং ৫৮৯, ১০৯৮)

১৬৪. (রাবী নং ১২২৬, তাঃ ১০৫১) নামঃ হারিস্র বিন ওয়াজীহ আর-রাসিবী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১২জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফারাজ আল-জাওযী ও আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ সুলায়মান আল-খাত্তাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে আমার জানা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী ও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। নাস্র বিন আলী আল-জাহদামী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ৫/৩০৪) (হাদীস্র নং ৫৯৭)

১৬৫. (রাবী নং ৪৯৬৮ তাঃ ৩৪৪০) নামঃ আবদুল্লাহ বিন উমার বিন হাফস্র বিন আস্বিম বিন উমার ইবনুল খাত্তাব আল-কারশী। উপনামঃ আবূ আবদুর রহমান, আবুল কাসিম। উপাধিঃ আস-সুগায়র, বংশঃ আল-কারশী। তিনি মাদীনাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি মাদীনায় ১৭৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬৮ জন শিক্ষক ও ১৭৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২০ জন থেকে ও তার থেকে ৪২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ সাঈদ বিন যূনুস বলেন, তিনি স্বিকাহ। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ১৫/৩২৭) (হাদীস্র নং ৬১২, ১১২৪, ১২৯৫, ১২৯৯, ১৫৯০)

১৬৬. (রাবী নং ১৪৫৭, তাঃ ২৩৯৬) নামঃ সাফার বিন নুসায়র আল-আযদী। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার হাদীস্র এর উপর নির্ভর করা যাবে না। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ১১/১৩৪) (হাদীস্র নং ৬১৭)

১৬৭. (রাবী নং ১৩২৬৩, তাঃ ৮৩৭) নামঃ স্বাবিত বিন উবায়দ আল-আনস্বারী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীস্রের ইমাম তাওস্বীক করেননি। **মানঃ** مجهول الحال **তাহযীবুল কামাল** ৪/৩৮৫) (হাদীস্র নং ৬২৫, ৯৬৯)

১৬৮. (রাবী নং ২৪৫৯ তা: ১৪৬৫) নামঃ হাকীম আল-আস্‌রাম। তিনি বাস্‌রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, এ হাদীস্ব ব্যতীত অন্য কোথাও তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। **মানঃ** সত্যবাদী ও হাসান। **তাহযীবুল কামাল** ৭/২০৭) (হাদীস্ব নং ৬৩৯)

১৬৯. (রাবী নং ৫৮৯৪, তা: ৭৩৪৫) নামঃ উমার বিন উমায়র আল-হাজারী। উপনামঃ আবুল খাত্তাব, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তার জাহালাতের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। **মানঃ** মাকবূল। **তাহযীবুল কামাল** ৩৩/২৮৩) (হাদীস্ব নং ৬৪৫)

১৭০. (রাবী নং ৬৭৩৫ তা: ৫৭৯৯) নামঃ মাহ্‌দূজ আয-যুহলী। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল। ইমাম বুখারী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মানঃ** অপরিচিত। **তাহযীবুল কামাল** ২৭/২৭১) (হাদীস্ব নং ৬৪৫)

১৭১. (রাবী নং ৬১১, তা: ৭৯৫৪) নামঃ উম্মু বাকর। উপনামঃ উম্মু বাকর। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। **মানঃ** তার অবস্থা অজ্ঞাত। **তাহযীবুল কামাল** ৩৫/৩৩৩) (হাদীস্ব নং ৬৪৬)

১৭২. (রাবী নং ৩৪৫৬, তা: ২৬৫৪) নামঃ সাল্লাম বিন সুলায়ম আত-তামীমী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, আবূ সুলায়মান, আবূ আয়্যুব। তিনি খুরাসান, কূফা ও মাদায়িন শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩০ জন শিক্ষক ও ৪৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৭ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার একাধিক হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না, তার হাদীস্বে সন্দেহ থাকে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি একাধিক জাল হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী বলেন, তাকে বর্জনের ব্যাপারে সকলে একমত। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। **মানঃ** متروك الحديث **তাহযীবুল কামাল** ১২/২৭৭) (হাদীস্ব নং ৬৪৯)

১৭৩. (রাবী নং ৬১১৯, তা: ৪৩৫৭) নামঃ আমর বিন খালিদ আল-ওয়াসিতী। উপনামঃ আবূ খালিদ, তিনি ওয়াসিত ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৪ জন শিক্ষক ও ৩১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ২৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, আমভাবে বলা যায় যে, তিনি জাল হাদীস্ব বর্ণনাকারী। আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি জাল হাদীস্ব বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত। আবূ

হাতিম আর-রাষী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ যুরআহ আর-রাষী বলেন, তিনি হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি গায়র ম্বিকাহ। ইসহাক বিন রাহওয়ায় বলেন, তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** متروك الحديث **তাহযীবুল কামাল** ২১/৬০৩) (হাদীস নং ৬৫৭, ১৪৬২)

১৭৪. (রাবী নং ১৩৪৫, তাঃ ১৩৩০) নামঃ হুসায়ন বিন কায়স আর-রাহাবী, উপনামঃ আবূ আলী। উপাধিঃ হানাশ, তিনি ওয়াসিত ও রাহবাহ নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বাযযার ও আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাষী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** متروك الحديث **তাহযীবুল কামাল** ৬/৪৬৫) (হাদীস নং ৬৬৩)

১৭৫. (রাবী নং ৬৬৫৫ তাঃ ৫৭৬০) নামঃ মালিক আত-তায়ী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ২য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মনোযোগী, তবে তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** অপরিচিত। **তাহযীবুল কামাল** ২৭/১৬৯) (হাদীস নং ৬৭৬)

১৭৬. (রাবী নং ২০৮৩, তাঃ ৮৯১) নামঃ জুবারাহ ইবনুল মাগাল্লিস আল-হিম্মানী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৭১ জন শিক্ষক ও ৫৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩০ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি আমার নিকট কাসিম বিন শায়বাহ এর ন্যায় আদাল, তিনি অন্যত্র তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি একজন সৎ ব্যক্তি, তবে হাদীস বর্ণনায় মুনকার, আমি তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করিনি। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীসে ইদতিরাব রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক। **মানঃ** জাল হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। **তাহযীবুল কামাল** ৪/৪৮৯) (হাদীস নং ৬৯৬, ৭৪০, ৭৪১, ৮১৩, ৯০৮, ১০৬৮, ১৩১২, ১৩১৫)

১৭৭. (রাবী নং ৪৩৭৭ তাঃ ৩৮২৮) নামঃ আবদুর রহমান বিন সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ বিন আয়িয। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, উপাধিঃ আল-কারয। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৭ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস নির্ভরযোগ্য নন। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার ও তার পিতার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার মাঝে

দুর্বলতা রয়েছে। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ১৭/১৩২) (হাদীস্র নং ৭১০, ৭৩১, ১১০১, ১১০৭, ১২৭৭, ১২৮৭, ১২৯৪, ১২৯৮)

১৭৮. (রাবী নং ৩২৫৮, তাঃ ২২২২) নামঃ সা'দ বিন আম্মার বিন সা'দ বিন আয়িয। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীস্রের ইমাম তাওস্নীক করেননি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি পরিচিত নন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীস্রের ইমাম তাওস্নীক করেননি। **মানঃ** মাকবূল। **তাহযীবুল কামাল** ১০/২৯২) (হাদীস্র নং ৭১০, ৭৩১, ১১০১, ১১০৭, ১২৭৭, ১২৮৭, ১২৯৪, ১২৯৮)

১৭৯. (রাবী নং ৭৪০৩, তাঃ ৫৮৭৩) **নামঃ মারওয়ান** বিন সালিম আল-গিফারী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, আবূ সালামাহ। **বংশঃ গিফারী। তিনি জাযীরাহ ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ** তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২২ জন **শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২০ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্র** বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ **আবূ আহমাদ আল-হাকিম** বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নন। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়।, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ বাকর আল-বায্যার ও আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই মুনকার, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আরূবাহ আল-হাররানী বলেন, তিনি হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি স্নিকাহ নন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি **স্নিকাহ নন,** متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্নিকাহ নন। **মানঃ** متروك الحديث **তাহযীবুল কামাল** ২৭/৩৯২) (হাদীস্র নং ৭১২)

১৮০. (রাবী নং ১৩৪৪, তাঃ ১৩২৯) নামঃ হুসায়ন বিন ঈসা বিন মুসলিম আল-হানাফী। উপনামঃ আবূ আবদুর রহমান, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার কিছু হাদীস্র মুনকার। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার ব্যাপারে আমার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মাজহূল বা অপরিচিত। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ৬/৪৬৩) (হাদীস্র নং ৭২৬)

১৮১. (রাবী নং ২৪৩৪) নামঃ হাফস্র বিন উমার আল-আব্বরাক। উপাধিঃ ইবনু আবূ রাসাম। বংশঃ আব্বরাক। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি কূফার অধিবাসী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যা কথা বলেন, ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে আমার জানা নেই। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীস্রের ইমাম তাওস্নীক করেননি। **মানঃ** مجهول الحال। (হাদীস্র নং ৭২৭)

১৮২. (রাবী নং ৪২১৭, তা: ৩৬৯৫) নাম: আবদুল জাব্বার বিন উমার আল-আয়লী। উপনাম: আবূ স্বাব্বাহ, আবূ উমার। বংশ: আল-উমাবী। তিনি আফরীকাহ ও আয়লাহ শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যু: ১৬১ হিজরী। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৭ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি স্বালিহ তবে যুহরী থেকে মুনকাররূপে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ ও দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি স্বিকাহ। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া আয-যাহাবী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল, তার মাঝে সমস্যা নেই তবে তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। তাহযীবুল কামাল ১৭/৩৮৮) (হাদীস্র নং ৭৩৪)

১৮৩. (রাবী নং ১৭৬৪, তা: ৬৭৪৫) নাম: ওয়ালীদ বিন আবুল ওয়ালীদ উস্মান আল-কারশী। উপনাম: আবূ উস্মান। উপাধি: ইবনু আবুল ওয়ালীদ। বংশ: আল-উমাবী আল-কারশী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ২৬জন শিক্ষক ও ১৭জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৯জন থেকে ও তার থেকে ১০জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কখনো কখনো কিছু রেওয়ায়াতে স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্র বর্ণনায় করেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন স্বালিহ তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে শিথিল অর্থাৎ তিনি যাচাই বাছই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ। মান: স্বিকাহ। তাহযীবুল কামাল ৩১/১০৭) (হাদীস্র নং ৭৩৫)

১৮৪. (রাবী নং ৩১৩৩, তা: ২০৯৩) নাম: যায়দ বিন জাবীরাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ জাবীরাহ ইবনুদ দহ্হাক আল-আনস্বারী। উপনাম: আবূ জাবীরাহ, উপাধি: ইবনু আবূ জাবীরাহ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায় ও দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায় ও দুর্বল। মান: متروك الحديث তাহযীবুল কামাল ১০/৩৪) (হাদীস্র নং ৭৪৬, ৭৪৮)

১৮৫. (রাবী নং ৫৪৭৭, তা: ৩৭৮৭) নাম: উতবাহ বিন ইয়াকযান আর-রাসী। উপনাম: আবূ আমর। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১২ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনা করার জন্য উপযুক্ত নন। মান: হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। তাহযীবুল কামাল ১৯/৩২৬) (হাদীস্র নং ৭৪৭)

Contents

১৮৬. (রাবী নং ১৯৮) নামঃ আবূ সাঈদ আশ-শামী। উপনামঃ আবূ সাঈদ, তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (হাদীস্র নং ৭৪৭, ১৫২৫)

১৮৭. (রাবী নং ২৬৩১, তাঃ ১৫৯৬) নামঃ খালিদ বিন ইয়াস বিন স্বাখর বিন উবায়দ বিন হুযায়ফাহ বিন গানিম বিন আমির বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দ বিন উওয়ায়জ। উপনামঃ আবুল হায়স্রাম। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৬ জন শিক্ষক ও ২৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৪ জন থেকে ও তার থেকে ৪৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায্‌যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث। তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়।. তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমীযী বলেন, হাদীস্র বিশারদের নিকট তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث। তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি দুর্বল। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, তিনি সকলের নিকট দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল, তার হাদীস্র দ্বারা হুকুম-আহকামের জন্য দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। মুহাম্মাদ ইবনু মুস্রান্না বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আম্মার তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** متروك الحديث। **তাহযীবুল কামাল** ৮/২৯) (হাদীস্র নং ৭৬০, ১৫০২)

১৮৮. (রাবী নং ৮৮৬, তাঃ ২৪৮) নামঃ ইবরাহীম বিন মুসলিম আল-আবদী। উপনামঃ আবূ ইসহাক, উপাধিঃ আল-হাজারী, বংশঃ আল-আবদী, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ৫২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বিশারদের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ভুল করতেন। ইবরাহীম বিন ইসহাক বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **তাহযীবুল কামাল** ২/২০৩) (হাদীস্র নং ৭৭৭, ১৫০৩, ১৫৯২)

১৮৯. (রাবী নং ৩৫৮৯, তাঃ ২৫১১) নামঃ সুলায়মান বিন দাউদ বিন মুসলিম আল-হানী। উপনামঃ তিনি বাস্‌রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী তার হাদীস্রের মাঝে বলেন, তার বর্ণনা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **তাহযীবুল কামাল** ১১/৪১৫) (হাদীস্র নং ৭৮১)

১৯০. (রাবী নং ৪৪৯৫, তাঃ ৩৯৭১) নামঃ আবদুর রহমান বিন মিহরান আল-মাদীনী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, বংশঃ আল-হাকিমী, তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আয্‌দী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইবনু

হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। **মানঃ** ইবনু হিব্বান তাকে এককভাবে স্বিকাহ বলেছেন। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/৪৪৫) (হাদীস্ব নং ৭৮২)

১৯১. (রাবী নং ১৮৭৪, তাঃ ৬৮৭). নামঃ বিশর বিন রাফি' আল-হারিস্বী। উপনামঃ আবুল আস্ববাত, বংশঃ আল-হারিস্বী। তিনি ইয়ামামাহ ও নাজরানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বাষ্যার বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে হাদীস্বের ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** منكر الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/১১৮) (হাদীস্ব নং ৮১৪, ৮৫৩, ১৫৪৫)

১৯২. (রাবী নং ৮৪৫৬ তাঃ ৭৭৪২) নামঃ ইয়াযীদ বিন আবদুল্লাহ বিন মুগাফফাল বিন আবদু নুহম বিন আফীফ বিন আসহাম বিন রাবীআহ বিন আদী বিন স্বা'লাবাহ বিন যুআয়ব। বংশঃ আল-মুযনী। তিনি বাস্বরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে কোন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়নি। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৫৫৮) (হাদীস্ব নং ৮১৫)

১৯৩. (রাবী নং ৭৫৯৫, তাঃ ৬০৬৮) নামঃ মুআবিয়াহ বিন ইয়াহইয়া আস্ব-স্বাদাফী। উপনামঃ আবূ রাওহ, তিনি দিমাশক, শাম, স্বাদাফ, রায় ও মিস্বরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৩ জন শিক্ষক ও ২৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, আমভাবে তার হাদীস্বের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে। আবূ বাকর আল-বাষ্যার বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল ও তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমরা তাকে বর্জন করেছি। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি দুর্বল, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় খুবই দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। মূসা বিন সালামাহ তাকে বর্জন করেছেন ও তার থেকে কোন হাদীস্ব গ্রহণ করেননি। **মানঃ হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল।** (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/২২১) (হাদীস্ব নং ৮৪২)

১৯৪. (রাবী নং ৪০২১, তাঃ ২৯৭৮) নামঃ তালহাহ বিন আমর বিন উস্বমান আল-হাদরামী। তিনি হাদরামাওত ও মক্কায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি মক্কায় ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১২ জন শিক্ষক ও ৬৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ৪৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্ব বিশারদের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বাষ্যার বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম যাহাবী ও দহ্হাক বিন মাখলাদ তাকে দর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম

বুখারী বলেন, আহলে ইলমের নিকট তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৪২৭) (হাদীস্র নং ৮৫৭)

১৯৫. (রাবী নং ২৯৪৭, তাঃ ১৯২১) নামঃ রিফদাহ বিন কাদাআহ আল-গাস্সানী। তিনি দিমাশক ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। হিশাম বিন আম্মার আদ-দিমাশকী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৯/২১২) (হাদীস্র নং ৮৬১)

১৯৬. (রাবী নং ৫৯৪৭ তাঃ ৪২৩৩) নামঃ উমার বিন আবূ উমার রিয়াহ আল-আবদী। উপনামঃ আবূ হাফস্, উপাধিঃ ইবনু আবূ উমার, তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, অনেকে তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস তাকে পরিত্যাগ করেছেন। **মানঃ** মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৩৪৬) (হাদীস্র নং ৮৬৫)

১৯৭. (রাবী নং ৪৯৪৬, তাঃ ৩৪২০) নামঃ আবদুল্লাহ বিন উস্রমান বিন আতা' বিন আবূ মুসলিম আল-খুরাসানী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ। উপাধিঃ ইবনু আবূ মুসলিম। তিনি রামল, শাম ও খুরাসান শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি দুর্বলদের থেকে হাদীস্র বর্ণনা না করলে তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায়। ইবুন আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে স্বালিহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, আবূ হাতিম বলেন, কোন সমস্যা নেই। মূসা বিন সাহল আর-রামলী বলেন, তিনি আবূ তাহির আল-মুকাদ্দাসী এর থেকে উত্তম কারণ, আবূ তাহির একজন মিথ্যুক। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/২৮৬) (হাদীস্র নং ৮৭২)

১৯৮. (রাবী নং ৪০১২, তাঃ ২৯৬৮) নামঃ তালহাহ বিন যায়দ আল-কারশী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, আবূ মিসকীন, তিনি ওয়াসিত, দিমাশক, রিক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৬ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ২৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একাধিক হাদীস্র মুনকার। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি জাল হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল, তার থেকে তিনি হাদীস্র গ্রহণ করেননি। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করেন। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি বানিয়ে হাদীস্র বর্ণনা করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে

রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। সালিহ বিন মুহাম্মাদ তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করেননি। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি হাদীস্র বানিয়ে বর্ণনা করতেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৩৯৫) (হাদীস্র নং ৮৭২)

১৯৯. (রাবী নং ২৮৫০, তাঃ ১৮৩০) নামঃ রাশিদ বিন আবূ রাশিদ। উপাধিঃ **ইবনু আবূ রাশিদ। স্তরঃ** তিনি ৪র্থ **স্তরের রাবী।** তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও **তার থেকে ১ জন** রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ **আহমাদ বিন হাম্বাল** বলেন, তার ব্যাপারে জারাহ ও তা'দীল সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** مجهول الحال **(তাহযীবুল কামালঃ** ৯/১৮) (হাদীস্র নং ৮৭২)

২০০. (রাবী নং ৭৮৮৫ তাঃ ৭৫৩০) নামঃ আবূ উমার নাশীত। উপনামঃ আবূ আমর, আবূ উমার, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৬ষ্ঠ **স্তরের রাবী।** তার ২ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি শারীক এর উসতায, তিনি স্বিকাহ। **মানঃ** স্বিকাহ। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/১১৫) (হাদীস্র নং ৮৭৯)

২০১. (রাবী নং ৯৭৭, তাঃ ৩৯২) নামঃ **ইসহাক** বিন ইয়াযীদ আল-হুযালী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি **৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়।** তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী **হাদীস্র বর্ণনা করেছেন।** তার **সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র** বিশারদের **মন্তব্য** পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি **মাজহুল** বা অপরিচিত। **মানঃ** তার অবস্থা অজ্ঞাত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২/৪৯৪) (হাদীস্র নং ৮৯০)

২০২. (রাবী নং ৫২০১, তাঃ ৭৫৯৯) নামঃ আবদুল মালিক বিন হুসায়ন বিন মালিক আন-নাখঈ। উপনামঃ আবূ মালিক, উপাধিঃ ইবনু আবুল হুসায়ন, বংশঃ আন-নাখঈ। **স্তরঃ** তিনি ৭ম **স্তরের রাবী।** তার ৩৩ জন শিক্ষক ও ২৭ **জন ছাত্রের নাম জানা যায়।** তিনি ২৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন **হাদীস্র বিশারদের** মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায্যার ও আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস তারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/২৪৭) (হাদীস্র নং ৮৯৫)

২০৩. (রাবী নং ১৫২২, তাঃ ৪৫৬৯) নামঃ আলা' বিন যায়দ আস্র-স্বাকাফী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, উপাধিঃ ইবনু যায়দ, বংশঃ আস্র-স্বাকাফী। তিনি আয়লাহ ও বাসরায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৮ **জন ছাত্রের** নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী ও আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী বলেন, তার মিথ্যা বলার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। **মানঃ** মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৫০৬) (হাদীস্র নং ৮৯৬)

২০৪. (রাবী নং ৪০৬৯, তা: ৩০১৪) নামঃ আসিম বিন উবায়দুল্লাহ বিন আসিম বিন উমার ইবনুল খাত্তাব। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৩২ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ৩১ জন শিক্ষক ও ৪৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয় এমনকি তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করাও যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বলতার দিক থেকে প্রসিদ্ধ। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু আবূ আসিম তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/৫০০) (হাদীস নং ৯০৭, ১০২০, ১৪৫৬, ১৫৪৬)

২০৫. (রাবী নং ৭৫১৩, তা: ৫৯৮০) নামঃ মুসআব বিন স্বাবিত বিন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র ইবনুল আওওয়াম আল-কারশী আল-হাকিমী আল-আসদী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ। বংশঃ আল-কারশী আল-হাকিমী আল-আসদী। জন্মঃ ৮৪ হিজরী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি মাদীনায় ১৫৭হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন,তিনি সত্যবাদী তবে হাদীস বর্ণনায় ভুল করেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমি দেখেছি তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল মানুষেরা তার হাদীসের ব্যাপারে কখনো প্রশংসা করেনি। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি আবিদ তবে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/১৮) (হাদীস নং ৯১৫)

২০৬. (রাবী নং ৫২৩৮ তা: ৩৫৫৭) নামঃ আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ আল-হিময়ারী। উপনামঃ আবুয যুরাকা' তিনি সনআ নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৩ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি এককভাবে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। সুলায়মান বিন আবদুর রহমান আদ-দিমাশকী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৮/৪০৫) (হাদীস নং ৯১৯)

২০৭. (রাবী নং ৩৫২৮ তা: ৭২৬৮) নামঃ সুলামী বিন আবদুল্লাহ বিন সুলামী আল-হুযালী। উপনামঃ আবূ বাকর, বংশঃ আল-হুযালী। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৯ জন শিক্ষক ও ৬৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করলেও তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইবরাহীম বিন ইসহাক বলেন, তিনি হুজ্জাহ নন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার

থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন জা'ফার বলেন, তিনি মিথ্যা বলতেন। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/১৫৯) (হাদীস নং ৯২১)

২০৮. (রাবী নং ৯৯২, তাঃ ৪২২) নামঃ ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আল-আহওয়াল আত-তায়মী। উপনামঃ আবূ ইয়াহইয়া, বংশঃ আত-তায়মী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২১ জন শিক্ষক ও ২৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি এতই ভুল করেন যে, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। আহমাদ বিন শুআয়ব, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী, আলী ইবনুল মাদীনী ও ইমাম মুসলিম তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি আমার নিকট ইবনু নুমায়র থেকেও দুর্বল। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/৩৮) (হাদীস নং ৯২৬)

২০৯. (রাবী নং ৫৪০০, তাঃ ৩৬৫৮) নামঃ উবায়দুল্লাহ বিন আবদুর রহমান ইবনু মাওহিব আল-কারশী আত-তায়মী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, বংশঃ আল-কারশী আত-তায়মী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৬ জন শিক্ষক ও ২৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৬ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায়। আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি সিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সালিহ। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী তাকে সিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল, অন্যত্র বলেন, তিনি সিকাহ। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/৮৪) (হাদীস নং ৯৪৬)

২১০. (রাবী নং ৬৫০৪, তাঃ ৪৯৩২) নামঃ কায়স আল-মাদীনী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার থেকে তার ছেলে মুহাম্মাদ ব্যতীত কেউ হাদীস বর্ণনা করেনি। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/৯৩) (হাদীস নং ৯৪৮)

২১১. (রাবী নং ৮০৪৫ তাঃ ৬৫৭৫) নামঃ হিশাম বিন যিয়াদ বিন আবূ ইয়াযীদ আল-কারশী। উপনামঃ আবুল মিকদাম, উপাধিঃ ইবনু আবী ইয়াযীদ, ইবনু আবী হিশাম। বংশঃ আল-কারশী। তিনি মারওয়াহ ও বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২৭ জন শিক্ষক ও ৪৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ৩৬ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়র সিকাহ। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী ও আলী ইবনুল মাদীনী তারা সকলে

বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ বলেন, তার হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/২০০) (হাদীস্ব নং ৯৫৯, ১৫১২, ১৬০০)

২১২. (রাবী নং ২৭৬৩, তাঃ ১৭৪৯) নামঃ দারিম আল-কূফী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৮/৩৭৫) (হাদীস্ব নং ৯৬২)

২১৩. (রাবী নং ৭৯৯২, তাঃ ৬৫৩১) নামঃ হারূন বিন হারূন বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাররার ইবনুল হুদায়র আল-কারশী আত-তায়মী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, আবূ মুহাররার, বংশঃ আল-কারশী আত-তায়মী আল-হুদায়রী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার একাধিক হাদীস্ব আছে যার অনুসরণ করা যায় না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়।, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/১১৯) (হাদীস্ব নং ৯৬৪)

২১৪. (রাবী নং ৬০৪৪, তাঃ ৪৪৯৫) নামঃ ইমরান বিন আবদ আল-মুআফারী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, তিনি মিস্‌রে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি স্বিকাহ। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৩৩৭) (হাদীস্ব নং ৯৭০)

২১৫. (রাবী নং ১৮৩০, তাঃ ৬৪৬) নামঃ বাদর বিন আমর বিন জাররাদ আত-তায়মী। বংশঃ আত-তায়মী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/২৮) (হাদীস্ব নং ৯৭২)

২১৬. (রাবী নং ৬১০৭, তাঃ ৪৩৩৭) নামঃ আমর বিন জাররাদ আত-তায়মী। বংশঃ আত-তায়মী। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন (রাবী' বিন বাদর) রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৫৬৫) (হাদীস্ব নং ৯৭২)

২১৭. (রাবী নং ৪২৩৮, তাঃ ৩৭১৭) নামঃ আবদুল হামীদ বিন সুলায়মান আল-খুযাঈ। উপনামঃ আবূ উমার। বংশঃ আল-খুযাঈ। তিনি মাদীনাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১৯ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার

সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবুল কাসিম বিন বিশকাওয়াল বলেন, তিনি দুর্বল ছাড়া কিছুই না। আবূ আহমাদ বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন ও সানাদে পরিবর্তন করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি স্বিকাহ নন। ইবরাহীম বিন আবদুল্লাহ আল-হারূবী বলেন, তিনি মুখান্নাস বা হিজড়া। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ জাযারাহ বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। **মান:** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৬/৪৩৪) (হাদীস্ব নং ৯৮১)

২১৮. (রাবী নং ৪০০৯, তা: ৭৮৮৩) নাম: তালহাহ, উপনাম: উম্মু গুরাব, স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মান:** অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩৫/২২৫) (হাদীস্ব নং ৯৮২)

২১৯. (রাবী নং ৫৬৯৪, তা: ৭৮৯৪) নাম: আকীলাহ। তিনি বানী ফাযারাহ এর মাওলা ও আলী বিন গুরাব এর দাদী। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মান:** অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩৫/২৪১) (হাদীস্ব নং ৯৮২)

২২০. (রাবী নং ৫৭২৮) নাম: আলী বিন ইসমাঈল। স্তর: তিনি দ্বাদশ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইমাম যাহাবী তাকে শায়খ হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। **মান:** মাকবূল। (হাদীস্ব নং ৯৮৮)

২২১. (রাবী নং ৭৯৮৬, তা: ৬৫২৪) নাম: হারূন বিন মুসলিম আল-বাসরী। উপনাম: আবুল হাসান। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে স্বিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি স্বিকাহ। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩০/১০৪) (হাদীস্ব নং ১০০২)

++২২২. (**রাবী নং ৫৭৫**, তা: ৫২৩) **নাম:** আশআস্ব বিন সাঈদ আল-বাসরী আস-সাম্মান। উপনাম: আবূ রাবী', তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৬ জন শিক্ষক ও ৩৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি সিকহ নয়, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। হুশায়ম বিন বুশায়র আল-ওয়াসিতী বলেন, তিনি মিথ্যুক ছিলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তিনি দুর্বল। **মান:** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩/২৬১) (হাদীস্ব নং ১০২০)

২২৩. (রাবী নং ৯৮৭, তা: ৪৩৫) নাম: ইসমাঈল বিন আবূ হাবীবাহ বিন ওয়াকিদ। উপাধি: ইবনু আবূ হাবীবাহ। বংশ: আল-আশহাল। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত, কেউ তাকে সিকাহ বলেননি। **মান:** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩/৬১) (হাদীস নং ১০৩১)

২২৪. (রাবী নং ৪৪৭১, তা: ৩৯৪২) নাম: আবদুর রহমান বিন কায়সান বিন জারীর। উপনাম: আবূ জারীর। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। **স্তর:** তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার অবস্থা অজ্ঞাত। **মান:** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৭/৩৭১) (হাদীস নং ১০৫০, ১০৫১)

২২৫. (রাবী নং ৫৯৪১, তা: ৪২২৩) নাম: **উমার বিন হায়্যান আদ-দিমাশকী।** তিনি দিমাশক শহরে বসবাস করতেন। **স্তর:** তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি কে তা আমার জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ২১/৩১৩) (হাদীস নং ১০৫৫)

২২৬. (রাবী নং ৫৫৪৯, তা: ৩৮৫৩) নাম: উসমান বিন ফায়িদ আল-কারশী। উপনাম: আবূ লুবাবাহ। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। **স্তর:** তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ১৪ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তার মাওদুআত গ্রন্থে তার হাদীস উল্লেখ করেছেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি সিকাহ রাবী থেকে মুনকাররূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু ইরাক বলেন, তার ব্যাপারে জাল হাদীস বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। **মান:** জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৯/৪৭৪) (হাদীস নং ১০৫৬)

২২৭. (রাবী নং ৭৬৯৯ তা: ৬২২৩) নাম: মাহদী বিন আবদুর রহমান বিন উবায়দাহ বিন খাতির। তিনি দিমাশক ও শাম শহরে বসবাস করতেন। **স্তর:** তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ২৮/৫৯০) (হাদীস নং ১০৫৬)

২২৮. (রাবী নং ৭৯৬, তা: ১৪৮) নাম: ইবরাহীম বিন ইসমাঈল বিন মুজাম্মি' বিন ইয়াযীদ বিন জারিয়াহ। উপনাম: আবূ ইসহাক। তিনি মক্কা ও মাদীনায় বসবাস করতেন। **স্তর:** তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩৬ জন শিক্ষক ও ২৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইরসাল করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল ও متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি আমাদের শহরে দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নূরুদ্দীন আল-হায়সামী বলেন, তিনি দুর্বল। **মান:** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল:** ২/৪৫) (হাদীস নং ১০৬৯, ১৩৩৯)

২২৯. (রাবী নং ১৭৭১, তা: ৬৬৯৮) **নাম**: ওয়ালীদ বিন বুকায়র আত-তায়মী আত-তহাবী। উপনাম: আবূ খাব্বাব, আবূ জান্নাব, বংশ: আত-তায়মী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১৫ জন শিক্ষক ও ১৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার ম্বিকাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম যাহাবী তাকে ম্বিকাহ বলেছেন। **মান**: মাকবূল। (**তাহযীবুল কামাল**: ৩১/৫) (হাদীস্ব নং ১০৮১)

২৩০. (রাবী নং ৫০৪৪, তা: ৩৫৫২) **নাম**: আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-আদাবী। উপনাম: আবুল খাব্বাব। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার বর্ণিত হাদীস্ব দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনা করেন। **মান**: তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল**: ১৬/১০২) (হাদীস্ব নং ১০৮১)

২৩১. (রাবী নং ৩৩০৬, তা: ২২৪৩) **নাম**: সাঈদ বিন বাশীর আল-আযদী। উপনাম: আবূ হিশাম, আবূ সালামাহ, আবূ আবদুর রহমান। তিনি দিমাশক, বাস্রাহ ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৩১ জন শিক্ষক ও ৫৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ৩৯ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৯ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি আমাদের নিকট স্বালিহ। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্বের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নন। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন পরে তা বর্জন করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস তার থেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছিলেন পরে তা ত্যাগ করেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তিনি কাদারিয়া মতাবলম্বী। ইমাম বুখারী বলেন, তার হিফযের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মান**: হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**: ১০/৩৪৮) (হাদীস্ব নং ১০৯৩)

২৩২. (রাবী নং ২৯৯১, তা: ১৯৫৩) **নাম**: যাব্বান বিন ফায়িদ আল-মিস্রী। উপনাম: আবূ জুওয়ায়ন। তিনি মিস্রে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বালিহ। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় অধিক মুনকার করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া বলেন তিনি আমাদের নিকট মুনকার। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মান**: আদালাত ও স্বিলাহাত এর সাথে দুর্বল। (**তাহযীবুল কামাল**: ৯/২৮১) (হাদীস্ব নং ১১১৬)

২৩৩. (রাবী নং ৩৩৪৪, তাঃ ২২৯৫) নামঃ সাঈদ বিন সিনান আশ-শামী। উপনামঃ আবূ মাহদী। তিনি হিমস্, ফিলিস্তিন ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১৭ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তার স্মৃতি শক্তি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট হাদীস্রের ব্যাপারে দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণণায় মুনকার ও দুর্বল। আবূ নাস্র বিন মাকূলা বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম মুসলিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১০/৪৯৫) (হাদীস্র নং ১১২০)

২৩৪. (রাবী নং ৫৯২৯ তাঃ ৪২১১) নামঃ উমার বিন হাবীব বিন মুহাম্মাদ বিন মুজাহিদ বিন সুবায়' ইবনুল হারিস্র বিন আবদুল হারিস্র বিন আসাদ বিন কা'ব বিন জান্দাল আল-আদাবী। তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি বাস্রায় ২০৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২৫ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ৩২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, আমরা তার থেকে একটি হরফও লিখিনি। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি দুর্বল, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/২৯০) (হাদীস্র নং ১১২১)

২৩৫. (রাবী নং ৭৬০৯, তাঃ ৬০৮৩) নামঃ মা'দী বিন সুলায়মান আল-বাস্রারী। উপনামঃ আবূ সুলায়মান, তিনি বাস্রায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি যখন এককভাবে বর্ণনা করবেন তখন তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য হবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলে, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/২৫৮) (হাদীস্র নং ১১২৭)

২৩৬. (রাবী নং ৬৭০৯, তাঃ ৫৭৬৯) নামঃ মুবাশশির বিন উবায়দ ইবনুল হাজ্জাজ বিন আরতাহ। উপনামঃ আবূ হাফস্, তিনি হিমস্, শাম ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী তাকে দুর্বলতার দিকে নিসবাত করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি বানিয়ে

হাদীস্র বর্ণনা করেন ও মিথ্যা বলেন। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** متروك الحديث **(তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/১৯৪) (হাদীস্র নং ১১২৯, ১৪৬১)

২৩৭. (রাবী নং ৫১৪০, তাঃ ৩৬৩৭) নামঃ আবদুল্লাহ বিন ওয়াকিদ। তিনি দিমাশকে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/২৫৮) (হাদীস্র নং ১১৩৪)

২৩৮. (রাবী নং ৬৪৪২ তাঃ ৪৭৭৭) **নামঃ কাবূস বিন আবূ যবইয়ান হুসায়ন বিন জুনদুব। উপাধিঃ ইবনু আবূ যবইয়ান। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্র** বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তাকে স্বিকাহ বলেছেন। **মানঃ** মাকবূল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২৩/৩২৭) (হাদীস্র নং ১১৫৬)

২৩৯. (রাবী নং ৫৪৫১, তাঃ ৩৭৬০) **নামঃ** উবায়দাহ বিন মুআত্তাব। উপনামঃ আবূ আবদুল কারীম, আবূ আবদুর রহীম। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১৭ জন শিক্ষক ও ৩৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, মানুষেরা তার হাদীস্র বর্জন করেছে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক নয়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/২৭৩) (হাদীস্র নং ১১৫৭)

২৪০. (রাবী নং ৫২০৭ তাঃ ৩৫৭২) **নামঃ** আবদুল মালিক ইবনুল ওয়ালীদ বিন মা'দান। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস্র বর্ণনা করেছেন যেগুলোর অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র দ্বারা দলীল প্রদান করা ঠিক নয়। আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সামালোচনা রয়েছে। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে সালিহ বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৮/৪৩১) (হাদীস্র নং ১১৬৬)

২৪১. (রাবী নং ৪৭৯৯, তাঃ ৩২৫৪) **নামঃ** আবদুল্লাহ বিন রাশিদ আয-যাওফী। উপনামঃ আবূ দহ্হাক, আবূ দাহিয়্যাহ। তিনি বাসরাহ, যাওফ ও মিসরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭

জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম দারাকুত্বীন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি পরিচিত নন। বাদরুদ্দীন আল-আয়নী বলেন, তিনি স্থিকাহ। জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী তাকে স্থিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, আবদুল্লাহ বিন আবূ মুররাহ থেকে তিনি হাদীস্র শ্রবণ করেছেন তা জানা যায় না। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/৪৮৩) (হাদীস্র নং ১১৬৮)

২৪২. (রাবী নং ৪৫৬৭, তাঃ ৩৪৩৮) নামঃ আবদুল আযীয বিন জুরায়জ আল-কারশী। তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ১৭ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ জা'ফার বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি আয়িশাহ رضي الله عنها থেকে হাদীস্র শ্রবণ করেননি। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম দারাকুত্বনী বলেন, তিনি **মাজহুল বা অপরিচিত**, তিনি আয়িশাহ থেকে যে হাদীস্র বর্ণনা করেছেন তা ইমাম দারাকুত্বনী বর্জন করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৮/১১৭) (হাদীস্র নং ১১৭৩)

২৪৩. (রাবী নং ৩৮৬৪, তাঃ ২৮০০) নামঃ স্বালিহ বিন হাস্সান আল-আনস্বারী। উপনামঃ আবুল হারিস্র, তিনি মাদীনাহ, হিজায, বাস্রাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১৫ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ নুআয়ম আল-আস্রবাহানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আল-বুসায়রী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-খাতীবুল বাগদাদী বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। ইমাম যাহাবী বলেন, একটি জামাআত তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/২৮) (হাদীস্র নং ১১৮১)

২৪৪. (রাবী নং ৫৯৯৫, তাঃ ৪২৯৭) নামঃ উমার বিন কায়স আল-মাক্কী। উপনামঃ আবূ হাফস্র, আবূ জা'ফার, তিনি মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৫ জন শিক্ষক ও ৪৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবুল কাসিম আল-বাগাবী বলেন, তার হাদীস্রে দুর্বলতার সুযোগ রয়েছে। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ যুরআহ আদ-দিমাশকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল ও আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনুল জারূদ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আবদুর রহমান বিন মাহদী ও উস্রমান বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করেননি। ইয়া'কূব বিন ইউসুফ আন-নায়সাবূরী বলেন, তার থেকে কোন হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৪৮৭) (হাদীস্র নং ১২২২)

২৪৫. (রাবী নং ১৫১, তাঃ ৭৩০৮) নামঃ আবূ হারীয। উপনামঃ আবূ হারীয। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/২৪০) (হাদীস নং ১২২৪)

২৪৬. (রাবী নং ৭৩৪০, তাঃ ৫৭১৩) **নামঃ** মুহাম্মাদ বিন ইয়া'লা আস-সুলামী। উপনামঃ আবূ আলী, আবূ লায়লা। উপাধিঃ যুনবুর। **বংশঃ** আস-সুলামী। তিনি বাগদাদ ও কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ২০১ হিজরী। তিনি জহমিয়াহ মতাবলম্বী ছিলেন। **স্তরঃ** তিনি **৯ম স্তরের রাবী।** তার ১৯ জন শিক্ষক ও ৩৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ২৯ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি জাহমিয়াহ মতাবলম্বী ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি ষিকাহ নন। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, আমি তার থেকে হাদীস গ্রহণ করেছি, মানুষেরা তার হাদীস বর্জন করেছে, তিনি জাহমিয়াদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। আল-খাতীবুল বাগদাদী বলেন, তার হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা' আল-হামদানী বলেন, তিনি ষিকাহ। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/৪৫) (হাদীস নং ১২৪২)

২৪৭. (রাবী নং ৬২৫১, তাঃ ৪৫৩৬) নামঃ আম্বাসাহ বিন আবদুর রহমান বিন আম্বাসাহ বিন সাঈদ ইবনুল আস বিন উমায়্যাহ আল-উমাবী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪৫ জন শিক্ষক ও ৩৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২২ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি তাকে চিনি না। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করতেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী ও ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৪১৬) (হাদীস নং ১২৪২)

২৪৮. (রাবী নং ৫১২০, তাঃ ৩৬১১) **নামঃ** আবদুল্লাহ বিন নাফি' আল-কারশী আল-আদাবী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, আবূ বাকর। **বংশঃ** আল-কারশী আল-আদাবী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৫৪ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ৩২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৯ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম ও আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি দুর্বল।

ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/২১৩) (হাদীস নং ১২৪২)

২৪৯. (রাবী নং ১৩৭০, তাঃ ১৪৩৬) নামঃ হাকাম বিন আবদুল মালিক আল-কারশী আল-বাসারী। তিনি বাসরাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি একাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন যার অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম যাহাবী ও আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ তারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ আস-সাদূসী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই দুর্বল। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/১১০) (হাদীস নং ১২৪৬)

২৫০. (রাবী নং ৭৬৬৭, তাঃ ৬১৭৬) নামঃ আমর বিন আলী আল-আনাযী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, উপাধিঃ মিনদাল; বংশঃ আল-আনাযী। জন্মঃ ১০৩ হিজরী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ৬৪ বছর বয়সে কূফায় ১৬৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৯৫ জন শিক্ষক ও ৭৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৯ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও আবদুল বাকী' বিন কানি' আল-বাগদাদী তারা সকলে বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী তার ব্যাপারে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল হওয়ার কথা বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/৪৯৩) (হাদীস নং ১২৪৭, ১৩০০, ১৩১২, ১৫৫১)

২৫১. (রাবী নং ৪৪৩৮, তাঃ ৩৮৯৭) নামঃ আবদুর রহমান বিন উসমান বিন উমায়্যাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবূ বাকরাহ আস-সাকাফী। উপনামঃ আবূ বাহর, উপাধিঃ ইবনু আবূ বাকরাহ, বংশঃ আস-সাকাফী। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৯৫ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪৪ জন শিক্ষক ও ৪৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩৭ জন থেকে ও তার থেকে ৩৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যায় তবে তা দলীলযোগ্য নন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, সকলে তার হাদীস বর্জন করেছে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি সিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম যাহাবী বলেন, একটি জামাআত তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, আমি তার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করিনি। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/২৭১) (হাদীস নং ১২৮৯)

২৫২. (রাবী নং ৪৪২৬, তাঃ ৩৮৭৫) নামঃ আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ বিন উমার বিন হাফস বিন আসিম বিন উমার ইবনুল খাত্তাব আল-উমারী। উপনামঃ আবুল কাসিম, বংশঃ আল-কারশী আল-উমারী। তিনি মাদীনাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৮৬ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার

Contents

সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার হাদীস্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** متروك الحديث **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৭/২৩৪) (হাদীস্ব নং ১২৯৫)

২৫৩. (রাবী নং ১০৬৯, তাঃ ৫৮৯) নামঃ ইয়াস বিন আবূ রামলাহ আশ-শামী। উপাধিঃ ইবনু আবূ রামলাহ, তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম যাহাবী, আলী ইবনুল মাদীনী ও মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল মুনযির তারা সকলে বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩/৪০২) (হাদীস্ব নং ১৩১০)

২৫৪. (রাবী নং ৬৩১৬, তাঃ ৪৬৩৬) নামঃ ঈসা বিন আবদুল আ'লা বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ ফারওয়াহ আল-কারশী আল-উমাবী। উপাধিঃ ইবনু আবূ ফারওয়াহ। বংশঃ আল-কারশী আল-উমাবী। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বলেন, তার সম্পর্কে আমার জানা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২২/৬২৫) (হাদীস্ব নং ১৩১৩)

২৫৫. (রাবী নং ৭৮৩১, তাঃ ৬৩৭৫) নামঃ নাবিল বিন নাজীহ আল-হানাফী। উপনামঃ আবূ সাহল। তিনি বাসরাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ১৪ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াযীদ বিন সিনান আর-রাহাবী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/৩০৭) **(হাদীস্ব নং ১৩১৪)**

২৫৬. (রাবী নং ১০২৩ তাঃ ৪৪৬) নামঃ ইসমাঈল বিন যিয়াদ। উপাধিঃ ইবনু আবূ যিয়াদ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৯ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি মিথ্যুক। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি মিথ্যুক, প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনা করেন। **মানঃ** তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩/৯৬) (হাদীস্ব নং ১৩১৪)

২৫৭. (রাবী নং ২২৯২, তাঃ ১১১৩) নামঃ হাজ্জাজ বিন তামীম আল-জাযারী। তিনি ওয়াসিত ও জাযীরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৫ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার বর্ণনা নিরাপদ নয়। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি মায়মূন বিন মিহরান থেকে একাধিক হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন যার অনুসরণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, আল-আযদী তাকে এককভাবে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৫/৪২৮) (হাদীস্ব নং ১৩১৫)

২৫৮. (রাবী নং ৮৫৭৩, তা: ৭১৩৪) নাম: ইউসুফ বিন খালিদ বিন উমায়র আস-সিমতী। উপনাম: আবূ খালিদ, উপাধি: আস-সিমতী। বংশ: আল-লায়সী। জন্ম: ১২২ হিজরী। তিনি বাস্‌রায় বসবাস করতেন। তিনি মুরজিয়াহ মতাবলম্বী ছিলেন। মৃত্যু: তিনি ৬৭ বছর বয়সে ১৮৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। স্তর: তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪৭ জন শিক্ষক ও ৩৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৮ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি মিথ্যুক। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ ইবনুল হুসায়ন বলেন, তিনি মিথ্যুক তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা বৈধ হবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী ও আবদুল বাকী বিন কানি' আল-বাগদাদী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে বর্জন করেছেন। আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনা করতেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি মিথ্যুক। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না। **মান: তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য, তার ব্যাপারে মিথ্যার ও জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে।** **(তাহযীবুল কামাল: ৩২/৪২১) (হাদীস্ব নং ১৩১৬)**

২৫৯. (রাবী নং ৪৪৫০, তা: ৩৯০৮) নাম: আবদুর রহমান বিন উকবাহ ইবনুল ফাকিহ বিন সা'দ আল-আনসারী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** مجهول الحال **(তাহযীবুল কামাল:** ১৭/২৮৯) (হাদীস্ব নং ১৩১৬)

২৬০. (রাবী নং ৫১২২, তা: ৩৬০৮) নাম: আবদুল্লাহ বিন নাফি' ইবনুল আমইয়া'। উপাধি: ইবনুল আমইয়া', তিনি স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার হাদীস্ব বিশুদ্ধ নয়। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্ব বিশুদ্ধ নয়। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। **(তাহযীবুল কামাল:** ১৬/২০৬) (হাদীস্ব নং ১৩২৫)

২৬১. (রাবী নং ১৭১৭, তা: ৬৪২২) নাম: নাদর বিন শায়বান আল-হাদ্দানী। তিনি বাস্‌রাহ ও হাদ্দান নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্ব বিশুদ্ধ নয়। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, কোন সমস্যা নেই। **মান:** মাকবূল। **(তাহযীবুল কামাল:** ২৯/৩৮৪) (হাদীস্ব নং ১৩২৮)

২৬২. (রাবী নং ৭২১২, তা: ৫৫২০) নাম: মুহাম্মাদ বিন আমর আল-হাদাস্বানী। স্তর: তিনি দ্বাদশ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। **মান:** মাকবূল। **(তাহযীবুল কামাল:** ২৬/২২৬) (হাদীস্ব নং ১৩৩২)

২৬৩. (রাবী নং ৩৬৬০, তা: ২৬০০) নাম: হুসায়ন বিন দাউদ আল-মুস্বায়স্বী। উপনাম: আবূ আলী, উপাধি: সুনায়দ, তিনি বাগদাদ ও মুস্বায়স্বাহ নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৩৩ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২১ জন থেকে ও তার থেকে ২৬ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন,

Contents

তিনি দুর্বল, অন্যত্র বলেন, তিনি সত্যবাদী। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় কখনো কখনো স্বিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১২/১৬১) (হাদীস নং ১৩৩২)

২৬৪. (রাবী নং ২০৩০, তাঃ ৮৩২) নামঃ স্বাবিত বিন মূসা বিন আবদুর রহমান বিন সালামাহ আদ-দবিয়্যু। উপনামঃ আবূ ইয়াযীদ, উপাধিঃ আল-আবিদ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ১৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। মাতীন আল-হাদরামী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/৩৭৭) (হাদীস নং ১৩৩৩)

২৬৫. (রাবী নং ১০১৮, তাঃ ৪৪২) নামঃ ইসমাঈল বিন রাফি' বিন উইয়ায়মির। উপনামঃ আবূ রাফি', উপাধিঃ ইবনু আবূ উইয়ায়মির। বংশঃ আল-মুযনী। তিনি মাদীনাহ ও বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪৯ জন শিক্ষক ও ৫২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২০ জন থেকে ও তার থেকে ২৮ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার সকল হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবুল আরাব আল-কিরওয়ানী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী, ইমাম তিরমিযী ও আবূ মুহাম্মাদ বিন হাযম আয-যহারী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনুল জারূদ, আল-খাতীবুল বাগদাদী, সুলায়মান বিন বিনতু শুরাহবীল, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মুকাদ্দাসী, মুহাম্মাদ বিন আম্মার ও ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসীতারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান বিন ইউসুফ বিন খিরাশ বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আলী ইবনুল জুনায়দ আর-রাযী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/৮৫) (হাদীস নং ১৩৩৭)

২৬৬. (রাবী নং ৪৭৬৫, তাঃ ৩২০৬) নামঃ আবদুল্লাহ বিন জা'ফার বিন নাজীহ আস-সা'দী। উপনামঃ আবূ জা'ফার, উপাধিঃ ইবনু নাজীহ, বংশঃ আস-সা'দী। জন্মঃ ১০৭ হিজরী। তিনি মাদীনাহ ও বাসরায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি ৭১ বছর বয়সে বাসরায় ১৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৪৫ জন শিক্ষক ও ৬৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৫ জন থেকে ও তার থেকে ৩৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তার কিছু হাদীস মুনকার। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সংবাদ প্রদানে সন্দেহ করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি স্বিকাহ নন। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ রাবী থেকে মুনকাররূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল, শেষ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস

বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইমাম বুখারী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/৩৭৯) (হাদীস্র নং ১৩৩৯)

২৬৭. (রাবী নং ১৩৫, তা: ৭২৬২) নামঃ আবূ বাকর বিন ইয়াহইয়া ইবনুন নাদর। উপনামঃ আবূ বাকর, তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল কিংবা স্বিকাহ নন, তিনি নির্ভরযোগ্য। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, مجهول الحال তথা যার থেকে দুই বা ততোধিক রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কোন হাদীস্রের ইমাম তাওস্বীক করেননি। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/৫২) (হাদীস্র নং ১৩৭২)

২৬৮. (রাবী নং ৮৫১৯ তা: ৭১০৬) নামঃ ইয়া'কূব ইবনুল ওয়ালীদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ হিলাল আল-আযদী। উপনামঃ আবূ হিলাল, আবূ ইউসুফ, উপাধিঃ ইবনু আবূ হিলাল। বংশঃ আল-আযদী। তিনি মাদীনায় ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ১৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়, দুর্বল। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি গায়র স্বিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি মিথ্যুকদের একজন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করতেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় খুবই দুর্বল। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, আমি আমার সাথীদের থেকে শুনেছি তারা তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** জঘন্যতম মিথ্যুক। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/৩৭২) (হাদীস্র নং ১৩৭৩)

২৬৯. (রাবী নং ৭৭৬২, তা: ৬৩১৬) নামঃ মূসা বিন ফুলান (হামযাহ) বিন আনাস বিন মালিক আল-আনসারী। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/১৭৩) (হাদীস্র নং ১৩৮০)

২৭০. (রাবী নং ১৭৪৩, তা: ৬৪৮২) নামঃ নাহহাস বিন কাহম আল-কায়সী। উপনামঃ আবুল খাত্তাব। তিনি বাসরাহ ও কায়স নামক স্থানে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৯ জন শিক্ষক ও ১৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার অনুসরণ করা যাবে না। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনুল কায়্যুম আল-জাওযী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনুল কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় ইদতিরাব করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবদুর রহমান বিন কায়স বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/২৮) (হাদীস্র নং ১৩৮২)

২৭১. (রাবী নং ৩২৭৯, তা: ২২৮৩) নামঃ সাঈদ বিন আবূ সাঈদ। উপাধিঃ ইবনু আবূ সাঈদ, তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়।

তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ১০/৪৬৪) (হাদীস্র নং ১৩৮৬, ১৫৫৯)

২৭২. (রাবী নং ১২১, তা: ৭২৪০) নাম: আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ সাবরাহ বিন আবূ রাহম বিন আবদুল উয্যা। উপনাম: আবূ বাকর, উপাধি: ইবনু আবূ সাবরাহ। বংশ: আল-আমিরী আল-কারশী। জন্ম: ১০২ হিজরী। তিনি মাদীনাহ, বাগদাদ, গাফিক ও মক্কায় বসবাস করতেন। মৃত্যু: তিনি ৬০ বছর বয়সে বাগদাদে ১৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। স্তর: তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৮৯ জন শিক্ষক ও ৩১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ও দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আমর আল-ওয়াকিদ বলেন, তিনি হুজ্জাহ নন। **মান:** তার ব্যাপারে জাল (বানিয়ে) হাদীস্র বর্ণনার অভিযোগ রয়েছে। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩৩/১০২) (হাদীস্র নং ১৩৮৮)

২৭৩. (রাবী নং ১৪৮১, তা: ২৯১৫) নাম: দহ্হাক বিন আয়মান আল-কিলাবী। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে তা জানা যায় না। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৩/২৫৯) (হাদীস্র নং ১৩৯০)

২৭৪. (রাবী নং ১৪৩৫, তা: ১৯৬৪) নাম: যুবায়র বিন সুলায়ম। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ৯/৩০৮) (হাদীস্র নং ১৩৯০)

২৭৫. (রাবী নং ৪৪৪৩, তা: ৩৯০৩) নাম: আবদুর রহমান বিন আরযাব আল-আশআরী। স্তর: তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ১৭/২৮০) (হাদীস্র নং ১৩৯০)

২৭৬. (রাবী নং ৩৭৯৮ তা: ৭৮৬৮) নাম: শা'স্রা' বিনতু আবদুল্লাহ আল-আসদিয়াহ। স্তর: তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মান:** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামাল:** ৩৫/২০৬) (হাদীস্র নং ১৩৯১)

২৭৭. (রাবী নং ৩৯৬৮, তা: ২৯১২) নাম: দুবারাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মালিক বিন আবূস সুলায়ক। উপনাম: আবূ শুরায়হ, উপাধি: ইবনু আবূ সুলায়ক। তিনি হিমস্র, হাদরামাওত ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তর: তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্রের উপর নির্ভর করা যায়। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী বলেন, তিনি একটি হাদীস্র মু'দালভাবে বর্ণনা

করেছেন। ইমাম যাহাবী তাকে স্বিকাহ্ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/২৫৪) (হাদীস্ব নং ১৪০৩)

২৭৮. (রাবী নং ২৪৮২, তাঃ ৭৩৪৩) **নামঃ** হাম্মাদ আদ-দিমাশকী। উপনামঃ আবুল খাত্তাব। তিনি দিমাশকে বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি প্রসিদ্ধ নয়। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৩/২৮১) (হাদীস্ব নং ১৪১৩)

২৭৯. (রাবী নং ৭৩৩৬, তাঃ ৫৭০৩) নামঃ মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বিন মুহাম্মাদ বিন কাস্বীর বিন রিফাআহ বিন সিমাআহ আল-আজালী আর-রিফাঈ। উপনামঃ আবূ হিশাম, তিনি কূফা ও মাদায়িন শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ তিনি বাগদাদে ২৪৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। **স্তরঃ** তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ৬০ জন শিক্ষক ও ৯১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৮ জন থেকে ও তার থেকে ২৩ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বুরকানী বলেন, তিনি স্বিকাহ। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন ও স্বিকাহ রাবীর বিপরীত হাদীস্ব বর্ণনা করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৭/২৪) (হাদীস্ব নং ১৪২০, ১৫০৪)

২৮০. (রাবী নং ৭১৬, তাঃ ৫৬৫) নামঃ আনাস বিন হাকীম আদ-দব্বী। তিনি বাস্বরায় বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান ও তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় মাজহুল বা অপরিচিত। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তাকে অপরিচিত বলেছেন। আল-মিয্যী বলেন, তিনি অপরিচিতদের একজন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। **মানঃ** অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/৩৪৫) (হাদীস্ব নং ১৪২৫)

২৮১. (রাবী নং ২৩০০, তাঃ ১১২২) নামঃ হাজ্জাজ বিন উবায়দ। উপাধিঃ ইবনু আবূ আবদুল্লাহ। **স্তরঃ** তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম বুখারী বলেন, তার সানাদ বিশুদ্ধ নয়। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/৪৪২) (হাদীস্ব নং ১৪২৭)

২৮২. (রাবী নং ৭৯২, তাঃ ১৫২) নামঃ ইবরাহীম বিন ইসমাঈল। তিনি হিজায ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল আব্বাস আস-সিরাজ বলেন, তিনি ভালো লোক ছিলেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি অপরিচিত। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি স্বিকাহ। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি مجهول الحال তথা তার কিছু বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞাত। **মানঃ** সত্যবাদী। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/৫০) (হাদীস্ব নং ১৪২৭)

২৮৩. (রাবী নং ২৪৭, তাঃ ৭৪৮৪) নামঃ আবূ আবদুর রহমান আত-তামীমী। উপনামঃ আবূ আবদুর রহমান, বংশঃ আত-তামীমী। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/৩৯) (হাদীস্ব নং ১৪২৮)

২৮৪. (রাবী নং ২০০১, তা: ৮০৬) নামঃ তামীম বিন মাহমূদ আল-আনসারী। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ বিশর আদ-দাওলাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী ও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন খুযায়মাহ বলেন, তার হাদীস্র স্বহীহ হওয়া থেকে বের হয়ে গেছে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার মাঝে সিথিলতা রয়েছে অর্থাৎ তিনি হাদীস্র গ্রহণে যাচাই বাছাই করেন না। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি দুর্বল অথবা মাজহুল। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/৩৩৩) (হাদীস্র নং ১৪২৯)

২৮৫. (রাবী নং ৭৭৬৮, তা: ৬২৯৬) নামঃ মূসা বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ইবনুল হারিস্র আল-কারশী আত-তায়মী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ, বংশঃ আল-কারশী আত-তায়মী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৫১ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৭ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২০ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল ও منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আবূ যুরআহ আর-রাযী, আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি দুর্বল। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না তিনি দুর্বল ছিলেন। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/১৩৯) (হাদীস্র নং ১৪৩৮)

২৮৬. (রাবী নং ৩৯৪৭, তা: ২৮৯৩) নামঃ স্বফওয়ান বিন হুবায়রাহ আত-তায়মী। উপনামঃ আবূ আবদুর রহমান। তিনি বাস্বরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৩/২১৪) (হাদীস্র নং ১৪৩৯)

২৮৭. (রাবী নং ৯৫৬, তা: ৩৬৩) নামঃ ইসহাক বিন আবদুল্লাহ বিন জা'ফার বিন আবূ তালিব আল-কারশী আল-হাকিমী। বংশঃ আল-কারশী আল-হাকিমী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার সকল বিষয় স্পষ্ট নয়। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/৪৪০) (হাদীস্র নং ১৪৪৬)

২৮৮. (রাবী নং ৭৮৮৯, তা: ৬৩৯৫) নামঃ নাস্র বিন হাম্মাদ বিন আজলান। উপনামঃ আবুল হারিস্র, তিনি বাস্বরাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ২৩ জন শিক্ষক ও ২৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৭ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৭ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আবুল ফাতহ আল-আযদী, আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্নিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নন। স্বালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইমাম মুসলিম

বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। **মানঃ** متروالحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/৩৪২) (হাদীস নং ১৪৫৩)

২৮৯. (রাবী নং ৭৭৬৫ তাঃ ৬২৯৫) নামঃ মূসা বিন কারদাম আল-কূফী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার মাঝে জাহালাত রয়েছে। আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, কোন সমস্যা নেই। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/১৩৯) (হাদীস নং ১৪৫৩)

২৯০. (রাবী নং ৬৪৮৭, তাঃ ৪৮৭৬) নামঃ কাম্বাআহ বিন সুওয়ায়দ বিন জা'ফার বিন বায়ান আল-বাহিলী। উপনামঃ আবূ মুহাম্মাদ। উপাধিঃ ইবনু আবূ কাম্বাআহ। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২৮ জন শিক্ষক ও ৩৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৮ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, আমি আশা করি তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল, অন্যত্র তিনি তাকে সিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় ইদতিরাব করেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও আব্বাস বিন আবদুল আযীম আল-আম্বারী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৩/৫৯৩) (হাদীস নং ১৪৫৫)

২৯১. (রাবী নং ৪১৪৪, তাঃ ৩০৯০) নামঃ আব্বাদ বিন কাসীর আস-সাকাফী। বংশঃ আস-সাকাফী। তিনি বাসরাহ ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৬৭ জন শিক্ষক ও ৭৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৩ জন থেকে ও তার থেকে ৩১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি একাধিক হাদীস মিথ্যার সাথে বর্ণনা করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-বুরাকী বলেন, তিনি সিকাহ নন। মুহাম্মাদ বিন আম্মার বলেন, তিনি দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। **মানঃ** জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনাকারী। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/১৪৫) (হাদীস নং ১৪৬২)

২৯২. (রাবী নং ৬২২৩, তাঃ ৪৪৭৬) নামঃ উমার বিন ইয়াযীদ আত-তায়মী। উপনামঃ আবূ বুরদাহ। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ৬ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৬ জন থেকে ও তার থেকে ১০ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, যারা দুর্বলদের থেকে হাদীস গ্রহণ করে তিনি তাদের একজন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি সিকাহ নন, তিনি মুরজিয়া মতাবলম্বী। আবূ যুরআহ আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি খুবই দুর্বল। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২২/২৯৮) (হাদীস নং ১৪৬৬)

২৯৩. (রাবী নং ২২০৮, তাঃ ৯৯৮) নামঃ হাতিম বিন আবূ নাদর। উপাধিঃ ইবনু আবূ নাদর। তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন

থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** مجهول الحال। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/১৯৬) (হাদীস্র নং ১৪৭৩)

২৯৪. (রাবী নং ৭৮৮১, তাঃ ৬৩৯৪) নামঃ নুসায় আল-কিন্দী আশ-শামী। বংশঃ আল-কিন্দী। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার স্বিকাহ গ্রন্থে তাকে স্বিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/৩৪০) (হাদীস্র নং ১৪৭৩)

২৯৫. (রাবী নং ৮২৯৪, তাঃ ৬৮৫৯) নামঃ ইয়াহইয়া বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস্র আল-জাবির আত-তায়মী। উপনামঃ আবুল হারিস্র, বংশঃ আত-তায়মী, তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৬ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৮ জন থেকে ও তার থেকে ২২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৬ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী তাকে স্বিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, কোন সমস্যা নেই, অন্যত্র তিনি বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন সালিহ আল-জায়লী বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যায় তবে তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩১/৪০৪) (হাদীস্র নং ১৪৮৪)

২৯৬. (রাবী নং ৪০৪৪, তাঃ ৭৫৯৬) নামঃ আয়িয বিন নাদলাহ আল-হানাফী। উপনামঃ আবূ মাজিদ, বংশঃ আল-আজালী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ২য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী, আবূ জা'ফার আল-উকায়লী, ইমাম তিরমিযী ও আহমাদ বিন হাম্বাল, ইবনু হাজার আল-আসকালানী, যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী তারা সকলে বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় না। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি অপরিচিত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম বুখারী ও ইয়াহইয়া আল-জাবির বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/২৪১) (হাদীস্র নং ১৪৮৪)

২৯৭. (রাবী নং ৫৭৩১ তাঃ ৪০৩৯) নামঃ আলী ইবনুল হাযাওওয়ার। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৩০ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ১৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ১২ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তার হাদীস্র বর্জণীয় এব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও শীয়া কঠোরপন্থি। ইমাম দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তার থেকে হাদীস্র গ্রহণ করা যাবে না। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। **মানঃ** প্রত্যাখ্যানযোগ্য ও শীয়া কঠোরপন্থি। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২০/৩৬৬) (হাদীস্র নং ১৪৮৫)

২৯৮. (রাবী নং ৭৯২৮, তা: ৬৪৬৬) নামঃ নুফায়' ইবনুল হারিস আদ-দারিমী। উপনামঃ আবূ দাউদ, বংশঃ আদ-দারিমী আল-হামদানী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১৮ জন শিক্ষক ও ৪৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৪ জন থেকে ও তার থেকে ২৪ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, কোন সমস্যা নেই। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও আমর বিন আলী আল-ফাল্লাস বলেন, তিনি متروك الحديث। তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তার থেকে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। ইবরাহীম বিন ইয়া'কূব আল-জাওযুজানী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইবনু আবদুল বার্র আল-আনদালাসী বলেন, সকলে তার দুর্বলতা ও মিথ্যার ব্যাপারে একমত। **মানঃ** জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/১০) (হাদীস নং ১৪৮৫)

২৯৯. (রাবী নং ৮৫৬, তা: ২১২) **নামঃ ইবরাহীম** বিন উসমান বিন খাওয়াসিতী। উপনামঃ আবূ শায়বাহ, উপাধিঃ ইবনু খাওয়াসিতী। **বংশঃ আস-সুলামী।** তিনি ওয়াসিত, বাগদাদ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৫ জন শিক্ষক ও ৪২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। আবূ বাকর আল-বায়হাকী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল, তার হাদীস মানুষেরা বর্জন করেছে। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আলী আল-হাফিয আন-নায়সাবূরী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম যাহাবী তার হাদীস বর্জন করেছেন। সালিহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, তিনি দুর্বল। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ তার হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। নূরুদ্দীন আল-হায়সামী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** متروك الحديث (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/১৪৭) (হাদীস নং ১৪৯৫, ১৫১১)

৩০০. (রাবী নং ২৪৮৭, তা: ১৪৭৬) নামঃ হাম্মাদ বিন জা'ফার বিন যায়দ আল-আবদী উপনামঃ আবূ জা'ফার, তিনি বাসরায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ৪ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূল ফাতহ আল-আযদী তাকে দুর্বলতার দিকেই নিসবাত করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সহজ-সরল অর্থাৎ তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার হাদীস দুর্বল। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে সিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৭/২২৯) (হাদীস নং ১৪৯৬)

৩০১. (রাবী নং ৫৬১৯, তা: ৩৯২৮) নামঃ ইসমাহ বিন রাশিদ। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। **স্তরঃ** তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি পরিচিত নয়। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২০/৬২) (হাদীস নং ১৫০০)

৩০২. (রাবী নং ৫৫৩৪, তা: ৩৮৩২) নামঃ উসমান বিন আবদুল্লাহ ইবনুল হাকাম ইবনুল হারিস। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ, তিনি হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস

বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলো: ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/৪১২) (হাদীস নং ১৫০২)

৩০৩. (রাবী নং ১৭০১, তাঃ ৬২০৯) নামঃ মিনহাল বিন খালীফাহ আল-আজালী। উপনামঃ আবূ কুদামাহ, বংশঃ আল-আজালী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১০ জন শিক্ষক ও ১৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১১ জন থেকে ও তার থেকে ১৬ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১০ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায্যার তাকে সিকাহ বলেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী, ইবনু হাজার আল- আসকালানী ও ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৮/৫৬৬) (হাদীস নং ১৫০৪, ১৫২০)

৩০৪. (রাবী নং ৮৬০, তাঃ ২১৬) নামঃ ইবরাহীম বিন আলী বিন হুসায়ন বিন আলী বিন আবূ রাফি' আর-রাফিঈ। উপাধিঃ ইবনু আবূ রাফি'। বংশঃ আর-রাফিঈ। তিনি মাদীনাহ ও বাগদাদে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৮ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৭ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ওয়ালীদ ইবনুল ফারাজী বলেন, তার ব্যাপারে মিথ্যার অভিযোগ রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন,তিনি হাদীস বর্ণনায় এতোটাই ভুল করেন যে, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করলে তা বাতিল হয়ে যায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/১৫৫) (হাদীস নং ১৫০৬)

৩০৫. (রাবী নং ১১৫৪, তাঃ ৬৪৪) নামঃ বাখতারী বিন উবায়দ বিন সালমান। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ সাঈদ বিন আমর, আবূ আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন-নায়সাবূরী ও আবূ নুআয়ম আল-আসবাহানী বলেন, তিনি তার পিতা থেকে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এর সূত্রে একটি জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান ও ইয়া'কূব বিন শায়বাহ বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** জাল (বানিয়ে) হাদীস বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৪/২৪) (হাদীস নং ১৫০৯)

৩০৬. (রাবী নং ৫৩৩২, তাঃ ৩৭১৯) নামঃ উবায়দ বিন সুলায়মান আল-কিলাবী। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইয়া'কূব বিন শায়বাহ আস-সাদূসী বলেন, তিনি পরিচিত। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৯/২১১) (হাদীস নং ১৫০৯)

৩০৭. (রাবী নং ৯০০, তাঃ ২৬৭) নামঃ ইবরাহীম বিন ইয়াযীদ আল-কারশী আল-মাক্কী। উপনামঃ আবূ ইসমাঈল, উপাধিঃ আল-খাওযী, বংশঃ আল-উমাবী। তিনি শি'ব, খাওয ও মক্কায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৪ জন শিক্ষক ও ৩৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১০ জন থেকে ও তার থেকে ২১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও منكر الحديث তথা যার থেকে

কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান ইবনুল আশআস্র বলেন, তিনি হাদীস্র বর্ণনায় সহজ সরল অর্থাৎ তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। আলী ইবনুল জুনায়দ বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি দুর্বল আমি তার থেকে কোন হাদীস্র বর্ণনা করিনি। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী তার হাদীস্র বর্জন করেছেন। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ইবনুল বুরাকী বলেন, তিনি মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। **মানঃ** متروك الحديث । **(তাহযীবুল কামালঃ** ২/২৪২) (হাদীস্র নং ১৫২১)

৩০৮. (রাবী নং ১৯৮) নামঃ আবূ সাঈদ, উপনামঃ আবূ সাঈদ। তিনি শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৯ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ মাজহুল বা অপরিচিত। (হাদীস্র নং ১৫২৫)**

৩০৯. (রাবী নং ২৫০৫, তাঃ ১৪৯৭) নামঃ হুমরান বিন আ'ইয়ান আল-কূফী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি **৫ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৫ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন** থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী তাকে শায়খ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি শিয়া মতাবলম্বী। আহমাদ বিন শায়বাহ আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল ও রাফিদী মতাবলম্বী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৭/৩০৬) (হাদীস্র নং ১৫৩৬)

৩১০. (রাবী নং ৪৮৪৭, তাঃ ৩৩১৭) নামঃ আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান বিন জুনাদাহ বিন আবূ উমায়্যাহ আল-আযদী। উপাধিঃ ইবনু আবূ উমায়্যাহ। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী তাকে দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তার হাদীস্র বিশর বিন রাফি' এর মাধ্যম ছাড়া নির্ভর করা যায়। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি কে তা জানা যায় না। **মানঃ** হাদীস্র বর্ণনায় দুর্বল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৫/৫৯) (হাদীস্র নং ১৫৪৫)

৩১১. (রাবী নং ৩৫৭৭, তাঃ ২৪৯৯) নামঃ সুলায়মান বিন জুনাদাহ বিন আবূ উমায়্যাহ। উপাধিঃ ইবনু আবূ উমায়্যাহ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, ইমাম বুখারী তাকে মুনকার বলেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী, আবূ হাতিম বিন হিব্বান ও ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি منكر الحديث। তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি মুনকার, তার হাদীস্রের অনুসরণ করা যাবে না। **মানঃ** منكر الحديث **(তাহযীবুল কামালঃ** ১৪১/৩৭৯) (হাদীস্র নং ১৫৪৫)

৩১২. (রাবী নং ২৩৮৭, তাঃ ১৩৭৯) নামঃ হুসায়ন আল-কারশী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৪র্থ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্র বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্র বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তার হাদীস্র নির্ভরযোগ্য নন বরং তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, যারা শেষ বয়সে হাদীস্র বর্ণনায় সংমিশ্রণ করেছেন তিনি তাদের একজন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস্র গ্রহণে সহজ-সরল অর্থাৎ যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস্র গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার হাদীস্র দলীলযোগ্য নয়। **মানঃ** মাকবূল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৬/৫৫১) (হাদীস্র নং ১৫৫১)

৩১৩. (রাবী নং ৯০৮, তাঃ ২৯২) নামঃ ইদরীস বিন সুবায়হ আল-আওদী। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাষী, ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি গারীব ও হাদীস্ব বর্ণনায় কিছু সংখ্যক হাদীস্রে ভুল করেছেন। **মানঃ** مجهول الحال (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/২৯৯) (হাদীস্ব নং ১৫৫৩)

৩১৪. (রাবী নং ৫৩২০) নামঃ উবায়দ বিন তুফায়ল আল-গাতফানী আল-মুকরী। উপনামঃ আবূ সায়দান। বংশঃ আল-গাতফানী। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৯ম স্তরের রাবী। তার ৪ জন শিক্ষক ও ৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তিনি স্বালিহ তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। আবূ যুরআহ আর-রাষী ও আহমাদ বিন স্বালিহ আল-জায়লী বলেন, কোন সমস্যা নেই। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি সত্যবাদী। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে সৎ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ সত্যবাদী**। (হাদীস্ব নং ১৫৫৮)

৩১৫. (রাবী নং ৪২৬৯, তাঃ ৩৭৬৮) নামঃ আবদুর রহমান বিন আবূ মুলায়কাহ আল-কুরাশী। উপাধিঃ ইবনু আবূ মুলায়কাহ। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ২৮ জন শিক্ষক ও ৪৭ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৫ জন থেকে ও তার থেকে ৩১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৫ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার হাদীস্বের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর আল-বাষ্যার বলেন, তিনি হাদীস্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি স্বিকাহ নন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী তার আত-তাকরীবু ওয়াল মাতালিবুল আলিয়াহ গ্রন্থে বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী বলেন, তিনি সত্যবাদী তবে তার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল ছিলেন। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৬/৫৫৩) (হাদীস্ব নং ১৫৫৮, ১৬২৭)

৩১৬. (রাবী নং ৭০৩২, তাঃ ৫৩০৭) নামঃ মুহাম্মাদ বিন তালিব বিন আলী। স্তরঃ তিনি ১০ম স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। ইমাম যাহাবী বলেন, তার পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৫/৪০৭) (হাদীস্ব নং ১৫৭৬)

৩১৭. (রাবী নং ১০২৭, তাঃ ৪৫০) নামঃ ইসমাঈল বিন সালমান বিন আবুল মাগীরাহ আল-আষরাক। বংশঃ আল-আষরাক। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৩ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৪ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম আর-রাষী বলেন, তার হাদীস্ব দুর্বল। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় ভুল করেন। আবূ দাউদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ যুরআহ আর-রাষী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী, ইমাম যাহাবী ও যাকারিয়্যা বিন ইয়াহইয়া আস-সাজী তারা সকলে তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার অনুসরণ করা যাবে না। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩/১০৫) (হাদীস্ব নং ১৫৭৮)

৩১৮. (রাবী নং ৪৭৯৬, তা: ৩২৫২) নামঃ আবদুল্লাহ বিন দীনার। উপনামঃ আবু মুহাম্মাদ, তিনি দিমাশক, হিমস ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ১৬ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৯ জন থেকে ও তার থেকে ৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবুল ফাতহ আল-আযদী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি দুর্বল তার উপর নির্ভর করা যাবে না। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে দুর্বল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ১৪/৪৭৪) (হাদীস নং ১৫৮০)

৩১৯. (রাবী নং ২৩৫৬, তা: ১১৭৬) নামঃ হারীয আল-হিজাযী। উপনামঃ আবূ হারীয, তিনি হিজায ও শাম শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী, ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তারা সকলে বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৫/৫৮১) (হাদীস নং ১৫৮০)

৩২০. (রাবী নং ৫৯৪৫, তা: ৪২৩১) নামঃ উমার বিন রাশিদ বিন শাজারাহ আল-ইয়ামামী। উপনামঃ আবূ হাফস। তিনি ইয়ামামায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১১ জন শিক্ষক ও ২৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৫ জন থেকে ও তার থেকে ১৯ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম ও আবূ বাকর আল-বাযযার বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বুরাকী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ নন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি দুর্বল। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২১/৩৪০) (হাদীস নং ১৫৮২)

৩২১. (রাবী নং ৬৫০৫, তা: ৪৯২৮) নামঃ কায়স আল-ফারিসী। উপনামঃ আবূ উমারাহ। তিনি মাদীনাহ ও পারস্য শহরে বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৫৯ হিজরী। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ৩ জন শিক্ষক ও ৪ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ৩ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ হাতিম বিন হিব্বান তার সিকাহ গ্রন্থে তাকে সিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক তাকে দুর্বল বলেছেন। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৪/৮৯) (হাদীস নং ১৬০১)

৩২২. (রাবী নং ৩২৯, তা: ৭৬০৭) নামঃ আবূ মুহাম্মাদ আল-আদাবী। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর মাওলা। স্তরঃ তিনি ৩য় স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, তিনি গারীব। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৩৪/২৬২) (হাদীস নং ১৬০৬)

৩২৩. (রাবী নং ৮৪৫৮ তা: ৭০২৫) নামঃ ইয়াযীদ বিন আবদুল মালিক ইবনুল মুগীরাহ বিন নাওফাল ইবনুল হারিস বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হিশাম আল-কারশী আল-হাকিমী আন-নাওফালী। উপনামঃ আবূ খালিদ, আবুল মুগীরাহ, বংশঃ আল-কারশী আল-হাকিমী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। মৃত্যুঃ ১৬৭হিজরী মাদীনায় ইন্তেকাল করেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২৫ জন শিক্ষক ও ১৮ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১৯ জন থেকে ও তার থেকে ১১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। আবূ হাতিম আর-রাযী ও আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি সিকাহ

নন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইবনু হাজার আল-আসকালানী, মালিক বিন ঈসা ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন সা'দ তাকে সিকাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনি **খুবই দুর্বল। মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩২/১৯৬) (হাদীস নং ১৬০৭)

৩২৪. (রাবী নং ৫৫৬, তাঃ ৭৭৮২) নামঃ আসমা' বিনতু আবিস বিন রাবীআহ। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তার সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। **মানঃ** مجهول الحال । **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩৫/১২৬) (হাদীস নং ১৬০৮)

৩২৫. (রাবী নং ৮৩০৮, তাঃ ৬৮৭৬) নামঃ ইয়াহইয়া বিন উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহাব আল-কারশী আত-তামীমী। বংশঃ আল-কারশী আত-তামীমী। তিনি মাদীনাহ ও কূফায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ৫ জন শিক্ষক ও ৪৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ২০ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৮ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী বলেন, তার কিছু হাদীসের অনুসরণ করা যাবে না। আবূ বাকর বিন আবূ শায়বাহ বলেন, তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে গায়র সিকাহ। আহমাদ বিন হাম্বাল বলেন, তিনি সিকাহ নন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি দুর্বল তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইমাম দারাকুতনী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, তিনি দুর্বল ছিলেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার থেকে কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। **মানঃ** متروك الحديث। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩১/৪৪৯) (হাদীস নং ১৬০৯)

৩২৬. (রাবী নং ৬৫৬) নামঃ উম্মু ঈসা আল-খুযাঈ। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তার সম্পর্কে ১ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তার অবস্থা অজ্ঞাত। **মানঃ** مجهول الحال (হাদীস নং ১৬১১)

৩২৭. (রাবী নং ৮০১৮, তাঃ ৬৫৫৫) নামঃ হুযায়ল ইবনুল হাকাম আল-আযদী। উপনামঃ আবুল মুনযির, বংশঃ আল-আযদী আল-মাসউদী। তিনি বাসরাহ ও মাদায়িন শহরে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৮ম স্তরের রাবী। তার ২ জন শিক্ষক ও ১০ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ৮ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৭ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ বাকর আল-বায়হাকী, আবূ হাতিম বিন হিব্বান, ইমাম যাহাবী ও ইমাম বুখারী তারা সকলে বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ জা'ফার আল-উকায়লী বলেন, তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। ইবনু হাজার আল-আসকালানী বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় সহজ-সরল অর্থাৎ তিনি যাচাই বাছাই ছাড়া হাদীস গ্রহণ করেন ও তা বর্ণনা করেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তার মাঝে কোন সমস্যা নেই। **মানঃ** মাকবূল। **(তাহযীবুল কামালঃ** ৩০/১৫৯) (হাদীস নং ১৬১৩)

৩২৮. (রাবী নং ৮৭০, তাঃ ২৩৬) নামঃ ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ আতা' সামআন। উপনামঃ আবূ ইসহাক, উপাধিঃ ইবনু আবূ ইয়াহইয়া, ইবনু আবূ আতা'। বংশঃ আল-আসলামী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৭ম স্তরের রাবী। তার ১৬৮ জন শিক্ষক ও ৮৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২৯ জন থেকে ও তার থেকে ৩৭ জন রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩৬ জন হাদীস বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। আবূ আহমাদ বিন আদী আল-জুরজানী ও আবুল আব্বাস বিন উকদাহ আল-কূফী বলেন, তার অনেক হাদীস দেখেছি কিন্তু তার কোথাও মুনকার

পায়নি। আবূ বাকর আল-বায্যার বলেন, তিনি জাল (বানিয়ে) হাদীস্ব বর্ণনা করতেন। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তার স্বিকাহ বা দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে তবে অধিকাংশ আহলে ইলমগণ তার দুর্বলতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি মিথ্যুক ও متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, ইবনুল মুবারাক তার হাদীস্ব বর্জন করেছেন। আবূ দাঊদ আস-সাজিসতানী বলেন, তিনি রাফিদী মতাবলম্বী ছিলেন। মিথ্যা বলার জন্য আবূ নুআয়ম আল-আস্‌বাহানী তার হাদীস্ব বর্জন করেছেন। আহমাদ বিন শুআয়ব আন-নাসায়ী বলেন, তিনি আমাদের শহরে متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে, তিনি স্বিকাহ নন, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করা যাবে না, তিনি জাল হাদীস্ব বর্ণনাকারী। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইয়া'কূব বিন সুফইয়ান বলেন, তিনি متروك الحديث তথা যে রাবী মিথ্যার সাথে অভিযুক্ত থাকে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আবদুর রহমান বিন মাহদী তার হাদীস্ব বর্জন করেছেন। সুফইয়ান বিন উইয়ায়নাহ বলেন, 'তোমরা তার থেকে বেঁচে থাকো ও তার নিকট গিয়ে বসো না। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি মিথ্যুক। মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ আল-মাখরামী তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান বলেন, তিনি মিথ্যুক। **মানঃ** متروك الحديث। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২/১৮৪) (হাদীস্ব নং ১৬১৫)

৩২৯. (রাবী নং ৭৭৩৫, তাঃ ৬২৫৬) নামঃ মূসা বিন সারজিস আল-হিজাযী। তিনি মাদীনাহ ও হিজাযে বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ৩ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ২ জন থেকে ও তার থেকে ২ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ৩ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকলানী বলেন, তিনি মাসতূর বা তার কিছু বিষয় অজ্ঞাত। ইমাম বুখারী তার তারীখুল কাবীরে তার নাম উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, উক্ত রাবী কাসিম বিন মুহাম্মাদ থেকে ও তার থেকে ইবনুল হাদি হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তাহরীরু তাকরীবুত তাহযীব এর লেখক বলেন, তার থেকে অনেকে হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন কিন্তু কোন ইমামে হাদীস্ব তাকে তাওস্বীক করেননি। **মানঃ** মাকবূল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/৬৭) (হাদীস্ব নং ১৬২৩)

৩৩০. (রাবী নং ১৩৩৪, তাঃ ১৩১৫) নামঃ হুসায়ন বিন আবদুল্লাহ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব আল-কারশী আল-হাকিমী। উপনামঃ আবূ আবদুল্লাহ। বংশঃ আল-কারশী আল-হাকিমী। তিনি মাদীনায় বসবাস করতেন। স্তরঃ তিনি ৫ম স্তরের রাবী। তার ১৩ জন শিক্ষক ও ৩২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ৪ জন থেকে ও তার থেকে ১৮ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ১৯ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আবূ আহমাদ আল-হাকিম বলেন, তিনি আহলে ইলমের নিকট নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বিশর আদ-দাওলাবী বলেন, তিনি منكر الحديث তথা যার থেকে কুফরি নয় এমন কোন قولي বা عملي ফিসক প্রকাশ পায়। আবূ বাকর আল-বায়হাকী বলেন, তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, তিনি হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল, তার থেকে হাদীস্ব গ্রহণ করলেও তা দলীলযোগ্য হবে না। আবূ হাতিম বিন হিব্বান বলেন, তিনি সানাদে পরিবর্তন করেন। আবূ যুরআহ আর-রাযী বলেন,তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আহমাদ বিন হাম্বাল তাকে বর্জন করেছেন। ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী তাকে দুর্বল বলেছেন। ইয়াহইয়া বিন মাঈন বলেন, তিনি দুর্বল। **মানঃ** হাদীস্ব বর্ণনায় দুর্বল। (**তাহযীবুল কামালঃ** ৬/৩৮৩) (হাদীস্ব নং ১৬২৮)

৩৩১. (রাবী নং ৭৭৫১ তাঃ ৬২৭৩) নামঃ মূসা বিন আবদুল্লাহ বিন আবূ উমায়্যাহ আল-মাখযূমী। উপাধিঃ ইবনু আবূ উমায়্যাহ, বংশঃ আল-মাখযূমী। স্তরঃ তিনি ৬ষ্ঠ স্তরের রাবী। তার ১ জন শিক্ষক ও ২ জন ছাত্রের নাম জানা যায়। তিনি ১ জন থেকে ও তার থেকে ১ জন রাবী হাদীস্ব বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ২ জন হাদীস্ব বিশারদের মন্তব্য পাওয়া যায়। তা হলোঃ ইবনু হাজার আল-আসকালানী ও ইমাম যাহাবী বলেন, তিনি মাজহুল বা অপরিচিত। **মানঃ** মাজহুল বা অপরিচিত। (**তাহযীবুল কামালঃ** ২৯/৯৩) (হাদীস্ব নং ১৬৩৪)

Contents

দ্বিতীয় খণ্ডের পর্বভিত্তিক সূচী নির্দেশিকা

১৬৩৮নং হাদীস থেকে ২৮৮১নং হাদীস পর্যন্ত মোট ১২৪৪টি হাদীস

Contents

Arabic to Bengali
تحقيق
سنن ابن ماجه
مطبعة التوحيد للطباعة والنشر